

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ কয়েকখানি ইতিপূর্ব্বে ছাপা হইয়া থাকিলেও, চণ্ডী গ্রন্থের এই সময়ের উপযোগী একখানিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যান পুস্তিকা প্রকাশের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের নব্যশিক্ষিত হিন্দু নর-নারীর পাঠোপযোগী সরল বাঙ্গালাতে লিখিত এইরূপ একখানি পুস্তিকা প্রকাশের সময় উপস্থিত উপলব্ধি করিয়া কাশীস্থ ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরকে স্বয়ং এই গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করায়, তিনি গত তিন বৎসর যাবৎ ইহার উপাদান সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। এখনও পুস্তক লিখন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই; তথাপি রাজা বাহাদুর তাঁহার বার্দ্ধক্য অবস্থা এবং নানা আধি ব্যাধিতে তাঁহার দেহের জরাজীর্ণ দশা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, এই ব্যাখ্যান পুস্তিকা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে, কালবিলম্ব করা অপেক্ষা ইহা আপাতত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছেন। এইরূপ বৃহৎ পুস্তক খণ্ড খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার অনুকূলে আরও একটি কথা বলিবার আছে। একখানি বৃহদায়তন পুস্তিকা সম্মুখে দেখিলে সময়াভাবে অনেকেই তাহার পাঠ আরম্ভ করিতে ভয় করেন। ক্ষুদ্র আকারের পুস্তিকা হাতে পড়িলে সেরূপ ভয়ের কারণ থাকে না—ইহাতে ধীরে ধীরে পাঠ করা এবং পাঠ করিয়া পঠিত বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিবার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়া যায়। চণ্ডীর এই ব্যাখ্যান পুস্তক খানি এই ভাবে পাঠেরই সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। খণ্ডশঃ প্রকাশ্য এই ব্যাখ্যান পুস্তিকার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাঠ করিবার সময়ে, গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কাহারও কোন বিষয়ে কিছু জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা তিনি পুস্তিকা প্রাপ্তির এক সপ্তাহ মধ্যে কৃপা পূর্ব্বক সংক্ষেপে প্রশ্নাকারে আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে সাদরে তাহা গৃহীত হইবে। পরের সংখ্যা পুস্তিকার এক অংশে উত্তর সহ প্রকাশ যোগ্য প্রশ্নগুলি প্রকাশিত হইবে। বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং শাস্ত্রতত্ত্বঘটিত কোন জটিল বিষয়ের প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিলে, ব্যাখ্যানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তঃর্ভূত করিয়াও তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করা হইবে। সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের পাঠের সুবিধা বিধান জন্য, এই ব্যাখ্যান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঘটিত প্রশ্ন সকল দেখিলেই এই ব্যাখ্যানের প্রকরণ পদ্ধতি সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া, প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্নসূচী এই খণ্ডের আবরণ কাগজের (কভারের) ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠাতে প্রকাশ করা হইল।

এখনও এদেশে অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু শালগ্রামশিলা কিম্বা বাণলিঙ্গ শিব-পূজার ন্যায় গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপাদি দ্বারা প্রত্যহ চণ্ডী গ্রন্থ পূজা করিয়া থাকেন। ঐরূপ পূজা বা সঙ্কল্প করিয়া পাঠ কার্য্যে ব্যবহার জন্য হস্তলিখিত তালপাতার চণ্ডী পুঁথীই প্রশস্ত—ঐ উদ্দেশ্যে বৃহৎ ব্যাখ্যান সহ এই চণ্ডী পুস্তক যে মুদ্রিত করা যাইতেছে না ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। কাজেই ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহার্য্য চণ্ডী গ্রন্থের সহিত অর্গলাস্তুতি দেবী কীলক, দেবী কবচ, দেবী সূক্ত, দেবীর ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি এবং প্রয়োগ বিধি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার রীতি আছে, এই পুস্তকে সে সকল দেওয়া হয় নাই। কোন কোন সংস্করণ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মূল শ্লোকের নীচে যেমন গীতার ভাষ্য ও টীকা সাত আট খানি পর পর সন্নিবিষ্ট করিয়া মুদ্রিত পুস্তকের আকার পরিপুষ্ট করা হয়, এ পুস্তক মুদ্রণ সময়ে সে প্রথাও অনুসরণ করা হয় নাই। ইহাতে অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন টীকাতে শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদত্ত হওয়াতে অনেক সময়ে পাঠককে শ্লোকের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে বসিয়া বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। চণ্ডী গ্রন্থের যতগুলি ভাষ্য ও টীকা সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমস্ত অতি সাবধানে বিচার করতঃ শ্লোকের সদর্থনিষ্কাশন করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যান সময়ে কতিপয়

শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতের সহায়তাতে এই ব্যাখ্যানে ভাষ্য সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐরূপ অর্থনির্ণয়ের বিচার কার্য্যের সুবিধার্থে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যও টীকার উক্তি সকল উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে সে স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ করা হয় নাই।

অতি ক্ষুদ্রাকারের অক্ষরে মুদ্রিত শাস্ত্র গ্রন্থ সকল পাঠ করিবার সময়ে বৃদ্ধ এবং অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহা জানিয়া অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে (ইংলিশ অক্ষরে) ব্যাখ্যান অংশ এবং তদপেক্ষা আরও কিছু বড় অক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) মূল চণ্ডীর শ্লোকগুলি এই পুস্তিকাতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ব্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত সমর্থক অন্য পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক এবং ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সমস্তই ক্ষুদ্র অক্ষরে ব্যাখ্যানের নীচে—ফুটনোট ভাবে মুদ্রিত করা হইল। কারণ ঐ সকল ত্যাগ করিয়াও সাধারণে চণ্ডীর মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যান অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাতে মুদ্রণ ব্যয় কিছু বৃদ্ধি হইলেও, পাঠক পাঠিকাগণের পাঠের সুবিধার্থে এই ভাবে এই পুস্তক মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে।

এই পুস্তিকার মূল্য অবধারণ সম্বন্ধে ইহা উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কাশীস্থ ব্রাহ্মণ রক্ষা সভার তহবিল হইতে মুদ্রণ ব্যয়ের আনুকূল্য হওয়াতে নাম মাত্র মূল্য অবধারণ করিয়া ইহার সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। এইরূপ বৃহদাকারের—চারিশত পৃষ্ঠা পুস্তকের প্রত্যেক খানির কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয়ই এক টাকার অধিক পড়িতেছে। এ অবস্থাতে সুলভ সংস্করণের প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ আনা এবং দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১৷০ এক টাকা আট আনা মাত্র অবধারণ করাতে পুস্তক প্রকাশ ব্যাবসায়ের দৃষ্টিতে, ইহা হইতে অর্থগত ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা কিছু যে নাই, ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। রাজ সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইতেছে এবং ত্রিবর্ণে রঞ্জিত চারি খানি উৎকৃষ্ট চিত্র রাজ সংস্করণের গ্রাহকগণকে পুস্তিকার উপসংহারে উপহার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ জন্য ইহাতেও অর্থগত লাভের পরিমাণ অতি সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে শাস্ত্রাধ্যপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থ পুস্তকের সংখ্যা এক শতের অধিক রাখিতে আমরা সমর্থ হইলাম না।

এই ব্যাখ্যান পুস্তক খণ্ডশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়াতে, সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, পুস্তকের প্রথমে পুস্তকের সূচীপত্র আমরা সন্নিবেশ করিতে পারিলাম না। পুস্তকের শেষে যে পাঁচটি পৃথক সূচীপত্র দেওয়া যাইতেছে তাহা এই—

১। মূল চণ্ডীগ্রন্থের অধ্যায় ও বিষয়গত সূচীপত্র।

২। মূল চণ্ডীগ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের আদ্যশব্দ পরিজ্ঞাপক সূচীপত্র।

৩। ব্যাখ্যান অংশের বিষয় পরিজ্ঞাপক সূচীপত্র।

৪। ব্যাখ্যান অংশে আলোচিত প্রশ্নের সূচীপত্র

৫। ব্যাখ্যানে উদ্ধৃত পুস্তকাদির নাম, লেখকের নাম, এবং বিষয় সংক্রান্ত সূচীপত্র।

এতদ্ভিন্ন এই ব্যাখ্যান পুস্তক সংকলন কার্য্যে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কাশীস্থ এবং অন্যান্য স্থানের যে সকল শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা পূজ্যপাদ সাধু সন্ন্যাসী হইতে নানাবিষয়ে সহায়তা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রাচীন হস্তলিখিত টীকা টিপ্পনী ও ভাষ্য গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত তাঁহাদের নাম ও বাস স্থানের তালিকা ইহার শেষ ভাগে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্ ॥"
(দেবী বাক্য)

প্রারম্ভিক নিবেদন।

সমাজ বিধ্বংসকারী অভিনব ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা আর তাহার পার্শ্ব-সহচরী অন্ধ নাস্তিকতা আজি সমগ্র ভারত-ভূখণ্ড ব্যাপিয়া কি ভাবে উহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই নিজ চক্ষু সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন। বৈদিক যাগযজ্ঞ, তান্ত্রিক সাধনা সিদ্ধি, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, স্বাত্ত্বিক দান ধ্যান, পূজা-অর্চ্চনা প্রায় সমস্তই এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ভূলোকের নন্দন-কানন, আধি ব্যাধি দৈত্য-দানবের নৃত্যভূমি মহাশ্মশানে আজি পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে মনে হয়,— যেন নিদারুণ পীড়াতে অবসন্ন বিপন্ন সন্তান, তাহার দুঃখিনী মাতার অঞ্চলখানি দুই হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিয়া, তাহার অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। মনে হয়, এই দুঃসময়ে, আমাদের হিন্দু-সমাজও যেন কতকটা এই ভাবে অনন্যোপায় হইয়া, আর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কেবল একটি বস্তুকে দুই হাতে আঁটিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া মাতার চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই বস্তুটির নাম—**দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী**। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত এই দেবীমাহাত্ম্য—চণ্ডী গ্রন্থখানি, আসাম হইতে আফ্গানপ্রান্তদেশে, কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, বঙ্গে, কালঙ্গে, মহারাষ্ট্রে, গুর্জ্জরে, বোম্বে, মান্দ্রাজে, ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সকল নগর মহানগরীতে, সহরে বন্দরে, পল্লীতে উপপল্লীতে, সর্ব্বত্র প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দু কর্ত্তৃক পঠিত ও পূজিত হইতেছে। এমন ভাবে আর কোন শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রপূজিত ও পঠিত হইতে দেখা যায় না। কাজেই মুমূর্ষু হিন্দু সমাজ, এই শাস্ত্রগ্রন্থ খানি যে এখনও দুই হাতে আঁটিয়া বুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন এমন কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচের কারণ নাই। কালীঘাটে, বিন্ধ্যাচলে, কাশীতে, কাঞ্চীতে, অবন্তীনগরে, বৈদ্যনাথে, চন্দ্রশেখরে, এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে, বসন্ত এবং শরৎ নবরাত্রিতে, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, ও নবম্যাদি পর্ব্বদিনে, শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একাগ্র-চিত্তে বসিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে চণ্ডী পাঠ করিতে যিনি কখনও দেখিয়াছেন তিনি অবগত

আছেন,—আজিও কোটিপতি ধনী রাজা মহারাজা হইতে দীন দরিদ্র হিন্দু কিরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে চণ্ডীগ্রন্থ খানি দুই হ'তে বক্ষে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। অপুত্রক রাজা মহারাজা, পুত্র পাইবার জন্য, বিপন্ন জমিদার মোকদ্দমা মামলাতে নিজ পক্ষের জয় লাভের জন্য, বণিক ও ব্যবসায়ী তাহার পতনোন্মুখ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন জন্য, বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের জন্য, ধনার্থী ধন পাইবার জন্য, রোগী কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য, কেহ-স্বয়ং কেহবা পুরোহিত প্রতিনিধি দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া সুপবিত্র তীর্থস্থানে শতাবৃত্তি, সহস্রাবৃত্তি বা লক্ষাবৃত্তি দেবীমাহাত্ম্য—চণ্ডী পাঠের অনুষ্ঠান করিতেছেন, এদৃশ্য তো আমরা নানাস্থানে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কাজেই একথা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, হিন্দু সমাজ আর সমস্ত ত্যাগ করিতে বসিয়াও আজিও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী খানিকে দুইহাতে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা সত্য যে মহাভারতের অন্তর্ভুত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানিও আজিও দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দু সমাজে উহার আদর এখনও অত্যন্ত অধিক; তথাপি হিন্দুজনসাধারণ চণ্ডীকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গীতাকে সে চক্ষে দেখিতে অভ্যস্থ নহেন, এমন কথা অসঙ্কোচ-চিত্তে বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতা মহাযোদ্ধা অর্জ্জুন উভয়েই কলিযুগের লোক। দেবীমাহাত্ম্য—চণ্ডী ইতিহাসের বক্তা মেধস ঋষি এবং শ্রোতা রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজা। তাঁহারা উভয়েই সত্যযুগের লোক ছিলেন। ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়ে দেবী মাহাত্ম্য এই চণ্ডীগ্রন্থ যে পঠিত হইয়াছিল, তাহার কিছু উল্লেখ কৃত্তিবাসের এবং তুলসীদাসের রামায়ণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি(১) বাল্মিকি-রামায়ণে ইহার পরিষ্কার উল্লেখ না থাকিলেও তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস অন্য কোন পুরাণ হইতে যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন. এরূপ মনে করা যাইতে পারে। মহাভারতে গীতার পূর্ব্ব অধ্যায় যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন, দেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। সেই স্তুতির শ্লোকগুলির সহিত দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের অন্তর্ভুত দেবীর স্তুতির শ্লোকের কোন কোন অংশের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেবল ইহাই নহে, চণ্ডীর অনেক কথা এমন কি অনেক শ্লোকের ভাব এবং ভাষা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-নিঃসৃত উক্তিতে যে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে,—সে সময়েও প্রয়োজন স্থলে এ দেশে দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী পূজিত ও

---

(১) শ্রীরামের দুর্গোৎসব বর্ণনা মধ্যে লিখিত হইয়াছে—"চণ্ডী পাঠ করি রাম করিলা উৎসব"
(কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ)

পঠিত হইত। পুরাকালে কেবল এদেশে নহে, রুসিয়া, জার্ম্মেণী, এবং মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণ ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ঐ ধর্ম্মে তাঁহাদের উপাস্য দেবীর সহিত দানবের যে অনেক সময়ে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহারও পরিচয় ঐ সকল দেশের প্রাচীন চিত্রে এবং পুরাতত্ত্ব-বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া চামুণ্ডাদেবীর পূজা হইবার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যানের যথা স্থানে প্রমাণসহ তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। দেবী-দানবের মহাযুদ্ধের ইতিহাস-পূর্ণ এই চণ্ডীগ্রন্থখানি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কেনই যে এত অধিক সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে,—এ প্রশ্নের উত্তর এই সকল অবস্থার প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই আমরা অতি সহজে পাইতে পারি। এ সম্বন্ধে আলোচনার যোগ্য আর একটি বিষয় আছে। তাহা এই,—চণ্ডী গ্রন্থখানিতে একাধারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সাধন মার্গের কথা যেমন অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী ভাষাতে বিন্যস্ত রহিয়াছে সত্য ; কিন্তু এই গীতা এতই উচ্চ স্থান হইতে, এতই উচ্চ সুরে গীত হইয়াছে যে তাহা আয়ত্ত করা কেবল সুপণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভবে, সাধারণের পক্ষে তাহার রস গ্রহণ বড়ই কঠিন। চণ্ডীর ভাষা এবং ভাব অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুখবোধ্য, বিশেষতঃ চণ্ডীতে স্থূল ঘটনা সমূহের চিত্র দেখাইয়া ঐ সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই উপরি উক্ত তিন পথের সাধকদিগের নিকটে এবং তাহাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকটে উহা যে সর্ব্বদা সমানভাবে সমাদৃত হইয়া রহিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

হিন্দু জনসাধারণের বুঝিবার সুবিধা বিধান করিবার জন্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধু সন্ন্যাসিগণ মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পরম আদরের বস্তু এই চণ্ডী গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষ্য এবং টীকা টিপ্পনী বহু যত্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ টীকা টিপ্পনীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ হেন উপাদেয় শাস্ত্রগ্রন্থের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ একখানিও আজি পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বাঙ্গালীকৃত চণ্ডীর ভাষ্য ও টীকার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। যে দুই এক খানি প্রাচীন টীকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত দেবীভাষ্য নামক চণ্ডীর যে ব্যাখ্যান বাহির হইয়াছে, তাহাও এতই উচ্চাঙ্গের দার্শনিক কথার আলোচনাতে পরিপূর্ণ যে, তাহার রসাস্বাদন সুখ কেবল উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত-মণ্ডলীরই উপভোগ্য

হইয়া রহিয়াছে, বলিতে বাধা নাই। দেশের সর্ব্ব-সাধারণ লোক কোন কালেই সুপণ্ডিত শ্রেণীর অন্তর্ভূর্ত হইতে পারেন না, অথচ চণ্ডীর ন্যায় একখানি অতি উপাদেয় ও অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কেবল জনকত সুপণ্ডিতের পাঠ্য ও উপভোগ্য হইয়া থাকাও সঙ্গত হয় না।—এজন্য হিন্দু জনসাধারণের পড়িবার ও বুঝিবার সুবিধা করিয়া, যতদূর সম্ভব সুবোধ্য সরল বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদ সহ এই গ্রন্থখানির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। এসময়ে এরূপ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবার আরও একটি গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে। চণ্ডী কেবল জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্ম্ম মার্গের সাধনা-সহায়ক গ্রন্থ নহে, উহার ভিতরে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জ্ঞাতব্য সুগভীর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বৈষয়িক ব্যাপারের উপদেশবাণী নিহিত রহিয়াছে। যে উচ্ছৃঙ্খলতা আজি হিন্দুসমাজ-দেহের মেরুদণ্ডকে প্রকম্পিত করিতেছে, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা হিন্দুর হৃদয়ে সংস্থিত রাজনৈতিক বুদ্ধি-বৃত্তির ও বিকৃতি সাধন করিয়া তুলিতেছে। নির্ব্বিয়ে অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য থাকিলে চণ্ডীর মধ্যে এর দুইয়েরই প্রতিকারক ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দু জনসাধারণ মধ্যে চণ্ডীগ্রন্থের ভক্তি ও জ্ঞানতত্ত্ব ঘটিত কথার ব্যাখ্যানের সহিত চণ্ডীর রাজনৈতিক ব্যাখ্যান প্রচারেরও এক্ষণে সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।

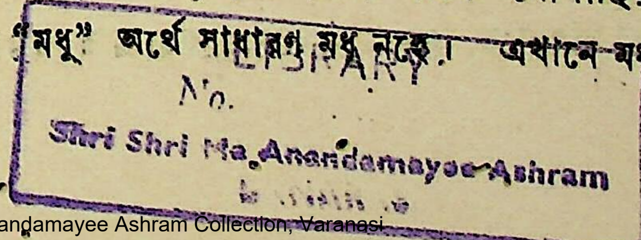
এই পুস্তকের সঙ্কলন এবং প্রকাশ প্রণালী পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। কার্য্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গুপ্ত রাখা অপেক্ষা প্রথমেই খুলিয়া প্রকাশ করা ভাল। এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য, অর্থ উপার্জ্জন বা সুখ্যাতি চয়ন কিম্বা পাণ্ডিত্য পরিজ্ঞাপন দ্বারা আত্মতুষ্টি লাভের চেষ্টার সহিত এখনও বিজড়িত হয় নাই। পরে কি হইবে জানি না। স্বদেশবাসী স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাই ভগিনীগণকে, মোহিনী মূর্ত্তিধারিণী সমাজ-ধ্বংশকারিণী স্বেচ্ছাচার-দানবী অভিমুখ হইতে ফিরাইয়া মাতৃ-অভিমুখে দণ্ডায়মান করাইবার অতি উচ্চ বাসনাকে হৃদয়ে লইয়া এই গুরুতর কার্য্যে আমরা ব্রতী হইয়াছি। দেশবাসী শতসহস্র নরনারী যে দিন চণ্ডী-পাঠের ফল ও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিবেন এবং নিজ দেশের ও নিজ সমাজের দুর্দ্দশা দূরীকরণ জন্য সংকল্প করিয়া প্রতিদিনের সন্ধ্যাপূজার ন্যায় চণ্ডীপাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই দিন আমাদের এই পুস্তক প্রকাশের সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। পুস্তকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু প্রকাশ করিবার নাই। সঙ্কলন প্রণালী সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে এখন তাহাই নিবেদন করিতেছি। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের টীকাকার বা ভাষ্যকারগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির অনুকূল বিষয়গুলিকে সমর্থন করিবার উপযুক্ত কথা গ্রন্থমধ্যে

যেখানে যাহা পাইয়া থাকেন, তাহাকেই প্রবল ও সমুজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা ভাষ্য রচনা করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্থলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য এবং বালগঙ্গাধর তিলক কৃত ঐ গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যান পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একই গ্রন্থের ব্যাখ্যানে একজন জ্ঞানের এবং আর একজন কর্ম্মের প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী তাঁহার কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকাতে ভক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন। চণ্ডীর এই ব্যাখ্যান পুস্তকে এইরূপ পথ অবলম্বন করিতে আদৌ আমাদের প্রবৃত্তি নাই। চণ্ডীগ্রন্থে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের কথা এবং রাজনীতির কথা যেখানে যেখানে কিঞ্চিৎ অস্ফুট রহিয়াছে, তাহাই আমাদের পাঠকগণকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা ভিন্ন কোন কিছুরই "ওকালতী" ভাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমাদের কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই।

শাস্ত্রগ্রন্থের টীকাকারগণ মধ্যে অনেকে সময়ে সময়ে আর একটি বিষয়ে বড়ই গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহারা এই সামান্য কথাটি স্মরণ রাখেন না যে, মনে রাখিবার সুবিধার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ ছন্দোবন্ধ কবিতাতে রচিত হইয়া রহিয়াছে। ছন্দোভঙ্গ দোষ হইতে শ্লোককে রক্ষা করিবার অনুরোধে অনেক সময়ে শ্লোকের মধ্যে যথা স্থানে যথোচিত শব্দ যোজনা করা যে সুকঠিন হয় ইহা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। এই কারণে পূর্ব্বাপর বর্ণনা দেখিয়া এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনেক সময়ে পাঠককে শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। ইহাতে চিন্তা, পরিশ্রম এবং প্রচুর ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হয়। সকল সময়ে টীকাকার এবং অনুবাদকগণ সে পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহেন না। কাজেই মূল শ্লোকের দুর্ব্বোধ্য স্থলে, শব্দের সহজ এবং আভিধানিক যে অর্থ, তাহাই ধরিয়া তাঁহারা অনেক সময়ে টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া থাকেন। ইহাতেই গোলযোগ ঘটে। একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি। চণ্ডীগ্রন্থের মহিষাসুর বধ আখ্যানের একস্থানে মহিষাসুরকে সম্বোধন করিয়া দেবী বলিতেছেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥"

এই শ্লোকের "মধু" শব্দের অর্থে বাঙ্গলাদেশের প্রসিদ্ধ টীকাকার স্বর্গীয় গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহারকৃত টীকাগ্রন্থে "মধু" লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডীর বাঙ্গালা অনুবাদকগণও "মধু" অর্থে "মধু"ই লিখিয়াছেন। এ স্থানে "মধু" শব্দ পড়িয়া অনেক পাঠক মৌমাছির চাকভাঙ্গা মধু বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ এস্থানের "মধু" অর্থে সাধারণ মধু নহে। এখানে মধু অর্থে



সুরা অথবা আসব কিম্বা অমৃত বুঝিতে হইবে। এ সুরা যে আধুনিক ব্রাণ্ডী, বিয়ার কিম্বা ধেনো মদ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেবীভোগ্য সুরা কি উপাদানে প্রস্তুত হইত তাহা মানবের বোধ্য নহে। তথাপি শ্লোকের অনুবাদককে মধু শব্দের অনুবাদ সময়ে "মধু" না লিখিয়া "সুরা" লিখিতে দেখিলে এ সম্বন্ধে এত কঠোর বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিত না। উদ্ধৃত শ্লোকে "মধু" লিখিত হইবার একটি কারণ এই যে, এখানে মদিরা অথবা আসর কিম্বা অমৃত শব্দ ব্যবহার করিলে শ্লোকের ছন্দো ভঙ্গ হইত। উদ্ধৃত "গর্জ্জ গর্জ্জ" শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বের শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—"দেবী জড়িত কথাতে বলিতেছেন" ইত্যাদি। আর কিছু পূর্ব্বে আর একটি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—কুবের দেবীকে সুবর্ণপূর্ণ পানপাত্র উপহার দিলেন। যথা—"দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।" চণ্ডী গ্রন্থের এই সকল বর্ণনার প্রতি প্রণিধান করিলে এবং দেবী ভাগবত পুরাণে লিখিত মহিষাসুর বধ উপাখ্যান সযত্নে পাঠ করিলে "গর্জ্জ গর্জ্জ" শ্লোকে কথিত "মধু" শব্দটি যে মৌমাছির চাক ভাঙ্গা মধু অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, পরন্তু সুরার প্রতিশব্দ ভাবে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা অতি সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কোন কোন অনুবাদক হয়ত' ইহা বুঝিয়াও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া চণ্ডীকে মদ্যপানে রতা দেবী ভাবে বর্ণনা করিতে সাহসী হয়েন নাই। চণ্ডীর অনুবাদ কার্য্যে ব্রতীর পক্ষে এরূপ বৃথা আতঙ্ক বাঞ্ছনীয় নহে। যে চণ্ডিকা দেবীকে, যুদ্ধ সময়ে অসুর পক্ষের অশ্ব গজ রথাদি নিজমুখে নিক্ষেপ করিয়া কড়মড় শব্দে চর্ব্বণ করিয়া সে সকল চক্ষু-নিমেষে উদরস্থ করিতেছেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—যাঁহার কণ্ঠে মুণ্ডমালা ঝুলিতেছে এবং হস্তে শোণিত মাখা শাণিতখড়্গ দুলিতেছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার আরক্তক হস্তে যুদ্ধ সময়ের ভূষণ সুরাপান পাত্র অশোভনীয় নহে। বিকট রজোগুণে স্ফীত ভয়ঙ্কর মহিষাসুরকে নিহত করিবার জন্য যিনি ততোধিক ভয়ঙ্করা ততোধিক রজোগুণের এক বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহার মুখে সে সময় যেরূপ ভয়ঙ্কর উক্তি সম্ভবে, মুনি ঋষিগণ তাহাই শুনিয়াছেন এবং শ্লোকে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অনুবাদককে কুক্কুট-শাবকের হৃদয় লইয়া কম্পিত হস্তে লেখনী ধরিয়া চণ্ডী গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে, পদে পদে তাহাকে দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তাহাতে পাঠকগণেরও পরিতাপের পরিসীমা থাকে না। এজন্য চণ্ডীর ব্যাখ্যান কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে লেখককে একটু হৃদয়বল আয়ত্ত করিতেই হইবে। এ সময়ে এইরূপ হৃদয়বল আয়ত্ত করিবার পথে বাধাবিঘ্ন বিপত্তি যে বহুতর রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না; তথাপি চণ্ডীর ভাবার্থ যথাযথরূপে ব্যাখ্যা

করিতে চাহিলে হৃদয়বল এবং সংসাহস লইয়াই এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিরস্ত থাকাই সঙ্গত। এই হৃদয়বল এই ব্যাখ্যানে কতটুকু দেখাইতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারিতেছি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে এদিকে আমাদের চেষ্টার শৈথিল্য হইবে না।

কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে চণ্ডীপাঠেই যখন সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, শাস্ত্রে এমন বলিতেছে, তখন চণ্ডীর শ্লোকের অর্থ উদ্ধার লইয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। কাজেই চণ্ডীর ভাবার্থ ব্যাখ্যান করিতে বসিয়া বিপত্তিকে আহ্বান করিয়া আনিবারও আবশ্যকতা দেখা যায় না, আর উহা শুনিতে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। যে শাস্ত্রে বলিতেছে, চণ্ডী পাঠে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সেই শাস্ত্রে ইহাও বলিতেছে যে—

"সার্থস্মৃতিং পঠেচ্চণ্ডীং স্তবং স্পষ্টপদাক্ষরং।
সমাপ্তৌ তু মহালক্ষ্মীং ধ্যাত্বা কৃত্বাষড়ঙ্গকম্॥" [২]

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—অর্থ বুঝিয়া এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতে হইবে। এতদ্‌ভিন্ন এসম্বন্ধে আরও একটী গুরুতর বিবেচ্য বিষয় আছে। চণ্ডীর অনুশীলন জন্য চণ্ডীগ্রন্থ মধ্যেই দুইটী সুপ্রশস্ত পথ নির্দ্দেশিত হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত উপাখ্যানের আরম্ভ ও উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। উপাখ্যান অংশের চুম্বক এই,—রাজা সুরথ নিজ অমাত্য ও কর্ম্মচারীগণের কুচক্রে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া যে সময়ে একাকী গহন বনে মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে সেই স্থানে সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সমাধি বৈশ্যও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঘটনা বশতঃ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উভয়েই নিজ নিজ দুঃখের কথা জানাইলে, মেধস ঋষি তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যে সকল উপাদেয় উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই চণ্ডীগ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। ঐ সকল কথা শুনিয়া উভয়েই দেবী চণ্ডিকার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনবৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার পরে, উভয়েই দেবীর নিকট হইতে স্ব স্ব অভীষ্ট বর লাভ করিলেন। রাজা সুরথ দেবীর বরপ্রভাবে তাঁহার অপহৃত রাজ্য ও তৎসহ ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, সমস্ত পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, আর সমাধি বৈশ্য দেবীর বর

[২] শ্রীদুর্গোপাসনা কল্পদ্রুম শ্লোক ৬৬ দ্রষ্টব্য।

প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। চণ্ডীগ্রন্থবর্ণিত মেধস ঋষিপ্রদত্ত একই উপদেশপ্রভাবে একজন বৈষয়িক উন্নতি পথে, আর একজন আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক অংশ হইতে দেখা যাইতেছে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয়—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমা নির্ব্বাণমুক্তিলাভের পথ, আর মানুষের বৈষয়িক উন্নতির পরম স্পৃহনীয় বস্তু সসাগরা পৃথ্বীর কর্তৃত্ব আয়ত্ত করিবার পথ একই, এবং তাহারই নাম হইতেছে দেবীপরমাশক্তির ঐকান্তিক আরাধনা। চণ্ডী গ্রন্থ ঘোষণা করিতেছে, একই নিয়মে একই স্থানে বসিয়া একই পরমাশক্তির আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ এক দিক দিয়া যাইয়া বৈষয়িক উন্নতির চরম স্থানে এবং আর এক দিক দিয়া যাইয়া বৈশ্য সমাধি আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ সীমাতে সমুপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। নব্য-শিক্ষিতগণ মধ্যে অনেকের নিকটে এ কথাগুলি ভাল লাগিবে না। নব্যশিক্ষিতগণ মধ্যে প্রায় কেহই এইরূপ দেবীর আরাধনার কার্য্যকারিতা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—কর্ম্মত্যাগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আর কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই মানুষের নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ সম্ভবে। ইহাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান এবং দেবদেবীর পূজা আরাধনা দ্বারা কোন রাজ্যচ্যুত রাজা কস্মিনকালেও তাঁহার হস্তচ্যুত রাজ্য পুনঃ উদ্ধার করিতে পারেন নাই এবং কখনও পারিবেন না। ইহাঁদের মতে কেবল দৈহিক বল প্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারাই উহা সংঘটিতে পারে। ইহাঁদের ধারনা, রাজ্য উদ্ধার তো বহুদূরের কথা দেশের জনসাধারণের সমাজসংরক্ষণশক্তি, লুপ্ত গৌরব, আর্থিক সম্পদাদি ফিরিয়া পাইবার জন্যও দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা নিরর্থক। কিছুদিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর চিন্তা পোষনকারী একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি শরৎকালের বজ্র নিনাদে গাহিয়াছিলেন—

"এখন সে দিন নাহিকোরে আর
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবেনা হবেনা" ইত্যাদি ইতাদি—

এইরূপ গানের গায়কগণকে আর এই শ্রেণীর গানের ভক্ত অনুরক্ত শ্রোতাগণকে মেধস ঋষির মুখনিঃসৃত চণ্ডীর মাহাত্ম্য গীতি শুনাইয়া এবং তাহার ভাবার্থ বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে এ সময়ে মাতৃমুখী করিতে প্রয়াস পাওয়া অসীম সাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু চণ্ডীর ব্যাখ্যান-

কারীকে এ সাহস বুকে লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। তাহার কারণ এই,—নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ই হইতেছেন হিন্দুসমাজদেহের রস, রক্ত ও মজ্জাস্থানীয়। মানুষকে বাঁচাইতে হইলে, রক্ত বিকৃতি হইতে তাহার দেহকে রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থখানি এ ব্যাধিরও একটি মহৌষধি। দুঃখের বিষয় এ মহৌষধিটী বড়ই শুষ্ক। এ মহৌষধি উদরস্থ করাইতে হইলে এমন ভাবে ইহাকে মধু দিয়া মাড়িয়া মুদিতচক্ষু রোগীর মুখে তুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহা তাঁহার সহজে গ্রহণোপোযোগী হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সুমিষ্টরস কেবল দার্শনিক জ্ঞানীগণেরই উপভোগ্য। এজন্য সর্ব্ব সাধারণের উহা গ্রহণীয় বস্তু নহে। বিশেষতঃ এ সময়ে এদেশে সমাধি বৈশ্যের সংখ্যা নিতান্তই বিরল। এ সময়ে এদেশে সুরথ রাজার মতন সাধক না থাকুক সুরথ রাজার ন্যায় পথের ফকীর দীনহীন সহায়-সম্পদ্ বিহীন দুর্ভাগার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এরূপ লোকদিগের জন্যই এ সময়ে চণ্ডীগ্রন্থের রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সমাজনৈতিকতত্ত্বের আলোচনাঘটিত একখানি সরল ব্যাখ্যান পুস্তিকা প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। উভয়তেই কিঞ্চিৎ মধুররস আছে একটু মাদকতাও আছে। এই মধু দিয়া মাড়িয়া মার্কণ্ডেয় মহামুনির প্রদত্ত মৃতসঞ্জিবনী মহৌষধিটি মুমূর্ষু হিন্দু নর নারী ভাই ভগিনীদের মুখের নিকটে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা, অতি দুঃসাহসে ভর করিয়া আমরা করিলাম—এখন তাঁহারা উহা মুখে তুলিয়া দিয়া আরও কিছু পরমায়ুঃ আয়ত্ত করিবার শক্তি প্রাপ্ত হউন, তাঁহাদের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

চণ্ডীগ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এ স্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করিতে বাধা নাই। পীড়া নিবারক কার্য্যানুষ্ঠান যেমন দুই প্রকার—অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং দেশগত—সমাজের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টাও তেমনি দ্বিভাব বিশিষ্ট। আমার নিজদেহের জ্বর উদরাময় নিবারণ জন্য আমাকে স্নানাহারে সংযম করিতে হয়, ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, গায়ে গাত্রাবরণ দিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া কিম্বা মহামারী উপস্থিত হইলে একাকী আমার ঐরূপ চেষ্টাতে কিছুমাত্র ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেক্ষেত্রে উহার প্রতিকার জন্য দেশে জন সাধারণের সমবেত চেষ্টাই একান্ত প্রয়োজন হয়। সমাজের পবিত্রতা রক্ষা বা সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐরূপ অবস্থা জানিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারেও প্রকৃতি-দেবী যে ঐ একই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও দেশবাসী লোকের সমবেত চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন। যদি ব্যক্তিগত ব্যাধি পীড়া নিবারণ, বিপদ আপদ উদ্ধার আর গ্রহ দোষ প্রতিকার কার্য্যে চণ্ডী পাঠ

ফলপ্রদ হয় বলিয়া আমাদের ধারণা থাকে, তাহা হইলে সমাজব্যাপী বা দেশব্যাপী একটা দুঃর্দ্দৈব উপস্থিত সময়ে তাহার প্রতিকার জন্য জনসাধারণের সমবেত চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডিকার আরাধনা নিস্ফল হইবার কোনই কারণ নাই। এ দৃষ্টিতেও এ সময়ে এ দেশে চণ্ডাগ্রন্থ প্রচারদ্বারা তৎপ্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত দেবী-দানবযুদ্ধের মূলতত্ত্ব ঘটিত দুই একটী কথার একটু আলোচনা এখানে অসঙ্গত হইবে না। যদিও গ্রন্থের শ্লোক ব্যাখ্যান সময়ে এরূপ কার্য্যের যথেষ্ঠ সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তথাপি মোটের উপরে দেবীযুদ্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে করিতে বাধা নাই। দেবীযুদ্ধ কি ? এবং কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা হইতে উহার উৎপত্তি ও সমাপ্তি হইয়াছিল ? ইহা জানিবার বাসনা হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে গ্রন্থ পাঠে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। একারণেও গ্রন্থের শ্লোক ব্যাখ্যান আরম্ভের পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে এস্থলে ঐ সকল কথার একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বিশুদ্ধকাঞ্চনবিনির্ম্মিত কোন আভরণের মূল্য নিরূপণ করিতে যেমন রজতমুদ্রার সহায়তা আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, সেইরূপ দেবী-দানব যুদ্ধের মৌলিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে চাহিলে প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটি অল্পদিন পূর্ব্বে একরূপ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গনেই ঘটিয়াছিল ;—দেবীযুদ্ধ উহার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, বহুসহস্রবর্ষকাল ব্যাপিয়া বিপুল আয়োজনে সংঘটিত হইয়াছিল। বহুদূরস্থিত কোন বস্তুকে লক্ষ্যের অন্তর্ভূত করিতে চাহিলে দৃষ্টি পথবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ কোন বস্তুর প্রতি অগ্রে দৃষ্টি স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী সপ্তর্ষিমণ্ডল ধরিয়া সুদূরবর্ত্তী ধ্রুব নক্ষত্রকে যেমন স্থির করিতে হয়, সেইরূপ মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে দৃষ্টি সম্মুখে ধরিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী যুদ্ধের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদিগের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জগতের একটী অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও মানব দেহধারী কতকগুলি জীব-মধ্যে ক্ষণকালের জন্য উহা সংঘটিত হইয়াছিল। একারণ এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা মধ্যে অলৌকিক বা অসম্ভব কথা অধিক কিছু আমরা দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত মহিষাসুরাদিবধ ঘটিত মহাযুদ্ধ কয়েকটী একদিকে বিরাট দেবশক্তি, অন্যদিকে বিকটদানবশক্তি মধ্যে বহুকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। এই দেবী-দানব যুদ্ধ বিবরণে অলৌকিক এবং অদ্ভুত ঘটনা সমূহের বর্ণনা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোক বুদ্ধিতে যাহা আয়ত্ত করা

সম্ভবে না এমন বহুবিধ বিচিত্র ঘটনার চিত্রও মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত এই দেবী-দানব যুদ্ধ বিবরণ মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বাহির বাহির দৃষ্টিতে এই সকল দেখিয়া নব্যশিক্ষিতগণ মধ্যে অনেকে উহাকে আরব্য উপন্যাসের ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া উপহাস্য করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে,—দৈত্যদানবের বর্ণনা কেবল পুরাণেই যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে এমত নহে, বাইবেল কোরাণেও দৈত্যদানবের কথা যথেষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, বাইবেলের "সয়তান" সর্পাদিরূপও ধারণ করিতে পারিতেন [৩]। আশ্চর্য্যের বিষয় কৃশ্চিয়ান এবং মুসলমানদের চক্ষে ইহা সত্বেও বাইবেল ও কোরাণ আদৃত হইতেছে, অথচ পুরাণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকটে উপহাসের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। ইহাঁদের নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের নব্য শিক্ষিত যুবকগণ পুরাণোক্ত দৈত্য-দানবের কথা পড়িয়া যে হাস্য করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিদেশীয় সংস্কৃত অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণ এবং এ দেশের নব্যশিক্ষিত যুবকগণ, বাইবেল বর্ণিত "সয়তান" এবং কোরাণ বর্ণিত "জীনের" কথা পড়িয়া পুরাণে বর্ণিত দৈত্যদানবকেও সম্ভবতঃ ঐরূপ একটা কিছু মনে করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাইবেল বর্ণিত "সয়তান" এবং পুরাণ বর্ণিত "দানব" কিছুরই অস্তিত্ব আদৌ বিশ্বাস করেন না। হয়ত সেই কারণেই দৈত্যদানবের যুদ্ধ কাহিনী পূর্ণ চণ্ডীগ্রন্থকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ বাইবেলের "সয়তান" কোরাণের "জীন" আর পুরাণের বর্ণিত "দৈত্যদানব" যে এক বস্তু নহে, তাহা একটু শাস্ত্রানুশীলন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি প্রকরণ মধ্যে যেখানে পৃথিবী, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা গুল্মাদির উৎপত্তির কথা আছে, সেখানে ঈশ্বর কর্তৃক "সয়তান" সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে "সয়তানকে"ও কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের পুরাণোক্ত "দৈত্যদানবের" স্বরূপ তেমন নহে। চণ্ডীগ্রন্থের প্রায় আরম্ভেই মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের বর্ণনাস্থলে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উহাদের উৎপত্তির কথা কথিত হইয়াছে। বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন কশ্যপ হইতে যেমন দেব ও দানব জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি চিরকাল শত্রু ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া উপনিষদে বর্ণিত

---

[৩] "And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon:

** And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth." Bible Revelation Chap. 12 দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে, [৪] বাইবেল বা কোরাণে দানব স্থানীয় "সয়তানকে" এবং দেবতাস্থানীয় "এন্‌জেলগণকে" সেভাবে কুত্রাপি বর্ণনা করা হয় নাই। সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতপঃপ্রভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অসাধারণ দৈবশক্তি লাভ করিয়া দৈত্যদানবেরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত এবং দেবতাগণকে লাঞ্ছিত করিত। মূলে, দেব ও দানব এ দুইই একই পরমাশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মধ্যবর্ত্তী স্থান যে "স্থিতি", সেই স্থিতিরই অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটা বিরুদ্ধ দিক আশ্রয় করিয়া ইঁহারা রহিয়াছেন। গুণাতীত পরব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্তা সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা চণ্ডিকা দেবীকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূলীভূত কারণরূপে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাতে সাত্ত্বিক ও তামসিক অর্থাৎ দেবভাব ও দানব ভাব দুইই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ কারণ চণ্ডীগ্রন্থের অনেক স্থানে চণ্ডীকে যেমন মাতৃ-রূপা শান্তিরূপা দয়ারূপাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তেমনি আবার তামসিক দেবী এবং অসুরী বলিয়াও স্তুতি করা হইয়াছে [৫]। সংসারের সৎ ও অসদ্ ভাব সমস্তেরই মূলাধার তিনি এমন কথাও ব্রহ্মকৃত চণ্ডিকার স্তব মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি [৬]।

বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্যাবলীর সহিত দেবশক্তি দানবশক্তি এবং এতদুভয়ের পরিচালিকা পরমাশক্তির কিভাবের কতটুকু সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বুঝিবার চেষ্টার পূর্ব্বে আমাদের এই মানব দেহের স্থূলঅবস্থাঘটিত ব্যাপারের প্রতি অগ্রে একটু দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে ভাল হয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি আমাদের এইস্থূলদেহ ধারণ করিয়া ভুমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই দেহের অভ্যন্তরস্থ দুইটী বিভিন্ন বা বিরুদ্ধমুখী শক্তি আমাদের দেহের ভিতরে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। আমরা দেখিয়া থাকি দেহেরই এই পালনশক্তি দেহরক্ষার উপাদান সকল অহরহ দেহে দান করিতেছে। আবার দেহেরই অন্যশক্তি যাঁহাকে সংহরণশক্তি বলা যাইতে পারে সেই শক্তি দেহরক্ষার উপাদান সকল অহরহ দেহ হইতে হরণ করিতেছে বা ধ্বংস

---

[৪] বৃহদারণ্যক ১ম অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণে দেবদানবের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ভাষ্যের অনুবাদ এই—

"Of the two kinds of the sons of Brahma (Prajapate) the sons of Diti are larger in number and Tamoguna prevails in them all, while the Suras are small in number and are marked by Sattvaguna. The Asuras overcame the Suras on account of their superiority in number, and on account of the boon they got from Siva."

[৫] "মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহা মোহাচ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥" চণ্ডী ৭৭ শ্লোক।

[৬] "যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা-শক্তিঃ সাত্বং কিংস্তূয়সেতদা॥" চণ্ডী ৮২ শ্লোক।

করিতেছে।' এইরূপ সৃষ্টি ও সংহরণ কার্য্য যতক্ষণ দেহের অভ্যন্তরে যথাবিধি চলিতে থাকে ততক্ষণ আমরা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করি না। "যথাবিধির" অর্থে বুঝিতে হইবে, যে নিয়মাধীনে বৃদ্ধাবস্থাতে বিনা পীড়াতে আমাদের মৃত্যু সংঘটন হয়। যখন অতিমাত্রায় অযথা রূপে দেহের ভিতরে এই ধ্বংস কার্য্য চলিতে থাকে তখনই আমাদের দেহে কষ্টকর পীড়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি। পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া অস্থির হই। বস্তুতঃ সুস্থাবস্থা এবং পীড়িতাবস্থা দুইই দেহরাজ্য অধিকার লইয়া দেবদানবের ন্যায় দেহের ভিতরে অহরহঃ যুদ্ধ করিতেছে। পীড়াকে দমন করিয়া স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিবার জন্য দেহের অভ্যন্তরস্থ স্বাস্থ্য দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইচ্ছাস্বরূপিনী জীবনীশক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইলে, ইনিই প্রয়োজনানুসারে আমাদের পীড়া শান্তির জন্য ঔষধের লঙ্ঘনের বা লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করেন, এবং কখন বা স্ফোটকাদি দারুণ বেদনা দায়ক পীড়া প্রবল হইয়া উঠিলে তাহার প্রতিকার জন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সহায়তা লইতেও সঙ্কুচিতা হয়েন না। আমাদের স্থূলদেহের ন্যায় আমাদের চিত্তের ভিতরেও দেবদানবের যুদ্ধ চলিয়াছে। অন্তঃকরণের সৎবৃত্তি দেব ও অসৎ বৃত্তি দানবস্থানীয় [৭]। আমাদের এই স্থূলদেহের ন্যায় বিরাট্ বিশ্বদেহরক্ষার অনুকূল কার্য্যকারকগণের নাম দেব, এবং ঐ বিশ্বদেহ রক্ষার প্রতিকূল কার্য্যকারকগণের নাম দানব; এবং উভয়শক্তির শাসন-সংরক্ষণ এবং পরিচালনা, যাঁহার ইচ্ছা ও বিধি ব্যবস্থা দ্বারা সদা সম্পাদিত হয় তাঁহাকেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-রূপিণী পরমাপ্রকৃতি বলিয়া পুরাণাদিশাস্ত্রকর্ত্তারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেবী "চণ্ডী" ইঁহারই একটী নামান্তর মাত্র। যিনিই যখন বিরাট্ বিশ্বদেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতে উপস্থিত হয়েন, বিশ্বস্থিতির অকাল ধ্বংস সাধনা করিতে অগ্রসর হয়েন, বিশ্বের সুখ শান্তি অপহরণ করিতে সমুদ্যত হয়েন, তখনই তিনি বিশ্বপরিচালিকা পরমাপ্রকৃতির অসন্তোষ ভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার এই অসন্তোষ ভাব প্রবল আকার ধারণ করিলে তাঁহার যে ভয়ঙ্কররূপ প্রকাশ হয় শাস্ত্রকর্ত্তারা তাঁহারই নাম দিয়াছেন "চণ্ডিকা"। সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে দেবশক্তিকে পরাভূত করিয়া দুর্দ্দান্ত দানব শক্তি যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখনই ঐ শক্তিকে দমন করিবার জন্য পরমাপ্রকৃতি দেবীকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। ইহারই নাম হইয়াছে "দেবীযুদ্ধ"।

দেবীযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত করিবার সময় মেধসঋষি কেবল মাত্র তিনটী ঘটনার কথা সুরথরাজার নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন। দেবীর তিনটী চরিত্র যে তিন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই, (১) মধুকৈটভবধ, (২) মহিষাসুরবধ, (৩) শুম্ভনিশুম্ভবধ। এই

[৭] ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২য় খণ্ড ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সকল দানবদমন কার্য্য সত্যযুগে সংঘটিত হইয়াছিল। মেধসঋষি সুরথরাজাকে যে সময়ে দেবীযুদ্ধের এই সকল ইতিহাস বলিয়াছিলেন তখনও সত্যযুগ অবসান হয় নাই, কাজেই ত্রেতাযুগের ও দ্বাপরযুগের কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করিবার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। ত্রেতাযুগে শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণবংশ ধ্বংস সময়ে এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুরুকুল নির্ম্মূলকরণ সময়েও দেবীচণ্ডিকা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। যে সময়ে ঐ সকল দুষ্ট দমনকার্য্য যে ভাবে তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা রামায়ণে, মহাভারতে এবং অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে মধুকৈটভবধ সময়ে দেবী স্বহস্তে সংহার অস্ত্র ধারণ না করিয়াও নিদ্রিত বিষ্ণুকে জাগ্রত করিয়া ঐ দানবদ্বয়ের বধসাধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়েও ঐ ভাবে তাঁহারই সংহার শক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখীন রাখিয়া ভদ্রকালীরূপে রাক্ষসকুলকে এবং মহাকালরূপে কুরুসৈন্যদলকে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কবি কাশীরাম দাসের বাঙ্গালা ভাষার মহাভারতাদির পাঠকগণের মধ্যে অনেকের নিকটে এই সকল কথা সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইতে পারে—কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারত ও পুরাণাদির পাঠকের নিকটে ইহার কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই [৮]। অনেকের হৃদয়ে এইরূপ একটা ভ্রম ধারণাও বদ্ধ মূল হইয়া রহিয়াছে যে "দেবীযুদ্ধের" বর্ণনা কেবল "মার্কণ্ডেয় পুরাণ" "দেবী-পুরাণ" ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ঠিক নহে। বেদে এবং তন্ত্রে দেবদানবযুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক কথা বর্ণিত আছে, এবং উহাতে দৈত্যদৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক দেবী পরমাশক্তির নানা স্থানে নানা প্রকারের স্তুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত সংগ্রহ করিলে দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আকার অতিশয় বৃহৎ হয়, এই কারণেই সম্ভবতঃ মেধসঋষি সুরথ রাজার নিকটে সংক্ষেপে তিনটী মাত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। দানবের পীড়ন হইতে দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে, অসতের কবল হইতে সৎকে উদ্ধার করিতে, দুষ্টের দৌরাত্ম্য হইতে শিষ্টকে রক্ষা করিতে, পরমাশক্তি কেবল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগেই যে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাহাই নহে, বর্ত্তমান কলিযুগেও তিনি নানাক্ষেত্রে নানাভাবে নানা চরিত্রে লোকনেত্রের গোচরে এবং অগোচরে লোকরক্ষাকর নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন। তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যকেই প্রাচীন পন্থাবলম্বী হিন্দুগণ "দৈবকার্য্য" বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। আর আধুনিক ইয়োরোপিয়ান এবং আমেরিকান পণ্ডিতগণ

[৮] মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ত্বং বিদ্ধি রুদ্রং কৌন্তেয় দেবদেবং কপর্দ্দিনম্। কালঃ স এব কথিতঃ ক্রোধজেতি মরাতুর। নিহতা স্তেন বৈ পূর্ব্বং হতবানসি যান্ রিপুন্॥"

ইহাকেই "প্রাকৃতিক নিয়ম" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। চিন্তা করা যাউক,—বৈশাখের শেষভাগে ভীষণ গ্রীষ্মে এখানকার নরনারী, পশু, পক্ষী, জীবজন্তু সকলেই অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মের কষ্ট আর সহ্য হয় না। এরূপ অবস্থাতে একদিন বৈকালে আকাশে একখানি কাল মেঘ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রবল ঝঞ্ঝা বাতাস উঠিল। নিমেষ মধ্যে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে আকাশ পরিষ্কার হইল, বৃষ্টিও নিবৃত্তি হইল। অসহ্য গ্রীষ্মের পরে শীতল বারিবর্ষণ পাইয়া লোকে শান্তি লাভ করিল। যে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থাতে এইরূপ কার্য্যসকল জগতের সর্ব্বত্র অহরহ সংঘটিত হইতেছে, তাঁহাকে ইয়োরোপিয়ান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জড় প্রকৃতির নিয়ম বা স্বভাবের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রদর্শী হিন্দুগণ তাহাকে চৈতন্যময়ী প্রকৃতি দেবীর ইচ্ছাসম্ভূত বিধান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা আরও বলেন, প্রকৃতির এই ব্যবস্থা কেবল জড়জগতে আবদ্ধ নাই, পরন্তু সর্ব্বত্র সকল জীবের উপরে সমান ভাবে উহা কার্য্য করিতেছে। ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিতগণমধ্যেও কেহ কেহ এ তত্ত্ব এখন একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন [৯]। জীবের স্থিতির এবং উন্নতির প্রতিকূল কার্য্য যেখানেই যে ভাবে উপস্থিত হউক, প্রকৃতিদেবী তাহার প্রতিকার করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁহার এই প্রতিকার ব্যবস্থাকে সুদূর হইতে নিকটে আনয়ন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ঐকান্তিক ইচ্ছা সংযুক্ত আরাধনা দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহা জানিতেন ও ইহা করিতেন। দ্বাপর যুগের শেষে এদেশে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের রজোগুণের উত্তাপ যখন অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এদেশের প্রজাপুঞ্জকে অসহনীয় কষ্টে নিপতিত করিয়াছিল তখন লোকে প্রতিকার চাহিয়াছিল। প্রকৃতিদেবী উহার প্রতিকার ব্যবস্থা স্বরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটীকে আনিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ঐ যুদ্ধের প্রবর্ত্তকরূপে ভূতলে অবতীর্ণ করাইলেন [১০]। ঐ যুদ্ধের পরে বসুন্ধরা কিছুকাল শান্তি সুখভোগ করিয়াছিল। উহার দুই

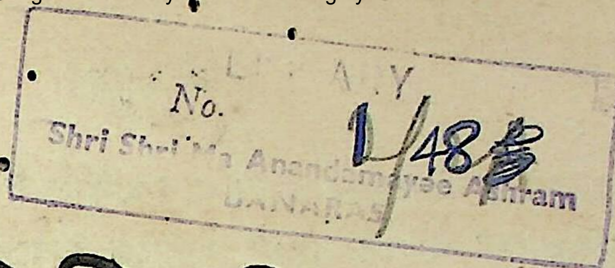
[৯] "A nation is a collection of individuals; with it therefore, as with a man, if it has a single fundamental defect, and neglects to apply remedies in time it gradually decays; A man who doestoo much for the advantage of himself and his family and too little for the good of others, usually sows the seeds of family decay; the energies of Nature punish his descendants for his neglect; similarly with nations, thus deficiency of industry and knowledge, combined with attempts to force an alien religion (Roman Catholicism), upon the Mexicans and Peruvians, sowed the seeds of decay of Spain and Portugal."

(The Scientific Basis of Morality. By G. Gore, L.D.D. page 120)

[১০] শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর লিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যানের ভূমিকাতে বিশদ ভাবে এবিষয় আলোচিত হইয়াছে। (সম্পাদক)

হাজার আড়াই হাজার বৎসর পরে পৃথিবীতে আবার অন্য প্রকারের আর একটী তাপ অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহার জ্বালায় জীবসকল অস্থির হইল। তাহার প্রতিকার বিধানের জন্য প্রকৃতিদেবী সে সময় বুদ্ধঅবতাররূপী শাক্য সিংহকে আনিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। এই ভাবে এ সময়েও যখনই যেখানে যে কোন প্রকারের অশান্তির তাপ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠে, দেখা যায়, তখনই তাহার প্রশমন জন্য, দেশ কাল পাত্রের প্রয়োজন-অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মি-মহাপুরুষের আবির্ভাবের সুব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়া থাকেন। বিশ্বের এই বিরাট্ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মি মহাপুরুষদিগের নিয়োজিত কর্ম্ম সাধনের পরে তাঁহাদের বিশ্রামের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু মহাপ্রলয়কালে মহাকালের কোলে মস্তক ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে পরমাপ্রকৃতির এক মুহূর্ত্তের তরেও বিশ্রাম নাই। তাঁহার নেত্রে নিমেষ তরেও নিদ্রা নাই। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সম্পূর্ণ জাগ্রতা রহিয়াছেন। বিপন্নের কাতর ডাক তাহার কণ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহা শুনিয়া থাকেন আর অবসন্নের হৃদয়ে আত্মরক্ষার বাসনা জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাহুতে তিনি বায়ু, বরুণ, অগ্নির বল ঢালিয়া দিয়া থাকেন। পরমা প্রকৃতির এই চরিত্র ও প্রকৃতি জানিয়াই পুরাকালে দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং ক্ষত্রিয় সুরথরাজা এবং শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনাদি মহাযোদ্ধাগণ বিপৎসময়ে পরমা দেবীকে স্মরণ করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এখন আমাদের বিপদ চারিদিকে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ্ আমাদের বুকের ভিতরে। বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছা হারাইয়া আমরা এ সময়ে অধিক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয়, উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটী সুগমপথ আমাদের সম্মুখে খুলিয়া রহিয়াছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থ খানির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সেই সুগম পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। ঋষিপ্রদর্শিত এই পথের একটী অলৌকিক শক্তি আছে। এই পথে একটীবার দৃষ্টিক্ষেপ করিবা মাত্র অসাড় অবশ দেহের মধ্যেও উঠিয়া দাঁড়াইবার বাসনা জাগরিত হইয়া উঠে। সেই বাসনাই শক্তি-সাধনার সামর্থ্যকে আনয়ন করে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ, এই সামর্থ্যকে আয়ত্ত করিয়া, শক্তি সাধনাতে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি যত দুর্দ্দশাতেই ডুবিয়া থাকুন না কেন, চণ্ডীগ্রন্থ ঘোষনা করিতেছেন, পরমাশক্তি অচিরাৎ তাঁহার সর্ব্ব প্রকার বাধা বিপত্তি প্রশমন করিয়া ত্রিলোক-অভিলিপ্সিত মুক্তিফল তাঁহার করায়ত্ত করিয়া দেন।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মণঃ।



শ্রীশ্রীচণ্ডী।

প্রথমচরিত্রম্।

॥ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ১
সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যোমনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম ॥ ২
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
সবভূব মহাভাগ সাবর্ণিস্তনয়োরবেঃ ॥ ৩

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

॥ প্রণব উচ্চারণে অধিকারী প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক চিন্ময়ী চণ্ডিকা দেবীকে চিন্তা করিয়া "নমশ্চণ্ডিকায়ৈ" পাঠ করিবেন। কর্ম্মারম্ভে ও কর্ম্মশেষে উহা উচ্চারণ দ্বারা সর্ব্ববিধ অপূর্ণতা বিদূরিত হয় [১১]।

প্রণব অক্ষর পরমাত্মার ভাব পরিজ্ঞাপক [১২]।

চণ্ডিকা নামের অগ্রে এখানে প্রণব অক্ষর সংযুক্ত থাকাতে তাঁহাকে ব্রহ্মভাব সম্পন্না পরমাশক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপা দেবী চণ্ডিকাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করিবার পদ্ধতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। আরও একটি লক্ষ্যের বিষয় এই যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঐ পুরাণের এই চণ্ডীমাহাত্ম্য অংশ পৃথক্ গ্রন্থাকারে

[১১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭ শ অধ্যায় ২৩ ও ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[১২] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায় ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যিনিই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিম্বা পুস্তকাকারে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই "নমশ্চণ্ডিকায়ৈ" বাক্যটী গ্রন্থের সর্ব্বাগ্রে সন্নিবেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে পরমাশক্তিপরিজ্ঞাপক সুমধুর ও কোমলভাবপ্রকাশক অসংখ্য শব্দ ভাষা ভাণ্ডারে থাকা স্বত্ত্বেও অতি উগ্র ভাবাত্মক "চণ্ডী" নামটী এখানে ব্যবহার করা হয় কেন ? ইহার উত্তরে কোন টীকা টিপ্পনী ভাষ্যকার কোন কথাই বলেন নাই, কেবল টীকাকার শন্তনু চণ্ডীশব্দের অভিধান ও ব্যাকরণমূলক অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—, চণ্ড অর্থে ক্রুদ্ধ। চণ্ডের স্ত্রী চণ্ডী। চণ্ডিকা অর্থে ক্রুদ্ধা [১৩]। চণ্ডী শব্দের ভাবব্যাখ্যান স্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে—একই মানুষকে স্নানের সময়ে গামছা স্কন্ধে করিয়া নদী অভিমুখে যাইতে দেখা যায়, পূজার সময় তাঁহাকেই পট্টবস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই, আবার সেই ব্যক্তিকেই রাজদরবারে মূল্যবান দরবারপোষাক পরিধান করিতে এবং যুদ্ধযাত্রাতে রণবেশে সুসজ্জিত হইতে আমরা দেখিয়া থাকি। এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পৌরাণিক দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য, এজন্য পুরাণের দুই একটা কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি। যে সূর্য্য গ্রীষ্মঋতুতে ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীব্রতাপে জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া তপন নামে আখ্যাত হয়েন, আবার সেই সূর্য্যই হেমন্ত ঋতুতে কোমল মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া হিমবর্ষণাদি দ্বারা শস্যসমূহকে পোষণ ও বর্দ্ধণ করিয়া তরুণ নামে পূজিত হয়েন। আবার সেই সূর্য্যই ঋক্ যজুঃ ও সামবেদে মিলিত ত্রয়ীরূপে বিশ্বে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া বিভাবসু নামে ঋষিগণের প্রণম্য হয়েন [১৪]। স্থান কাল এবং কার্য্যের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে একেরই প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন শব্দের বিপুল তারতম্য হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে স্ত্রী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া পরমা শক্তি দুষ্টদৈত্যদানব-দলনকার্য্য সাধনার্থে ধরাতলে অবতীর্ণা, সেক্ষেত্রে উগ্রমূর্ত্তির পরাকাষ্ঠা "চণ্ডিকা" নামে তাঁহার অভিহিতা হওয়াই শোভনীয়া।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, দেবী চণ্ডিকা ব্রহ্মস্বরূপা। ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ বলিয়া কথিত হয়েন। দেবী চণ্ডিকা রজোগুণের আধার, আর কোপের সাকার অবতার বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—এই পরস্পর বিরোধ উক্তির সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে হইতে পারে ? এ কথার উত্তর চণ্ডী গ্রন্থখানি স্বয়ং দিতেছেন।

---

[১৩] চণ্ডতে কুপ্যতে চণ্ডা চণ্ডী চ। চণ্ডৈর চণ্ডিকা কোপনা। অথবা চণ্ডঃ উগ্রঃ তস্য স্ত্রী চণ্ডী।
(শান্তনবী টীকা)

[১৪] মার্কণ্ডেয় পুরাণে অদিতি কর্ত্তৃক সূর্য্যস্তব দ্রষ্টব্য।

(১) "মার্কণ্ডেয় উবাচ"—এই উক্তির বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে হইলে, বলিতে হইবে,—মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডী গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশকগণ "মার্কণ্ডেয় বলিলেন" লিখিয়া অনুবাদ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ লিখিত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিতে হইলে "মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন" ই লিখিতে হইবে। ইতিহাস এই,—একদা জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকটে উপস্থিত হইয়া কোন বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছিলেন "অন্য কার্য্যে আমাকে আবদ্ধ থাকিতে হইতেছে, এজন্য সকল কথা বলিবার এখন সময় নাই, তুমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাইয়া পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতি চারিটি পক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সকল কথা জানিতে পারিবে।" জৈমিনিমুনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাইয়া পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। জৈমিনি মুনির প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারাই অতি প্রাচীন কালের ঘটনার ইতিহাস সকল জৈমিনি মুনিকে বিস্তার করিয়া বলিয়াছিলেন। এই সকল কথা অবলম্বন করিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপে এই পুরাণের এক অংশে দেবীমাহাত্ম্যের কথাসকল বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে দেবী মাহাত্ম্য কথা আরম্ভ হইয়া ৯৩ অধ্যায়ে উহা শেষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তঃর্গত এই তেরটী অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। মুদ্রিত চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশকেরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধ্যায় লিখিয়া থাকেন, ইহা ভুল। যাঁহারা সংকল্প করিয়া চণ্ডী পাঠ করেন, তাঁহারা কেবল "ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধঃ" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, প্রথম অধ্যায় শব্দ পাঠ করেন না। চণ্ডীগ্রন্থ বর্ণিত আখ্যায়িকা তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যথা,—প্রথম চরিত্র, মধ্যম চরিত্র এবং উত্তর চরিত্র। ধ্যান পূজাদি প্রয়োগ বিধিতে এই তিন চরিত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেধস ঋষি রাজা সুরথের নিকটে দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক মহিষাসুরবধাদি সম্বন্ধে যে তিনটি ঘটনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রৌষ্টুকিকে আবার বলিয়াছিলেন। পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতি চারিটি পক্ষী বৃক্ষ শাখাতে বসিয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। পক্ষীদের সে সকল কথা স্মরণ ছিল। জৈমিনি মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতি পক্ষী "মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপ ইতিহাস বলিয়াছিলেন" বলিয়া জৈমিনির নিকটে তাহাই কীর্তন করিয়াছিলেন। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তির বিবরণ ইহাই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, দেবীমাহাত্ম্য ইতিহাসের বক্তা মেধস ঋষি, শ্রোতা রাজা সুরথ।

(২) সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো ইত্যাদি বাক্যপূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই—সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি যিনি অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হয়েন, আমি তাঁহার উৎপত্তিবিবরণ এবং যেরূপে তিনি মহামায়ার কৃপা প্রভাবে মন্বন্তরাধিপ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত রূপে তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই শ্লোক দুইটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই মনে চারিটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা এই—১। মনু কি? ও মনুর সংখ্যা কত? এবং সাবর্ণি অষ্টম মনু হইলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর সাতজন মনু কে কে ছিলেন এবং পরবর্ত্তী মনুদেরই বা নাম কি এবং বর্ত্তমান সময়ের মনুর নাম কি? ২। মন্বন্তর অর্থ কি, ইহা সময় পরিমাপক কিছু হইলে কত বৎসরে এক এক মন্বন্তর সম্পূর্ণ হয়? মন্বন্তরের সংখ্যা কত এবং বর্ত্তমান সময়ে যে মন্বন্তর চলিতেছে তাহার নাম কি? ৩। চণ্ডিকাদেবীকেই যদি এখানে মহামায়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার এই "মহামায়া" নাম হইবার কারণ কি? ৪। সুরথ রাজা কি কারণে—"মহামায়ার" এতদূর কৃপাভাজন হইয়াছিলেন যে সামান্য একটী ক্ষত্রিয় রাজা হইতে তিনি "মন্বন্তরাধিপ" পদে উন্নীত হইতে পারিলেন?

এই চারিটী প্রশ্নের মধ্যে প্রথম দুইটীর শাস্ত্র নির্দ্দেশিত উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। মনু শব্দের অর্থ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন পুরুষ। তিনি প্রজাপতি এবং জগতে ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্দ্দেশক। এই মনু হইতেই মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মনু দিব্য একাত্তর যুগের অধিপতি। প্রতি-কল্পে মনুর সংখ্যা চতুর্দ্দশ। সাবর্ণি মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী সাত মনুর নাম এই,—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত এবং পরবর্ত্তী মনুদিগের নাম এই—দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত। মন্বন্তর শব্দের অর্থ এক এক মনুর প্রজাপালনকাল, যাহা দিব্য পরিমাণের একাত্তর যুগ। মানুষের বৎসরের হিসাবে ৩০৬৭২০০০০ বৎসরে এক মন্বন্তর সম্পূর্ণ হয় [১৫]। মন্বন্তরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ। বর্ত্তমান মনুর নাম অনুসারে বর্ত্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত। এক একটী মন্বন্তরের কালপরিমাণ দেখিয়া কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে পারেন, কেহবা উহা বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিতও করিতে পারেন। কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে প্রায় ছয় হাজার বৎসর অতীত হইল এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই

[১৫] "ত্রিংশৎকোট্যস্তু বর্ষাণাং মানুষেণ দ্বিজোত্তমাঃ। সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানিতু ॥
বিংশতিশ্চ সহস্রানি কালো যঃ সাধিকাংবিনা। মন্বন্তরস্য সংখ্যৈবা লিঙ্গেঽস্মিন্ কথিতাদ্বিজঃ ॥
(লিঙ্গপুরাণ দ্রষ্টব্য)

সিদ্ধান্তকে পোষণ করিয়া যিনি শাস্ত্রোক্ত মন্বন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তিনি উহার বিরাট আয়তন দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারেন না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রোক্ত "কল্পের" কাল তুলনাতে মন্বন্তরের এই পরমায়ু কাল অতি সামান্য। ৫০শৎ শ্লোকে কল্পশব্দের অর্থ ব্যাখ্যান সময়ে এদেশের লোকের কাল পরিমাপক জ্ঞান যে এক সময়ে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং এই বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিশক্তি যে আজিও কতই ক্ষীণ রহিয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইবে।

তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত "মহামায়া" শব্দের অর্থ কি? এবং দেবী চণ্ডিকা এখানে এ নামেই অভিহিত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন [১৬]। টীকাকারগণ, বেদান্তভাষ্য সাংখ্যকারিকা এবং অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মায়া শব্দের যে অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যদিও তাহাতে কেহই কোন আপত্তি করিতে পারেন না। তথাপি এ ক্ষেত্রে একটী বিষয় স্মরণ করা উচিত হইবে যে, যে সময়ে মার্কণ্ডেয়মুনি চণ্ডিকা উপখ্যানের অবতারণা করিয়াছিলেন তখনও ঐ সকল গ্রন্থ ভুমিষ্ঠ হয় নাই। মহামায়া শব্দের প্রকৃত অর্থ চণ্ডীগ্রন্থের ভিতরে ব্রহ্মকৃত মহামায়ার স্তোত্রে খুলিয়া গিয়াছে। এখানে ব্রহ্মা মহামায়াকে সৃষ্টিস্থিতিপালনের মূলকর্ত্রী পরমেশ্বরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে মায়ারূপা মিথ্যা, পরমব্রহ্মকে আবরণ করিয়া রাখিবার কথা বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে জড়রূপা প্রকৃতি নির্গুণ নির্লিপ্ত চৈতন্যময় পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া সাংখ্য দার্শনিকেরা ঘোষণা করেন, সেই মায়া বা সেই প্রকৃতি দেবী "মহামায়া" নামে যে এ স্থানে কথিত হয়েন নাই ইহা সুনিশ্চিত। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে একই শব্দ একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে [১৭] মহামায়া

---

[১৬] প্রাচীন টীকাকারগণের দুই একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত চণ্ডীর টীকার একস্থানে লিখিয়াছেন—"বিসদৃশ প্রতীতিসাধনং মায়া"—অর্থাৎ যিনি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মান তিনিই মায়া। শান্তনবী-টীকাতে লিখিত হইয়াছে-"অঃ বিষ্ণুঃ তস্য মায়া অমায়া মহতী-চাসাবমায়াচ মহামায়া।" মহতী বৈষ্ণবী মায়াই মহামায়া শব্দের অর্থ।

দেবীভাষ্যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে—"মায়া নাম অজ্ঞানসমষ্টিঃ সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বাদতাত্ত্বিকভাবরূপত্বাদ্বা তৎসংজ্ঞা। মহত্ত্বং চেতনাধিষ্ঠিতত্বম্ অধিষ্ঠিতত্বঞ্চোপাহিতত্বম্" তেন মায়োপাধিকাচেতনোতিফলিতম্ যাঈশ্বরত্বেনব্যপদিশ্যতে। উপাধিপ্রভাবাজ্জগন্মূর্ত্তিত্বম্। উপাধেয়প্রভাবাচ্চিতিরূপত্ব মত "একৈবাহংজগত্যত্রদ্বিতীয়াকামমাপরেত-বক্ষ্যমানং সুসমঞ্জসম্। দুর্গাদিমূর্ত্তিভেদাঅপিমায়িকাঃ। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি শ্রুতেরিতি বেদান্তিণঃ।"

[১৭] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং দশমঅধ্যায়ে "ব্যবসায়" শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জড়রূপাও নহেন অথবা "বিসদৃশ প্রতীতি সাধনং" মায়াও নহেন। এখানে মহামায়া চিন্ময়ী, চৈতন্যরূপিণী। এখানে মহামায়া মাতৃভাব হইতে সমুৎপন্না,—মাতৃস্নেহে পরিপ্লুতা। এখানে ব্যক্তি বিশেষের "মা" রূপে নহে, পরন্তু বিশ্বসংসারের "মা" রূপে আবির্ভূতা। 'ব্যক্তি বিশেষের মাতার সীমাবদ্ধ স্নেহ মায়া মমতা লইয়া নহে, পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের "মাতার" অসীম স্নেহ 'মায়া মমতা বক্ষে লইয়া সুরথ রাজার সম্মুখে তিনি উপস্থিত হইয়া প্রার্থনার অতিরিক্ত বর প্রদান করিয়া রাজার প্রতি মাতার মায়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এই জন্যই তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের কণ্ঠে এখানে চণ্ডিকা "মহামায়া" নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন আর চণ্ডমুণ্ডবধের রঙ্গভূমে তিনিই "চামুণ্ডা" নামে অবিহিতা হইয়াছেন।

মহাদেবীর মহামাতৃকা ভাব হইতে যে "মহামায়া" নামটি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থক উক্তি তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণেও ঐরূপ উক্তির অভাব নাই [১৮]। কেবল এই দেশে প্রচলিত পুরাণ ও তন্ত্রের নানা স্থানেই যে

---

[১৮] রুদ্রজামল তন্ত্রে হরগৌরি সংবাদে "মা" অক্ষর মাতৃকা বীজ স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। "মা" অক্ষরকে দেবী মহালক্ষ্মী বোধক বলিয়াও অনেক স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র কৃত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে "মায়া" শব্দের একটি অর্থে লক্ষ্মী লিখিত হইয়াছে। বিশ্বপালনকার্য্যের অধিপতি বিষ্ণু হইলেও মাতৃরূপে অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপে তিনি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। একারণ দেবী লক্ষ্মীর এক নাম "মা" অন্য নাম "মায়া।" যে স্থানে এই মাতৃত্ব ভাব সার্ব্বভৌম আকারে বিস্তৃত হয় সেই স্থানে তাঁহার নাম মহামায়া" হইয়া থাকে। চণ্ডী গ্রন্থ ব্রহ্মারকৃত মহামায়ার স্তবে মহামায়াকেই "ত্বংশ্রীস্ত্বমীশ্বরী" অর্থাৎ তুমিই লক্ষ্মী তুমিই ঈশ্বরী ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। কল্কিপুরাণে মায়া স্তবে মহামায়াকে ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি সাবিত্রী, বিষ্ণুর পালন শক্তি লক্ষ্মী এবং শিবের সংহার শক্তি ভবানী ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

"সাবিত্রী ত্বং ব্রহ্মরূপা ভবানী ভূতেশস্য শ্রীপতেঃ শ্রীস্বরূপা শচী শক্রস্যাপি নাকেশ্বরস্য পত্নী শ্রেষ্ঠাভাসি মায়ে জগৎসু॥"

উহারই অন্যস্থান হইতে মহামায়ার স্তুতি বিষয়ক আরও কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হ্রীংকারাং সত্ত্বসারাং বিশুদ্ধাং ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাং।
তন্বীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ॥
লোকাতীতাং দ্বৈতভীতাং সমীড়ে ভূতৈর্ভব্যাং ব্যাস সামাসিকার্থৈঃ।
নানারূপৈ র্দেবতির্যঙ্মনুষ্যৈস্তামাধারাং ব্রহ্মরূপাং নমামি॥

চণ্ডীগ্রন্থে মহামায়া প্রতি ব্রহ্মকৃত স্তুতিতে মহামায়ার বিশ্বমাতৃত্বভাব আরও পরিস্ফুট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"ত্বমেব সাত্ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥"

ব্রহ্মার এই উক্তির অর্থ নাগোজী ভট্টের টীকাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"হে দেবি! ত্বংপরা উৎকৃষ্টাজননী সর্ব্বজনকত্বাৎ।"

মহাদেবীর মহামাতৃকাভাব-বিজ্ঞাপক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, চীন এবং তিব্বত দেশে প্রচলিত অনেক বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যেও এই শ্রেণীর কথা বহু পরিমাণে রহিয়াছে [১৯]।

[১৯] সারজন উড্রপ্‌ তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত দেমচক নামক একখানি বৌদ্ধ তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী অনুবাদসহ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৌদ্ধ তন্ত্রখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত যথা—(১) বজ্রযোগিনী। (২) শ্রীমহামায়া। (৩) তারা। এই তন্ত্রে হেরুককে অর্থাৎ মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া দণ্ডায়মানা মাতৃকা দেবীর কথা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"To signify that she comprehends both Truths, apparent and real, She has two hands. With the left holding a human skull full of blood, She embraces the male, denoting that She Confers Supreme Bliss. The right hand holds a curved dagger with a Vajra hilt symbolising that wisdom-conciousness which cuts away every thought and destroys all sinful obscuring passions and maras, she thrusts this dagger menacingly, in all the ten directions. To show that] She has united the knot which holds all things as they appear. Her hair is loose and flowing. To denote Her freedom from the obscuring veil of evil passion She is naked. She is three-eyed, garlanded with fifty, and crowned with five dried skulls."

পালি ভাষাতে লিখিত যে সকল প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "মায়াদেবী" ও "মহামায়াদেবী" শব্দ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মহামায়াদেবী বুদ্ধদেবের মাতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেব নাস্তিকছিলেন না, পরন্তু পরমাশক্তির উপাসক ছিলেন এবং পরমাশক্তি মহামায়াকেই মাতৃরূপে তিনি ধ্যান করিতেন। "সাধনমালা" বৌদ্ধদিগের একখানি আদৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার একস্থানে লিখিত আছে,সূর্য্যে পীতবর্ণ মাঅক্ষর যুক্ত মাতৃ বীজকে ধ্যান করিয়া সূর্য্য হইতে ঐ বীজমন্ত্রকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপরে গৌরবর্ণা ত্রিমুখী ত্রিনেত্রা "মহামায়াকে" স্থাপন ও ধ্যান করিতে হয়। সারনাথে বুদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নস্তুপের মধ্যে প্রস্তরখোদিত একখানি মহামায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহামায়াদেবীর মূর্ত্তির এক পার্শে ব্রহ্মা ও অপর পার্শ্বে ইন্দ্রের মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির ক্রোড়ে শিশু বুদ্ধদেব শায়িত আছেন। বহুস্থানে এইরূপ প্রস্তরখোদিত হিন্দু দেবদেবীমূর্ত্তি বিজড়িত মহামায়া মূর্ত্তি বুদ্ধদেবকে ক্রোড়ে লইয়া বিরাজিতা আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথে বৌদ্ধ প্রাচীনকীর্ত্তি ভগ্নস্তুপের যে বিবরণ-পুস্তিকা কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একস্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে "কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মে শক্তির উপাসনা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমে যে শক্তি বৌদ্ধ সমাজে পূজিতা হইয়াছিলেন তাঁহার নাম 'তারা', যেমন দুর্গা শাক্তের শিবশক্তি এবং দেবমাতা, সেইরূপ বৌদ্ধ তারা অবলোকিতেশ্বরের শক্তি এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মাতৃরূপে পূজিতা * * * "তারারহস্য বৃত্তিকা" প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থে তারারই "প্রজ্ঞাপরিমিতা" এই বৌদ্ধ নাম দেখিতে পাওয়া যায়।"

"প্রজ্ঞাপরিমিতাসূত্রম্‌" বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ। এই প্রজ্ঞাপরিমিতাসূত্র গ্রন্থের একস্থানে "মায়া" শব্দের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"অহো বিস্ময়নীয়াসি গম্ভীরাসি যশস্বিনি। সুদুর্ব্বোধাসি মায়েব দৃশ্যসে নচ দৃশ্যসে ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ এই—

হে মাতঃ প্রজ্ঞা দেবি! তুমি জীবের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাক ও তোমার মহিমা সর্ব্বব্যাপী, তুমি ধীরা ও মানবের দুর্ব্বোধ্যা। তুমি মায়াপ্রভাবে কাহারও নিকট কখনও দৃশ্যা কখনও বা অদৃশ্যা হও। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে

চণ্ডিকাদেবীর মহামাতৃকাভাব, তাঁহার মহামায়া নামটীর সহিত বহুকালযাবৎ যে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য এ দেশের এবং ভিন্নদেশের নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু এসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উল্লেখ করা হইল, তাহাই এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করি। ইহার একটি প্রতিকূলকথা সম্বন্ধে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ;—অতিশয় উগ্রা, ভ্রূকুটি-ভয়ঙ্করা অতি প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা চণ্ডিকাদেবীতে বিশ্বের মহামাতৃকাভাব আরোপ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত কোন কোন নবযুবককেই যে কেবল চণ্ডিকাদেবী সম্বন্ধে এইরূপ একটা উৎকট ভ্রম ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতে আমরা দেখিতেছি তাহাই নহে, পরন্তু কোন কোন প্রবীন বাঙ্গালী গ্রন্থকারকেও এইরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত সকল দ্বারা তাঁহাদের রচিত উপাদেয় গ্রন্থের কলেবর কলুষিত করিতে দেখিতে পাইতেছি [২০]।

মহামায়া এবং মায়া শব্দের এইরূপ উচ্চভাব মূলক ব্যখ্যান অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে "মিথ্যা" অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার হইতে কুত্রাপি দেখা যায় না।

চীন দেশে, শিশুবুদ্ধদেব ক্রোড়ে ধারিণী দেবী মহামায়ার প্রতিমা আজিও যে কতদূর ভক্তিভাবে পূজিতা হইয়া থাকেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ পাইবে।

"In China the female type became extremely prominent, sometimes with a child in her arms, and the devotion She excites has often been compared with Roman Catholic homage to the Vergin Mary". (Buddhism and Christianity by J. Estlin Carpentar, p. p. 219. 220)

খৃশ্চিয়ান ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু শতবর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপে মহামাতৃকা দেবীর অর্চ্চনা যে কিভাবে হইত, নিম্ন-উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে,—

"The worship of the Great mother of the Gods and her son was very popular under the Roman Empire. Inscriptions prove that the two received divine honours, separately or conjointly, not only in Italy and especially at Rome, but also in the provinces, particularly in Africa, Spain, Portugal, France. Germany, and Bulgeria" (The Golden Bough by Sir J, G. Frazer.)

কেবল আগম, নিগম, তন্ত্রে, পুরাণে, কিম্বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থেই যে পরমা শক্তির মহামাতৃকা ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, বাইবেলেও ইহার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"Transit through the air is implied in a curious fragment of the Gospel according to the Hebrews. where Jesus is represented as saying : 'My mother, the Holy Spirit, took me and carried me up to Mount Tabor'. (Buddhism and Christianity by J, Estlin Carpenter, page 177.)

[২০] "অমৃতবাজার পত্রিকা" সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ একজন প্রবীন প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁহার কৃত "শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"শাক্তগণ কালী দুর্গাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়াদ্বারা বশীভূত করিয়া আমাকে ইহা দেও, তাহা দেও, বলিতেন। কালী

প্রচণ্ডাস্ত্রীমূর্ত্তিতে মাতৃভাব থাকিবার পক্ষে বাধা যে কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। সিংহিনীর শিশুশাবকগুলি কি ভয়ঙ্করা সিংহিনীর দিকে মাতৃভাবে চাহিয়া দেখিতে অভ্যস্তা হইয়া রহে নাই, অথবা স্তন্য পান করিবার সময় মাতা সিংহিনীর নিকটে যাইতে সিংহশাবকগুলি কি কখনও ভীত হয়? সিংহিনীর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ব্যাঘ্রমহিষাদি বন্যজন্তুর চিত্তে ভয়ের উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু তাঁহার শাবকের চিত্তে কুত্রাপি ভয়ের উদ্রেক করেনা; তৎপরিবর্ত্তে বরং আনন্দই উৎপাদন করে। আর একদিক দিয়া আমরা এই ব্যাপারটী দেখিতে চেষ্টা করিতে পারি। যে কৃষ্ণের মধুর কোমল মূর্ত্তি দেখিয়া গোপবালকবালিকাগণ আনন্দে বিভোর হইতেন, সেই কৃষ্ণ কংসপুতনাদিকেও উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া হত্যা করিয়াছেন। আবার অতি ভয়ঙ্কর যে নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া দৈত্যহিরণ্যকশিপু কম্পিত হইয়াছিলেন সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহ্লাদ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে উগ্র মাধুর্য্যের সুমিষ্ট সম্মিলন কিম্বা নৃসিংহ রূপেতে সংহার ও পালন ক্রিয়ার একত্রে বিকট সমাবেশ, অথবা কালিকা মূর্ত্তিতে একই সময়ে হাস্য ও রৌদ্ররসের অপরূপ বিকাশ তৎসঙ্গে তাঁহার এক হস্তে রক্তাক্ত খড়্গ ধারণ, অন্য হস্তে অভয়দানের বর্ণনা পড়িয়া নব্যশিক্ষিত-যুবকগণমধ্যে অনেকে স্তম্ভিত হইতে পারেন, কিন্তু এই সকল পৌরাণিক উক্তির ভিতরে যে অস্বাভাবিক বর্ণনার লেস মাত্রও নাই, ইহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে একটি ক্ষুদ্র লৌকিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া এই কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন—কোন গৃহিণী তাঁহার রন্ধনগৃহে বসিয়া কোলের শিশুকে ঝিনুক দিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন।

দুর্গার সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যখন বৈষ্ণবগণের ভাব লইয়া কালীঠাকুরাণীকে বলেন "মা! আমায় কোলে নে," তখন রস ভঙ্গ হয়, ঠিক ভাবশুদ্ধ হয় না। যেহেতু কালীমায়ের হাতে খাঁড়া আর গলায় নরমুণ্ড, লোলজিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে, এমন জনকে ত্রাহিত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা যায়। কিন্তু মা বলা যায় না। যেমন সরস্বতীকে গোঁফ দিলে রস ভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রস ভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ড মালিনীকে মা বলিলে রস ভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে, তাহার স্তন্য দুগ্ধ পান কি করাযায়?"

আর একদিকে একটি এমেরিকান মহিলা এদেশে আসিয়া কালিকা দেবীর মহামাতৃকাভাবটী যে কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহা—তাঁহার লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে পরিস্ফুট হইতেছে।

"But it is in India that this thought of the mother has been realised in its completeness. In that country where the image of Kali is one of the most popular symbols of deity, it is quite customary to speak of God, as "she", and the direct address then offered is simply "Mother.". (Kali the Mother By Sister Nibedita p. 19)

দুধের কটোরা তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে। এমন সময় একটা গৃহপালিত বিড়াল আসিয়া কটোরার দুধে ধীরে ধীরে মুখ দিতে বসিল। গৃহিণী তাহা দেখিতে পাইয়া পার্শ্বে পতিত তালপাতার পাখাখানি বামহাতে উঠাইয়া লইয়া বিড়ালকে "দূরহ" বলিয়া প্রহার করিতে উদ্যতা হইলেন; এক্ষেত্রে যেমন দেখা যাইতেছে মাতৃরূপা গৃহিণীর একই সময়ে একহাতে পালনকার্য্য এবং অন্য হাতে শাসনকার্য্য চলিতেছে, একই সময়ে যেমন তাঁহাতে ক্রোধ ও দয়ার কার্য্য সমভাবে বিকাশ পাইতেছে, সেইরূপ বিশ্বমাতা চণ্ডিকা দেবীর একই সময়ে পালন ও শাসন কার্য্য তাঁহার এই কালিকা মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে বাধা কি? এবং ইহাতে অস্বাভাবিক বর্ণনার দোষ আরোপ হইবারই বা স্থল কোথায়?

দেবদেবীর রূপাদির ধ্যান এবং তাঁহাদের আচরিত বিভিন্ন কালের বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জীবরক্ষাকরকার্য্যের ভিতরে যে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা ঋষিগণপ্রদত্ত শাস্ত্রীয় সূত্র ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, যেখানেই আমরা কেবল নিজ বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় লইয়া তৎসম্বন্ধে কোন অভিনব সিদ্ধান্ত করিতে উপস্থিত হই, সেখানেই আমরা একটা মহাগোল-যোগের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এখানে মহামায়া নামের অর্থনিরাকরণ লইয়াও এইরূপ ঘটনা উপস্থিত করা হইয়াছে। সংসার-শাসন-পালন-কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব পুংরূপে বিষ্ণুতে এবং স্ত্রীরূপে মহামায়াতে থাকাতে, উভয়কেই অতিমধুর কোমলমূর্ত্তিতে সাধকের ধ্যানচক্ষু সম্মুখে ঋষিগণ আনিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বিশ্বপালন-কার্য্যেরই সুবিধার্থে সময়ে সময়ে এই দুইকেই প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে। বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণের এবং মহামায়ার চণ্ডিকামূর্ত্তি গ্রহণের ইহাই নিগূঢ় রহস্য।

দেব চরিত্রের এই রহস্য বুঝিতে চেষ্টা না করাতেই কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণকারী এদেশের কোন কোন লেখক দেবী চণ্ডিকাকে অতি ভীষণ ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। অন্যদিকে এদেশের মুনিঋষি আর পুরাকালের আস্তিক ব্রাহ্মণগণ, দেবচরিত্রের এই নিগূঢ় রহস্য উৎঘাটন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবী চণ্ডিকার অতি উগ্রমূর্ত্তি-ভিতরেও মধুর হইতেও সুমধুর মহামাতৃকাভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়াই চণ্ডীগ্রন্থে (৭০ সংখ্যক শ্লোকে) দেবগণ কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তুতিতে তাঁহার মহামাতৃকাভাব মার্কণ্ডেয় ঋষি যেরূপ সাধারণ-লোকবোধ্য ভাষাতে প্রকাশ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, এরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট

হয় না। শ্লোকটী এই—

"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥"

শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই—

যে দেবী সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে মাতৃরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

দেবীর মহামাতৃকাভাবের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য এমন অল্পকথাতে এমন সরল ভাষাতে জগতে আর কেহ কোনস্থানে এপর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

৪র্থ প্রশ্ন,—রাজা সুরথ কি কারণে মহামায়ার এতদূর কৃপাভাজন হইয়াছিলেন যে সামান্য একটী ক্ষত্রিয় রাজা হইতে তিনি মন্বন্তরাধিপপদে উন্নীত হইতে পারিলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সুরথরাজার চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। রাজা সুরথ একটী সামান্য ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয়খানি অসামান্য ছিল। চণ্ডীর উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সমাধি নামক বৈশ্য এবং সুরথরাজা মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মুনির নিকটে নিজ নিজ মনোদুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। সমাধি তাঁহার স্ত্রী পুত্রের কথাই সদাসর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, মুনির নিকটও ঐ সকল বিষয় জানাইয়াছিলেন। সুরথ রাজা তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রের কথা একবার মনেও আনিতেন না, সদাই তিনি তাঁহার দেশের প্রজাপুঞ্জের কথা চিন্তা করিতেন। প্রজাপুঞ্জকে তিনি নিজের ঔরস পুত্রের ন্যায় যে দেখিতেন, চণ্ডীগ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে। নিজের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য যিনি সর্ব্বদা চিন্তা করেন, আর নিজের দেশের জনসাধারণের দূরবস্থা দূর করিবার জন্য যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে, এতদুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান। সুরথরাজা রাজ্যচ্যুত এবং স্ত্রীপুত্রবর্জ্জিত হইয়া বনমধ্যে নিজের এবং নিজ স্ত্রীপুত্রের ভাবনা ভুলিয়া প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল চিন্তাতে সদাসর্ব্বদা একাগ্র চিত্ত হইয়া থাকাতে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়া ছিলেন। জগন্মাতা তাঁহার উন্নতির আসন ইন্দ্রের সিংহাসনের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া তাহারও অনেক ঊর্দ্ধে যে নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সুরথরাজা আধুনিক রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার ছলে বলে বা সুকৌশলে এই অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন নাই, পরন্তু কেবল নিঃস্বার্থ লোকমঙ্গলচিন্তারূপ সুপবিত্র ও সুপ্রশস্ত রাজপথের নির্ভীক পথিক হইয়া চলিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহামায়ার প্রভাবে দীর্ঘকাল-অন্তে মন্বন্তরাধিপপদে উন্নীত হইতে পারিয়াছিলেন।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৫

৪ এবং ৫ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

পুরাকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত সুরথ নামে সমগ্র পৃথিবীর এক রাজা ছিলেন। ঔরসপুত্রনির্ব্বিশেষে সম্যকরূপে প্রজাপালনতৎপর সেই রাজা সুরথের শত্রুরূপে কোলাবিধ্বংসকারী ভূপালগণ উদ্ভূত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

এখানে যে চৈত্রবংশের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই চৈত্র বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৬৭ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকমধ্যে সুরথরাজাকে সমগ্রপৃথিবীর রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, তিনি ভারত খণ্ডের অথবা সুবিস্তৃত কোন এক রাজ্যের সম্রাট্ ছিলেন। শ্লোকের ভাষাতে লিখিত ক্ষিতিমণ্ডল অর্থে এখানে "পৃথিবী" স্থির করিতে হইলে, পরের শ্লোকে লিখিত ভূপ অর্থে পৃথিবীপালক অর্থাৎ "পৃথিবীর রাজা" বুঝিতে হয়। তাহা অবশ্যই শ্লোকবক্তার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার অধীনস্থ কয়েকটী প্রাদেশিক রাজা বিদ্রোহিভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সকল বিদ্রোহীভাবাপন্ন প্রাদেশিক রাজারা কিরূপ বলবান ছিলেন তাহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহারা যে কোলাবিধ্বংস করিয়াছিলেন একথাও এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোলা কি? এমন প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। টীকা ও ভাষ্যকারগণেরা এই "কোলা-বিদ্ধংসিনঃ"শব্দের অর্থ নিরাকরণ লইয়া বড়ই বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন। শান্তনবী টীকায় লিখিত হইয়াছে,— ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব-উপাসক ব্রাহ্মণাদি ঘাতক রাক্ষস [২১]। নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত ভাষ্যে

[২১] "কো ব্রহ্মা অঃবিষ্ণু উঃ মহেশ্বরঃ। তান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ লাঃ লান্তি অর্চ্চয়িতুং গৃহ্লন্তি ইতি কোলা-ব্রাহ্মণাদয়ঃ তান্ আসমন্তাৎ বিধ্বংসয়ন্তীতি কোলাবিধ্বংসিনঃ রক্ষযোনয়ঃ।" (শান্তনবী)

লিখিয়াছেন ;—যবন [২২]। দেবী ভাষ্যে কোলা শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে—মেষ ও শূকর ভোজী ম্লেচ্ছ [২৩]। এ সকল অর্থ অভিধান দ্বারা সিদ্ধ হইলেও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না। তাহার কারণ এই,—যে সময়ের ঘটনা, সে সময়ে জগতে যবন আদৌ সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, শূকর এবং মেষ ভোজন সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয়গণমধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও রাজপুতনার ক্ষত্রিয়-রাজাগণ শূকর শিকার করেন এবং তাহা ভক্ষণ করেন। এখনও বাঙ্গালী নেপালী ও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অনেকে মেষমাংস ভক্ষণ করেন। রাক্ষস অর্থটি অতিদূরে হস্ত প্রসারণ করিয়া টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। সুরথ রাজার সামর্থ্য দেখাইবার জন্য শ্লোকের এই স্থানে এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। শূকর ও মেষখাদক বলিয়া ঘৃণা করা হইয়া থাকিলে সেরূপ ঘৃণ্য জাতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করা কাহারও পক্ষেই অতিশয় বীরত্বপরিচায়ক কথা নহে। যদি কল্পনা বলেই অর্থ করিতে হয় তাহা হইলে এস্থলে ইহা মনে করিতে বাধা নাই যে, কোলা নামে কোন প্রবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজার যে রাজধানী ও রাজ্য ছিল তাহাই ধ্বংস করিয়া প্রাদেশিক রাজাগণ সদর্পে সুরথ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন [২৪]।

কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে কোলানামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্য সিংহের মাতামহ এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এরূপ কথিত আছে। পতিরাজ্য হইতে পিত্রালয় আসিবার সময়, পথে গঙ্গানদীর প্রায় দেড়শত মাইল উত্তরে কপিলবাস্তুর নিকটে একটি বৃক্ষতলে মহামায়া দেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহারগর্ভ হইতে শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন [২৫]। এই ঐতিহাসিক সূত্র ধরিয়া কোল-রহস্যের মীমাংসা করিতে উপস্থিত হইলে বিহার বা মগধের অন্তর্ভূত কোন একটি স্থানকে কোলা বা কোলরাজ্য

---

[২২] "যদ্বাকোলান্ শূকরান্ বিধ্বংসিতুং খাদিতুংশীলং যেষাং তে যবনাঃ।" (নাগোজীভট্ট)

[২৩] "কোলান্ শূকরান্ অবীন্ মেষাংশ্চ পৌনঃপুন্যেননৈসর্গিকপ্রবৃত্ত্যাচ ধ্বংসয়ন্তো নাম কোলাবিধ্বংসিনঃ ভূপাঃ কাশ্মীরপ্রান্তদেশপতয়ো ম্লেচ্ছভেদাঃ।" (দেবীভাষ্য)

[২৪] চণ্ডীর প্রাচীন টীকাকার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কৃত টীকাতে এইরূপ অনুমান কিঞ্চিৎ পরিমানে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, যথা—"কোলা নগরী তাং বিধ্বংসিতুং শীলং যেষাং"

[২৫] "According to the Ceylonese Chronicles the Rohine flowed between the cities of Kapila and Koli, the latter being the birth-place of Máyá Devi, the mother of Buddha. When Máyá was near her confinement she went to pay a visit to her parents at Koli. Between the two cities there was a garden of Sal trees called Lumbini, There she rested and gave birth to the infant Buddha."

(The Ancient Geography of India By Sir Alexander Cunningham P. 476, 477.)

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয় [২৬]। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এখানে প্রাচীন কোলরাজ্যের কোনই নিদর্শনপাওয়া যায় না। তবে বহু পূর্ব্বকালে শত্রু রাজার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এই সকল স্থান হইতে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ যে নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে দিনাজপুর রঙ্গপুরাদি স্থানে এবং দক্ষিণে ছোটনাগপুর এবং উৎকলপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিতগণ তাঁহাদের লিখিত কোন কোন গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ছোট নাগপুরের কোল এবং রংপুরের কোচজাতীয় অধিবাসীরা চণ্ডীগ্রন্থবর্ণিত এই প্রাচীন কোলা রাজ্যবাসী ক্ষত্রিয়দের বংশধর কিনা ইহা সুনিশ্চিতরূপে মীমাংসা করিবার এক্ষণে কোনই উপায় নাই [২৭]।

---

[২৬] স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের Imperial Gazetteer গ্রন্থাবলীর অষ্টম ভলুমে কোল নামক শক্তিউপাসক জাতির কিছু বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্যর জন উড্রপ পালামোতে অবস্থিত সময়ে, এই কোলজাতিকে কোন প্রাচীনক্ষমতাশালী জাতির ধ্বংশাবশিষ্ট বলিয়া তাঁহার "শাক্ত" গ্রন্থভূমিকার একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন—

"The near disatuce shows the water of a mountain tarn and two clumps of trees—the groves of worship of the ancient Kolarian peoples. Here a sparse remnant adore to-day as did their ancesters thousands of years ago."

[২৭] রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন যদিও রঙ্গপুরের রাজবংশী কোচজাতিকে বিহার বিতাড়িত ক্ষত্রিয় রাজবংশসম্ভূত স্থির করিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় পদবীতে অভিহিত করিবার যোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এসিদ্ধান্তের অনুকূল ঐতিহাসিক প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বল। তাহার একটি এই,—কোল শব্দের অপভ্রংশ কোঁচ শব্দ হইতে পারে। এদেশে, এক জাতি তাহার প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নামে পরিচিত হইবার যে চেষ্টা করিয়া থাকেন ইহার অনেক সুন্দর প্রমাণ ইণ্ডিয়াগবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত সেনসাস রিপোর্টে পাওয়া যাইতে পারে। যথা—

"The Sunris and Shahas were formerly treated as one and the same caste, but at this census they were recorded separately in Bengal. The great majority of the persons who entered themselves as Shahas are really Sunris, and the two must be taken together for comparative purposes. If the Sunris, are considered separately, we find that in the area administerd by the late Government of Eastern Bengal and Assam, where Sunris were freely allowed to return themselves as Shahas, the number of Sunris has fallen from 2,°5,000 to 5,000, and in their place a body of 2,98,000 Shahas has sprung up.'

(Census of India Report 1911. *volume V. Page* 516.)

২৫ কিম্বা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গে রঙ্গপুরের নিকটবর্ত্তী চড়কাবাড়ী নামক গ্রামবাসী কবি কমললোচন, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "চণ্ডিকাবিজয়" নামক একখানি বৃহৎ বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

চণ্ডীগ্রন্থের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে "কোলাবিধ্বংসিন্" শব্দের অর্থ নিরাকরণ লইয়া টীকাকারগণ যে গোলযোগ সৃজন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী (৬ সংখ্যক) শ্লোকের "কোলাবিধ্বংসিভিঃ" শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া ঐ গোলযোগকে তাঁহারা আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। টীকাকার শন্তনু কোলাবিধ্বংসিন্ শব্দের যবন অর্থ প্রতিপাদন করিয়া লিখিয়াছেন—"কোলাবিধ্বংসিভির্যবনভূপৈঃ"। কোন টীকাকার লিখিয়াছেন—কোলাবিধ্বংসিন্ অর্থে শূকরপালনকারী অর্থাৎ যবন, অথবা সম্যক্‌রূপে শূকরবিদ্ধকারী যে ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগকে যে ধ্বংস করে এরূপ যবন [২৮]। "কোলাবিধ্বংসিন্" শব্দের এইরূপ কষ্টসাধ্য অর্থ নিরাকরণ করিবার সময় টীকাকারগণ এই সাধারণ বিষয়টীর প্রতি প্রণিধান করেন নাই যে যবনেরা আদৌ শূকর ভক্ষ করেন না। এবং তাঁহারা শূকর পালনও করেন না। এমন কি তাঁহারা শূকর স্পর্শও করেন না। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে কোরাণ মান্যকারী মোসলেমগণ শূকরকে "হারাম" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন [২৯]।

"কোলাপুরে বৈসে যত, আপ্তপর লোক। ধনরত্ন লইয়া রাজাকে দিল শোক॥
সুরথে দেখিল এত সভার ব্যবস্থা। ভাব্বা পরিভাব্বো রাজা মনে পাইল ব্যথা॥
এমত দেখিয়া রাজা কোন কর্ম্ম কৈল। ধীরে ধীরে পুরী হইতে বাহির হইল॥
একাকী নড়িল রাজা মৃগয়ার ছলে। পথ আরোহণে নৃপ চলে বা না চলে॥

ইহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় তখনও বাঙ্গালা দেশের সুশিক্ষিত লোকে কোলা শব্দের অর্থে সুরথ রাজার রাজধানী "কোলা" বা কোলাপুর বলিয়া বুঝিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তখনও চণ্ডী লিখিত কোলশব্দকে শূকর বলিয়া অর্থ করিতে এ দেশে কেহ আরম্ভ করেন নাই। এই চণ্ডিকাবিজয় গ্রন্থেও রংপুরের কোচগণকে কোলবংশসম্ভূত বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(২৮) "যদ্বা কোলান্ শূকরান্ ন বিধ্বংসয়ন্তি রক্ষন্তীতি তথা ; অথবা কোলান্ শূকরান্ আ সম্যক্ বিধ্যন্তীতি কোলাবিধঃ ক্ষত্রিয়া তান্ ধ্বংসয়ন্তীতি তথা উভয়ত্র যবনা ইত্যর্থঃ ।"

(২৯) কোরাণ ১৮ ধারা ১৪৬ সুরা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশবাসীগণকে যদি যবন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে পুরাকালের যবনগণও যে শূকরপালনকার্য্যকে ঘৃণা করিতেন তাহা নিম্ন-উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে।

"The Egyptians are generally said by the Greek writers to have abhorred the pig as a foul and loathsome animal. If a man so much as touched a pig in passing, he stepped into the river with all his clothes on, to wash off the taint. To drink pig's milk was belived to cause leprosy to the drinker. Swine-herds, though natives of Egypt, were forbidden to any temple, and they were the only men who were thus excluded. No one would give his daughter in marriage to a swine-herd, or marry a swnis-herd's daughter ; the swine-heids married among themselves"

(The Golden bough by Sir James Gorge Frazer p. 472.)

এই কোলা রাজ্যটী কাশ্মীরের উত্তরে বা দক্ষিণে কিম্বা উৎকলের পশ্চিমে বা উত্তরে ছিল তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস-রাজতরঙ্গিনীতে অনুসন্ধান করিয়া কোল জাতির কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। উৎকল প্রান্তে কোল নামে এক জাতি যে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই কোল জাতি উৎকলের এবং ছোটনাগপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করে। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত কোলের সহিত উৎকলের এই কোল জাতির কিম্বা রঙ্গপুরের কোচ জাতির কোন সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব। চণ্ডীতে বর্ণিত কোলের সহিত বিহার হইতে বিতাড়িত উৎকলের কোলদের সুদূর সম্বন্ধ থাকিলে রাজা সুরথের রাজধানী, উৎকলের নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালা বা বিহারের কোন স্থানে যে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও স্থির করিতে হয়। মেধসঋষির আশ্রম, পূর্ব্ববঙ্গে জিলা চট্টগ্রামের অন্তর্গত করালডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন পুরাণ এবং তন্ত্রে মেধস ঋষি, বসিষ্ঠ ঋষিরই নামান্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন [৩০]। বসিষ্ঠ আশ্রম রঙ্গপুরের কিছু পূর্ব্বে কামরূপ মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথের রাজধানী ভারতের পশ্চিম প্রান্তে থাকিলে তথা হইতে অশ্বারোহণে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তেস্থিত মেধসঋষির আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব পর নহে। পরন্ত দেবীভাগবতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সুরথ-রাজার রাজধানী হইতে তিন যোজন মাত্র দূরে মেধস ঋষির আশ্রম ছিল [৩১]। এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে, রাজা সুরথকে বাঙ্গালী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তিনি বঙ্গদেশবাসী হউন কিম্বা কাশ্মীরপ্রান্তবাসী হউন, তাঁহার ন্যায় সাধকের আবির্ভাব দ্বারা সমগ্র ভারত ভূখণ্ড যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের জন্য পুণ্য ভূমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, ইহা হিন্দু মাত্রকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। রাজা সুরথের আদিবাসস্থান বা কোলাদের আবাসস্থান কিম্বা মেধস ঋষির আশ্রম স্থান ভারতের কোন প্রদেশে ছিল ইহা নির্ণয়ের জন্য বিচার বিতর্ক করা এক্ষণে বৃথা। অসাধ্যসাধনচেষ্টাতে বৃথা কালক্ষেপ করা অপেক্ষা, টীকাকারগণ যদ্যপি চণ্ডী গ্রন্থের ভিতরে যে মহামূল্যবান্ রাজনৈতিক তত্ত্বসকল নিহিত রহিয়াছে, তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এসময়ে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইত। এইরূপ একটি রাজনৈতিকতত্ত্ব-ঘটিত উপদেশ পরবর্ত্তী ৬, ৭ এবং ৮ শ্লোকের ভিতরে আমরা পাইতে পারি।

---

[৩০] "অমুষ্যাঃ সাবতারায়া মহালক্ষ্যা অমানুষম্। জন্মানি চরিতৈঃ সার্দ্ধং স্তোত্রৈর্ব্বা বেদবাদিনাম্। কথিতানি পুরাশক্র বসিষ্ঠেন মহাত্মনা॥ স্বারোচিষেন্তরে রাজ্ঞে সুরথায় মহাত্মনে সমাধয়েচ বৈশ্যায় প্রণতায়চ সীদতে"।
(লক্ষ্মীতন্ত্র)।

[৩১] "যোজনত্রয়মাত্রেতু মুনেরাশ্রমমুত্তমম্। জ্ঞাত্বা জগাম ভূপাল স্তাপসস্য সুমেধসঃ॥ (দেবী ভাগবতম্)।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ॥ ৬
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ॥ ৭
অমাত্যৈর্বলিভি র্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥ ৮

৬ হইতে ৮ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

বিদ্রোহী রাজাগণের সহিত অত্যন্তপ্রবলদণ্ড-ধারণকারী সেই সুরথ রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। কোলাবিধ্বংসকারীগণ, সুরথরাজার তুলনাতে হীনবল হইলেও, তাঁহাদের কর্ত্তৃক সুরথরাজা পরাজিত হইলেন। তৎপর সুরথরাজা নিজপুরে আসিয়া আপন দেশে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই মহাভাগ সুরথরাজা তাঁহার প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক নিজ রাজধানীতেই আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎপর সেই সময় নিজপুরেই দুষ্ট দুরাত্মা মন্ত্রিবর্গকর্ত্তৃক দুর্ব্বলীকৃত সুরথরাজার ধন ও বল অপহৃত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

রাজধানী হইতে সুদূরস্থিত অধীন রাজগণ বিদ্রোহিভাবাপন্ন হইয়া উঠিলে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য কিম্বা সুদূরে পররাজ্য আক্রমণ কিম্বা অপহরণ করিবার জন্য যে ক্ষমতাশালী সম্রাট্ নিজের পুরী এবং রাজ্য সুরক্ষিত না করিয়াই যুদ্ধযাত্রা করেন, যুদ্ধে জয়ী হইয়াই হউক, কিম্বা পরাজিত হইয়াই হউক, তিনি নিজদেশে প্রত্যাগত হইলে প্রায়স্থলেই তাঁহাকে বিপদাপন্ন হইতে দেখা যায়। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে এইরূপ একটি রাজনৈতিক ত্রুটি সংঘটিত হওয়ায় সুরথরাজাকে যেরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসেও কোন কোন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্‌কে এইরূপ রাজনৈতিক ভুল চালে বিপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে [৩২]।

[৩২] ফরাসীর সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যুদ্ধজয়মদিরা-পানে প্রমত্ত হইয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া জয় করিতে যাত্রা করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া দেশে আসিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার অমাত্য ও সেনাপতিবর্গের চিত্তে কিছু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে এই বিদ্রোহিভাব চারিদিকে বিস্তার হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনকার্য্য তাঁহার পক্ষে

ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা সুরথ যদি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুদূরদেশে যুদ্ধ করিতে না যাইতেন অথবা উপযুক্ত পাত্রের হস্তে রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত করিয়া সুদূরদেশে যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বপুরে প্রত্যাগত হইয়া অমাত্য দৌরাত্ম্যে রাজ্যত্যাগী হইয়া একাকী বনে যাইতে হইত না। বিশ্বাসঘাতক অমাত্যগণ কূটরাজনীতি অবলম্বন করিয়া সুরথ রাজাকে রাজ্যত্যাগী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। একদিকে রাজার অর্থরক্ষার ভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল তিনি কোষাগার শূন্য করিরা ধীরে ধীরে সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিলেন, অন্যদিকে যিনি সেনানায়ক ছিলেন তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে রাজবিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। সকল দেশে সকল সময়ে রাজশক্তি যে দুইটি বস্তু ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাই যখন তাঁহার দুই হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, যখন তাঁহার লোকবল এবং অর্থবল দুইই বিলুপ্ত হইল, তখন সুরথ রাজা রাজশক্তিপরিশূন্য, নামে মাত্র তাঁহার দেশের কর্ত্তা-পুরুষ হইয়া পুত্তলিকাবৎ রাজসিংহাসনের শোভাসম্বর্দ্ধন করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা একাকী বনে গমন করাই পরম শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন। সকলমানুষেরই জীবনে এইরূপ ভাল মন্দ সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। সুরথ রাজার জীবনে মন্দ সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াও তিনি মুহূর্ত্তের তরেও আত্মহারা হয়েন নাই। ঐরূপ অবস্থাতে যে পথ অবলম্বন করা সঙ্গত, তিনি ঠিক তাহাই

নিরতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবার্ট দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীসের সম্রাট্ এলেকজ্যাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে নানাদেশ জয় করিয়া তাঁহারও মত্ততা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে তৎকালীন কয়েকটী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও তিনি এদেশে রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সৈন্যগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন সময় পথিমধ্যে তাঁহার জীবনান্ত হয়। তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া নিজেরাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যশাসক রূপে পরিণত হইলেন। রোমের অধিপতি জুলিয়াস সিজারের অবস্থাও কতকটা এইরূপ হইয়াছিল। তিনি একদিকে দিগ্‌বিজয়ে মত্ত ছিলেন অন্যদিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজধানীতে তাঁহারই অমাত্যগণ এবং কর্ম্মচারীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হীনশক্তি করিয়াছিল। জুলিয়াস সিজার দেশে প্রত্যাগত হইলে ঐ সকল ব্যক্তির হস্তে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যিনি অন্যকে গ্রাস করিতে চাহেন, তাঁহাকেই অবশেষে এইভাবে বিপন্ন হইতে হয়। ইহার আর একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ের রুশিয়া রাজ্য। রুশিয়া, মেদস্ফিত ষণ্ডের ন্যায় লোকবলে গর্ব্বিত হইয়া গত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে একবার তুরস্ক আরবার জাপান আবার জর্ম্মনীকে ধ্বংস করিতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর হারাইয়াছিলেন। তাহার ফলে রুশিয়া রাজ্য ভাঙ্গিয়া আজি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে।

অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বনের দুইটী মাত্র পথ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। এক তাঁহার অনুগত রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া অবাধ্য ও অবিশ্বাসী সেনাপতি রাজকর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, দ্বিতীয় রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করা। প্রথম পথ অবলম্বন করিলে রাজ্যের ভিতরে ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া দূরদেশ হইতে বিদ্রোহি রাজগণ সুরথরাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয়দলকেই পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লইবার আশঙ্কা ছিল। এইরূপ ঘটিলে শীঘ্র রাজ্য উদ্ধার করা সুরথরাজার পক্ষে অসম্ভব হইত। এই অবস্থাতে দুষ্ট অমাত্যের হস্তে রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে গমন করাতে সুরথরাজা তাঁহার রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টির উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কোনও বনবাসী মুনিঋষির নিকটে যাইয়া তাঁহার নিকটে সৎ-উপদেশ পাইবার প্রার্থী হইলে, সেখানে তাঁহার দুঃসময়ের ও দুরবস্থার উপযুক্ত উপদেশ তিনি সহজে পাইতে পারিবেন। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিয়াছিল। মেধসঋষি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া সুরথরাজা অতি অল্পদিন মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যসহ রাজশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। মেধসঋষির প্রদত্ত উপদেশমধ্যে মহামায়াদেবীর সহিত মহাকালের আরাধনার কথা চণ্ডীগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকিলেও রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যদ্বারা তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। তিনবর্ষব্যাপী অর্চ্চনার উপদেশের অন্তরালে কালের অশরীরী মূর্ত্তির আরাধনার কথা সুন্দর পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যে সকল বিশ্বাসঘাতক অমাত্য রাজশক্তি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল তাহারা যে অসৎ ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল অসৎলোকের কর্ত্তৃত্বসময়ে প্রজাগণপ্রতি অত্যাচার অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। তিন বৎসরকাল ঐ সকল অত্যাচার ভোগ করিয়া প্রজাপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে ঐরূপলোকের পতন অনিবার্য্য। তখন পুরাতন প্রজাবৎসল রাজা সুরথের প্রতি তাহাদের পূর্ব্ব-অনুরাগ আবার জাগিয়া উঠিলে রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন বিধেয়। উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করা উচ্চ রাজনীতির একটি প্রধান সূত্র। সম্ভবতঃ এজন্যই তিন বৎসর বনে থাকিয়া মহাকালের সহিত মহাকালীর আরাধনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। ধর্ম্ম ও রাজনীতির যথাবিধি সংমিশ্রণমূলক চেষ্টা দ্বারা বৈষয়িক সাফল্য লাভের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি দুর্ল্ভ সত্য; কিন্তু সুরথ রাজা, রাজনৈতিক সাধনা ও সিদ্ধির যে একটি নিষ্কণ্টক পথ জগতের জনসাধারণের চক্ষুসম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এরূপ সুগম ও সুলভ পথ আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥১০
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥১১
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥১২
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়াহীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈ র্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে নবা ॥১৩

৯ হইতে ১৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

অনন্তর সেই সুরথরাজা নিজ আধিপত্য হারাইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেছেন, বাহিরে এই ভাব প্রকাশ করিয়া, একাকী অশ্বারোহণে নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন। তৎপর তিনি হিংসা ক্রোধপরিশূন্য শান্তভাবাপন্ন হিংস্রজন্তু-পরিব্যাপ্ত ও মুনির শিষ্যগণপরিশোভিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসমুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি পূর্ব্বকথিত মেধসমুনির আশ্রমে মুনিকর্তৃক সমাদৃত হইয়া মুনিবরের আশ্রম মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তিনি মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পূর্ব্বকালে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক পালিতা ও এক্ষণে আমার পরিত্যক্তা পুরী (ও রাজ্য) মন্দস্বভাব আমার ভৃত্যগণ ধর্ম্মানুসারে রক্ষনাবেক্ষণ করিতেছে কি ?

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

বস্তুতঃ মৃগয়া উদ্দেশ্যে নহে কিন্তু মৃগয়া করিতে যাইতেছেন, এমন একটা মিথ্যা ভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া সুরথ রাজা তাঁহার রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া নিবিড় অরণ্য-অভিমুখে গমন করাতে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে ছলনার কালিমা বিজড়িত হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু সুরথ রাজার উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইলে ঐরূপ কার্য্যের জন্য সুরথ রাজাকে দোষী করা যায় না। তাঁহার অভিপ্রায় অসৎ ছিল না। তিনি

পলায়ন করিতেছেন বলিয়া পলায়ন করিলে শত্রুরা পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে পথে ধরিয়া হত্যাকরিতে পারিত। জীবন রক্ষার জন্য এবং অত্যাচারীদের হস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার জন্য এরূপ আচরণ সকল দেশের রাজনৈতিকেরাই অনুমোদন করেন।

১০ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—শান্তভাবাপন্ন সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিব্যাপ্ত মেধস মুনির একটি আশ্রম সুরথরাজা দেখিতে পাইলেন। ইহা পাঠ করিয়া অব্যশিক্ষিতগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহা অতিশয় অস্বাভাবিক বর্ণনাদোষে দূষিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্থান মাহাত্ম্যে কোন একটি হিংস্র বন্যজন্তু কখনই হিংসা ক্রোধ শূন্য জীবে পরিণত হইতে পারে না। সকল দেশের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে মহাত্মা সাধুদিগের বাসস্থানের বর্ণনা মধ্যে সেই সকল স্থানের বন্য হিংস্র পশু পক্ষী এমন কি বিষধর সর্পাদি জীবজন্তুগণকেও শান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকিবার কথা নানাস্থানে আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-পুস্তকে এরূপ বর্ণনার অভাব নাই। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত্রে, প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে প্রস্তর খোদিত চিত্রে এরূপ বর্ণনার অপ্রতুল নাই [৩৩]। জৈন ধর্ম্মমন্দিরে জৈন দেবতা পরেশনাথ ফণাধর ভীষণ সর্পের অঙ্গে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া যে বিরাজিত রহিয়াছেন তাহা পরেশনাথ পাহাড় ভ্রমণকারী মাত্রেই দর্শন করিয়াছেন [৩৪] আমাদের এদেশের মহাভারত রামায়ণ এবং পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় [৩৫]। এই সকল প্রাচীন উক্তিতে ঘোষণা করিতেছে—স্থান মাহাত্ম্যে দুষ্ট জীবের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া শান্ত ভাবাপন্ন জীবে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

---

[৩৩] "মহাভগ্‌গ" গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধদেবের সর্প-সহিত বন্ধুতা বিবরণের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Then he meditated under another tree for a third period of seven days. There the serpent (Naga) coiled his body round the Buddha and formed a canopy to protect him from the raging Storm." (Buddhism by Sir Monier Williams)

উড়িষ্যা কনারকে বন্য পশু পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেবের ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে। এইরূপ প্রস্তরচিত্র সারনাথের ভগ্ন স্তূপের মধ্যেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

[৩৪] জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থে পরেশনাথের বর্ণনা মধ্যেও সর্পের সহিত পরেশনাথ দেবের বন্ধুতার কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

'Before he was born, his mother, lying in the dark, saw a black serpent, crawling about her side, and so gave her little son the name of Parsva. All his life Parsvanatha was connected with snakes, for when he was grown up he was once able to rescue a serpent from grave danger." (The Heart of Jainism by Mrs. Sinclair Stevenson, page 48).

[৩৫] কন্বমুনির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্তের শিশু পুত্র আশ্রমবাসী সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদির সহিত কিরূপ নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেন মহাভারত হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কুমারো দেবগর্ভাভঃ স তত্রাশু ব্যবর্দ্ধত। ষড়বর্ষএব বালঃ সঃ "কন্বাশ্রমপদংপ্রতি॥ সিংহব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ গজাংস্তথা। ববন্ধ বৃক্ষে বলবানাশ্রমস্য সমীপতঃ। আরোহন্ দময়ংশ্চৈব ক্রীড়ংশ্চ পরিধাবতে" ॥

(মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৪ অধ্যায়)

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মমবৈরিবশংজাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥ ১৪
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥ ১৫
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ ১৬

১৪ হইতে ১৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

জানিনা আমার সেই সতত মদযুক্ত মহাবলপরাক্রান্ত প্রধান হস্তী শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে কিরূপ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা নিয়ত আমার প্রসাদ, ধন ভোজনাদি পাইয়া আমার অনুগত ছিল নিশ্চয়ই আজি তাহারা অন্যরাজগণের অনুবৃত্তি [সেবা] করিতেছে। সর্ব্বদা অনিয়মিত ব্যয়কারী সেই দুষ্ট অমাত্যগণ কর্ত্তৃক আমার অতি পরিশ্রমে সঞ্চিত ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

উপরে লিখিত শ্লোকে রাজার উক্তি মধ্যে একটি মাত্র শূর হস্তীর কথা বর্ণিত থাকিলেও বুঝিতে হইবে এখানে ঐ একটি হস্তির কথা উপলক্ষণ মাত্র, রাজার গৃহ পালিত সমস্ত অশ্ব গজ পশু পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ একটি হস্তীর কথা সম্ভবতঃ এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐরূপ পরবর্ত্তী শ্লোকে "মম অনুগত" শব্দেও রাজার অনুগত আত্মীয় অমাত্য আশ্রিত প্রজাবর্গ ভৃত্য কর্ম্মচারী প্রভৃতি যে তাঁহার লক্ষ্য স্থানীয় ছিল তাহাই বুঝিতে হইবে। ঐ সকল আশ্রিত অনুগত জনেরা আজি অন্য মহীপালগণের সেবা করিতেছে বলিয়া সুরথরাজা যে আক্ষেপ উক্তি করিয়াছেন, এই উক্তি হইতেও একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা নিষ্কাসন করিতে পারি। সুরথ রাজা রাজ্যচ্যুত হইবার পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অন্য কোন এক ব্যক্তি সম্রাট্পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি "মহীভৃতাম্" অর্থাৎ "মহীপালগণ" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। এখানে মহীপালগণ শব্দ ব্যবহার করাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার রাজসিংহাসন ত্যাগের পরে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৭
সপৃষ্টস্তেন কস্ত্বংভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোকইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনাইব লক্ষ্যসে ॥ ১৮
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥ ১৯

১৭ হইতে ১৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

সুরথরাজা এইরূপ ও এই শ্রেণীর অন্যান্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মুনির আশ্রম সমীপে এক বৈশ্যকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সুরথরাজা সেই বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-"ওহে তুমি কে? এখানে আসিবার কারণ কি? তোমাকে শোকযুক্ত ও বিষন্নচিত্তের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে।" সেই বৈশ্য তাঁহার প্রেমপূর্ণ মিষ্টবাক্য শ্রবণে বিনয়াবনত হইয়া সুরথরাজাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

অপরিচিত বৈশ্য সমাধির প্রতি দয়ার্দ্র সুরথরাজার সরল প্রশ্ন এবং বৈশ্যের অকপট উত্তর এ ক্ষেত্রে যেরূপ হওয়া সম্ভবে তাহাই হইয়াছে, ইহাতে ব্যাখ্যান করিয়া বুঝাইয়া বলিবার কথা বিশেষ কিছুই নাই; তবে বৈশ্যসমাধির মহানুভাবতা সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এখানে আছে। বৈশ্য সমাধি যাহাদের কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বনে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বনে আসিয়াও তাহাদের প্রতি তিনি দয়া ও স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী ২০ হইতে ৩৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকে বৈশ্য সমাধির উক্তিতে তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রেম"কে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—[১] প্রতিদানে প্রেম পাইবার প্রত্যাশাহীন প্রেম। [২] প্রেমের বিনিময়ে প্রেম। [৩] ইন্দ্রিয় সুখসঞ্জাত প্রেম। ১মকে সাত্ত্বিক, ২য়কে রাজসিক, ৩য়কে তামসিক প্রেম বলা যাইতে পারে। বৈশ্য সমাধির প্রেম প্রথম শ্রেণীর ছিল। কাজেই সংসারে বৈশ্য সমাধি বিশ্ববরেণ্য।

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০
সমাধির্নামবৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ২১
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ২২
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২৩
কিং নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং নু সাংপ্রতম্ ॥ ২৪
কথং তে কিং নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু মে সুতাঃ ॥ ২৫
রাজোবাচ ॥ ২৬
যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ॥ ২৭
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮
বৈশ্য উবাচ ॥ ২৯
এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ ৩০
যৈঃ সংত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥ ৩১
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎপ্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥ ৩২
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে ॥ ৩৩
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৪

---

২০ হইতে ৩৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বৈশ্য বলিয়াছিলেন, আমি ধনীদিগের বংশে উৎপন্ন সমাধিনামক বৈশ্য, অসৎ পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি ধনলোভে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, পুত্র স্ত্রী ও সুহৃদ্‌বর্গ আমার সকল ধন হরণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করায় আমি পুত্র, স্ত্রী ও ধনবিহীন ও দুঃখিত হইয়া বনে আসিয়াছি। আমি এক্ষণে এই স্থানে থাকিয়া পুত্র স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের মঙ্গলামঙ্গলবার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিতেছে এবং আমার সেই পুত্রগণ এক্ষণে সচ্চরিত্র কিম্বা দুশ্চরিত্র হইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারিতেছিনা।"

রাজার প্রশ্ন,—"যে অর্থলুব্ধ পুত্র স্ত্রীগণ ধনলোভ হেতু তোমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার মন স্নেহযুক্ত হইতেছে কেন?" বৈশ্যের উত্তর— "আপনি আমার বিষয় যাহা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু কি করি? আমার মন নির্ম্মম হইতে পারিতেছে না। যাহারা ধনলোভে পিতার স্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল, আমার মন তাহাদের প্রতি অনুরক্ত। হে মহামতে! কেন এরূপ হয় তাহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিনা। যেহেতু আমার চিত্ত এখনও গুণ-হীন বন্ধুবর্গের প্রতি প্রেমাসক্ত। তাহাদের জন্যই আমার দীর্ঘনিশ্বাস ও চিত্তবিকার উৎপন্ন হইয়াছে। কি করি আমার মন যে পুত্রদারাদির প্রতি মমতা শূন্য হইতেছেনা।"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৩০ হইতে ৩৪ শ্লোকে, জানিতে পারা যাইতেছে,—বৈশ্য সমাধি স্ত্রী-পুত্রদিগকে ভালবাসিয়া তাহাদের নিকট হইতে প্রতিদানে ভালবাসা কিম্বা কোনরূপ প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশী ছিলেন না, কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতি ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারিতে-ছিলেন না। উচ্চাঙ্গ প্রেমের লক্ষণ এই যে, সে প্রেমে অনুতাপ পরিতাপ আনয়ন করেনা। যাহার প্রতি নিস্বার্থ ভালবাসা থাকে, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবারও প্রয়োজন হয়না। সাত্ত্বিক প্রেমে চিত্তকে সমুন্নত করে। নিস্বার্থ প্রেম ধর্ম্ম সাধনার হন্তারক হয় না বরং সাধনার সহায়ক স্থানীয় হয়। যখন ঐ প্রেমের সহিত মমত্ব মোহ অধিক মাত্রায় বিজড়িত হইয়া পড়ে, তখনই উহার সুনির্ম্মলভাবকে পঙ্কিল করিয়া উঠায়। বৈশ্য সমাধির উক্তির শেষভাগে, তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণের প্রতি তাঁহার যে নিস্বার্থ প্রেম ছিল তাহার মধ্যে তাঁহার মমত্ব মোহের বেগ আসিয়া অতি মাত্রাতে ঢালিয়া পড়াতেই তাঁহার উক্তি এখানে একটু তিক্ত এবং বিষাদসিক্ত হইয়াছে। তিন বৎসর ব্যাপী সাধনার ফলে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ঐ মমতা এবং মোহ-আবরণ যখন অন্তর্হিত হইল তখন তিনি জ্ঞান ও শান্তি পাইলেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ৩৫

তত স্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ॥ ৩৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোহসৌ সচ পার্থিবসত্তমঃ ॥ ৩৭
কৃত্বাতু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৮

রাজোবাচ ॥ ৩৯

ভগবংস্ত্বামহংপ্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকংবদস্ব তৎ। ৪০
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়াত্ততাং বিনা ॥ ৪১
মমত্বং মমরাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোহপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ ৪২
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেনচ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দীতথাপ্যতি ॥ ৪৩
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৪৪
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্যচ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৪৫

---

৩৫ হইতে ৪৫ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন। অনন্তর সুরথরাজা ও সমাধিনামক বৈশ্য একত্রিত হইয়া মেধসমুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। সুরথরাজা ও বৈশ্য, শাস্ত্রানুযায়ী মুনির যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশনানন্তর কয়েকটী কথা উত্থাপন করিলেন। রাজা বলিয়াছিলেন "হে ভগবন্! আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা, হইতেছে, তাহা আমাকে বলুন। যেহেতু আমার চিত্ত বশীভূত না হওয়ায় আমার মন দুঃখিত হইয়া রহিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি বুঝিতে পারিয়াও

অন্তের ন্যায় রাজ্য ও সমস্ত রাজ্যাঙ্গের উপর আমার এরূপ মমতা কেন? এবং এই বৈশ্যই বা স্ত্রী পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত এবং ভৃত্য ও স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি এরূপ অনুরক্ত কেন? এই প্রকার আমিও বৈশ্য, আমরা উভয়েই বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও বিষয়ে মমতা যুক্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি। হে মহাভাগ! আমিও বৈশ্য আমরা এ সকল বুঝিয়াও অজ্ঞানান্ধের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছি কেন? এইরূপ মোহ বিবেকান্ধ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪০ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে,—সুরথরাজা মেধস মুনিকে "ভগবন্" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঈশ্বরকেই "ভগবন্" বলিয়া ডাকিবার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে মেধস মুনিকে রাজা সুরথ ভগবন্ বলিয়া সম্বোধন করাতে কি বুঝিতে হইবে যে, মেধস মুনিকে তিনি ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন? না, তাহা নহে। তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন সাধারণ কোন ব্রাহ্মণ মুনিপদ বাচ্য হইতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণে জ্ঞানময় ভগবানের জ্ঞান-জ্যোতি সময়ে সময়ে বিভাষিত হয়, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানী মুনি ঋষিগণ ভগবন্ বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকেন। সুরথরাজা মহামুনি মেধসের নিকটে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের প্রতি এবং তাঁহার পার্শ্বস্থ বৈশ্য সমাধির স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের প্রতি মমতা থাকাতেই তাঁহাদের মনোদুঃখের কারণ যে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে এজ্ঞান তাঁহাদের আছে, তথাপি ঐ দুঃখের মূলীভূত কারণ মমতাকে তাঁহারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন; উহা তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে তাঁহারা বিদূরিত করিতে পারিতেছেন না কেন? সুরথ রাজার মুখের "আমরা জ্ঞানী" উক্তি পড়িয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, সুরথ রাজা অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই উক্তির মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক সরলতার সুবাস বিকীর্ণ হইতেছে ভিন্ন, ইহাতে দাম্ভিকতার একবিন্দু গন্ধও নাই। দাম্ভিক ব্যক্তি অন্যের নিকটে নিজের চিত্তদৌর্ব্বল্যের কথা এমন ভাবে খুলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এখানে লক্ষ্য করিবার আর একটি বিষয় আছে। সুরথরাজার রাজ্যের প্রতি মমতা এবং বৈশ্য সমাধির স্ত্রী পুত্রের প্রতি মমতা এক শ্রেণীর বস্তু ছিল না। উভয়ের সাধনার ফল বিভিন্ন প্রকার হইতে দেখিয়া অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের চিত্ত-পীড়ার প্রকৃতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল।

ঋষিরুবাচ ॥ ৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবংপৃথক্‌পৃথক্ ॥ ৪৭
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্‌রাত্রাবন্ধা স্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথারাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৮
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৪৯
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্য মন্যত্তথোভয়োঃ ॥ ৫০
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতাম্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৫১
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিংনপশ্যসি ॥ ৫২
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৫৩
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতেজগৎ ॥ ৫৪
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রয়চ্ছতি ॥ ৫৫
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৫৬
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮

৪৬ হইতে ৫৮ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

মেধসমুনি বলিয়াছিলেন। "হে মহাভাগ! সমস্ত প্রাণীরই বিষয়েজ্ঞান আছে, সেই বিষয়জ্ঞান আবার তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয়।

কোন কোন প্রাণীরা দিবাতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, এবং কোন কোন প্রাণীরা রাত্রিতে অর্থাৎ সাংসারিক জ্ঞানবিষয়ে অন্ধ, আর কোন কোন প্রাণীরা দিবারাত্রি উভয়কালেই অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত দুই বিষয়েই অন্ধ। মানবগণ জ্ঞানী সত্য, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী এরূপ নহে, যেহেতু পশু পক্ষী ও হরিণ প্রভৃতি সকল জন্তুই বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন। পশু পক্ষীর যেরূপ সাধারণ জ্ঞান মনুষ্যদিগের জ্ঞানও সেইরূপ, এবং অন্য যে জ্ঞান তাহা মনুষ্যের ও পশুপক্ষীর তুল্যই।

দেখ, পক্ষিগণের জ্ঞান থাকিলেও নিজ নিজ ক্ষুধায় পীড়িত থাকিয়াও মোহবশতঃ শাবকদিগের চঞ্চুতে তণ্ডুল কণা প্রদানে যত্নশীল হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ প্রত্যুপকার-লোভে নিজ পুত্রদিগের প্রতি অনুরাগী, কিন্তু ঐ পুত্রগণ সেরূপ হয় না, ইহাকি দেখিতে পাইতেছ না? তৎসত্ত্বেও সংসারস্থ মানবগণ মহামায়ার প্রভাবে মমতারূপ আবর্ত্তবিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া সংসারে স্থিতি করিতে থাকে। যে মহামায়া জগৎপতি হরিকেও যোগ নিদ্রায় অভিভূত করেন, তিনি যে এই জগৎকে মোহিত করেন তাহা আশ্চার্য্য নহে। সেই দেবী ভগবতী মহামায়া অনেক জ্ঞানীরও চিত্ত সবলে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। তিনিই চরাচর সমগ্র জগৎ বিবিধ প্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনিই প্রসন্না হইয়া মানবগণকে মুক্তির জন্যও বর প্রদান করিয়া থাকেন। সনাতনী পরমাবিদ্যাস্বরূপিনী মহামায়াই মুক্তি ও সংসার বন্ধনের কারণ হয়েন। এবং তিনিই সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪৬ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৫৮ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত মেধসঋষির উক্তি সকল গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভাষা ও শব্দবিন্যাসাদি অতি সরল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও কেবল অভিধানের সাহায্যে ইহার অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা যিনিই করিবেন, তাঁহাকেই স্থানে স্থানে গোলযোগে পড়িতে হইবে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ৪৪ সংখ্যক শ্লোকে সুরথরাজা বলিতেছেন—"সাংসা রক বিষয়ের দোষ সকল পরিজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও আমাদের মন মমতাতে

কেনই বা এত আকৃষ্ট, আর আমার এবং বৈশ্যের এরূপ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন ঐরূপ মোহ হইতেছে ? এইরূপ মোহ কেবল বিবেকান্ধ ব্যক্তিরই হইতে পারে।" রাজার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মেধসঋষির মুখ নিঃসৃত "কোন কোন প্রাণী দিবান্ধ, কোন কোন প্রাণী রাত্র্যন্ধ, কোন কোন প্রাণী দিবা এবং রাত্রি উভয় সময়েই সমান দৃষ্টি সম্পন্ন" ইত্যাদি কথার অর্থ কেবল অভিধানের আশ্রয়ে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু কেবল অভিধানের সাহায্যে ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ করিতে উপস্থিত হইলে এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। এজন্য চণ্ডীগ্রন্থের যে সকল অনুবাদক এই ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের এইরূপ আভিধানিক অর্থ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষী করিতে পারা যায় না [৩৬]। পুরাণ এবং মহাভারতের অনেক স্থানে যে কেবল অভিধানমূলক অর্থ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত থাকা যাইতে পারে না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আলোচ্য শ্লোক সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে যে ইহার ভাষার অর্থ একরূপ হইলেও ভাবার্থ অন্যরূপ। এই শ্লোকের ভাবার্থ কি হইতে পারে এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

---

[৩৬] দেবীভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—

"পেচকাদি দিবান্ধ প্রাণিবৃন্দ দিবসে রূপদর্শন করিতে না পারিলেও রাত্রিতে দর্শন করে—দিবসে অন্য প্রকার বিষয় জ্ঞানও তাহাদের হয়, কাক প্রভৃতি নিশান্ধ প্রাণিগণ নিশায় রূপদর্শন না করিলেও দিবসে রূপদর্শন করে, দিবসে অন্যবিধ জ্ঞানও তাহাদের হয়। কিঞ্চুলুক এবং মার্জ্জারাদির দিনও রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তি সমান, কিঞ্চুলুক (কেঁচো) প্রভৃতি ইহাদের চাক্ষুষজ্ঞান দিনেও হয় না, রাত্রিতেও হয়না, অন্য প্রকার জ্ঞান আছে।"

টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী চণ্ডীর টীকাতে লিখিয়াছেন—

"কেচিৎ প্রাণিনঃ পেচকাদয়ঃ দিবান্ধাঃ দিবসে চাক্ষুষজ্ঞানরহিতাঃ, তথা অপরে কাকাদয়ো রাত্রৌ অন্ধাঃ, কেচিৎ প্রাণিনঃ কিঞ্চুলুকাদয়ঃ দিবা রাত্রৌচ তথা অন্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ মার্জ্জারাদয়ঃ তুল্যদৃষ্টয়ঃ দিবারাত্রৌ তুল্যদর্শিনঃ।

নাগোজীভট্টকৃত টীকাতে লিখিত হইয়াছে—

"কেষাঞ্চিদুলূকাদীনাং দিবা জ্ঞানাভাবঃ। কেষাঞ্চিৎ কাকাদীনাং রাত্রৌ। কেষাঞ্চিৎ কিঞ্চুলুকাদীনাং সর্ব্বদা তথা তথা তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥"

চতুর্ধরী টীকাতে লিখিত হইয়াছে—

"কেচিৎ প্রাণিনঃ উলূকাদয়ো দিবা দিনবিষয়ে অন্ধাঃ ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানহীনাঃ। অর্থাচ্চ রাত্রাবন্ধাঃ অপরে বায়সাদয়ো রাত্রাবন্ধাঃ কেচিৎ। কিঞ্চ উলূকাদয়ঃ স্থাবরাদয়শ্চ দিবারাত্রৌ তুল্যদৃষ্টয়োঽন্ধা এব। তথা কেচিদ্রাক্ষসাদয়ো দিবারাত্রৌ তুল্যদৃষ্টয়োঽনন্ধা এবেত্যর্থঃ।"

পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র কবিভূষণকৃত চণ্ডীর বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—

"চক্ষুর্গোলক থাকিলেও উলূকাদি কোনজন্তু দিবান্ধ ; সেইরূপ কাকাদি কোন জন্তু রাত্রিকালে অন্ধ কিঞ্চুলুক (কেচো) প্রভৃতি কোন প্রাণী দিবাও রাত্রি উভয় সময়েই অন্ধ আবার রাক্ষসাদি কোন জীব দিবারাত্র তুল্যদৃষ্টি সম্পন্ন !

প্রারম্ভিক নিবেদনের একস্থানে বলিয়াছি, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকে দৃষ্টিসম্মুখে রাখিয়া দেবীযুদ্ধের নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। একথা আরও একটু প্রসারিত করিয়া এখানে বলা যাইতে পারে,—শ্রীমদভগবদ্‌গীতাকে সম্মুখীন করিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্যস্থলসকল বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমাদের পরিশ্রম অনেক লাঘব হইতে পারে। গীতার ২য় অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"যানিশা সর্ব্বভুতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভুতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবার্থ এই,—সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যাহা রাত্রি, তাহাতে সংযমী অর্থাৎ মুনিগণ জাগিয়া থাকেন। আর যাহা সাধারণজীবের পক্ষে দিবা অর্থাৎ যে সময়ে সাধারণ জীবেরা জাগিয়া থাকেন তাহা মুনি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিজনের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য বিষয়ে জাগ্রত কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে নিদ্রিত, আর জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ে নিদ্রিত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে জাগ্রত [৩৭]। এই শ্লোকটীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করিতে উপস্থিত হইলে এই ভাবে অর্থ করিতে হইবে,—

এই শ্লোকের "দিবান্ধাঃপ্রাণিনঃ" অর্থে বলিতে হইবে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে কতকগুলি প্রাণী অন্ধ। তত্ত্বজ্ঞান দিবালোকস্বরূপ। কতকগুলি প্রাণী তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিবালোকে দৃষ্টিহীন হয়, অর্থাৎ দিবান্ধস্বরূপ হয়। "রাত্রাবন্ধাস্তথা পরে" অর্থে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও কোন কোন প্রাণী সংসারবিষয়কজ্ঞানে অন্ধ। "প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ" অর্থে বলা যাইতে পারে, কোন কোন প্রাণী তত্ত্বজ্ঞান এবং সংসারবিষয়কজ্ঞান এই দুইটীতে সমানদৃষ্টিসম্পন্ন; অর্থাৎ কোন কোন প্রাণীর না আছে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি, না আছে সংসারবিষয়ক জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আবার কোন কোন প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান দুইতেই দৃষ্টি আছে।

৪৮ সংখ্যক শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী ৪৯ এবং ৫০ শ্লোকের সহিত অর্থের সম্বন্ধ থাকে। ৪৯ এবং ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে

[৩৭] "যথা নক্তঞ্চরাণামহরের সদন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানামজ্ঞানাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বম্। অগোচরত্বাদতদ্‌বুদ্ধীনাম্। তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্।" (শাঙ্করভাষ্য)

মনুষ্যগণ জ্ঞানী, কিন্তু কেবল মনুষ্যগণই যে জ্ঞানী এরূপ নহে, যেহেতু পশুপক্ষিমৃগাদি সকলেরই সাধারণ জ্ঞান আছে। তত্ত্বজ্ঞান, পশুপক্ষিদিগেরও নাই, সাধারণ মনুষ্যদিগেরও সেরূপ নাই। মেধস মুনির এই সকল উক্তির প্রতি প্রণিধান করিলে গীতার "যানিশা সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের উপরে যেরূপ অর্থ নিরাকরণ করা হইল তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "মনুষ্যানাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যান সময়ে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"অন্যদাহারভয়মৈথুননিদ্রারূপমিতি উভয়োস্তুল্যং সাধারণ মিত্যর্থঃ" শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পূজ্যপাদ নাগোজী ভট্ট একটী গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কারণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই চারিটী জীবদেহের ক্রিয়ামাত্র সুতরাং উহাদিগকে জ্ঞান বলা সঙ্গত হয় না। নৃসিংহপুরাণে এইরূপ একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং" ইহা দ্বারা এই কয়েকটী বিষয় পশুর এবং মানুষের আচরণের সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের সমতা দেখান হয় নাই। চক্ষুকর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয়সঞ্জাতজ্ঞান পশু পক্ষী এবং মানুষের তুল্য, তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক-দৃষ্টির অভাব সম্বন্ধেও পশু পক্ষী এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা সমান। ৫০ সংখ্যক শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনকে" ব্যাখ্যান ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন থাকে না।

৫১ এবং ৫২ সংখ্যক শ্লোকে মেধসমুনি সুরথরাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মনুষ্যগণ ভবিষ্যতে প্রত্যুপকার পাইবার লোভে, নিজ নিজ সন্তানের প্রতি অনুরক্ত থাকিলেও সেইরূপ প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশাশূন্য ক্ষুধাতে কাতর পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা শস্যের কণিকা শাবকদিগের মুখেতে কেবল মমতার মোহে তুলিয়া দিয়া থাকে, হে মনুষ্যসিংহ রাজাসুরথ! তাহা তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এই দুই শ্লোকে জীবের ইন্দ্রিয়সঞ্জাতজ্ঞানের উপরে মমতার মোহ যে কিরূপ অসাধারণ কার্য্য করে, তাহারই একটু আভাস দিয়া মহামুনি মেধস পরবর্ত্তী শ্লোকের ভিতরে যে একটী গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাক্যকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন এক্ষণে তাহাকেই কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

ইতিপূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থের ৪র্থ সংখ্যক শ্লোকের চণ্ডিকাদেবীর মহামায়া নামের অর্থ যেরূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এখানে ৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক শ্লোকোক্ত "মহামায়া" নামের অর্থ ঠিক সেই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে কিঞ্চিৎ গোলে পড়িতে হইবে। সেখানে চণ্ডিকাদেবীর বিশ্বপালনকার্য্যে প্রযুক্ত মহামাতৃকাভাবের গাম্ভীর্য্যমাত্র অবলম্বন করিয় মার্কণ্ডেয় মহামুনি মহামায়া নামটি ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে ঐ মহামাতৃকাভাবের সহিত

আর একটী নূতন রসের মাধুর্য্য মহামুনি সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ঐ রসটি হইতেছে,—ক্রোড়স্থিত বালক বালিকাগণের সহিত মাতার একটু ক্রীড়াকৌতুকভাবের বিকাশ। সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য জীবের উন্নতিপথে তাঁহারই সৃজিত মমতার ঘূর্ণিপাকবিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তসকল তিনি খনন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বুঝি বা তাঁহার ইহাই অভিপ্রায় যে তাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এই পতন-উত্থান ক্রীড়া লইয়া প্রমত্ত হইয়া থাকুক, আর এই ভাবে তাঁহার সৃষ্ট-জগৎসংসারের স্থিতি ও পালন কার্য্য চলিতে থাকুক। পুত্রকন্যাগণ মধ্যে যাহারা একটু বয়স্থ ও বয়স্থা হইয়াছে, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা এই ক্রীড়া লইয়া থাকিতে অনিচ্ছুক, তাহারা মহামোহগর্ত্ত হইতে উঠিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তখন তিনি তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার ঐ মোহগর্ত্তে তাহাদিগকে আনিয়া নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা এই ঘুরপাকক্রীড়া হইতে বিমুক্ত হইতে অতিশয় ইচ্ছুক হয়, তাহাদিগকে আবার তিনিই প্রসন্নচিত্তে বাহির হইবার বরদান করিয়া এই ক্রীড়াকৌতুক ব্যাপার হইতে মুক্ত করেন। ৫৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, সেই সনাতনী মহামায়া একদিকে জীবের এই ভাবে সংসার বন্ধনেরও যেমন হেতু, আবার তেমন অন্যদিকে তিনি জীবের পরমমুক্তি পদপ্রাপ্তির ও হেতুস্বরূপা। অর্থাৎ যখন জগন্মাতা মহামায়া তাঁহার সন্তান সন্ততি লইয়া সংসারক্রীড়াতে রত থাকেন, তখন তিনি জীবসকলকে মোহে নিপতিত করিয়া রাখেন, আর যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন তিনিই আবার ঐ মোহাবস্থা হইতে জীবকে তুলিয়া লইয়া মোহমুক্ত করেন। তাঁহার এই আচরণের ভিতরে বাহ্যিক ছলনার একটু ভাব বিকাশ হইতে দেখিয়া মহামায়াকে ভ্রান্তি জনয়িত্রী বলিয়া কোন কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অস্বীয়ে স্বীয় জ্ঞানং মমতা" অর্থ করিয়া টীকাকার চতুর্ধর মাহামায়ার এই আচরণকে ছলনা-বুদ্ধিরূপে লোকবোধ্য করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় চণ্ডীগ্রন্থের এই সকল টীকাকার ও ভাষ্যকার মাতার ও সন্তানের এবম্বিধ ক্রীড়াকৌতুকঘটিত-ব্যবহারমধ্যে যে আদৌ ছলনা বা মিথ্যাব্যবহারের কিছুমাত্র স্থান থাকিতে পারেনা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যেখানে অনুষ্ঠিতকার্য্যের অভ্যন্তরে নিজের ইষ্টসাধন এবং অন্যের অনিষ্ট সাধন অভিপ্রায় লুক্কায়িত থাকে, সেই স্থানেই "ছলনা" শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে যখন তাহা নাই, তখন কাজেই এখানে "ছলনা" "প্রবঞ্চনা" "মিথ্যা-আচরণ" প্রভৃতি অপ্রযুজ্য কথা লইয়া বৃথা গোলযোগ করা নিষ্প্রয়োজন।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগতের জীব লইয়া বিশ্বজননীর এইরূপ ক্রীড়া কৌতুক

কেন ? কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে দিন মহাপ্রলয়ের অন্তে অশরীরী পরমপুরুষের আলিঙ্গন বিযুক্তা হইয়া মহামায়া বিশ্ব-সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইতে বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছে। সেই সময় হইতে আবার মহাপ্রলয়রূপ তাঁহার বিশ্রাম,-মহারাত্রির আবির্ভাবকালপর্য্যন্ত তাঁহার এইরূপ ক্রীড়া সর্ব্বসময়ের জন্য চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। পরমাপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের জীব পৃথক্ নহে। এজন্য প্রকৃতিদেবীর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জীবমাত্রেরই অন্তঃকরণে ক্রীড়া করিবার বাসনা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিদেবীর একাংশরূপ কোন একটী জীবের এই ক্রীড়া হইতে বিশ্রামলাভ করিবার বাসনা সমুদ্ভূত হইলে তখনই তাঁহার এই প্রকারের ইচ্ছাকে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। কোটি কোটি জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন জ্ঞানবান্ জীবের অন্তঃকরণে এইরূপ বাসনা সময়ে সময়ে উদ্রেক হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব এইরূপ জীবের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিতলেখকেরা এরূপ কথাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি মনুষ্যগণকে মুক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য পাঁচ হাজার বৎসর পরে আবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন [৩৮]। তাঁহার এই উক্তি সত্য হইলে তাঁহার বিশ্বক্রীড়াপরিত্যাগের বাসনার অন্তরালে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু কার্য্য করিবার একটু ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল। জগতের সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছার বিধায়িনী জগন্মাতা মহামায়া বুদ্ধদেবের অন্তঃকরণে সংসারে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যকরিবার একটু ইচ্ছা যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাকেই এবং তাঁহার এইরূপ কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া চণ্ডীগ্রন্থমধ্যে মেধস ঋষি সম্ভবতঃ এই বাক্যটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকিবেন—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রয়চ্ছতি॥"

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে উপস্থিত হইলে মহামায়ার এবম্বিধ কার্য্যকে সন্তানের সহিত কৌতুকপ্রিয়া মাতার ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা একটু আনন্দ করা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? আমাদের এ দেশের সাধারণ লোকে এবং সভ্যতা-অভিমানী ইয়োরুপিয়ানগণ জীব লইয়া

[৩৮] "It is in a future form that, like Vishnu, who is to come in the avatar of Kalki the next Buddha will appear as Maitreya, or the "Buddha of love" (Religion of India by Hopkins, p, 340)

মহামায়ার এবম্বিধ ক্রীড়াকৌতুকের মাধুর্য্য অদ্যাপি হৃদয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মধ্যএসিয়াখণ্ডনিবাসী ইরাণনামে আখ্যাত অর্দ্ধসভ্য একজাতীয় লোক বহুসহস্রবৎসর হইতে ইহা কিয়ৎপরিমাণে যে বুঝিয়া আসিতেছে, তাহা এই জাতির ধর্ম্মাচরণসম্বন্ধীয় ইতিহাস দেখিলে জানিতে পারা যায় [৩৯]। ইহারা পূর্ণিমাচন্দ্রের মধ্যে "মাও" দেবতাকে স্তুতি করেন ও পূজা করেন [৪০]। ইরাণ এবং আক্কাদিয়ানদিগের "মাও" বা "মা" দেবী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চেস্থিতা এবং সর্ব্বমূলাধারা বলিয়া এক সময়ে কথিতা হইতেন [৪১]। এখনও ইরাণের অমুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে এই "মাও" দেবী চন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া মেঘের মধ্যে লুকাইয়া জগতের নরনারীর সহিত কৌতুক করেন এবং খেলা করেন। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিতা ক্রীড়াশীলা মহামায়ার মহামাতৃকাভাবের প্রতিবিম্ব অত্যুচ্চ হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অরণ্যময় ইরাণদেশে তাহাদিগের "মাও" দেবীতে যাইয়া পড়িয়াছে, এবং এখনও সে দেশের নরনারীর চক্ষুসম্মুখে তাহা প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় তেমন অধিক যে কিছু নাই তাহা ইরাণ জাতির প্রাচীন ইতিহাস যিনিই যত্নপূর্ব্বক অনুশীলন করিয়া থাকেন তিনিই জানিতে পারিতেছেন [৪২]। এদেশ হইতে বহুপরিমাণে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মধারণা তিব্বতে এবং তিব্বত হইতে ইরাণ প্রভৃতি মধ্যএসিয়ার দেশসমূহে যে এক সময়ে নীত ও তদ্দেশবাসিগণকর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল, একথা ইয়োরুপিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে এক্ষণে স্বীকার করিয়া থাকেন [৪৩]। এ অবস্থায় ইরাণের অর্দ্ধবৌদ্ধ অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের "মাও" দেবতার মধ্যে যে মহামাতৃকাভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারিতেছেন, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা কিছুই নাই।

---

[৩৯] Eran by Dr. Spiegel Vol-11 P. 17 to 31

[৪০] Mao the moon god * * among the Erans" History of Religion by C. P. Tiele

[৪১] The Akkadian word *Mah,* 'great high priricipal' has more likeness to the Semitic *Mag*' (Do P. 165)

[৪২] "Moreover, the traditions of the Aryan heroes supplied not a few elements for the Eranian, some of which were even attached to the person of Zarathustra.
History of Religion by C. P, Tiele p 171,)"

[৪৩] "The strange treatment of the dead, and the great value set on the dog, which distinguish the Eranians from kindred races and from their western neighbours, have been found among Tibetan tribes" (Do, p 179),

চণ্ডীগ্রন্থের ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের তাৎপর্য্য এই,—

চৈতন্যময় জগৎ পিতা যে হরি, তাঁহাকেও মহামায়া সময় বিশেষে যোগনিদ্রাতে অভিভূত করিয়া রাখেন। সেই মহামায়া জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া আমাদের বিস্ময়াপন্ন হইবার বিষয় কিছুই নাই। এই শ্লোকের ভাবার্থগ্রহণসময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে,—এস্থলে চৈতন্যময়হরির অচৈতন্যভাবের ধারনা করিতে আমরা অসমর্থ। নিদ্রাতে অচৈতন্য ভাবকে আনয়ন করে। চৈতন্যময় হরির সাধারণজীবের ন্যায় নিদ্রাবস্থা কখন ঘটিতে পারে না। ইহা স্বত্ত্বেও মহামায়া সেই চৈতন্যময় হরিকে যে সময়ে নিদ্রার ন্যায় একটা অবস্থাতে আনয়ন করেন, তাঁহার তখনকার সেই অবস্থাটীকে শাস্ত্রকারেরা "যোগনিদ্রা" নামে আখ্যাদিয়া থাকেন। বাহিরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিরোধ করিয়া অন্তঃকরণকে কেবলমাত্র এক ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া রাখিবার অবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা "যোগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; হরির ঐরূপ অবস্থা কেবল পরমাশক্তিতে সংযুক্ত হইয়া থাকাসময়েই সংঘটিতে পারে। এজন্য মহামায়া জগৎপতি হরিকে তাঁহার প্রতি অর্পিত সংসারপালন পরিচালন কার্য্য হইতে কিছুক্ষণ বিশ্রামদান করিয়া যতক্ষণ তাঁহার নিজের দিকে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, ততক্ষণ হরির যোগনিদ্রা অবস্থাতে থাকা সম্ভবিতে পারে। মহামায়ার বিশ্বসংসারব্যাপি-মহাক্রীড়া সংসাধনের অনুরোধে সময়ে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে ও তাঁহাদের অর্পিত কার্য্যের গুরুভার হইতে অবসৃত করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও নিষ্ক্রিয় বা নিদ্রিত বা মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবারপ্রয়োজন উপস্থিত হয়। নানাপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এইরূপ একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতেই মহামায়া হরিকে কিছুক্ষণ যোগনিদ্রাতে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সময় মধু ও কৈটভ দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে যে কিভাবে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন পরবর্ত্তী ৬৭ ও ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ৫৪ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হরির "যোগ নিদ্রা" শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে কেবল উহার অর্থনিরাকরণ কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে না, পরন্ত পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের "বলাদাকৃষ্য" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার পক্ষেও কিঞ্চিৎ সহায়তা পাওয়া যাইবে। ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের কেবল শব্দগত অর্থের উপরে নির্ভর করিয়া চণ্ডীগ্রন্থের দেবীভাষ্য নামক ব্যাখ্যানের বাঙ্গালা অনুবাদক লিখিয়াছেন—"সেই ভগবতী মহামায়া দেবী জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক বিবেকপথ ইহতে বিচ্যুত করিয়া মোহ-অধিকারে সমর্পণ করেন"। নাগোজীভট্ট প্রভৃতি টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণও প্রায় এইরূপ অর্থই

করিয়াছেন [৪৪]। এই শ্লোকের এইরূপঅর্থ গ্রহণ করিতে হইলে চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য কথার সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।

চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত সমাধি বৈশ্য একজন জ্ঞানী ছিলেন এবং জ্ঞানমার্গের সাধক ছিলেন। মহামায়া এই সমাধি বৈশ্যের চিত্তকে বলপূর্ব্বক বিবেকপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া মোহ-অধিকারে কোনদিন সমর্পণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। অন্ততঃ চণ্ডীগ্রন্থের কোন স্থানে মহামায়ার এরূপ আচরণের উল্লেখ নাই। জ্ঞানকে সৎ এবং মোহকে অজ্ঞান বা অসৎ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। সৎকে অসতের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দেবগণকে অসুরগণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, দেবী মহামায়ার সর্ব্বক্ষণ যে কিরূপ অসাধারণ চেষ্টা ছিল, চণ্ডীগ্রন্থের তাঁহার চরিত্রবর্ণনাতে জ্বলন্ত অক্ষরে তাহা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। পরন্তু তাঁহার নিজকণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিজ্ঞাবাক্যে এই মহান্ সত্য সর্ব্বকালেরজন্য সর্ব্বলোকে বিঘোষিত হইয়া রহিয়াছে যে—যখনই অসৎ দৈত্যদানবগণ সত্যের প্রতি অত্যাচার করিবে, সদনুষ্ঠানে বাধা উপস্থিত করিবে, তখনই তিনি তাহার প্রতিকারবিধানজন্য অবতীর্ণা হইবেন। এইরূপ যাঁহার মুখের মধুর উক্তি আর এইরূপ যাঁহার কার্য্যের সুপদ্ধতি, সেই মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তকে বলপূর্ব্বক বিবেকপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া, মোহ বা অজ্ঞান মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন বলিয়া যাঁহারা উল্লিখিত ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যান করেন, তাঁহারা ঐ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে যে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের যদি ঐরূপ সাধারণ শব্দার্থগত ব্যাখ্যান এস্থলে গ্রহণ যোগ্য না হয়, তাহা হইলে উহার ভাবার্থ উদ্ধারজন্য আমাদিগকে কোন পথ

---

[৪৪] "আকৃষ্যেত্যস্য বিবেকাদিত্যাদি। মোহায় প্রযচ্ছতি মোহবন্তিকরোতীত্যর্থঃ। এবঞ্চ স্বকর্ত্তব্যস্পষ্টবুদ্ধয়ে এবম্প্রভাবা সেত্যর্থঃ।" (নাগোজী ভট্ট)

"সা মহামায়া জ্ঞানিনাং বিবেকবতামপি চেতাংসি অন্তঃকরণানি বলাদাকৃষ্য স্ববশীকৃত্য মোহায় মোহনিমিত্তং সপ্তম্যর্থে বা চতুর্থী। মোহে প্রযচ্ছতি নিক্ষিপতি।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

"জ্ঞানিনাং জ্ঞানবিশেষবতামপি চেতাংসি অন্তঃকরণানি সা প্রসিদ্ধা মহামায়া ভগবতী অচিন্ত্যমহিমা দেবী দ্যোতনশীলা হি যস্মাৎ বলাৎ স্বশক্তিতঃ আকৃষ্য বিবেকাদ্ব্যাবর্ত্ত্য মোহায় প্রযচ্ছতি মোহানুগামীনি মোহানুকুলানি করোতি।" (চতুর্ধরী)

"অতঃ সা দেবী স্বেচ্ছয়া দীব্যন্তী সতী জ্ঞানিনাং উপনিষদুত্থজ্ঞানিনামপি পুংসাং চেতাংসি বলাৎ সামর্থ্যাদাকৃষ্য মোহায় সাংসারিকত্বায় মমত্বায় প্রযচ্ছতি দদাতি।" (শান্তনবী টীকা)

অবলম্বন করিতে হইবে ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরবর্ত্তী ৬৭ এবং ৬৮ সংখ্যক শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই শ্লোকের ভাবার্থ উদ্ধার করিতে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে,—যোগনিদ্রাতে নিদ্রিত অথবা মহামায়ার মোহে অভিভূত অবস্থাতে বিষ্ণু অনন্ত শয্যাতে শায়িত থাকাসময়ে মধুকৈটভনামে দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য ব্রহ্মাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। আত্মরক্ষাতে অসমর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে জাগরিত করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য নিদ্রারূপিণী মহামায়াকে অতি কাতরভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহামায়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিলেন। এই ঘটনা হইতে দুইটি তত্ত্ব অতি পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারা যাইতেছে।

১। প্রয়োজন অনুসারে মহামায়া জাগ্রতকে নিদ্রাভিভূত করেন।

২। প্রয়োজন অনুসারে মহামায়া নিদ্রাভিভূতকে জাগ্রত করেন।

প্রয়োজন মত চৈতন্যময় বিষ্ণুকে তিনিই যোগনিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুকে তিনিই জাগ্রত করিয়া দিলেন। সাধারণ জীবসম্বন্ধেও মহামায়ার এইরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রয়োজন অনুসারে মহামায়া জ্ঞানীকে মোহে অভিভূত করেন, আবার প্রয়োজন অনুসারে মহামায়া সেই মোহে অভিভূত জীবকে সজ্ঞান অবস্থাতে আনয়ন করিয়া থাকেন। পরমাপ্রকৃতির সংসারপালনকার্য্য-পদ্ধতির এইরূপ বিচিত্র বিধান সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে সর্ব্বনিম্ন স্থান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান ভাবে চলিয়াছে। দেব, দানব, মানব, কিম্বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী কেহই এবিধানের বহির্ভূত হইয়া থাকিবার সামর্থ্য রাখেন না। পরমা প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী এই বিধান যে কেবল লোকমঙ্গলের-জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। কিছুক্ষণ যোগনিদ্রা-উপভোগের ব্যবস্থা দ্বারা চৈতন্যময় বিষ্ণুকে তাঁহার কর্ত্তব্যপালনকার্য্যে সমধিক সচেতন করিবার জন্য যে মহামায়া একবার তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া আবার জাগ্রত করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহামায়া সাধারণ জ্ঞানিমানুষকে জ্ঞান-সাধনার কার্য্যে সমধিক প্রবর্ত্তমান করিবার জন্য কিছুক্ষণ তাহাকে ভোগনিদ্রাতে কিম্বা ভোগস্বপ্নে অভিভূত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলে সেজন্য আমাদিগের বিস্ময়ান্বিত হইবার স্থল কিছুই নাই। ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের "মোহ" শব্দের অর্থে এখানে "ভোগনিদ্রা" বুঝিলে শ্লোকের অর্থনির্ণয়করণসংক্রান্ত অনেক গোল পরিষ্কার হইতে পারে। "মোহ" শব্দ নানা অর্থে নানা স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা কথার অব্যবহিত পরে

জ্ঞানীজনের ভোগনিদ্রার কথা অশ্রাব্য হইতে পারেনা। "জ্ঞানী" শব্দেও এখানে তত্ত্বজ্ঞানী বা মুমুক্ষু অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকের "জ্ঞানী" শব্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে এখানে জ্ঞানী অর্থে সাধারণ জ্ঞানবান্ মানুষ অথবা জ্ঞানসাধনমার্গের সাধারণ পথিক বুঝিতে হয়। জ্ঞানীগণ শব্দের অর্থে এখানে জগতের যাবতীয় জ্ঞানী বুঝিতে হইবে না। কারণ কেবল সুরথ বৈশ্য নহে শুকদেবাদি অনেক জ্ঞানমার্গের সাধকপুরুষকেও মহামায়া জ্ঞানের পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া মোহে যে নিক্ষেপ করেন নাই তাহার প্রমাণ পুরাণমহাভারতাদি নানা গ্রন্থে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এখানে শ্লোকে "জ্ঞানিনাং" বহুবচন থাকিলেও যাবতীয় জ্ঞানী না বুঝিয়া কতগুলি জ্ঞানী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বহুবচনান্ত শব্দ ব্যবহার করা যে হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। কেবল ইহাই নহে, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্বকৃত কর্ম্মফলে ইহজন্মে জ্ঞানসাধন-মার্গের পথিক হইয়া কোন সময় মোহে নিমগ্ন হইবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছেন, মহামায়া কেবল তাঁহাদিগকেই মোহে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং যথাকালে মোহবিমুক্ত করিয়া আবার তাঁহা-দিগকে জ্ঞানসাধনামার্গে আনয়ন করেন। শ্লোকের ভাষাতে জ্ঞানীগণের চিত্তকে বলে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন লিখিত থাকিলেও মহামায়া চিরকালের তরে জ্ঞানীগণের চিত্ত মোহে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন এরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য হইবে না। এই শ্লোকের "বলাদাকৃষ্য" শব্দের অর্থ নিরাকরণ লইয়াও অনেকে গোলযোগ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ দ্বারা কেহ কোন কার্য্য করাইলে তাদৃশ স্থলে এইরূপ শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া টীকাকারগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যান সময়ে "বলাদাকৃষ্য" শব্দের ঐরূপ অর্থই করি-য়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থে যে "বলাদাকৃষ্য" পদ এখানে ব্যবহৃত হয় নাই ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশমূলে জানিতে পারা যাইতেছে মানুষের অন্তঃকরণ মোহে অভিভূত হইবার পূর্ব্বে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উহাকে বহু নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে হয়। মোহে পৌছিবার পাঁচটী স্তর আছে। যথা—(১) বিষয়ধ্যান (২) বিষয়সঙ্গ (৩) কাম, (৪) ক্রোধ, (৫) সম্মোহ, ইহার পর অধঃপতনের আরও তিনটী স্তর আছে (৬) স্মৃতিবিভ্রম, (৭) বুদ্ধিনাশ, (৮) মনুষ্যত্ব নাশ [৪৫]। জ্ঞানীগণকেও মোহে অভিভূত হইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত স্তরগুলি ভেদ করিয়াই—তাঁহাদিগকে নিম্নে নামিতে হইবে।

[৪৫] "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"
(শ্রীমদভগবদ্ গীতা)

চক্ষুর নিমিষে ইহা সংঘটিতে পারে না। ইহাতে অনেক কালক্ষেপণের প্রয়োজন হয়। চণ্ডী-গ্রন্থে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে যেখানে জ্ঞানিগণের চিত্তকে মহামায়া বলে আকর্ষণ করিয়া মোহে অভিভূত করেন কথিত হইয়াছে, সেখানে জ্ঞানিগণের চিত্তকে মহামায়া কর্তৃক ধীরে ধীরে বহুকালে মোহে অভিভূত করিবার ভাব প্রকাশ পাইতেছে না বরং "বলাৎ" শব্দ দ্বারা উহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। মানুষের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ কোন কার্য্য করাইলে যেমন বল প্রয়োগ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তেমনি অজ্ঞাতসারে কাহাকেও কোন কার্য্যমধ্যে কেহ আনিয়া নিক্ষেপ করিলে সেরূপ স্থলেও "বল প্রয়োগ" শব্দের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। জ্ঞানমার্গের সাধক যখন ইষ্ট চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন, তখন সময়ে সময়ে যে তাঁহার চিত্ত তাঁহার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাতে মোহে অর্থাৎ—ভোগনিদ্রাতে অথবা ভোগস্বপ্নে আসিয়া নিমগ্ন হইয়া পড়ে আবার তন্মুহূর্ত্তেই সচেতন হইয়া যথাস্থানে প্রত্যাগত হইয়া থাকে, এ কথা জ্ঞানিগণ দূরে থাকুক সন্ধ্যাপূজারত সাধারণ নরনারীগণমধ্যেও অনেকে অবগত আছেন। যোগশাস্ত্রের ভাষাতে ইহাকেই "চিত্ত-বিক্ষেপ" বলা হয়। যোগশাস্ত্রে চিত্তবিক্ষেপের কারণ "বিষয়সঙ্গ" কথিত হইয়াছে। যে বিষয়সঙ্গে জ্ঞানীদিগের চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা কৃষিবাণিজ্যাদি নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপারঘটিত সংশ্রবে এবং ব্যাধি ইত্যাদি কারণেও উৎপন্ন হয় [৪৬]। এখানে মহামায়া, জ্ঞানীগণের চিত্তবিক্ষেপের কারণ বলিয়া কথিত হয়েন নাই। কাজেই বলিতে হইবে এই সকল কারণ যেখানে বর্ত্তমান, মহামায়া সেইরূপ স্থলেই জ্ঞানীদিগের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন করেন। জ্ঞানী সাধকের এই অবস্থাটি স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকের অর্থনিরাকরণ চেষ্টা করিলে কার্য্য অতি সহজ হইবে। তখন আমরা ৫৫ এবং ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই ভাবে বুঝিতে পারিব,—যে মহামায়া অনেক জ্ঞানীরও চিত্তকে তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিমেষে মোহে অভিভূত এবং নিমেষে মোহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী সেই মহামায়া চরাচর জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের এবং সংসারবন্ধনের এবং অন্তিমে মানবের পরমমুক্তি প্রদানের কারণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

---

[৪৬] "কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌকাব্যতর্কাদিকেষু চ। বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যাধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ ॥"

(পঞ্চদশী)

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ। দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপ সহভুবঃ ॥"

(পাতঞ্জল দর্শন)

রাজোবাচ ॥ ৫৯

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাংভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ ৬০
যৎ স্বভাবাচ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। ৬১
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাংবর ॥ ৬২

ঋষিরুবাচ। ৬৩

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। ৬৪
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥ ৬৫
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৬৬
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৬৭
তদাদ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥ ৬৮
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মাপ্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ৬৯
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥ ৭০
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১

৫৯ হইতে ৭১ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

মেধসঋষির কথা শুনিয়া সুরথরাজা বলিয়াছিলেন "হে ভগবন্ দ্বিজ ! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে ? কি প্রকারে তিনি উৎপন্না হইয়াছেন ? তাঁহার কার্য্যই বা কি ? তিনি যেরূপ স্বভাববিশিষ্টা ও যে প্রকার মূর্ত্তিবিশিষ্টা, এবং যেরূপে উৎপন্না হইয়াছেন, হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! সেই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মেধসঋষি বলিয়াছিলেন "তিনি নিত্যা, জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনিই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তথাপি তাঁহার নানারূপ উৎপত্তির কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন। তিনি যখন দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূতা হয়েন নিত্যা হইলেও তখন তিনি লোকে উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হয়েন। কল্পান্তে (প্রলয়কালে) জগৎ একার্ণব হইলে যৎকালে ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু অনন্তশয্যা বিস্তার করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তখন বিখ্যাত মধু ও কৈটভ দুই অসুর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করিয়া সেই উগ্রমূর্ত্তি অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং জনার্দ্দনকে যোগনিদ্রামগ্ন দেখিতে পাইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে হরিনেত্রবাসিনী বিষ্ণুরও নিদ্রারূপা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী অতুলনীয়া যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন।"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৬০ হইতে ৭১ সংখ্যক শ্লোকে, মহামায়া সম্বন্ধীয় রাজাসুরথের অতি প্রয়োজনীয় পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি মেধস রাজাকে সংক্ষেপে মহামায়াতত্ত্ব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ৬৪ হইতে ৭১ শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সমগ্রচণ্ডীগ্রন্থমধ্যে পরে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে এই আটটী শ্লোকে অতি সংক্ষেপে তাহাই বিন্যস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই আট শ্লোকের সর্ব্বপ্রথমে দুইঅক্ষরবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রবাক্যের অন্তরালে, মহামুনি মেধস, সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যের সার-সন্দর্ভ সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সেই বাক্যটি হইতেছে,—তত্ত্বজ্ঞানি-বোধ্য দেবীর "নিত্যা" নাম। এখানে তত্ত্বজ্ঞানী শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ "মহামায়ার নিত্যা" নামের গুরুত্ব তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন সাধারণ মানুষে বুঝিতে অসমর্থ। অনাদি অনন্ত মহাকালের পূর্ণ স্বরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিলে মহামায়ার "নিত্যা"

নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কাহারই পক্ষে সম্ভবপর নহে। একমাত্র মহাকালের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই মহামায়ার "নিত্যা" নামের অর্থ মানুষে বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারে। নিত্যাশব্দ সম্বন্ধে এই একটি কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সংস্কৃত "নিত্য" শব্দের অর্থপরিজ্ঞাপক কোন একটি শব্দ ইয়োরোপের আর কোন ভাষার অভিধানে আজ পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই [৪৭] মহামায়ার "নিত্যা" নামের গভীরতত্ত্ব পরে বর্ণিত ব্রহ্মারকৃত মহামায়ার স্তবে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে।

সুরথরাজা মহামুনি মেধসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি যে দেবী মহামায়ার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, তিনি কে ? কি প্রকারে কাহা হইতে তিনি উৎপন্না হইয়াছেন ? তাঁহার কর্ম্মই বা কি ? এবং তাঁহার স্বভাব এবং স্বরূপই বা কি ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এক "নিত্যা" এই একটি শব্দেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিত্যা এই কথা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদানের পথ কিছুই সম্ভব নহে। তিনি নিত্যা এই কথা বলাতেই তিনি কি প্রকারে ও কাহা হইতে উৎপন্না এই দুই প্রশ্নেরও পর্য্যাপ্ত উত্তর হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি যদিও পরে বলা হইয়াছে কিন্তু জগৎকে তাঁহার মূর্ত্তি বলিলে তাঁহার অসীম মূর্ত্তিকে অতি খর্ব্বাকৃতি করা হয়। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি সুরথ রাজার চক্ষুসম্মুখে উন্মুক্ত করিবার যোগ্য না হওয়ায় জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "জগৎ" ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার মূর্ত্তি মহামুনি বলিয়াছেন। এই "সর্ব্ব" শব্দ এখানে ব্যোম-শব্দপরিজ্ঞাপক বুঝিতে হইবে। আদি, অন্ত ও মধ্য নাথাকাতে ব্যোম অর্থাৎ সর্ব্বময় আকাশকে নিত্যা হইতে পৃথক চিন্তা করা যায় না। মহামায়ার কর্ম্মই বা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে যদিও

---

[৪৭] "কালের নিত্যত্ববোধক ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত একটা শব্দ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কোন দেশের কোন ভাষার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজীর Eternity শব্দকে এদেশের অনেকে এখন কালের নিত্যত্ব ভাববোধক শব্দের স্থানে ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু 'Eternity' এবং 'নিত্য' একঅর্থবোধক কথা নহে। ইংরাজী চেম্বার্স অভিধানে Eternity শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The state of time after death"

অর্থাৎ—মৃত্যুর পরের অবস্থাজ্ঞাপক সময়কে ইংরাজীতে Eternity বলা হয়। আমাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার 'নিত্য' শব্দের সহিত মানুষের জীবন-মরণের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তথাপি ইংরাজী অভিধানে যেমন Eternity একটা শব্দ আছে, ইয়োরোপের অনেক ভাষার অভিধানে তাহাও নাই। মূল বাইবেল হিব্রু ভাষাতে রচিত। এই হিব্রু ভাষাতে Eternityরও ভাববোধক কোন শব্দই আদৌ নাই। অসীম 'নিত্য' ভাব-বোধক শব্দ দূরের কথা, "যুগ," "মন্বন্তর," "কল্প" প্রভৃতি কালের সীমাবদ্ধ ভাব-পরিজ্ঞাপক কোন বড় দরের শব্দও ইয়োরোপীয় কোন দেশের কোন ভাষার অভিধানগ্রন্থের ভিতরে আজিও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই।" (পরকাল তত্ত্ব)

৬৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি আবির্ভূতা হইয়া থাকেন, কিন্তু দেবগণের কার্য্যই যখন হইতেছে কেবল লোকমঙ্গল সাধন, তখন সেই কার্য্য সিদ্ধার্থে অর্থাৎ ত্রিলোকের মঙ্গলবিধানার্থে তিনি নিত্যারূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছেন। এইজন্যই ৬৬ শ্লোকের শেষার্দ্ধে "উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাভিধীয়তে" অর্থাৎ তিনি নিত্যা হইলেও এই কারণে লোকে উৎপন্না রূপে অভিহিতা হয়েন বলিয়া মহামুনি রাজার নিকটে মহামায়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি কিরূপ স্বভাববিশিষ্টা ? এ প্রশ্নের উত্তরও "নিত্যা" শব্দ দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বভাব অর্থ, যেভাব লইয়া জীব জন্ম গ্রহণ করে মহামায়ার যখন জন্ম মৃত্যু নাই এবং নিজভাব লইয়া জন্ম গ্রহণও নাই তখন তাঁহার আবার স্বভাব কি ? তিনি যে "নিত্যা" ইহাই বলিয়া মহামুনি অতি সুন্দর ভাবে সুরথ রাজার কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়াছেন। ইহার পরে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে "কল্পান্তে" একটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কল্প শব্দের অর্থে নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মার দিন"। অন্যান্য টীকাকার ও ভাষ্যকারগণও কল্প শব্দের এইরূপ সংক্ষেপ অর্থই প্রদান করিয়াছেন। কল্প শব্দের অর্থ আর একটু ভাল করিয়া বুঝিতে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে সমুদ্রের আয়তন কাহাকেও বুঝাইতে একটী শিশির-বিন্দু অতি অযোগ্য বস্তু হইলেও ধূলি মাটি বালি কণা পরিত্যাগ করিয়া যেমন অন্য উপযুক্ত বস্তুর অভাবে একটী শিশির বিন্দু চক্ষুসম্মুখে ধরিয়া সমুদ্রের অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হয়, সেইরূপ "কল্প"কে চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া মহামায়ার নিত্যা নামের বিশাল গুরুত্বের এক কনিকা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন মানবীয় ৩১৫৩৬০০০০০০০০০ দিনে ব্রহ্মার এক দিন পূর্ণ হয় [৪৮] ইয়োরুপিয়ান

[৪৮] "আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সূর্য্যের একবার উদয় হইতে অস্তগমন কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা "দিবা" গণনা করিয়া থাকি। ঐরূপ সূর্য্যের অস্ত হইতে সূর্য্যের উদয়কালকে আমরা "রাত্রি" বলিয়া ব্যাখ্যা করি। এই দুই মিলিয়া আমাদের অর্থাৎ মানবীয় "অহোরাত্র" হয়। ত্রিশ দিবারাত্রে আমাদের মাস গণনা হয়। আমাদের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্র সংঘটন হয়। শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিবা, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। বারমাসে আমাদের এক বৎসর হয়। এইরূপ আমাদের এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্র সম্পূর্ণ হয়। উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা, দক্ষিণায়ণ তাঁহাদের রাত্রি। দেবতাদের এক হাজার যুগে ব্রহ্মার একটি দিন (আমাদের এককল্প) হয়। ঐ পরিমাণ কালব্যাপী তাঁহার একটি রাত্রিকেই প্রলয়কাল নামে অভিহিত করা হয়। এই হিসাবে গণনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই—আমাদের অর্থাৎ মানবীয় ৩১৫৩৬০০০০০০০০০ দিনে ব্রহ্মার একদিন পূর্ণ হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বৎসর কীর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ মানবীয় দিনের গণনাতে ব্রহ্মার পরমায়ুর দিন সংখ্যা—১১৫০৮৬৪০০০০০০০০০০০ ; কিন্তু এই স্থানেই কালসম্বন্ধে ঋষিগণের দূরদৃষ্টির শেষ সীমা উপস্থিত হয় নাই। শিবপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে— (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিতগণ "নিত্যা" শব্দের ভাবপরিগ্রহণ করা দূরে থাকুক "কল্পের আয়তনও আজিও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চীন জাপান এবং তিব্বতের প্রাচীন পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ মহাকালের বিরাট্ মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন [৪৯]। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সহায়তায় তাঁহারা যে এই বিষয় এতটুক কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ পালি ভাষাতে লিখিত বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রাচীন গ্রন্থে কল্পের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য কল্পের বিরাট্ আয়তনের একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে [৫০]।

চণ্ডীগ্রন্থের ৬৮ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকে, দৈত্যের কথা প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে, যে দৈত্যের কথা প্রথমে উঠিয়াছে তাহাদের নাম মধু কৈটভ, বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহাঁরা চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমেই এখানে একটী গোলের কথা এই উঠিতেছে যে

"ব্রহ্মা বিষ্ণোর্দিনৈ চৈকো বিষ্ণুরুদ্রদিনে তথা। ঈশ্বরস্য দিনে রুদ্রঃ সদাখ্যস্য তথেশ্বরঃ।
সাক্ষাৎ শিবস্য তৎসংখ্যা তথাহ্ন্যোঽপি সদাশিবঃ ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মা বিষ্ণুর একদিনে, বিষ্ণু রুদ্রের একদিনে, রুদ্র ঈশ্বরের একদিনে এবং ঈশ্বর সদাশিবের একদিনে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ঐ পরিমাণ কালই তাঁহাদের পরমায়ু। অর্থাৎ ব্রহ্মার একশত বৎসরে বিষ্ণুর একদিন, বিষ্ণুর একশত বৎসরে রুদ্রের একদিন, রুদ্রের একশত বৎসরে ঈশ্বরের একদিন এবং ঈশ্বরের একশত বৎসরে সদাশিবের একদিন গণনা করা হয়। সদাশিবের পরমায়ুর পরিসীমা শাস্ত্রকারেরাও করিতে পারেন নাই। "নিত্য" এবং "সদা" সম-অর্থ পরিজ্ঞাপক শব্দ। নিত্যশিবের বা সদাশিবের আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, আবির্ভাব বা তিরোভাবও নাই, কাজেই তাঁহার পরমায়ুরও একটা সীমা সংখ্যা নাই। কোন পুরাণে "সদাশিব" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, কোন পুরাণে বা "পরব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ভাষায় যাহাই ব্যবহার করা হউক না কেন, ফলিতার্থে মহাকালরূপী মহাসাগরের অতল জলে আসিয়াই, কল্প, মন্বন্তর, ব্রহ্মার পরমায়ু, বিষ্ণুর পরমায়ু, রুদ্রের পরমায়ু প্রভৃতি কালের পরিমাণ-বাচক যাবতীয় শব্দ এবং তন্নিহিত বিশাল ভাবগুলি সমস্তই তলাইয়া গিয়াছে। কালের বিরাট্ মূর্ত্তিসম্বন্ধীয় মানবীয় ভাষা, ভাব ও অনুভূতির অন্তিম সীমাস্তম্ভ এই "সদাশিব"কেই বলা যাইতে পারে।" [পরকালতত্ত্ব]

(৪৯) "The period of the Great Cycle is estimated at 311,040,000,000000 earth years." "After a further immense period of rest, consisting of a like fifteen figures, arises another manifestation, and the whole process is repeated." (The Religion of Tibet. P III,)

(৫০) Let it be supposed, say Buddhist writers, that a solid rock forming a vast cube sixteen miles high, and the same in length and breadth, were lightly rubbed once in a hundred years with a piece of the finest cloth, and by this slight friction reduced in countless ages to the size of a mango-seed, that would still give you no idea of the immense duration of a Buddhist Kalpa'.

(Buddhism by Sir Monier Williams. p. 120.)

জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুর দেবশরীরে ময়লার স্থিতি সম্ভবে কিরূপে? দেবীভাষ্য-লেখক এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজীভট্ট এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই এবং ইহার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতেও চেষ্টা করেন নাই। টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাতে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"সনাতন মূর্ত্তির ভৌতিকত্ব না থাকায় মল সম্ভবে না, অতএব এই মল কোন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মায়া হইতে সমুদ্ভূত" [৫১]। এই ব্যাখ্যান গ্রহণ করিতে হইলে মধুকৈটভ দুই অসুরকেও মায়া হইতে সমুদ্ভূত বলা যাইতে পারে। ইহার পরে এই মায়াতত্ত্বকে আর একটু প্রসারিত করিলে, বৈদান্তিক দার্শনিকের সিদ্ধান্ত ধরিয়া এক পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তকেই "মিথ্যা" বা "মায়াময়" স্থির করিতে হয়। চণ্ডীগ্রন্থের বক্তা মহামুনি মেধসের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না, এবং চণ্ডীগ্রন্থের সাধারণ পাঠকমধ্যেও কেহ ঐরূপ "সর্ব্বমিথ্যাময়" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বোধহয় প্রস্তুত নহেন। অতএব বিষ্ণুর কর্ণমলকে এখানে "মিথ্যা" বা "মায়া" বলিয়া অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। মনোযোগের সহিত যিনি এই চণ্ডীগ্রন্থ এতদূর পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার ইহা অবিদিত নাই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের দৈবদেহও সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণুদেহের তমঃ অংশ হইতে মধুকৈটভের উৎপত্তি হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে কোনই বাধা দেখা যায় না। বিষ্ণুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত তমোরূপ-মলকে বিষ্ণুদেহের মল কিম্বা বিষ্ণুর কর্ণমল বলিতে বাধা নাই। বিষ্ণুদেহের অন্যান্য অঙ্গের মল না বলিয়া কর্ণমল বলা হইল কেন?—এমন একটা প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। এক্ষণে ইহার কারণ কি, তাহাই দেখা যাউক। এ সময়ে এখানে আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের দুই একটী কথার একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাইতেছি "মনু কহিলেন, মায়াসহায় অক্ষরপুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী প্রসূতা হয়, পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে" [৫২]। মহাপ্রলয়ের পরে আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া বিশ্বে যখন আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভূমি সৃষ্টি হইতে অবশিষ্ট ছিল, তখনই বিষ্ণুর দুই কর্ণ হইতে দুই দৈত্য উৎপন্ন হইলেন। এই সময় বিষ্ণু জলের উপরে যোগ-

[৫১] "সনাতনমূর্ত্তেরভৌতিকত্বেন মলযোগাভাবাৎ কয়াপীচ্ছয়া মায়িকোঽয়ং মলঃ," (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

[৫২] অক্ষরাৎ খংততো বায়ুস্ততো জ্যোতিস্ততো জলম্। জলাৎপ্রসূতা জগতী জগত্যাং জায়তে জগৎ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। এই সময়ে বিষ্ণুর নয়নদ্বয় মুদ্রিত কিন্তু কর্ণদ্বয় উন্মুক্ত ছিল। এইসময়ে বিষ্ণুদেহ হইতে তাঁহার দেহস্থিত তমঃ অংশের কিয়ৎ পরিমাণ নিক্রান্ত করিয়া দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উন্মুক্ত কর্ণপথেই তাহা সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। যে সময়ে বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, যে সময়ে ক্ষিতিও সৃষ্টি হয় নাই, এমন সময়ে যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর দেহ হইতে দুইটা দৈত্যকে কর্ণপথে টানিয়া বাহির করিবার জন্য মহামায়া সচেষ্ট হইলেন কেন? [৫৩]। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই,—(১) বিষ্ণুদেহের কর্ণপথ মাত্র তখন উন্মুক্ত ছিল। কাজেই কর্ণপথে দৈত্যদ্বয়কে নিষ্কাশন করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ নয়ন সত্বগুণের, রসনা রজোগুণের এবং কর্ণ তমোগুণের প্রশস্ত প্রবেশদ্বার। একারণেও বিষ্ণুদেহ হইতে তমোনিক্রান্তসময়ে কর্ণদ্বারের ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে। (২) সৃষ্টিকার্য্যেরই প্রয়োজনসংসিদ্ধজন্য মহামায়াকে এসময়ে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণুদেহের কল্পান্ত বিশ্রাম-সুখভোগজন্য যতক্ষণ যে পরিমাণ তমোগুণ ঐ দেহে রাখিবার আবশ্যক হইয়াছিল তাহা রাখিয়া যখন জগৎপালনকার্য্যে বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল এবং বিষ্ণুর দেহকে রজোগুণপ্রধান করিবার আবশ্যক হইল, তখন মহামায়া বিষ্ণুদেহ হইতে প্রথমতঃ খানিকটা "তমঃ"কে বাহির করিয়া দিলেন। বিষ্ণুদেহ হইতে নিষ্কাশিত বিষ্ণুদেহের তমোরূপ মলদ্বারা মহামায়া ব্যোমপ্রধানদেহের যে দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য সৃষ্টি করিয়া লইলেন, তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে উত্যক্ত করিয়া সৃষ্টিপ্রবাহের প্রথমতরঙ্গরূপ "আত্মরক্ষা" কার্য্যে তিনি ব্রহ্মাকে, প্রথমতঃ প্রবুদ্ধ করিলেন। ঐ দুই দৈত্যকে পরে মহামায়া অন্য কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিলেন। এই সকল ইতিহাস মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে বর্ণিত না থাকিলেও কালিকা পুরাণে ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পরে ব্রহ্মার আত্মজীবন রক্ষার জন্য মহামায়ার স্তুতি এবং মহামায়াকর্ত্তৃক বিষ্ণুর যোগনিদ্রা অপনয়ন এবং দৈত্যদ্বয়ের কার্য্যশেষ হইবার পরে ব্যোমরণক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের তিরোধান প্রভৃতি ঘটনাসকল চণ্ডীগ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যোমরণক্ষেত্র বলিলাম তাহার কারণ এই যে, তখনও বিশ্বে ভূমি সৃষ্টি না হওয়াতে বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদ্বয়ের এই মহাযুদ্ধ মহাশূন্যে পঞ্চসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সংঘটন হইয়াছিল। এই দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুদেহ হইতেই সমুৎপন্ন, কাজেই ত্রেতাযুগে রামের আত্মজ লবকুশের সহিত রামের যুদ্ধ যেরূপ এক সময়ে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, সৃষ্টির প্রারম্ভে

[৫৩] কালিকাপুরাণে মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের উৎপত্তি বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুর সহিত বিষ্ণুদেহোৎপন্ন মধুকৈটভের যুদ্ধ ও সেইরূপ কিম্বা ততোধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। মধুকৈটভচরিত্রে কঠোর নিষ্ঠুর ভাব অতি মাত্রায় প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে দৈত্যনামে আখ্যাত করা হইলেও বিষ্ণুদেহোৎপন্ন হেতুতে তাঁহাদের অন্তঃকরণে মহত্ত্বের অভাব ছিল না। যে পঞ্চভূতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিরই এক একটী অধিদেবতা আছেন। ব্যোমের অধিদেব হইতেছেন,—ব্যোমকেশ বা মহাদেব [৫৪]। মধুকৈটভ দৈত্যের উৎপত্তি ব্যোমের সূক্ষ্ম অংশ হইতে হওয়াতে ব্যোমকেশ বা মহাদেবের উচ্চভাব মধুকৈটভের চরিত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইতে দেখা যাইতেছে। আশুতোষ মহাদেব যেমন সদা সন্তুষ্ট এবং শত্রুকেও বরদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, মধুকৈটভচরিত্রেও সেই উচ্চভাব কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ মহাদেবের রুদ্রভাব মধুকৈটভের ভিতরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকাতেই পাঁচহাজার বৎসর ব্যাপিয়া বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের বাহু যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং এই মহাযুদ্ধে কেহই কাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই,—এরূপ সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে। পঞ্চসহস্রবৎসরব্যাপি যুদ্ধেও বিষ্ণু ক্লান্ত হয়েন নাই দেখিয়া দৈত্যদ্বয় সহর্ষে বিষ্ণুকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু এই বলিয়া দৈত্যদ্বয়ের নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন যে "তোমরা আমার দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হও।" দৈত্যদ্বয় "তাহাই হউক" বলিয়া বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলেন। ইহার পরে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে বিষ্ণুর ক্রোড়ে মহাশূন্যে শায়িত অবস্থায় বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। দৈত্য হইলেও এই ঘটনাতে ইঁহাদের অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কেবল ইহাই নহে, ইহা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রোক্ত দৈত্যদানবগণের এই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব তিরোভাবের মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও কিঞ্চিৎ উৎঘাটন করিবার পক্ষে সহায়তা পাওয়া যাইতেছে। দেবদানবের কথাতেই চণ্ডীগ্রন্থের আদি অন্ত প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। দেব কি ? দানব কি ? এবং ইঁহাদের আকৃতি প্রকৃতিই বা কি ? কার্য্যই বা কি ? এবং ইহাদের দ্বারা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকার্য্যের কোন ব্যাপার কি ভাবে সংসাধিত হইতেছে ?—এই সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিয়া, চণ্ডীগ্রন্থপাঠকার্য্যে সময় ক্ষেপণ আর অন্ধকার রাত্রে রুদ্ধদ্বারশিবমন্দিরে নির্ব্বাপিতদীপাধার হস্তে লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ প্রায় সমান।

---

[৫৪] কেহ কেহ ব্যোমকেশ শব্দের অর্থ করিতে বলিয়া থাকেন,—ব্যোম অর্থে আকাশ, কেশ অর্থে চুল, অর্থাৎ আকাশ যাঁহার মস্তকের চুল স্থানীয় হইয়াছে এমন মহাদেব। অন্যরূপ অর্থও আছে। অন্য অর্থ এই,—ব্যোমক অর্থে দেব ঈশ্ অর্থে ঈশ্বর। সন্ধি হইয়া দেবগণের যিনি ঈশ্বর বা মহেশ্বর বা মহাদেব তাঁহাকেই ব্যোমকেশ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু; বরুণ প্রভৃতি দেবগণের কার্য্যের আলোচনা করিবার অবসর মহিষাসুর সৈন্যবধ-ব্যাখ্যানসময়ে এবং রক্তবীজদৈত্যবধব্যাখ্যানসময়ে পরে উপস্থিত হইবে। একারণ তাঁহাদের কথা ত্যাগ করিয়া আপাততঃ দৈত্যদানবের কথাই কিঞ্চিৎ বলিব।

পুরাণবর্ণিত অন্যান্য দৈত্যদানব এবং চণ্ডীগ্রন্থোক্ত মধুকৈটভদৈত্য সমপ্রকৃতিসম্পন্ন অথবা সম-অবস্থাপন্ন জীব ছিলেন না। আর আর দৈত্যদানবগণ পৃথিবীসৃষ্টির অনেক কাল পরে কশ্যপ মুনি হইতে দেবগণের উৎপত্তিসময়ে যে উৎপন্ন হইয়াছেন, একথা প্রারম্ভিক নিবেদন মধ্যে একস্থানে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মধুকৈটভের অবস্থা অন্যরূপ। পৃথিবীর ভূ-অংশের পরমাণু ঘনীভূত হইবার বহুকালপূর্ব্বে, বিষ্ণুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত তমোগুণকে লইয়া প্রধানতঃ আকাশের উপাদানে মহামায়া মধুকৈটভদৈত্যদ্বয়কে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাজেই সাধারণ দৈত্যদানব হইতে মধুকৈটভের আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়জনক নহে। চণ্ডীর বর্ণনামধ্যেও এ পার্থক্যের পরিচয় আমরা সুস্পষ্ট ভাবে পাইতেছি। এজন্য দৈত্যদানবগণের কথার আলোচনাসময়ে, মধুকৈটভের কথা পৃথক্ করিয়া রাখিলেও ক্ষতি নাই। সাধারণ দৈত্যদানবের কথা বেদে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিগ্রন্থে প্রায় একরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। নবশিক্ষিতগণমধ্যে অনেকের এইরূপ একটি ভুলধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে,—কেবল দৈত্যদানবের উপন্যাস কাহিনীতে আমাদের পুরাণগুলি পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর কোন স্থানে ইহার উল্লেখ নাই। ইহা যে ঠিক নহে তাহা একখানি বেদ খুলিয়া দেখিলেই সহজে প্রতীয়মান হইবে [৫৫]।

সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় হইতেই দৈত্যদানবগণের অসদাচরণের কথা কেবল যে আমাদের বেদ ও পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, এই জগতের সুসভ্য, অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, কি নব্য কি প্রাচীন কোন স্থানের কোন মানবসমাজের এমন কোন প্রাচীন প্রামান্য ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই, কিম্বা

[৫৫]. ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত দ্রষ্টব্য। অথর্ব্ববেদ ১ম শাখা ৭ম সূক্ত ২য় শাখা ৪র্থ সূক্ত ৪র্থ শাখা ১০ম সূক্ত ৬ষ্ঠ শাখা ৩২ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদের মূলবেদ পাঠ করিবার সুবিধা নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য অধ্যাপক রথ কৃত বেদের ইতিহাস (History of the Veda) গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"In the passeges which speak of Divodasa, mentiou is made of his deliverance, by the aid of the gods, from the oppressor Sambara e. g. Rigveda I, 112, 14 ; IX. 61, 2. It is true that Sambara is employed at a later period to designate an enemy in General, and in particular the enemy of Indra, Vritra ; but it is not improbable that this may be the transference of the more ancient recollection of a dreaded enemy to the greatest of all enemies, the demon of the Clouds."

এমন কোন প্রাচীন মন্দির কিম্বা পিরামিদাদির গাত্রে খোদিত পুরাকালের ঐতিহাসিক প্রতিমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে দৈত্যদানবের অস্তিত্বের কিছু না কিছু পরিচয় আমরা পাইতে না পারি। প্রাচীনতত্ত্ব উৎঘাটন কার্য্যের সহায়ক বলিয়া ইজিপ্টদেশের প্তা হোতেপের নাম কোন কোন ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ইয়োরোপিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইজিপ্টের প্তা-হোতেপ কেগমিনির গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ জগতে আর নাই। ইহার যে জার্ম্মেন অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও দৈত্যদানবের যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [৫৬]। প্রাচীনত্বের দাবীর বিচারসময়ে, ইজিপ্টের পরেই ব্যাবিলোনিয়া এবং পুরাতন এসেরিয়ার স্থান ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাবিলোনিয়ার পুরাণতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ দেশের সর্ব্ব প্রধান উপাস্য দেবতার নাম ছিল,—সিলিক্‌-মুলু-হুগ্‌গা। ইনি সতের সংরক্ষক এবং অসতের সংহারক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি বিস-বিসতিয়ামৎ নামক অন্ধকারের অধীশ্বর এক ভয়ঙ্কর দৈত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন [৫৭]। এসেরিয়ানদিগের প্রাচীন ইতিহাসেও দেবদানবযুদ্ধের উল্লেখ আছে [৫৮]। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও দৈত্যদানব ঘটিত যুদ্ধকথার অভাব নাই। প্রাচীন গ্রীসের এবং রোমের পুরাতত্ত্বে এমন অনেক দেবদেবী এবং দৈত্য দানবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের কতগুলিতে প্রাচীন ইজিপ্টের আর কতগুলিতে ভারতের দেব ও দানবের নাম এবং তাঁহাদের চরিত্র অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে [৫৯]। বহু অনুসন্ধানের ফলে এইসকল প্রাচীনজাতির ইতিহাস এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু এই সকলজাতি পৃথিবী হইতে বহুকালপূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে! যে সকল অনার্য্য প্রাচীন জাতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই তাহাদের মধ্যে চীনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। চীনের প্রাচীন ইতিহাস মধ্যেও দেবাসুর যুদ্ধের আভাষ পাওয়া যায় [৬০]। চীনের পরেই জাপানের নাম স্বভাবতঃই স্মরণ পথে আইসে। জাপানের প্রাচীন গ্রন্থ কোজিকীর অনেক স্থানে দেবদানবের ভীষণযুদ্ধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় [৬১]। চীনজাপানের পরে তিব্বতের দৈত্যদানব-

[৫৬] ইজিপ্টদেশের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রাচীন এই ধর্ম্মগ্রন্থসঙ্কলনকারী প্তা-হোতেপকেগমিনি তাঁহার উপদেশ সূত্রের ৫ম শ্লোকে ইজিপ্টদেশের সর্ব্বপ্রধান দেবতা ওসর সহিত তাঁহার ভ্রাতা সেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ওসর ছিলেন জগতে ধর্ম্ম কৃষিকার্য্য ও শিক্ষা সভ্যতার প্রবর্ত্তক। তাঁহার ভ্রাতা সেত ছিলেন বিশ্বের অন্ধকার ও অসতের নিয়ামকশক্তি। ইহাতে প্রাচীন ইজিপ্টদেশেও সৎ ও অসৎশক্তি মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অথবা দেবাসুরযুদ্ধের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

[৫৭, ৫৮, ৫৯ ৬০ ও ৬১ সংখ্যক টীকা এখানে হেতুতে স্থানাভাব ৬৯-৭০ পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশ করা হইল। সম্পাদক]

সম্বন্ধীয় দুই একটি কথার এখানে উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না। ইয়োরোপিয়ান লেখকগণমধ্যে কেহ কেহ তিব্বতকে এখনও "দৈত্যের দেশ" বলিয়া কৌতুক করিয়া

[৫৭] "The protector of good men Silik-Mulu Dugga became, himself the God of Goodmen & the God of Goodness. * * * Darkness and night were to the early myth maker the representatives of evil. It was at night that the demons, the vampsires, and ghoul-like foes of man came forth to war against him The demon of chaos, the his-bis tiamat, or dragon of the sea. was the queen of primaeveal night and the ruler of the powers of evil. Between the powers of evil and darkness, and Merodach the holy son the offspring of his all-wise father Ea, the good god, there was a never-ceasing war ——a dread struggle waged morn after morn and eve after eve." (Religious Systems of the world P- 17)

"It is generally argued that the spells and incantations which have been preserved on bi-lingual tablets by the care of Assurbanipal, represent the most ancient compositions of the early inhabitants of Babylonea. We gather from them that, 5000 years ago as now, the lower course of the river valleys was, literally 'hot bed of fever the fever demon who departs not' was even more dreaded than the evil wind or the hostile spirits of the field, the mountain, the sea or the tomb."

(Primitive Civilizations by E J, Simcox p. 236,)

[৫৮] '*In the war of the gods* we find him contending with the great dragon, Tiamat, and after a terrible single combat destaoying her by flinging a thunderbolt into her open month. He also in conjunction with Hea, plans the defence when the seven spirits of evil rise in rebellion, and the dwelling place of the gods is asasulted by them." (Religious System of the world p 30)

[৫৯] "Before the heaven above was named, or the earth beneath, there were Apsu, Mammu (der mitwaltende sobu Erzenger; Weber, Let, Bab v. Asyr., p. 44), and Tiamat." When their 'waters are mingled together' the gods are produced, first Lachmu and Lachamu, the Aeher and Kisher, and after an interval, Anu, Bel, and Ea, who produced among themselves the other gods. Apsu and Tiamat feel that their supremacy is threatened by these children of theirs, and so determine to destroy them. But Ea, discovering their purpose, deals with Apsu and Mammu as Kronos, according to the Greek myth, dealt with his father Uranus Tiamat now forms other beings to help her in wreaking vengeance on the gods she had already produced; these new beings are dragons, fiery serpents, furious dogs, men-scorpions. &c." (Dictonary of the Bible, Page, 109-10)

"As a Latin god, Hercules seems to have heen connected with boundaries and fences, like the zens Herkelos of the Greeks ; and earielst form of the name was seemingly Hercles or Herclus, as is shown by the popular exclamation Mehecle, and Mehercule The one story told of him turns on the exploit of a being called Garanus or Recaranus, and his antagonist answers to the Vedic Vritra the enemy of Indra." (Religious systems of the world P. 245)

[৬০] "All the shem or gods, being parts of the Yong, are the natural enemies of the Kwel, because these are the constituent of the Yin ; indeed, the yong and the yin are in perpetual conflict."

(Religion in China by J. J, M. De Groot. Page 20

[৬১] জাপান দেশবাসীগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে অবস্থাতে ছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঐ দেশের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ কোজিকিতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে জানিতে পারা যায় ঐ দেশেও অতি প্রাচীনকালে দেব দানবের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই বর্ণনার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে। ইহাঁরা দানব বা রাক্ষস

থাকেন [৬২]। এদেশের রামলীলা অভিনয়ের ন্যায় তিব্বতের নানাস্থানে অদ্যপি বৃহৎ আড়ম্বরে দেবাসুর-যুদ্ধের নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হইয়া থাকে [৬৩]। তিব্বতে বর্ত্তমানকালের প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত দেবাসুর যুদ্ধাভিনয়ের কোন কোন অংশ যে ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে এদেশের পুরাণোক্ত বিষ্ণুর হয়গ্রীব অবতারের ভাব লইয়া যে ঐ সকল অনুষ্ঠানের কিয়দংশ ঐ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করাও যাইতে পারে। কেবল তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতিদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেই নহে

শব্দ ব্যবহার না করিয়া এই গ্রন্থে ভাল দেবতার সহিত মন্দ দেবতাগণের যুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন * ৩। সৎ শক্তির সহিত অসৎ শক্তির বিরোধের কথা যেমন কোমল ভাষাতে জাপান দেশীয় প্রাচীন লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ কদাচিৎ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"The oldest book of Japanese history which has come down to us is called Kojiki or Records Ancient Matters." Japan by Dr. David Murray.

"Then the assembled deities took Council together and caused His-Impetuous-male-Augustness to be punished and expelled with a divine expulsion. Then the heavenly deities consulted together how they might pacify the lands of Japan. They sent down one of their number to report on its condition. But he went no further than the floating bridge of heaven, and seeing the voilence which prevailed he returned. Then they sent another; but he made friends with the insurgent deities and brought back no report." ঐ পুস্তকের ৪৪ এবং ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৬২] "In the middle ages, and even down to late reformation times, Europe was infested with demons and evil spirits whilst witchcraft was a recognised, if infamous, profession.........But Tibet is still a land of demons and of sorcery, of oracles and wizards, of necromancy and of soothsaying. The earth and the air, the mysterious depths below and the wide spaces of the atmosphere above, are the dwelling places of innumerable spirits, mostly evil, some of whom are local, whilst others go to and fro seeking whom they may devour." The Religion of Tibet. Page 52.

[৬৩] "Another dance illustrated the legend of the slaying of the great demons Matram and his wife Krodish by two Bodhisathvas. Matrama and Krodish were particularly horrifying in appearance Certainly the world would be better without such monsters, and so the Bodhisathvas determined to destroy them. At first in their mild aspect, the Bodhisathvas were unable to prevail so they assumed terrifying forms, one appearing with the head of a horse and the other with the head of a sow. Soon it was all over with the demons." ঐ পৃষ্ঠা ৬৭ দ্রষ্টব্য।

'It is from among these beings that man has derived (or imagined) the deities, good, bad and indifferent, of his various religions, and they form the gods, demons, &c, of Lamaism." ঐ

Dr. Sdhagintweist তিব্বত দেশীয় ধর্ম্ম-উৎসবসময়ের নৃত্যগীতের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন :—"The dramatis personæ consist of three classes. 1. Tutelary deities or good genie, called Dragshed (Dragsed) who ward off the assaults of evil demons; 2. Evil demons; 3. Men. The actor of each class are distinguished by their masks."

পরন্তু নেপালে এবং সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল অতিপুরাতন সংস্কৃত ও পালিভাষার পুস্তক ইদানীং প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে· তাহার মধ্যেও কোন কোন স্থানে স্বর্গের দেবগণ এবং পাতালের দৈত্যগণ মধ্যে সদা সর্ব্বদা বিরোধ বিসম্বাদ সংঘটনের কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে [৬৪]। ফলতঃ বেদপুরাণে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে দেবদানবের কথা লইয়া আদৌ কোন বিরোধের স্থান নাই বলিলেও চলিতে পারে। কোন কোন বুদ্ধ মূর্ত্তিতেও দৈত্য সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় [৬৫]। এই সকল হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে প্রায় সকলেই বিশ্বে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের স্থায়িত্ব এবং দেবদানবের অস্তিত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন [৬৬]। কেবল ভারতের হিন্দু এবং চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ যে দেবদানবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহাই নহে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান-অধিবাসিগণমধ্যেও অনেকে এবং মধ্য-এসিয়ার মোসলেমগণ এখনও দৈত্যদানবাদির অস্তিত্ব সভয়ে স্বীকার করেন। তাঁহারা তাহা করিয়াই নিরস্ত রহেন নাই, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা উপচারে নানাস্থানে দৈত্য দানবগণের পূজা অর্চ্চনাও করিতে তাঁহারা অদ্যাপি অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন [৬৭]।

যে ইয়োরোপের উচ্চ সম্প্রদায় হিন্দুকে "পুতুল-উপাসক" বলিয়া উপহাস করেন সেই ইয়োরোপের নরনারীগণ এখনও দৈত্যদানবের ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া রহিয়াছেন,

[৬৪] "In the centre of the world system stands, as we have seen, the vast mass of the mythical mountain Meru. On the upper portion of this stupendous axis of the universe and above the eight chief hells and the worlds of animals, ghosts, demons, and men, is situated the lowest heaven of the gods, where abide the four Maha-rajas, 'great Champions,' or guardians of the earth and the heavens against the demons, who are ever engaged in assailing them from their world below."

(Buddhism by Sir Monier Williams page 206.)

[৬৫] "In the Pitt-Rivers Collection at Oxford there is an image of this Bodhi-Sattva engaged in combating the power of evil." (Buddhism by Sir Monier Williams p. 490).

[৬৬] "Every disease every calamity has its presiding demons, and all such demons are the servants of Buddha. The Asuras or Daityas are evil demons who, like the Titans of Greek mythology, are always at war with the Gods." (Buddhism by Sir Monier Williams p. 218, 219.)

[৬৭] "In Christian Europe the old heathen custom of expelling the powers of evil at certain times of the year has survived to modern times." (Do. p. 560.)

The exemples of the transfence of evil hitherld adduced have been mostly drawn from the cusoms of savage or barbarous peoples, But similar attempts to shift the burden of disease, misfortune, and sin from onesself to another person, or to an animal or thing, have been common also among the civilised nations of Europe, both in ancient and modern times."

(The Golden Bongh by Sir J. G. Frazer 1. R. S p 543.)

এদৃশ্যটী নিতান্তই আমোদজনক সন্দেহ নাই। বিস্ময়ের বিষয় ইহাতে কিছু মাত্র নাই। কারণ বাইবেলের এবং কোরাণের বহুস্থানে দৈত্যদানবের কথা থাকাতে ইয়োরোপের জনসাধারণের হৃদয়ে দৈত্যদানবঘটিত বিশ্বাস এখনও দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে [৬৮]। বেদপুরাণে যতদিন হিন্দুগণ শ্রদ্ধাবান্ থাকিবেন ততদিন এ দেশেও দৈত্যদানবের কথা থাকিবে। পৃথিবীর সকলদেশের সর্ব্ব-অবস্থার মানুষের মধ্যেই যখন দেব ও দানবের অস্তিত্বঘটিত দৃঢ়বিশ্বাস এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন ইহার মূলে কিছু আছে স্বীকার করিতেই হইবে। দেখা যাইতেছে কোনদেশের লোক পীড়া-উৎপাদককে "দৈত্য" স্বাস্থ্যদাতাকে "দেবতা", কোন্ সম্প্রদায় "অন্ধকারকে" "অসুর," জ্যোতিঃকে "দেবতা," কেহ অজ্ঞানকে "অসুর," আর জ্ঞানকে "ঈশ্বর", কেহ বা সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হেতুকে "দৈত্য" সকলপ্রকার মঙ্গলকারককে "দেবতা" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সকলের মূলে নিহিত তথ্য ধরিয়া একটী স্থূল সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি। তাহা এই,—সৃষ্টি রক্ষার অনুকূল কর্ম্মশক্তিকে দেবতা এবং প্রতিকূল কর্ম্মশক্তিকে অসুর বা দৈত্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডিকার দৈত্য সংহারকার্য্য পালনেরই নিমিত্তক, এজন্য তিনি সংহাররূপিণী হইলেও তাঁহার প্রতি দৈত্য আখ্যান প্রযোজ্য নহে। মধুকৈটভচরিত্রে মহত্ত্ব থাকিলেও তাঁহাতে ঐ প্রতিকূল শক্তিটি অতিমাত্রায় পরিস্ফুট হওয়াতে বিষ্ণুদেহোৎপন্ন হইয়াও তাঁহাকে দৈত্যনামে আখ্যাত হইতে হইয়াছে।

---

[৬৮] Jesus fully recognises the existence and power of the kingdom of Satan, which resists the establishment of the kingdom of God. (Dictonary of the Bible P. 410.)

"In both New Testament and Old Testament Satan is a powerful Spiritual being who desires evil rather than good, and so endeavours to frustrate all efforts to establish kingdom of heaven. (Do P. 703)

এক দৈত্য প্রতি ঈশ্বরের উক্তি এই ভাবে কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

"God said, get thee down therefore from paradise ; for it is not fit that thou behave thyself proudly therein go thee hence ; thou shalt be one of the Contemptible" (The Koran : translated by George Sale P. 117)

"Iblis represents the powers of evil as distinguished from the powers of goodness. Iblis and Satan (Ar- Shaitan) refer to the one and same being" (The Holy Qur-an Notes by Maulavi Muhammad Ali

কোরাণে দৈত্যদানবের অত্যাচার হইতে ধার্ম্মিকগণকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে,—

"We have set in the heaven towers, and adorned and decked them forth for those who see. And we guard them from every cast away devil." (The Qur-an Arabiec text and English translation by Mirza Abul Fadl, Surah XV, 16 & 17- Pages 279-280)

প্রারম্ভিক নিবেদনের ১৩ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত দৈত্য দানব সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি দ্রষ্টব্য। যাঁহারা এই বিষয়ে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা রাজাবাহাদুর কৃত "ত্রিতত্ত্ব" পুস্তকে পুরাণ কোরাণ বাইবেল শীর্ষক প্রস্তাব দেখিবেন। (সম্পাদক)।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭২

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৭৩
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥ ৭৪
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা ॥ ৭৫
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ ৭৬

৭২ হইতে ৭৬ চিহ্নিত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। হে নিত্যে! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বষট্‌কার ও বেদ স্বরূপা, তুমি অমৃতা—অর্থাৎ মৃত্যুপরিশূন্যা, তুমি অক্ষরা-অর্থাৎ অবিনশ্বররূপা ও মাত্রাত্রয়রূপে অবস্থিতা, বিশেষতঃ তুমিই গায়ত্রী ও শ্রেষ্ঠাজননী। হে দেবি! তুমিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, এবং তুমিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছ, এবং তুমিই অন্তকালে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া থাক। হে জগন্ময়ি! তুমি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপা, এবং এই জগৎসংহারকালে তুমিই সংহাররূপা।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

বিপদাপন্ন ব্রহ্মার কৃত মহামায়ার স্তব, চণ্ডীগ্রন্থে যাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই স্তবের ভাষাটী যেমন সুমধুর ভাবও তেমনি সুগভীর এবং বিপদ সময় ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় ইহা যেরূপ হৃদয়স্পর্শী হইয়া রহিয়াছে, চণ্ডীগ্রন্থে নিবদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কৃত মহামায়ার অন্যান্য স্তবের কোনটীই সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় চণ্ডীগ্রন্থের টীকাকার ও অনুবাদকগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মার কৃত এই স্তবের মূলে নিহিত গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা না করিয়া কেবল শব্দের উপর-স্তরগত অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এই স্তবের

প্রথমবাক্য "ত্বংস্বাহা" কিম্বা দ্বিতীয়বাক্য "ত্বংস্বধা" ধরিয়া টীকাকারগণ যে অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের অর্থনিরাকরণপদ্ধতির ত্রুটি উপলব্ধি হইতে পারে। প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজী ভট্ট "স্বাহা" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যান করিতে উপস্থিত হইয়া লিখিয়াছেন, "স্বাহা দেবদান মন্ত্রঃ"। ঐরূপ "স্বধা" সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বধা পিতৃদান মন্ত্রঃ"। চতুর্ধরী টীকাতে লিখিত হইয়াছে-"স্বাহা দেবহবির্দানমন্ত্রঃ," "স্বধা পিতৃহবির্দান মন্ত্রঃ"। দংশোদ্ধার টীকাতে এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হইয়াছে,—"স্বাহা দেবতোদ্দেশেন-দ্রব্যত্যাগজনিতদেবতাতৃপ্তিরূপা।" * * "স্বধা-পিত্রুদ্দেশেন-দীয়মানদ্রব্যজনিত-পিতৃতৃপ্তিরূপা"। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময়ে, স্বাহা শব্দের উচ্চারণ এবং শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার সময়ে অথবা তর্পণে জলাঞ্জলি দিবার সময়ে, স্বধাশব্দের উচ্চারণ শতশত ব্রাহ্মণমুখে নিত্যই শতশত স্থানে শতশত নরনারী শুনিয়া থাকেন। এ অবস্থায় টীকাকারগণ ঐ দুই শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যান করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে চণ্ডীগ্রন্থপাঠকগণের ঐ দুই শব্দের অর্থজ্ঞান যে অধিক কিছু প্রসারিত হইতে পারে এমন মনে হয় না। বরং শান্তনবী টীকাতে স্বাহা, স্বধা, এবং বষট্কার শব্দের যে অর্থ সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমানে গ্রহণযোগ্য বলা যাইতে পারে। তাহা দৃষ্টে জানিতে পারা যাইতেছে, স্বধা শব্দ কেবল পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডদান মন্ত্র নহে, উহাতে দেবী লক্ষ্মীকেও বুঝাইয়া থাকে। ঐরূপ স্বাহা শব্দকে কেবল দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ঘৃতদানমন্ত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে না, উহা দেবী ব্রহ্মাণীকেও বুঝাইয়া থাকে। ঐরূপ বষট্কার শব্দে তিনি ইন্দ্রাণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন [৬৯]। যাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতমুখে দুর্গাপূজা সময়ে ষোড়শমাতৃকাপূজার মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন, অথবা ব্রাহ্মণ-বাড়ীর শিশুর অন্নপ্রাশন, উপনয়ণ কিম্বা বিবাহাদি কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে ষোড়শমাতৃকার পূজা হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, চণ্ডীগ্রন্থে ব্রহ্মার কৃত স্তবের স্বাহা, স্বধা, সাবিত্রী, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও মেধা কেহই নিরাকারা বাক্যময়ী মূর্ত্তি নহেন, পরন্তু ইহাঁরা সকলেই মহামায়ার অংশস্বরূপা এবং ইহাঁরা সকলেই মাতৃকাদেবী বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। হিন্দু গৃহে উপনয়নাদি বৈদিককার্য্যে ষোড়শ মাতৃকাদেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করা হইয়া থাকে। এই কয়েকটি দেবী ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত। এই সাধারণ তত্ত্ব জ্ঞাত

---

[৬৯] "সুষ্টু অং বাসুদেবং দধাসি পোষয়সি স্বধাসি লক্ষ্মীরসি। ত্বং সুষ্টু অং পিতামহং ব্রহ্মাণং জিহীষে গচ্ছসি ত্র্যসি ব্রাহ্ম্যসি॥" হে দেবি! ত্বং বষট্কারোসি অতঃ বষড়িন্দ্রায়েতি বষট্কার ইতি ত্বং ইন্দ্রাণ্যসীতর্থঃ।

(শান্তনবী টীকা)

থাকা স্বত্ত্বেও, স্বধা এবং স্বাহা শব্দাদির অর্থ ব্যাখ্যান সময়ে, যে যে টীকাকার ঐ সকল শব্দের সহিত মহামায়ার মাতৃকাভাবের যে অতিঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে এ কথার কিছু মাত্র উল্লেখ না করিয়া কেবল উহা শব্দমাত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা অপ্রণিধান বশতঃই সম্ভবতঃ ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। কারণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রমাণের অভাব নাই। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ ও তন্ত্রের বহুস্থানে স্বধাস্বাহাবষট্কার নামধেয়া মহামায়ার অংশরূপা দেবীগণের নানাস্থানে নানা প্রসঙ্গে নানারূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থানে লিখিত হইয়াছে,—বাগ্‌রূপা মহামাতৃকা দেবী ধেনুরূপে আমাদের উপাস্যা হইয়াছেন। গোমাতা যেমন তাঁহার চারিটী স্তন দ্বারা বৎসের জীবন রক্ষার জন্য দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, সেইরূপ বাগ্‌ধেনু চারিটী স্তনদ্বারা দেবগণ পিতৃগণ ও মানবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই চারিটী স্তনের নাম,—স্বাহাকার স্বধাকার বষট্কার এবং হন্তকার। স্বাহাকার এবং বষট্কার স্তনদ্বারা দেবগণকে, স্বধাকার স্তনদ্বারা পিতৃগণকে এবং হন্তকার স্তনদ্বারা মনুষ্যগণকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন [৭০]। দেবীভাগবতে ব্রহ্মা কর্তৃক দেবীস্তবে উক্ত হইয়াছে—হে মাতঃ! আপনি গায়ত্রী সাবিত্রী স্বাহা ও স্বধারূপিনী [৭১]। স্বাহা স্বধা শব্দের অর্থ নির্ণয় করিবার সময়ে মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে অর্জ্জুন "স্বাহা স্বধা" শব্দ দ্বারা দেবী পরমাশক্তিকে যে সময় স্তুতি করিয়াছিলেন বর্ণিত হইয়াছে, সে সময়ে কি অর্থে ঐ দুই শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও একবার একটু আলোচনা করিতে বাধা নাই। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবীর যে হৃদয়স্পর্শী স্তব করিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বাহাকারঃ স্বধাচৈব কলাকাষ্ঠা সরস্বতী। সাবিত্রী বেদমাতাচ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যানসময়ে মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন "স্বাহেতি সর্ব্বকর্ম্মরূপত্বম্"—অর্থাৎ হে দেবি! তুমি বৈদিকযাগযজ্ঞাদিসমস্তকর্ম্মসময়ে স্বাহা-রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া থাক। এই অর্থ কলাকাষ্ঠাশব্দব্যাখ্যানসময়ে আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। যথা "কলেতি সর্ব্বস্থূলসূক্ষ্মকালরূপত্বম্"। স্বাহা স্বধা শব্দের এই সকল শাস্ত্রীয় অর্থ কোন কোন

[৭০] "বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি। বাগিতি শব্দস্ত্রয়ী, তাং বাচং ধেনুম্, ধেনুরিব ধেনুঃ যথা ধেনুশ্চতুর্ভিস্তনৈঃ স্তন্যং পয়ঃ ক্ষরতি বৎসায়ৈবং বাগ্ধেনুর্বক্ষ্যমানৈঃ স্তনৈঃ পয়ইবান্নং ক্ষরতি দেবাদিভ্যঃ। কে পুনস্তে স্তনাঃ? কেবা তে? যেভ্যঃ ক্ষরতি। তস্যা এতস্য বাচে ধেন্বা দ্বৌস্তনৌ দেবা উপজীবন্তি বৎসস্থানীয়াঃ। কৌ তৌ? স্বাহাকারং বষট্কারঞ্চ আভ্যাং হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ। হন্তকারং মনুষ্যাঃ, হন্ত ইতি মনুষ্যেভ্যোহন্নং প্রয়চ্ছন্তি। স্বধাকারং পিতরঃ স্বধাকারেণহি পিতৃভ্যঃ স্বধাং প্রয়চ্ছন্তি ॥" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পঞ্চম অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণ ১ম মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য)

[৭১] দেবী ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

টীকাকার কেন ত্যাগ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, হিন্দুসমাজ হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়াও ইয়োরোপের সংস্কৃতভাষা-অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণমধ্যে কেহ কেহ বেদের "স্বধা" শব্দের আলোচনা সময়ে উহা যে মন্ত্রমূলক বাক্য নহে তাহা বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু উহাতে মহামায়ার মাতৃকাভাবের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থে এ তত্ত্বটীও সুস্পষ্ট ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন [৭২]। স্বরাত্মিকা" শব্দ দ্বারা মহামায়াকে উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত প্রভৃতিস্বরসংযুক্তাবেদমাতাস্বরূপা বুঝিতে হইবে। মহাভারতে বর্ণিত অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দেবীর স্তবের যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও চণ্ডিকা দেবীকে বেদমাতা সাবিত্রী বলিয়াই স্তুতি করা হইয়াছে। অর্জ্জুনকৃত দেবীস্তবের আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বং জম্ভনী মোহিনীচ মায়া হ্রী শ্রীস্তথৈবচ। সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা॥"

এই সকল উক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে এখানে স্বরাত্মিকা শব্দের স্বর অর্থে বেদের উচ্চারণ স্বররূপা গায়ত্রীমাতা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা চলেনা। দেবীকে সাধারণস্বরবর্ণের স্বর বলিয়া চণ্ডীর টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মার কৃত স্তবের শ্লোকের "অক্ষর" অর্থে কোন কোন টীকাকার ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি বর্ণমালার অক্ষর স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তটীও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অক্ষরে অক্ষরসমুদায়ে ত্বং মাত্রাত্মিকা"। অক্ষর শব্দের এরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ না করিয়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণ "অক্ষর" শব্দ যে অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাকেই আশ্রয় করা আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। গীতাতে অবিনশ্বর পরব্রহ্মকেই "অক্ষর" বলা হইয়াছে [৭৩]। ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে মহামায়াকে "ত্রিধামাত্রাত্মিকা" এবং ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে "অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা" বলিয়া ব্রহ্মা যে সম্বোধন করিয়াছেন ঐ দুইটী বাক্যের

[৭২] 'Svadha, literally one's own place, afterwards, one's own nature. It was a great triumph for the science of comparative philology that long before the existence of such a word as svadha in Sanskrit was known, it should have been postulated by Professor Benfey in his Griechesches Murzci-lezicon published in 1839, and in the Appendix of 1842. Svadha was known, it is true, in the ordinary Sanskrit, but there it only occurred as an exclamation used on presenting an oblation to the manes. It was also explained to mean food offerred to deceased ancestors, or to be the name of a personification of Maya or worldly illusion or of a nymph. But Professor Benfey, with great ingenuity postulated for Sanskrit a noun Svadha, as corresponding to the Greek...and the German Sitte, O, H, G. Sit-u, Gothic *Sid* u" (Hymns from the Rigveda, notes by P. Peterson. M. A. page 107.)

(৭৩) "অক্ষরং ব্রহ্মপরমম্‌" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্থ করিবার সময়ে শান্তনবী টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—"ত্রিধামা অর্থাৎ ত্রিভূবনস্বরূপা,ত্রাত্মিকা" অর্থাৎ বিষ্ণু আত্মা যাঁহার।" নাগোজীভট্ট তাঁহার টীকাতে ইহার অনেক প্রকার অর্থ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটী এই—"ত্রিধেতিমাত্রাত্রয়মকারোকারমকারাত্মকম্"। অর্থাৎ মহামায়া প্রণব-স্বরূপা। গোপাল চক্রবর্ত্তীও তাঁহার কৃত টীকাতে ইহার নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটী এই,—"গান্ধারীতিচ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া, পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে"। এই শ্লোকের "অক্ষর" শব্দের অর্থে যে সকল টীকাকার বর্ণমালার ক খ গ ঘ ইত্যাদি অক্ষর স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ শব্দের ঐরূপ অর্থ স্থির রাখিবার জন্য তৎপরের "ত্রিধামাত্রাত্মিকা" এবং "অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা" শব্দের অর্থে কেহ অক্ষরের মাত্রা কেহবা গান্ধারাদি গীতরাগের স্বরের মাত্রা সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু এই সকল অর্থের কোনটীই হৃদয়গ্রাহী হইতেছেনা। নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত টীকাতে লিখিয়াছেন,—"অকার উকার মকার এই অক্ষর তিনটী সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা তিনটী মাত্রা। এতৎব্যতীত অর্দ্ধমাত্রা অর্থে নির্গুণা যিনি কেবল যোগিবোধগম্যা তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। তিনি আরও বলেন,—অনুচ্চারণীয়া শব্দের কূটস্বরূপা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। অথবা অর্দ্ধমাত্রার বিশেষণ অর্থাৎ তিনি অনুচ্চারনীয়া অর্দ্ধমাত্রা, এমনও বলা যাইতে পারে। অপর কেহ অর্দ্ধমাত্রা অর্থে বলেন এন অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত বর্ত্তমানা লক্ষ্মীস্বরূপা।" [৭৪] লক্ষ্মী তন্ত্রে চতুর্মাত্রারূপিনী পরমাশক্তি সম্বন্ধে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহা এই— "ব্যক্তাতু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসজ্ঞিতা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্।" তন্ত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া এই শ্লোক কোন কোন টীকাকারও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অক্ষর শব্দের অর্থে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অক্ষর শব্দের ঐ অর্থের সহিত ত্রিধামাত্রা এবং অর্দ্ধ-মাত্রা শব্দের উপরি-উক্ত অর্থের কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য থাকিতেছে, এইজন্য এই অর্থ সম্পূর্ণ মনঃপুত না হইলেও আমরা গ্রহণ করিলাম। পরমাপ্রকৃতির প্রথমবিকাশাবস্থা বা প্রথমমাত্রা "ব্যক্ত" অর্থাৎ স্থূলমূর্ত্তিবোধক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁহার দ্বিতীয়মাত্রা বা অবস্থা "অব্যক্ত" অর্থাৎ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণের অযোগ্য ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যেস্থিত তাঁহার সুক্ষ্মসত্বাভাব। তৃতীয় মাত্রা "চিৎশক্তি" অর্থাৎ জীবদেহে জীবাত্মারূপে তাঁহার অভিব্যক্তি। চতুর্থে তাঁহার পরমপদ অর্থাৎ

---

[৭৪] "অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্। এতা এব ত্রয়োমাত্রা সত্ত্বরাজসতামসাঃ॥ নির্গুনা যোগিগম্যা সাচার্দ্ধমাত্রাচ সংস্থিতেত্যন্তে। যাবিশেষতোঽনুচ্চার্য্যা কূটস্বরূপা সাপি ত্বং অর্দ্ধমাত্রাবিশেষণং বা অন্যস্ত এন বিষ্ণুনা সহ বর্ত্ততে সা শ্রীশ্চ চলাচলেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।" (নৃসিংহচক্রবর্ত্তি কৃত টীকা)

পরমপুরুষে বা পরমব্রহ্মে অবস্থানের অবস্থা। তাঁহার এই চতুর্থ অবস্থা মুখের উচ্চারিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিবার কাহারই সামর্থ্য নাই। এই জন্যই বোধ হয় এখানে "অনুচ্চার্য্যা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং "বিশেষতঃ" শব্দ যোগ করিয়া এই উচ্চারণাতীত কথার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ অর্থটিও সম্পূর্ণ মনঃপুত হইল না বলিবার কারণ এই যে, এখানে "অৰ্দ্ধমাত্রা" শব্দ কেন যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যেখানে পরমাপ্রকৃতির "ব্যক্তাবস্থা" সেখানে তাঁহার "অব্যক্তাবস্থা" থাকে না, আবার যেখানে তাঁহার "অব্যক্তাবস্থা" সেস্থানে তাঁহার "ব্যক্তাবস্থা" থাকেনা; এজন্য এ দুইয়ের কোনটীই চির-স্থায়ী বা নিত্য নহে। পরমাপ্রকৃতির জীবদেহে চিৎশক্তিরূপে বিকাশ অবস্থাও নিত্য নহে। কারণ উহারও আরম্ভ এবং শেষ আছে। পরমপুরুষে পরমাপ্রকৃতির স্থিতি-অবস্থার আদি অন্ত বা উৎপত্তি বিনাশ নাই, কাজেই কেবল তাঁহার ঐ অবস্থাটিকেই নিত্য বলা যাইতে পারে। এই চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ পরমপুরুষরূপ অৰ্দ্ধমাত্রাতে স্থিতা অবস্থায় পরমাপ্রকৃতিকে "নিত্যা" বলিয়া ব্রহ্মা সম্বোধন করিয়াছেন। কেন যে এখানে ঐরূপ "নিত্যা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ চিন্তার শৃঙ্খলা ধরিয়া আমরা কিয়ৎ পরিমানে বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি [৭৫]। ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে পরমাপ্রকৃতিরূপা দেবী মহামায়াকে বেদমাতা সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী বলিয়া ব্রহ্মা সম্বোধন করিয়াছেন এবং তৎপরে তাঁহাকে "পরা জননী" বলিয়াও স্তুতি করিয়াছেন। এখানকার এই "পরা জননী" শব্দের অর্থ করিতে উপস্থিত হইয়া গোপালচক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত টীকাতে লিখিয়াছেন—"ত্বং সা প্রসিদ্ধা সাবিত্রী গায়ত্রী, হে দেবি। ত্বমেব জননী মাতা। তস্যাঃ কার্য্যত্বং নিবারয়তি—পরেতি সর্ব্বোৎকৃষ্টা আদিকারণত্বাৎ।" পরবর্ত্তী ৭৬ সংখ্যক শ্লোকে এই অর্থ সমর্থিত হইতেছে না। এজন্য পরা জননী অর্থে এখানে আদিজননী বলাই সঙ্গত।

---

[৭৫] সাংখ্যযোগগ্রন্থ-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ ভারতী এই প্রশ্নের এইরূপ সমাধান করিয়াছেন—পরমব্রহ্ম যোগ-বিয়োগের বস্তু না হইলেও তাঁহার পরমাপ্রকৃতিভাবের এবং পরমপুরুষভাবের সম্মিলিত অবস্থাতে এক অখণ্ড এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নামে যোগীগণ দ্বারা তিনি অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ অবস্থাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই পৃথক্ দুই সংজ্ঞা থাকে না। উহা লয়ের অবস্থা। সৃষ্টির অবস্থাতে পুরুষ হইতে প্রকৃতি পৃথগ্ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টির অবস্থাতে প্রকৃতিভাবে অৰ্দ্ধেক এবং পুরুষভাবে অৰ্দ্ধেক যাহা পৃথক্ হইয়া থাকেন তাহা সম্মিলিত হইয়া লয় অবস্থাতে ঐ একের পূর্ণত্ব সাধিত হয়। যে সময়ে পরমাপ্রকৃতি পরমপুরুষে বিলীন হইয়া থাকেন তখন পরমাপ্রকৃতির সত্ত্বা আর পৃথগ্ ভাবে থাকে না। সেই অবস্থাতে এক অৰ্দ্ধেক অন্য অর্দ্ধেকেতে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়াতে অৰ্দ্ধেকেরই অস্তিত্ব মাত্র বোধ থাকে। এই কারণে পরমপুরুষে পরমাপ্রকৃতির লয় অবস্থাকেই প্রকৃতির অর্দ্ধমূর্ত্তি বা অৰ্দ্ধাবস্থা বা অৰ্দ্ধমাত্রা বলা যাইতে পারে।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহাচ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৭৭
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৭৮
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেবচ ॥ ৭৯
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বানভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৮০
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৮১
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিংস্তূয়সে তদা ॥ ৮২
যয়াত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৮৩
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ।
কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৮৪
সাত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৮৫
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ॥ ৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৮৭

৭৭ হইতে ৮৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

তুমি মহাবিদ্যা, তুমি মহামায়া তুমি মহামেধা ও মহাস্মৃতি, তুমি মহামোহরূপা এবং তুমিই মহাদেবী ও মহাসুরী। তুমি গুণত্রয়ভেদে সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি, তুমি কালরাত্রি ও মহারাত্রি এবং তুমিই দারুণা অর্থাৎ দুষ্পরিহরা মোহরাত্রি। তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী তুমি হ্রী তুমি বোধলক্ষণা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি. তুমি লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুমি তুষ্টি, তুমি শান্তি, তুমি ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমারূপা, তুমি খড়্গিনী, তুমি শূলিনী, তুমি ভীমা, গদা ও চক্রবিশিষ্টা, তুমি শঙ্খ ও চাপধারিণী এবং বান, ভুশুণ্ডী, ও পরিঘ অস্ত্রধারিণী। তুমি সৌম্যা ও সৌম্যতরা অর্থাৎ মনোহরা ও অতিমনোহরা এমন কি সমস্ত সৌম্যপদার্থ অপেক্ষা সুন্দরী। তুমি শ্রেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠদিগেরও শ্রেষ্ঠা এবং তুমিই পরমেশ্বরী। হে অখিলস্বরূপে। জগতে যে কিছু সৎ ও অসৎ বস্তু আছে *যিনি* তৎসমুদয়ের শক্তি তাঁহাকে কিরূপে স্তব করা যায় ? তুমি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্রী, যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা সেই বিষ্ণুকেও তুমিই নিদ্রাপরবশ করিয়াছ, অতএব তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হয় ? বিষ্ণু আমি (ব্রহ্মা) এবং শিব আমাদেরও তুমিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছ অতএব তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ? হে দেবি। এই প্রকারে তোমারই মহৎ প্রভাববর্ণনা দ্বারা তোমার স্তব করিলাম, তুমি এক্ষণে এই দুর্দ্ধর্ষ মধু ও কৈটভ দুই অসুরকে মোহিত কর ও জগৎপতি অচ্যুতকে শীঘ্র জাগ্রত কর এবং এই অসুরদ্বয়কে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি উদ্রেক কর।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৭৭ সংখ্যক শ্লোকে ব্রহ্মা মহামায়াকে মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহা, মহাদেবী এবং মহাসুরী বলিয়া যে স্তুতি করিয়াছেন ইহার প্রত্যেকটী কথারই শব্দগত অর্থবোধ অতিসহজে পরিগ্রহণ হইতে পারিলেও ইহার ভাবব্যাখ্যান লইয়া টীকাকারগণমধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মতভেদের দোষগুণ-বিচারবিতর্কে সময় ক্ষেপন না করিয়া এই শ্লোকের দেবীভাষ্যে যেরূপ ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"তুমি মহাবিদ্যা অর্থাৎ মহাজ্ঞানস্বরূপা বা মহাজ্ঞানদায়িনী, অথচ তুমিই মহামোহা, মহামোহরূপিণী মহামোহদায়িনী। তুমি মহতী

মেধা অথচ মহতী অস্মৃতি অর্থাৎ অমেধা তুমিই মহতী দেবশক্তি এবং মহতী অসুরশক্তি" [৭৬]।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যান সময়ে "মহাস্মৃতিঃ" শব্দের যে অর্থ দেবীভাষ্যকার করিয়াছেন, ঐ শব্দের ঐরূপ অর্থ নাগোজীভট্ট, [৭৭] গোপালচক্রবর্ত্তী, [৭৮] চতুর্ধর, [৭৯] নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ মধ্যে আর কেহই করেন নাই। ভাষা অনুবাদক প্রসন্ন শাস্ত্রী, ভূধরশর্ম্মা, প্রাণেশ ব্রহ্মচারী [৮০] প্রভৃতির বহুবাঙ্গালা ও হিন্দী গ্রন্থে "মহাস্মৃতি"

---

[৭৬] মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নকৃত চণ্ডীগ্রন্থের দেবীভাষ্যে এই শ্লোকের যেরূপ সুবিস্তৃত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, চণ্ডীর অন্য কোন টীকাতে, ভাষ্যে বা ব্যাখ্যানে তৎতুল্য সুন্দর ব্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য উহার সমগ্র অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ভাষ্যব্যাখ্যা—তুমি যে মহামায়া, তাহা আমরা তোমার বিচিত্রভাব দেখিয়াই বুঝিতেছি—সেই বিচিত্র ভাব—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ; তুমি স্বয়ং পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং পরমমিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ মোহ, পক্ষান্তরে তুমিই পরমতত্ত্বজ্ঞান-দায়িনী এবং মহামোহবিধায়িনী। তুমিই মহতী মেধা এবং মহতী-বিস্মৃতি, তত্ত্বউপদেশ-জনিত সংস্কারপ্রভাবে যে তত্ত্ব স্মরণ হয়—তাহার মূল তুমি এবং তত্ত্ব বিষয়ে সংস্কার না হওয়াতে তদ্বিষয়ে বিস্মৃতি এবং বিপরীত স্মৃতি অর্থাৎ অশ্রদ্ধা প্রভৃতি আসুরভাব যে হয়—তাহারও মূলে তুমি, এই জন্যই তুমিই মহতী অসুরশক্তি ও মহতী দেবশক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি দেবভাব—উভয়ই তুমি। এই মন্ত্রে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ইন্দ্র ও বিরোচনের উপাখ্যান আছে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। উপাখ্যান যথা;—প্রজাপতি বলিলেন, অবিনাশী পিপাসাদিবর্জ্জিত আত্মাকে জানিতে হয়। অসুররাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ইহা শুনিয়া উভয়েই অবিনাশী আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ—প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন প্রজাপতি তাঁহাদের ধীশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গূঢ়ভাবে অক্ষিপুরুষ ও জল-ছায়াপুরুষকে আত্মা বলিয়া উপদেশ দিলেন, চক্ষু তারকাতে যে দৃশ্যপুরুষের প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহাও অক্ষিপুরুষ হইতে পারে—এবং চক্ষুঃ-ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ইন্দ্রিয়শক্তি প্রদান করিতেছেন—তিনিও অক্ষি-পুরুষ হইতে পারেন—ইন্দ্রবিরোচন শেষোক্ত অক্ষিপুরুষ বুঝিলেন না, প্রথমোক্তই বুঝিলেন। প্রতিবিম্বস্বরূপ পুরুষই আত্মা ইহা বুঝিয়া সেই জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য জল-প্রতিবিম্বের কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন,—জলে বা আদর্শে যাহা দেখা যায়, তাহা কি?—প্রজাপতি বলিলেন, ঐ আত্মা; ঐ দেখ জলপূর্ণ শরাব, উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ—বল কি দেখিতেছ? ইন্দ্র-বিরোচন বলিলেন,—স্ব স্ব মূর্ত্তি দেখিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া ঐ জলের ভিতর দেখ। ইন্দ্র-বিরোচন দেখিলেন ও প্রজাপতির আদেশে বলিলেন, আমরা যেমন বসন ভূষণ পরিধান করিয়া আছি—ভিতরেও ঐরূপ বসন-ভূষণ ভূষিত মূর্ত্তি। প্রজাপতি বলিলেন "ঐ আত্মা"। প্রজাপতির অভিপ্রায় এই,—"ঐ সকল বসন ভূষণ যেমন আগন্তুক—পূর্ব্বে ছিল না, তোমরা পরিধান করিয়া বসন-ভূষণের ছায়া, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখিলে, সেইরূপ দেহও আগন্তুক, উহার প্রতিবিম্বও আগন্তুক; বসন ভূষণ যেমন দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, দেহ সেইরূপ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনিই

[৭৭, ৭৮, ৭৯ ও ৮০ সংখ্যক টীকা এখানে স্থানাভাব হেতুতে ৮২ পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশ করা হইল। সম্পাদক।]

শব্দের ঐরূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল শান্তনবী টীকাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—"হে দেবি! ত্বং মহাস্মৃতির্ধ্যানরূপা মহতী অস্মৃতিঃ অধ্যানরূপা।" এই প্রাচীন টীকাগ্রন্থের ব্যাখ্যানের শেষাংশ অনুসরণ করিয়া দেবীভাষ্যকার "মহাস্মৃতিঃ" শব্দের অর্থে মহা-অস্মৃতি লিখিয়া থাকিলেও তাঁহার এই ব্যাখ্যানটী নিরাপত্তিতে যে সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। তবে একথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে চণ্ডিকাদেবীকে এই শ্লোকে মহাবিদ্যা বলিবার পরেই মহামোহা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাঁহাকে মহামেধা-

---

আত্মা"। এ গূঢ় ভাব ত ইন্দ্র-বিরোচন বুঝিলেন না; তাঁহারা উপদেশ লাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। বিরোচন, ঐ সমস্ত উপদেশ হইতে সার সংগ্রহ করিলেন, শরীরই আত্মা, শরীর-সেবাই আত্মসেবা। সেই মত প্রচার করিলেন, অসুরমধ্যে সেই মত সমাদৃত হইল—অশ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে অবিশ্বাস এবং তন্মূলক অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সৎকর্ম্মের অভাব অসুর-সমাজে বদ্ধমূল হইল, মৃত দেহকে উত্তম পুষ্পমাল্য ও বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া সৎকার করিতে পারিলে সদ্গতি হইবে মনে করিল। এই যে ভাব, ইহা আসুর-ভাব—এই ভাবই 'মহাসুরী' শক্তি। ইহাতে বিস্মৃতির পরিচয় সম্পূর্ণ; যে বিরোচন অবিনাশী আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রজাপতিসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন —তিনি প্রতিবিম্বের মূলীভূত দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিলেন, কিন্তু এই দেহ যে অবিনাশী নহে—ইহা যে নশ্বর—এ ভাব তাঁহার মনে আসিলনা অথবা কিরূপ আত্মতত্ত্ব তিনি জানিতে প্রবৃত্ত, তাহা মনে আসিলনা; এই যে বিস্মৃতি—ইহাই মহাস্মৃতি। ইহার ফল বা মূল মহামোহ, তাই 'মহামোহা'। ইন্দ্র একটু পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ভাবিলেন এ উপদেশ ত গ্রহণ করিতে পারি নাই—প্রতিবিম্ব বিম্বেরই অনুবর্ত্তী, বিম্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিম্ব নাশ হয়, সুতরাং ইহা ত অবিনাশী আত্মতত্ত্ব হইল না। তাই ফিরিয়া আসিলেন, ক্রমে আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাইলেন! এই যে ভাব, ইহা দেবভাব—মূলে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, গুরু প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় সার সংগ্রহ না করিয়া তাঁহার কথাগুলিকেই অমূল্য ধন বুঝিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বুঝিলেন—'অবিনাশী আত্মতত্ত্ব জানিতে হয়,' ইহাই গুরুর প্রথম উপদেশ—তাহা ত জানিতে পারিলাম না। গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা—সেই শ্রদ্ধা হইতেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। এই শ্রদ্ধাই—মহাদেবী। তাহার ফলে,—'মহামেধা'। তন্ন তন্ন করিয়া উপদেশ বাক্যার্থ স্মরণ ইহার ফল। তাহার ফল,—"মহাবিদ্যা" তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট স্বীয় সন্দেহ ব্যক্ত করিলে তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে উপযুক্ত অধিকারী করিয়া নিগূঢ় আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলেন—তাহাই মহাবিদ্যা। দুই বিভিন্ন ভাব এক তোমাতেই যে কিরূপে থাকে মা! আমি অজ্ঞান, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বোধ করি—এই জন্যই মা! তোমাকে মহামায়া বলিতেছি।"

[৭৭] "বিধেঃ সৃষ্ট্যনুকূলাতীতকল্পগতসকলবস্তুস্মৃতিরূপা· দেবরূপাচ।" (নাগোজী ভট্ট)

চণ্ডীগ্রন্থের টীকাকার এবং অনুবাদকগণ মধ্যে কেহ কেহ মহাস্মৃতি শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

[৭৮] "স্মৃতিঃ সংস্কারজন্যজ্ঞানবিশেষঃ।" (গোপাল চক্রবর্ত্তী)

[৭৯] "স্মৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রং ততোমহতী মহাস্মৃতিঃ বেদবিদ্যেতি যাবৎ।" (চতুর্ধর) 'বেদবিদ্যা',—ভূধর শর্ম্মা।

[৮০] "সৃষ্ট্যনুকূল-অতীতকল্পগতস্মৃতিরূপবেদস্বরূপা।" (প্রাণেশকুমার)

বলিয়া সম্বোধন করিবার পরক্ষণেই আবার মহাবিস্মৃতি বলিয়া সম্বোধন করিলে অসঙ্গত প্রসঙ্গ কিছুই হয় না। কাজেই কেহ মহাস্মৃতিশব্দের মহাবিস্মৃতি অর্থ করিলে, তাহাতে আনন্দময়ীর আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দের কথা কিছুই নাই।

পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশশোভা দেখাইবার জন্য দেবী চণ্ডিকাকে পরম তত্ত্বজ্ঞানরূপা এবং পরমমিথ্যাজ্ঞানরূপা, মহতী মেধারূপা এবং মহতী বিস্মৃতিরূপা, মহাদেবী-রূপা এবং মহা-অসুরীরূপা ইত্যাদি বলিয়া এই শ্লোকের যাঁহারা অর্থ ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিকূলে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাহার কারণ, আমরা যে নিম্ন স্থানে দাঁড়াইয়া উপরদিকে চাহিয়া কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছি, এ স্থান হইতে উপরের অনেক বস্তুকেই বিপরীত ভাবে আমরা দেখিয়া থাকি। একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমা-দের এই কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই পৃথিবীতে বসিয়া আমরা বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী নরনারী সকলেই প্রত্যহ দিবারাত্রি দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। দিবার বিপরীত ভাব যে রাত্রি এবং রাত্রির বিপরীত ভাব যে দিবা, ইহাও নির্ব্বিবাদে আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। জ্যোতিঃর বিপরীত যে অন্ধকার এবং অন্ধকারের বিপরীত যে জ্যোতিঃ একথাও আমরা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। কিন্তু এ সমস্ত কথাই তাঁহাদের পক্ষে বৃথা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, যাঁহারা কোন উপায়ে সূর্য্যলোকে যাইয়া পহুছিতে সমর্থ হয়েন। কারণ তখন তাঁহাদের পক্ষে সেখানে দিবাও নাই রাত্রিও নাই, সেখানে জ্যোতিঃ অন্ধকারের বৈষম্য-বিরোধও নাই। সেখানে তাঁহাদের চক্ষে, ঊর্দ্ধে নীচে চারিদিকেই কেবলই পূর্ণ জ্যোতিঃ! সেইরূপ চণ্ডিকাদেবীর মহামাতৃকাভাব হৃদয়ে চিন্তা করিতে যাঁহারা যখন সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহাদেরও চক্ষে চণ্ডিকাচরিত্রে বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশশোভা-সন্দর্শনের শক্তি আর থাকে না; তখন তাঁহাদের চক্ষুসম্মুখে চণ্ডিকাচরিত্রের কেবল একটী মাত্র পূর্ণ অবিরোধ ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আরও একটি কথা বলিবার আছে। তাহা এই,—সূর্য্যদেবকে দিবারাত্রের কারণ বলা হয়। এমন কি সূর্য্যদেবকে দিবারাত্রির জনক বলিয়াও অনেক স্থানে স্তুতি করা হই-য়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর অবস্থার উপরে দিবারাত্রির জন্ম মৃত্যু এবং অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রাতে নির্ভর করিতেছে। "সূর্য্য গ্রহণ লাগিয়াছে"—এমন কথা আমরা সকলেই বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ ঐ "গ্রহণ" আমদের দৃষ্টি পথে হয়, সূর্য্যে হয় না। যতক্ষণ পৃথিবী আছে ততক্ষণই পৃথিবীর দিবা-রাত্রি ও সূর্য্যগ্রহণ আছে। সেইরূপ যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে মোহে মুগ্ধ আছি, ততক্ষণ আমাদের দিবারাত্রি আলোক আঁধার, জ্ঞান অজ্ঞান স্মৃতি বিস্মৃতি অস্মৃতি ঘটিত বিচার বিতর্ক

সকল আছে যখন আমরা স্থূল জ্ঞানের উপরস্তরে উঠিতে পারিব, তখন আমাদের চক্ষে চণ্ডিকা-চরিত্রের বৈষম্যবিরোধ ভাব কিছুই থাকিবে না।

ব্রহ্মার কৃত গুণত্রয়বিভাবিনী চণ্ডিকার স্তবের ৭৮ সংখ্যক শ্লোকে "কালরাত্রি র্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা" এই বাক্যের অর্থ নিরাকরণ করিতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মধ্যে এক একব্যক্তি এক একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ শব্দের সহজ অর্থ ধরিয়া লিখিয়াছেন তুমি কালরাত্রি, তুমি মহারাত্রি, এবং তুমি ভয়ঙ্কর মোহরাত্রি [৮১]। কেহ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—কালরাত্রি অর্থাৎ অমাবস্যাযুক্ত ভূতচতুর্দ্দশী, মহারাত্রি অর্থাৎ আশ্বিনী শুক্লাষ্টমী, মোহরাত্রি অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, দারুণা অর্থাৎ মঙ্গল-বার ভরণ্যাদি নক্ষত্রযুক্তা বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া [৮২]। টীকাকার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—কালরাত্রি অর্থাৎ মৃত্যুরাত্রি [৮৩]। নাগোজী ভট্ট ও গোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—কালরাত্রি অর্থাৎ ব্রহ্মার মৃত্যুরাত্রি [৮৪]। গুপ্তবতী টীকায় লিখিত হইয়াছে,—দৈনন্দিন প্রলয়। শন্তনু লিখিয়াছেন প্রলয়রাত্রি। চতুর্ধর ও দংশোদ্ধার লিখিয়াছেন কল্পান্তরাত্রি [৮৫] কালরাত্রি ইত্যাদি শব্দের এইরূপ নানা অর্থ নানা টীকাকার যদিও করিয়াছেন, কিন্তু স্থান কাল বক্তা এবং ঘটনার অবস্থা-প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাঁদের মধ্যে কেহই যে প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা আত্মরক্ষার জন্য পরমা প্রকৃতিদেবীকে স্তব করিতেছেন। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে গুণত্রয়প্রসবিনী বলিয়া পরমা প্রকৃতিকে স্তুতি করা হইয়াছে। গুণত্রয় অর্থ, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এ অবস্থাতে ঐ শ্লোকের শেষার্দ্ধে পূর্ব্বকথিত ঐ গুণত্রয়ের

---

[৮১] ভূধর শর্ম্মকৃত ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য। [৮২] "শুক্লাষ্টমীচাশ্বিনস্য নবরাত্রেস্তু তস্য বৈ। মহারাত্রির্মহেশানি কালরাত্রিঃ শৃনুপ্রিয়ে॥ দীপোৎসব চতুর্দ্দশ্যা মমায়া যোগ এবচ। কালরাত্রির্মহেশানি কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী॥ জন্মাষ্টমী মহেশানি মোহরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। তৃতীয়া মাধবে শুক্লা কুলবারর্ক্ষসংযুতা। দারুণা কীর্ত্তিতা দেবি সর্ব্বসিদ্ধিকরী পরা॥" (দেবীভাষ্যে—উদ্ধৃত তন্ত্রবাক্য)

[৮৩] "কালোযমঃ তৎস্বরূপা রাত্রির্ভয়ঙ্করা কালোমরণং তস্য রাত্রিঃ।" (নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী)

[৮৪] "কালরাত্রির্ব্রহ্মণো মরণলক্ষণা রাত্রিঃ।" (গোপাল চক্রবর্ত্তী)
"কালরাত্রিরিতি ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা।" (নাগোজীভট্ট)
"কালরাত্রিরিতি দৈনন্দিনপ্রলয়ব্রহ্মপ্রলয়মহাপ্রলয়রূপেতি রাত্র্যন্তপদত্রয়ার্থ ইত্যাহুঃ।" (গুপ্তবতী টীকা)
"হে দেবি! ত্বমেব কালরাত্রিঃ জগৎসংহারকারিণী যামভঙ্গিনী (যমভগিনী) যত্র প্রলীয়তেজগৎ সা কালরাত্রিঃ।" (শন্তনু)

[৮৫] "কালোমরণং তদুপলক্ষিতা রাত্রিঃ। কল্পান্তরাত্রিরিত্যর্থঃ।" (চতুর্ধর) "কালরাত্রিঃ কল্পান্তরাত্রিঃ।"(দংশোদ্ধার)

বিস্তার করিয়া আরও কিছু বলিবার স্থল এখানে আছে চিন্তা করিয়া দেবীভাষ্যকার সম্ভবতঃ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন,—"কালরাত্রি সত্ত্ব, দারুণা মহারাত্রি রজঃ, এবং মোহরাত্রি তমোগুণস্বরূপা" [৮৬]। দেবীভাষ্যের সত্ব রজঃ তমোগুণময়ী ব্যাখ্যানকে আশ্রয় করিয়া কালরাত্রি মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি শব্দের অর্থকে আরও একটু প্রসারিত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। দেবী মহামায়ার একটি নাম যে "রাত্রি" তাহা তন্ত্রশাস্ত্রানুশীলনকারীগণ মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। ঋগ্‌বেদের "রাত্রিসূক্ত" মধ্যেও দেবীর কথা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকে ত্রিযামা বলা হয়। দিবার পরিশ্রম অন্তে রাত্রির প্রথমাংশ জীবের বিশ্রামের ও সুখ শান্তিলাভের সময়। এই কারণে রাত্রির প্রথমাংশকে "মোহরাত্রি" নামে আখ্যাত করা হইলে দোষ জনক হইবে না। মধ্যরাত্র শক্তিসাধনার প্রশস্ত সময়। বেদে কালরাত্রি অর্চ্চনার কথা আছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও মধ্যরাত্রকেই "মহারাত্রি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে [৮৭]। বাঙ্গালাদেশে যাঁহাদের বাড়ীতে প্রাচীন রীতিতে দুর্গা ও কালী পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাঁহাদের নিকটে অর্দ্ধরাত্রির পূজা মহারাত্রির পূজা কিম্বা মহানিশার পূজা শব্দ নূতন বোধ হইবে না। রাত্রির শেষাংশকে "কালরাত্রি" বলিতে বাধা নাই; কারণ সংহার বা মৃত্যুর সহিত কাল শব্দের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কেবল বেদে, তন্ত্রে, এবং পুরাণেই কালকে সংহারসম্বন্ধ-যুক্ত করিয়া রাখা হয় নাই, আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাগ্রন্থেও কালকে মৃত্যুকারণ এবং দীর্ঘ রাত্রি বা শেষ রাত্রিকে মরণ রূপা রাত্রি বলা হইয়াছে [৮৮]।

---

[৮৬] "কালরাত্রিরিত্যাদিনা, কালরাত্রিঃ সত্ত্বং কালস্য মৃত্যো রাত্রিরিব মোহদায়িনীতি রাত্রিঃ মৃত্যুভয়নিবারিণীতি ফলিতম্, সত্ত্বস্য তত্ত্বজ্ঞানরূপতয়া মৃত্যুভয়নিবারণং প্রসিদ্ধম্। যোগ্যতাবশাৎ ব্যবহিতয়া দারুণয়া মহারাত্রিঃ সম্বধ্যতে, দারুণা দুঃখদায়িনী দীর্ঘরাত্রিঃ কিল রজোগুণঃ দুঃখবহুলত্বগুণযোগাৎ মোহরূপারাত্রির্নিদ্রালম্বনত্বাৎ তমোগুণ ইতিতদর্থঃ" (দেবীভাষ্য)

[৮৭] "অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেবচ। সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়ন্তু বৈ॥" (তন্ত্রসার)

জীমূতবাহনকৃত ধর্ম্মরত্ন গ্রন্থে মহানিশা নিরূপণ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

অথর্ব্ববেদীয় দেব্যুপনিষদের একস্থানে "কালরাত্রি" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"সেই ইনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপিণী, সেই ইনি প্রজাপতি, ইন্দ্র ও মনুস্বরূপা। সেই ইনি গ্রহনক্ষত্রাদিজ্যোতিঃস্বরূপা ও কলাকাষ্ঠাদিরূপ কালস্বরূপা। * * তিনি কালরাত্রিরূপা, আমরা তাঁহাকে প্রণামকরি।"

[৮৮] "ভূতগণকে সুখ-দুঃখের সহিত সংযুক্ত করে বলিয়াও ইহাকে কাল বলা গিয়া থাকে, মৃত্যু সমীপে নীত করে বলিয়াও ইহা কাল নামে কথিত হইয়া থাকে।" (সুশ্রুত সংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ ষষ্ঠ অধ্যায়।)

মাধব নিদানে অসাধ্য জ্বরের কথাতে "দীর্ঘরাত্রিক" একটি শব্দ দেখা যায় উহার অর্থে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"দীর্ঘাং মরণ রূপাং রাত্রিম্"।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, যেসকল গুরুতর পীড়া শেষরাত্রিতে মানুষের দেহ আক্রমণ করে, তাহা প্রায়স্থলেই সাংঘাতিকরূপ ধারণ করিয়া থাকে। জীবের মৃত্যুকালও প্রায়স্থলেই রাত্রিশেষে উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এই সকল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাত্রির শেষ অংশকে "কালরাত্রি" নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। ব্রহ্মা কি অর্থে দেবীর স্তবের মধ্যে "মোহরাত্রি" "মহারাত্রি" এবং "কালরাত্রি" শব্দত্রয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন, তাহার কারণ, তাঁহার কৃত দেবীস্তবের সময়ে আমাদের এই পৃথিবীও সৃষ্টি হয় নাই এবং পৃথিবীর গাত্রাবরণ বস্ত্র দিবারাত্রিও সে সময়ে উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্বকল্পের কথাসকল স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার স্তবের এই সকল শব্দবিন্যাস কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে মনে করিয়াই এই কালরাত্রি ইত্যাদি শব্দের উপরিবর্ণিত অর্থ নির্ণয় করিতে আমরা সাহসী হইলাম। মহাভারতে মধুকৈটববধ উপাখ্যানে বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণের একটি প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সময় "কালরাত্রি" দ্বারা বিষ্ণু তাঁহার গ্রীবাগঠন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এমন কথাও ঐ বর্ননা মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি [৮৯]। মধুকৈটভ-সংহার কার্য্যে সহায়তা পাইবার প্রত্যাশাতে চণ্ডিকাদেবীর সংহার মূর্ত্তি হইতে "কালরাত্রি" অংশ চাহিয়া লইয়া বিষ্ণু সে সময়ে নিজগ্রীবাগঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকিবেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণু যে এই মধুকৈটভযুদ্ধ-সময়ে অতিশয় বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার কৃত মহামায়ার স্তবের প্রত্যেক অক্ষরে তাহা সপ্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে এই স্তবের উল্লেখ নাই। তাহা নাথাকিলেও দেবীভাগবতের আরম্ভেই এইস্তব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে [৯০]। দেবী ভাগবতে ব্রহ্মার কৃত মহামায়ার স্তবেও কাল-রাত্রি, মহারাত্রি, এবং মোহরাত্রি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে স্থলেও যে

[৮৯] "চক্ষুষী সোমসূর্য্যৌ তে নাসা সন্ধ্যা পুনঃ স্মৃতা। প্রণবস্তথ সংস্কারো বিদ্যুজ্জিহ্বাচ নির্ম্মিতা॥
দন্তাশ্চ পিতরো রাজন্ সোমপাইতিবিশ্রুতাঃ। গোলোকো ব্রহ্মলোকশ্চ ওষ্ঠাবাস্তাং মহাত্মনঃ॥
গ্রীবাচাস্যাভবদ্ রাজন্ কালরাত্রিগুণোত্তরা।" (মহাভারতম্)

[৯০] "নমোদেবি! মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি। অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে।
নতে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা। চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানিতে॥
অনুভূতো ময়াতেঽদ্য প্রভাবশ্চাতিদুর্ঘটঃ। যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোঽস্মি বিচেতনঃ॥
ব্রহ্মণাচাতিযত্নেন বোধিতোঽপি পুনঃ পুনঃ। ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিতষড়িন্দ্রিয়ঃ॥
অচেতনত্বং সংপ্রাপ্তঃ প্রভাবাৎ তব চাম্বিকে। ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্॥
শ্রান্তোঽহং নচ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরে। ব্রহ্মাণং হন্তমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ॥
আহুতৌচ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মাসদে। কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে॥
মরণে বরদানং তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভূতম্। জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্তস্ত্বামদ্য শরণপ্রদাম্॥
সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্ম্মণা।" (দেবীভাগবত ১ম স্কন্ধ নবম অধ্যায়)

উপরি বর্ণিত অর্থে ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে [৯১]।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—অনাদি অনন্ত মহাকালের সহধর্ম্মিণী বা সমকর্ম্মিণী স্বরূপা যে পরমা প্রকৃতির একটি নাম মহাকালী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে রাত্রিস্বরূপা এবং কেবল রাত্রিস্বরূপাই নহে, পরন্তু রাত্রির অংশবিশেষস্বরূপা, (যথা কালরাত্রি, মহারাত্রি মোহরাত্রি ইত্যাদি) বলিয়া স্তব করা হয় কেন ? এরূপ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর এই যে, যাঁহার বৃহৎ আয়তন অন্তঃকরণে ধারণ করা যায় না তাঁহাকে ক্ষুদ্রাকারে সঙ্কুচিত করিয়া চিন্তা করিবার আবশ্যক হয়। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে অত্যুজ্জল সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করা সুকঠিন, এজন্য সে সময়ে ভাঙ্গা একখণ্ড কাঁচে কালি মাখাইয়া তাহার মধ্যদিয়া সূর্য্যকে দেখিবার প্রয়োজন হয়। অথবা ক্ষুদ্র একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তাহাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সূর্য্যগ্রহণের অবস্থা আমাদিগকে স্থির করিতে হয়। সেইরূপ অনাদি অনন্তরূপা মহাকালীর বিরাট্‌মূর্ত্তি আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারই অন্যতম ক্ষুদ্রমূর্ত্তি রাত্রিরূপা কালিকাকে কিম্বা তাঁহারই আরও ক্ষুদ্র অংশবিশেষ কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিরূপা দেবীকে ডাকিলে অন্যায় কিছু হয় না। এখন আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—আমরা ক্ষুদ্র মানুষ মহাকালীর বিরাট্ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে রাত্রিদেবী কালরাত্রিদেবী মহারাত্রিদেবী মোহরাত্রিদেবী বলিয়া ডাকিতে না হয় বাধ্য হইলাম, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেন তাঁহাকে ঐ সকল নামে সম্বোধন করিলেন ? একথার উত্তর,—ব্রহ্মা তাঁহার কৃত স্তবের মধ্যেই দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দেবী পরমা প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যোজগৎ। সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাংস্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ মহমীশান এবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাংকস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥" [৯২]

---

[৯১] "দেবদেবি জগদ্ধাত্রি ভক্তাভীষ্টফলপ্রদে। জগন্মায়ে মহামায়ে সমুদ্রশয়নে শিবে ॥
ত্বদাজ্ঞাবশগাঃ সর্ব্বে স্বস্বকার্য্যবিধায়িনঃ। কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রির্মদোৎকটা ॥
ব্যাপিনী বশগা মান্যা মহানন্দৈকশেবধিঃ। মহনীয়া মহারাধ্যা মায়া মধুমতী মহী ॥
পরাপরাণাং সর্ব্বেষাং পরমা ত্বং প্রকীর্ত্তিতা। লজ্জা পুষ্টিঃ ক্ষমা কীর্ত্তিঃ কান্তিঃ কারুণ্যবিগ্রহা ॥
কমনীয়া জগদ্বন্দ্যা জাগ্রদাদিস্বরূপিণী। পরমা পরমেশানী পরানন্দপরায়ণা ॥
একাপ্যেকস্বরূপাচ সদ্বিতীয়া দ্বয়াত্মিকা। ত্রয়ী ত্রিবর্গনিলয়া তুর্য্যা তুর্য্যপদাত্মিকা ॥"
(দেবীভাগবত ১০ম স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়)

[৯২] এই দুই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ৮০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিগুণাত্মিকা পরমা প্রকৃতির সত্বগুণের দিক্ হইতে তাঁহার মোহরাত্রি নাম, রজোগুণের দিক্ হইতে তাঁহার মহারাত্রি নাম, এবং তমোগুণের দিক্ হইতে তাঁহার কালরাত্রি নাম উদ্ভাবিত হইল কেন? এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উঠিতে পারে। এরহস্য উৎঘাটন করিতে চাহিলে, কালের সহিত পরমাপ্রকৃতি দেবীর এই তিনটী গুণ কি ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে অগ্রে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার এই সত্ব রজঃ তমোগুণত্রয় সর্ব্বকাল এবং সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্থান কাল পাত্রের অবস্থানুসারে এই গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দিবাতে রজোগুণের, এবং রাত্রিতে তমোগুণের, এবং এতদুভয়ের সন্ধিকালে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াহ্নসন্ধ্যা সময়ে সত্বগুণের বিকাশ অধিক হইয়া থাকে। রাত্রিতে তমোগুণের আধিক্য অধিক পরিমাণ থাকাতে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীভাবে কালিকাকে চিন্তা করিবার সময়ে তাঁহাতেও তমোগুণের বিকাশ অধিক মাত্রাতে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। এই কারণে রাত্রিদেবীকে তন্ত্রাদি শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে তামসী দেবীও বলা হইয়াছে। রাত্রির প্রথমাংশে সত্বগুণের কিছু সম্বন্ধ থাকাতে ঐ ভাবযুক্তা রাত্রিদেবীকে মোহরাত্রিরূপাদেবী, মধ্য-রাত্রে রজোগুণের বিকাশসময়ে তৎকালের অধিষ্টাত্রী রাত্রিদেবীকে মহারাত্রিরূপা দেবী এবং রাত্রির শেষভাগে তমোগুণের বিকাশসময়ে তৎকালের অধিষ্টাত্রী রাত্রিদেবীকে কালরাত্রিরূপা দেবী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা একদেবীরই তিনটী পৃথক্ অবস্থা অথবা তিনটি পৃথক্ রূপপরিচায়ক তিনটি পৃথক্ নাম মাত্র। স্মরণ রাখিতে হইবে, নিদ্রা এবং মোহ এক বস্তু নহে।

৭৯ সংখ্যক শ্লোকে ব্রহ্মা দেবী মহামায়াকে, তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি আত্মা, তুমি বুদ্ধি, ইত্যাদি যে সকল নামে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন তাহার কোন কোন শব্দের অর্থ নিরাকরণ লইয়া ভাষ্যকার ও টীকাকারগণমধ্যে বিষম মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। "হ্রী" শব্দের অর্থে নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন-"হ্রীঃ ভুবনেশীবীজঞ্চ"। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন "হ্রীরিতিস্ত্রীবৃত্তির্লজ্জা"। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত হইয়াছে, "ত্বং হ্রীঃ অকর্ম্মজুগুপ্সা তদ-ধিষ্ঠাত্রী বা"। শান্তনবী টীকাতে লিখিত হইয়াছে "হ্রীকারো বৈ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। প্রাণভূতাসি"। শান্তনবী টীকার লিখিত "প্রাণস্বরূপা" অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অন্যান্য শব্দের অর্থের সহিত সুসম্বন্ধ থাকে। তাহা হইলে এই ভাবে আমরা এই শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিতে পারি,—হে দেবি! মহামায়ে! তুমি জীবের প্রাণস্বরূপা, তুমি জীবের বুদ্ধিস্বরূপা, তুমি জীবের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যস্বরূপা, তুমি জীবদেহস্থিত-লজ্জাবৃত্তিস্বরূপা, জীবদেহের তুষ্টির হেতু তুমি, এবং পুষ্টির হেতুও তুমি, তুমি জীবের অন্তঃকরণস্থিত-সহিষ্ণুতাগুণস্বরূপা, এবং

জীবগণের পরম বাঞ্ছনীয় যে শান্তি সেই শান্তি অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপাও তুমি। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী ৮০ সংখ্যক শ্লোকে কতগুলি ভয়ঙ্কর অস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়া ঐ সকল অস্ত্র ধারণকারিণী বলিয়া ব্রহ্মা মহামায়ার স্তুতি করিয়াছেন। এই দশটী লোকধ্বংসকর অস্ত্রের [৯৩] আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই এখন আমাদের নাই, পরন্তু অস্ত্র আইনের শাসনাধীনে থাকিয়া এই সময়ে ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রের আলোচনাতে অধিক সময় ক্ষেপণ করাও সঙ্গত হইবে না ; এইজন্য এই শ্লোক পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ৮১ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিতে এক্ষণে চেষ্টা করা যাউক।

৮১ সংখ্যক শ্লোকের "সৌম্যাসৌম্যতরা" শব্দের অর্থে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,-তুমি ভক্তের সমক্ষে সৌম্যমূর্ত্তি, আর দৈত্যের চক্ষে অসৌম্যমূর্ত্তি [৯৪]। এই শ্লোকের "পরাপরাণাং", শব্দের অর্থে দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—তুমি মহৎ ও অমহৎগণের শ্রেষ্ঠা [৯৫]। ভূধর শর্ম্মা তাঁহার অনুবাদে "সৌম্যাসৌম্যতরা," এবং "পরাপরাণাং" শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া অর্থ নিষ্কাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া সরল ভাষার সহজ অর্থ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী হওয়াতে ঐ অর্থই এখানে তুলিয়া দিতেছি,—"তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, অধিক কি জগতে তুমি সকলের অপেক্ষা সুন্দরী, তুমি শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতরা এবং শ্রেষ্ঠবরদিগেরও ঈশ্বরী।" টীকাকার গোপালচক্রবর্ত্তী এইরূপ ব্যাখ্যানকে আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়াছেন,—তুমি সৌম্যা অর্থাৎ ঐহিক সুখদায়িণী, সৌম্যতরা, অর্থাৎ স্বর্গাদি-সুখদায়িনী এবং সকল প্রকার আহ্লাদকর বস্তু অপেক্ষা অতি সুন্দরী অর্থাৎ মুক্তি হেতুস্বরূপা [৯৬]।

মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মা বলিতেছেন,—অখিলের আত্মাস্বরূপা হে দেবি! সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে যে কোন সদ্ অসদ্ বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে তৎসমস্তের যে কার্য্যশক্তি তাহা তোমা হইতে সমুৎপন্ন বা তুমিই, এ অবস্থাতে তোমাকে আর কি বলিয়া স্তব

---

[৯৩] টীকাকারগণ "ঘোরা" শব্দকে যে অর্থে মহামায়ার একটি বিশেষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত বোধ না হওয়াতে "ঘোর"কেও একটা স্বতন্ত্র অস্ত্র বলিয়া এখানে দশটি অস্ত্র স্থির করা হইল।

[৯৪] "সৌম্যা অক্রূরা ভক্তেষু। অসৌম্যতরা দৈত্যেষু" (নাগোজীভট্ট)

[৯৫] "পরাণাম্ অপরাণাঞ্চ মহতাম্ অমহতাঞ্চ ত্বমেব পরমা।" (দেবীভাষ্য)

[৯৬] সৌম্যা ঐহিকসুখদত্বাৎ, সৌম্যতরা, স্বর্গাদিসুখহেতুত্বাৎ, অশেষ সৌম্যেভ্যঃ সকলাহ্লাদহেতুভ্যঃ অতি সুন্দরী নির্ব্বাণ-হেতুত্বাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ। সৌম্যা ইত্যত্র আর্ষ আৎ। পরাপরাণাং পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অপরে ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং পরমেশ্বরী পরমনিয়ন্ত্রী, তত্র হেতুঃ পরমা পরং ঈশ্বরং মাতি জীবভাবেন বধ্নাতি পরমা।" (গোপালচক্রবর্ত্তী)

করিব। এই স্থানে যে "সদসৎ" শব্দ উক্ত হইয়াছে দেবীভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"সৎ নিত্যং অসদনিত্যম্"। নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন,-"সৎ ব্রহ্মবর্গঃ অসৎ জড়বর্গঃ"। টীকাকার গোপালচক্রবর্ত্তীর একটি অর্থ—"সৎ বর্ত্তমান, অসৎ অবর্ত্তমান" [৯৭]। এই সকলের কোনটীই দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অর্থ নহে। কেহ বলিয়াছেন,—সৎ অর্থে "সত্য" অসৎ অর্থে মিথ্যা" স্থির করিতে হইবে। সাধারণে সৎ শব্দের অর্থে "ভাল" এবং অসৎ শব্দের অর্থে "মন্দ" বুঝিয়া থাকেন। এই হইতেই সুকর্ম্মকে সৎকর্ম্ম এবং কুকর্ম্মকে অসৎকর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এস্থলে এই সকল অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে যে যে গুরুতর বাধা রহিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। মিথ্যা অর্থে এখানে অসৎ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তাহার কারণ মিথ্যার অস্তিত্ব নাই কাজেই মিথ্যার কোন কার্য্যশক্তি থাকিতে পারে না। আকাশকুসুমের [৯৮] অস্তিত্ব নাই, কাজেই আকাশ-কুসুমের সুবাস কুবাসদানেরও শক্তি থাকিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, আলোচ্য শ্লোকে পরিষ্কার ভাষাতে উক্ত হইয়াছে,—সদসৎ বস্তুর যে কার্য্যশক্তি তাহাও তুমি। ঐরূপ সৎকে সচেতন এবং অসৎকে অচেতনও বলা যাইতে পারে না, কারণ অচেতনের নিজের কোন কার্য্যশক্তি নাই। যাঁহারা অসৎকে "জড়" বলিয়াছেন তাঁহাদেরও ঐ অর্থ ঐ একই কারণে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এখানে সৎকে সুকর্ম্ম এবং অসৎকে কুকর্ম্ম বলিয়া অর্থ করিতে উপস্থিত হইলে, সর্ব্বাগ্রে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য শব্দগুলি সমস্তই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ জগতের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কার্য্যের একমাত্র কার্য্যকারী শক্তি বলিয়া মহামায়াকে স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের নরনারীগণকে, তাঁহাদের কৃত সকলকার্য্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হয়। অন্ততঃ স্তবকর্ত্তা ব্রহ্মা যে ঐরূপ অব্যাহতি দানের অভিসন্ধি লইয়া তাঁহার কৃত স্তবমধ্যে সৎ এবং অসৎ শব্দ দুইটি ব্যবহার করেন নাই এরূপ অনুমান আমরা অনায়াসে করিতে পারি। তবে কি অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা সৎ এবং অসৎ শব্দদ্বয় এখানে ব্যবহার করিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত বেদ আমাদিগকে দিতে পারেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের একস্থানে লিখিত হইয়াছে প্রথমে অসৎ ছিল তাহা হইতে সৎ প্রকাশিত হইল [৯৯]। এই বাক্য

[৯৭] "যচ্চ যাদৃক্ কিঞ্চিৎ কিমপি কচিদ্দেশে কালেচ সৎ কারণং অসৎ কার্য্যম্, যদ্বা সৎ বিদ্যমানং অসৎ অবিদ্যমানম্ অতীতং ভাবিচ"। (গোপালচক্রবর্ত্তী)

[৯৮] "সৎ প্রসিদ্ধম্ অসৎ গগণকুসুমাদিকমিত্যন্যে।" (দেবীভাষ্য।)

[৯৯] তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সপ্তম অনুবাক দ্রষ্টব্য।

আশ্রয় করিয়া প্রথমে অসৎ বা মিথ্যা ছিল তাহা হইতে সৎ বা সত্য বা ব্রহ্ম প্রকাশিত হইল এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হইবে না ; কারণ ইহা সর্ব্বসাধারণ গৃহীত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তির ভাষ্যে লিখিয়াছেন—পূর্ব্বে নামরূপশূন্য ব্রহ্ম ছিলেন, পরে নামরূপে আখ্যাত হইয়া তিনি প্রকাশিত বা ব্যক্ত হইলেন [১০০]।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্যতীত গীতা হইতেও "সৎ ও অসৎ" শব্দের অর্থনির্ণয়কার্য্যে আমরা কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইতে পারি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"আমিই অমৃত ও মৃত্যুস্বরূপ, আমিই সৎ এবং অসৎ স্বরূপ" [১০১]। শ্রীধরস্বামী এই স্থানের সৎ এবং অসৎ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—সৎ অর্থ স্থূল অর্থাৎ ব্যক্ত, অসৎ অর্থ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যক্ত [১০২] এই সকল অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য উক্তিকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডীগ্রন্থের ৭২ সংখ্যক শ্লোকের "সৎ এবং অসৎ" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এ স্থলে এই ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে যেখানে যাহা কিছু রহিয়াছে, হে বিশ্বাত্মরূপিনি! তৎসমস্তের মধ্যস্থিত যে চৈতন্যশক্তি, তাহাও তুমিই।

ব্রহ্মার কৃত স্তবের শেষভাগে ৮৩ সংখ্যক শ্লোকে বিষ্ণু নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা আক্ষেপ করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থের কয়েকস্থানে "যোগনিদ্রা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইখানে কেবল "নিদ্রা" শব্দ থাকিলেও চৈতন্যময় বিষ্ণু কখনই নিদ্রাভিভূত হইতে পারেন না চিন্তা করিয়া চণ্ডীগ্রন্থের ভাষ্য ও টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ এখানেও নিদ্রাশব্দের পূর্ব্বে "যোগশব্দ" যোগ করিয়া যোগনিদ্রা অর্থ স্থির করিয়াছেন। কেহবা পাতঞ্জলদর্শনের সাহায্য লইয়া "নিদ্রা" শব্দের অর্থই অন্যরূপ করিয়াছেন [১০৩]। বিষ্ণু যে নিদ্রার অতীত এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবার জন্য এস্থলে এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা না করিলেও কোন ক্ষতির কারণ ছিলনা ; কারণ নিদ্রা ঘৃণা বা নিন্দার বস্তু হইতে পারে না। মহিষাসুর বধের পরে ইন্দ্রাদিদেবতাগণ মহামায়াকে যখন স্তব করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বিশ্বের সমস্ত ভূতে সংস্থিতা নিদ্রারূপিনী পরমাশক্তি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন [১০৪]। এইস্থলে আরও

---

[১০০] মূল শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"ইদং (নামরূপবিশেষবদ্ ব্যাকৃতং জগৎ) অগ্রে (পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ) অসৎ (ব্যাকৃতনামরূপবিশেষবিপরীতম্ অবিকৃতং ব্রহ্ম) বৈ (এব) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ সৎ (প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্) অজায়ত (উৎপন্নম্)।"

[১০১] "অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায়)

১০২, ১০৩ ও ১০৪ সংখ্যক টীকা এখানে স্থানাভাব হেতুতে ৯২ পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশ করা হইল। (সম্পাদক)

একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই রহিয়াছে যে পরবর্ত্তী শ্লোকে (৮৬ সংখ্যক শ্লোকে) ব্রহ্মা মহামায়ার নিকটে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—তুমি শীঘ্র জগৎস্বামীকে (বিষ্ণুকে) জাগ্রত কর [১০৫]। প্রগাঢ় নিদ্রাস্থল ভিন্ন নিদ্রিতকে জাগরিত করিবার প্রার্থনা সম্ভবে না। ব্রহ্মার কৃত স্তবের শেষবাক্যটী এই যে "হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ।" তাৎপর্য্যার্থ,—দুইটা মহা-অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণুকে শীঘ্র জাগরিত কর ; বিষ্ণু বিশ্বের পালনকর্ত্তা। তাঁহাকে বিনাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মহামায়ার নিকটে প্রার্থনা করা হয় কেন ? অনেক ভাষ্যকার ও টীকাকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকলের উত্তরই প্রায় একরূপ। এই সকল উত্তরের সারার্থ, দুষ্টের হনন ভিন্ন শিষ্টের পালন অসম্ভব [১০৬]।

বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে যে বিষ্ণুতে পালনশক্তির অভিব্যক্তি হইয়া রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুতে হঠাৎ বিকট সংহারশক্তির বিকাশ হইতে দেখিয়া চণ্ডীর টীকাকারগণের বিচলিত হওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু এই পরস্পর বিরোধীভাবের সামঞ্জস্য বিধানজন্য তাঁহারা এরূপ ব্যাকুল না হইলেও কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। পরমাপ্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধান অনুসারে জগতে একের রক্ষার জন্য অন্যের ধ্বংসসাধন অনেক সময়ে অনিবার্য্য হয়। একটি পীড়িত মানুষকে পীড়ার যন্ত্রনা হইতে রক্ষা করিতে হইলে কোটি কোটি পীড়ার জীবানুকীটকে মমতাশূন্য হইয়া ধ্বংস করিতে হয়। সেইরূপ শিষ্টকে রক্ষা করিতে হইলে দুর্দ্দান্তকে নির্ম্মম হইয়া নষ্ট করিতে হয়। এই জন্যই পালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে কখনও রাম হইয়া রাবণকে, কখনও কৃষ্ণ হইয়া কংসকে, কখনও বা নরসিংহ হইয়া হিরণ্যকসিপুকে হত্যা করিতে হইয়াছিল। এই মহান্ সত্য মানব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত করিয়া রাখিবার জন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সুগভীর বৈষ্ণবীনাদে ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন—সাধুগণকে রক্ষা করিবার জন্য যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই আমি জগতে অবতীর্ণ হইব [১০৭]।

---

[১০২] "সৎ স্থূলং দৃশ্যম্। অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্।" (ঐ শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।)

[১০৩] "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি র্নিদ্রা।" (পাতঞ্জলদর্শন)

[১০৪] "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেন সংস্থিতা।"

[১০৫] "প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতোলঘু।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যান সময়ে নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন,— "প্রবোধোজাগরণম্" অন্যান্য টীকাকারগণও প্রবোধ শব্দের একরূপই অর্থ করিয়াছেন।

[১০৬] "যদ্যপি পালনপ্রাধান্যং বিষ্ণোঃ, তথাপি সতাং পালনস্য দুষ্টহননং বিনা তদসম্ভবাৎ পালনানুগুণ্যেনৈব কদাচিদ্ধন্তৃত্বমপি তস্য নানুপপন্নম্।" (নাগোজী ভট্ট)

[১০৭] "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪র্থ অধ্যায়)

ব্রহ্মার কৃত মহামায়ার স্তবসংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে এখানে একটী কথা নিবেদন করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। এই স্তব মধ্যে যে সকল বাক্যের অর্থ নিরাকরণ লইয়া চণ্ডীগ্রন্থের ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ মধ্যে বিষম মতদ্বৈধ রহিয়াছে, সেই সকল দুর্ব্বোধ্য স্থানের প্রকৃত ভাবার্থ নির্ণয় করিবার জন্য কেবল ব্যাকরণ বা অভিধান বা দার্শনিক বিচার যথেষ্ট নহে। অতি উচ্চভাবের জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভে এই স্তবের আদি অন্ত পরিপূর্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানজ্যোতিঃতে এই স্তবের সর্ব্বস্থান প্রদীপ্ত। তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন সাধারণ জ্ঞানবান্ পুরুষের পক্ষে ইহার সম্যক্ ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যদিও পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যানকর্ত্তাগণের অঙ্গুলীনির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া এবং গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আশ্রয় লইয়া বহু-অর্থবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ চেষ্টা সুফলবতী হইবার পথে যে একটী প্রতিবন্ধক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার প্রভাব প্রতিপদ-ক্ষেপেই আমরা অনুভব করিতেছি। এই বাধাটীর নাম,—সত্যনির্ণয়ের জ্ঞানাভাব। কেবল শাস্ত্রবিধিবিহিত মহামায়ার ধ্যানধারণাদি দ্বারাই ঐ বাধা অতিক্রম করা সম্ভবে। যে সকল আস্তিক পুরুষ ব্রহ্মার কৃত স্তবের উচ্চভাব হৃদয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যানাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার ধ্যানধারণা এবং পূজা অর্চ্চনার একটু অনুষ্ঠান করিতেই হইবে।

ব্রহ্মার কৃত মহামায়ার স্তব সম্বন্ধে আর একটি জানিবার কথা এই রহিয়াছে যে, প্রশংসাবাদপূর্ণ অতিরঞ্জিত ভাষাতে কাহাকেও কিছু সম্বোধন করিয়া বলিলে তাহাকেই সাধারণে স্তুতি করা বলিয়া থাকে। ব্রহ্মারকৃত এই স্তব যে সেইরূপ স্তুতিবাক্য নহে ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মার স্তব, পরমাশক্তির স্বরূপ ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরমাপ্রকৃতির বিরাট্মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার নিকটে ব্রহ্মা আত্মরক্ষার জন্য সকাতরে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাকেই এখানে আমরা "ব্রহ্মার স্তব" আখ্যা দিয়া রাখিয়াছি। রক্ষাশক্তির উদ্বোধন বা জাগরণ চেষ্টা এই স্তবের প্রাণস্বরূপ। এই জন্যই এই স্তবটিকে সজীব স্তব বলা হয় এবং কেবল এই স্তবটিকে আশ্রয় করিয়া নিদ্রিত দেবদেবীকে, নিদ্রিত নরনারীকে, এমন কি নিদ্রিত মানবজাতিকেও যে জাগ্রত করা যাইতে পারে এমন দৃঢ় বিশ্বাসও অনেকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস বলেই অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্তবের আশ্রয় লইয়া বিজয়শক্তির উদ্বোধনার্থে দেবী চণ্ডিকাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রও ব্রহ্মার কৃত এই স্তবকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডিকা দেবীর অর্চ্চনা দ্বারা দৈববলে বলীয়ান্

হইয়া রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার কৃত স্তবের ভাব এবং ভাষা মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেরূপ আমরা দেখিতেছি, মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত অর্জ্জুনকৃত স্তবের ভাব এবং ভাষাও প্রায় তদনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রকৃত চণ্ডিকাস্তবের শব্দবিন্যাস পদ্ধতি একটু অন্যরূপ হইলেও উভয় স্তবের ভাবগত সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। এই সকল-প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় পূর্ব্বকালের স্তবাদিতে শব্দ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য অধিক ছিল। এখন আমরা যে সকল স্তবাদি শ্রবণ পঠন করিয়া থাকি, তাহাতে প্রায়স্থলেই আমাদের চিত্তের ভাব শব্দকে অনুসরণ করে। পূর্ব্বকালে স্তব করিবার সময়ে শব্দই ভাবকে অনুসরণ করিত। অর্থাৎ প্রথমে হৃদয়ে ভাব উঠিত পরে কণ্ঠে শব্দ ফুটিত। ব্রহ্মারকৃত এই স্তবের প্রত্যেক শব্দটী যে ভাবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে সেই ভাবের তরঙ্গলহরী প্রথমে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে উদ্ভাবিত হইবার কতকাল পরে উহা শব্দে গ্রথিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। উহা সম্পন্ন হইতে এক নিমেষ কিম্বা সহস্রবৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়া থাকিতে পারে। বিপন্ন ব্রহ্মা যে সময়ে আত্মরক্ষার জন্য চিন্ময়ীকে চিন্তা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার সেই চিন্তাপ্রবাহকে মানববুদ্ধির বোধগম্য করিবার জন্য সরল সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া ঘটনার কোটি কোটি বৎসর পরে ত্রিকালদর্শী মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার কৃত পুরাণ গ্রন্থে এই স্তবটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এরূপও আমরা মনে করিতে পারি। ইহা বুঝিলে, এই স্তবের শব্দার্থ অপেক্ষা ভাবার্থ নির্ণয় করিবার দিকে আমাদের অধিক চেষ্টা হইবে। ব্রহ্মা যে স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্বের আদ্যাশক্তি মহামাতৃকা দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন সেই উচ্চ স্থানের সমীপবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মার স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক অন্ততঃ সেই অত্যুচ্চ স্থানের অভিমুখী হইয়া ব্রহ্মার কৃত এই স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা না করিলে আমরা এই স্তবের উচ্চ ভাব গ্রহণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইব না। এই ভাবে ব্রহ্মার কৃত এই স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, সমগ্র ভগবদ্গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সারাংশ এই স্তবের এই কয়েক পংক্তিমধ্যে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব। কেবল ইহাই নহে, আরও বুঝিতে পারিব,—সুদূরস্থিতা মহামায়ার স্বরূপের ছায়া মানবনেত্রের সম্মুখবর্ত্তী ও সমীপবর্ত্তী করিবার জন্য দূরবীক্ষণযন্ত্রস্বরূপ ব্রহ্মারকৃত এই স্তবটী মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় মানবজাতির যে মহোপোকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, জগতে অন্য কেহ কদাচিৎ এরূপ করিতে পারিয়াছেন।

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৮

এবংস্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥ ৮৯
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৯০
উত্তস্থৌচ জগন্নাথস্তয়া মুক্তোজনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥ ৯১
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ ৯২
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ৯৩
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ। ৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯৫

---

৮৮ হইতে ৯৫ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

মেধস ঋষি বলিয়াছিলেন, তখন এই প্রকারে ব্রহ্মা সেই তামসী দেবী নিদ্রারূপা মহামায়ার স্তব করিলে তিনি বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য ও মধুকৈটভকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃ হইতে নির্গতা হইয়া বিষ্ণুদেহসম্ভূত ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে অবস্থিত হইলেন। তখন জগৎপতি জনার্দ্দন নিদ্রামুক্ত হইয়া একার্ণবের অনন্তশয্যা হইতে উঠিলেন ও সেই দুরাত্মা মহাবলপরাক্রান্ত ক্রোধে আরক্তলোচন ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত মধু ও কৈটভকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিভু হরি উঠিয়া সেই অসুরদ্বয়ের সহিত পাঁচহাজারবৎসরকাল বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলাতিশয্যে উন্মত্ত সেই অসুরদ্বয় মহামায়াকর্ত্তৃক মোহে অভিভূত হইয়া বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

ব্রহ্মার এইরূপ স্তবের পরে, দেবী মহামায়া তাঁহার নিদ্রারূপা শক্তিকে বিষ্ণুর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে তাঁহাকে সংস্থান করিলেন। এইস্থানে ৯০ সংখ্যক শ্লোকে "দর্শনে" শব্দ থাকায় চণ্ডীগ্রন্থের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষু সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রহ্মার নয়নে যাইয়া নিদ্রা আশ্রয় লইলেন, এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন [১০৮]। প্রাণেশকুমার লিখিয়াছেন,—"বিষ্ণুর নেত্র * * হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টি পথে অবস্থিতি করিলেন"। শ্লোকের এই দ্বিবিধ অর্থই হইতে পারে। প্রাণেশকুমারের ব্যাখ্যান সমধিক হৃদয়গ্রাহী হওয়ায়, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। ইহার পরে বিষ্ণুর সহিত অসুরদ্বয়ের পঞ্চসহস্রবৎসরব্যাপী যুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে। এই অংশে শব্দের অর্থনিরাকরণ লইয়া টীকাকারগণমধ্যে কোনরূপ বিরোধ না থাকায় ৯১ হইতে ৯৯ সংখ্যক শ্লোক সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই। ১০০ সংখ্যক শ্লোকের পরে ও ১০১ সংখ্যক শ্লোকের পূর্ব্বে কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে একটি শ্লোকার্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় [১০৯]। প্রাচীন টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ঐ শ্লোকার্দ্ধ মূল সংহিতায় দেখিতে না পাওয়ায় উপেক্ষনীয় [১১০]। দেবীভাষ্যে এই শ্লোকার্দ্ধ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই শ্লোকের আদিতে ও অন্তে ব্রাকেট চিহ্ন সংযুক্ত করিয়া মূলচণ্ডী হইতে এক প্রকার এক-ঘরিয়া করিয়া রাখিবার ন্যায় দেবীভাষ্য মধ্যে উহাকে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। অপাং-ক্তেয়কে মধ্যে বসাইয়া তাহার শূন্য ভোজন পাত্রে ব্যাখ্যানের সুধা পরিবেশন না করিয়া তাহাকে অপমানিত করা রসতত্ত্ববিৎ দেবীভাষ্যকার পক্ষে সমুচিত হয় নাই। অপরিচিতকে ভোগ-মন্দিরমধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে না দেওয়াই ভাল এইরূপ বিবেচনা করিয়া চণ্ডী গ্রন্থের মূল মধ্যে এই শ্লোকার্দ্ধ সন্নিবেশ করা হইল না।

---

[১০৮] "ঋষি বলিলেন, ব্রহ্মা সেই অবস্থায় এইরূপে তামসী যোগনিদ্রাকে স্তব করিলে, তিনি মধুকৈটভ বধ ও বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তদীয় নয়ন বদন নাসিকা বাহু মন এবং বক্ষস্থল হইতে নির্গত হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নয়ন আশ্রয় করিয়া রহিলেন"। (দেবীভাষ্যে প্রদত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ।)

[১০৯] "প্রীতৌস্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বংমৃত্যুরাবয়োঃ"। "এই শ্লোকার্দ্ধটী কোন কোন পুস্তকে ৯৭ শ্লোকের পরে লিখিত আছে, কিন্তু টীকাকারগণ বলেন,—ইহা হরিবংশীয় শ্লোকার্দ্ধ, মার্কণ্ডেয় পুরানীয় নহে এবং প্রামাণিক পুস্তকে উহা দৃষ্টও হয় না, এই কারণে মূলে সন্নিবিষ্ট হইল না"। (প্রসন্ন শাস্ত্রী)।

[১১০] "অর্দ্ধশ্লোকোঽয়ম্ অত্র প্রীতৌস্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োরিতি হরিবংশীয় পদ্যার্দ্ধং কেচিৎপঠন্তি তদুপেক্ষণীয়ং মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ টীকাকৃদ্ভিরব্যাখ্যাতত্বাচ্চ॥" (গোপাল চক্রবর্ত্তী)

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৯৬

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মমবধ্যাবুভাবপি। ৯৭

কিমন্যেন বরেনাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৮

ঋষিরুবাচ। ৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ ১০০

আবাংজহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ১০১

৯৬ হইতে ১০১ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

ভগবান্ বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা তুষ্ট হইয়া থাক তবে তোমরা উভয়েই আমার বধ্য হও। এযুদ্ধে অন্যবরের প্রয়োজন কি? ইহাই আমার প্রার্থিত বর। মেধস ঋষি বলিয়াছিলেন—এইরূপে রণ-আনন্দে বঞ্চিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় তখন সমস্ত জগৎ জলময় দেখিয়া ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিলেন,—যে স্থানে পৃথিবী জলে আবৃত হয় নাই আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া বধ কর।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১০০ সংখ্যক শ্লোকের "বঞ্চিতাভ্যাং" শব্দের অর্থে টীকাকার গোপালচক্রবর্ত্তী ও চতুর্ধর লিখিয়াছেন, মহামায়াকর্ত্তৃক ছলিত অর্থাৎ প্রতারিত অসুরদ্বয় [১১১]। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী এই শ্লোকের বঞ্চিত শব্দের ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন,—"অসুরদ্বয় ভগবান্ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমস্ত জগৎ জলময় দর্শন করতঃ কমলনয়ন ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিল যে স্থান জলপরিব্যাপ্ত নহে, তাদৃশ স্থানে আমাদিগকে বধ কর"। এই সকল হইতে দেখা যাইতেছে কেহ মহামায়াকে

[১১১] "বঞ্চিতাভ্যাং মহামায়াচ্ছলিতাভ্যাম্।" (গোপালচক্রবর্ত্তী)
"বঞ্চিতাভ্যাং ছলিতাভ্যাম্।" (চতুর্ধর)

প্রবঞ্চনাকারিণী, কেহবা বিষ্ণুকে প্রবঞ্চক স্থির করিয়াছেন। কেহবা অসুরদ্বয়ের বরপ্রদানের ইচ্ছাপ্রকাশ মধ্যেও প্রবঞ্চনার বিকাশ দেখিতে পাইয়াছেন [১১২]। বস্তুতঃ এই সকল নিন্দনীয় অর্থে "বঞ্চিত" শব্দ এইখানে ব্যবহৃত যে হয় নাই, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহামায়া "মধুকৈটভ" কে কেবল সৃষ্টি করেন নাই, ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিয়া, এই অসুরদ্বয়কে তিনি একরূপ অমর করিয়াছিলেন। অসুরদ্বয় মহামায়ার কৃপাপাত্র ছিলেন। বিষ্ণু নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া এবং অসুরদ্বয়ের সহিত ঘোরযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া অতি-সাত্ত্বিক ভাবে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতে প্রবঞ্চনার কথা তাঁহাদের কার্য্যে আদৌ উঠিতে পারে না। ইচ্ছামৃত্যু বর পাইয়াও যে অসুরদ্বয় বিষ্ণুর প্রার্থনাতে বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইবার বর অম্লানবদনে প্রদান করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের উচ্চ চরিত্রে প্রবঞ্চনার গন্ধলেশও থাকিতে পারে না [১১৩]। দেবীভাষ্যকার এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদে কেবল একপক্ষের নহে দুই দিকের বঞ্চনার কথাই লিখিয়াছেন [১১৪]। নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন, ভগবতীকৃত মোহবশে অসুরদ্বয় সমস্ত জগৎ জলময় দেখিলেন [১১৫]। দেবীভাগবতের মধুকৈটভ-উৎপত্তি বিবরণে এইরূপ সিদ্ধান্তসকল করিবার স্থল এককালীন বিদূরিত করিয়াছে। এই সকল কারণে অসুরদ্বয় পঞ্চসহস্র বৎসরব্যাপী যে যুদ্ধের আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, সেই যুদ্ধে জয়ী হইবার আনন্দ ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিষ্ণুকে তাঁহারা বলিলেন এইরূপ অর্থ করিলে এক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার কালিমা কাহারও চরিত্রেই বিজড়িত করিবার আর কোনই প্রয়োজন থাকে না।

---

[১১২] "মধুকৈটভ মনে করিল সমস্ত পৃথিবী সলিলময় হওয়ায় জলরহিত স্থান অসম্ভব, সুতরাং আমাদিগকে কথনই মারিতে পারিবে না এবং আমাদের বরপ্রদানও সত্যই হইল তাই বলিল জলশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে নিহত কর।" (প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।)

[১১৩] "ইতি শ্রুত্বাতু তাং বানীং দানবাবুচতুস্তদা। স্বেচ্ছয়া মরণং দেবি বরং নৌ দেহি সুব্রতে॥ বাগুবাচ। বাঞ্ছিতং মরণং দৈত্যৌ ভবেতাং মৎপ্রসাদতঃ। অজেয়ৌ দেবদৈত্যৈশ্চ ভ্রাতরৌ নাত্র সংশয়ঃ॥"

(দেবীভাগবত ১মস্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়।)

[১১৪] ঋষি বলিলেন, তখন সেই অসুরদ্বয় এইরূপে বঞ্চিত হইয়া দেখিল, সমস্তস্থানই জলময়; (তখন তাহারাও বঞ্চনা অভিপ্রায়ে) কমললোচন ভগবান্‌কে বলিল, যেথানে জলময়ী পৃথিবী নাই সেই স্থানে আমাদিগকে বধ কর॥"

(দেবীভাষ্যে বঙ্গানুবাদ)

[১১৫] "বঞ্চিতাভ্যাং ভগবতীকৃতমোহবশাৎ সর্ব্বং জগৎ আপোময়ং বিলোক্য তাভ্যাং ভগবান্ গদিত ইত্যর্থঃ।

(নাগোজীভট্ট।)

ঋষিরুবাচ ॥ ১০২

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বাচক্রেণ বৈচ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভবধঃ ॥

১০২ হইতে ১০৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

মেধস ঋষি বলিয়াছিলেন, শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাদের মস্তকদ্বয় স্বকীয় জঘন দেশে রাখিয়া চক্রদ্বারা তাঁহাদের মস্তকদ্বয় ছেদন করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করিলে তিনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই দেবীর প্রভাব পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর। ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিকমন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধ।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

বিষ্ণু পাঁচহাজার বৎসর কাল ব্যাপিয়া মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত অস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল বাহু যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু উহাদিগের মস্তক ছেদন করিবার সময়ে চক্র অস্ত্র ব্যবহার করিলেন। এরূপ করা হইল কেন? কোন ভাষ্যকার বা টীকাকার এ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। এ প্রশ্নের এইরূপ একটি উত্তর হইতে পারে। মধুকৈটভের হস্তে কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। নিরস্ত্র শত্রুর সহিত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে নাই, বিশেষতঃ বিষ্ণু অবগত ছিলেন, মহামায়ার বরপ্রভাবে মধুকৈটভকে কোন অস্ত্র দ্বারা নিহত করিবার উপায় ছিল না। এই যুদ্ধে চক্র অস্ত্র ব্যবহার করিলেও তাহা নিষ্ফল হইত এবং তাহাতে চক্রেরই অমর্য্যাদা ঘটিত। দীর্ঘকালব্যাপী বাহুযুদ্ধে অসুরদ্বয়কে ক্লান্ত করিতে পারিলে উহারা পরাজয় স্বীকার করিতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষ্ণু এই প্রকার যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। বিষ্ণুর আশানুরূপ ফলও ফলিয়াছিল। অসুরদ্বয় বাহুযুদ্ধে নিরস্ত

হইয়া বিষ্ণুকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হওয়া আর বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা প্রায় তুল্য কথা। বীরের পক্ষে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ ত্যাগ করিবার নামই হইতেছে প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করা। পরাজিত এবং পদানত শত্রুর সম্মানরক্ষাকার্য্য তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া বা মুণ্ড ছিড়িয়া তাহার বধসাধন দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্যই এই দৈত্যদ্বয়কে সাদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহাদের ইচ্ছামত তাহাদের মস্তক তাহাদের দেহ হইতে চক্র অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা বিষ্ণুকে করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই ব্যবস্থা লোকশিক্ষাকর কার্য্যে অতুলনীয়। বিষ্ণুর সংহারমূর্ত্তিতে দয়া এবং প্রেমের এরূপ বিকাশ কেবল বিষ্ণুর চরিত্রেই সম্ভবে।

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত মধুকৈটভবধ-বিবরণ হইতে আমরা আরও কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি। রক্ষাকর্ত্তা নিদ্রিত রহিয়াছেন দেখিলে দুষ্টপ্রকৃতি জীবের পরের অনিষ্ট-সাধনবাসনা অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে। একটি সাধারণ কথা আছে, জাগ্রতগৃহীর গৃহে তস্করের ভয় থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে,—দুর্ব্বল ও রুগ্ন মানুষের নিদ্রিত অবস্থাতেই তাহার দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি নানাসংক্রামক পীড়াপ্রবর্ত্তক কীটানুদের ক্রিয়া অধিক বেগে এবং অধিক পরিমাণে চলিতে থাকে। জাতিগত উত্থান পতনের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—যে কোন মানব জাতির চরিত্রে যখনই জড়তার এবং অবসন্নভাবের আধিক্য উপস্থিত হয় তখনই তাহার পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। উঠিবার চেষ্টাশূণ্য পতন, মরণের মুখ হইতে অধিক দূরে অবস্থান করে না। এজন্য তস্করের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন গৃহস্থকে রাত্রিকালে সজাগ সতর্ক থাকিতে হয়, দুর্ব্বল দেহীকে রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন সদা সচেষ্ট থাকিতে হয়, সেইরূপ জাতিবিশেষকে অধঃপতন এবং মরণের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিপন্ন ব্রহ্মার ন্যায় তাহার রক্ষাশক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে বিপন্ন ব্রহ্মা তাঁহার জীবনরক্ষার্থে তাঁহার রক্ষা-কর্ত্তাকে যে ভাবে জাগরিত করিতে পারিয়াছিলেন, অবসন্ন হিন্দুজাতি পতন ও মরণের মুখ হইতে আত্মজীবন রক্ষার্থে সেই সনাতন উপায় অবলম্বন করিয়া রক্ষাশক্তির উদ্বোধন কার্য্যে আজি ব্রতী হইতে না পারিবেন কেন?

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

মধ্যম চরিত্রম্।

ঋষিরুবাচ ॥ ১০৫ ॥

দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ১০৬ ॥
তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ১০৭ ॥
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ১০৮ ॥

---

১০৫ হইতে ১০৮ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মেধস মুনি বলিয়াছিলেন—যে সময়ে মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি, সেই সময়ে পূর্ণ এক শত বৎসর কালব্যাপী দেবাসুর মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই মহাযুদ্ধে মহাবীর্য্যশালী অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইলে মহিষাসুর সকল দেবতাগণকে জয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রপদ অধিকার করিলেন। অনন্তর পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণু যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের একাশীতিতম অধ্যায় হইতে ত্রিনবতিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত তেরটি অধ্যায়ে চণ্ডিকা চরিত্রের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম অংশে 'প্রথম চরিত্র'

নাম দিয়া মধুকৈটভ বধ, মধ্যম অংশে 'মধ্যম চরিত্র' নাম দিয়া মহিষাসুর বধ এবং শেষাংশে 'উত্তর চরিত্র' নাম দিয়া শুম্ভনিশুম্ভ বধ ঘটিত বিবরণ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণ গ্রন্থে এই আখ্যায়িকাগুলিকে এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই, অথবা ইহার কোন অংশকে "চরিত্র" বলিয়া আখ্যাত করাও হয় নাই। কিন্তু বহু প্রাচীন কাল হইতে চণ্ডীর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাঁহাদের রচিত দেবীমাহাত্ম্যের ভাষ্যাদিতে এই ভাবে "চরিত্র" শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মধুকৈটভ বধ বিবরণ সমাপ্ত হইবার পরে, মহিষাসুর বধ ঘটিত দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্রের কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই "চরিত্র" শব্দ ব্যবহারের সূত্রপাৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অসাময়িক হইবে না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিবৃত মূল আখ্যায়িকার ঘটনা বিশেষের বিবরণ অথবা তৎসম্বন্ধীয় কোন কথার আলোচনা যে স্থানে করা হইয়াছে, তাহাকে অন্য অংশ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য গ্রন্থকারগণ মধ্যে কেহ বা "অধ্যায়" কেহবা "কাণ্ড" কেহবা "সর্গ" কেহবা "বর্গ" কেহবা "পর্ব্ব" কেহবা প্রকরণ" কেহবা "পরিচ্ছেদ" প্রভৃতি নানাশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বেদের "মণ্ডল" তন্ত্রের "পটল" রামায়ণের "কাণ্ড" মহাভারতের "পর্ব্ব" শব্দ যে স্থানে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠকগণের অবিদিত নাই। উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও নৈষধচরিত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের কাব্য গ্রন্থে "চরিত" শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, চণ্ডী গ্রন্থের প্রথম মধ্যম ও উত্তর চরিত বিভাগ বাচক কথাগুলি আধুনিক ভাষ্যকারগণ দ্বারা তাঁহাদের ভাষ্য রচনার সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। যে হেতু ভাগবত পুরাণে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা মধ্যে মধুকৈটভ বধের কথা যে স্থানে উঠিয়াছে, সেই স্থানেও "চরিত্র" শব্দ ব্যবহৃত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। (১১৬) যে সময় হইতে যে ভাবেই দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর আখ্যায়িকা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার পরিচায়ক প্রথম মধ্যম ও উত্তর "চরিত্র" শব্দত্রয় চণ্ডী গ্রন্থ মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হউক না কেন, এই "চরিত্র ত্রয়" শব্দকে আশ্রয় করিয়াই যে চণ্ডীগ্রন্থের রহস্যত্রয় ঘটিত ব্যাখ্যানের সূত্রপাৎ হইয়াছে এবং রহস্যত্রয় ঘটিত চণ্ডীর ত্রিমূর্ত্তি এবং ত্রিবিধ পূজা পদ্ধতির পরিস্ফুটন হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধা

---

[১১৬] "সৌম্য যচ্চ ত্বয়া প্রোক্তং শৌরেযুর্দ্ধং মহার্ণবে। মধুকৈটভয়োঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্॥ ১॥ কস্মাত্তে দানবৌ জাতৌ তস্মিন্নেকার্ণবে জলে। মহাবীর্য্যৌ দুরাধর্ষৌ দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়ৌ॥ ২॥ কথং তাবসুরৌ জাতৌ কথঞ্চ হরিণা হতৌ। তদাচক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥ ৩॥" (দেবীভাগবতম্, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

নাই (১১৭)। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত দেবীর প্রথম চরিত্রে মহাকালী, মধ্যম চরিত্রে মহালক্ষ্মী এবং উত্তর চরিত্রে মহাসরস্বতী দেবীর রূপ চিন্তা করিয়া চণ্ডী পাঠ করিবার ব্যবস্থা তন্ত্রাদি গ্রন্থ মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীগ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্যকার নাগোজী ভট্ট, তাঁহার কৃত ভাষ্যের একস্থানে বারাহী-তন্ত্রোদ্ধৃত বচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চরিত্রের দেবী মহাকালীকে, মধ্যম চরিত্রের দেবী মহালক্ষ্মীকে এবং অন্ত্যচরিত্রের দেবী মহা-সরস্বতীকে ভিন্ন ভিন্ন পূজোপকরণে ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়া বিভিন্ন মার্গের সাধকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট সংসিদ্ধি করিতে পারেন (১১৮)। চণ্ডীগ্রন্থ সংসৃষ্ট দেবী মহামায়ার পূজাপদ্ধতিক্রমের আলোচনার স্থল এক্ষেত্র নহে এবং এই সকল বিষয়ের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যও আমাদের নাই, তবে চণ্ডীগ্রন্থের মধ্যে দেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রথম, মধ্যম ও উত্তর চরিত্র শব্দ ত্রয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া দেবীর সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ত্রিভাববোধক ত্রিমূর্ত্তির অর্চ্চনা কিভাবে হিন্দুসাধক-সমাজ মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কি ভাবে তাঁহার পূজাপদ্ধতির প্রকার ভেদ এ দেশে প্রচার হইয়া চলিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য সংক্ষেপে এখানে চণ্ডীর "চরিত্র" শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল মাত্র। ফলতঃ দেবী-মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসাধক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকে সাত্ত্বিকীদেবী রাজসিকীদেবী বা তামসিকীদেবী ইত্যাদি যাহাই বলিয়া অভিহিত করা হউক না কেন, তাহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ নাই। কারণ যিনি কখনও গুণাতীতা কখনও ত্রিগুণাত্মিকা এবং যাঁহা হইতে সংসারে সত্ত্ব রজঃ তমঃ নামধেয় ত্রিগুণেরই উৎপত্তি ও

---

(১১৭) মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কৃত "দেবীভাষ্যে" এই তিন চরিত্রের প্রতিপাদ্য তিন দেবীকে তামসী রাজসী ও সাত্ত্বিকীদেবী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রকে তামসী চরিত, মধ্যম চরিত্রকে রাজসী চরিত এবং উত্তর চরিত্রকে সাত্ত্বিকী চরিত বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহাও নিজকৃত ভাষ্যে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"কেচিত্তু তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী চেতি ত্রয়ো দেবীমূর্ত্তিভেদাঃ। প্রথমে তামসীচরিতং মধ্যমে রাজসীচরিতমুত্তরত্র চ সাত্ত্বিকীচরিতং ; মোহহেতুতা তামসীলক্ষণং, মধুপানজমুখরাগাদয়ো রাজসীলক্ষণং, শত্রূণামপি বিরক্ষিষয়া দূতপ্রেরণং সাত্ত্বিকী লক্ষণম্ বিবেচয়িষ্যতে চেদমুপরিষ্টাৎ। অত্র নৈয়ায়িকাঃ যন্মূর্ত্ত্যবচ্ছেদেন তমোলক্ষণাদৃষ্টসমষ্টি পরিপচনং, সা তামসীমূর্ত্তিরেবং রাজসী সাত্ত্বিক্যাবুন্নেয়ে। অন্যেতু তমঃ প্রভৃতিগুণপ্রধানশক্তেমোহজনকাদিশক্তিপ্রাধান্যস্য কাভ্যুপগম্য তামস্যাদিভেদমুপপাদয়ন্তীতি পুষ্কলম্।"

(১১৮) "প্রথমচরিত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। মহাকালী দেবতা। নন্দা শক্তিঃ। রক্তদন্তিকা বীজম অগ্নিস্তত্ত্বম্। মহাকালী প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। মধ্যমচরিত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিঃ। উষ্ণিক্‌ছন্দঃ। মহালক্ষ্মীর্দেবতা। শাকম্ভরী শক্তিঃ। দুর্গা বীজম্। বায়ুস্তত্ত্বম্। মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। অন্ত্য চরিত্রস্য শঙ্করঋষিঃ।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বিস্তৃতি হইয়াছে, তাঁহাকে উক্ত ত্রিগুণ বোধক যে কোন নামে অভিহিত করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই। তাঁহার এরূপ নামকরণ করিবার পক্ষে কোন বাধার কারণ না থাকিলেও যে সকল ভাষ্যকার বা টীকাকার চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম চরিত্রে মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে বিষ্ণু নিদ্রিত অবস্থাতে সমুদ্রে শায়িত ছিলেন আর নিদ্রা তমোগুণ পরিচায়ক এই জন্য প্রথম চরিত্রে তমোগুণাত্মক, দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুর বধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবী মধু বা সুরা পান করিয়াছিলেন, এজন্য মধ্যম চরিত্র রাজসিক ভাবাত্মক ইত্যাদি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সকল সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। মধুকৈটভ বধের বিবরণ দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে বিশ্বসৃষ্টির অতি প্রারম্ভকালের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তখন সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণই পরমা শক্তিতে অপরিস্ফুট-রূপে বর্ত্তমান ছিল। সৃষ্টির আদি সময়ের এই প্রারম্ভিক অবস্থাতে বিশ্বে তমোগুণের প্রাধান্য দূরে থাকুক আদৌ তমোগুণের অস্তিত্ব প্রকাশক কোন কার্য্য সংঘটনের কথা নহে। অন্ততঃ ঋগ্ বেদের উক্তিতে বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভিক সময়ে, এমন কি সত্যযুগের প্রথম অবস্থাতেও, সর্ব্বত্র কেবল সত্বগুণেরই কার্য্য সকল যে প্রকাশ পাইয়াছিল ইহাই জানিতে পারা যাইতেছে (১১৯)। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম চরিত্রকে তমোগুণাত্মক না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সত্বগুণাত্মক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ঐ কালের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহাকালী কিম্বা অধিষ্ঠাতাদেব মহাকাল যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে তমোগুণের দেবতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। মহাসরস্বতী দেবতা। ভীমাশক্তিঃ। ভ্রামরী বীজম্। রবিস্তত্ত্বম্। সরস্বতী প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। * * * * হুনেৎ প্রদীপিতে বহ্নৌ তিলধানাদি তণ্ডুলান্। ধর্ম্মার্থকামসংবৃদ্ধৌ মোক্ষার্থী পায়সং হুনেৎ। মারণে মোহনে চৈব তথোচ্চাটনকর্ম্মণি। হুনেন্মাংসং ত্রিমধ্বাক্তং মোহনে মধুপায়সম্।" (নাগোজী ভট্ট উদ্ধৃত বারাহী তন্ত্রোক্ত বাক্য।)

(১১৯) সৃষ্টির প্রথম অবস্থাতে, মৃত্তিকা সৃষ্টিরও অনেক পূর্ব্বে জলময় বিশ্ব-আধার মধ্যে নারায়ণ ক্রোড়ে যে সময়ে মধু-কৈটভ দৈত্য স্ব-ইচ্ছায় নিহত হইয়াছিলেন সে সময়ের অবস্থা ঋগ্‌বেদের এক স্থানের বর্ণনা দৃষ্টে কিছু বুঝিতে পারা যায়। মূল ঋগ্‌বেদের শ্লোক সাধারণের অবোধ্য হইবে বিবেচনায় গ্রীফিৎ সাহেব কৃত ঋগ্ বেদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"There was neither existence, nor non-existence,
The Kingdom of air, nor the sky beyond.
What was there to contain, to cover in—
Was it but vast, unfathomed depths of water ?
There was no death there, nor Immortality.
Then was there only THAT, resting within itself.
Apart from it, there was not anything."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কেবল ঋগ্বেদেই যে সত্যযুগকে সত্ত্বগুণ প্রধান যুগ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে এরূপ নহে। রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদিতেও যেখানেই সত্যযুগের কথা উঠিয়াছে, সেই খানেই উহার সত্ত্বগুণ প্রাধান্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; কুত্রাপি তমোগুণ প্রধান যুগ বলিয়া সত্য-যুগকে বর্ণিত হইতে দেখা যায় না (১২০)। এ অবস্থায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগের উদ্ভাসন সময়ে, নারায়ণ নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া, আর নিদ্রা তমোগুণের চিহ্ন এই এক যুক্তি ধরিয়া ঐ সময় তমোগুণাত্মক এবং ঐ সময়ের ইতিহাস চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া চণ্ডী-গ্রন্থের প্রথম চরিত্রকে তামসিক চরিত্র বলিয়া যে সকল ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সত্ত্ব রজঃ তমঃ

উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।:—

সেই সময়ে সৎ ও ছিল না, অসৎ ও ছিল না। বায়ুর রাজ্য ছিল না, তদূর্দ্ধে আকাশও ছিল না। আধার এবং আবরক কিছুই ছিলনা। সুবৃহৎ অতল গভীর জল ছিল। সেই সময়ে মৃত্যু ছিলনা, অমরত্ব ও ছিলনা। একমাত্র তিনিই তাঁহাতে অবস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন কিছুই ছিলনা।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক এড্‌ওয়ার্ড হপকিন্‌স্ তাঁহার কৃত Religions of India গ্রন্থের এক স্থানে, ঋগ্‌বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়া, সত্যযুগের প্রারম্ভিক কালের অতি উচ্চ সাত্বিক ভাবের কথা এইরূপ পরিস্কার ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—

"This first is the *Krita* age, corresponding to the classical Golden Age. Its characteristics are, that in it everything is perfect; right eternal now exists in full power. In this age there are neither gods nor demons (Danavas, Gandharvas, Yakshas, Rakshas, Serpents), neither buying nor selling. * * * No Sama Veda, Rig Veda or Yajur Veda exist as distinct Vedas. There is no mortal work. * * * In this age, the 'three attributes' (or qualities) are unknown"

উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—

প্রথমটিকেই কৃতাযুগ বলা হয়, যাহার সহিত গ্রীক রোমানাদির স্বর্ণযুগের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এই যুগের সমস্তই পূর্ণভাবাপন্ন। এই সময়ে অবিনশ্বরতা পূর্ণমাত্রাতে বিরাজিত। এই যুগে দেবদেবী দৈত্যদানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসাদির অস্তিত্ব থাকে না। এই যুগে ক্রয় বিক্রয় প্রথা থাকে না। সাম ঋগ্ যজুর্ব্বেদ তখনও পৃথক্ পৃথক্ বেদ ভাবে বর্ত্তমান থাকে নাই। তখন জীবের দৈহিককর্ম্ম কিছুই থাকে নাই। এই সময়ে সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ অপরিজ্ঞাত অবস্থাতে থাকে।

(১২০) মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে পরমজ্ঞ হনুমান-মুখ-নিঃসৃত সত্যযুগের সাত্বিক ভাবের অবস্থা যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেও সত্যযুগকে সাত্বিকযুগ ভিন্ন তামসিক বলা যাইতে পারে না। সত্যযুগ সম্বন্ধীয় উক্ত বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গুণত্রয়ের সহিত চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম মধ্যম ও উত্তর চরিতকে বিজড়িত করিবার চেষ্টা হইতেই এইরূপ ব্যাখ্যান বিভ্রাটের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ চেষ্টা না করিয়া সৃষ্টি স্থিতি লয় এই ত্রিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য চণ্ডীগ্রন্থের তিন চরিত্রে মার্কণ্ডেয় মুনি প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন বলিলে এই স্থানের ব্যাখ্যানের গোলযোগ অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারিত। (১২১) বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুস্থ সবল পরিপুষ্ট এবং কর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্য পরমা প্রকৃতি মহামায়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন তৎসংক্রান্ত বর্ণনাতেই চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চরিত্র-অংশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে প্রথম চরিত্রকে সৃষ্টি-তত্ত্ব উদ্ভাসক দেবী

"কৃতং নাম যুগং তাত যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্ত্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে॥
ন তত্র ধর্ম্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ।
ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্॥
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
নাসন্ কৃতযুগে তাত তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ॥
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী।
অভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্ম্মঃ সন্ন্যাস এব চ॥
ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্॥
ন বিগ্রহঃ কুতস্তন্দ্রী ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্।
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্ষ্যা ন চ মৎসরঃ॥
ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা॥"
(মহাভারত, বনপর্ব্ব।)

(১২১) ইতিপূর্ব্বে নাগোজী ভট্টের ভাষ্যে বরাহতন্ত্রোদ্ধৃত বচনে ব্রহ্মা চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চরিত্রের ঋষি, বিষ্ণু মধ্যম চরিত্রের ঋষি এবং শঙ্কর অন্ত্য বা উত্তর চরিত্রের ঋষি বলিয়া যে বর্ণিত হইয়াছেন একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণাদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যের কর্ত্তা বিষ্ণুকে পালন কার্য্যের কর্ত্তা এবং শঙ্করকে লয় কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এদৃষ্টিতেও চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চরিত্রকে সৃষ্টিতত্ত্ব. মধ্যম চরিত্রকে স্থিতিতত্ত্ব এবং উত্তর চরিত্রকে লয়তত্ত্ব উদ্ভাসক চরিত্র-ত্রয় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সৃষ্টিসময়ে মধুকৈটভের দেহ হইতেই ব্রহ্মা পৃথিবীর ভূভাগের উপাদান মৃত্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীগ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে—

"বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা নিজ জঘনদেশে স্থাপিত প্রকাণ্ড মস্তকদ্বয় বেগে ছেদন করিলে দানবদ্বয় মধুকৈটভ গতপ্রাণ হইল এবং উহাদের মেদে সমুদয় সাগর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হে মুনিবরগণ! সেই কারণেই পৃথিবীর নাম মেদিনী এবং মৃত্তিকা অভক্ষ্য হইয়াছে।" (বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত দেবী ভাগবতের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি সময়ের উপরি উক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাসে সৃষ্টির বর্ণনা মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। TEUTONIC MYTH গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"The body of Ymer, The Chaos Giant, is cut to pieces; his flesh and bones become soil and rocks." বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যের সূত্রপাতে মহামায়া ব্রহ্মার হস্তে যে ভাবে কার্য্য সাধন শক্তি দান করিয়াছিলেন তাহার সুন্দর চিত্র চণ্ডী গ্রন্থের প্রথম চরিত্রে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয়না।

চরিত্র বলিতে কোনই বাধা নাই। দ্বিতীয় চরিত্রে বিশ্বস্থিতির প্রধান অবলম্বন দেবতাগণের রক্ষার জন্য মহামায়ার একাংশ বিশ্বপালন কর্ত্তা নারায়ণের ক্রোধে আরক্ত নয়ননিক্রান্ত মহাতেজ হইতে আবির্ভূতা এবং অন্যান্য দেব শরীর হইতে নিক্রান্ত তেজঃপুঞ্জ দ্বারা পরিপুষ্টা হইয়া দেবতাদের রক্ষা বিধানের জন্য মহিষাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার বিবরণ মধ্যম চরিত্রে বিবৃত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে মধ্যম চরিত্রকে স্থিতিতত্ত্ববিকাশক দেবী চরিত্র বলা যাইতে পারে। বাসনার ক্ষয়দ্বারা জীবসকল ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় এ কথা কে না অবগত আছেন ? চণ্ডীগ্রন্থের তৃতীয় চরিত্রে দেখা যাইতেছে, সমাধি বৈশ্য মহামায়ার ধ্যান ধারনা দ্বারা তাঁহার বৈষয়িক বাসনা সকল ক্ষয় করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মে চিত্ত লয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আর সুরথ মহামায়ার অর্চ্চনা দ্বারা চিত্তের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়া মায়া মমতা পরিশূন্য প্রজাপালক রাজা হইতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে পরিণামে তিনি ইন্দ্র পদ হইতেও উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারের বর্ণনাতে পরিপূর্ণ থাকায় চণ্ডীগ্রন্থের অন্ত বা উত্তর এই চরিত্রকে লয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাপক দেবী চরিত্র বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় চরিত্রের প্রথমেই ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবতাগণ মহিষাসুরের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিষ্ণু এবং শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে এখানে একটি কথা উঠিতে পারে—স্থিতি বা পালন কর্ত্তা হইতেছেন বিষ্ণু, এ অবস্থাতে দেবতাগণ, রক্ষা এবং পালনকর্ত্তা একমাত্র বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিত, সে স্থলে ধ্বংসকর্ত্তা শঙ্করের নিকটে দেবগণের যাইবার আবশ্যকতা কি ছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে কোন ভাষ্যকার চেষ্টা করেন নাই। এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে স্থিতিতত্ত্বের একটি নিগূঢ় রহস্য নিহিত হইয়া রহিয়াছে। পুরাণাদির শ্রোতা ও পাঠকগণ মধ্যে অনেকের চিত্তে এরূপ একটা ধারণা আছে যে বিষ্ণু কেবল বিশ্বের রক্ষা কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন আর শঙ্কর কেবল জগৎ সংসারের সর্ব্ববিধ ধ্বংস কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। পরমা প্রকৃতিদেবী, জীবপালন কার্য্যের জন্য অনেক সময়ে জীবধ্বংস কার্য্যের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক ও অনিবার্য্য করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য অত্যাচারী দৈত্যের সংহার সে সময়ে আবশ্যক হইয়াছিল। এই জন্যই বিপন্ন দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু এবং শঙ্কর যে স্থানে একত্রিত হইয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই স্থানে ব্রহ্মাকে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। অন্য কথাতে একত্র সমাবিষ্ট পালনশক্তি এবং ধ্বংস শক্তির শরণাপন্ন হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীর দ্বিতীয়

চরিত্রে এই কারণে সংহার কার্য্যের সহিত বিজড়িত পালন কার্য্যের বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই চরিত্রে সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যের সহায়ক উত্তম জীবের পালনের জন্য কতগুলি অত্যাচারী অধম জীবের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এই কারণে এই চরিত্রে পালন কার্য্যের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই কারণেই স্থিতি বা পালন তত্ত্ব-বিকাশক মহিষাসুর বধ ঘটিত চণ্ডীগ্রন্থের এই অংশকে মধ্যম চরিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দেবতাগণকে সৃষ্টি-পালন এবং সৃষ্টি-রক্ষা কার্য্যের সহায়ক কেন বলা হইতেছে তাহা এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে এ দেশের অনেক যুবকের হৃদয়ে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপার সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিবা মাত্র পৃথিবী সৃষ্টি হইল (১২২)। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাচীন ইয়োরোপের এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সমর্থন করে না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও ইহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কনাদ ঋষি পৃথিবীর উপাদান পরমাণুকে নিত্য বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্ট বস্তু নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১২৩)। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা উপাদান লইয়া ঘটাদি গঠন কার্য্য সম্পাদন করে অথবা স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু উপাদান লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত কার্য্য নিষ্পন্ন করে, সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পঞ্চভূতে বিরাজমান পরমাণুকে উপাদান করিয়া লইয়া এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম নামধেয়

---

(১২২) "In the beginning God created the heaven and the earth.

And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep : and the Spirit of God moved upon the face of the waters.

And God said, Let there be light : and there was light. * * *

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry-land appear : and it was so" (The Holy Bible).

(১২৩) মহর্ষি কনাদ তাঁহার কৃত বৈশেষিক দর্শনের একটি সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, "নিত্যং পরিমণ্ডলং"। এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যান করা হইয়াছে,—"পরমাণু পরিমাণকে পরিমণ্ডল কহে ; উহা নিত্য"। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শনে পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটিকে "ভূত" বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। এবং পৃথিবীর পরমাণু গন্ধগুণকে জলের পরমাণু রস গুণকে তেজের পরমাণু রূপগুণকে, বায়ুর পরমাণু স্পর্শ গুণকে এবং আকাশ শব্দ গুণকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥ ১৩ ॥ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ ॥ ১৪ ॥"

পাঁচ শ্রেণীর পরমাণুকে একত্রিত করিয়া ব্রহ্মা, একদিন বা এক সপ্তাহে নহে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী বিপুল পরিশ্রমে এই বিরাট স্থূল পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্য ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন (১২৩)। তাঁহার এইরূপ সৃষ্টিকার্য্যে, ব্যোম-পরমাণুর অধিদেবতা, তেজ-পরমাণুর অধিদেবতা, বায়ু-পরমাণুর অধিদেবতা, জল-পরমাণুর আধিদেবতা, এবং ক্ষিতি-পরমাণুর অধিদেবতাগণ সহায়তা করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে এই সকল দেবতা ব্যোমদেব সূর্য্যদেব বায়ুদেব বরুণদেব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যে এতদূর সহায়তা করিয়াছেন যে বেদের এবং পুরাণের অনেক স্থানে সূর্য্যাদি দেবতাগণকে সৃষ্টির আদি-কারণ বলিয়াও কীর্ত্তন করা হইয়াছে (১২৪)। ঋগ্‌বেদে সূর্য্যদেবকে ব্যোমদেবের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১২৫)। বিশ্বসৃষ্টির সময়ে ব্যোম বা আকাশ হইতে তেজ উদ্‌ভাষিত হইয়াছে,

(১২৩) কেহ কেহ বলেন—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ কেবল এই চারিভূতে পরমাণু বিদ্যমান আছে, ব্যোম নামক ভূতে পরমাণুর অস্তিত্ব নাই। ব্যোমকে লইয়া পঞ্চভূতের সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে ব্যোমে পরমাণুর অস্তিত্ব নাই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয়না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সৃষ্টিকালে আকাশ হইতে তেজাদি সকল ভূত আবির্ভূত হয়। যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহা হইতে ঐ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবেনা। এ কারণে পরমাণু-হীন আকাশ হইতে তেজাদি পরমাণুর উৎপত্তি সম্ভবেনা। প্রলয়কালে মৃত্তিকা জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে মিশাইয়া যায়। শাস্ত্রীয় এই সকল উক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে, বিশেষতঃ ব্যোমকে নিত্য বস্তু বলিলে এবং অশরীরী কালকেও পরমাণুবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, ব্যোমে পরমাণুর যে আদৌ অস্তিত্ব নাই এমন কথা বলা যাইতে পারে না। পঞ্চভূতকে লইয়া বহুকালব্যাপী চেষ্টাতে যে ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, দুই ভাগবত পুরাণেই এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল এ দেশের পুরাণাদি গ্রন্থেই নহে, প্রাচীন ইজিপ্ট্ ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাতত্ত্বেও অতি পুরাকাল হইতে পরমাণুর সহিত চৈতন্যের সংযোগে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপার সংসাধিত হইবার কথা সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। অধ্যাপক ডোনাল্ড্ ম্যাকেন্‌জি কৃত Myths of Crete and Pre-Hellenic Europe গ্রন্থের একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

"This doctrine, which holds that the Universe is derived from one particular form of matter has been called "Materialistic Monism". Ultimately, when mind was exalted above matter, the belief obtained that the inanimate forces of nature were subject to the control of the supreme Mind, which was the First Cause. This later doctrine is known as "Idealistic Monism". It was embraced by various cults in Babylonia, India, and Egypt."

(১২৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণের একস্থানে দেখা যাইতেছে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সূর্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ব্রহ্মোবাচ—নমস্তে সন্ময়ং সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বময়শ্চ যঃ। বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥

য ঋঙ্ময়ো যো যজুষাং নিধানং সাম্নাঞ্চ যো যোনিরচিন্ত্যশক্তিঃ। ত্রয়ীময়ী স্থূলতয়ার্দ্ধমাত্রা পরস্বরূপো গুণপারযোগ্যঃ॥

তং সর্ব্বহেতুং পরমেড্যবেদ্যমাদৌ পরজ্যোতিরবহ্নিরূপম্। স্থূলঞ্চ দেবাত্মতয়া নমস্তে ভাস্বন্তমাদ্যং পরমং পরেভ্যঃ॥" ইত্যাদি

(১২৫) "Surya the sun, is called the son of the sky." (P. 267. LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION by Max Muller.)

কাজেই তেজের অধিদেবতা সূর্য্যদেব আকাশের পুত্র বলিয়া বেদে বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঋগ্বেদের নানাস্থানে সূর্য্যদেবকে বিশ্বসংসারের নির্ম্মাতা, রক্ষাকর্ত্তা, ইত্যাদি বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে (১২৬)। সূর্য্যদেবের সহিত বরুণদেব এক রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন বলিয়াও ঋগ্বেদের অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (১২৭)। এই সকল বৈদিক ও পৌরাণিক বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি করিলে বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের অধিদেবতাগণের নিকট হইতে যে কতদূর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এই কারণে ধ্বংসকারী দৈত্য মহিষাসুর প্রভৃতির অত্যাচার হইতে নিজেদের সৃষ্ট বস্তুকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা যেরূপ চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, বায়ু বরুণ সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণও যে সে সময়ে সেইরূপ বা ততোধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন ইহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। এই অবস্থাতে বিপন্ন দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া চিন্তাকুল ব্রহ্মা, রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু এবং বিনাশকর্ত্তা শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইয়া মহিষাসুরের অত্যাচার নিবারণের উপায় বিধানের জন্য তাঁহাদের নিকটে যে প্রার্থনা করিতেছেন চণ্ডীগ্রন্থের দ্বিতীয় চরিত্রের প্রারম্ভে ইহা বর্ণিত হইতে দেখিয়া কেহই কিছুমাত্র বিস্মিত হইতে পারেন না। চণ্ডীর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মধ্যে অনেকে লিখিয়াছেন—স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবতাগণ স্বর্গ উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা এবং দেবতাগণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, নিজেদের বাসস্থান স্বর্গ-উদ্ধার অপেক্ষা অত্যাচারীর হাত হইতে সমগ্র সৃষ্টিরক্ষা করিবার চেষ্টাতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুসদনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এরূপ ব্যাখ্যান করিলেই বোধ হয় অধিক পরিমাণে সত্য সিদ্ধান্তের সমীপবর্ত্তী হওয়া যাইতে পারে।

---

(১২৬) "We can follow in the Vedic hymns, step by step, the development which changes the sun from a mere luminary into creator, preserver, ruler, and rewarder of the world—in fact, into a divine or supreme being" (P. 271 LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION by Max Muller.)

(১২৭) "This Mitra is most frequently invoked in conjunction with Varuna. Both stand together on the same chariot." (P. 269. Do)

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্॥ ১০৯
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ ১১০
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥ ১১১
এতদ্ বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥ ১১২
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ॥ ১১৩
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥ ১১৪
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥ ১১৫
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ১১৬
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ ১১৭

---

১০৯ হইতে ১১৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবগণ, শিব এবং বিষ্ণুর নিকটে, আপনারা মহিষাসুর কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণন করিলেন। (তাঁহারা বলিলেন) সেই মহিষাসুর নিজেই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণের অধিকার সকল গ্রহণ করিয়াছে। দেবতাগণ সেই

দুরাত্মা কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মনুষ্য ভাবে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছেন। দেবশত্রুর এই কার্য্যকলাপ আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম এবং আমরা আপনাদের শরণ লইলাম। এখন আপনারা তাহার বধের উপায় চিন্তা করুন। দেবতাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন ও শম্ভু কোপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের বদনমণ্ডল ভ্রুভঙ্গীতে ভীষণ ভাব ধারণ করিল। অনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চক্রপাণি ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ হইতে মহৎ তেজঃ নিঃসৃত হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে নির্গত বিপুল তেজঃ এই তেজের সহিত মিলিয়া এক হইল। দেবগণ তথায় সেই সুমহৎ তেজোরাশিকে, দশদিকে শিখা দ্বারা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত পর্ব্বতবৎ দেখিতে পাইলেন। প্রভামণ্ডলে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই সর্ব্বদেব-শরীরসম্ভূত অতুলনীয় তেজঃ একীভূত হইয়া এক নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১১০ সংখ্যক শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারিতেছি যে,—সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাদিগের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাধিকার সমস্তই মহিষাসুর অপহরণ করিয়া তিনি স্বর্গের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে মহিষাসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত এবং তাহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতারা তখন মর্ত্ত্যলোকের সাধারণ জীবের মতন পৃথিবীতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন। দেবতাগণের বিশেষতঃ প্রধান যে কয়েকটি দেবতার নাম এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন পদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাধিকার সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাধা নাই। বরং এরূপ আলোচনা দ্বারা দেবতা ও দানবগণের আকৃতি প্রকৃতি উৎপত্তি ও স্থিতির কিঞ্চিৎ রহস্য উৎঘাটন এবং দেবদানবের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিসংবাদের কারণঘটিত কতকগুলি জটিল প্রশ্ন পরিস্কার করিয়া লইবার সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে। শ্লোকের প্রথমে সূর্য্যদেবের নাম থাকাতে সূর্য্যদেবের কথাই প্রথমে আরম্ভ করা যাউক। সূর্য্যদেব যে আকাশের পুত্র অর্থাৎ আকাশ হইতে সূর্য্যদেব যে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মার ন্যায় সূর্য্যদেবকেও বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষার কর্ত্তা বলিয়া বেদে যে বর্ণনা করা হইয়াছে এ কথা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে উহা আরও একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবের শিক্ষিতগণ মধ্যে অনেকে সূর্য্য এবং সূর্য্যমণ্ডলকে একটা জড়বস্তু মনে করিয়া সময়ে সময়ে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন। সূর্য্য একটা জড়পিণ্ড, কাজেই সূর্য্যের উপাসনা জড়ের উপাসনা ভিন্ন কিছু নহে

এমন ধারণাও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াও রাখিয়াছেন যে,—এ দেশের লোকে প্রথমতঃ পাহাড় পর্ব্বতাদি জড়পিণ্ডের উপাসক ছিলেন। পরে নদ নদীর হ্রাস বৃদ্ধি এবং চন্দ্র সূর্য্যাদির উদয় অস্ত এবং গতি শক্তি দেখিয়া ইহাঁদের দ্বারা উদ্ভাবিত ভাবী বিপদাশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভয়ে ভয়ে হিন্দুরা ইহাঁদের পূজা ও উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছিলেন (১২৮)। তাঁহাদের মতে বেদে সূর্য্যাদিকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিবার মূলে নিহিত রহস্য এই। ভয় হইতে অসভ্য জাতিদের দেবপূজার মূল উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু বৈদিক উপাসনার উৎপত্তিস্থান ভয় নহে, উহার ভিত্তি-ভূমি হইতেছে ভক্তি। কৃতজ্ঞতা হইতে এই ভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। বেদে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় মহাতেজোরূপ দেবতাকে সূর্য্যদেব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই ঐরূপ সূর্য্যের উপাসনাকে জড়ের উপাসনা বলা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ জগৎকে তাপদান করা কিম্বা আলোদান করাই কেবল এই সূর্য্যদেবের একমাত্র কার্য্য বলিয়া কথিত হয় নাই। সূর্য্যদেব সকলের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সর্ব্বক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতার করে সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে সূর্য্যদেবকে স্তুতি করা হইয়াছে (১২৯)। কেবল ইহাই নহে

---

(১২৮) 'In short, though no one would deny the strong influence of Nature worship upon primitive religions, yet the part played by inanimate phenomena must not be overrated. Early superstitions derive much from the heavens above, from the sky, the storms, the seasons, and from light and darkness. The great Nature gods still reign in India, if they do not govern; and their influence is felt over a wide range of legend and liturgy." (P. 39. ASIATIC STUDIES. By Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., C. I. E.)

(১২৯) "In other places, however, the tone of the Vedic poets changes. The sun is no longer the bright Deva only, who performs his daily task in the sky, but he is supposed to perform much greater work; he is looked upon, in fact, as the ruler, as the establisher, as the creator of the world.

We can follow in the Vedic hymns, step by step, the development which changes the sun from a mere luminary into a creator, preserver, ruler, and rewarder of the world—in fact, into a divine or supreme being.

The first step leads us from the mere light of the sun to that light which in the morning wakes man from sleep, and seems to give new life, not only to man, but to the whole of nature. He who wakes us in the morning, who recalls the whole of nature to new life, is soon called 'the giver of daily life.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সূর্য্যদেব, জীবের দেহসম্বন্ধীয় পীড়া সকল বিদূরিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহী করিবার যে ক্ষমতা রাখেন, এমন কথাও ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (১৩০)। কায় এবং মন দ্বারা আমরা যে সকল পাপ উৎপাদন করিয়া থাকি সে সমস্ত দূরীভূত করিবার জন্যও সূর্য্যদেবের নিকটে কেবল ঋগ্বেদের নহে অন্যান্য বেদের অনেক স্থানে অনেক প্রকারের প্রার্থনা মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় (১৩১)। ব্রাহ্মণেরা যে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা এই প্রকারের মন্ত্র সকল দ্বারা যে পূর্ণ রহিয়াছে ইহা সন্ধ্যোপাসনাকারী ব্রাহ্মণ মাত্রেই অবগত আছেন (১৩২)। যে গায়ত্রী, ব্রাহ্মণ মাত্রেরই জীবনের প্রধান অবলম্বন, সেই গায়ত্রী সূর্য্যদেবের উপাসনা তত্ত্বেই পূর্ণ এমন ব্যাখ্যাও অনেকে করিয়া থাকেন (১৩৩)। অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এমন কথা বলিবার কারণ এই যে গায়ত্রীর অর্থ নির্ণয় করণ ব্যাপার লইয়া প্রবীন পণ্ডিত-

---

Secondly, by another and bolder step, the giver of daily light and life becomes the giver of light and life in general. He who brings light and life to-day, is the same who brought life and light on the first of days. As light is the beginning of the day, so light was the beginning of creation, and the sun, from being a mere light-bringer or life-giver, becomes a creator, and, if a creator, then soon also a ruler of the world.

Thirdly, as driving away the dreaded darkness of the night, and likewise as fertilizing the earth, the sun is conceived as a defender and kind protector of all living things.

Fourthly, the sun sees everything, both what is good and what is evil; and how natural therefore that both the evil-doer should be told that the sun sees what no human eye may have seen, and that the innocent, when all other help fails him, should appeal to the sun to attest his guiltlesness!" (P. 270, 271, LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION, by Max Muller.)

(১৩০) The sun is asked to drive away illness and bad dreams." (p. 272, LECTURES ON THE ORIGIN OFRELIGION by Max Muller.)

(১৩১) " Thus we read (IV, 54,3), ' Whatever we have committed against the heavenly host through thoughtlessness, through weakness, through pride, through our human nature, let us be guiltless here, O Savitar, before gods and men." (P. 272 Do).

(১৩২) মহামণ্ডল প্রেসে মুদ্রিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন-কৃত "ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১৩৩) "গায়ত্রীর অপর একটি প্রসিদ্ধ বৈদিকরূপ আদিত্য জ্যোতিঃ। সূর্য্য বা সূর্য্যরূপী বিষ্ণু গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা। সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদ বলেন—'যে প্রত্যক্ষদেব আদিত্য গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া সকলের নয়নগোচর হইতেছেন, তিনিই সেই অনাদিনিধন পরমপুরুষ! যাহারা এই আদিত্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমস্ নামক অধোলোকে প্রবেশ করে।' এই বেদ বিজ্ঞান সম্যক্ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন। বেদে আছে, নিয়ত স্থয়মানতা হেতু সূর্য্য, সবন হেতু সবিতা, আদানহেতু আদিত্য, পবন হেতু পাবন, আপ্যায়ন হেতু আপঃ, এই সমস্তরূপে ভগবান্ বিষ্ণু জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।" (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গণ মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে। *কেহ বলেন, গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার মন্ত্র ; আবার কেহ বলিয়া থাকেন, গায়ত্রী সূর্য্যোপাসনার মন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যানকর্ত্তা সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর চারিপ্রকার অর্থ ব্যাখ্যান করিয়া উহার কোন্‌টি যে গ্রহণ যোগ্য তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই (১৩৪)। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই কঠিন বিষয়ের সমাধান অন্যরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। এই উপনিষদের একস্থানে দুই ব্রহ্মবিদ্-ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যে সূর্য্যদেব ব্রহ্ম ভিন্ন যে পৃথক বস্তু নহে ইহাই কথিত হইয়াছে (১৩৫)। এই ব্রহ্মরূপিসূর্য্যদেব দিঙ্মণ্ডল মধ্যে, ব্যোম মধ্যে, পঞ্চভূত মধ্যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল মধ্যে চৈতন্যময় এবং অবিনশ্বররূপে সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন এমন কথাও বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদে এই বিষয়টি আরও পরিস্কার হইয়া রহিয়াছে (১৩৬)।

---

* * * "বেদবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য্য কেবল মাত্র জড় তেজঃপিণ্ড নহে, প্রত্যুত জীবদেহের অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্ম তত্ত্বময় জীবাত্মা, সূর্য্যদেহের অন্তর্যামী তেমন 'সূর্য্য-আত্মা' নামক দেহী আছেন। আধিদৈবিকরূপে তিনি সবিতা দেবতা-রূপে উপাস্য, গায়ত্রীর জ্যোতির্ধ্যানের ধ্যেয় মূর্ত্তি। ইহার উপাসনায় উপাসক দেহান্তে অবাধে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া ক্রম-মুক্তি লাভ করে" (২৩৯, ২৪০, ২৪১ পৃষ্ঠা, বৈদিকসন্ধ্যা, শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত)

(১৩৪) "Sayana gives no less than four different explanations of the gayatri, and leaves his readers free choice as to which they will accept." (Whitney Colebrooke's Misc. Essays)

(১৩৫) "রাজা পুলুষিতনয় সত্য যজ্ঞকে বলিলেন—প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে বিশ্বমূর্ত্তি আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? প্রাচীনযোগ্য উত্তর করিলেন,—'দেব, আমি সূর্য্যকেই বিশ্বব্যাপী আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি।' রাজা বলিলেন, 'তুমি যাহাকে আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাক' সেই সূর্য্য, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার "সর্ব্বরূপের আধার" একটি অংশ মাত্র।"

"রাজা জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শার্করাক্ষ্য, তুমি কাহাকে বিশ্বমূর্ত্তি আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? শার্করাক্ষ্য উত্তর করিলেন, —'ভগবন্, আমি আকাশকেই বিশ্বব্যাপী আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি।" (পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ-বেদান্ত-শাস্ত্রি-অনূদিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশখণ্ড পঞ্চদশ খণ্ড।)

(১৩৬) "He who dwelling in the sun, is within the sun, whom the sun does not know, whose body is the sun, who from within rules the sun, is thy soul, the Inner Ruler, immortal.

"He who dwelling in the quarters, is within the quarters, whom the quarters do not know, whose body are the quarters, who from within rules the quarters, is thy soul, the Inner Ruler, immortal. * * * *

"He who dwelling in the ether, is within the ether, whom the ether does not know, whose body is the ether who from within rules the ether, is thy soul, the Inner Ruler immortal.

"He who dwelling in all elements, is within the elements, whom the elements do not

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সূর্য্যদেব সম্বন্ধে বেদ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে এইরূপ উচ্চভাবের উক্তি সকল এক্ষণে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বকালের শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত ইয়োরোপিয়ান গ্রন্থকারগণের সূর্য্যমণ্ডল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের প্রতি এক্ষণে অনেকেই অনাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইয়োরোপিয়ান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, এদেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় অদ্যাপি সূর্য্যের অনুরক্ত উপাসক না হইতে পারিলেও এক্ষণে কেহ কেহ সূর্য্যের ভাবগ্রাহী ভক্ত হইয়া যে উঠিতেছেন এমন কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। (১৩৭) বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ সকলের মধ্যে সূর্য্যের প্রাধান্য দান করিতে যে কেবল সংস্কৃতশাস্ত্র অনুশীলনকারী ইয়োরোপের পণ্ডিতগণকেই দেখা যাইতেছে তাহাই নহে, ইয়োরোপের এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মধ্যেও অনেককে ইদানীং এই সিদ্ধান্তের সমর্থক রূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই বিরাট বিশ্বের তাপের মূলাধার সূর্য্য, এই বিশ্বে আমরা যে কোন বস্তুতে যে কোন প্রকারের বর্ণ অবলোকন করিয়া থাকি তৎসমস্তের একমাত্র কারণ সূর্য্য এবং দিবা রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু ভেদে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ যে সূর্য্য, এ সকল সুগভীর তত্ত্ব ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরন্তু বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুটীও যে চৈতন্যের আধার এবং তাহাদের ভিতরেও যে বোধশক্তির বিকাশ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে এই মহান্ সত্যটি আবিস্কার করিয়া সম্প্রতি

---

know, whose body are the elements, who from within rules the elements, is thy soul, the Inner Ruler, immortal. This is (his) relation to the elements Next of (his) relation to the soul. *

He said.—'What is above the heavens, O Gargi, what is beneath the earth, what is between, and what is these two, heavens and earth, and what is called past, present and future—is woven and rewoven on the ether." "Upon what then is the ether woven and rewoven?" * * * *

He said.—"It is called by the Brahmans the indestructible one, O Gargi. (This) is not of a gross body, it is not subtile, not long, not wide, not red, not viscid, not shadow, not darkness, not air, not ether, not adhesive, not taste, not smell, not eye, not ear, not speech, not mind, not life, not light, not entrance, not measure, not within, not without. It does not consume any thing, nor does any one consume it." * * * * (BRIHAD ARANYAKA UPANISHAD, translated by Dr. E. Roar.)

(১৩৭) "In the Veda there is a nature-religion and an ancestor-religion. These approach but do not unite; they are felt as shudered beliefs. Sun-myths, though by some denied *in toto*, appear plainly in the Vedic hymns. Dead heroes may be gods, but gods, too, are natural phenomena, and, again, they are abstractions. He that denies any one of these sources of godhead is ignorant of India." (p. 173, THE RELIGIONS OF INDIA by EDWARD WASHBURN HOPKINS).

ইয়োরোপের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, সূর্য্য যে জড়পিণ্ড নহে, সূর্য্য যে চৈতন্যময় দেবতা, আমাদের শাস্ত্রের এবম্বিধ উক্তি সকল প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন (১৩৮)। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রীয় উক্তি সকল ইয়োরোপের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ধীরে ধীরে সমর্থিত ও সপ্রমাণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আনন্দে উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোনই কারণ নাই, তবে একটুকু সুখের বিষয় এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও যাঁহারা কুসংস্কার অন্ধকারে আমস্তক নিমজ্জিত রহিয়া বেদ পুরাণের কথাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, বিজ্ঞানের নূতন আলোকের কৃপায় ইদানীং তাঁহাদের মুদ্রিত চক্ষুর পাতা ঈষৎ খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আর তাহারই ফলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদকে আজি পার্থিব জ্ঞানের অনন্ত অফুরন্ত ভাণ্ডাররূপে উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন (১৩৯)। কেবল ইহাই নহে,

---

(১৩৮). বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যানের একস্থানে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হেকেলের গ্রন্থ হইতে এই কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and will."

বালগঙ্গাধর তিলক The Riddle of the Universe গ্রন্থের নবম অধ্যায় হইতে পরমাণুতে বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তির সত্তাসম্বন্ধে উক্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আর একটি মহামূল্যবান উক্তি যে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—

"I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I in common with the distinguished psychologist Ewald Hering consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances."

"The universe is not to be regarded as a collection of atoms held together by accident, but as being interpenetrated and controlled by an inherent dynamic power. This originating or dynamic power is called *Pneuma*." (p. 87, A SHORT HISTORY OF PHILOSOPHY by Arch B. D. Alexander, M. A.)

(১৩৯) "The chief importance of the veda is not indeed for the history of literature, but it lies elsewhere; it lies, as the following commentary seeks to show, in the very extraordinary fullness of disclosures which this unique book gives to the student of philosophy and history of civilization. In this, no other literature is to be compared with it, and though the aesthetic value of this relic of long-vanished times has sometimes been exaggerated, yet its historical importance, its value for the history of mankind, cannot easily be overrated."

(p. 91, R. Arrowsmith's English translation of the German Editon of the RIG VEDA by Adolf Kegi).

ইয়োরোপের নব্য কবিগণ মধ্যেও কেহ কেহ সূর্য্যদেব সম্বন্ধে বেদ এবং উপনিষদের অতি উচ্চ ভাবের কথাগুলি যে তাঁহাদের হৃদয়ে ইদানীং কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ব ও প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদির অনেক স্থানে সপ্রমাণিত করিয়া দিতেছে (১৪০)। বেদ পুরাণের একটি পৃষ্ঠাও চক্ষে না দেখিয়া এবং সংস্কৃত ভাষার একটি অক্ষরের সহিত ও পরিচিত না হইয়া এই সকল আধুনিক ইয়োরোপিয়ান লেখক এবং কবিগণ সূর্য্য-প্রকৃতির যেরূপ উজ্জল চিত্র তাঁহাদের রচিত কাব্যাদির নানাস্থানে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে সূর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধীয় একটি অভিনব তথ্য আমরা অতি সহজে নিষ্কাসন করিতে পারি। তাহা এই যে—সূর্য্যদেব সম্বন্ধীয় মানবহৃদয়ের উচ্চ ধারণাগুলি মানুষের স্বভাবসিদ্ধজ্ঞান-সঞ্জাত। এই বিশ্ব সংসারে সূর্য্যের কেবল তাপদান ও তেজদান কার্য্যকেই যে সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল

---

(১৪০) ইংলণ্ডের ভাবুক কবি শেলী, আপোলো দেবতার নিম্নে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে ঐ দেবতার যে সকল ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা পড়িলে এই আপোলো দেবকে সূর্য্যদেব ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না।

"I feed the clouds, the rainbows and flowers.
With their ethereal colours; the Moon's globe,
And the pure stars in their eternal bowers
Are cinctured with my power as with a robe;
Whatever lamps on Earth or Heaven may shine,
Are portions of one power, which is mine.

I am the eye with which the Universe
Beholds *itself* and knows itself divine;
All harmony of instrument or verse,
All prophecy, all medicine are mine."

শেলীর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে মহাকবি সেক্ষপিয়র সূর্য্যালোক প্রতি এই স্তুতি গীতি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন।

"Hail, holy Light, offspring of Heaven, first-born,
Or of the Eternal coeternal beam,
May I express thee unblamed? since God is light,
And never but in unapproached light
Dwelt from eternity, dwelt them in thee,
Bright effluence of bright essence increate,"

ব্যাপক বলিয়া সকল দেশের শিক্ষিত লোকে জানিয়া রাখিয়াছেন তাহাই নহে, পরন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে;—দেবতারূপে সূর্য্যের বিশ্বপালন কার্য্যশক্তিটিকেও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল শ্রেনীর লোকে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রসারিত বা সঙ্কুচিত অবস্থানুসারে অল্প বিস্তর উপলব্ধি করিয়া লইয়া রাখিতে পারিয়াছেন। সূর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালের মানব সমাজের অবস্থা হইতে আধুনিক সভ্যসমাজের লোকের চিত্তবৃত্তির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারিতেছি। পৃথিবীর প্রাচীন জাতি সমুহের পুরাতত্ত্ব যিনিই অনুশীলন করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন, পুরাকালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অধিবাসিরাই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় এক পরম দেবতাকে বিশ্বের পালনকর্ত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনাদিতে সদা রত হইয়া থাকিতেন। চীন ও জাপান দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের প্রধান উপাস্যবস্তুই ছিল—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতাধিপ দেবতাগণ (১৪১)। এখনও বৌদ্ধধর্ম্মালোকে সমুজ্জল চীনদেশে সূর্য্যদেবের বার্ষিকী পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে (১৪২)।

---

(১৪১) "The ancient religion of China, which is much older than, and continued beside and after Confucianism, is a combination of nature-worship and of the dead. This nature-worship is the worship of the Universe through its parts and phenomena, a universalistic animism, a kind of polytheism, akin to that of the Vedic religion. The gods are the deities that animate heaven, the sun and moon, the stars, wind, rain, clouds, the earth, mountains, rivers, and so forth." (p. 44, LECTURES ON COMPARATIVE RELIGION by Arthur Anthony Macdonell).

(১৪২) "The most important sacrifice offered to this god took place on the night of the winter solstice and was presented by Emperor at Peking on the 'Altar of Heaven', which is open to the sky and is the largest altar in the world. On this altar are tablets for the spirits of the Sun, the Moon, the Great Bear, the five planets, the twenty-eight principal constellations (corresponding to the Indian *naksatras*) and the host of stars; also for those of the winds clouds, rain, and thunder. Before these tablets were dishes and baskets with sacrificial articles." (p. 45, COMPARATIVE RELIGION by Arthur Anthony Macdonell).

চীনের প্রতিবেশী জাপান দেশবাসিগণ অদ্যাপি সূর্য্যদেবকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান সম্রাটকে সূর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া যে তাঁহারা গৌরব করিয়া থাকেন তাঁহাদের এই একটি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতেই অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ইজিপ্ট্ দেশের অতি পুরাকালের ঐতিহাসিক চিত্র সকল যাহা ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে ও বিপুল অর্থব্যয়ে অল্পদিন হইল উৎঘাটন করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেও দেখা যাইতেছে, ঐ দেশে পুরাকালে সূর্য্যোপাসনার অতিশয় প্রাধান্য ছিল (১৪৩)। প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান জাতির ন্যায় প্রাচীন ফিনিকিয়ান জাতিও সূর্য্যোপাসক ছিলেন (১৪৪)।

---

(১৪৩) অতি পুরাকালে ইজিপ্ট্ দেশবাসিগণের চিত্তে সূর্য্যদেবের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঐ দেশের ভগ্ন পিরামিড ও মন্দিরাদির গাত্রে খোদিত এবং চিত্রিত আকাশদেব সূর্য্যদেব জলদেব প্রভৃতির মূর্ত্তিদৃষ্টে এখনও জানিতে পারা যাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বোপরি পরম দেবতার আবাস স্থান ছিল "নূ" তে। এই "নূ" কে কেহ জল বলিয়া মনে করেন,কেহবা আকাশ বলিয়া অনুমান করেন। "নূ" হইতে "রা" দেবতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বিশ্বপালন কর্ত্তা "রা" দেবতার পরিচয় লুই স্পেন্স কৃত Dictionary of Mythology গ্রন্থে এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে,—

"RA. An Egyptian deity, creator of gods, men, and the universe. He was the most ancient and primaeval of all the gods. The sun, emblem of life, light, and fertility, is his symbol. He was worshipped at Annu, the Greek Hellopolis, and is usually depicted as a hawk-headed human being crowned with 'the sun's disc and uraeus, and grasping a sceptre with a grey-hound's head"

"In Egypt the sky was symbolized as the goddess Nut, and the earth as the god Seb but the Libyans had an earth-goddess Neith. The "Queen of Heaven" was a Babylonian and Assyrian deity. If the Brown race predominated in the Aryan blend during the Vedic Age, we should have found the Great Mother more in prominence." (p. xxxi, INDIAN MYTH AND LEGEND by Donald A. Mackenzie).

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজি অংশে Queen of Heaven শব্দে এখানে স্বর্গের নহে পরন্তু আকাশের অধিশ্বরী বা আকাশদেবী বুঝিতে হইবে। ইংরাজি ভাষাতে আকাশ এবং স্বর্গ অনেক স্থানে এক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

[১৪৪] "সাঙ্কোনিয়াথো বলেন যে পৃথিবী ও পশু পক্ষ্যাদি সমুদায়ের সৃষ্টি হইবার পর 'প্রোটোগোনস্' অর্থাৎ প্রথম-সৃষ্ট, এবং 'ইয়ন্' অর্থাৎ জীবন নামা আদিম দুই নরনারীর সৃষ্টি হয়। বৃক্ষের ফল যে মনুষ্যের অদনীয়, তাহা ইয়নই প্রথম প্রকাশ করেন। ইহাদিগের 'জিনস্' নামক এক পুত্র এবং 'জিনিয়া' নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইহারা কোন সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া বেলনীমন [সূর্য্য] দেবের প্রতি হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বেলনীমন্ তাঁহাদিগকে জলদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই জিনস্ এবং জিনিয়ার তিনটি সন্তান হয়। তাঁহাদিগের নাম ফস্ [আলোক] প্যর্ [তাপ] এবং ফ্রক্স [অগ্নিশিখা]। ইহাঁরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করণের উপায় প্রকাশ করেন, এবং বায়ু ও অগ্নির পূজা আরম্ভ করেন। কথিত আছে ইহাঁদিগের সন্তানেরা অতিপ্রকাণ্ডকায় হইয়াছিল। তাঁহাদের নামেই লিবানস্ প্রভৃতি পর্ব্বতের নামকরণ হয়।" ১২১ পৃঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত পুরাবৃত্তসার, ফিনিকীয়দিগের বিবরণ।

জগত হইতে বিলুপ্ত প্রাচীনজাতি সকল মধ্যে ব্যাবিলোনিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের নাম ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে আজিকালি অতিশয় সমাদৃত হইয়া উঠিতেছে। এই ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীন অধিবাসিরাও সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া কথিত হয়েন (১৪৫)। ব্যাবিলোনিয়ার নিকটবর্ত্তী পারশ্যদেশের পুরাকালের অধিবাসিগণ যে অতি পূর্ব্বে সূর্য্যাদি পঞ্চদেবের এবং পরে অগ্নিদেবের উপাসক হইয়াছিলেন ইহা নব্য পারশ্যদেশের এবং পার্শীজাতির ইতিহাস পাঠকগণ মধ্যেও অনেকে অবগত আছেন (১৪৬)। পারস্যদেশবাসিদের ন্যায়

(১৪৫) "The two great cities of the sun in ancient Babylonia were the Akkadian Sippar and the Sumerian Larsa. In these the sun god, Shamash or Babbar, was the patron deity He was a god, of Destiny, the lord of the living and the dead, and was exalted as the great Judge, the lawgiver, who upheld justice; he was the enemy of wrong, he loved righteousness and hated sin, he inspired his worshippers with rectitude and punished evildoers. The sun god also illumined the world, and his rays penetrated every quarter: he saw all things, and read the thoughts of men; nothing could be conceald from Shamash." (p. 54, MYTHS OF BABYLONIA by Donald A, Mackenzie)

(১৪৬) "In Persian Mythology Mitra, as Mithra, is the patron of Truth, and "the Mediator" between heaven and earth. This god was also worshipped by the military aristocracy of Mitanni which held sway for a period over Assyria. In Roman times the worship of Mithra spread into Europe from Persia." (p. 55, MYTHS OF BABYLONIA by Donald A. Mackenzie).

"Thus, then, we have the cultus of Mithra as the sun-god, the deity of light and truth, created by, and yet co-equal with, the Supreme Deity, and fighting on the side of the good against the evil power Angra-Mainyu (Ahriman),—this at a period long before the Christian era." (p. 197, RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD)

"The Persians, according to my own knowledge, observe the following customs. It is not their practice to erect statues, or temples, or altars, but they charge those with folly who do so; because, as I conjecture, they do not think the gods have human forms, as the Greeks do. They are accustomed to ascend the highest parts of the mountains, and offer sacrifice to Jupiter, and they call the whole circle of the heavens by the name of Jupiter. They sacrifice to the sun and moon, to the earth, fire, water, and the winds." (p. 199, RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD).

"The religion of the persian seemed to Greek observers a pure nature wrship. They had no temples or images—as Herodotus opines, because they did not, like the Greeks, conceive the gods to be of the same nature as men. They offer sacrifice, he tells us, on mountain tops to Zeus, by which name is to be understood the whole circle of heaven; they sacrifice also to the sun and the moon and the earth, to fire and water and the winds. The Avesta contains hymns to the sun and the moon and to the star Sirius (Tishtrya); of the divine fire and the sacredness of water and air there will be more to say in another connection." (p. 374, HISTORY OF RELIGIONS by George Foot Moore, D. D. LL. D.)

পুরাকালে পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির নরনারীগণও সদা সর্ব্বদা সূর্য্যদেবের পূজা অর্চ্চনা করিতেন (১৪৭)। ইয়োরোপের নব্য পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন, পুরাকালে ভারতবর্ষ হইতেই সূর্য্যোপাসনার প্রথা ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ। কারণ আমরা দেখিতেছি, ভারতের বহুদূরে স্থিত এমেরিকা খণ্ডেও অতি পুরাকালে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল (১৪৮)।

---

(১৪৭) পশ্চিম এসিয়া খণ্ডের ব্যাবিলোনিয়া, এসেরিয়া, পারস্য, আরব্য প্রভৃতি দেশবাসী প্রাচীন জাতি সমূহের বংশধরগণকে সাধারণঃ সিমিটিক জাতি বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই যে এক সময়ে ভারতীয় আর্য্যজাতির ন্যায় প্রগাঢ় সূর্য্যোপাসক ছিলেন, একথা পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার তাঁহার রচিত NATURAL RELIGION গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"We know that among the Semitic as well as among the Aryan nations, the sun was an absorbing object of thought, whether in its daily or in its annual character. In Babylon, for instance, the sun was not only the chief deity, but also the favourite subject of that daily gossip which we have learnt to call folk-lore, or legend and myth. One of the most widely spread of those legends was the story of the love between the sun and the earth. Under different names that story has been told all over the world. Men could not help telling it, as soon as they began to tell anything. So long as their chief interest centred in the annual produce of the soil, so long in fact, as their very life depended on the happy union of the fertile earth and the warm embraces of the sun, their thoughts were solar." (p. 525, 526, NATURAL RELIGION, by Max Muller.)

(১৪৮) "The ancient Mexicans conceived the sun as the source of all vital force; hence they named him Ipalnemouasni, "He by whom men live." But if he bestowed life on the world, he needed also to receive life from it And as the heart is the seat and symbol of life, bleeding hearts of men and animals were presented to the sun to maintain him in vigour and enable him to run his course across the skys." (p. 79, THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer).

এমেরিকার ম্যাক্সিকো দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ যেরূপ এক সময়ে সূর্য্যদেবের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন, এমেরিকার আর একটি প্রদেশ পেরুর প্রাচীন অধিবাসিগণও অতি পুরাকালে সূর্য্যদেবের তদ্রূপ কিম্বা ততোধিক অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। Help's SPANISH CONQUEST OF AMERICA গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—

"Our northern natures can hardly comprehend how the sun, and the moon, and the stars were imaged in the heart of a Peruvian, and dwelt there; how the changes in these luminaries were combined with all his feelings and his fortunes; how the dawn was hope to him, how the declining sun was death to him; and how the new morning was a resurrection to him; nay more, how the sun, and the moon, and the stars were his personal friends, as well as his deities."

পৃথিবীর মানচিত্র একখানি সম্মুখে উন্মোচন করিয়া বসিলে যে কেহ দেখিতে পাইবেন,—পৃথিবীর একপ্রান্তে ভারত, সুদূর অপরপ্রান্তে আমেরিকা এবং সুদূর আর একপ্রান্তে সুবিস্তৃত রুশিয়া দেশ সংস্থিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেবের উপাসনা এক সময়ে এই তিন দেশেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আংশিক আছে। ভারতে প্রচলিত সূর্য্যোপাসনার প্রবাহ আমেরিকার মেক্সিকো এবং পেরু প্রদেশে যাইয়া পড়িয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেঐ সূর্য্যোপাসনার তরঙ্গ এক সময়ে এদেশ হইতে রুশিয়ার উত্তর প্রান্তে পোল প্রভৃতি প্রদেশেও যাইয়া পড়িয়া থাকিবে মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত অতিশয় কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিতে বাধা নাই। এই সুদূর তিন স্থানের অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতির আকৃতি প্রকৃতি আচার বিচার আহার বিহার শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি অতি পুরাকাল হইতে এতই পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে যে ইহাঁদের মধ্যের একজাতি অন্যজাতি হইতে কেবল সূর্য্যদেবের পূজা করিবার পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন এরূপ উৎকট সিদ্ধান্ত করিতে সহসা সাহস হয় না। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসী মনুষ্যগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্ত্তনায় পুরাকাল হইতে পরম উপকারী সূর্য্যদেবকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিলে দোষের কথা হয় না। সুদূর দেশের অধিবাসী মানবগণ সূর্য্যকে সূর্য্যদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা অনুসারে তাঁহাদের উপাস্য সূর্য্যদেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি যে তাঁহারা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও উপরে লিখিত সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। রুসিয়াদেশে পুরাকালে ত্রিমস্তক বিশিষ্ট সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করা হইত; এক্ষণেও রুসিয়ার কোন কোন স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে (১৪৯)।

---

(১৪৯) "It is recorded by one of the Greek historians that "the Slave knew only one god, the *fabricator of lightening*, whom they look upon as the ruler of all. This god, represented with three heads, was named PERUN, and was portrayed with a fiery-red face, surrounded by flames. He was worshipped by the Russians, the Bohemians the Poles and the Bulgarians. A perpetual fire was maintained in honour of PERUN, which, if extinguished, was rekindled by sparks struck from a stone held in hand of the God's image. The name PERUN evidently meant either fire of the Sun or the One Fire." (p. 310, THE LOST LANGUAGE OF SYMBOLISM by Harold Bayleys).

"There is, moreover, plenty of Dissenters being *Raskolniki*. Among these are the *Staro-obriadatsi*, or followers of the old ritual, according to the schism produced by Nicon's emendation of the text of the Slavonic Version, as has already been described." (p. 357, RUSSIA by W. R, Morfill, M. A, F. B. A.)

অগ্নিকে সূর্য্যদেবের পার্থিব প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া অগ্নিতে সূর্য্যদেবের নামে আহুতি প্রদান করিবার প্রথা এদেশে সত্যযুগের মধ্যভাগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের অনেকস্থানে, পূর্ব্বকালে সূর্য্য ও অগ্নিকে যে অভিন্ন জ্ঞান করা হইত তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় [১৫০]। বেদের এবং পুরাণের অনেক স্থানে পৃথক্ ভাবেও সূর্য্য এবং অগ্নির নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য হইতে অগ্নিকে পৃথক করিয়া কেবল অগ্নিদেবকে পূজা করিবার প্রথা মধ্যকালে পারশ্য প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, ক্রমে ঐ সকল দেশে পঞ্চভূতাধিপ মধ্যে আকাশকে ত্যাগ করিয়া অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও পৃথিবীর পূজা এবং ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল [১৫১]। এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা প্রথা এক সময়ে যে রোম গ্রীস প্রভৃতি ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশে অতি প্রবল বেগে চলিয়াছিল ঐ সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারা যায় [১৫২]

ইয়োরোপে কৃশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও অনেককাল পর্য্যন্ত যে তথাতে পঞ্চ-দেবতার—বিশেষতঃ সূর্য্যদেবতার উপাসনা চলিয়াছিল রোমের ইতিহাসে তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে (১৫৩)। বর্ত্তমান সময়েও ইয়োরোপের কোন কোন স্থানের লোকে

(১৫০) "Agni becomes the representative of the Sun, and in his absence gives light and other blessings to man." (p, 9. HYMNS OF THE RIGVEDA, translated by Ralph T. H, Grifith, M. A., C. I. E)

"Of the few Vedic deities that receive hymnal homage chief is the Sun, or, in his other form, agni. The special form of agni has been spoken of above. He is identified with the All in some late passages, and gives aid to his followers, although not in battle." (p. 401, THE RELIGIONS OF INDIA by Edward Washburn Hopkins).

(১৫১) "Herodotus, when speaking of the Persians, says that they sacrificed to the sun, the moon, the earth, fire, water, and the winds." (p. 186. LECTURES on the ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION, by F. Max Muller),

(১৫২) 'Let us first consider some of the statments of ancient writers as to what they considered the character of their gods to be. Epicharmos says, the gods were the winds, water, the earth, the sun, fire, and the stars.

Prodikos says that the ancients considered sun and moon, rivers and springs, and in general all that is useful to us, as gods. Caesar, when giving his view of the religion of the Germans, says that they worshipped the sun, the moon, and the fire. (p. 186, ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION by F. Max Muller).

(১৫৩) "A very little inquiry serves to discover that this ancient cult, of which so little is known in our own time, was during some centuries of the Roman Empire the most widespread of the religious systems which that Empire embraced ; that is to say, that Mithraism was the most nearly universal religion of the western world in those early centuries which we commonly call Christian—the two or three centuries before the fall of Imperial Rome." (p. 194, RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD)

পঞ্চদেবতার প্রতি তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পঞ্চভূতাধিপ পঞ্চদেবতার বিশ্ব-ব্যাপক বিরাট ভাব বোধক মূর্ত্তি এখন হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিয়া গ্রাম্যদেবতা বা স্থানীয় দেবদেবী ভাবে তাঁহাদের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ আয়তনের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এখনও ইয়োরোপের অনেক স্থানের অনেক লোকে, সমুদ্র বা নদীকূলে, বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে বা অগ্নিকুণ্ডে তাঁহাদের উপাস্য ঐ সকল দেবতার আবির্ভাব কল্পনা করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকেন (১৫৪)।

---

(১৫৪) ইয়োরোপের কৃশ্চিয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্মমত প্রচার উপলক্ষে ঘোর যুদ্ধারম্ভ সময় হইতে পূর্ব্বতন ধর্ম্মে বিশ্বাসী লোকদিগকে কিছুকাল কিরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইয়োরোপের ইতিহাসে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত রহিয়াছে। একদিকে শত্রুদের অত্যাচার উৎপীড়নে অন্যদিকে তাহাদের ভয়ে ও প্রলোভনে আক্রান্ত হইয়াও যাহারা সে সময়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে জর্ম্মনি এবং আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই দুই দেশের তৎকালের অধিবাসিগণের বংশধরদিগের মধ্যে অনেকে নামে কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অদ্যাপি দেবদেবীর পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে পুরাকালের আচরণ অনুষ্ঠানগুলি কিয়ৎ পরিমাণে ধরিয়া রাখিয়াছেন। একজন গ্রন্থকার নিজেদের দেশের এই সকল কথা এই ভাবে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"In Ireland they were long unconquered, and are found as allies rather than serfs of the Gaels, rulling their own provinces, and preserving their own customs and religion. (p. 20, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire).

ঐ গ্রন্থেরই আর একস্থান হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

'The waste of water seems to have always impressed the Celts with the sense of primeval ancientness; it was connected in their minds with vastness, darkness and monstrous births—the very antithesis of all that was symbolized by the earth, the sky, and the sun." (p. 48, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire.)

আয়ারল্যাণ্ডের পুরাকালের যে হস্তলিখিত ধর্ম্মগ্রন্থে এই সকল দেবদেবীর কথা বর্ণিত রহিয়াছে, তাহার কিছু ছিন্ন পত্র আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল একাডেমি নামক স্থানে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে।

"Of the Irish manuscripts, the earliest, and, for our purposes, the most important, on account of the great store of ancient Gaelic mythology which, in spite of its dilapidated condition, it still contains, is in the possession of the Royal Irish Academy"

এই হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া আয়ারল্যাণ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচরণ সংক্রান্ত বিবিধ আচার ব্যবহারের নিগূঢ় রহস্য এখনও কিয়ৎ পরিমাণ উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে।

"Mr. Laurance Gomme, in his ETHNOLOGY IN FOLKLORE, has collected many modern instances of the sacrifices of cattle not only in Ireland and Scotland, but also in Wales, Yorkshire, Northamptonshire, Cornwall and the Isle of Man."

(p, 412, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire)

পঞ্চদেবতার রূপান্তরিত ভাবের আধুনিক পূজার্চ্চনার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পুরাকালের কথা এখানে আরও কিছু বলিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি। পঞ্চদেবতার পূজা, পুরাকালে সাধারণ ভাবে ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিলেও উহার কোন স্থানে বায়ু দেবতার কোন স্থানে বা অগ্নি দেবতার উপাসনার সমধিক প্রচার ছিল। রোম রাজ্যে যেমন এক সময়ে সূর্য্যোপাসনার প্রাধান্য ছিল, সেইরূপ নরওয়ে প্রভৃতি দেশে বায়ু দেবতার পূজাতে যে লোকের অধিক অনুরাগ ছিল প্রাচীন ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (১৫৫)। বেদের বর্ণনা দেখিয়া যেমন জানিতে পারা যায় এদেশের লোকে অতি প্রাচীনকালে

"We find three forms of the survival of the ancient religion into quite recent times. The first is the celebration of the old solar or agricultural festivals of the spring and autumn equinoxes and of the summer and winter solstices. The second is the practice of a symbolic human sacrifice by those who have forgotten its meaning, and only know that they are keeping up an old custom, joined with late instances of the actual sacrifices of animals to avert cattle-plagues or to change bad luck. The third consists of many still-living relics of the once universal worship of sacred waters, trees, stones, and animals." (p. 406, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire.)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী অংশে আয়ারল্যাণ্ডের যে বলিদান প্রচলিত থাকিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঐদেশের উপাস্যা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা আনাদেবীর উদ্দেশ্যে অদ্যাপি অর্পিত হইয়া থাকে। এই দানবঘাতিনী আনাদেবীর সহিত চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিতা কালিকাদেবীর ভাব ও কার্য্যগত সৌসাদৃশ্য কি বিষয়ে কতদূর রহিয়াছে, তাহা চণ্ডীগ্রন্থের ৪১৮ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যান সময়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

"The essentially pagan character of the Easter fire festival appears plainly both from the mode in which it is celebrated by the peasants and from the superstitious beliefs which they associate with it. All over Northern and Central Germany, from Altmark and Anhalt on the east, through Brunswick, Hanover, Oldenburg, the Harz district, and Hesse to Westphalia the Easter fires still blaze simultaneously on the hill-tops." (p, 615, THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer:)

(১৫৫) "As wind-god he is the "spirit-god" in accordance with the widespread association of "wind" and "breath" and "soul" (spirit, for instance, is derived from *spiro*, I breathe). He gives "soul" to the logs of ash and alder which become the first man and the first woman. He is All-father, the framer of the world. Odin was probably exalted, because he was the spirit-god, by the wise men of Scandinavia, and made chief ruler in their Asgard, * * *."

(p. xxxi, TEUTONIC MYTH AND LEGEND by Donald A Mackenzie).

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কয়েক পঙ্‌ক্তি মধ্যে যে ওদিনদেবতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে তাঁহাকে কেহ আদিত্যদেব কেহবা পবনদেব কেহবা আদিত্যের জন্মদাতা ব্যোমদেব বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতার নিকটে তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতেন, ইয়োরোপ আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতি ভূ-খণ্ডের অধিবাসিগণও যে সেইরূপ তাঁহাদের সূর্য্যদেবতা অগ্নিদেবতা বায়ুদেবতা জলদেবতা এবং ক্ষিতিদেবতার নিকটে তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা সকল জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতেন, ঐ সকল দেশের পুরাতন দেবমন্দিরে খোদিত চিত্র এবং ঐ সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি দৃষ্টে তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পঞ্চভূতাধিপ দেবতাগণ মধ্যে আকাশ দেবতার নিকটে পূজা ও প্রার্থনাদি করিবার কথা যেমন বেদপুরাণে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টে আকাশ দেবতার সহিত ঐ সকল দেশের লোকের ঘনিষ্ঠতা পুরাকালে অতি অল্প ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার কারণ নির্ণয় করাও সুকঠিন নহে। আকাশ আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা কিম্বা ত্বক্ কোন ইন্দ্রিয়েরই দ্বারা অনুভব করিবার যোগ্য বস্তু নহে। মহাকালের ন্যায় কেবল একমাত্র অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারাই মহাকাশের সত্তা কিয়ৎ পরিমাণে আমরা অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিতে পারি। সাধারণ মানুষে যাহা সহজে চিত্তে আয়ত্ব করিতে পারে না, হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, চিন্তার সীমামধ্যেও সহজে আনয়ন করিতে পারেনা, তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লোকের সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি এ দেশে যাঁহারা সাধারণ জীবের

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত ম্যাথু আরনল্ড তাঁহার রচিত Balder dead কাব্যের এক স্থানে এই ওদিন দেবতার অসাধারণ দৈবশক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। ওদিনদেব পবন হউন আদিত্য হউন কিম্বা আদিত্যের জন্মদাতা আকাশ হউন তাঁহার বর্ণনা সময়ে ম্যাথু আরনল্ডের লেখনি নিঃসৃত উক্তিতে যে এ দেশের উপনিষদের অনেকগুলি কথার উচ্চ ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ম্যাথু আরনল্ড ওদিন দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"In the beginning, ere the gods were born,
Before the Heavens were builded, thou didst slay
The giant Ymir, whom the abyss brought forth,
Thou and thy brethren fierce, the sons of Bor,
And cast his trunk to choke the abysmal void,
But of his flesh and members thou didst build
The earth and Ocean, and above them Heaven.
And from the flaming world, where Muspel reigns,
Thou sent'st and fetched'st fire, and madest lights,
Sun, moon, and stars, which thou hast hung in Heaven
Dividing clear the paths of night and day."

চিন্তান্তর হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়বোধ্য আর চারি ভূতের অধিদেবতাগণের স্থান হইতে ব্যোমদেবের স্থান ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ মধ্যে সাধারণ মানুষের চিন্তান্তর অতিক্রম করিয়া যে দুই একটি মহাপুরুষ কিঞ্চিৎ উচ্চে উঠিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উপনিষদের দুরবীক্ষণ চক্ষুর সন্মুখে ধারণ করিয়া আকাশের স্বরূপ চিন্তা করিতে বসিয়া আনন্দে প্রায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন (১৫৬)।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির প্রধান পাঁচটি উপাদান স্বরূপ পঞ্চভূতের অধিদেবতাগণ মধ্যে যে ব্যোমদেব এত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্যোমদেবের কথা ১১০ সংখ্যক শ্লোকে নাই কেন? ১১০ সংখ্যক শ্লোকে ঐ পাঁচটির মধ্যে কেবল সূর্য্য বায়ু ও বরুণদেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ব্যোমদেব এবং ক্ষিতিদেবের নাম এখানে কি কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে? ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কোন কোন পাঠকের চিত্তে একটু বাসনা জন্মিতে পারে। দুঃখের বিষয় চণ্ডীগ্রন্থের প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মধ্যে কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে আদৌ কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ক্ষিতি এবং ব্যোমদেবের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। ক্ষিতিদেব অপর চারিটি ভূতের অধিপতি দেবগণ অপেক্ষা স্থূলপ্রকৃতি বিশিষ্ট দেবতা ইহা বলিতে বাধা নাই। কারণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্

---

(১৫৬) "No, that old road on which the Aryans proceeded from the visible to the invisible from the finite to the infinite, was long and steep; but it was the right road, and though we may never here on earth reach the end of it, we may trust it, if only because there is no other road for us. From station to station man has advanced on it further and further. As we mount higher, the world grows smaller, heaven comes nearer. With each new horizon our view grows wider, our hearts grow larger, and the meaning of our words grows deeper. * * * Those simple-hearted forefathers of ours—so says Charles Kingsley—looked round upon the earth and said within themselves, 'Where is the All-father if All-father there be? Not in this earth; for it will perish. Nor in the sun, moon or stars; for they will perish too. Where is He who abideth for ever?'

Then they lifted up their eyes, and saw, as they thought, beyond sun, and moon, and stars, and all which changes and will change, the clear blue sky, the boundless firmament of heaven. That never changed; that was always the same. The clouds and storms rolled far below it, and all the bustle of this noisy world; but there the sky was still, as bright and calm as ever. The All-father must be there unchangeable in the unchanging heaven; bright, and pure, and boundless like heavens; and, like the heavens too, silent and far off." (p. 222, LECTURES on the ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION, by F. Max Muller.)

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বারাই আমরা ক্ষিতির স্থিতি কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। বেদ এবং পুরাণের নানা স্থানে সূর্য্য বায়ু বরুণ দেবতাদের যেরূপ স্তব-স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকলের কোন স্থানে ক্ষিতিদেবের তাদৃশ স্তব-স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায় না। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। পুরাণের বর্ণনা দৃষ্টে জানিতে পারা যাইতেছে, দানবগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবদেবীগণের উপরে যেরূপ অত্যাচার করিতেন মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্য ও জীবজন্তুর প্রতি সেরূপ অত্যাচার করিতেন না। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবাদির উপর যাঁহারা অত্যাচার করিতেন তাঁহারা রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এজন্য বিষ্ণু ও শঙ্করের নিকটে দানব মহিষাসুরের অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময়ে সূর্য্য বায়ু ও বরুণাদি দেবতাগণের সহিত ক্ষিতিদেবতার বা ভূদেবতার একত্রে সমবেত হইবার তাদৃশ গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছিল না। তথাপি অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময়ে ভূদেবতা স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও কিছু পরে অর্থাৎ ১১৯ সংখ্যক শ্লোকে ভূদেবতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহস্থিত তেজদ্বারা মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে উদ্যতা চণ্ডিকাদেবীর তেজোময় অঙ্গের একাংশ পরিপুষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন—এরূপ কথাও দেখা যাইতেছে। ইন্দ্র কেবল স্বর্গলোকের রাজা নহেন, পরন্তু তিনি ভূলোকের রাজা বলিয়াও ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন (১৫৭) এ অবস্থাতে ক্ষিতি পরমাণুর অধিদেবতা আদৌ যে এক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না এমন কথা বলা যাইতে পারে না। ব্যোমের অধিদেবতা সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আকাশকেই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু এই চারিটি ভূতের উৎপত্তি এবং নিবৃত্তির স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশ এবং বিলয়ের স্থান বলিয়া যে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে এ কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রলয়কালে সকল ভূতের চরম বিলয়স্থান এই মহাকাশ আর এই মহাকাশ সর্ব্ব স্থান ও সর্ব্বকালব্যাপী এবং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের পরমাধার বলিয়া ইঁহাকেই সর্ব্বসংহারক দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাদেব এবং নারায়ণের নিকটে যাইয়া সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন এরূপ চণ্ডীগ্রন্থের যে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, সে স্থানে মহাদেবের নিকটে মহাদেবরূপী মহাকাশের যাইয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভবিতে পারে না। কাজেই ব্যোম-

(১৫৭) "Indra is Sovereign Lord of Earth and Heaven, Indra is Lord of waters and of mountains. Indra is Lord of prosperers and sages : Indra must be invoked in rest and effort. Vaster than days and nights, Giver of increase, vaster than firmament and flood of ocean. Vaster than bounds of earth and wind's extension, vaster than rivers and our lands is Indra." (p. 516, THE HYMNS OF THE RIGVEDA translated by R. T. H. Grifith, M. A., C. I. E)

দেবের নাম সমাগত দেবগণের নামের তালিকা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই।

চণ্ডীগ্রন্থের যে স্থানের কথা লইয়া এক্ষণে আমরা আলোচনা করিতেছি সেই স্থানে ব্যোমদেবের নামোল্লেখ না থাকিলেও ব্যোমদেব সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা এখানে আমাদিগকে বলিতেই হইবে। তাহার কারণ এই যে—সূর্য্যের কথা পরিবর্জ্জন করিয়া দিবা রাত্রি কিম্বা শীত গ্রীষ্ম ঋতুকাল যে কি তাহা যেমন বুঝাইবার চেষ্টা করিলে উহা বিড়ম্বনা ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সেইমত ব্যোমদেবকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবদেবীর অবস্থা বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাহাও এ ক্ষেত্রে তদ্রূপ বা ততোধিক নিষ্ফল কার্য্যে পরিসমাপ্ত হইবার কথা। সূর্য্য অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবদেবী অপেক্ষা ব্যোমদেব সম্বন্ধীয় বর্ণনা বেদে ও পুরাণে যে অল্প দেখিতে পাওয়া যায় এ কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার ইহাই একমাত্র কারণ অনুমিত হয় যে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধির সম্পূর্ণ অযোগ্য পরম ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বরপ্রাপ্তির জন্য যেমন তাঁহার স্তব স্তুতি পূজা ও অর্চ্চনাদি করিবার রীতি পদ্ধতি বেদপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না সেইরূপ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত ব্যোমভূতের আধার মহাকাশরূপী মহাদেবের নিকটেও কোনরূপ বর প্রার্থনা কিম্বা তাঁহার স্তব স্তুতি পূজা ও অর্চ্চনাদি করিবার প্রয়োজনীয়তা পুরাকালে মুনি ঋষি ও দেবগণের মধ্যে কেহই উপলব্ধি করেন নাই। পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ে আয়ত্ব করিবার জন্য চৈতন্যময় বিষ্ণুরূপে এবং সেই চৈতন্যময় বিষ্ণুকে আবার দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার জন্য তেজোময় সূর্য্যদেবরূপে এবং তাঁহাকে আরও নিকটবর্ত্তী আরাধ্য-বস্তুতে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিরূপে আমরা চিন্তা করিতে ও বুঝিতে যেমন চেষ্টা করিয়া থাকি, সেইরূপ সাধারণ মানববুদ্ধিতে ধারণা করিবার অযোগ্য অসীম অনন্ত মহাকাশকে অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত আয়তনে আনয়ন করিয়া কখনও বা তাঁহাকে মহারুদ্র কখনও বা মহাদেব কখনও বা পঞ্চানন কখনও বা ত্রিলোচন প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার বিরাট আকৃতি এবং বিশাল প্রকৃতিকে আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ব করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। এইরূপ চেষ্টা কেবল এক ব্যোমদেব বিষয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই। এইরূপে দেবদেবীগণকে ঊর্দ্ধ্ব হইতে নিম্নে নামাইবার চেষ্টা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মধ্যেই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রয়োজন রুচি এবং অধিকার অনুসারে দেবদেবীর আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টার সূত্রপাৎ উপস্থিত হয়। এই চেষ্টা হইতেই কি এ দেশের কি অন্য দেশের মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে একই দেবতার আকৃতি প্রকৃতি এবং

দৈবী কার্য্যশক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া লোকদৃষ্টি সম্মুখে প্রকটিত হইতে দেখা যায়। অন্য দেশের কথা রাখিয়া এ দেশের কথাই প্রথমে ধরা যাউক। এ দেশে বেদের সমাদর সময়ে সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণকে যে উচ্চ ভাবে এদেশের লোকে দেখিতে এবং অর্চ্চনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, পুরাণের সমাদর সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আবার বর্ত্তমান সময়ে তাহার আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। দেবতাগণ প্রতি আস্থা সম্বন্ধে ইয়োরোপের অবস্থাও এইরূপ। অতি পুরাকালে রোমে গ্রীসে এবং ইজিপ্ট্ প্রভৃতি দেশের উপাস্য চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ প্রতি ঐ সকল দেশের তৎকালীয় লোকদের যেরূপ দৃষ্টি ছিল মধ্য সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এখনকার অবস্থা আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই সকলের ভিতরে একটি মহান্ সত্য সর্ব্বকালের জন্য অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহা এই,—দেবতা আছেন, এ জ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এই সকল হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে মানবসৃষ্টি সময় হইতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের সভ্য অসভ্য উন্নত অবনত বিদ্বান মূর্খ সর্ব্ব শ্রেণীর লোক মধ্যে দেবতা বলিয়া একটা কিছু অসামান্য শক্তির আস্তিত্বের প্রতি জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। আর সেই দৈবশক্তি, ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বা সমগ্র মানব জাতির অথবা সমস্ত বিশ্বের রক্ষা সাধনের জন্য সময়ে সময়ে যে নানা ভাবে নানারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এমন বিশ্বাস এখনও সর্ব্বদেশের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই পূর্ণমাত্রাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দেবতাগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বেদের এক স্থানের সহিত অন্যস্থানের এবং বেদের সহিত পুরাণের এবং ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনার মধ্যে যে স্থানে স্থানে বিপুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উপরি উক্ত কারণ হইতেই সম্ভবত সে সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং এই বর্ণনাগত পার্থক্য থাকাতেই প্রকারান্তরে উপরে লিখিত নানাস্থলে নানারূপে একই দেবতার আবির্ভাবের সিদ্ধান্তকে যে সমর্থন করিতেছে ইহাও বলা যাইতে পারে (১৫৮)।

(১৫৮] বেদে ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তিকে দিবা হইতে বৃহৎ রাত্রি হইতে বৃহৎ পৃথিবী হইতে বৃহৎ পরিদৃশ্যমান আকাশ হইতেও সুবৃহৎ সমুদ্র হইতে সমধিক বিস্তৃত ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"Vaster than days and nights, Giver of increase, vaster than firmament and flood of ocean, Vaster than bounds of earth and wind's extension, vaster than rivers and our lands is Indra." (p 516, Book 10, THE HYMNS OF THE RIGVEDA by R. T H. Griffith, M. A., C. I. E)

যাহা নাই তাহাকে ধরিয়া একটা ভ্রমধারণা দুই চারিটি মানুষের অন্তঃকরণে ক্ষণকালের জন্য স্থান পাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া পৃথিবীর সকল স্থানের সকল অবস্থার সকল লোকের হৃদয়ে ঐরূপ একটা কিছু মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া থাকিতে পারে না। দেবদেবীর আদৌ অস্তিত্ব না থাকিলে এবং তাঁহাদের কার্য্যের কোনরূপ ভাল পরিচয় না পাইলে পৃথিবীর সকল স্থানের সকল লোকে সকল সময়ের জন্য দেবদেবীর প্রতি এরূপ দৃঢ় আস্থাবান হইয়া কখনই থাকিতে পারিতেন না। এতদ্ ভিন্ন আরও একটি চিন্তা করিবার কথা আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে বায়ু বরুণ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ও আকাশে বিশ্বপালন শক্তির বিকাশ দেখিয়া ঐ সকলকে আশ্রয় করিয়া এ দেশের মহাদার্শনিক ব্রাহ্মণগণ পরমাত্মার ধ্যান ধারণা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, যে বায়ু বরুণ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি আকাশ প্রভৃতিকে রক্ষকদেবতা জ্ঞান করিয়া পুরাকালের ইজিপ্ট্ রোম গ্রীসের সুসভ্য অধিবাসিরা পূজা করিতেন এবং আফ্রিকা খণ্ডের বন্য

ইন্দ্রদেবের এবম্বিধ রূপ বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে হস্তপদ বিশিষ্ট মানবাকারের দেবতা বলিয়া চিন্তা করা সুকঠিন। বেদের আর একস্থানে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করা হইতেছে,—হে ইন্দ্রদেব আপনি প্রাতঃকালের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী এবং স্বর্গকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন।

"As, like the Morning, thou hast filled, O Indra, both the earth and heaven,

So as the Mighty One, great King of all the mighty world of men, the Goddess Mother brought thee forth, the Blessed Mother gave thee life." (p, 580, THE HYMNS OF THE RIGVEDA Book 2, by R. T. H, Griffith, M. A., C. I. E)

বেদের আর এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, স্বর্গ আকাশ ও পৃথিবী ইন্দ্রের মনোহর রূপের শোভা বিকাশ করিতেছে।

"The Seven Rivers bear his glory far and wide, and heaven and sky and earth display his comely form. (Do p, 132)

এই সকল প্রতি দৃষ্টি করিলে ইন্দ্রদেবকে হস্তপদ বিশিষ্ট দেবতা জ্ঞান করা অপেক্ষা বায়ু এবং আকাশের ন্যায় বিশ্বব্যাপক শক্তিময় একটি দেবতা জ্ঞান করাই সঙ্গত মনে হয়। ডাক্তার কেইগী তাঁহার কৃত ঋগ্‌বেদের ব্যাখ্যান গ্রন্থে বায়ুস্তর নিবাসী ইন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"But the chief figure in the air-space is Indra the most celebrated god of the Vedic period. During this time he assumes a more and more dominating position, and becomes the real national god of the Indians,"

বেদে যে ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর উক্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাণে সেই ইন্দ্রদেবকে কেবল হস্তপদ বিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, তাঁহার চরিত্রে মানব-দেহ-দৌর্ব্বল্যের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া তাঁহার অঙ্গে সহস্র স্ত্রী-দেহ-চিহ্নের সমাবেশ করিয়া রাখা হইয়াছে। চন্দ্রাদি অন্যান্য অনেক দেবতার আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধেও বেদে এবং পুরাণে বর্ণনার পার্থক্য এইরূপ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ব্বরেরা পর্য্যন্ত আজিও যাঁহাদের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কেবলই জড় জগতের অচেতন অংশ বিশেষ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। বায়ু বরুণ ক্ষিতি তেজঃ আকাশ নামধেয় বিশ্বব্যাপী পঞ্চভূতের অধিদেবতাগণের অতি পূর্ব্বকালে কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি ছিল, তাহা এক্ষণে আমাদের নির্ণয় করিবার সামর্থ্য নাই কিন্তু ঐ সকল দেবতাকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বসৃষ্টি আরম্ভের বহু লক্ষ বৎসর অতীত হইবার পরে যে সময়ে ব্রহ্মা মহিষাসুরের অত্যাচার হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু এবং শঙ্করের সন্নিধানে যাইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ঐ সকল দেবতার আকৃতি প্রকৃতি যে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী ১১৮ হইতে ১৩৫ এবং ৪৫৩ হইতে ৪৬০ সংখ্যক শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি। সেই সময়ে তঁহারা মানব দেহধারী অবতার রূপে অবতীর্ণ না হইলেও হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট দেহধারী রূপে যে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ সকল শ্লোকের বর্ণনাতে অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়া দিতেছে। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট দেহধারীরূপে যে সময়ে দেবতারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন হস্তপদধারী মানবের ন্যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার করিতেন এবং অঙ্গে বসন ভূষণ ধারণ করিতেন এবং সিংহাদি বাহনে আরোহণ এবং হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া দানবদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন এরূপ বর্ণনা স্থান ও সময়োপযোগী যে হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এখানে একটি অতি কঠিন সমস্যা আসিয়া আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হইতেছে। দেবতাদের হস্তপদ যুক্ত দেহ সকল কি উপাদানে উৎপন্ন হইয়া থাকে? মানুষ এবং পশু পক্ষীর ন্যায় পার্থিব রক্ত মাংস অস্থি ও চর্ম্মে তাঁহাদের দেহ সংগঠিত হইয়া থাকিলে, ক্ষণভঙ্গুর সেরূপ দেহ লইয়া তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, অথবা ইচ্ছানুসারে আকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও তাঁহাদের থাকিত না। ছায়াশূন্য কায়াধারী বলিয়া পুরাণের কোন কোন স্থানে দেবতাগণকে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেবল তেজঃ উপাদানে দেবদেহ গঠিত হইয়া থাকিলেই এরূপ বর্ণনার সার্থকতা রক্ষা হইতে পারে। "দেব" শব্দের বৈয়াকরণিক অর্থ বিচার করিয়া কোন কোন ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিত, দেবতাগণকে তেজোময় দেহবিশিষ্ট জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১৫৯)। ব্যোমাঙ্গ পরিব্যাপ্ত যে তেজঃপুঞ্জের এক কণিকা হইতে তেজোময় সূর্য্য-

(১৫৯) "*Deva* meant originally bright, and nothing else. Meaning bright, it was constantly used of the sky, the stars, the sun, the dawn, the day, the spring, the rivers, the earth; and when a poet wished to speak of all these by one and the same word—by what we should call a general term—he called them all *Deva*." (p. 53, THE VEDIC RELIGION by A. C. Clayton)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দেবের উৎপত্তি, সেই সর্ব্বব্যাপী তেজঃ হইতেই অন্যান্যদেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এমন কথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের হস্তের অস্ত্র শস্ত্র লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত ছিল, অথবা কিরূপ ছিল এবং তাঁহাদের তেজোময় দেহের আভরণ এবং আবরণই বা স্বর্গলোকে কাহাদের দ্বারা কিভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি ? ভূলোকের ন্যায় স্বর্গলোকেও যে বাঁশ কাঠ কিম্বা লৌহ পিত্তল ইত্যাদি দ্বারা দেব ব্যবহার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং তৈজস পাত্রাদি নির্ম্মিত হইবার প্রথা ছিল, বেদে ও উপনিষদে দেবলোকের বর্ণনামধ্যে ইহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কথা বেদে ও পুরাণে অনেক আছে। স্বর্গলোকে দেব-ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি, যেমন শঙ্করের হস্তের ত্রিশূল, বিষ্ণুর হস্তের সুদর্শনচক্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তের বজ্র—যে কেবল সূর্য্যাদিদেবের তেজের উপাদান দ্বারা কোনও সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল

"Deva, from the root div, to shine, meant originally bright : the dictionaries give its meaning as god or divine." (p. 202, LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION by M. Muller).

উপনিষদের কোন কোন স্থানে দেবগণকে শক্তিময় দেহধারী বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে পণ্ডিত ম্যাক্স মুলর তাঁহার গ্রন্থে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন—

"In the Upanishads devas used in the sense of forces or faculties ; the senses are frequently called devas, also the *pranas* the vital spirits." (p. 209, LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION by Max Muller)

দেখা যাইতেছে, বেদের কোন কোন স্থানে সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতিকে তেজোময়-দেহবিশিষ্ট দেবতা, কোথাও বা কেবল শক্তিময় দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও পরবর্ত্তী সময়ে তাহাব অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাণে ঐ সকল দেবতার আকৃতি ও প্রকৃতি অন্য ভাবে চিত্রিত করিয়া লোক-লোচন-সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। গণেশের মস্তক বিনষ্ট হইবার পরে একটা হস্তীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া যে তাঁহার মস্তকহীন দেহে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই পৌরাণিক উপাখ্যান এ দেশের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। ছিন্ন-মস্তক দক্ষের গলদেশে ছাগমুণ্ড যোজনার বৃত্তান্তও পুরাণ-পাঠকের অবিদিত নাই। তেজোময় দেবতার দেহে রক্ত-মাংসে সমুৎপন্ন জীবের ছিন্ন-মস্তক সংযোজনার পরে দেব-দেহের কিছু ভাবান্তর অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে সমস্যা কঠিন হইতে আরও কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু দেবতাগণের দেহ উপাদানের কথাতে স্থানে স্থানে পুরাণে এবং বেদে যতই কিছু পার্থক্য থাকুক না কেন, চণ্ডিকা দেবীর দেহের উৎপত্তি-বর্ণনায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়া দিয়াছেন। মহিষাসুর-দানব-দলন-সময়ে মহাতেজঃ স্বরূপা পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবী আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ তেজোময় দেহ যে কেবল ক্রোধকম্পিত রুদ্র ও বিষ্ণুতেজঃ হইতে বাহির হইয়াছিল এবং পরে অন্যান্য তেজোময় দেবতার দেহ নিষ্ক্রান্ত তেজে তাহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, চণ্ডীগ্রন্থের ১১৩ হইতে ১১৭ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনাতে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। এখানে দেবতাগণকে তেজোময় রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

এরূপ বর্ণনা পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (১৬০)। চণ্ডিকা দেবীর হস্তের অস্ত্র শস্ত্র ঐরূপ সূর্য্যাদি দেবের তেজের উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবিষয়ের পরিষ্কার বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থে না থাকিলেও মহিষাসুর সংহার সময়ে চণ্ডিকা দেবী যেরূপ স্বয়ং তেজোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাঁহার হস্তের অস্ত্রশস্ত্র ও যে সেইরূপ দেবগণের তেজঃ হইতে সে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পরবর্ত্তী ১১৮ হইতে ১৩৫ সংখ্যক পর্য্যন্ত ১৮টী শ্লোক মধ্যে নিহিত দেব-দেহতত্ত্বকে যিনিই সাবধানে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাকেই উপরি-উক্ত অনুমানকে আশ্রয় করিতে হইবে।

---

(১৬০) "ততস্তুষ্টঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্। পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ ॥
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্। দৈত্যদানবসংহর্ত্তুঃ সহস্রকিরণাত্মকম্ ॥
রূপঞ্চ প্রতিমং চক্রে ত্বষ্টা পাদাদৃতে মহৎ। ন শশাকাথ তদ্দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ ॥" (মৎস্যপুরাণ)

"ঈশ্বর উবাচ—
নায়মেভির্মহাতেজাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বধ্যতে ময়া। দেবাশ্চ স্বস্বতেজাংসি শস্ত্রাস্ত্রং দীয়তাং মম ॥
নারদ উবাচ—অথ বিষ্ণুমুখা দেবাঃ স্বতেজাংসি দদুস্তথা। তাতৈক্যং বৈ গতানাশো দৃষ্ট্বা স্বঞ্চামুচন্মহঃ।
তেনাকরো মহাদেবঃ সহসা শস্ত্রমুত্তমম্ চক্রং সুদর্শনং নাম জ্বালামালাতি-ভীষণম্।
তেজঃ শেষেণ চ তথা বজ্রঞ্চ কৃতবান্ হরঃ।" (পদ্মপুরাণ).

ঋগ্বেদের এক স্থানে কথিত হইয়াছে;—লোকদৃষ্টির বাহিরে অত্যুচ্চ সূর্য্যলোক হইতে এই বজ্র নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই বজ্র উৎপত্তি স্থানেরও অনেক ঊর্দ্ধ্বে আর একটি জ্যোতির্ম্ময় লোক আছে যে স্থানে কখনও জীবের কোনরূপ দুঃখবোধ থাকে না। এই অংশের ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"This is the thunderbolt which often whirleth down from the lofty misty realm of Surya. Beyond this realm there is another glory : so through old age they pass and feel no sorrow." (THE HYMNS OF RIGVEDA, translated by R. T. H. Griffith, M. A., C. I. E.)

ঋগ্বেদের আর একস্থানে তেজোময় অস্ত্র দ্বারা শত্রু নষ্ট করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"HE lighting up the flame shall conquer enemies : strong shall he be who offers prayer and brings his gift. * * *

With heroes he shall overcome his hero foes, and spread his wealth by kine ; wise by himself is he. * * *

He, mighty like a raving river's billowy flood, as a bull conquers oxen, overcomes with strength.

Like Agni's blazing rush he may not be restrained, whomever Brahmanaspati takes for his friend.

For him the floods of heaven flow never failing down : first with the heroes he goes forth to war for kine.

He slays in unabated vigour with great might, whomever Brahmanaspati takes for his friend." (THE HYMNS OF THE RIGVEDA, translated by R. T. H. Griffith, M. A., C. I. E)

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেনচাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১১৮
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণচাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১১৯
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ২০
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১২১
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাং চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১২২
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১২৩
শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ১২৪
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ১২৫

১১৮ হইতে ১৩৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

শম্ভুর যে তেজঃ তদ্দ্বারা তাঁহার মুখ, যমতেজে কেশসমূহ, বিষ্ণুতেজে বাহুসকল, চন্দ্রতেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে মধ্যভাগ, বরুণতেজে জঙ্ঘা এবং উরুদ্বয়, পৃথিবীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলী সকল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলীসমূহ ও কুবেরতেজে দেবীর নাসিকা উৎপন্ন হইল। তদ্রূপ প্রজাপতির তেজে তাঁহার দন্তসকল এবং অগ্নিতেজে নয়নত্রয় উৎপন্ন হইল। সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয়, বায়ুতেজে কর্ণদ্বয়, এবং অন্যান্য দেবতাগণের তেজে শিবা

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ॥ ১২৬
কালদণ্ডাদ্‌যমো দণ্ডং পাশং চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥ ১২৭
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্॥ ১২৮
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ॥ ১২৯
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্‌গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্॥ ১৩০
অঙ্গুলীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুং চাতিনির্ম্মলম্॥ ১৩১
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চদংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্॥ ১৩২
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজং চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ॥ ১৩৩

(চণ্ডীমূর্ত্তি) উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর মহিষাসুর নিপীড়িত দেবগণ সমস্ত দেবগণের তেজোরাশি হইতে সমুদ্ভূতা দেবীকে দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। তখন পিনাকপাণি নিজ শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন এবং কৃষ্ণ নিজ চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সেই চক্র দিলেন এবং বরুণদেব শঙ্খ দিলেন, ও হুতাশন শক্তি দিলেন, বায়ু ধনুক এবং শরপূর্ণ তুণীর প্রদান করিলেন। সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে বজ্র এবং ঐরাবত গজ হইতে ঘণ্টা দিলেন, যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড দিলেন, বরুণ পাশ প্রদান করিলেন। প্রজাপতি অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, এবং সূর্য্য তাঁহার সমস্ত রোমকূপে নিজরশ্মি প্রদান করিলেন, এবং কাল খড়্গ ও নির্ম্মল চর্ম্ম তাঁহাকে প্রদান করিলেন; ক্ষীরোদ

দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্ ॥ ১৩৪
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্।
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ॥ ১৩৫
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্ম্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ॥ ১৩৬

সমুদ্র নির্ম্মলহার ও অবিনশ্বর বস্ত্র যুগল, মনোরম শিরোরত্ন, কুণ্ডল, বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুতে কেয়ূর, বিমল নূপুর, এবং নির্ম্মল গ্রীবাভূষণ ও সমস্ত অঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরীয় সকল প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা অতি নির্ম্মল পরশু, নানাবিধ অস্ত্র ও অভেদ্য কবচ, প্রদান করিলেন। সমুদ্র মস্তক ও বক্ষঃস্থলে অম্লান পদ্মমালা, ও অতি সুন্দর একটী পদ্ম প্রদান করিলেন। হিমালয় বাহন সিংহ ও নানাবিধ রত্ন দিলেন এবং ধনপতি কুবের সর্ব্বদা সুরাপূর্ণ একটী পানপাত্র প্রদান করিলেন। যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বনাগের রাজা অনন্তদেব তাঁহাকে মহারত্ন-ভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন। এবং অন্যান্য দেবতাগণও নানাবিধ অলঙ্কার ও অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিতা করিলেন। তখন দেবী অট্টহাস্য সহকারে বারম্বার ভীষণ নাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ঘোর নাদে সমস্ত নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ১১৮ হইতে ১৩৫ সংখ্যক শ্লোকে যে সকল দেবতার নাম উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কুবের, অনন্তনাগ, সমুদ্র, হিমালয়, শিব এবং কৃষ্ণের নামের কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না (১৬১)। যমের উল্লেখ চণ্ডীগ্রন্থের এই স্থানের

(১৬১) ঋগবেদ অর্থে এখানে জার্ম্মান দেশে যে ঋগ্বেদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বোম্বাই এবং কাশীতে যে ঋগ্বেদ সংহিতা ও তাহার অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই যে বুঝিতে হইবে একথা বলাই বাহুল্য। তাহার কারণ এই,—বহু শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট ঋগ্বেদের অতি অল্প অংশই মুদ্রা যন্ত্রের কৃপাতে এক্ষণে আমাদের চক্ষু গোচর হইতেছে। অবশিষ্ট ঋগ্বেদ কোথায় আছে এবং তাহাতে যে কি আছে, কি না আছে তাহা কিছুই আমাদের জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে রুদ্রদেবের ও বিষ্ণুদেবের উল্লেখ আছে। রুদ্রের নামান্তর শিব, এবং বিষ্ণুর নামান্তর কৃষ্ণ, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে অশ্বিনী

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

শ্লোকের মধ্যেও আছে। বেদের অনেক স্থানেও যমের কথা আছে। কিন্তু বেদে বর্ণিত যম, পুরাণে বর্ণিত যম হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথগ্ ভাবাপন্ন দেবতা, ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে। পুরাণে যমকে মৃত্যুর অধিপতি বলা হইয়াছে। কোথায় বা তাঁহাকে পাপীর দণ্ডদাতা এবং নরকের হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদে বর্ণিত যমকে এই সকল কার্য্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। বেদে যমকে পুণ্যবান্‌গণের স্বর্গ প্রবেশের পথ প্রদর্শক বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে (১৬২)। এইরূপ মাতৃরূপা পৃথ্বীদেবীর আকৃতি প্রকৃতি ও কার্য্যাধিকার সম্বন্ধেও বেদের উক্তির সহিত পুরাণের বর্ণনার স্থানে স্থানে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল দেবতার আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বেদের বর্ণনার সহিত রোম, গ্রীস, ইজিপ্‌ট্ প্রভৃতি প্রাচীন দেশের পুরাতত্ত্বে বর্ণিত আখ্যায়িকা এবং ঐ সকলদেশের প্রাচীন মন্দিরাদির গাত্রে প্রস্তর খোদিত দেব-দেবীর মূর্ত্তির সহিত কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (১৬৩)। এরূপ অবস্থা ঘটিবার কারণ কি? এবম্বিধ প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। ইহার উত্তরও অনেক প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু ইহার একটী সহজ এবং

কুমার, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে। চণ্ডীগ্রন্থের এই স্থানে বেদোক্ত ঐ সকল এবং অন্যান্য দেবতার নামের উল্লেখ নাই। এই হেতুতে মহিষাসুর যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহারা পরলোক গমন করিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করা যেরূপ হাস্যজনক হইবে, চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত কুবের অনন্ত প্রভৃতি দেবতার নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা ঐ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাও ততোঽধিক হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে।

(১৬২) "In the Atharva-veda Yama is the first of men who died, and he found the way to the celestial world. He gives abodes in that heaven to the pious. * *

In the Atharva-veda Mrityu or Death is said to be his messenger. But nowhere in the Rig-veda is Yama regarded as having anything to do with the punishment of the wicked. That is an idea that became current in later Hinduism, in which he is the Judge and punisher of the dead like the Greek Pluto and Minos." (p 87, 88, THE VEDIC RELIGION by A. C. Clayton)

আশ্চর্য্যের বিষয়, যমস্থানীয় গ্রীসের আনুবিস্ দেব মৃত জীবের আত্মাকে অন্ধকারলোক হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোকে লইয়া যাইবার পথ প্রদর্শক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"ANUBIS. The Greek name for Anpu, the Egyptian god of the dead, the centre of whose worship was at Lycopolis (Asyut). He was the guide of the soul through the Land of Shade."

(১৬৩) পৃথিবী দেবীকে প্রাচীন রোমে "বোনা দেওয়া" বলিয়া পূজা করা হইত এই বোনা দেওয়ার পরিচয় লুইস্পেন্স কৃত রোম গ্রীস প্রভৃতি দেশের দেবতাগণের নামের অভিধানে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

(পঃপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সংক্ষেপ উত্তর এই যে—স্থান কাল এবং প্রয়োজনে দেবতার আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন কখনও বা দেবতাদের নিজ-ইচ্ছাতে, কখনও বা উপাসকদের ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যোপাসনাকারী দ্বিজমাত্রেরই ইহা অবিদিত নাই যে, একই গায়ত্রী দেবীকে প্রত্যহ প্রাতে একমূর্ত্তিতে, মধ্যাহ্নে অন্য মূর্ত্তিতে এবং সায়াহ্নে আর এক মূর্ত্তিতে ধ্যানকরা হইয়া থাকে। কোন চিত্রকর সূর্য্যের উদয়কালীন উজ্জ্বল মূর্ত্তি সিন্দুরবর্ণে চিত্রিত করেন, কোন চিত্রকর হরিদ্রাভ আরক্ত বর্ণে অস্তগামী সূর্য্যের মলিন মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন, কোন চিত্রকর গ্রহণকালের অর্দ্ধগ্রাস প্রাপ্ত সূর্য্যদেবকে ঐ ভাবেই চিত্রপটে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন। একই সূর্য্যকে গ্রহণ সময়ে এক দেশের লোক একরূপ, আর এক দেশের লোক আর একরূপ,

---

"BONA DEA. A Roman earth-goddess, the wife of Faunus, the personification of beautiful nature. She was also a tutelar deity of the vastal virgins. Her festivals were held by night, attended by matrons only, in the house of a consul or other dignitary. Her other festivals occured in May and June."

"As the Earth Mother was sworn by, she must have been conceived of as an active force, capable of assuming concrete form. Rhea, Demeter, Artemis, and other deities were probably forms or manifestations of her at various seasons" (p. 68, MYTHS OF CRETE & PRE HELLENIC EUROPE by Donald. A. Mackenzie).

ঋগ্‌বেদের অনেক স্থানে আকাশকে সকলের পিতা এবং এই পৃথিবীকেই সকল দেব ও মানবের মাতা বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্তুতি করা হইয়াছে—

"In the Rig-veda Dyaus is the sky regarded as the father of all. Prithivi, the earth, is often named as his consort, the pair being celebrated in six hymns as universal parents of gods and men." (p. 62, VEDIC RELIGION by A. C. Clayton.)

ঋগ্‌বেদের কোন স্থানে আকাশ দেব আমাদের পিতা পৃথিবী দেবী আমাদের মাতা এবং আমাদের ভ্রাতা অগ্নি এবং বসুগণ আমাদের কল্যাণ করুন বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। যথা—

"O Heaven our Father, Earth our guileless Mother, O Brother Agni, and ye Vasus, bless us. Grant us O Aditi and ye Adityas, all of one mind, your manifold protection," (p. 620, Book 4. THE HYMNS OF THE RIGVEDA translated by R. T. H. Griffith, M A., C. I. E)

ম্যাক্সমুলার তাঁহার ORIGIN of RELIGION গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—বেদের অনেক স্থানে আকাশ এবং পৃথিবীকে একত্রে "দ্যাবা পৃথিবী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া ঐ দুই দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে এবং ইঁহারাই বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বরক্ষক বলিয়া বেদের অনেক স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"Now, there are many passages in the Veda where Heaven and Earth are invoked as supreme deities. Thus the gods are said to be their sons, more particularly the two most popular deities in the Veda, Indra and Agni, are mentioned as their offspring. It is they, the two parents, who have made the world, who protect it, who support by their power everything whatsoever exists." (p, 284, LECTURES ON THE ORIGIN OF RELIGION by Max Muller)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দর্শন করেন। কোন দেশের লোক সে সময়ে সূর্য্যগ্রহণ আদৌ দর্শন করেন না। সূর্য্যের রূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হইলেও এক এক সময়ে এক এক স্থানের লোক সূর্য্যদেবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণন করিয়া থাকেন। একই দেবতার বিভিন্ন মূর্ত্তির ব্যাখ্যাতা হইলেও ইঁহারা কেহই মিথ্যাবাদী আখ্যা পাইবার যোগ্য নহেন। সেইরূপ বেদে পুরাণে, তন্ত্রে, ইতিহাসে, দেবতার আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা-ঘটিত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, স্থান কাল এবং লোক-প্রয়োজন এই চারি সম্মিলিত হইয়া যে তাহা ঘটাইয়াছে—একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। চণ্ডীগ্রন্থের যে স্থানের আলোচনাতে এক্ষণে আমরা নিযুক্ত রহিয়াছি, এখানে বেদ-বর্ণিত কোমলপ্রকৃতির দয়াশীল যম অপেক্ষা পুরাণ-বর্ণিত দণ্ডদাতা রুদ্রমূর্ত্তি যমের অধিক প্রয়োজন। কাজেই যমকে এখানে ভীষণ কালদণ্ড হাতে লইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণকেও এই ভাবে তাঁহাদের বেদোক্ত আকৃতি প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া পুরাণ-বর্ণিত মূর্ত্তিতে এক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এখানে

বেদ-বর্ণিত ব্যোমদেবের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধের ন্যায় ইজিপ্ট্ দেশের পুরাতত্ত্বে ব্যোমদেব স্থানীয় "প্তা" দেবের সহিত পৃথিবীর বা "তানেনের" অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"The most representative Egyptian Great Father was Ptah in his giant form and in his union with Tanen, the earth god. He was self-created; "no father begot thee", sang a priestly poet, "and no mother gave thee birth", he built up his own body and shaped his limbs. * * * The sun and the moon were the eyes of the Great Father, the air issued from his nostrils and the Nile from his mouth. Other deities who link with Ptah include Khnumu, Hershef, and the great god of Mendes." (p. 40, 41, THE EGYPTIAN MYTH AND LEGEND by Donald A. Mackenzie)

"প্তা" হইতে উৎপন্ন শেব এবং শেব হইতে আগত অথবা শেবেরই নামান্তর "অসিরিস্" এর সহিত পৃথিবীর কন্যা কিম্বা 'অসিরিসের' ভগ্নী "আইসিস্" বিবাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ হইবার পরে এ দেশের তান্ত্রিক শিবশক্তির উপাসনার আদর্শে ইজিপ্ট্ দেশে এক সময়ে ঐ দুই দেবতার অর্চ্চনা বহুল পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৎকৃত 'পুরাবৃত্তসার' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন।ঃ—

"মিসরীয়দিগের আর দুইটি প্রধান দেবতা ছিল 'অসিরিস্' এবং 'আইসিস্'। আমাদের দেশে শিব ভগবতী যে মূর্ত্তিতে পূজিত হয়েন, ইহারাও সেইরূপে পূজিত হইতেন। বস্তুতঃ 'অসিরিস্' এবং 'আইসিস্' নামে মিসরীয়রা প্রকৃতির প্রসবিত্রী শক্তিরই পূজা করিত। আমরা যেমন তমোগুণাত্মক অসুরগণের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধবর্ণনা করি, মিসরীয়েরাও সেই প্রকার 'তাইফন' নামক অসুরের সহিত অসিরিস্ দেবের সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছে (৮৬ পৃঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত পুরাবৃত্তসার, মিসরীয়দিগের বিবরণ।)

পৃথিবী দেবীর পক্ষে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-বর্ণিত কামাতুরা নারীভাবে উপস্থিত হওয়া শোভনীয় নহে। একারণ বিশ্ব-পরিপালনে রতা বিশ্বমাতারূপে তিনি চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং মাতা যেমন স্নেহভরে কন্যার অঙ্গের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া দিয়া থাকেন, পৃথিবীদেবীও তেমনই এখানে মাতৃস্থানীয়া হইয়া চণ্ডিকা দেবীর অঙ্গবিন্যাস-কার্য্য সযত্নে সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন (১৬৪)।

এখানে বলা হইল, "পৃথিবীদেবী চণ্ডিকার অঙ্গবিন্যাস কার্য্য সযত্নে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।" এই কথাতে অনুবাদের ভাষার সহিত কিছু অনৈক্য ঘটিতেছে। বাঙ্গালা অনুবাদ কার্য্যে যতদূর সম্ভব মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। মূল শ্লোকের ভাষাতে বর্ণিত হইয়াছে— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি দেবতাগণের তেজ হইতে শিবা অর্থাৎ চণ্ডিকা উৎপন্ন হইলেন। কাজেই বাঙ্গালা অনুবাদেও তাহাই লিখিতে

---

(১৬৪) পৃথিবীদেবীর মহামাতৃকা ভাববোধক বর্ণনা কেবল যে বেদে পুরাণে এবং রোম গ্রীস ও ইজিপ্টের পুরাতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য দেশ নাই যেখানে কোন না কোন প্রকারে পৃথিবীদেবীর পূজা অর্চ্চনা প্রচলিত থাকিবার কিছু না কিছু পরিচয় আমরা পাইতে না পারি। এখনও কোন কোন দেশে পৃথিবীদেবীর মন্দিরে তাঁহার প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে মন্দিরের পাণ্ডাগণ অদ্যাপি মহাসমারোহে প্রত্যহ তাঁহার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

"Among the Ibo people about Awka, in Southern Nigeria, the priest of the Earth has to observe many taboos ; * * * As priest of the Earth he may not sit on the bare ground, nor eat things that have fallen on the ground, nor may earth be thrown at him." (p. 594, THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer, F.B.A.)

ক্রিতান দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসিগণ যে এক সময়ে পৃথিবীদেবীর প্রগাঢ় উপাসক ছিলেন তাহার প্রমাণ এই—

"The Cretan state seen flourishing from about B.C. 3000 appears to have had a female fertilizing spirit for its chief divinity, along with a special regard for the bulls that made a valuable asset to tribal wealth. Similar conceptions prevailed on the eastern shores whence Greece drew the first seeds of culture. * * * The marriage of this sky-god with the earth spirit begot that brood of deities, for whom dominions could be found in the air, the earth, the sea, and the dark under-world. * * *" (p.8, CLASSIC MYTH AND LEGEND by A. R. Hope Moncrieff)

ক্রিতান দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন গ্রীস এক সময়ে পৃথিবীদেবীর এতদূর ভক্ত হইয়াছিলেন যে গ্রীসের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—গ্রীসদেশবাসী রাজারা সন্ধিপত্র সাক্ষর সময়ে পৃথিবীদেবীকে সাক্ষ্য রাখিতেন—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে এখানে কাহারও মনে একটা খটকা উপস্থিত হইতে পারে। ১১৪ হইতে ১১৭ সংখ্যক শ্লোকে একবার বর্ণিত হইয়াছে—ক্রুদ্ধ শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার বদন হইতে তেজ নিঃসৃত হইল, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে নির্গত তেজ সেই মহৎ তেজের সহিত মিলিয়া এক হইল। তখন উহা হইতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্তা অতুল-তেজঃসম্পন্না এক নারীমূর্ত্তি উৎপন্না হইলেন। এখানে বিবেচনা করিবার বিষয় এই উপস্থিত হইতেছে যে, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্বলিত একটি নারীমূর্ত্তি না হইয়া ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিহীন একটা কিছু ঐ স্থানে উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে নারীমূর্ত্তি বলিয়া পূর্ব্বের শ্লোকে বর্ণনা করা হইত না। সেরূপ স্থলে নর বা নারীমূর্ত্তি না বলিয়া কেবল তেজঃপুঞ্জ বলা হইত। এখানে নারীমূর্ত্তি শব্দ থাকাতে উহা যে পূর্ণাঙ্গদেহ-বিশিষ্ট একটি মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ, ঐ তেজোময়ী নারীমূর্ত্তিতে নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, বদন, স্তনদ্বয়, জংঘা, করাঙ্গুলি পদাঙ্গুলি প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নূতন করিয়া সংযুক্ত করিয়া চণ্ডিকাদেবীকে নির্ম্মাণ করিলেন, এইরূপ অর্থ করা অপেক্ষা দেবতাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেহের তেজ লইয়া তদ্দ্বারা দেবী চণ্ডিকার দেহের এক একটি

• "They thus effected a ceremonial connection with the Earth Mother. In Greece "the most current formula of the public oath when a treaty was to be ratified or an alliance cemented, was", writes Dr. Farnell, "the invocation of Zeus, Helios, and Ge (the Earth Mother)." (p. 67, MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE by Donald A. Mackenzie)

গ্রীস হইতে ক্রমে ইয়োরোপ খণ্ডের সকল দেশে পৃথিবীমাতার উপাসনা-পদ্ধতি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই উপাসনা-পদ্ধতির সহিত এদেশের তান্ত্রিক শক্তিসাধনার যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে তাহাও দেখা যাইতেছে—

"The Cretan mother-goddess appears to have possessed the attributes of the various goddesses who were differentiated in classic mythology. The pre-Hellenic Mother, one of whose names appears to have been Rhea, was taken over by the Greeks and given a place in the Olympian group."

"But the Hellenic Rhea, although called the "Mother of the Gods", was not a self-created being, but the daughter of Gaia, the earth mother, and Uranus, the sky father, who equate with the Aryo-Indian Dyaus, and Prithivi, the sky father and earth mother of India." (p. 173, Do)

"What appears to be certain is that in pre-Hellenic Greece and Crete, and elsewhere throughout Europe, the Earth Mother was worshipped and propitiated from an early prehistoric period. Her mysteries were performed in caves, as were also the Palaeolithic mysteries." (p. 182, Do) (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অঙ্গ এক এক দেবতা পরিপুষ্ট ও সমুজ্জল করিয়া দিয়াছিলেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোকের ভাবগত বিরোধের আর কোন হেতু বর্ত্তমান থাকে না। এতদ্ভিন্ন প্রথম-চরিত্রের বর্ণনা শেষ হইবার পরে দ্বিতীয়চরিত্র-বর্ণন আরম্ভ সময়ে চণ্ডিকাদেবীকে দেবতারা নির্ম্মাণ বা উৎপন্ন করিলেন, এরূপ উৎকট একটা সিদ্ধান্ত করিবারও কোন স্থল থাকে না।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ১১৮ হইতে ১৩৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত মহিষাসুরবধ-বিষয়ক দেবগণের বিশাল প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান-প্রতি দৃষ্টি করিলে আর একটী চিন্তা আসিয়া আমাদের মনে উদয় হয়। তাহা এই যে, দৈত্য মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিবার জন্য এত উৎকট আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? যে ইন্দ্র মহাপরাক্রান্ত বৃত্রাসুরকে পরাস্ত করিতে পারিলেন, যে বিষ্ণু বিপুল ক্ষমতাশালী হিরণ্যাক্ষকে এবং হিরণ্যকশিপুকে অতি সহজে নিহত করিতে পারিলেন, যে শম্ভু

পৃথিবীমাতার এবং আকাশপিতার সংযুক্ত মূর্ত্তির সর্ব্বব্যাপক ভাববিকাশক পবিত্র চিত্র যেমন বেদের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাকে যেমন বেদের নানাস্থানে "দ্যাবা পৃথিবী" বলিয়া স্তবস্তুতি পূজা অর্চ্চনা করা হইয়াছে, ইয়োরোপ খণ্ডের প্রাচীন অধিবাসিগণ ততদূর উচ্চভাবে তাঁহাদের উপাস্য পৃথিবীদেবী এবং আকাশদেবকে দেখিবার অধিকার না পাইলেও হস্তপদ বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যে তাঁহারা এক সময়ে এই দুই দেবতার পূজা করিতেন ইয়োরোপের অনেক প্রাচীন ভগ্নমন্দিরে অদ্যাপি তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নব্য শিক্ষিত ইয়োরোপিয়ান যুবকগণ-মধ্যে অনেকে এই দুই দেবতার সম্মেলন-মূলক এই সকল প্রস্তর-মূর্ত্তিতে অশ্লীলতা দোষের আধিক্য দেখিতে পাইলেও ইয়োরোপের তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। এদেশেও ব্যোমদেব বা তাঁহারই নামান্তর শিব, যাঁহাকে বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ বলিয়া সাধকগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, আর ক্ষিতিদেবী, যাঁহাকে পালন-শক্তিস্বরূপা বলিয়া পূজা করা হয়, তাঁহাদের উভয়ের সম্মেলন-ভাববিজ্ঞাপক গৌরীপীঠে স্থাপিত শিবলিঙ্গমূর্ত্তিতে একাধারে শিবশক্তির পূজা হইতে দেখিয়া আধুনিক শিক্ষিত-যুবকগণ-মধ্যে কেহ কেহ ইহাতেও ঘোর অশ্লীলতা দোষের আরোপ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অশ্লীলতাবিষয়ক জ্ঞান মানব-অন্তঃকরণে যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ দুই দেবদেহে আদৌ তাহা নাই। সর্ব্বপিতা ব্যোমদেবের এবং সর্ব্বমাতা ক্ষিতিদেবীর কোন অঙ্গই মানবদেহের আদর্শে যে গঠিত হয় নাই এবং পরমাপ্রকৃতি তাহাতে অশ্লীলতা দোষ-আরোপের স্থান দান করিয়া যে রাখেন নাই এ তত্ত্বটি তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন।

ক্ষিতিমণ্ডল, ব্যোমকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন,—এই মহত্তত্ত্ব-পরিজ্ঞাপক ব্যোমচিহ্ন বা ব্যোমলিঙ্গ সংযুক্ত মহামায়ার মূর্ত্তি বলিয়া যাঁহারা মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৌরীপীঠে শিব পূজা করেন, তাঁহারা উহাতে অশ্লীলতার লেশও যে দেখেন না ইহা বলাই বাহুল্য। শিবপুরাণে শিবলিঙ্গের উৎপত্তিবিবরণ যেরূপ বর্ণিত হইয়া থাকুক না কেন, বেদের উক্তিকে আশ্রয় করিয়া মূলতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজাগণ বেদের উক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার এইরূপ পবিত্র অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহারা মাতৃরূপা পৃথিবী দেবীর উদ্দেশে স্তুতিগান করিতেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ত্রিপুরাসুরকে বিনা ক্লেশে বিনষ্ট করিতে পারিলেন, ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে চক্ষুর নিমেষে অনায়াসে মহিষকে বিনাশ করিতে পারিতেন। এ অবস্থাতে একটা ক্ষুদ্র দৈত্য মহিষকে দলন করিবার জন্য স্বর্গের সকল দেবতাদের একত্রিত হইয়া এত উদ্যোগ-অনুষ্ঠান করা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মার্কণ্ডেয়-পুরাণের কোন স্থানে প্রদত্ত হয় নাই, চণ্ডীগ্রন্থের প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ-মধ্যেও কেহ এ বিষয়ের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। দেবী-ভাগবত পুরাণে মহিষাসুরের উৎপত্তি বিবরণ মধ্যে এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (১৬৫)। মহিষাসুরের এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাবান্ হইবার যে তিনটী প্রধান কারণ দেবীভাগবত-পুরাণে আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা এই,—(১) মহিষাসুরের মাতা

—পুরাকালে "জন্মভূমি" শব্দে পৃথিবীকে বুঝাইত। ক্রমে Patriotism শব্দের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরদেশ, প্রদেশ, জিলা, গ্রাম এবং পরিশেষে সুতিকাঘরের ভিটাতে জন্মভূমি শব্দের অর্থকে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ঐরূপ পৃথিবীপূজাকেও এখন বাস্তুপূজাতে পরিণত হইতে হইয়াছে।

(১৬৫) দেবীভাগবত হইতে সংগ্রহ করিয়া মহিষাসুরের উৎপত্তি এবং তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রতিপত্তি লাভের বিবরণ সংক্ষেপ করিয়া এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—পুরাকালে রম্ভ ও করম্ভ নামক দুই দানব ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের পুত্র না হওয়ায় পঞ্চনদ তীর্থে যাইয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, করম্ভ জলে নিমগ্ন থাকিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন, আর রম্ভ অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া পঞ্চনদে যাইয়া কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া করম্ভের পদযুগল চর্ব্বণ করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করিলেন। রম্ভ ভ্রাতার বধবৃত্তান্ত শুনিয়া শোকে এবং ক্রোধে অধীর হইয়া নিজ মস্তক অনলে আহুতি দিবার জন্য দক্ষিণ হস্তে খড়্গ লইয়া মস্তক ছেদন করিতে যেমন উদ্যত হইলেন, অমনি অগ্নি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন "রে মূর্খ দানব! আত্মহত্যা করিও না, আত্মহত্যা মহাপাপ, বিশেষতঃ এখন মরিলে তোমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না"। রম্ভ অগ্নিদেবের সুমধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নির নিকট ত্রৈলোক্য-বিজয়ী একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। অগ্নিদেব বলিলেন, "মহাভাগ! দেবতা দানব ও মানবের অজেয় মহাবীর্য্যবান্ কামরূপী একপুত্র তোমার লাভ হইবে। অতএব মরণে বিরত হও" তিনি আরও বলিলেন যে "তুমি যে প্রমদায় কামনা করিবে তাহাতেই তোমার বলবান্ পুত্র হইবে।" তৎপর রম্ভ যক্ষগণ-পরিবৃত এক সুরম্য বনে যাইয়া এক মত্ত মহিষীকে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন। ঐ মহিষী গর্ভবতী হইয়া রম্ভের সহিত পাতালপুরে গমন করিলেন। অন্য এক বন্য মহিষ উহাদের অনুসরণ করিয়া পাতালে উপস্থিত হইল। রম্ভ মহিষীর রক্ষার্থ তাহাকে বধ করিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন। মহিষী অনন্যোপায় হইয়া যক্ষগণের শরণাগত হইলেন। মহিষও পশ্চাৎ ধাবিত হইলে যক্ষগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ঐ বন্য মহিষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যক্ষগণ রম্ভের দেহ চিতায় আরোপিত করিয়া অগ্নি-সংযোগ করিলে মহিষী স্বামীর অনুমৃতা হইলেন। তখন মাতৃগর্ভ ভেদ করিয়া যে শিশু চিতামধ্য হইতে উত্থিত হইলেন, তিনিই এই মহিষাসুর। এই মহিষাসুর পরে সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া অযুতবর্ষ-কালব্যাপী ব্রহ্মার আরাধনায় নিরত হইলেন। কঠোর তপস্যা বলে এই মহিষাসুর দেবতাদের অজেয় হইয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

বনের পশু হইয়াও তাহার স্বামীর মৃতদেহের সহিত জ্বলন্তচিতাতে স্ব ইচ্ছায় আরোহণ করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। (২) মহিষাসুরের পিতা দৈত্যবংশজাত হইলেও স্বয়ং একনিষ্ঠ শিবভক্ত ছিলেন এবং শিবের অংশসম্ভূত একটি মহাবীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করিবার বর, বহু তপস্যার ফলে, অগ্নিদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৩) অগ্নির বরপুত্র এই মহিষাসুর পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও সে উচ্চপদ অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া বহুসহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে ব্রহ্মার আরাধনাতে রত থাকিয়া বিপুল তপোবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যাঁহার পিতামাতা উভয়েই অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং যিনি নিজেও সুখ-স্বার্থত্যাগী একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তপোবলে অতিশয় বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, এরূপ মহিষাসুর পিতৃশত্রু ইন্দ্রকে নির্য্যাতন করিয়া যখন স্বর্গের অধীশ্বর হইতে পারিলেন তখন তাঁহার দেহে গর্ব্বের আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে। একবিন্দু অম্লরস যেমন এক কলসী সুপেয় গোদুগ্ধকে অতিসহজে বিকৃত করিয়া উঠাইতে পারে, সেইরূপে সমর-সাফল্যের গর্ব্ব মহিষাসুরের দেহের ধর্ম্মভাবকে যে অতি অল্প সময়ে বিকৃত করিয়া উঠাইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহিষাসুর যখন স্বর্গের অধিপতি হইয়া স্বর্গের দেবদেবীগণ-প্রতি অতিমাত্রাতে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে অত্যাচারের প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। অতিপ্রিয় পুত্রও যদি ঘোর কুকর্ম্মান্বিত ও অতিশয় অনিষ্টকারী হয়, তাহা হইলে তাহার শাসনদমনের ব্যবস্থা পিতামাতাকে অবশ্যই করিতে হয়। সেইরূপ সৃষ্টিধ্বংসকার্য্যে রত, কুপথে চালিত, গর্ব্বে স্ফীত মহিষাসুরকে শাসন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা হওয়াতে সংসার-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে একদিন একস্থানে চিন্তাকুল হইয়া সম্মিলিত হইতে হইয়াছিল। এই তিন শক্তির সম্মিলন স্থানে তাঁহাদের ক্রোধমূলক চিন্তা হইতে সমুৎপন্ন একটি তেজোময়ী নারী মূর্ত্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অত্যাচারী মহিষাসুরকে দমন করিবার জন্য যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন, স্বর্গের দেবতাগণ তখন তাঁহারই নাম রাখিলেন—চণ্ডিকা দেবী। এই চণ্ডিকা দেবী প্রথমতঃ দিগ্‌দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তেজোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এইরূপ তেজোময়ী মূর্ত্তির সহিত পশুদেহধারী মহিষাসুরের যুদ্ধের বর্ণনা শোভা পায় না। কাজেই তাঁহাকে দেবী বা মানবীর আকারে হস্তপদ-বিশিষ্ট নর বা নারীমূর্ত্তিতে সে ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। নারীমূর্ত্তিতে তিনি কেন ঐ ক্ষেত্রে প্রকটিতা হইলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দানের সময় পরে আসিবে। যেখানে

হস্তপদ ধারণের প্রয়োজন থাকে সেখানে ঐ হস্তপদের উপযোগী অস্ত্রাদি ধারণ করিবারও আবশ্যক হয়। চণ্ডিকা দেবীর সম্মুখে উপস্থিত দেবতাগণ, দেবীর সংহারকর্ম্ম-চরিত্রের এই অভাব পূরণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। দেবতারা প্রথমতঃ মহাদেবী হইতে প্রাপ্ত নিজ নিজ দেহে সংস্থিত তেজ উপহার দিয়া চণ্ডিকা দেবীর এক এক অঙ্গ পরিপুষ্ট করিলেন। তৎপরে শূলধারী শঙ্কর তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূল হইতে তেজোময় একখানি ত্রিশূল আকর্ষণ করিয়া চণ্ডিকার এক হস্তে তাহা প্রদান করিলেন। বিষ্ণু ঐরূপে তাঁহার হস্তের চক্র হইতে চক্র বাহির করিয়া দেবীর অপর হস্তে তাহা সমর্পণ করিলেন। এই ভাবে কোন দেবতা ধনু, কেহ খড়্গ, কেহ বা বজ্র, দেবীর সম্মুখে উপহার প্রদান করিলেন। কেহ দেবীর গলদেশে একটি কমলহার স্থাপন করিয়া দেবীর বেশরচনার কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। এই ভাবে সে সময়ে যে দেবতা দেবীকে যে সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন বাঙ্গালা অনুবাদে সে সকল কথা বলা হইয়াছে এ জন্য তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে উপহার-সামগ্রীসকল-মধ্যে দুই একটি সম্বন্ধে এক্ষণে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। ধনাধিপ কুবের "কখনও শূন্য হয় না এরূপ একটি সুরাপান-পাত্র" দেবীকে উপহার প্রদান করিলেন। এস্থানে এরূপ বর্ণনার কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল ? স্বর্গের সুরা আর মর্ত্ত্যলোকের বাজারের মদিরা যে এক বস্তু নহে একথা ইতিপূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি। রজোগুণ-উদ্দীপক কিরূপ স্বর্গীয় পেয় বস্তুকে সুরা বলিয়া এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। বেদে বর্ণিত সোমরসকে লক্ষ্য করিয়া যদি এখানে "সুরা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কিছুই বলিবার নাই। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে সোমরস পান করিয়া সত্ত্বপ্রধান দেবদেহে যে রজোগুণের উদ্রেক করিবার ব্যবহার ছিল, বেদে বৃত্রাসুরবধসময়ে ইন্দ্রদেবের সোমরস-পানের বর্ণনাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে (১৬৬। ব্রহ্মা তাঁহার করের জপমালা এবং কমণ্ডলু দেবীকে উপহার দিলেন কেন ? যুদ্ধের উপাদান সামগ্রীর মধ্যে এ সকল সামগ্রীর তো কোথাও কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এরূপ উপহার কেন? ব্রহ্মার এই উপহার দ্বারায় আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি, যে দেবতার যে বস্তু অধিক প্রিয়, তিনি সেই বস্তুই দেবীকে সে সময়ে ভক্তিভরে উপহার দিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই একই কারণে সমুদ্র সম্ভবতঃ প্রস্ফুটিত একটি

---

(১৬৬) "Impetuous as a bull; he chose the soma, and quaffed in three-fold sacrifice the juices. Indra with his own great and deadly thunder smote into pieces Vritra, worst of Vritras."

(Translation of RIGVEDA quoted by A. C. Clayton in his VEDIC RELIGION)

পদ্মফুল সে সময়ে দেবীর চরণে উপহার দিয়া থাকিবেন। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের প্রয়োজন কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না।

এখানে এইরূপ একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—বেদ এবং পুরাণের বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অমৃত সকল দেবতারই অতি প্রিয় বস্তু, পারিজাত পুষ্পও সেইরূপ আর একটী দেবপ্রিয় বস্তু ; এ অবস্থাতে দেবতাগণ তাঁহাদের এই সকল সদাপ্রিয় বস্তু চণ্ডিকা দেবীকে উপহার না দিয়া কেহ একটী শঙ্খ কেহ বা একটা নাগহার প্রদান করিয়া এ সময়ে দেবীকে অর্চ্চনা করিলেন কেন, এ প্রশ্নের সমাধান এই ভাবে করা যাইতে পারে। যে পরমা প্রকৃতি দেবতাগণকে সংসাররক্ষা-কার্য্যের জন্য সৃষ্ট ও নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে ঐরূপ কার্য্যসাধন-সহায়ক এক একটী সামগ্রী বিশেষরূপে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সদা ব্যবহার দ্বারা ঐ সকল সামগ্রী-মধ্যে এক একটী এক এক দেবতার অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকে। এই ভাবে বজ্র ইন্দ্রের, খড়্গ কালের, কমণ্ডলু ব্রহ্মার পরম প্রিয়বস্তুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই এই বিরাট্ যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইন্দ্র তাঁহার হস্তের বজ্র, কাল তাঁহার হস্তের খড়্গ, ব্রহ্মা তাঁহার হস্তের কমণ্ডলু, এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহাদের করায়ত্ব বস্তু সকল দেবী চণ্ডিকার চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। দেবতাগণের এইরূপ আচরণের মর্ম্মোৎঘাটন করিতে যিনিই ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বসৃষ্টির গভীর তত্ত্ব একটু নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাপ্রলয়ের পরে পরমা প্রকৃতি যখন তাঁহার নিষ্ক্রিয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চিত্তে কর্ম্মের তরঙ্গমালা পুনঃ উত্থিত করিলেন, তখন সেই কর্ম্মের তরঙ্গকে তিনি তিন ধারাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। এই ত্রিধারা কর্ম্মের নামকরণ হইল—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। তিনি তাঁহার সৃষ্টি-কর্ম্ম-ধারার অধিপতি যে শক্তিকে করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল ব্রহ্মা। তিনি তাঁহার স্থিতি-কর্ম্ম-ধারার অধিপতি যে শক্তিকে করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল বিষ্ণু। তিনি তাঁহার লয়কর্ম্ম-ধারার অধিপতি যে শক্তিকে করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল শিব। অনেকের মনে এইরূপ একটী ভুল ধারণা জন্মিয়া রহিয়াছে যে, ব্রহ্মা কেবল সৃষ্টিকার্য্য লইয়াই রহিয়াছেন, বিষ্ণু কেবল পালন কার্য্য লইয়াই রহিয়াছেন, আর শিব কেবল সংহার কার্য্য লইয়াই রহিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। ত্রিগুণাত্মক সংসারের যেমন কাহাকেও কেবল অমিশ্র সত্ত্বগুণকে বা অমিশ্র রজোগুণকে কিম্বা অমিশ্র তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া থাকিবার অধিকার তিনি প্রদান করেন নাই, সেইরূপ কেবল মাত্র সৃষ্টিকার্য্য কিম্বা কেবলমাত্র পালনকার্য্য, কিম্বা কেবলমাত্র সংহার

কার্য্য ধরিয়া থাকিবার সামর্থ্যও তিনি এই তিন দেবতার কাহারও হস্তে ন্যস্ত করেন নাই। সৃষ্টিরক্ষারজন্য সময়ে পালন কার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং পালনকার্য্য রক্ষার জন্য সময়ে সংহার কার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং এইরূপ একের জন্য অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানমূলক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সর্ব্বত্র এই ত্রিবিধ কার্য্যধারা অসংখ্য ধারাতে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য ভাবে অসংখ্য রূপে সর্ব্ব কাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যপ্রবাহের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শত সহস্র শক্তিকে তিনি নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। বেদ এবং পুরাণের ভাষাতে এই সকল কার্য্যশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অসংখ্য শাখা, প্রশাখা, পত্রপুষ্পযুক্ত মূল বৃক্ষের ন্যায় ইঁহাদের মূল উৎপত্তির স্থান এক (১৬৭)। এই একককে, বেদে পরব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদে ও বেদান্ত দর্শনে এই পরম ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, ও নির্লিপ্ত বলা হইয়াছে। দার্শনিক বিচারে ইহাতে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাতে যে বস্তুর অভাব, তাহা হইতে সেই বস্তুর উদ্ভব আদৌ সম্ভব হয় না। এজন্য সাংখ্য দর্শনকার কপিলমুনি, পরম-ব্রহ্ম বা পরম-পুরুষকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি বলিয়া এবং তাঁহাকে সকলের সহিত নির্লিপ্ত রাখিয়া, কেবল পরমাপ্রকৃতিকে সকলের মূল এবং এই পরমা প্রকৃতি হইতেই সকলের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই পরমাপ্রকৃতি যেমন একদিকে ত্রিগুণাত্মিকা সেইরূপ অন্যদিকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই ত্রিবিধ কার্য্যের মূল-হেতুভূতা বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের নানাস্থানে বর্ণিতা হইয়াছেন (১৬৮)। তিনি এই ত্রিবিধ কার্য্যের ভার তিন প্রধান দেবতার

---

(১৬৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবানের মুখের উক্তি এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥" "বেদবিৎ" শব্দে ব্রহ্মবিৎ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদের একস্থানে আকাশকে ঋগ্‌বেদ এবং বায়ুকে সামবেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরমব্রহ্ম, বেদ এবং আকাশ এই তিন অভিন্ন বলিয়া জানিতে হয়। "আকাশকে ঋক্ এবং বায়ুকে সাম বলিয়া জানিবে, এই বায়ুরূপী সাম ঐ আকাশরূপী ঋকে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত ভাবিয়াই গান করিয়া থাকেন। সামশব্দের "সা" বলিতে আকাশকে, "অম" বলিতে বায়ুকে বুঝাইয়া থাকে। এই দুইটী অংশ মিলিত হইয়া সামশব্দ গঠিত হইয়াছে।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গানুবাদ।

(১৬৮) দেবীভাগবতে দেখা যাইতেছে-নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, দেবী প্রকৃতিই হই-তেছেন সৃষ্টির মূল বা আদি। যথা—"প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কোবা বক্তুং ক্ষমোভবেৎ। কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যচ্ছ্রুতং ধর্ম্ম-বক্ত্রতঃ॥ প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যাদেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ * * * * প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টেরাদৌচ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

(দেবীভাগবত, নবমস্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়)

হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন (১৬৯)। এই তিনের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যের সহায়ক ও সহযোগীস্বরূপ কতিপয় দেবতাকে তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। যেমন ব্রহ্মার সৃষ্টি-কার্য্যের সহযোগী সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি, এবং বিষ্ণুর পালন-কার্য্যের সহযোগী ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ও পৃথিবী প্রভৃতি এবং শঙ্করের সংহার কার্য্যের সহযোগী মহাকালী এবং মহাকাল প্রভৃতি। এই সিদ্ধান্তটীকে সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে আমরা এখন সহজে বুঝিতে পারিব,—অমৃতধারাবর্ষী চন্দ্রদেবের তেজ হইতে চণ্ডিকাদেবীর স্তনযুগল কেন পরিপুষ্ট হইল, আর সংহারকর্ত্তা কাল, চণ্ডিকার করে আর কিছু না দিয়া খড়্গ উপহার দিলেন কেন। আরও বুঝিতে পারিব,—যে দেবতার হস্তে যে কার্য্য সাধনের জন্য যে অস্ত্র তিনি সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন, বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হওয়াতে এক্ষণে তিনিই চণ্ডিকারূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র তিনি আবার হাত পাতিয়া কেন পুনঃ গ্রহণ করিলেন (১৭০)। চণ্ডীগ্রন্থে দেবীর তিনটি চরিত্র বর্ণনাতে, দেবীর ত্রিবিধ সম্পূর্ণ-বিভিন্ন আচরণ, আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। প্রথম চরিত্রে মধুকৈটভ-দৈত্য-সংহার-সময়ে তিনি স্বয়ং নিজ হস্তে কোনরূপ অস্ত্রধারণ করেন নাই। দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুরবধ-সময়ে দেবতাগণের তেজ এবং দৈব অস্ত্র সকল একত্রীভূত করিয়া তিনি সমরক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়া-

---

(১৬৯) "ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলং জগৎ। রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এবাত্র কারণম্॥ একা মূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্য্যকারকাঃ॥"

(দেবীভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়)

(১৭০) পৃথিবীর লোকব্যবহার-ঘটিত দুই একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তকে সম্মুখে ধরিয়া স্বর্গের দেব-চরিত্রের এই গভীর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে বাধা নাই। সকলেই জানেন, এদেশের জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ লোকরক্ষাকর কার্য্য সম্পাদন-জন্য নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকেই আবার সময়ে নরহত্যাকারী ডাকাইতকে ফাঁশীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে হয়। সমাজের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এরূপ আচরণ তাঁহাদিগকে করিতে হয়। ডাক্তারেরা একটী কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাহার দেহস্থিত কোটী কোটী কালাজ্বর প্রবর্দ্ধক জীবানুকে ঔষধের পিচকারী প্রয়োগদ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। রক্ষাকার্য্যের অনুরোধে হত্যাকার্য্যের অনুষ্ঠান ডাক্তারগণকে আরও অনেক স্থানে করিতে হয়। কৃষকেরা ধান্যের বীজ বপন করিয়া তাহাতে জল সেচন করিয়া কতই যত্ন পরিশ্রম সহকারে তাহাকে রক্ষা করেন, আবার উপযুক্তকাল উপস্থিত হইলে, স্বহস্তে সেই ধানের গাছ কাটিয়া তাহা হইতে তাঁহারা শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই ভাবে এই মর্ত্ত্যলোকে যিনি এক সময়ে পালনকর্ত্তা থাকেন, অন্য সময় তাঁহাকেই আবার সংহারকর্ত্তা সাজিতে হয়। স্বর্গলোকেও এইভাবে কার্য্য চলিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। ফলতঃ ভূলোক, দ্যুলোক, গোলোক, সর্ব্বত্রই পরমাপ্রকৃতির অটল বিধি ব্যবস্থা অনন্তকাল ব্যাপিয়া সমানভাবে চলিয়াছে। সাধারণ ভাবে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের, বিষ্ণু পালনকার্য্যের, এবং শিব সংহারকার্য্যের

ছিলেন। তৃতীয় চরিত্রে শুম্ভনিশুম্ভ-বিনাশ-সময়ে সমস্ত দেবশক্তিকে সহযোগী করিয়া তিনি রণভূমিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ এক্ষণে আমরা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব (১৭১)। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, দেবী চণ্ডিকার এবম্বিধ কার্য্য-সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য দেবতাগণকে রক্ষা করা, আর সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার লীলা খেলা ভিন্ন আর কিছুই অনুমান হয় না। চণ্ডীগ্রন্থের ব্যাখ্যানকারিদের মধ্যেও কেহ কেহ এই মত কথাই বলিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। তাহার কারণ, লীলা খেলার অন্তরালে মিথ্যা প্রবঞ্চনা লুক্কাইত থাকে। পরমাপ্রকৃতির অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনার স্থান নাই। বিশেষতঃ চণ্ডীগ্রন্থের একস্থানে চণ্ডিকাদেবীর নিজ

নিয়ন্তা বলিয়া কথিত হইলেও বিশেষ প্রয়োজনস্থলে স্বর্গলোকে একের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অন্যকেও সম্পাদন করিতে হয়। কখনও বা এক কার্য্য সম্পাদন করিতে সৃষ্টিকারক পালক ও সংহারক সকলকে একত্রীভূত হইতে হয়। মহিষাসুরবধ-ব্যাপারকে এই শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে ধরিতে বাধা নাই। আর একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি। সুশৃঙ্খলভাবে যখন কোন দেশের কার্য্য চলিতে থাকে তখন সেদেশের শাসনসংরক্ষণ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য "সিভিল্ বিভাগ" এবং "মিলিটারি বিভাগ" নামে দুইটী স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। দেশে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে, স্থল বিশেষে এ দুই কার্য্যবিভাগ ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দেওয়া হয় এবং কোন প্রবল শক্তিমান্ সেনা-নায়কের হস্তে সে সময়ে সমগ্র কার্য্যভার অর্পণ করা হয়। স্বর্গলোকেও মর্ত্ত্যলোকের এই সদা প্রচলিত ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইতে পারি না।

(১৭১) বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশের একখানি চিত্ররূপে চণ্ডীগ্রন্থকে গ্রহণ করিতে হইলে, বিশ্বসৃষ্টির প্রথম অবস্থাতে ব্যোমস্তরে সংস্থিতা মহামায়ার হস্তে আদৌ কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপন করা শোভা পায় নাই। এজন্য ঐ সময় তাহা করাও হয় নাই এবং ঐ সময়ের শূন্য দেহময়ী পরমাশক্তিকে তেজোময়ী মূর্ত্তিধারিণী বলিয়াও চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণনা করা হয় নাই। চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে, বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে তাঁহাকে তাঁহার তেজোময়ী মূর্ত্তিতে শূন্য লোক হইতে স্বর্গলোকে নামাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে স্বর্গের সমরপ্রাঙ্গনে "জলন্ত পর্ব্বত" স্বরূপিণী তেজোময়ী মহাদেবীর হস্তে মহিষাসুর দানবকে নিহত করিবার জন্য দৈবতেজে সমুৎপন্ন অস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিবারই প্রয়োজন ছিল, এ কারণে দেবতাগণ তাহাই করিয়াছিলেন। চণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে, বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের তৃতীয় অঙ্কে মর্ত্ত্যলোকে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে দ্বিতীয় চরিত্রে বর্ণিতা তেজোময়ী মহাদেবীকে আরও স্থূলমূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইয়া আনিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন শুম্ভনিশুম্ভ-দানবদ্বয়ের সহিত পার্থিব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া—এমন কি পার্থিব আচরণ লইয়াও মহাদেবীকে সৃষ্টি-রক্ষাকর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এই তৃতীয় চরিত্রের উপসংহারচিত্রে মর্ত্ত্যলোকবাসী নরগণের শিক্ষার্থে নদীপুলিনে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহাতেও মহামায়াকে আবির্ভূতা করাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতি প্রণিধান করিলে, চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধসময়ে দেবীর তেজোময়ী মূর্ত্তিধারণ এবং তাঁহার তেজোময় হস্তে তেজোময় দেবগণের প্রদত্ত তেজোময় অস্ত্র ধারণ বর্ণনার আবশ্যকতা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

মুখের উক্তিতে জানিতে পারা যাইতেছে,—ত্রিলোকের হিতার্থে তিনি অসুরগণকে বধ করিয়া থাকেন (১৭২)। বস্তুতঃ চণ্ডিকা দেবীর এই সকল আচরণের মূলে রহিয়াছে কেবল লোকরক্ষা আর লোকশিক্ষা। দেবতাগণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতেছে সৃষ্টি রক্ষা করা। আর দৈত্য-দানবগণের কার্য্য হইতেছে দেবতাদের ঐ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। এইরূপ বাধা প্রাপ্তি দ্বারা দেবতাগণ সমধিক কার্য্য তৎপর হইয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে এই বাধা অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করে, দেবতাগণ আত্মরক্ষাতে অসমর্থ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তেমন স্থলে বিশ্বপালন-কর্ত্তা বিষ্ণুকে প্রয়োজন অনুসারে কখনও নিজ মূর্ত্তিতে, কখনও মানব শরীর লইয়া, কখনও বা পশু মূর্ত্তি ধরিয়া প্রবল প্রতিকূল পাশব বা দানব শক্তিকে দমন করিবার জন্য রণক্ষেত্রে নামিতে হয়। যেখানে ঐ প্রতিকূল শক্তি আরও অধিক প্রবল আকার ধারণ করিয়া আরও অধিক বাধা উপস্থিত করে, সেরূপ স্থলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূলাধারা পরাৎপরা পরমাশক্তিকে কখনও বা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং সমরক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। এই ভাবে দৈত্যদানবাদি-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিশ্বস্থিতির বাধা বিঘ্ন সকল দূরীভূত করিবার জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছে—এবং এখনও হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, চণ্ডীগ্রন্থে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভবিষ্যতেও যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তখনই তিনি এই ভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যদানবাদি-কৃত বাধা বিঘ্ন সকল দূরীভূত করিয়া দিবেন (১৭৩)। এইরূপ স্থলে কখনও একাকিনী, কখনও বা লোকরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্তা মাতৃগণকে সঙ্গিনী করিয়া, তাঁহাকে দুরন্ত-দানবদলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কখনও বা তিনি সমরক্ষেত্রে নামিয়া নিজ শরীর হইতে যুদ্ধার্থে সজ্জিতা ভীষণ অস্ত্রধারিণী ভয়ঙ্করা দেবীগণকে নিষ্ক্রান্ত করেন, কখনও বা ঐ সমরক্ষেত্রের মধ্যেই নিজ দেহে তাহাদিগকে আবার বিলীন করিয়া লইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রহস্যের উপরে যে দুর্ভেদ্য আবরণ রহিয়াছে, তাহা লোকলোচন-সম্মুখে ঈষৎ উন্মোচন করিয়া দিয়া থাকেন (১৭৪)। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত চণ্ডিকাদেবীর তিন চরিত্রে ইহা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। এখানে একটী কথা উঠিতে পারে, যে

---

(১৭২) "ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।" (চণ্ডীগ্রন্থ)

(১৭৩) "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥" (চণ্ডীগ্রন্থ)

(১৭৪) "দেব্যুবাচ—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥
দেব্যুবাচ—অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা। তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব॥"
(চণ্ডীগ্রন্থ)

চণ্ডিকা দেবীকে "তুমি বিশ্বের সৃজনকারিণী, তুমি বিশ্বের পালনকারিণী এবং তুমি বিশ্বের সংহারকারিণী" বলিয়া ব্রহ্মা স্তব করিয়াছেন (১৭৫), সে হেন চণ্ডিকা দেবী কি দেবতাগণের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা না লইয়া এবং দেবশক্তিকে সহযোগী না করিয়া একাকী ইচ্ছামাত্র দানবগণকে সংহার করিতে পারিতেন না ? ইঁহার উত্তর—না, তিনি পারিতেন না। "পারিতেন না" বাক্যে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ঐরূপ কার্য্য করিতে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। যে কোন একটি মানুষ তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত শিশু সন্তানকে অতি সহজে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে সামর্থ্য রাখেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সামর্থ্য সত্ত্বেও ঐরূপ কার্য্য করিতে যেমন তিনি পারেন না, সেইরূপ দেবী চণ্ডিকা কেবল মহিষাসুর কেন, সমস্ত দৈত্য দানবকে চক্ষুর নিমেষে সমূলে ধ্বংস করিবার সম্পূর্ণ শক্তিশালিনী থাকিয়াও তিনি তেমন ভাবে মহিষাসুরাদিকে সংহার করেন নাই—অথবা সংহার করিতে পারেন নাই। তিনি কেন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই—এ কথার প্রকৃত উত্তর দানের সামর্থ্য আমাদের নাই ; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, পরমাপ্রকৃতির যে নিয়মের অধীন থাকিয়া সমস্ত বিশ্ব-সংসার চলিতেছে, তিনি নিজেও সর্ব্বকাল আপনাকে সেই নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তাঁহার যে নিয়মে বৃক্ষের শাখা হইতে স্খলিত হইয়া পরিপক্ক রসাল ফলটী নিঃশব্দে বৃক্ষতলে নিপতিত হয়, দারুণ গ্রীষ্মের পরে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু আসিয়া সুদূর দেশ হইতে ভীষণ গর্জ্জনকারী মেঘকে টানিয়া আনিয়া উত্তপ্ত স্থানে বারিবর্ষণ করাইয়া ভূতল শীতল করে, সেই একই নিয়মের অধীনে থাকিয়া দেবমূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া অত্যাচারী দানবকে যথোপযুক্ত কালে যথোপযুক্ত অস্ত্রাঘাতে সংহারের সুব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, লোকরক্ষা এবং লোকশিক্ষা তাঁহার এই সকল আচরণের মূলে সদা অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারী দৈত্য-দানবকে এবং দুষ্টমানবকে শাসন বা দলন করিতে হইলে লোকে কিরূপ পথ অনুসরণ করিবে তাহা প্রদর্শন করাইবার অভিপ্রায় ও যে চণ্ডিকাদেবীর এই সকল আচরণ-মধ্যে নিহিত হইয়া রহে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে আদৌ দানবাদি দুষ্ট প্রকৃতির জীব সকল সৃষ্টি না করিয়া এভাবে শিক্ষা দানের প্রয়োজন দূর করিতে পারিতেন না কি ? এরূপ উক্তির উত্তর দানে আমরা অসমর্থ। তিনি দেবের পার্শ্বে দানবের স্থান কেন নির্দ্দিষ্ট করিলেন, জীবের জন্মের সহিত কেন তাহার মরণকে এক সূত্রে গ্রন্থন করিয়া রাখিলেন, সংযোগের সহিত বিয়োগকে, পুণ্যের সহিত পাপকে, আলোর সহিত অন্ধকারকে,

(১৭৫) "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥" (চণ্ডীগ্রন্থ)

দিবার সহিত রাত্রিকে, সতের সহিত অসৎকে, সৃষ্টির সহিত সংহারকে এবং সুখের সহিত দুঃখকে বিজড়িত করিয়া কেনই যে তিনি এই বিচিত্র বিশ্বসংসার-রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এ সমস্যার সমাধান করিবার সামর্থ্য, আমাদের কাহারই নাই। যাঁহার ভাব এবং কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে বা বর্ণনা করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ পর্য্যন্ত অসমর্থ (১৭৬) সেই চণ্ডিকা দেবীর সকল কার্য্যের এবং সকল আচরণের অভিসন্ধি অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্যগণের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তথাপি পুরাণাদিগ্রন্থ মধ্যে এই সকল কথার উত্তর সংগ্রহের উপাদান যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানে সংক্ষেপে তাহার দুই একটির উল্লেখ করিতে বাধা নাই।

চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত দেবী চণ্ডিকাকে সম্বোধন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যে সকল স্তব স্তুতি করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে,—কেবল দেব ও দানব উভয়ই তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু নহে, আলোক এবং অন্ধকার, দিবা এবং রাত্রি, ব্যাধি এবং ঔষধি, সংক্ষেপে বিশ্বসংসারের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ, সৎ অসৎ সমস্তই তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতি দেবীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই প্রকৃতিকে ধরিয়া ইহারা সকলেই সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি এই সকল হইতে পরমাপ্রকৃতি দেবী যে পৃথক্ নহেন, এমন কথা বলিতেও বাধা নাই। কাজেই এই সকলের কোন কিছুকে তিনি কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাকার প্রশ্ন উত্থাপনের স্থল আর এখানে নাই। পরমা প্রকৃতি দেবীকে এরূপ উচ্চ দৃষ্টিতে পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকে কখনও যে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ বিবেচনা হয় না। পরন্তু বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, এ দেশের চণ্ডিকাদেবী-স্থানীয়া ঐ সকল দেশের সর্ব্বোচ্চ উপাস্য দেবীকে, সয়তান এবং দৈত্যদানবের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-বিশেষ বলিয়া যে তাঁহাকে ঐ সকল

---

(১৭৬) "যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যোজগৎ। সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ-মহমীশান এবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"
(চণ্ডীগ্রন্থে ব্রহ্মার কৃত দেবীস্তব।)

"যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ-পরিপালনায় নাশায়চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥" (চণ্ডীগ্রন্থে ইন্দ্রাদিদেবকৃত দেবীস্তব।)

দেশে পূজা অর্চ্চনা করা হইত ইহাই জানিতে পারা যায়। সর্ব্বানিষ্টকারী দুষ্ট দৈত্য-দানবদলের প্রধান পুরুষ সয়তান এবং বিশ্বের হিতকারী দেবতাদলের পরিচালিকা মহামাতা শেখত দেবী-মধ্যে যে সময়ে সময়ে মহাযুদ্ধ হইত এরূপ বর্ণনা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (১৭৭)। প্রাচীন ইজিপ্টের মহাদেবী শেখতের নামটি সংস্কৃত "শক্তি" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকিবে

(১৭৭) "We also find them separated into two opposing camps, a division common to all the Aryan religious Just as the Olympians struggled with the Giants, the Æsir fought the Jotuns and the Devas the Asuras, so there is warfare in the Gaelicspiritual world between two super-human hosts. On one side are ranged the gods of day, light, life fertility, wisdom, and good; on the other, the demons of night, darkness, death, barrenness, and evil. The first were the great spirits symbolizing the beneficial aspects of nature and the arts and intelligence of man; the second were the hostile powers thought to be behind such baneful manifestations as storm andfog, drought and disease." (p. 47, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire)

দেবতা এবং দৈত্যদলের মহাযুদ্ধ-সময়ে যিনি দেবতাগণের পরিচালিকা-স্থানীয়া হইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাসে মহামাতা শেখত-দেবী বলিয়া নানাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি ক্রমে ইয়োরোপ এবং এসিয়া খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেশে এক সময়ে দেবী মহামাতা বলিয়া প্রপূজিতা হইতেন।

"It will be seen that the idea of the mother-goddess prevailed in ancient time, from India to Ireland and throughout Egypt. Although she was closely associated with the Mediterranean or Brown Race, which included the Neolithic Europeans, the proto-Egyptians the Sumerians, Southern Persians, and Aryo-Indians, she was also a conspicucus figure in the Late Palaeolithic Period." (p. 70, MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE by Donald A. Mackenzie).

উপরে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিমধ্যে ভারতবর্ষ হইতে এই মহামাতৃকা-অর্চ্চনার প্রভাব আয়র্ল্যাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ লিখিত হইবার বিশেষ কি কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। তবে আয়র্ল্যাণ্ডের কোন কোন স্থানে রূপান্তরিত ভাবে হইলেও অদ্যাপি বিশ্বমাতৃকা-স্বরূপা কালিকা দেবীর পূজা অর্চ্চনা হইতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপের অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। এই অবস্থার সহিত উদ্ধৃত উক্তির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না।

যে মূর্ত্তিতে মহামাতৃকা দেবী আয়র্ল্যাণ্ডের কোন কোন স্থানে পূজিতা হইয়া থাকেন, তাহার সহিত চণ্ডীগ্রন্থ-বর্ণিতা কালিকা দেবীর উগ্র মূর্ত্তির কতদূর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে জানিতে পারা যাইবে।

"This supreme war-goddes of the Gaels, who resembles a fiercer Here, perhaps symbolized the moon, deemed by early races to have preceded the sun, and worshipped with magical and cruel rites. She is represented as going fully armed, and carrying two spears in her hand." (p. 52, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire).

ডোনেল্ড এ ম্যাকেঞ্জি কৃত PRE-HELLENIC EUROPE গ্রন্থে এই দুই ভয়ঙ্করা মূর্ত্তির স্বরূপগত সৌসাদৃশ্য আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। শক্তি হইতে শক্তি, এবং শক্তি হইতে শেকৃতি এবং তাহারই অপভ্রংশ হইয়া শেকৎ বা শেখত শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব না হইলেও এই দুইকে এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার প্রতিকূল কথাও অনেক আছে। সুদূরস্থিত বিভিন্ন দুইদেশের দৈত্যদানব-দলনী দুই শক্তির নামের শব্দ গত সৌসাদৃশ্য অপেক্ষা তাঁহাদের আকার প্রকার এবং যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ গত বর্ণনার সৌসাদৃশ্য আরও অধিক পরিমাণে অনেক গ্রন্থে দেখিতেপাওয়া যায়।

"The great goddess was depicted wearing a flounced gown suspended from her slim waist, round which a girdle is clasped (chapter VI). The upper part of the body is bare, and she has enormous breasts. Sometimes she stands on a mountain top, guarded by two great lions, and sometimes she is seated beside trees or plants," (p. 59, MYTHS OF CRETE & PRE HELLENIC EUROPE by Donald A. Mackenzie)

কেবল যে এই সুদূরদেশের উপাস্য দুই মূর্ত্তির আকার প্রকার এবং বেশভূষাগত যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, এই দুইয়ের আচরণ গত সৌসাদৃশ্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। দৈত্য বিনাশ করিয়া চণ্ডিকা দেবী যেমন হিমালয় পর্ব্বতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আয়র্ল্যাণ্ডের মহাদেবী ও তাহার সহচরী তেমনি তথাকার পর্ব্বত-শেখর হইতে যুদ্ধজয় ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

"Last of all, the Morrigu and Badb went up on to the summits of all the high mountains of Ireland, and proclaimed the victory."

* * * "Then she added a prophecy in which she foretold the approaching end of the divine age, and the beginning of a new one in which summers would be flowerless and cows milkless and women shameless and men strengthless, in which there would be trees without fruit and seas without fish, when old men would give false judgments and legislators make unjust laws, when warriors would betray one another, and men would be thieves, and there would be no more virtue left in the world." (p. 117 and 118, CELTIC MYTH AND LEGEND by Charles Squire).

উপরে উদ্ধৃত আয়র্ল্যাণ্ডের উপাস্য মহাদেবীর ভবিষ্যৎবাণীর সহিত রুদ্রযামলতন্ত্রে বর্ণিত চণ্ডিকা দেবীর কলিযুগ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ উক্তির কতদূর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আয়র্ল্যাণ্ডের ন্যায় জার্ম্মেণীরও স্থানে স্থানে মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনা এখনও প্রচলিত আছে। উত্তর ইয়োরোপে এবং এসিয়াখণ্ড-মধ্যে চীনে, তিব্বতে এবং সাইবেরিয়াতে এখনও ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পদ্ধতিতে মহামাতৃকা-দেবীপূজার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। চীনদেশে তারাদেবীর মন্দিরে অদ্যাপি প্রত্যহ মহাসমারোহে যে মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেইরূপ তিব্বত দেশে মহাকাল মহাকালী এবং বজ্রভৈরব রুদ্রাভৈরবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা যে এখনও নিয়মিতরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এতত্ত্বও কি এদেশের কি ইয়োরোপের সুশিক্ষিতগণ অপরিজ্ঞাত নহেন। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তিব্বত সম্বন্ধীয় স্রিদ-পা-হো নামক যে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ চীন ও তিব্বতে শক্তি পূজা সংক্রান্ত কথা অনেক আছে।

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের মহামাতৃকা দেবীকে পর্ব্বত-শেখর-নিবাসিনী পরমা সুন্দরী যুবতী রমণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু দৈত্য-দলন-সময়ে তিনি যে আবার ভয়ঙ্করী ভীষণ মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইতেন এমন কথাও আছে। চণ্ডীগ্রন্থের অনেক স্থানে দেবী মহামায়াকে পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১৭৮)। দানব-দলন সময়ে তিনিই যে আবার ভীষণ ভয়ঙ্করী বিকটমূর্ত্তিতে সমর ভূমিতে প্রকটিতা হইতেন এরূপ বর্ণনাও চণ্ডীগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় (১৭৯)। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থানে অনেক বিষয়েই এই রূপ মহামাতৃকা দেবীঘটিত বর্ণনার মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে যেমন চণ্ডিকাকে একদিকে অতি কোমল-হৃদয়া অতি দয়ার্দ্রচিত্তা দেবী বলিয়া দেবতারা স্তব স্তুতি করিয়াছেন, অপরদিকে অসুরদিগের অশ্ব, গজ, রথাদি সর্ব্বভক্ষণকারিণী দানবকুল-সংহারিণী অতি ভীষণ মূর্ত্তি-ধারিণী দেবী বলিয়াও তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের মহামাতৃকা দেবীকেও সেইরূপ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিপরীত দুই ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সকল দেশের ধর্ম্ম ইতিহাসের কোন স্থানে মহামাতৃকা দেবীকে দয়াময়ী, কোন স্থানে বা অতি নির্দ্দয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধসময়ে চণ্ডিকাদেহ হইতে যেমন অস্ত্র-শস্ত্রধারিণী অন্যান্য দেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন চণ্ডীগ্রন্থে কথিত হইয়াছে, ইজিপ্টের মহামাতৃকাদেবী-দেহ হইতেও সেইরূপ নানা দেব-দেবীর আবির্ভাবের কথা রহিয়াছে। এইরূপ অনেক বিষয়েই চণ্ডীতে বর্ণিতা মহামায়া দেবী-ঘটিত কথার সহিত প্রাচীন পাশ্চাত্য দেশের উপাস্যা মহামাতৃকা দেবীর আকৃতি প্রকৃতির

---

(১৭৮) "ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্। দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা। কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্॥
নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্ রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্। জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর॥" (চণ্ডীগ্রন্থ)

(১৭৯) "ভ্রুকুটী-কুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললন-ভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥" (চণ্ডীগ্রন্থ)

কালিকাপুরাণে ব্রহ্মকৃত মহামায়ার স্তবের যে অংশে দেবীর বিশ্ববিমোহিনী মধুর মূর্ত্তির সহিত তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির বিচিত্র সংমিশ্রণের একখানি অপরূপ চিত্র প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ত্বং নিত্যা ত্বমনিত্যা চ ত্বং চরাচরমোহিনী। ত্বং সন্ধিনী সর্ব্বযোগ-সাঙ্গোপাঙ্গবিভাবিনী।
চিন্তাকীর্ত্তিধৃতীনাং ত্বং ত্বং তদষ্টাঙ্গসংযুতা। ত্বং খড়্গিণী শূলিনী চ চক্রিণী ঘোররূপিণী॥
ত্বমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্ব্বানুগ্রহকারিণী। বিশ্বাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বং বিশ্বযোনিরযোনিজা॥
অনন্তা সর্ব্বজগতস্ত্বমেবৈকান্তকারিণী। নিতান্ত-নির্ম্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে॥
ত্বং হিংসা ত্বমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা। ত্বং পরা সর্ব্বজননী দমনী দামিনী তথা॥
ত্বং দ্যৌস্ত্বমাপস্ত্বংজ্যোতির্বায়ুস্ত্বঞ্চ নভোমনঃ। অহঙ্কারোঽপিজগতামষ্টধা প্রকৃতিঃ কৃতিঃ॥"

এবং কার্য্যপদ্ধতির অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (১৮০)। এই সকল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল মহামাতৃকা দেবীর কথা নহে, পরন্তু দেবাসুর-যুদ্ধঘটিত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম-গ্রন্থের বর্ণনাসকল বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইলেও মূলে একই সত্য ঘটনার একটি উৎপত্তি স্থান হইতে যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমান অনায়াসে করা যাইতে পারে।

---

(১৮০) "The Egyptian Great Mother who was as much dreaded as the Scottish Hag, was Sekhet, the lionessheaded deity; who was the wife of Ptah. * * * Thus a Philae text states in reference to Isis-Hathor, who there personified all goddesses in one; Kindly is she as Bast terrible is she as Sekhet. * * * As the conqueror of the enemies of the Egyptian gods Sekhet carried a knife in her hand. (Introduction, Egyptian Myth. Page XXXVIII,

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে,—প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের বিশ্বমাতা শেখতদেবী, এদেশে চণ্ডিকা দেবীর ন্যায় সিংহারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা না হইলেও সিংহশীর্ষা ভয়ঙ্করী দেবী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার করে কালিকা দেবীর করের খড়্গের ন্যায় দেবশত্রু বিনাশার্থে ভীষণ খড়্গ রহিয়াছে বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। চণ্ডিকা সিংহশীর্ষা দেবী না হইলেও যুদ্ধ সময়ে যে পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতেন তাহা অন্যান্য পুরাণে ও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"তমাপতন্তং দৈত্যানাং বলং দৃষ্ট্বৈব চণ্ডিকা।
মুমোচ সিংহনাদং বৈ কাল্যা সহ মহেশ্বরী॥" (বামনপুরাণ ৫৬ অধ্যায়)

"ইতি কৃত্বা স্মিতং দেবী সট্টহাসং চকারহ। উচ্চৈঃ শব্দং মহাঘোরং দানবানাং ভয়প্রদম্॥
চকম্পে বসুধা তত্র শ্রুত্বা তচ্ছব্দমদ্ভুতম্। চেলুশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে চুক্ষোভাব্ধিশ্চ বীর্য্যবান্॥
মেরুশ্চচাল শব্দেন দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ। ভয়ং জগ্মুস্তদা শ্রুত্বা দানবাস্তং স্বনং মহৎ॥"
(ভাগবত নবম অধ্যায়।)

"The Great Mother deity was believed to be self-created and self sustaining. In the Isis Chants addressed to Osiris we read—

Thy mother Nut cometh to thee in peace;
She hath built up life from her own body,
There cometh unto thee Isis, lady of the horizon
who hath begotten herself alone.!

According to the Greeks, the Great Mother Neith declared to her worshippers—
"I am what has been
What is,
And what shall be."

(Introduction, Egyptian Myth Page xxxv)

উদ্ধৃত ইংরাজি কবিতাতে দেবী মহামায়ার উক্তির ছায়া অতি সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছে—
"অহমেবাসং পূর্ব্বন্তু নান্যং কিঞ্চিন্নগাধিপ। স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্,
অনবস্থাদোষ সত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্॥" (ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ)

অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে॥ ১৩৭
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামুচুঃ সিংহবাহিনীম্॥ ১৩৮
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ॥ ১৩৯
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ।
আঃ কিমেতদিতিক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ॥ ১৪০
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ।
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা॥ ১৪১
পাদাক্রান্ত্যানতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্॥ ১৪২
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্॥ ১৪৩

---

১৩৭ হইতে ১৪৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবী চণ্ডিকার এই প্রকার অনুপম এবং অতি মহৎ বা ভয়ঙ্কর নিনাদ শব্দে মহান্ প্রতিধ্বনি উত্থিত হওয়ায় সকল লোক ক্ষুব্ধ, সমুদ্র সকল প্রকম্পিত এবং পৃথিবী ও পর্ব্বত-সকল বিচলিত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ সেই সিংহবাহিনী দেবীকে জয়ধ্বনি দ্বারা অভিহিত করিতে লাগিলেন। এবং মুনিগণও ভক্তি বিনম্রচিত্তে এবং নতশিরে দেবীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে দেবশত্রু দৈত্যগণ সমস্ত জগৎ সংক্ষুব্ধ দেখিয়া কবচ পরিধান পূর্ব্বক অস্ত্র হস্তে লইয়া সমুত্থিত হইলেন। মহিষাসুর ক্রোধে "আঃ এ কি" এই কথা বলিয়া সমস্ত দৈত্যসমভিব্যাহারে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। অনন্তর মহিষাসুর দেবীকে দেখিতে

পাইলেন। মহিষাসুর দেখিলেন দেবী স্বকীয় জ্যোতি দ্বারা ত্রিলোক আলোকিত করিয়া ও পদভরে পৃথিবীকে নত করিয়া গগণস্পর্শী মুকুটে পরিশোভিতা হইয়া ধনুকের জ্যানির্ঘোষে আকাশ-পাতাল ক্ষোভিত করিয়া সহস্র বাহুতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই দেবীর সহিত দৈত্যগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

দেবগণের নিকট হইতে নানাবিধ অলঙ্কার এবং অস্ত্র-শস্ত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়া দেবী চণ্ডিকা বিকট হোঃ হোঃ শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নাদধ্বনিতে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকল লোক বিচলিত হইল। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা হইল কেন ?—এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। কোন ভাষ্যকার বা টীকাকার ইহার কোন সমাধান করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের ব্যাখ্যান গ্রন্থ দৃষ্টে জানিতে পারা যাইতেছে না। সাধারণতঃ অনেকেরই এইরূপ একটী ভ্রম সংস্কার আছে যে মানসিক সুখ হইতে মানুষের মুখে হাসির বিকাশ হইয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। কারণ পশু পক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীব-জন্তুরও সুখবোধ আছে, কিন্তু তাহাদের মুখে কখনও হাসির প্রকাশ দেখা যায় না। সুখে মানুষের মুখে যেরূপ হাসি দেখা যায়, অতি দুঃখ, অতি ক্রোধ এবং অতি শোকের অবস্থাতেও কাহারও কাহারও মুখে কোন কোন সময়ে একটা বিকট হাসির বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন যে মানব-হৃদয়ের গর্ব্বই হইতেছে হাসির জন্মদাতা। পশু পক্ষীর অন্তঃকরণে গর্ব্বের গন্ধ নাই, কাজেই তাহাদের মুখেও হাসির কোনরূপ চিহ্ন নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া থাকেন। ইহাও ঠিক নহে। কেন না অতি ছোট মনুষ্য-শিশুর ওষ্ঠপ্রান্তেও অনেক সময়ে হাসির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সময় তাহাদের অন্তঃকরণে গর্ব্বের স্থান আদৌ নাই। দেবী চণ্ডিকার মুখে এই সময়ের এই বিকট অট্টহাস্য যে তাঁহার অন্তঃকরণের গর্ব্ব হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কারণ দেবতাগণের নিকট হইতে অলঙ্কার উপহার পাইয়া তাঁহার গর্ব্ব হইতে পারে না। দেবতাগণের প্রতি দৈত্যগণের অকারণ নিদারুণ উৎপীড়ন অত্যাচারের কথা শুনিয়া দেবীর অন্তঃকরণে সে সময়ে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। এই ক্রোধ হইতে দেবীর মুখে বিকট একটা অট্টহাসির বিকাশ হইয়া থাকিতে পারে, এরূপ মনে

করিতে বাধা নাই। দৈত্যদানবগণের কৃত অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে দেবী চণ্ডিকার চিত্তে যে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল এরূপ কথা চণ্ডীগ্রন্থের অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে (১৮১) এই স্থানে দেবীর ক্রোধ-সঞ্জাত উচ্চহাস্যকে "অট্টহাস্য" বলিয়া বর্ণনা না করিলেও চণ্ডীগ্রন্থের অন্য স্থানে চণ্ডিকা দেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া যে এক সময়ে অতি ভয়ঙ্কর ভৈরব নিনাদে অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন, এমন কথাও অতি সুস্পষ্ট ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (১৮২)।

যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া চণ্ডিকা দেবীর বিকট-অট্টহাস্য-করণ-ব্যাপারের কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময় তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত ভীষণ নিনাদের কথা লইয়াও এস্থলে একটু আলোচনা করিতে বাধা নাই। পুরাকালে যুদ্ধারম্ভ সময়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, যোদ্ধাগণ যে সিংহনাদ করিতেন এরূপ বর্ণনা কেবল যে আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, অন্যান্য দেশের ইতিহাসেরও অনেক স্থানে যুদ্ধবর্ণনা স্থলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু মধ্যেও শত্রুকে আক্রমণ সময়ে ভীষণ গর্জ্জন করিবার একটা সাধরণ রীতি আমরা দেখিয়া থাকি। কাজেই বলিতে হইবে এই সকল স্থলে গর্জ্জন করিবার প্রথা পদ্ধতি স্বাভাবিক ও সর্ব্বদেশব্যাপী। এ অবস্থাতে চণ্ডিকা দেবী অসুরদলন-সময়ে যে ভীষণ সিংহনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই নাই। কিন্তু এখানে যে বর্ণিত হইয়াছে চণ্ডিকা দেবীর

---

(১৮১) চণ্ডীগ্রন্থের রক্তবীজবধ অধ্যায়ে, শিবদূতী নাম্নী নারীমূর্ত্তিতে দেবী ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিতে করিতে যে যুদ্ধে পরাজিত ভূপতিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন এমন বর্ণনাও রহিয়াছে।

"চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ। পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাং স্তাশ্চখাদাথ সা তদা ॥" ইত্যাদি।

(১৮২) "ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী। কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥" ইত্যাদি।

(চণ্ডীগ্রন্থে চণ্ডমুণ্ডবধ উপখ্যান)

চণ্ডীব্যাখানকারী সুপণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী এই স্থানের ব্যাখ্যানে "অট্টহাস্য" অর্থে মহাহাস্য লিখিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের কৃত বঙ্গানুবাদে অট্টহাস্যের অন্য কোনরূপ অর্থ প্রদত্ত হয় নাই, অট্টহাস্য অর্থে কেবল অট্টহাস্যই লিখিত হইয়াছে।

সার মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে "অট্টহাস্য" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—

"Very lound laughter, a horse laugh"

উপরে উদ্ধৃত সকলগুলি অর্থই অবনত মস্তকে গ্রহণ যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সময়ে দেবীর এরূপ অট্টহাস্য করিবার কি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল এইটীই হইতেছে চিন্তনীয় বিষয়। দেবীর ক্রোধে দেবীর কণ্ঠ হইতে এই বিকট অট্টহাস্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, এই উৎকট সমস্যার একরূপ সমাধান হইতে পারে।

সিংহনাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল—বর্ণনার এই অংশটুকই হইতেছে একটী গভীর চিন্তার সামগ্রী। নভোমণ্ডল হইতেছে আকার আয়তন শূন্য একটা অসীম অনন্ত বস্তু। এ অবস্থাতে দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত সিংহনাদ সমগ্র আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিল কিরূপে? চণ্ডীগ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্যকার নাগোজীভট্ট এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন—নভঃ অর্থে এখানে সমগ্র আকাশ বুঝিতে হইবে না, নভঃ শব্দ এখানে উপলক্ষন মাত্র অর্থাৎ নভঃ অর্থে ভুবন মাত্র বুঝিতে হইবে (১৮৩)। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে একটী প্রধান বাধা এই রহিয়াছে যে মহর্ষি কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত শ্লোকে কেবল নভঃ শব্দ নাই পরন্তু সমগ্র নভঃ শব্দই পরিষ্কার ভাষাতে লিখিত রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে ঋষিগণ অনাবশ্যকীয় বাক্য বা বৃথা কিম্বা মিথ্যা একটা শব্দ শ্লোকমধ্যে বিন্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বর্ণনার আয়তন বিস্তার করিতে কুত্রাপি অভ্যস্ত ছিলেন না। এ অবস্থাতে, নাগোজীভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণের লিখিত "নভঃ" শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ এ স্থলে গ্রহণ না করিয়া উহার সহজ সরল এবং শাস্ত্রবিচার সঙ্গত অর্থই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। "শাস্ত্রবিচার সঙ্গত অর্থ" বলিবার কারণ এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্র-গ্রন্থের নানাস্থানে আকাশকে নিত্য এবং আকাশের গুণ স্বরূপ শব্দকেও নিত্য বলিয়া বর্ণিত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রকর্তাগণও বিচার করিয়া "শব্দাত্মক" বেদকে নিত্য বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাও দেখা যাইতেছে। চণ্ডী-গ্রন্থের মধ্যেও চণ্ডিকা দেবীকে "তুমি শব্দাত্মিকা দেবী" বলিয়াই দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন (১৮৪)।

---

(১৮৩) "সাট্টহাসমিতি নাদক্রিয়াবিশেষণম্। অট্টহাসোঽত্যার্থহাসঃ। নভ ইতি ভুবনোপলক্ষণম্॥"
(চণ্ডীর নাগোজীভট্ট কৃত ব্যাখ্যান)

তত্ত্ব প্রকাশিকা নাম্নী টীকাতে নাগোজী ভট্টের উক্তি আরও সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—

"তস্যা ঘোরেণ ভয়ানকেন নাদেন কৃৎস্নং সমগ্রং নভঃ আকাশং আপূরিতং মহান্ প্রতিশব্দশ্চাভূৎ।

যদ্যপ্যমূর্ত্তেন শব্দেন শূন্যস্য নভসঃ পূরণং ন সম্ভবতি, নভসোঽনন্তস্যাপি সামগ্র্যং ন সম্ভবতি, তথাপি শব্দস্যাপি মহত্ত্বেন জগদ্ব্যাপ্তিরেব তাৎপর্য্যম্ প্রধান ধ্বন্যনুকারী শব্দঃ প্রতিশব্দো মহানভূৎ। অতএব অতিমহতা তত্রাপি হেতুঃ অমায়তা মানং মাঃ তাং যন্ প্রাপ্নুবন্, ততো নঞ্ সমাসঃ ইনঃ শতৃ, তেন অপরিমিতেনেত্যর্থঃ।" (চণ্ডীর "তত্ত্ব প্রকাশিকা" টীকা।)

(১৮৪) "শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান। মুদ্গীতরম্য পদপাতবতাঞ্চ সাম্নাম্॥
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়। বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥" (চণ্ডীগ্রন্থে শক্রাদিস্তুতি)

উদ্ধৃত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ করা যাইতে পারে,—হে দেবি! তুমি শব্দস্বরূপা ও নির্ম্মল জ্ঞানের হেতু ঋগ্বেদ' যজুর্ব্বেদ এবং উচ্চৈঃস্বরে গীত অর্থাৎ উদাত্ত ও স্বরিত স্বরে গীত মনোহর পদ পাঠযুক্ত যে সামবেদ তাহার মূল আশ্রয়-স্বরূপা ও তুমি ঋগ্ যজুঃ ও সামবেদ স্বরূপা এবং সকলার্থ-প্রকাশ-পরায়না দেবী ভগবতী, তুমি জগতের পালনার্থ বৃত্তিস্বরূপা হইয়া তুমি সমস্ত জগতের দুঃখ সকল বিনাশ করিয়া থাক।

বেদ-বীজ (১৮৫) ও সৃষ্টি-বীজ ওঙ্কার শব্দ যদি অনন্তকাল ব্যাপিয়া অনন্ত আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিতে পারে, তাহা হইলে চণ্ডীতে বর্ণিত পরমা প্রকৃতির হুঙ্কার নিনাদ সমগ্র আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকিতে না পারিবে কেন? সেখানে শব্দাত্মিকা পরমাশক্তিই ওঙ্কার শব্দরূপে যেমন আকাশে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখানেও তেমনি শব্দাত্মিকা পরমাশক্তিই হুঙ্কার শব্দাকারে আর এক বেশে আকাশে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন সিদ্ধান্ত করিতে বাধা কি? আকাশ যে অনাদি অনন্ত শিবস্বরূপ, ইহা এই ব্যাখ্যানের অন্য এক স্থানে ইতিপূর্ব্বে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। আকাশরূপ শিব আর শব্দস্বরূপা পরমাশক্তি অভিন্ন। ইহা একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে পারিলে আকাশ ও শব্দতত্ত্ব-ঘটিত অনেক জটিলতা অতি সহজে পরিষ্কার হইতে পারে। এই জটিলতা পরিষ্কার করিবার কার্য্যে কেবল আমাদের দর্শনশাস্ত্র নহে, ইয়োরোপের আধুনিক বিজ্ঞানেও যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে (১৮৬)। কালকে সর্ব্বব্যাপক এবং নিত্য বলা হইয়াছে। কালের সর্ব্বব্যাপকত্ব গুণ হইতে

---

(১৮৫) ওঙ্কার শব্দকে কেবল বেদ বীজ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সৃষ্টির মূল এবং ব্রহ্ম-বীজ বলিয়াও তন্ত্রে ওঙ্কারকে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"আদিবীজং বেদসারো বেদবীজমতঃ পরম্। পঞ্চরশ্মি স্ত্রিকূটে চ ত্রিভবে ভবনাশনঃ॥"

"ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মি স্ত্রিদৈবতঃ॥" (বীজবর্ণাভিধানম্।)

(১৮৬) মহর্ষি জৈমিনীর মীমাংসাদর্শনের "কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ" সূত্রের টীকাতে পণ্ডিত হরিপদ ভট্টাচার্য্য কৃত বঙ্গানুবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"কেহ কেহ বলেন, শব্দ অনিত্য, বর্ণ অনিত্য, বর্ণ ঘটিত শব্দও অনিত্য; অতএব বিধিবাক্য কিরূপে প্রমাণ হইবে? তাহার উত্তর বর্ণ অনিত্য নহে। যদি বল, উচ্চারণের দ্বারা ইহা উৎপন্ন অতএব অনিত্য; তাহারও উত্তর এই যে, উচ্চারণ প্রযত্নে উহা ব্যক্ত হইতেছে মাত্র, উৎপন্ন হইতেছে না। উচ্চারণ উহার ব্যঞ্জক, উৎপাদক নহে।"

উপনিষদেরও অনেক স্থানে ওঙ্কার শব্দকে পরমাত্মার প্রতিমা স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"এই ওঙ্কার পরপর শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহা পরমাত্মার প্রতিমা।" (সুরেশচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রিকৃত ছান্দোগ্যোপনিষদের বঙ্গানুবাদ।)

বৌদ্ধ লামাগণ ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন এবং বৌদ্ধদিগের কোন কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে ওঙ্কার সর্ব্বশক্তিময়ী স্ত্রীদেবতার স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করাহইয়াছে। যথা—

"Omkara—Sakti or female personification of devine energy."
(Sankrit English Dictionary By Sir Monioer Williams)

ওঙ্কার নাদকে কেহ পরব্রহ্ম জ্ঞাপক কেহ বা পরমাপ্রকৃতি প্রতিম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াই যে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহা নহে পরন্ত ওঙ্কারনাদ নিত্য এবং ওঙ্কারনাদ হইতে প্রকাশ প্রাপ্ত কেবল বেদ নহে সমস্ত নাদ অর্থাৎ শব্দই নিত্য এরূপ সিদ্ধান্তও অনেক দার্শনিক করিয়া থাকেন যথা—

কালের নিত্যত্বগুণ পৃথক্ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ পরমাশক্তিকে যে স্থলে নিত্যা বলা হইয়াছে এবং পরমাশক্তিকে যে স্থলে শব্দাত্মিকা বলা হইয়াছে, এ অবস্থাতে "শব্দকে" শাস্ত্রবিচার দৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না। এক্ষণে আর একটি ক্ষুদ্র লৌকিক দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধরিয়া চণ্ডিকা দেবীর হুঙ্কার নিনাদ কিরূপে সর্ব্বকালব্যাপি হইতে পারে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে করা যাউক, একটি কক্ষে একটি মানুষ বাস করিতেছেন। কক্ষটি অবশ্য বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ঐ কক্ষবাসী মানুষ সবলে নিঃশ্বাস টানিয়া কক্ষস্থিত খানিকটা বাতাস নিজ দেহের শ্বাসযন্ত্র মধ্যে গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বেগে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ বাতাস পুনরায় প্রত্যাহার করিলেন। তখন তাঁহার নিঃশ্বাসযন্ত্রের পরিত্যক্ত ঐ বাতাস আবার কক্ষ পূর্ণ করিয়া রহিল। এই ক্রিয়া দ্বারা ঐ বাতাসকে যে নূতন সৃষ্টি করা হইল এমন বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ দেবী চণ্ডিকা, অসুরযুদ্ধের প্রারম্ভে আকাশ হইতে আকাশস্থিত নিত্য ও সর্ব্বব্যাপি হুঙ্কার নিনাদকে আকর্ষন করিয়া স্বীয় কণ্ঠে লইয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে ঐ হুঙ্কার নিনাদকে পুনঃ প্রবলবেগে আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে স্থিত নির্ব্বাপিত বা নিদ্রিত অগ্নিতেজের ন্যায় দেবীর যে হুঙ্কার শব্দ নিদ্রিত অবস্থাতে

"In the case of all things that are liable to destruction people always find some cause of destruction, there is no such cause or agent of destruction perceptible in the case of words cousequently we can not admit of sush destruction; and words must be regarded as 'indestructible', eternal,"

(Purva-mimansa Sutras of Jaimini Edited By Mahamohapadyaya Pandit Ganganath Jha)

"Thus all scientific theories may be reconstructed in terms of auditory events, and sound held to be the parent of all material form; and we may understand why the Hindu call sound (nada) the first manifestation of the unmanifested."

(Out lines of Indian Philosophy By P. T. Srinivasa Iyengar Page 51)

"Thus sound inside the auditorium or in the universse, is but a special modification of Akasa. The perceiving organ of audition and the perceived object, sound, are of the same nature, both being Ákasa or Sabdatanmatra, pure sensation of sound; only Akasa outside the body is not pure, unmixed, like one in the organ of hearing, but compounded with air, etc. and hence the Sabda (the essence of sound) in the external Akasa before it can reach the hearer must first be manifested as nada or dhvani, or vibrations of air. As a commentator of Jaimini's Mimansa Sutras 1, 13, says "the still atmosphere which interferes with the perception of sound, is removed by the Conjunctions and Disjunctions of air (undulations, vichi-taranga issuing from the speaker's mouth and thus sound becomes perceptible" (Do Page 52)

"This Hindu View of the existence of five tanmatras or five elements or five modifications of ether to account for the five sensations and five sensibilia is not at all opposed to reason or modern ways of thought" (Do Page 53)

সর্ব্বাকাশ ব্যাপিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করিতেছিল, দেবীর প্রজ্বলিত ক্রোধে তখন ঐ হুঙ্কার শব্দ প্রবলাকারে জাগ্রত্ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সকল আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই অসাধারণ ব্যাপারের ফলে দেবীর হুঙ্কার-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসংসারে একই সময়ে তখন যে দুইটী পৃথক্ ভাবের কার্য্যের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্যের বিষয়। চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,—তখন একদিকে দেবতাগণ সেই সিংহবাহিনী দেবীকে "জয়ধ্বনি" দ্বারা অভিহিত করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে মহিষাসুর ক্রোধে কম্পিত অবস্থাতে "আঃ এ আবার কি ?" বলিতে বলিতে অসুরসৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া ঐ ভীষণ হুঙ্কার নিনাদের উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। দেবীর একই হুঙ্কার-নিনাদে সত্বগুণ প্রধান দেবতা এবং মুনি ঋষিগণের একই সময়ে অন্তঃকরণে আনন্দ এবং উৎসাহের প্রবলতরঙ্গ উদ্ভাসিত হইল, আর একদিকে তমোগুণ-প্রধান দৈত্য-দানবের হৃদয়ে ভীষণ অশান্তি এবং ভীতির সঞ্চার হইল। কেবল ইহাই নহে। এই সময়ে দেবতাগণ দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা কোমলমূর্ত্তিধারিণী বিশ্বজননী মহামায়া দেবী সকলকে অভয়দান করিতেছেন। আর মহিষাসুর প্রমুখ অসুরগণ দেখিলেন, ভীষণমূর্ত্তি-ধারিণী একনারী তাঁহার সহস্র বাহুতে সহস্র অস্ত্র ধারণ করি৷ যুদ্ধসজ্জাতে সুসজ্জিতা হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। চণ্ডীর এই বর্ণনাতে দেখা যাইতেছে—একই স্থানে একই সময়ে বিশ্বের মাতৃস্থানীয়া দেবী মহামায়া একই নারীমূর্ত্তিতে এক শ্রেণীর দর্শকের সম্মুখে তাঁহাদের রক্ষক ভাবে, আর এক শ্রেণীর দর্শকের সম্মুখে তাঁহাদের শত্রু বা ভক্ষক ভাবে প্রকটিতা হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মহামাতৃকা দেবী স্বীয় প্রয়োজনানুসারে, কখনও কোমল মধুর মূর্ত্তিতে কখনওবা কঠোর নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়া থাকিতেন। এখানে দেখা যাইতেছে,—তিনি একই ভাবাপন্না, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জীবে, নিজ নিজ চক্ষুর গুণে বা দোষে, বিভিন্নমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকে মাত্র। দেবীচরিত্রে এরূপ উচ্চভাবের বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থে বিরল নহে।

দার্শনিকেরা যুক্তি তর্কদ্বারা শব্দের নিত্যত্ব-সর্ব্বব্যাপকত্ব ঘটিত নিগূঢ় তত্ত্বের মূল উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, সংপ্রতি ইয়োরোপের যন্ত্র-শিল্প-বিজ্ঞানবিদ্‌গণও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহায়তায় উহার জটিলতা অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন Radio শক্তি বা রশ্মির তরঙ্গ দ্বারা আকাশকে (Space) আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর একস্থান হইতে সহস্র সহস্র যোজন দূরে শব্দ প্রেরণ করিবার যে নূতন উপায় সম্প্রতি ইটালী দেশীয় বৈজ্ঞানিক Guglielmo Marconi আবিষ্কার করিয়াছেন (তাহাকে তার বিহীন শব্দ বিকিরণ পদ্ধতি) Wireless Telephone নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা চক্ষুর নিমেষে যে কোন শব্দ বা ধ্বনিকে একই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসারিত বা Broad Cast করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আড়াইশত টাকা মূল্যের একটা Radio Transmitter যন্ত্রের সাহায্যে এখন একটি বালিকা তাঁহার মৃদু হাসির "হি হি" শব্দ পর্য্যন্ত চক্ষুর নিমিষে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন!

শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্।
মহিষাসুরসেনানী শ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ॥ ১৪৪
যুযুধে চামরশ্চান্যৈ শ্চতুরঙ্গ-বলান্বিতঃ।
রথানাময়ুতৈঃ ষড়্‌ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ॥ ১৪৫
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ॥ ১৪৬
অযুতানাং শতৈঃ ষড়ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে।
গজবাজি-সহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ॥ ১৪৭
বৃতো রথানাং কোট্যাচ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত।
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ॥ ১৪৮
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ।
অন্যেচ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্ব্বৃতাঃ॥ ১৪৯
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ।
কোটি-কোটি-সহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা॥ ১৫০
হয়ানাঞ্চ বৃতোযুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ।
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুষলৈস্তথা॥ ১৫১
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে॥ ১৫২
দেবীংখড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ।
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা॥ ১৫৩
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
অনায়স্তাননাদেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ॥ ১৫৪

১৪৪ হইতে ১৫৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

তখন দেবী ও অসুর সৈন্যের বহু প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে সমস্ত দিগ্‌দিগন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামক অসুর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং চামর অসুর অন্যান্য দৈত্যগণ ও হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আর মহাসুর উদগ্র ষষ্ঠিসহস্র রথে, এবং মহাহনু কোটিসংখ্যক রথে, ও মহাসুর অসিলোমা অর্দ্ধকোটি রথে, এবং বাস্কল ষাটহাজার রথে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বিড়ালাক্ষ নামক অসুর প্রথমে বহুসহস্র হস্তী ও অশ্বে এবং কোটি রথে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিয়া বিফল হইলে পুনরায় পঞ্চাশৎ অযুত রথে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। পরিবারিত অসুর বহু রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণস্থলে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে অন্যান্য প্রবল দৈত্যগণ অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া দেবীর সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎপর স্বয়ং মহিষাসুর কোটি-কোটি-সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া রণক্ষেত্রে বহু তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি ও মুসল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপর মহিষাসুর পুনরায় বহু খড়গ, পরশু ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে এবং তাঁহার সৈন্য মধ্যে কেহ কেহ শক্তি, কেহ কেহ পাশ এবং অপর অসুরগণ খড়গপ্রহারে দেবীকে হত্যা করিতে যত্ন করিতে আরম্ভ করিলে, দেবী চণ্ডিকাও নিজ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণে অসুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সকল অনায়াসে ছেদন করিয়া অবিকৃতমুখে স্থির ভাবে অবস্থান করিলে দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৪৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে তদনন্তর কোষমুক্ত বহুতর অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে দিগ্‌দিগন্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। এই স্থানের শস্ত্রাস্ত্রশব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া নানা টীকাকার নানারূপ অর্থ করিয়াছেন (১৮৭)। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে ইদানীং

---

(১৮৭) "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাকার লিখিয়াছেন—"শস্ত্রাস্ত্রৈঃ শস্ত্রং হিংসাসাধনং খড়্গাদিঃ, অস্ত্রং ক্ষেপনীয়ং হিংসাসাধনং শরাদিঃ ইতি ধাত্বর্থানুসারাদ্ভেদঃ।" কিন্তু চণ্ডীর প্রাচীন টীকাকার নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন—"শস্ত্রং কেবলম্। মন্ত্রযুক্তং যত্তদস্ত্রম্।" দংশোদ্ধার টীকাতে লিখিত হইয়াছে—"শস্ত্রৈরায়ুধৈঃ। অস্ত্রৈরাগ্নেয়াদিভির্ব্বা।" সার উইলিয়ম মনিয়ার তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে লিখিয়াছেন—

সম্পূর্ণ অপরিচিত বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কৃত চণ্ডীর ব্যাখ্যানে শস্ত্রাস্ত্র শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা না করিয়া শস্ত্রাস্ত্র শব্দের অর্থ অস্ত্রশস্ত্র লিখিয়া তাঁহার দায়িত্ব শেষ করিয়া দিয়াছেন। এ সময়ে ইহাই নিরাপদ; এই জন্য আমরাও তাঁহারই পদানুসরণ করিলাম। অতঃপর ১৪৫ হইতে ১৫৪ সংখ্যক শ্লোকে মহিষাসুরের পক্ষে যে সমস্ত দানববীর এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকলের অর্থ ব্যখ্যানের প্রয়োজন বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, পাশ, পরশু, পট্টিশ প্রভৃতি প্রাচীন কালের ভীষণ অস্ত্র সমূহের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার বিষয়ে এক্ষণে আমরা সকলেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ অবস্থাতে কোন কোন টীকাকারের ন্যায় এই সকলের

অস্ত্র—a missle weapon, bolt, arrow, a weapon in general, a sword.

শস্ত্র—an instrument for cutting or wounding, knife, sword, dagger, any weapon, (even applied to an arrow.) Weapons are said to be of four kinds, Pani-mukta, yontro-mukta, mukto-mukta and Amukta.)

এই সকল এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত অস্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার বুঝাইবার জন্য চণ্ডীগ্রন্থের কোন কোন টীকাকার যে কিরূপ বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের অর্থ করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে দুই চারিটী অস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "তোমর" অস্ত্রের অর্থ শান্তনবী টীকাতে করা হইয়াছে "সর্ব্বলা"। ইহার গ্রাম্য ভাষা হইতেছে, সাবল অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ড বিশেষ, যদ্দ্বারা দেয়ালের ইষ্টকাদি বিচ্যুত করা হয়। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ কিন্তু তোমর অস্ত্রের অর্থ করিয়াছেন—"হস্তক্ষেপ্য সশল্যদণ্ডঃ।" রায়বাঁশ ইতি ভাষা। ভিন্দিপাল অস্ত্রের অর্থ চতুর্ধরী টীকাকার করিয়াছেন—"হস্তিবেধক শর" আবার কেহ অর্থ করিয়াছেন—"হস্তক্ষেপ্যলগুড়"। ভরত লিখিয়াছেন "নালিকাস্ত্রমিতিখ্যাতম্", সারমনিয়ার উইলিয়ম তাহার সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে ভিন্দিপাল অস্ত্রের অর্থে লিখিয়াছেন—"A stone fastened to a String. A kind of weapon for throwing Stone" অর্থাৎ সূত্র সহিত সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ড বা প্রস্তর নিক্ষেপক অস্ত্র বিশেষ। শক্তি অস্ত্রের অর্থে চতুর্ধরী টীকাকার লিখিয়াছেন "শল্য"। শান্তনবী টীকাতে লিখিত হইয়াছে "কার্ম্নামায়ুধবিশেষঃ", সারমনিয়ার উইলিয়ম তাহার সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে শক্তি অস্ত্রের অর্থ করিয়াছেন—"A Spear, A Lance, A Sword," অর্থাৎ একটা সুলফি একটি বল্লম অথবা একটা অসি বিশেষ। রামায়ণের পাঠকগণ রাবণের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র শক্তিশেল এবং নাগপাশের বর্ণনা যে অনুরূপ অবগত হইয়া রহিয়াছেন এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বকোষ অভিধানে পাশ অস্ত্রের অর্থে পক্ষ্যাদিবন্ধন অস্ত্র লিখিত হইয়াছে। সারমনিয়ার উইলিয়ম তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে পাশ অস্ত্রের অর্থ করিয়াছেন—"A Snare, A trap A cord" অর্থাৎ ফাঁদ বা রজ্জুবিশেষ। এই প্রকার আভিধানিক অর্থের সাহায্যে দেবীযুদ্ধে বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা।

ব্যাখ্যায় সময় ক্ষেপণ বৃথা বিড়ম্বনা ভোগ মাত্র বিবেচনা করিয়া এ চেষ্টাও পরিত্যাগ করা হইল। তবে একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। অসুরদের হস্তের খড়্গ শূলাদি অস্ত্র আর দেবীর হস্তের খড়্গ শূলাদি অস্ত্র সকল যে একবিধ অস্ত্র ছিলনা ইহা সুনিশ্চিত (১৮৮)।

---

(১৮৮) পরবর্তী শ্লোকে শূলাস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই শূলাস্ত্রকে সাধারণ বর্শা বা ভালা অস্ত্র মনে করিয়া টীকাকারগণ মধ্যে কেহই শূলাস্ত্রের অন্য অর্থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু দেবীর হস্তের শূল যে সাধারণ বর্শা বা ভালা অস্ত্র নহে, উহা চণ্ডীগ্রন্থে শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধের বর্ণনাতে ৫১৭ সংখ্যক শ্লোকে অতি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। নিশুম্ভের নিঃক্ষিপ্ত ভীষণ গদা. দেবী তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাধারণ বর্শা কি ভালা আকারের ত্রিশূলে কোন বস্তু বিদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু ঐরূপ অস্ত্রে কোন বস্তুকে ভস্ম করা যাইতে পারে না। দেবীপুরাণে ত্রিশূল অস্ত্রের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও জানিতে পারা যাইতেছে ত্রিশূল অস্ত্রে অসুর নিঃক্ষিপ্ত গদাকে ভস্ম করা অতি ক্ষুদ্র কথা ইহা দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে চরাচরকে বিধ্বংস করাও সম্ভবে। যথা—

"মহারূপং মহাকায়ং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্। পঞ্চবক্ত্রং মহাঘোরং দশবাহুং ত্রিলোচনম্॥
সৌম্যং ঘোরং সুঘোরাস্যমূর্দ্ধকেশং ভয়োৎকটম্। জটাভারেন্দুগঙ্গাহি ধ্রিয়মানং শিবাঙ্গজম্॥
বেণুবীনাশঙ্খঘণ্টং ডমরুকারাবসংকুলম্। শিবারাবং ভয়ত্রাসি গৃধ্রবায়সবেষ্টিতম্॥
উল্কাদণ্ডজ্বলজ্জ্বালং গোনাশকৃতভূষণম্। ললন্মেখলনাগেন্দ্রং গজচর্ম্মার্দ্রবাসসম্॥
কেকরং তর্জ্জমানস্তু শূলখট্টাঙ্গধারিণম্। গ্রসমানং সমস্তেদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"

ত্রিশূলধারিণী মহাদেবী আর তাঁহার হস্তের ত্রিশূল অস্ত্র যে অভিন্ন ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা এক সময়ে মহর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণা দেবী ত্রিবেদা ত্রিপদা ধৃতিঃ। ত্রিকলা ত্রিশুভা শক্তিস্ত্রিশূলা শূলরূপিণী॥
ব্যক্তাব্যক্তাকৃতিং কৃত্বা হেমরূপ্যময়ীং শিবাং। ত্রিশূলে পূজয়েদ্ বৎস স্নাত্বা কাপোতবারিণা॥"
(দেবীপুরাণ)

দেবীর হস্তের খড়্গের পরিচয় নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকে কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইতে পারে,—

কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্। উগ্রংরক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্॥
রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনম্। পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্॥
রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোকপ্রসাধকঃ॥ (কালিকাপুরাণ)

দেবী চণ্ডিকার হস্তে স্থিত অস্ত্রশস্ত্রের আকৃতি প্রকৃতির পরিচয় অভিধানের সাহায্যে পাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সেজন্য বেদ তন্ত্র পুরাণাদির আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় এরূপ শ্রম ও সময় সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া এ সময়ে আমাদের কাহারও পক্ষেই সহজ নহে।

মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রানি চেশ্বরী।
সোঽপি ক্রুদ্ধোধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী ॥ ১৫৫
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ।
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা ॥ ১৫৬
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ।
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ॥ ১৫৭
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে ॥ ১৫৮
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে।
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ॥ ১৫৯
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্।
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ॥ ১৬০
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধাচান্যানকর্ষয়ৎ।

১৫৫ হইতে ১৬০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ—

তৎপর দেবী চণ্ডিকা অসুরগণের শরীরে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেবীবাহন সিংহও সক্রোধে তাহার জটারাশি প্রকম্পিত করিয়া বন মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় অসুরসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন অম্বিকা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রোধে যে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ শত সহস্র গণ বা প্রমথরূপী দেবীসৈন্য সমুৎপন্ন হইয়া এবং দেবীর শক্তিতে তাহারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরশু, ভিন্দিপাল, অসি, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা অসুরগণের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল এবং কতিপয় গণ পটহ (ঢাক) অপর কতিপয় শঙ্খ, এবং অন্য কতিপয় গণ যুদ্ধ-মহোৎসবে মৃদঙ্গ বাদন করিলে দেবী চণ্ডিকা ত্রিশূল, গদা, শক্তি ঋষ্টি ও খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা শত শত মহাসুরগণের বধ করিয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন। স্বকীয় ঘণ্টা শব্দে মূর্চ্ছিত অপর কতগুলি অসুরকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৫৭ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—দেবীর পরিত্যক্ত নিশ্বাস বায়ু হইতে তখন শতসহস্র "গণ" সমুৎপন্ন হইলেন এবং তাঁহারা পটহ, শঙ্খ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং পরশু, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া এই দানবদলন মহাযুদ্ধ-মহোৎসবে মহোল্লাসে দেবীর সহিত যুদ্ধকার্য্যে যোগদান করিলেন। এই শ্লোকে বর্ণিত "গণ" বা দেবীসৈন্যেরা কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব ছিলেন, তাহা চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। এবং চণ্ডীর টীকাকার ও ভাষ্যকারগণও তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে "গণ" অর্থে মাত্র "প্রমথ" লিখিত হইয়াছে। নাগোজীভট্ট পরবর্ত্তী ১৯৭ শ্লোকের "প্রমথ" শব্দের অর্থে "গণ" লিখিয়াছেন। "প্রমথ" শব্দের অর্থে শব্দরত্নাবলী অভিধানে "শিবপারিষদ্" লিখিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণের একস্থানে প্রমথগণের পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে (১৮৯)। বামনপুরাণে দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধবিবরণ যে স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে, সে স্থানেও দেবীসৈন্যগণের আকৃতি, প্রকৃতি এবং যুদ্ধ পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইতে পারি। দেবীসৈন্যের উৎপত্তিঘটিত বর্ণনাতে বামনপুরাণের এবং চণ্ডীগ্রন্থের উক্তিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে দেবীর নিশ্বাস হইতে গণসৈন্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। বামনপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—দেবীর অট্টহাস্য হইতে এই যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীসৈন্য সকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১৯০)।

(১৮৯) "নানারূপধরা যে বৈ জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ। তে সর্ব্বে সকলৈশ্বর্য্যযুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ॥
যোগিনো মদমাৎসর্য্য-দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ। ক্ষীণপাপা মহাভাগাঃ শম্ভোঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ॥
নতে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষন্তিস্ম কদাচন। সংসারবিমুখাঃ সর্ব্বে যতয়ো যোগতৎপরাঃ॥
ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য্য ধৃতব্রতাঃ। কৃত্বা পারিষদং রুচ্যা তিষ্ঠন্তি বিগতক্লমাঃ॥
যদৈব পরমং জ্যোতিশ্চিন্তয়ত্যম্বিকাপতিঃ। তদৈব তে পারিষদাঃ সর্ব্বে সংবেষ্টয়ন্তি তম্॥
তে ষোড়শ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে ধৃতব্রতাঃ। সিংহব্যাঘ্রাদিসারূপ্যা অনিমাদিসমাবৃতাঃ॥
অপরে কামিনঃ শম্ভোঃ সুনর্ম্মসচিবাঃ স্মৃতাঃ। বিচিত্ররূপাভরণাঃ জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ॥
হরস্য তুল্যা রূপেন বিশদা বৃষভধ্বজাঃ। উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ॥
বিচিত্রমাল্যাভরণা দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষণাঃ। উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তমনুগচ্ছন্তি ভূষিতাঃ॥
শৃঙ্গারবেশাভরণা অষ্টৌ তে কোটয়োগণাঃ॥" (কালিকাপুরাণ ৩০ অধ্যায়)

(১৯০) "গৃহীত্বা দানবং যুদ্ধে ব্রহ্মন্ কাত্যায়নী রুষা। সব্যেন পাণিনা ভ্রাম্যাবাদয়ৎ পটহং যথা॥
ততোঽট্টহাসং মুমুচে তাদৃশে বাদ্যতাং গতে। হাস্যাৎ সমুদ্ভবংস্তস্যা ভূতা নানাবিধাঃ ক্রমাৎ॥

দেবীর অট্টহাস্য বা নিশ্বাস যাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকুন, পুরাণের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, গণগণের বাসস্থান শিবলোকে। শিবধ্যান পরায়ণ জ্ঞানিগণ মানবদেহান্তে শিবলোকে গমন করিয়া "প্রমথ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধনা সময়ের চিত্তবৃত্তির অবস্থানুসারে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিবতুল্য উচ্চাবস্থাতে উন্নত, কেহ কেহ বা দেবতুল্য দেহধারী হইয়াও পশ্বাকৃতি মস্তক বিশিষ্ট জীব হইয়া শিবলোকে অবস্থান করেন। শেষোক্ত ভয়ঙ্কর গণ বা "প্রমথ"গণ দেবীর ক্রোধসঞ্জাত নিশ্বাসেই হউক কিম্বা দেবীর ক্রোধসঞ্জাত অট্টহাস্যেই হউক, শিবলোক হইতে আকৃষ্ট হইয়া দৈত্যদলন-মহাসমরক্ষেত্রে এই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধা নাই। ১৫৯ সংখ্যক শ্লোকে "যুদ্ধমহোৎসব" একটি কথা লিখিত রহিয়াছে। এই স্থানের মহোৎসব শব্দের অর্থ "তত্ত্বপ্রকাশ" টীকাকার লিখিয়াছেন—"তস্মিন যুদ্ধমহোৎসবে যুদ্ধমেব মহোৎসবঃ, বীরাণাং হর্ষবর্দ্ধনত্বাৎ"। নাগোজীভট্ট অর্থ করিয়াছেন—"যুদ্ধমেব মহোৎসবো বীরাণাং হর্ষহেতুত্বাৎ"। অন্যান্য ভাষ্যকার এবং টীকাকারও "মহোৎসব" শব্দের এইরূপ সাধারণ প্রচলিত অর্থই প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বে চণ্ডিকাদেবীর ভীষণ ক্রোধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ক্রোধ এবং হর্ষ এক সময়ে একস্থানে কুত্রাপি অবস্থান করিতে পারে না। সংস্কৃত প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদির কোন কোন স্থানে মহোৎসব শব্দ মহাক্রোধের ভাবপ্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই কারণে টীকাকারগণের এই স্থানের "মহোৎসব" শব্দের "মহাহর্ষ" অর্থ গ্রহণ না করিয়া, চণ্ডী গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে মহাক্রোধ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে (১৯১)।

কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা রৌদ্রা বৃকাকারাস্তথা পরে। হয়াস্যা মহিষাস্যাশ্চ বরাহবদনাঃ পরে॥
আখুকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ গোজাবিকমুখাস্তথা। নানাবক্ত্রাক্ষিচরণা নানায়ুধধরাস্তথা॥
গায়ন্ত্যন্যে হসন্ত্যন্যে ক্রীড়ন্ত্যন্যে তু সংহতাঃ। বাদয়ন্ত্যপরে তত্র স্তুবন্ত্যন্যে তথাম্বিকাম্॥
সা তু ভূতগণৈর্দেবী সার্দ্ধং তদ্দানবং বলম্। পাতয়ামাস চংক্রাম্য যথা তৃণ্যাং মহাশনিঃ॥"

(বামনপুরাণ)

(১৯১) সার মনিয়র উইলিয়ম তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে "উৎসব" শব্দ নিম্ন লিখিত নানা অর্থে সংস্কৃত গ্রন্থের নানা স্থানে ব্যবহৃত হইবার কথা লিখিয়েছেন—

"উৎসব—enterprise, beginning, festival, jubilee, joy, passion, wrath."

উদ্ধৃত অংশের শেষোক্ত wrath শব্দে সামান্য ক্রোধ বুঝায় না। New Standard Dictionaryতে wrath শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—

"Deep determined and lasting anger, Profound indignation."

কেচিদ্দ্বিধা কৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃখড়্গপাতৈস্তথাপরে ॥ ১৬১
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ ॥ ১৬২
কেচিন্নিপাতিতাভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি।
নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ॥ ১৬৩
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ।
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ॥ ১৬৪
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাংমহাসুরাঃ ॥ ১৬৫
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যাদ্বিধাকৃতাঃ।
ছিন্নেঽপিচান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ১৬৬
কবন্ধাযুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৬৭
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতিভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥ ১৬৮
পাতিতৈরথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাভবত্তত্র যত্রাভুৎ স মহারণঃ ॥ ১৬৯
শোনিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ১৭০
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যেক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ১৭১
স চ সিংহোমহানাদমুৎসৃজন্ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিববিচিন্বতি ॥ ১৭২

দেব্যাগনৈশ্চ তৈস্তত্রকৃতংযুদ্ধংতথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃপুষ্পবৃষ্টিমুচোদিবি॥ ১৭৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর সৈন্যবধঃ।

---

১৬১ হইতে ১৭৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

কতকগুলি অসুর চণ্ডিকার তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ও অপর কতগুলি অসুর দেবীর গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল, এবং কতকগুলি অসুর দেবীর মুষলে অত্যন্ত আহত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ চণ্ডিকার শূলের দ্বারা বক্ষবিদীর্ণ হইয়া ভূমিতে নিপাতিত হইল। আর অসুর সৈন্য সমূহের অগ্রবর্ত্তী কোন কোন অসুর রণক্ষেত্রে দেবীর শর সমূহে নিরন্তর জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কাহারও কাহারও বাহু ছিন্ন হইল এবং অপর কতগুলি ছিন্নগ্রীব হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অন্য কতগুলির মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল ও অন্য কতকগুলি অসুরের মধ্যদেশ বিচ্ছিন্ন হইল; অপর কতগুলি অসুর ছিন্নজঙ্ঘ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। দেবী কতগুলি অসুরকে একবাহু, একচক্ষু এবং একপদবিশিষ্ট রূপে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, অন্য কতগুলি অসুর ছিন্নমস্তক হইয়া কবন্ধরূপে পুনর্ব্বার উত্থিত হইল এবং অবিলম্বে পরম শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রধারণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং অন্যান্য কতগুলি ছিন্নশির কবন্ধ বাদ্যলয় সহকারে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। অপর কতগুলি কবন্ধ মহাসুর খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে লইয়া দেবীকে থাক্ থাক্ এইরূপ বলিতে লাগিল। তৎপর যে স্থলে সেই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল সেই ভূমিতে নিপাতিত রথ, হস্তী, অশ্ব এবং অসুর সমূহে গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইল, তথায় অসুরসৈন্য মধ্যে হস্তী, দৈত্য এবং অশ্বগণের শোণিত প্রবাহ তৎক্ষণাৎ মহানদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। অগ্নি যেরূপ তৃণ ও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করেন, তদ্রূপ দেবী অম্বিকা ক্ষণকালমধ্যে সেই অসুরগণের মহাসৈন্য-দিগকে ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। সেই দেবীবাহন সিংহও মহানাদসহকারে কেশরসমূহ প্রকম্পিত করিয়া অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণ সকল যেন চয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীর সৈন্যগণ

রণক্ষেত্রে অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বর্গস্থ দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া সন্তোষলাভ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৬০ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৩ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত চণ্ডীগ্রন্থের বর্ণনাতে মহিষাসুর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী দানব যুদ্ধের এই সকল বিবরণের মধ্যে দুই একটী স্থানে ভিন্ন লৌকিকজনসাধারণ যুদ্ধ বর্ণনার সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। এ জন্য এই অংশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ করিলাম না। ইহার মধ্যে যে দুই একটী স্থানের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। ১৬৬ এবং ১৬৭ সংখ্যক শ্লোকে তথা ১৬৮ সংখ্যক শ্লোকে ছিন্নমস্তক কবন্ধ অসুরগণের রণক্ষেত্রে রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশের অর্থ ব্যাখ্যান করিতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীর টীকাকার এবং ব্যাখ্যা-কর্ত্তাগণ মধ্যে কেহ কেহ "কবন্ধ" অর্থে কবন্ধনামক দেশবিশেষের অধিবাসী, কেহবা দৈত্যগণ-মধ্যে কবন্ধনামক দৈত্য সম্প্রদায়, কেহবা যাঁহারা অন্যের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারাই এখানে কবন্ধ পদবাচ্য হইয়াছেন ইত্যাদি নানা ভাবের কষ্টসাধ্য অর্থ টানিয়া বাহির করিয়া নানারূপ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন (১৯২)। "কবন্ধ" শব্দের আভিধানিক সহজ ও

---

(১৯২) তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকাকার তাঁহার চণ্ডীব্যাখ্যানের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"অপরে কবন্ধাঃ কবন্ধদেশোদ্ভবাঃ কবন্ধাখ্যজাতিবিশেষা বা"

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ এই--কবন্ধনামক দেশবিশেষের লোক অথবা দৈত্যগণমধ্যে কবন্ধনামক দৈত্য সম্প্রদায়।

দংশোদ্ধারটীকাকার লিখিয়াছেন— "ছিন্নানি শিরাংসি অর্থাদন্যেষাং যৈস্তে কবন্ধা ইত্যর্থঃ।"

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ এই—যাহারা অপরের মস্তক ছিন্ন করিয়াছে তাহারা কবন্ধপদবাচ্য।

দংশোদ্ধারটীকাকার অপর একস্থানে লিখিয়াছেন— "কো বায়ুরেব বন্ধ আশ্রয়ো যেষা (মিত্যন্যে।")

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মার্থ এই—যাহারা বায়ু আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তাহারা কবন্ধ পদবাচ্য।

শান্তনবীটীকাকার একস্থানে লিখিয়াছেন— "পূর্ব্বং দেব্যা ছিন্নশিরসোঽপি বীররসাবিষ্কারাৎ সংগ্রামাধিদেবতা-বেশাচ্ছাবিষ্টতচেতনাঃ সন্তঃ পশ্চাৎ কং শিরো বধ্নন্তি স্বং স্বং যথাস্থানং সংনিবেশয়ন্তীতি কবন্ধাঃ সন্তঃ পুনঃ শিরোধারিণঃ সন্তঃ ননৃতুঃ।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সরল অর্থ ধরিয়া এই স্থানের বর্ণনার স্থূল তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত বিবেচনা করি (১৯৩)। তাহা করিতে হইলে বলিতে হইবে, এই যুদ্ধে বিপুল তেজস্বী যে সকল দৈত্যসৈন্য দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়াই তন্মুহূর্ত্তে আবার উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ কিঞ্চিৎ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া পরমুহূর্ত্তে মাটিতে পড়িতেছিল আর কাহারও কাহারও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তক পৃথক্ হইয়া মাটিতে যাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের অপূর্ণ ইচ্ছার আবেগে কাটামুণ্ডে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" শব্দ করিতে করিতে উহা যাইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দৈত্যদিগের কথা দূরে থাকুক, মানুষের পক্ষেও যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাহীন এ সময়ের হিন্দুপাঠকগণের নিকটে ছিন্নমস্তক অসুরের লম্ফদানের ন্যায় ছিন্নমস্তক মানুষের শূন্যে লম্ফদানও নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কবি-কল্পনার কথা নহে। যাঁহারা কালীপূজা সময়ে কিংবা দুর্গাপূজা সময়ে কোন স্থানে বহুতর ছাগ বলি দিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খড়্গাঘাতে ছিন্নশির দুই একটী ছাগদেহকে কখন কখনও লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া থাকিবেন। ঐরূপ ছিন্নমস্তক ছাগের মুখ হইতে দুই একবার ক্ষীন আর্ত্তনাদশব্দও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে উহা গৃহস্বামীর

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মার্থ এই—পূর্ব্বে দেবী কর্ত্তৃক ছিন্নমস্তক হইয়াও বীররস প্রকটিত করিবার নিমিত্ত এবং যুদ্ধ দেবতার আবেশে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ স্ব স্ব মস্তক যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহারা নৃত্য করিতে লাগিল।

দেবীমাহাত্ম্যের বাঙ্গালা ব্যাখ্যান "সাধনসমর" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কবন্ধ শব্দের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"কতকগুলি আসুরিক সংস্কার এমনই দুরপনেয় যে উহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় না" এই কথার সমর্থনজন্য গ্রন্থকার পরে লিখিয়াছেন—"উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পদস্খলন, পরাশরের চিত্তচাঞ্চল্য, দুর্ব্বাসার প্রতিহিংসাবৃত্তি, প্রভৃতি যে সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়, উহার সকলই মস্তকবিহীন অসুরের যুদ্ধ বা অত্যাচার মাত্র।" এই ভাবে আলোচনা করিয়া এই ব্যাখ্যান পুস্তকে কবন্ধ অসুরের নৃত্য একটা রূপকস্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ব্যাখ্যাকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"গীতায় যাহাকে 'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে' বলা হইয়াছে, দেবীমাহাত্ম্যে তাহাই কবন্ধ' অসুরের নৃত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।" গ্রন্থকার "কবন্ধ" সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানের উপসংহার এই ভাবে করিয়াছেন—"ঐ মিথ্যাচার—ঐ মস্তকবিহীন অসুরের নৃত্য, ও সকলই মায়ের ছদ্মবেশ—মায়ের লীলামাত্র।" "মায়ের লীলা" এ কথার উপরে কাহারই কিছু আর বলিবার নাই। কিন্তু "লীলা" বলিয়া যে স্থলে ব্যাখ্যান শেষ করিবার আবশ্যক উপস্থিত হয়, সেরূপ স্থলে কতকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া ব্যাখ্যানের জটিলতা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

(১৯৩) "ক্রিয়াযুক্তাপমূর্দ্ধকলেবরম্"। (অমরকোষ।) "মস্তকহীন অথচ স্বাভাবিক মনুষ্যবৎ গমনাগমনাদি ক্রিয়াশীল নরদেহ; স্কন্ধকাটা।" শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

অমঙ্গলজনক বলিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার রীতিও বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সর্প ও টীকটীকি প্রভৃতি অনেক জীবজন্তুর দেহের একাংশ কাটিয়া ফেলিলে বিচ্ছিন্ন দেহাংশ যে কিছুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য বা লম্ফ ঝম্প করিয়া থাকে ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত এবম্বিধ নিত্য ঘটনা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং দেবদানবগণ যে মানবগণের মধ্যে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার অধীন নহেন, ইহা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যাঁহারা কেবল লৌকিক অভিজ্ঞতার চশমা চক্ষে লইয়া অলৌকিক ব্যাপার সকলের মূল অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা বড়ই ভুল করিয়া থাকেন।

দৈত্যদানবগণের আকৃতি প্রকৃতি, চিত্তের গতি এবং দেহের শক্তি সামর্থ্যাদি বিষয় সকল আমাদের দেহের ঐ সকল অবস্থা হইতে কতই যে বিভিন্ন, তাহা অগ্রে একটু বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া দেবদানবযুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরাণে বর্ণিত কথার অর্থবোধ লইয়া অনেক সময়ে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।

চণ্ডী গ্রন্থে দেবাসুর যুদ্ধের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনীর পরিসমাপ্তি সময়ে মহিষাসুরের সৈন্যবধ প্রসঙ্গে দৈত্যদানবগণের আকৃতি প্রকৃতির কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার এই প্রথম অবসর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কারণ চণ্ডীগ্রন্থের এই যুদ্ধের বর্ণনাতেই দৈত্যদানবগণের সহিত আমাদের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎলাভ ঘটিতেছে। যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে একস্থানে মহিষাসুর নামের উল্লেখ আছে কিন্তু চণ্ডীগ্রন্থ এতদূর পাঠের পরে ১৪০ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনাতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ মহিষাসুর এবং তাঁহার সহায় দৈত্যদের কথা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতির একটু আলোচনা করিবার এই প্রথম অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগে দৈত্যদানবগণের একটু পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে বাধা নাই। ১৪০ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকার বিকট হাস্যনাদ শুনিয়া মহিষাসুর নামক এক মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ "আঃ এ আবার কি?" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সসৈন্যে ঐ বিকটনিনাদের অনুসন্ধানে ধাবিত হইলেন। চণ্ডীগ্রন্থের প্রথমেই যদিও মধুকৈটভের উল্লেখ আছে কিন্তু এই মধুকৈটভকে প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ দৈত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারেনা। তাহার কারণ, দেবতা ও দৈত্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে কশ্যপমুনির পত্নীগণমধ্যে দিতির গর্ভে দৈত্যগণ

দনুর গর্ভে দানবগণ এবং অদিতির গর্ভে আদিত্যাদি দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১৯৪)। পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে, কশ্যপমুনির দিতি অদিতি ও দনু নাম্নী তিন পত্নীর গর্ভে দেবতা ও দৈত্যদানবগণ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জানা যাইতেছে তখন প্রলয়ের কারণবারিতে যে সময়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ ছিল এবং যে সময়ে পৃথিবীর স্থলভাগ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে যে মধুকৈটভ নারায়ণের কর্ণমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই মধু ও কৈটভ যে দনু এবং দিতির গর্ভোৎপন্ন দৈত্যদানবগণের মধ্যে ছিলেন না ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

বেদের নানাস্থানে দেবতা ও দৈত্যগণের উৎপত্তির যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও দেব-দৈত্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে উপরিউক্ত কথাই আংশিক সমর্থিত হইতেছে (১৯৫)।

দৈত্যদানবগণের উৎপত্তিবিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সংক্ষেপে তাহাই উল্লেখ করা হইল। অতঃপর ইহাঁদের আকৃতি প্রকৃতি ঘটিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা এক্ষণে করা যাইতেছে। দৈত্যদানবগণ সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিতগণ মধ্যে যে কতগুলি ভুলধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, প্রথমতঃ তাহাই সযত্নে উৎপাটন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি। এই সকল ভ্রমাত্মক সংস্কারের উৎপত্তিস্থান যে ইংরাজী ভাষাতে লিখিত দৈত্য-

---

(১৯৪) "ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষণ্মহর্ষয়ঃ। মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাৎ তু ইমা প্রজাঃ॥ প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ।
অদিতি র্দিতি র্দনু * * * * * *
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ। এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ॥
নাম্না খ্যাতস্তু তস্যেমে পঞ্চপুত্রা মহাত্মনঃ। * * *
শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চেতিবিশ্রুতঃ। অসিলোমাচ কেশীচ দুর্জ্জয়শ্চৈব দানবঃ॥
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা অশ্বশঙ্কুশ্চ বীর্য্যবান্। তথা গগনমূর্দ্ধাচ বেগবান্ কেতুমাংশ্চসঃ॥
স্বর্ভানুরশ্বোঽশ্বপতি র্বৃষ পর্ব্বাজকস্তথা। অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুহুণ্ডশ্চ মহাবলঃ॥
ইষুপাদেকচক্রশ্চ বিরূপাক্ষ হরাহরৌ। নিচন্দ্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটঃ কপটস্তথা॥
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা। এতে খ্যাতা দনোর্বংশে দানবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
অন্যৌ তু খলু দেবানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌস্মৃতৌ। অন্যৌ দানবমুখ্যানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌতথা॥"

(মহাভারত আদিপর্ব্ব)

(১৯৫) বেদে দিতি ও অদিতির গর্ভোৎপন্ন দেবতা ও দৈত্যগণের স্তুতিগীতি উল্লেখ আছে। যথা—
"I have seing prise to Diti's sons and Aditis, those very lofty and invulnerable Gods."

(গ্রিফিথ সাহেব কৃত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ)

দানবের বর্ণনাঘটিত নানা কাব্য-উপন্যাসাদি গ্রন্থ, একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে (১৯৬)। বাইবেল এবং কোরাণের উক্তিতে, কাহার কাহারও অন্তঃকরণে দৈত্যদানব সংক্রান্ত এই সকল ধারণাকে যে আরও পরিপুষ্ট করিয়া দিতেছে ইহাও বলিতে বাধা নাই (১৯৭)।

ঐ গ্রন্থের ফুটনোটে আরও লিখিত আছে—

"The name is evolved from Aditi in the same way as Sura, a God, is from Asura, a demon."

(১৯৬) কবি হোমারের Illiod এবং কবি মিল্টনের Paradise Lost পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(১৯৭) হিব্রু ভাষাতে লিখিত মূল বাইবেল এবং আরবী ভাষাতে লিখিত মূল কোরাণ গ্রন্থ দেখিবার সুবিধা অতি অল্পলোকেরই আছে। বেদের অনুবাদের অবস্থা দেখিয়া ঐ সকল অনুবাদের উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সুকঠিন তথাপি অনন্যোপায় হইয়া ঐ সকল গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদিত পুস্তককেই আশ্রয় করিয়া বাইবেল এবং কোরাণে বর্ণিত সয়তানের কথা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইতেছে। বাইবেলের উক্তিতে জানিতে পারা যাইতেছে দৈত্যদিগের রাজা সয়তানকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। যিশু খৃষ্ট বাইবেলে স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি সয়তানকে স্বর্গ হইতে বিদ্যুৎবেগে ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে দেখিয়াছেন। "Satan, Beelzebub, and the prince of the demons' are one and the same, and Christ speaks of His having seen Satan falling as lightning from heaven' (L K $10\frac{18}{0}$)" বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সয়তানের অস্তিত্ব বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে।

"Satan was in existence before the world was made, which would agree with the one rational tradition on the subject preserved in the Talmud. There are, moreover, also one or two indications in other New Testament books which support this, e. g. I Jn $3\frac{8}{0}$" দৈত্যদানবের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তির সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ এই—

"Demons love the darkness and hate the light" * * অর্থাৎ দৈত্যেরা অন্ধকার ভালবাসে এবং আলোক ঘৃণা করে।

"বাইবেলোক্ত দৈত্যগণ কুস্থানের অনুরক্ত দেখা যাইতেছে। যথা—"Desolate places, such as the desert (L K $8\frac{29}{0}$) or mountainous regions (M K $5\frac{5}{0}$) or among tombs (M K $5\frac{3}{0}$), and waterless places (L K $11\frac{24}{0}$), i. e places to which men come only in small numbers or singly, are those for which demons have a preference." উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ এই—লোক পরিত্যক্ত স্থান, যথা মরুভূমি অথবা পার্ব্বত্য অরণ্য প্রদেশ, গোরস্থান, জলবিহীন স্থান, যে সমস্ত স্থানে মানুষ অল্পসংখ্যক সঙ্গীর সহিত অথবা একাকী আগমন করে সেই সমস্ত স্থানেই দৈত্যদের আশক্তি অধিক।

সুবিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার ওমেন হোয়াইট হাউস তাঁহার লিখিত Demonologyর একস্থানে লিখিয়াছেন—"Though the problem of the ultimate origin of evil is not even discussed" evil is ascribed to Satan the opponent of man, and to a certain extent, of God's beneficent purpose. He is a spirit who takes delight in man's misfortune, and is even permitted by God to

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইয়োরোপিয়ান পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের লিখিত—ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়া এবং কোরাণ ও বাইবেলে বর্ণনা অনুশীলন করিয়া দৈত্যদানবগণের আকৃতি প্রকৃতির পরিচয় যতদুর আমরা পাইতে পারিতেছি তাহা এই—

(১) দৈত্যরাজ সয়তান, মনুষ্য কিম্বা পশু পক্ষীর ন্যায় ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু নহে।

(২) দৈত্য দানবদিগের দেহের আকার মানবদেহ হইতে বিভিন্ন। কারণ মানুষের পাখা নাই, আকাশে উড়িয়া বেড়াইবার জন্য দৈত্যদানবদের পাখা আছে আর মুরগির ন্যায় তাহাদের দুইখানি চরণ আছে।

(৩) দৈত্যদানবগণ সর্ব্বক্ষণ মানুষের শত্রুতা সাধন এবং অনিষ্ট আচরণ করিয়া থাকে এবং তাহা নিবারণ করিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা ঈশ্বরের নাই।

(৪) দৈত্যদানবগণ কুস্থানে বাস এবং কুৎসিত বস্তু আহার করিতে ভাল বাসে।

(৫) দৈত্যদানবগণই মানব হৃদয়ে সমস্ত পাপের জন্মদাতা। মানবদেহের নানাবিধ পীড়া উৎপন্নের কারণও দৈত্যদানবগণ।

---

work his fell designs though they be contrary to the Divine intention." উদ্ধৃত ইংরাজীর বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—

যদিও অধর্ম্মের মূল উৎপত্তির বৃত্তান্ত কোথায়ও আলোচিত হয় নাই, তথাপি মানুষের এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বরের সদুদ্দেশ্যের বিরোধী সয়তান হইতে অধর্ম্ম এবং অসৎ কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সয়তান মানবের দুর্দ্দশা দুর্ভাগ্যে অতিশয় আনন্দ অনুভব করে। ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী হইলেও সয়তানের অসদুদ্দেশ্য পরিচালনা করিতে ঈশ্বর অনুমোদন করিয়া থাকেন। দৈত্যদানবগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে।

They have the power of becoming visible or invisible at will, they have wings, and fly all over the world for the purpose of harming men; in three respects they resemble men, for they eat and drink, they are able to propagate their species and are subject to death; they also have the power of assuming various forms. but they usually choose that of men, though with the difference that their feet are hen's feet, and they are without shadows; they are very numerous—7½ millions is said to be the number of them"

উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির বাংলা মর্ম্মানুবাদ এই—দৈত্যদানবগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য অবস্থাতে থাকিতে পারে। তাহাদের পাখা আছে এবং মানবের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল স্থানে তাহারা উড়িয়া বেড়ায়; তিনটি বিষয়ে মানবের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (১) তাহারা মানুষের ন্যায় পানাহার করে। (২) তাহারা তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। (৩) মানুষের ন্যায় তাহারাও মৃত্যুর অধীন। তাহারা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা মানব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকাই পছন্দ করে। এক বিষয়ে তাহাদের মানব মূর্ত্তির সহিত কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে উহাদের পা মুরগীর পায়ের মত এবং তাঁহাদের দেহের ছায়া নাই। তাহারা বহু সংখ্যক। তাহাদের সংখ্যা সাড়েসাত লক্ষ উক্ত হইয়াছে।

আমাদের বেদপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থানে দৈত্যদানবগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে অনেক কথাই কথিত হইয়াছে কিন্তু উপরিলিখিত মত ভয়ঙ্কর বর্ণনা কুত্রাপি আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। পরন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের উক্তিই পুরাণাদির অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুরাণের বর্ণনানুসারে দৈত্যদানবগণকে নিত্যজীব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা। মানবাদির ন্যায় দানবগণের দেহেও জন্ম মৃত্যুর অধিকার আছে এবং তাঁহারা আহার বিহার, সুখ দুঃখাদি ভোগ সমস্তই করিয়া থাকেন। কশ্যপ মুনির দুই পত্নীর গর্ভে ইহাঁদের আদি পুরুষগণের উৎপত্তি কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দৈত্য দানবগণ আহাদের বিমাতৃ সন্তান দেবগণের সহিত সর্ব্বক্ষণ বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু রাক্ষসগণের ন্যায় মানুষের অনিষ্ট সাধন করা তাঁহাদের স্বভাব নহে বলিয়াই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। কামক্রোধাধিক্যে কখনও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও দৈত্যগণ দেখিতে স্বভাবতঃ সুশ্রী এবং বায়ু হইতেও লঘুদেহধারণকরিবার শক্তিথাকাতে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ সময়ে তাঁহাদের দেহে পাখা সংযুক্ত রাখিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। পুরাণোক্ত দৈত্যদানবগণ কুস্থানেও বাস করেন না এবং কুৎসিত বস্তুও আহার করেন না (১৯৮)। দৈত্যদানবগণ মধ্যে যেমন কেহ কেহ কামাতুর ও ক্রোধী বলিয়া লিখিত হইয়াছেন, তেমন আবার কেহ কেহ ধর্ম্মপরায়ণ এবং বিষ্ণুভক্ত বলিয়াও পুরাণে প্রশংসিত হইয়াছেন। শেষোক্তদিগের মধ্যে রাজাবলি, দৈত্যরম্ভ, বানাসুর, গয়াসুর, ধার্ম্মিক বালাসুর, ভক্ত প্রহ্লাদাদির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। মহিষাসুরের

---

(১৯৮) "As the Asuras are the enemies of the gods, the Rakshas or Rakshasas are the enemies of man." (Indian Myth and Legend By Donald A. Mackenzie.)

এই গ্রন্থের অন্যস্থানে অসুরগণের সুরম্য বাসস্থান সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"The abodes of these giants and demons are exceedingly beautiful; they are agleam with gold and precious stones; seats and beds are provided in the mansions, and there are also recreation grounds, and forests and mountains resembling clouds. Indeed the Daityas and Danavas live pretty much in the same manner as the gods, for the gods and Danavas are brothers, although ever hostile to one another."

হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বাসস্থানের এইরূপ বর্ণনা মৎস্যপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে—

"ততোহপশ্যত বিস্তীর্ণাং দিব্যাং রম্যাং মনোরমাম্। সর্ব্বকামযুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্॥ * * *
জরাশোক ক্লমা পেতাং নিষ্প্রকম্পাং শিবাং সুখাম্। বেশ্ম হর্ম্ম্যবতীং রম্যাং জলন্তীমিব তেজসা॥ * * *
সু সুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা। ন ক্ষুৎ পিপাসে গ্লানিং বা প্রাপ্যতাং প্রাপ্নুবন্তিতে॥" ইত্যাদি

পিতা দৈত্যরাজ রম্ভ অগ্নিদেবের ভক্ত এবং মহা তেজস্বী তপস্বি, ছিলেন (১৯৯)। বাইবেল এবং কোরাণ বর্ণিত দৈত্য দানবগণ এবং পুরাণ বর্ণিত দৈত্য দানবগণ (অথবা অন্যভাবে বলিতে চাহিলে, ইয়োরোপের দৈত্যদানবগণ এবং ভারতের দৈত্যদানবগণ) যে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর জীব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবেনা। বিশ্বের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া প্রায় একই প্রকৃতির এবং একই আকৃতির এবং একই স্বভাবের এবং একই প্রভাবের দৈত্যদানবগণ যে বিরাজ করিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন ইহাই মনে করা সঙ্গত। দর্শকের অবস্থিতির স্থান গুণে এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টি শক্তির তারতম্যানুসারে একই শ্রেণীর দৈত্যদানবকে এদেশের ঋষিগণ একভাবে দেখিয়াছেন এবং ইয়োরোপের মনিষীগণ অন্যভাবে দেখিতে অভ্যস্থ রহিয়াছেন। ইহা স্বত্তেও ইহাদ্বারা একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণীত হইতেছে। তাহা এই,—দেব দেবীর ন্যায় দৈত্যদানবেরও অস্তিত্ব স্বীকার কেবল এ দেশের নহে, সকল দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই অতি পুরাকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। দৈত্য দানবগণ কবিকল্পনার সৃষ্ট বস্তু হইলে, এভাবে পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকে তাঁহাদের কথা লইয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্থ থাকিতেন না। কেবল পুরাকালের আদৃত বেদ পুরাণ কিম্বা বাইবেল কোরাণাদি গ্রন্থেই দৈত্য দানবের কথা দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ নহে, অদ্যাপি পৃথিবীর সকল দেশে প্রায় সর্ব্ব শ্রেণীর লোক মধ্যে কোন না কোন ভাবে, কেহ বা ভয়ে, কেহ বা ভক্তিতে, দৈত্যদানবের পূজা অর্চ্চনাদি যে

---

(১৯৯) অসুরগণ মধ্যে রাজা বলি, গয়াসুর এবং ভক্ত প্রহ্লাদের নাম যেমন জনসাধারণে অবগত আছেন, ধার্ম্মিক বলাসুরের ধর্ম্মজ্ঞানের কথা তেমন সকলে পরিজ্ঞাত নহেন। এই কারণ দেবীপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বৃত্রাসুরের ভ্রাতা বলাসুরের কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে—বলাসুরের ভয়ে এক সময়ে দেবতাগণ বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া তাহরে নিবেদন করিলেন।—

"বলেন বলিনা দেব সর্ব্বে বিত্রাসিতা বয়ং। মায়াবীত্বং বধেতস্য নান্যোপায়ো ভবেৎক্বচিৎ॥"

দেবগণের আবেদনের উত্তরে বিষ্ণু বলিলেন—

"করোমি ভবতামিষ্টং কিন্ত্বসৌ বলসংযুতঃ। সাত্ত্বিকো নয় বেত্তাচ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ পারগঃ॥

গূঢ়মন্ত্র বিচারীত্বাৎ ধর্ম্মৈক কৃতনিশ্চয়ঃ। তস্য মায়াং কথং কর্ত্তুং শক্যতে সুরসত্তমাঃ॥"

গয়াসুরের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপুরাণে দ্রষ্টব্য। দৈত্যরাজ রম্ভের বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ২১৫ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্য। বানাসুরের অসাধারণ শিবভক্তির পরিচয় মৎস্যপুরাণে বানাসুর উপাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

করিয়া থাকেন; আধুনিক ধর্ম্মেতিহাসাদি গ্রন্থে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে (২০০)।

(২০০) পূর্ব্ব বাংলার এবং উড়িষ্যার অনেক স্থানে এখনও ফুল চন্দন নৈবেদ্যাদি উপচারদ্বারা আবাহন বিসর্জ্জনের মন্ত্র সকল যথাবিধি উচ্চারণ করিয়া দৈত্যরাজ বলির পূজা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। নেপালেও বলিদৈত্যের পূজা হয়। দুর্গা পূজা সময়ে মহিষাসুরেরও পূজা হইয়া থাকে। কার্ত্তিকশুক্লা প্রতিপদে ভারতের অনেক স্থানে দৈত্য বলির পূজা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রত্যেক নিষ্ঠাবান হিন্দু বৎসরে অন্ততঃ একদিন তাঁহার জন্মতিথি পূজার সময় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা দৈত্য বলিরাজার পূজা করিয়া থাকেন (এই পূজার বিধি ব্যবস্থা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত তিথি-তত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্যে দ্রষ্টব্য।) তিব্বতের প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরে দৈত্য দানবগণের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং লামাগণ ঐ সকল মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ বাতি জ্বালিয়া এবং "চু-পেন" পতাকা রোপন করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। জাপানে দেবতা এবং দৈত্যদানবগণের অর্চ্চনা সময়ে আদৌ কোনও রূপ পার্থক্য করা হয় না, সকলকেই দেবতা বলিয়া সমানভাবে অর্চ্চনা করা হয়, সেখানে কেবল কতক দেবদেবীকে উগ্রমূর্ত্তির দেবতা এবং অপর কতককে শান্তমূর্ত্তির দেবতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তিব্বতের ধর্ম্মপুস্তকে দেবতাগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর বাসের জন্য এক একটী স্বর্গলোক বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার কোন স্বর্গে দেবগণ, কোন স্বর্গে দানবগণ, কোন স্বর্গে গন্ধর্ব্বগণ, আর কোন স্বর্গে অপর কোন শ্রেণীর দেবতারা বাস করেন কথিত হইয়াছে। চীন জাপান, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণ মধ্যে অনেকে যেমন এখনও দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারা ভক্তিসহকারে দৈত্যদানবেরও পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আফ্রিকা খণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ মধ্যে ভূত, প্রেত, দেবতা, অপদেবতা, দৈত্য, দানব এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের একের সহিত অন্যের পার্থক্য বিচার প্রায় কিছুই করা হয় না। তবে লোকের আধিব্যাধি নিবারণ প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁদের সকলেরই পূজা অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। তিব্বত দেশের বৌদ্ধ অধিবাসীগণও কতকটা এইভাবে দেবতা ও দানবগণের এবং পিতৃপুরুষগণের পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এলেম তাঁহার কৃত তিব্বতের ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন তিব্বত দেশের ন্যায় ভূত প্রেত দৈত্য দানবের উপাসনায় রত দেশ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপের অবস্থাও প্রায় তিব্বতের ন্যায় ছিল। যথা—

"In the Middle Ages, and even down to late Reformation times, Europe was infested with demons and evil spirits, whilst witchcraft was a recognised, if infamous profession."
(The Religion of Tibet By I. E. Ellam Page 52.)

"But Tibet is still a land of demons and of sorcery, of oracles and wizards, of acromancy and of soothsaying. The earth and the air, the mysterious depths below and the wide spaces of the atmosphere above, are the dwelling places of innumerable spirits."
(Ibid.)

অতি প্রাচিন কালে চিন তিব্বত এবং জাপানের ন্যায় এদেশেও সুর এবং অসুরগণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যে বিশেষ বিভিন্ন ভাবের ধারণা ছিল না তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ঋগবেদাদির নানা স্থানের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কথার সমর্থন জন্য বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত না করিয়া নিম্নে পণ্ডিত উইলকিন্স সাহেবের মন্তব্য হইতে কিঞ্চিৎ সন্নিবেশিত করা হইল :—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এই সকল পুস্তকের বর্ণনাদৃষ্টে দৈত্যদানব পূজার্চ্চনা পদ্ধতি সংক্রান্ত সর্ব্ব দেশব্যাপী একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। তাহা এই—এ দেশে প্রচলিত দৈত্যদানবের পূজা অনুষ্ঠান মধ্যে যেমন অনেক স্থলে মানবহৃদয়ের ভক্তি এবং প্রীতির ভাব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশের দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত পূজাপদ্ধতির ভিতরে তেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের মানব সমাজের দৈত্যদানব পূজা সম্বন্ধীয় এই আচরণের অন্তঃস্থলে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যেমন পাশব ভাবাপন্ন কোনও কোনও মানব দেখিতে পাওয়া যায় এবং মনুষ্য হৃদয়ের দয়া ভালবাসাদি সৎ বৃত্তির ছায়া সংযুক্ত কোন কোন পশুপক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ এই সংসারে দানব ভাবাপন্ন

"In the vedas the name Asura is applied more frequently to the gods themselves than to their enemies, whilst it is also used very much in the same manner as in the later writings. In the Rigveda, Varuna is accosted as follows: King Varuna has made a high way for the Sun to go over, "thow wise asura and King, loosen our sins." Again: "The all knowing Asura established the heavens, and fixed the limits of the earth. He sat as the supreme ruler of the world. These are the works of Varuna." "Asura stands for the Supreme spirit" in another verse and "also as an appellative for Prajapati or creation lord" "All the vedic gods have shared the same title, not excepting even godesses."

(Hindu Mythology By W. I. Wilkins Page 451.)

ইয়োরোপের দৈত্যদানবগণ মানবের, বিশেষতঃ সুশ্রী মানব শিশুর কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে—

"Erman, the German Egyptologist, has translated an interesting papyrus by an unknown scribe, which contains the formula used to protect children, some children were more liable to be attacked by evil spirits than others. In Europe pretty children require special protection against the evil eye. Red-haired youngsters were disliked because the wicked god Set was red-haired, and was likely to carry them away.

(Egyptian Myth and Legend By Donald A. Mackenzie).

দৈত্যদানবগণের এবং কুদেবতার কুদৃষ্টির প্রতিকার উপায় সকল ইয়োরোপের কোন কোন স্থানে অদ্যাপি কি প্রণালিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তি হইতে অবগত হওয়া যাইতে পারিবে—

"The knotted cord was in general use throughout Europe. It is not yet uncommon in the Highlands of Scotland, where red neckcords protect children against the evil eye, while sprains &c. are cured by knotted cords, a charm being repeated as each knot is tied."

বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রত্যুষে দৈত্য বলিরাজ উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলী দান এবং প্রণাম করিবার সময়ে বলিয়া থাকেন—

"সংপূর্ণ হৃষ্টবদনং কিরীটোৎকট কুণ্ডলং। দ্বিভূজং দৈত্যরাজানং চিন্তয়েদিন্দ্রসূদনং॥ বলিরাজনমস্তভ্যং বিরোচনসুত প্রভো। ভবিষেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥" ইত্যাদি।

বাণাসুর প্রভৃতিরও এইরূপ স্তব করিবার প্রথা আছে।

দেব এবং দেবভাবাপন্ন দানবের পুরাকালে অভাব ছিল না এবং এখনও অপ্রতুল নাই। এ দেশের মুনি ঋষিগণ এবং পুরাকালের সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মানবগণই সচরাচর দেবভাবাপন্ন দানবদের পূজা অর্চ্চনা করিতেন। পক্ষান্তরে ইয়োরোপ এবং আফ্রিকা খণ্ডের অধিবাসীগণ, কেবল উপদ্রব নিবারণ জন্য, পাশবভাবাপন্ন দুর্দ্দান্ত দৈত্যদানবগণের পূজা অর্চ্চনাদি করিতেন এবং এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক সমাজের উপাস্য বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি এবং তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ প্রকারের পূজা পদ্ধতি পর্য্যালোচনা দ্বারা মানবসমাজের উন্নত ও অবনত অবস্থার স্তর অতি সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থূল দৃষ্টি প্রবর্ত্তক দোষে, দেব এবং দেবশত্রু দৈত্যগণকে সম্পূর্ণ দুইটী পৃথক্ অবস্থার জীব বলিয়া যদিও আজিকালি অনেকে মনে করেন, কিন্তু শাস্ত্রালোক সম্মুখে ধরিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে--দেব এবং দানব এক হইতে উৎপন্ন এবং মূলে একই ভাবাপন্ন। বিভিন্নরসের হইলেও তাঁহারা একই জাতির অন্তর্ভূক্ত। একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইলে যেমন বলা যাইতে পারে, মিষ্ট আম্রের সহিত অম্ল আম্রের রসের বিপুল পার্থক্য থাকিলেও জাতিহিসাবে উহারা উভয়েই এক এবং উভয়েই আম্রপদবাচ্য; সেইরূপ দেবদানবের প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও মূলে দুইই অভিন্ন। এই কথা চণ্ডীগ্রন্থের নানাস্থানের বর্ণনাতেও সমর্থিত হইতেছে। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে মধুকৈটভ বধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহামায়ার স্তবে দেবীকে সম্বোধন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন—তুমি দেবী এবং তুমিই অসুরী। যথা:——

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহামোহাচ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

এই ভাবের কথা দেবীপুরাণে বিষ্ণুকৃত মহামায়ার স্তবেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা—

"কাল পাশ মহামায়া বধবন্ধনমোচকি। সুরাসুরনরসিদ্ধ নানাভাব প্রবর্ত্তকি॥" * *

"সর্ব্বগা সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বভাব প্রবর্ত্তকি। নহি শক্যাগুণাদেবী তববক্তুং সমাদিষু॥"

দৈত্যদানবগণের উৎপত্তি এবং তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে কি ইউরোপের কি এ দেশের জনসাধারণ মধ্যে যেরূপ ভুল ধারণা দেখা যায়, দৈত্যদানবগণের বাহ্যিক আকার ঘটিত বিষয়ে তাহাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে অনেকের একটি বদ্ধমূল কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, দৈত্যদানবেরা অতি ভীষণ মূর্ত্তিধারী, সদা বিকট শব্দকারী নরমাংসাহারী জীব বিশেষ। ইহা ঠিক নহে। দৈত্যদানবগণের উৎপত্তি এবং তাহাদের স্বাভাবিক চিত্তগতির বিষয় লইয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করা হইল এবং ঐ

সকল বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন জন্য পুরাণাদি নানা গ্রন্থ হইতে যে সকল শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধৃত হইল, তদ্দৃষ্টে দৈত্যদানবের আকৃতি ঘটিত ভুল ধারণা গুলি অনেকের অন্তঃকরণ হইতে আপনা হইতেই বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই যে, জীবের দৈহিক আকৃতি তাহার ভিতরের প্রকৃতির সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহাদের একের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিলে অন্যের অবস্থা নির্ণয় করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—অন্তঃকরণের চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা স্থূল দেহের বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্যগণ অমৃত হইতে বঞ্চিত এবং স্বর্গলোক হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। পরাজিত মানব জাতির ন্যায় পরাজিত দৈত্যগণও দিন দিন হীন দশাতে নামিয়া পড়িয়া ছিলেন। দেবতাগণের ব্যবহারে দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ এবং ঈর্ষান্বিত হইয়া নিজ বাসস্থান স্বর্গলোক পুনঃ উদ্ধার করিবার জন্য যে সর্ব্বক্ষণ দেবগণের বিরুদ্ধে দ্বেষভাব পোষণ করিতেন এবং দেবগণকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপন যত্ন করিতেন ইহা স্বাভাবিক। দীর্ঘকালব্যাপী দেবাসুর যুদ্ধের মূল কারণ যে ইহাই—একথা বলাই বাহুল্য। পুরুষানুক্রমে ঐরূপ অশান্তিকর কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকাতে ক্রমে তাঁহাদের প্রকৃতি বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে তাঁহাদের ভিতরের বিকৃত প্রকৃতির প্রভাব ক্রমে বাহিক দেহের উপরে ক্রিয়া করিতে থাকায় সুদীর্ঘকালে দৈত্যদানবগণের আকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিনষ্ট হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিমাত্রাতে কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তের কুবৃত্তি গুলির প্রভাব যে সকল দৈত্য দানবের দেহের ভিতরে অবাধে অধিকার বিস্তার করিয়া থাকিতে পারিয়াছে তাহারা যে ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের বংশধরগণ যে ক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া পড়িবে ইহাও সম্ভবপর। এইরূপ অবস্থাতে কতকগুলি কুরূপ দৈত্যদানবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন, দেবতা মাত্রেই সুশ্রী আর দৈত্য দানব মাত্রেই কুশ্রী এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। অতীব সুশ্রী দেব দেবীগণ মধ্যেও অনেকে অনেক সময়ে ক্রোধাধিক্য বশতঃ কখনও রক্তনয়না রক্তবর্ণা, কখনও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, অতি ভয়ঙ্কর রূপবিশিষ্টা দেবী মূর্ত্তি কিম্বা ঐরূপ ভয়ানক দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ বর্ণনা বেদ পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (২০১)।

---

(২০১) দেবীমাহাত্ম চণ্ডীগ্রন্থের চণ্ডমুণ্ড বধ প্রসঙ্গে পরমাসুন্দরী অপরূপরূপসম্পন্না দেবী চণ্ডীকা ক্রোধে কিরূপ কৃষ্ণবর্ণা এবং ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকাতানরীন্ প্রতি। কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণ মভূত্তদা॥
ভ্রুকুটী কুটিলাত্তস্যাললাট ফলকাদ্দ্রুতং। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা। দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা॥
অতিবিস্তার বদনা জিহ্বাললন ভীষণা। নিমগ্নারক্ত নয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা॥
সাবেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্। সৈন্যেতত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্॥
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশ গ্রাহিযোধ ঘণ্টাসমন্বিতান্। সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥
তথৈব যোধন্তুরগৈ রথং সারথিনা সহ। নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যাতি ভৈরবং॥"

ক্রোধে কেবল চণ্ডীকাদেবীরই যে ভীষণ মূর্ত্তি হইয়াছিল তাহা নহে, ক্রোধে নারায়ণও এক সময়ে অতি ভয়ঙ্কর নরসিংহমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যথা—

"নরস্যার্দ্ধ তনুংকৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধ তনুংতদা। নৃসিংহ বপুরচাগ্রো হিরণ্যকশিপোঃপুরে॥
আবির্ব্বভূবসহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্। দংষ্ট্রী করালো যোগাত্মা যুগান্তদহনোপমঃ॥
সমারুহ্যাত্মনঃ শক্তিং সর্ব্বসংহার কারিকাং। ভাতি নারায়ণোঽনন্তো যথামধ্যন্দিনে রবিঃ॥"

(কূর্ম্মপুরাণ।)

দেবাসুর যুদ্ধে মহাদেবের ক্রোধ হইতে সমুৎপন্ন গণগণের ভীষণ মূর্ত্তি বর্ণনা মৎস্যপুরাণে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

"যাবন্তস্তেকৃশাদীর্ঘাহ্রস্বাঃস্থূলা মহোদরাঃ। ব্যাঘ্রেভবদাঃ কেচিৎ কেচিন্মেষাজরূপিণঃ। অনেক প্রাণিরূপাশ্চ জ্বালাস্যাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ। সৌম্যাভীমাঃ স্মিতমুখাঃ কৃষ্ণপিঙ্গ জটাসটাঃ। নানা বিহঙ্গ বদনা নানাবিধ মৃগাননাঃ। কৌষেয় চর্ম্মবসনা নগ্নাশ্চান্যে বিরূপিণঃ। গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহু বক্ত্রেক্ষণোদরাঃ। বহুপাদা বহুভুজা দিব্যনানাস্ত্র পাণয়ঃ। অনেক কুসুমাপীড়া নানাব্যালবিভূষণাঃ। বৃত্তাননায়ুধ ধরানানা কবচ ভূষণাঃ। বিচিত্র বাহনারূঢ়া দিব্যরূপা বিয়চ্চরাঃ॥ বীণাবাদ্য মুখোদঘুষ্টা নানাস্থানক নর্ত্তকাঃ। গণেশাংস্তাংস্তথাদৃষ্ট্বা দেবীপ্রোবাচ শঙ্করং॥" (মৎস্য পুরাণ।)

দক্ষযজ্ঞ নাশ প্রসঙ্গে মহাদেবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বীরভদ্রের বর্ণনা "বায়ুপুরাণে" এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"সো সৃজদ্ভগবান্ বক্ত্রাদ্ভূতং ক্রোধাগ্নি সন্নিভং। সহস্রশীর্ষং দেবঞ্চ সহস্র চরণেক্ষণং॥
সহস্র মুদ্গরধরং সহস্র শরপাণিনম্। শঙ্খচক্র গদাপাণিং দীপ্তকার্ম্মুকধারিণং॥
পরশ্বসি ধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহং। ঘোররূপেনদীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরং॥
বসানং চর্ম্মবৈয়াঘ্রং মহারুধির নিস্রবং। দংষ্ট্রাকরালং বিভ্রান্তং মহাবক্ত্রং মহোদরং॥
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদং।" ইত্যাদি।

বীরভদ্র হইতে বিকটমূর্ত্তি যে রুদ্রগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা ব্রহ্মপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"রুদ্রানুগান্ গণান্ রৌদ্রান্ রুদ্রবীর্য্য পরাক্রমান্। রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেরুদ্র পরাক্রমাঃ॥
তেনিপেতুস্ততস্তূর্ণং শতশোথ সহস্রশঃ। ততঃ কিল কিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব॥
সমভূৎসুমহান্ বিপ্রাঃ সর্ব্বরুদ্র গণোকৃতঃ। তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ॥
পর্ব্বতাশ্চব্যশীর্য্যন্ত চকম্পেচ বসুন্ধরা। মরুতশ্চ ববুঃ ক্রূরাশ্চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ॥
অগ্নয়োবৈনদীপ্যন্তে নচাদীপ্যত ভাস্করঃ।" ইত্যাদি।

মহিষাসুরের সৈন্যবধ বর্ণনা শেষ হইবার পরে ১৭৩ সংখ্যক শ্লোকে স্বর্গ হইতে দেবতাগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যান সময়ে কেহ লিখিয়াছেন, এই পুষ্পবৃষ্টি দেবীর বাহন সিংহের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল, কেহ লিখিয়াছেন দেবীর নিশ্বাসে যে সকল "গণ" নামক দেবী সৈন্য সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, কেহ বা লিখিয়াছেন সৈন্য এবং সিংহ উভয়ের উদ্দেশ্যেই উহা করা হইয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া যিনিই দেখিতে উপস্থিত হইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, এ ক্ষেত্রে এই পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গস্থ দেবতাগণ কর্ত্তৃক দেবীর বাহন সিংহের শিরে কিম্বা "গণ" সৈন্যগণের মস্তকে অর্পিত হয় নাই। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হইবার কারণ এই যে পুষ্প উপহার দান কার্য্য তিন অবস্থাতে তিন বিভিন্ন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম— উপর অবস্থাতে স্থিত ব্যক্তি, তাঁহার নিম্ন অবস্থার ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ যে পুষ্প প্রদান করেন তাহা স্নেহের সহিত স্নেহপাত্রের মস্তকে প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়—সম অবস্থাতে স্থিত এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যে পুষ্প মাল্যাদি উপহার দান করেন তাহা একে অন্যের গলদেশে প্রেমের সহিত প্রদান করেন। তৃতীয়স্থলে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থায় স্থিতকে পুষ্প উপহার দিতে হইলে ভক্তির সহিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দেবতাগণ কর্ত্তৃক যে পুষ্প প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভক্তিভাবের পুষ্পাঞ্জলি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। দেবী, যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের উপরে যে সময়ে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, সে সময়ে উপর হইতে পুষ্প নিক্ষেপ করিলে তাহা দেবীর অঙ্গ অতিক্রম করিয়া সিংহের অঙ্গে পতিত হওয়া এককালিন অসম্ভব। দেবীর উপস্থিতিতে তাঁহাকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চারি পার্শ্বে স্থিত দেবীর সৃষ্ট "গণ" সৈন্যদিগকে এবং দেবীবাহন সিংহকে পুষ্পদ্বারা পূজা করাও দেবদেবীগণ পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাযেই স্থির করিতে হইবে— দেবী চণ্ডিকা উদ্দেশ্যেই দেবদেবীগণ কর্ত্তৃক এই পুষ্প প্রদান করা হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে মহিষাসুরের সৈন্যবধ হইলে, স্বর্গের দেবদেবীগণ, গণসমাবৃতা সিংহসমাসীনা দেবী চণ্ডিকার চরণে মহানন্দে ভক্তিভরে এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থলে "পুষ্পবৃষ্টি" শব্দের এইরূপ প্রসারিত অর্থ পরিগ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে (২০২)।

---

(২০২) দেবীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—দেবী কর্ত্তৃক অসুর নিহত হইলে দেবীর চরণে দেবতাগণ পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। যথা— "দৃষ্ট্বা সুরাস্তং নিহতং সুরারিং। পুষ্পানি দেবী চরণে চ বিক্ষিপুঃ॥"

মধ্যমচরিত্রম্।

(মহিষাসুরবধবিবরণম্।)

ঋষিরুবাচ।১৭৪।

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাং ॥১৭৫॥
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥১৭৬॥
তস্যচ্ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥১৭৭॥
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥১৭৮॥
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥১৭৯॥
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥১৮০॥
তস্যাঃ খড়্গো ভুজংপ্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততোজগ্রাহ শূলংস কোপাদরুণলোচনঃ ॥১৮১॥
চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥১৮২॥
দৃষ্ট্বাতদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥১৮৩॥

১৭৪ হইতে ১৮৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি বলিলেন,—সৈন্যগণ নিহত হইতেছে অবলোকন করিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী চণ্ডিকা সহ স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই মহাসুর চিক্ষুর শরবৃষ্টি করিয়া দেবীকে এইভাবে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন যেমন জলধর বৃষ্টিধারাবর্ষণদ্বারা সুমেরুগিরিশৃঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অতঃপর দেবী চণ্ডিকা নিজশরবর্ষণদ্বারা ঐ অসুরের নিক্ষিপ্ত বাণসকল অবলীলাক্রমে ছিন্নভিন্ন করিয়া ঐ সেনাপতির রথের অশ্বগণকে এবং সারথিকে নিহত করিলেন। দেবী চণ্ডিকা সেনাপতি চিক্ষুরের হস্তস্থিত ধনুক, এবং রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ছিন্নরথধ্বজ এবং ছিন্নধনুক সেনাপতি চিক্ষুরের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষিপ্র বাণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিলেন। ছিন্নধনু, রথহীন, অশ্বহীন এবং সারথিহীন সেই মহাসুর হস্তে ঢাল এবং তরবারি লইয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতি দ্রুতবেগে চিক্ষুরাসুর দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা দেবীর বাহন সিংহের শিরোদেশে আঘাত করিলেন এবং দেবীর বাম বাহুতেও আঘাত করিলেন। ঐ তীক্ষ্ণধার তরবারি দেবীর বাহু স্পর্শ মাত্রেই ভগ্ন হইয়া গেল এবং তখন চিক্ষুরাসুর ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিলেন এবং চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট এবং অতি তেজে প্রজ্জ্বলিত সেই শূল আকাশপথে দেবীর দিকে আসিতেছে দেখিয়া দেবী নিজ হস্তস্থিত শূল ঐ শূলকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহা অসুরের নিক্ষিপ্ত শূলকে স্পর্শ করা মাত্র চিক্ষুরাসুরের হস্ত নিক্ষিপ্ত শূল এবং চিক্ষুরাসুর উভয়কেই শতখণ্ডে বিভক্ত করিল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৭৫ এবং ১৭৬ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—মহিষাসুরের সৈন্যবাহিনী দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইতেছে দেখিয়া, অসুরসেনাপতি চিক্ষুর স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং "তোয়দ" যেমন জলধারা বর্ষণদ্বারা মেরুগিরিশৃঙ্গকে আচ্ছন্ন করেন, সেইরূপ সেনাপতি চিক্ষুর শরবর্ষণ করিয়া দেবীদেহ আচ্ছন্ন করিলেন। এখানে "তোয়দ" এবং "মেরু গিরিশৃঙ্গ" শব্দের অর্থ-নির্দ্ধারণব্যাপার লইয়া টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণমধ্যে নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

"তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাকার লিখিয়াছেন—"মেরোরুপরি মেঘসঞ্চারাযোগ্যত্বাদভূতোপমেয়ং"। অর্থাৎ মেরুগিরিশৃঙ্গ এত উচ্চ যে তাহার উপরে মেঘের সঞ্চার সম্ভবপর নহে,-এই কারণে এই স্থলে এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই। এই টীকার উক্তি অনুসরণ করিয়া চণ্ডীগ্রন্থের বাঙ্গালাব্যাখ্যালিখক তাঁহার কৃত "সাধন সমর" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"মেঘসমূহ হিমালয় পর্ব্বতের মেখলা অর্থাৎ কটীদেশপর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে; তদূর্দ্ধে উঠিতে পারে না। সুমেরুশিখর হিমালয় অপেক্ষা অনেক উন্নত; সুতরাং সেস্থানে মেঘসমূহের জলবর্ষণ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে।" এবম্বিধ আপত্তি খণ্ডন জন্য বলা হইয়াছে "তোয়দঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যাদেব বৃষ্টিসম্ভবাৎ। তথাচ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃপ্রজাঃ"। টীকাকারগণের এবম্বিধ আলোচনার মূলে যে একটী বিষম ভুল ধারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা এই—সুমেরুকে হিমালয় কিম্বা বিন্ধ্যাচলের ন্যায় প্রস্তরমৃত্তিকাগঠিত একটী পর্ব্বত মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ মেরুগিরিশৃঙ্গ শব্দের অর্থে এখানে কোন এক সাধারণ গিরি এবং তাহার উচ্চ চূড়া বুঝিতে হইবে না। ইউরোপিয়ান্ ভৌগলিকগণের গণনানুসারে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট্ এবং দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল মাত্র (২০৩)। তাঁহারা ইহাও বলেন, পৃথিবীতে হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত আর একটীও নাই। সুমেরুর বিশাল উচ্চতা ও বিস্তৃতির তুলনায়, হিমালয়ের ক্ষুদ্র দেহের এই সামান্য উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য, গণনার মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে। পুরাণের বর্ণনানুসারে সুমেরু চতুরশীতি সহস্র যোজন উন্নত। সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রসূর্য্যতারানক্ষত্রাদি

---

(২০৩) "The loftiest of these principal ridges is about 60 or 70 miles distant from the plains. It includes or is connected by spurs with the gigantic peaks, Chamalari, Kanchinjanga, Mount Everest (the loftiest known mountain in the world), Doulagiri, and Nanda Devi, the lowest of which is but little under 24,000 feet, while the others vary from 25,700 up to 29,090 feet above sea-level."

(PHYSICAL GEOGRAPHY By Henry F, Blanford F. G. S.)

"The Himalayas or the "Abode of Snow", the loftiest mountains in the world, form the northern boundary of the Indian Empire, seperating Tibet from the Great Plain of Hindustan, They are not a single range, but contain three ranges one behind the other. This mighty range is about 1,500 miles long and from 180 to 220 miles broad."

(GEOGRAPHY, By Lachhaman Swarup).

গ্রহ ও উপগ্রহগণ সর্ব্বক্ষণ পরিভ্রমণ করিতেছেন (২০৪)। কেবল দেবদৈত্যদানব গন্ধর্ব্বাদির এবং সিদ্ধ পুরুষগণের ইহা প্রিয় বাসস্থান নহে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের অবস্থান ক্ষেত্র বলিয়া বিরাট আয়তন এই সুমেরুর ভিন্ন ভিন্ন শিখরদেশ পরিকল্পিত হইয়াছে (২০৫)।

(২০৪) পুরাণাদি গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া যাঁহাদের মেরুগিরি শৃঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থা ঘটিত কোন তত্ত্ব নিষ্কাশন করিবার সময় বা সুবিধা নাই, তাঁহারা স্যার্ মনিয়ার উইলিয়ম্ কৃত অভিধানে মেরুর কিঞ্চিৎ পরিচয় জানিতে পারিবেন, এজন্য ঐ অভিধান হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

"All the planets revolve round it and it is compared to the Cup or Seed-vessel of a lotus, the leaves of which are formed by the different Dipas; q. v.; the river Ganges falls from heaven on its summit, and flows thence to the surrounding worlds in four streams; the regents of the four quarters of the compass occupy the corresponding faces of the mountain the whole of which consists of gold and gems; its summit is the residence of Brahma, and a place of meeting for the gods, Rishis, Gandarbhas &c."

(Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Williams.)

উদ্ধৃত ইংরাজি কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ এই— সমস্ত গ্রহ উপগ্রহগণ মণ্ডলাকারে ইহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং এই মেরুকে পদ্মকোরকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ এই পদ্মের পাপড়ী। গঙ্গানদী স্বর্গলোক হইতে ইহার চূড়াতে নিপতিতা হইয়া তথা হইতে তৎ চতুপার্শ্ববর্ত্তী ভূমণ্ডলে চারিটী স্রোতঃস্বতীরূপে প্রবাহিতা হইয়াছিল। এই পর্ব্বতের চারিটী মুখ, কম্পাসের প্রধান চারিটী দিগ্ নির্ণয় করিতেছে। ইহার সর্ব্বস্থান স্বর্ণ এবং রত্নে পরিপূর্ণ। ইহার চূড়াদেশ ব্রহ্মার বাসস্থান এবং উহা দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মিলন স্থান। ইত্যাদি।

স্বর্গলোক উপেক্ষা করিয়াও অনেক সময়ে অনেক দেবতা সুমেরু শৃঙ্গে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। অমরকোষে সুমেরুর আর যে কয়েকটি নাম লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি নাম "সুরালয়" অর্থাৎ দেবতাদিগের আলয় বা বাসস্থান। যথা— "মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রিঃ রত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।" ইত্যাদি।

(২০৫) রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের অনেক স্থানে সুমেরুর বিরাট আকৃতির বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ, বরাহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ ইত্যাদি হইতে সুমেরুর কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"চতুর্দ্দশ সহস্রানি যোজনানাং মহাপুরী। মেরোরুপরিবিখ্যাতা দেবদেবস্য বেধসঃ॥
তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ। উপাস্যমানোযোগীন্দ্রৈ মুনীন্দ্রোপেন্দ্র শঙ্করৈঃ॥
তত্র দেবেশ্বরেশানং বিশ্বাত্মানং প্রজাপতিং। সনৎকুমারো ভগবানুপাস্তে নিত্যমেবহি॥
সসিদ্ধ ঋষি গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানঃ সুরৈরপি। সমাস্তে যোগযুক্তাত্মা পীত্বাতৎ পরমামৃতং॥"

(কূর্ম্ম পুরাণ।)

"চাতুর্ব্বর্ণস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোল্বময়ঃ স্মৃতঃ। চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রাণি বিস্তীর্ণশ্চ চতুর্দ্দিগম্।
বৃত্তাকৃতি প্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমাহিতঃ। নানাবর্ণৈঃ সমঃ পার্শ্বৈঃ প্রজাপতিগুণান্বিতঃ॥
নাভীবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।"

(মৎস্য পুরাণ।)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আকাশসমুদ্রে সর্ব্বদা সুমেরুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে (২০৬)। এই সুমেরুর অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা নানা পুরাণে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বরুণের বাসভবন, কুবেরের স্বর্ণপুরী এবং ইন্দ্রের সুরম্য নন্দনকানন এই সুমেরু শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (২০৭)।

"মধ্যেত্বিলাবৃতং নাম মহামেরোঃ সমন্ততঃ। চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রাণি বিস্তীর্ণোযোজনৈঃ সমঃ॥
মধ্যেতস্য মহামেরুর্বিধূমইব পাবকঃ॥"

(মৎস্যপুরাণ।)

"যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতি উচ্ছ্রিতঃ। প্রবিষ্টঃ ষোড়শধিস্তাদষ্টাবিংশতি বিস্তৃতঃ॥"

(মৎস্য পুরাণ।)

"যদেতৎ কর্ণিকামূলং মেরোর্মধ্যং প্রকীর্ত্তিতং। তদ্ যোজনসহস্রাণি সংখ্যায়া মানতঃ স্মৃতম্॥
চত্বারিংশত্তথা চাষ্টৌ সহস্রাণিতু মণ্ডলৈঃ। শৈলরাজস্য তত্তত্র মেরুমূলমিতি স্মৃতং॥
তেষাংগিরিসহস্রাণামনেকানাং মহোচ্ছ্রয়ঃ। দিগষ্টৌচ পুলস্তস্য মর্য্যাদোপর্ব্বতাঃ শুভাঃ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ। মর্য্যাদাপর্ব্বতানেতানষ্টৌ বাহুর্ম্মণীষিনঃ॥
যোহসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তঃ কনকপর্ব্বতঃ। দিগস্যাস্য তু বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতস্ততঃ॥"

(বরাহপুরাণ।)

কেবল পুরাণেই যে সুমেরুর বর্ণনা রহিয়াছে তাহা নহে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের প্রামাণিক গ্রন্থ সূর্য্যসিদ্ধান্তেও সুমেরু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,— "অনেক রত্ননিচয়াজাম্বুনদ ময়োগিরিঃ। ভূগোল মধ্যগোমেরুঃ উভয়ত্র বিনির্গতঃ॥"
"শৃঙ্গস্ত পশ্চিমং যচ্চ ব্রহ্মা তত্র স্থিতঃ স্বয়ম্। পূর্ব্বশৃঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণুর্মধ্যে চৈব শিবঃ স্থিতঃ॥"

(নারসিংহ পুরাণ।)

"প্রবিশ্য মেরুশিখরং কৈলাশং কনকপ্রভং। ররাম ভগবান্ সোমঃ কেশবেন মহেশ্বরঃ॥"

(কূর্ম্ম পুরাণ।)

"ঋষয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞা সপ্ত তাত মনীষিণঃ॥
অত শোচ্যন্তমাদিতামুপতিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ। ঋষয়শ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ॥
যমস্ত রাজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং প্রভুঃ। প্রেতসত্বগতিং হ্যেনাং দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্॥
এতৎ সংযমনং পুণ্যমতীবাদ্ভুতদর্শনং। প্রেতরাজস্য ভবনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্॥
যংপ্রাপ্য সবিতারাজন্ সত্যেন প্রতিতিষ্ঠতি। অস্তং পর্ব্বতরাজানমেতদাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
এতৎ পর্ব্বতরাজানং সমুদ্রঞ্চ মহোদধিং। আবসন্ বরুণো রাজা ভূতানি পরিরক্ষতি॥
উদীচীং দীপয়ন্নেব দিশং তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্। মহামেরুর্ম্মহাভাগ শিবোব্রহ্মবিদাং গতিঃ॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব)

(২০৬—২০৭) তরুণাদিত্য বর্ণানি ভ্রাজমানানি সর্ব্বশঃ। জাতরূপ ময়ৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সুপুষ্পিতৈঃ॥
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজা মেরুরুত্তমপর্ব্বতঃ। আদিত্যেন প্রসন্নেন শৈলো দত্তবরঃ পুরা॥

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সুমেরু শৃঙ্গ ঘটিত এই সকল অলৌকিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, সুমেরু মর্ত্তভূমির অন্তর্গত আদৌ কোন একটী পর্ব্বতময় প্রদেশ নহে। এবং সুমেরু পুরাণে গিরিশৃঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইলেও, হিমালয়াদি পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় উহাকে পার্থিব পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। যে সুমেরুতে জলাধিপ বরুণ দেবের বাসস্থান, যে সুমেরুতে আকাশ সংস্থিত সমুদ্র এবং আকাশ প্রবাহিত নদ নদী সর্ব্বক্ষণ জলের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সংসাধন করিতেছে, যেস্থানে আকাশ সমুদ্র হইতে উত্থিত বিপুল বাস্পরাশি প্রতিনিয়ত অলৌকিক মেঘমালায় পরিণত হইয়া অমৃতোপম বারিধারা বর্ষণ দ্বারা অনুক্ষণ নন্দনকাননের বৃক্ষলতা ফলমূল পুষ্পের পুষ্টিসাধন ও সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিতেছে, সেস্থানে "এত ঊর্দ্ধে মেঘের স্থিতি গতির সম্ভাবনা আছে কিনা" এই অনর্থক চিন্তা লইয়া টীকাকারগণের হৃদ্‌বেদনা বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন।

তেনৈবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রঃ সর্ব্বএবত্বদাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যন্তি দিবারাত্রৌচ কাঞ্চনাঃ॥
ত্বয়িযেচাপিবৎস্যন্তি দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ। তে ভবিষ্যন্তি ভক্তাশ্চ প্রভয়া কাঞ্চন প্রভাঃ॥
বিশ্বেদেবাশ্চ বসবোমরুতশ্চদিবৌকসঃ। আগত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মেরুমুত্তমপর্ব্বতং॥
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি তৈশ্চ সূর্য্যোভিপূজিতঃ। অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানামস্তং গচ্ছতি পর্ব্বতং॥
যোজনানাং সহস্রাণিদশতানি দিবাকরঃ। মুহূর্ত্তার্দ্ধেন তং শীঘ্রমভিযাতি শিলোচ্চয়ং॥
শৃঙ্গেতস্য মহদ্দিব্যং ভবনং সূর্য্যসন্নিভং। প্রাসাদগণ সম্বাধং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
শোভিতং তরুভিশ্চিত্রৈর্নানাপক্ষিসমাকুলৈঃ। নিকেতং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ॥
(বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪৩ সর্গঃ।)

বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই প্রথমে মেরুশৃঙ্গে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এসম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণের বর্ণনা এইরূপ,—

"বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলং।- সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততিবৈততঃ॥
সা তত্র পতিতাদিক্ষু চতুর্ধাহ্যভবদ্ দ্বিজাঃ। সীতা চালক নন্দাচ সুবঙ্ক্ষু র্ভদ্রনামিকা॥
পূর্ব্বেণ শৈলাচ্ছৈলন্তু সীতাযাত্যন্তরীক্ষগা। ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বাদ্যাতি চার্ণবং॥
তথৈবালকনন্দাচ দক্ষিণাদেত্য ভারতম্। প্রয়াতি সাগরং ভিত্বা সপ্তভেদা দ্বিজোত্তমাঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণ।)

সুমেরু শৃঙ্গে কেবল গঙ্গার নহে, সুবিমলজলপরিপূর্ণা কমলাদি নানা পুষ্পে সুশোভিতা নানা নদনদী বৃহৎ সরোবর জলাশয় ইত্যাদির বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মন্দাকিনী তত্র পুণ্যা রম্যা সুবিমলোদকা। নদী নানাবিধৈঃ পদ্মৈরনেকৈঃ সমলঙ্কৃতা॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ। উপস্পৃষ্টজলা নিত্যং সুপুণ্যা সুমনোরমা॥
অন্যাশ্চ নদ্যঃ শতশঃ স্বর্ণ পদ্মৈরলঙ্কৃতাঃ। তাসাং কুলেতু দেবস্য স্থানানি পরমেষ্ঠিনঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণ।)

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্ত চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥১৮৪॥

সোঽপিশক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভুমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥১৮৫॥

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥১৮৬॥

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥১৮৭॥

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীংগতৌ।
যুযুধাতেঽতি সংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥১৮৮॥

ততোবেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্যচ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্ত পৃথক্কৃতম্ ॥১৮৯॥

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৯০॥

দেবীক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্ ॥১৯১॥

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈবচ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রাচ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥১৯২॥

বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৯৩॥

১৮৪ হইতে ১৯৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সেই মহাবল সম্পন্ন মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামক অসুর দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, দেবগণ-পীড়নকারী চামর নামক অসুর গজারোহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সেই চামরাসুরও দেবীর প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, দেবী তখন অতি দ্রুতভাবে হুঙ্কার দ্বারা চামরাসুরের নিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্রকে নিস্তেজ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। শক্তি অস্ত্র ভগ্ন ও নিপাতিত দেখিয়া চামর নামক অসুর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল, দেবী বাণ সমূহদ্বারা তাহাও ছেদন করিলেন। তাহার পর সিংহ উল্লম্ফণ-পূর্ব্বক গজকুম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া সেই দেবশত্রু চামরাসুরের সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই হস্তীর উপরি স্থিত সিংহ ও চামরাসুর যুদ্ধ করিতে করিতে ভূতলে অবতরণ করিয়া অতিশয় ক্রোধে অতি ভয়ানক প্রহারের দ্বারা দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সিংহ অতি বেগসহকারে আকাশে উল্লম্ফণপূর্ব্বক নিপতিত হইয়া হস্তপ্রহার দ্বারা চামরাসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। দেবী এবং তাঁহার সহযোগিনীগণ এবং বাহন সিংহ উদগ্র নামক অসুরকে শিলাবৃক্ষাদি দ্বারা যুদ্ধে বিনাশ করিলেন, এবং করাল নামক অসুরকে দন্তাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, এবং চপেটাঘাত দ্বারা নিপাতিত করিলেন। দেবী ক্রোধপরায়ণা হইয়া উদ্ধত নামক অসুরকে গদাঘাতে চূর্ণ করিলেন, এবং ভিন্দিপাল-নামাস্ত্র দ্বারা বাস্কল নামক অসুরকে, বাণদ্বারা তাম্র ও অন্ধক অসুরদ্বয়কে নিহত করিলেন। ত্রিনয়না পরমেশ্বরী দেবী উগ্রমুখ, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে ত্রিশূল দ্বারা বিনাশ করিলেন। দেবী খড়্গাঘাতে বিড়াল নামক অসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন, দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে বাণ বর্ষণ দ্বারা নিহত করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৮৫ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—সেনাপতি চামর দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দেবী হুঁকার দ্বারা ঐ শক্তি অস্ত্রকে নিস্প্রভ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এ স্থানে কাহারও মনে এইরূপ একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত হুঁঙ্কার শব্দ দ্বারা চামর অসুরের নিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হইবে কিরূপে, এবং উহাকে ভূমিসাৎ করা

হইলই বা কি উপায়ে? চণ্ডীর তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"তাং শক্তিং হুঙ্কারেণ ক্রোধাবিষ্কৃত শব্দ বিশেষেণ মন্ত্রাত্মকেনাভিহতাং কৃত্বা ভূমৌ পাতয়ামাস।" তন্ত্র শাস্ত্রে "হুঁ" শব্দকে মন্ত্রবীজ বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও দেবী চণ্ডিকা দেবাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরূপ কোন মন্ত্রের সাহায্য লইয়া কখনও যে কোন অসুরকে বা তাঁহার অস্ত্রকে নষ্ট করিয়াছেন এরূপ কথা দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী মধ্যে কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকারের ব্যাখ্যা শাস্ত্রমূলে দোষজনক না হইলেও যুক্তি বিচার মূলে এ স্থলে গ্রহণযোগ্য নহে। ওঁকার এবং হুঙ্কার শব্দ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ১৮৫ সংখ্যক টীকাতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে ওঁকার এবং হুঁকার শব্দের অসাধারণ শক্তিশালিত্ব প্রতিপন্ন হইলেও এস্থলে সামান্য একটা অসুর সেনাপতির হস্তনিক্ষিপ্ত শক্তি নামক একটা নগণ্য অস্ত্র নষ্ট করিবার জন্য দেবী চণ্ডিকা মহামন্ত্রযুক্ত হুঁকার নাদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, বজ্রনাদকেও কোন কোন স্থানে হুঙ্কার নাদ বলা হইয়াছে (২০৮)। দেবী চণ্ডিকা বজ্রনিক্ষেপ করিয়াও যে দেবাসুর যুদ্ধের অনেক স্থলে অসুর নিপাত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থেই আছে (২০৯)। "হুঙ্কার" শব্দে বজ্র এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, দেবী চণ্ডিকা বজ্রদ্বারা অসুর সেনাপতি চামরের হস্তনিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্রকে নিষ্প্রভ এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না।

১৮৪ হইতে ১৮৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, মহিষাসুরের সেনাপতি মহাযোদ্ধা চিক্ষুর নিহত হইলে, চামর নামক সুর-রণ-বিজয়ী অন্য এক সৈন্যাধ্যক্ষ গজে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেবীবাহন সিংহ ঐ গজের মস্তকের উপরে উঠিয়া গজকুম্ভমধ্যে অবস্থান করিয়া চামরের সহিত ভীষণ বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে লিখিত "গজকুম্ভান্তরস্থিত" শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীগ্রন্থের কোনও কোনও টীকাকার, অযৌক্তিক ব্যাখ্যার চরম অপকর্ষ স্থানে আপনার সিদ্ধান্তকে আনিয়া নামাইয়া

(২০৮) "Hunkar—Roar of Thunder."
(Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Williams.)

(২০৯) "দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভি ঋষ্টিভিঃ। জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্॥"
(রক্তবীজবধ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

রাখিয়াছেন। কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গজ এবং কুম্ভের মধ্যবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্র, কেহবা লিখিয়াছেন—হস্তির মস্তকোপরিস্থিত জলপূর্ণ কলসী (২১০)। চণ্ডীর প্রাচীন ভাষ্যকার পূজ্যপাদ নাগোজী ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী ভাষ্য ও টীকা লিখকগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব ভাষ্যে এবং টীকায় "গজকুম্ভ" অর্থে গজকুম্ভ লিখিয়া রাখাতে আধুনিক ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ মধ্যে কেহ কেহ গজকুম্ভের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ বিষম গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। হস্তির মস্তকোপরিস্থিত দুই ভাগে যে দুইটী অর্দ্ধগোলাকৃতি মাংসপিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সংস্কৃত ভাষাতে "করিকুম্ভ" বা "গজকুম্ভ" বলা হয়। কুম্ভ বা কলসী দুইটী অধোমুখে স্থাপন করিলে যেরূপ দেখায়, গজের মস্তকোপরি সংস্থিত দুইটী মাংসপিণ্ড ঐরূপ দেখায়, এই জন্যই সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থাদিতে হস্তি অঙ্গের ঐ দুইটী স্থানকে "গজকুম্ভ" বা "করিকুম্ভ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বামনপুরাণে, দেবীর সহিত মহিষাসুর যুদ্ধ বিবরণের একস্থানে, দেবীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে, "গজকুম্ভ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবীর স্তনযুগল যে গজকুম্ভের শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে, এই শ্লোকে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে (২১১)।

এই স্থানে আর একটী উৎকট প্রশ্ন কাহারও কাহারও অন্তঃকরণে উদ্ভাবিত হইতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী চণ্ডিকা সিংহ হইতে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য মৃত্তিকায় দণ্ডায়মানা না হইলে, দেবীবাহন সিংহ দেবীকে পৃষ্ঠে লইয়া দৈত্যসেনাপতি চামরের বহনকারী-করিরমস্তকোপরি উঠিয়া চামরের সহিত ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিরূপে? এ প্রশ্নের যথা উচিত উত্তর দানের ক্ষমতা আমাদের নাই; তবে এইরূপ অনুমান করিতে বাধা নাই—দেবী-চণ্ডিকাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াই দেবীবাহন সিংহ লম্ফপ্রদান করিয়া চামরের হস্তী-মস্তকে আরোহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লম্ফদানের সময়ে সিংহপৃষ্ঠস্থিত আসন হইতে দেবীর ভূতলে পতিতা হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। তাহার কারণ, দেবীবাহন এই সিংহ অরণ্যবাসী সাধারণ পশু সিংহ যে নহে ইহা বলাই বাহুল্য। নরসিংহ রূপধারী নারায়ণ স্বয়ং

---

(২১০) অনাথানন্দস্বামী প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বে" গজকুম্ভ শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে,—"গজ—জ্ঞাননাড়ী, কুম্ভ জলধারণকারী নাড়ী।" Sir William Monier, তাঁহার সঙ্কলিত Sanskrit English Dictionaryতে করিকুম্ভ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"The frontal glove of an eliphant."

(২১১) "স্তনৌ সুবৃত্তাবথ নিম্ন চূচুকৌ। স্থিতৌ বিজিত্যৈব গজস্য কুম্ভৌ॥"

দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে সিংহরূপ ধারণ করিয়া দেবীবাহন সিংহ হইয়াছিলেন এরূপ বর্ণনাও কোনও কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (২১২)।

১৯ সংখ্যক শ্লোকের "দন্তমুষ্টি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে কোন কোনও টীকা বা ব্যাখ্যালেখক কিঞ্চিৎ শব্দার্থনিস্কাসন কৌশল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

---

(২১২) কবি কৃত্তিবাস কৃত বাঙ্গালা রামায়ণের ন্যায় প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কবি ভবানীপ্রসাদ রচিত "দুর্গামঙ্গল" নামক বাঙ্গালা চণ্ডী মাহাত্ম্যের একস্থানে দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে দেবী-বাহন সিংহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে :—

"ভগবতী বোলে তুমি শুন চক্রপাণি। পদভরে রসাতলে যাইবে মেদিনী॥
কিমতে অসুর সঙ্গে করিব মহারণ। ধরিতে পারিয়া কেহ হইয়া বাহন॥
বাহন হইয়া আমাক পার ধরিবার। রণ করি মৈষাসুর করিব সংহার॥
শুনিয়া ভবানী-বাণী বোলেন শ্রীহরি। ধরিব তোমাকে মাতা সিংহ মূর্ত্তি ধরি॥"

উপরে উদ্ধৃত "দুর্গামঙ্গলের" উক্তির অনুরূপ কোন কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনস্থানে দেখিতে না পাইলেও কালিকাপুরাণের একস্থানে দেখা যাইতেছে—দেবীবাহন সিংহকে হিরণ্যকশিপু অসুর বধকারী নারায়ণ বলিয়াই স্তুতি করা হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"হে সিংহ তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তুমি সিংহরূপে যেরূপ চণ্ডিকাকে বহন করিতেছ, সেইরূপ আমার মঙ্গল বহন কর, এবং আমার শত্রুদিগকে নষ্ট কর, তুমিই সিংহরূপ ধারণ করিয়া জগতের পীড়াকারী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ।" ইত্যাদি

"দুর্গামঙ্গলের" উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সময়ে দেবী চণ্ডিকা পুনর্ব্বার যে সিংহবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই সিংহ দেবীর ভীষণ ক্রোধ সময়ে তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল ইহা পুরাণের উক্তিতেই তাঁহারা জানিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন মহিষাসুরকে নিহত করিবার সময়ে যে দেবী চণ্ডিকা তাঁহার বাহন সিংহের পৃষ্ঠে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অন্য পদখানি মহিষাসুরের মস্তকে চাপিয়া মহিষাসুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দেবী চণ্ডিকাকে পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাখিয়া দেবীবাহন সিংহ মহোৎসাহে চামরের হস্তিমস্তকে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, চণ্ডিমাহাত্ম্যে ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইবার বিষয় বিশেষ কিছুই নাই। সিংহের পৃষ্ঠে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া মহিষাসুরের সহিত দেবীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবার চিত্র মৎস্যপুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।—

"হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যাদন্ত্র বিভূষিতং। রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত বিস্ফুরিতেক্ষণং॥
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননং। সপাশ বামহস্তেন ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া॥
বমদ্রুধির বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহংপ্রদর্শয়েৎ। দেব্যাস্ত দক্ষিণংপাদং সমংসিংহোপরিস্থিতং॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথাবামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।" ইত্যাদি।

তাহার কারণ ১৮৯ সংখ্যক এবং ১৯০ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, দেবীবাহন সিংহ এবং চামরাসুর উভয়ে হস্তী মস্তকোপরি বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে তথা হইতে ভূমিতে নামিয়া যুদ্ধ করিবার সময়ে, সিংহ চপেটাঘাতে চামরাসুরের মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিয়া ছিলেন এবং উদগ্র অসুরকে শিলা বৃক্ষাদি প্রহারে এবং করাল নামক অসুরকে দন্তমুষ্টি প্রহারে নিহত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া, ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ মধ্যে কেহ বলিতেছেন, দেবী চণ্ডিকা তাঁহার দন্তদ্বারা এবং নখদ্বারা ঐ সকল অসুরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সংহার করিয়াছিলেন; কেহবা এইক্ষেত্রে দেবীর পক্ষে ক্রুদ্ধা মার্জ্জারীর ন্যায় আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া শত্রু নির্য্যাতন করা ভাল দেখায় না, হয়ত এইরূপ মনে করিয়া, এই শ্লোকের "দন্ত" শব্দ অর্থে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত, এবং "মুষ্টি" শব্দ অর্থে অসি অস্ত্র ধারণ করিবার মুঠা (বাঁট্) অর্থ করিয়াছেন এবং দেবী চণ্ডিকা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাঁট্ বিশিষ্ট একখানা অসির তলদেশদ্বারা অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এইরূপ দেবীর সম্মান রক্ষাকর একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন (২১৩)। এই দুইটী সিদ্ধান্তের কোনটীই নিরাপত্যে গ্রহণ যোগ্য নহে। এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবীবাহন সিংহের চপেটাঘাতে চামর অসুরের মস্তক উড়াইয়া দিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই অসুরসংহারক মহাসিংহ দেবীর চরণতলে উপস্থিত থাকিতে এবং দেবীর হস্তে বিবিধ প্রকারের দিব্য অস্ত্র শস্ত্র সকল দিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও দেবী নিজ রণপ্রিয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার বাহন সিংহের স্বভাব হটাৎ পরিগ্রহণ করিলেন ও অসুরগণকে কামড়াইয়া এবং আঁচড়াইয়া নিপাত

---

(২১৩) "রণে যুদ্ধে দন্তেন হস্তিদন্তেন নির্ম্মিতোমুষ্টিঃ খড়্গমুষ্টিঃ তৎস্তলৈঃ অধোভাগাঘাতৈঃ।"
(শ্রীচতুর্ধর মিশ্র কৃত চণ্ডী টীকা)

"উদগ্রশ্চেতি। রণে যুদ্ধে দন্তৈর্গজদন্তনির্ম্মিতায়ুধৈঃ মুষ্টিভিঃ তলৈশ্চপেটৈশ্চ ইত্যর্থঃ।"
(নাগোজী ভট্ট।)

দেবীভাষ্যে এই শ্লোকের আদৌ কোনও অর্থ নিরাকরণের চেষ্টা দেখা যায় না, কিন্তু উহার সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ সময়ে হস্তিদন্তের বাঁট বিশিষ্ট অসির উল্লেখ না করিয়া সহজ কথাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"দেবী উদগ্র অসুরকে শিলা বৃক্ষাদি প্রহার এবং করাল অসুরকে দন্তাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাতে নিহত করিলেন।"

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কৃত "চণ্ডীরত্নামৃত" নামক চণ্ডীর বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থে এই শ্লোকের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই— "করাল নামক দৈত্যে দন্ত অস্ত্রে আর, নাশিলেন করি দেবী মুষ্টির প্রহার।"

করিতে লাগিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। পরন্তু নিজ করস্থিত মহাতেজোময় দিব্য খড়্গ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হাতির দাঁতের বাঁট বিশিষ্ট একখানি তরবারী সংগ্রহ করিয়া দেবীযুদ্ধে প্রবৃত্তা হইলেন ইহাও মনে করা সঙ্গত নহে। এরূপ অবস্থায় যদি সুদূর স্থান হইতে অর্থ টানিয়া আনিবারই প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য শ্লোক লিখিত "দন্ত" "মুষ্টি" শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয় যে, যে সকল "গণ" নামক দেবীসৈন্য এবং মহাপরাক্রান্ত নিজ বাহন সিংহকে লইয়া দেবী চণ্ডিকা রণভূমে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহযোগিতাতে দেবী এই সকল অসুর নিহত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সিংহের নখ ও দন্তাঘাতে উদগ্র অসুর এবং "গণ" নামক দেবীসৈন্যগণের মুষ্ট্যাঘাতে ও করতল আঘাতে করালাদি অসুর নিহত হইয়াছিল এবং দেবীও ঐ সময়ে তাঁহার হস্তস্থিত দিব্য অস্ত্রদ্বারা কতক গুলি অসুর নাশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ১৯১ সংখ্যক শ্লোকের উক্তিতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, এই সময়ে দেবীর করস্থিত গদাঘাতে উদ্ধত অসুর, ভিন্দিপাল অস্ত্রাঘাতে বাস্কল অসুর, বাণদ্বারা তাম্র ও অন্ধক অসুর, ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুর নিহত হইয়াছিল। অতি অল্প পূর্ব্বে এবং অতি অল্প পরে যে দেবী নানা অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই দেবী মধ্যে হটাৎ অস্ত্রত্যাগ করিয়া দাঁত এবং নখের সাহায্যে অসুরদের সহিত কেন যুদ্ধ করিলেন তাহার কোনই কারণ বুঝা যায় না। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে ১৯০ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে যখন "দেব্যা" শব্দ রহিয়াছে, সে স্থলে দেবী কর্ত্তৃক উদগ্রাদি অসুর দন্তাঘাতে নিহত হইয়াছিল অর্থ করাই সঙ্গত নহে কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যুদ্ধকার্য্যে সকল দেশে সকল সময়ে বহুতর সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ্য, সেনানায়ক প্রভৃতি নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারা যুদ্ধ করেন ও শত্রু বিনাশ করেন; অথচ তাঁহাদের মধ্যে যিনি যখন কর্ত্তা বা প্রধান থাকেন সেই একক কর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের কথা সকল কথিত হইয়া থাকে (২১৪)। এই শ্লোকের অর্থ নির্ণয় সময়ে, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ-

---

(২১৪) দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে "শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।" "ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ান্ পরাজিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।" "অষ্টারলীজের যুদ্ধে নেপোলিয়ান্ জয়লাভ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। ইতিহাসের এই সকল উক্তি দ্বারা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে একমাত্র মূল কর্ত্তার নাম ব্যবহার দ্বারা তাঁহার অধীনস্থ সকল ব্যক্তির যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ কার্য্য বুঝাইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও এই শ্লোক মধ্যস্থিত দেবী শব্দ দ্বারা দেবীর এবং তাঁহার গণ নামক সৈন্যগণের এবং তাঁহার বাহন সিংহের কৃত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য বুঝিতে কোনই বাধা নাই।

মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। দেবীবাহন সিংহ, ইহার পরে আরও অনেক স্থানে অনেক সময়ে দন্তনখাঘাতে অসুর নিপাত করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থে এবং অন্যান্য পুরাণে দেখা যাইতেছে (২১৫)। কিন্তু দেবী চণ্ডিকা তাঁহার দন্তাঘাতে বা তাঁহার নখাঘাতে একটিও যে অসুর নিপাত করিয়াছেন এরূপ বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থের অন্য কোন স্থানে কিম্বা অন্য কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবী চণ্ডিকার দন্তাঘাতে নখাঘাতে কামড়াইয়া হাঁচড়াইয়া অসুর বধ করিবার অভ্যাস থাকিলে, মহিষাসুর কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সময়ে দেবীর পক্ষে সে অভ্যাস এককালিন পরিত্যাগ করা সম্ভব হইত কি?

---

(২১৫) "ততো ধূতসটঃকোপাৎ কৃত্বানাদং সুভৈরবং। পপাতাসুর সেনায়াং সিংহোদেব্যাঃ স্ববাহনঃ॥
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্। আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্॥
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানিকেশরী। তথাতল প্রহারেণ শিরাংসিকৃতবান্ পৃথক্॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে। পপৌচ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূত কেসরঃ॥
ক্ষণেনতদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা। তেনকেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতি কোপিনা॥"

(চণ্ডীগ্রন্থে ধূম্রলোচনবধ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সেনাপতি ধূম্রলোচন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং দেবীবাহন সিংহ হাঁচড়াইয়া কামড়াইয়া বহুতর দৈত্যসৈন্য বিনাশ করিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া চণ্ড মুণ্ড নামক দুই মহাপরাক্রমশালী দৈত্য সেনাধ্যক্ষকে বহু সৈন্যবল দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে যে সময়ে শুম্ভ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশেষ করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে,—যে নারী যুদ্ধ করিতেছে তাহাকে পরাজয় করিয়া কেশে ধরিয়া কিম্বা বাঁধিয়া তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবে, আর সে সিংহ আমার সমস্ত সৈন্য নষ্ট করিতেছে, সেই সিংহটাকে অবিলম্বে নিহত করিতেই হইবে। যথা—

"হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ। তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়োযুধি। তদাশেষ যুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম॥
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে। শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহিত্বা তামথাম্বিকাম্॥"

চণ্ডমুণ্ড সিংহকে নিহত করিতে পারিলেন না, পরবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ্য রক্তবীজ প্রভৃতি এই সিংহের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াও সিংহকে হত্যা করিতে পারেন নাই। পরিশেষে নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ সময়ে এই সিংহ তাহার তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা নিশুম্ভের মস্তক এবং দৈত্যদের মস্তক চর্ব্বন করিয়া ক্রোধ শান্তি করিয়াছিলেন। যথা—

"ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্র দংষ্ট্রাক্ষুণ্ণ শিরোধরান্। অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্॥

* * * * * *

কেচিদ্বিনেশুর সুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ। ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী শিবদূতী মৃগাধিপৈঃ॥"

(চণ্ডীগ্রন্থে নিশুম্ভবধ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

এবং সংক্ষীয়মানেতু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্‌গণান্‌ ॥১৯৪॥
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্‌।
লাঙ্গুলতাড়িতাং শ্চান্যান্‌শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্‌ ॥১৯৫॥
বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেনচ।
নিশ্বাস পবনেনান্যান্‌ পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৯৬॥
নিপাত্য প্রমথানীক মভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহংহন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রেততোঽম্বিকা ॥১৯৭॥
সোঽপিকোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ন মহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাং শ্চিক্ষেপচননাদচ ॥১৯৮॥
বেগভ্রমণ বিক্ষুণ্ণা মহীতস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১৯৯॥
ধুতশৃঙ্গ বিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশোনিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥২০০॥

---

১৯৪ হইতে ২০০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

এই প্রকার স্বীয় সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, (দেখিয়া) মহিষাসুর স্বীয় মহিষরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দেবীর নিশ্বাসোৎপন্ন গণদিগকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল। মহিষাসুর দেবীর গণ-সমূহের মধ্যে কতকগুলি গণকে তুণ্ডাঘাতে, অপর কতকগুলি গণকে খুর ক্ষেপন দ্বারা, অন্য কতক-গুলিকে লাঙ্গুলতাড়নাদ্বারা, অপর কতকগুলিকে শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা বিদারিত করিলেন। কতকগুলিকে অতিশয় বেগদ্বারা, অপর কতকগুলিকে ভয়ানক শব্দ দ্বারাও ভ্রমণ করাইয়া (ঘুরাইয়া) এবং অপর কতকগুলিকে নিশ্বাসবায়ুদ্বারা ভূমিতলে পাতিত করিলেন। সেই মহিষাসুর দেবীর প্রমথ সৈন্যগণকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, মহাদেবীর বাহন সিংহকে বিনাশ করিতে ধাবিত হইলে, দেবী অম্বিকা

ক্রোধ করিলেন। সেই মহাবল সম্পন্ন মহিষাসুরও খুরক্ষেপণ দ্বারা ভূমিতল মর্দ্দিত করিয়া, শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত নিক্ষেপ করিতে করিতে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই মহিষাসুরের বেগপরিভ্রমণদ্বারা পৃথিবী সম্যকভাবে সংপিষ্টা হইলেন, এবং তাঁহার লাঙ্গুল তাড়নাহেতু সমুদ্রের জল আলোড়িত হইয়া পৃথিবীস্থ উচ্চ স্থানকে প্লাবিত করিল। মেঘ সকল সেই মহিষাসুরের কম্পিত শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডখণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং শত শত পর্ব্বতও তাহার নিশ্বাসবায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া নভোদেশ হইতে পুনঃ ভূতলে নিপতিত হইতেছিল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১৯৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— এইরূপে দৈত্যসৈন্য সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, মহিষাসুর তাঁহার নিজ মহিষরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেবীর গণ সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন। দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গলা অংশে এই শ্লোকের উপরি লিখিত অর্থকে কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত করিয়া অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে—"মহিষাসুর মহিষ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবীর সৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।" শোকের ভাষাতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, মহিষাসুর মহিষ সাজিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, পরন্তু মহিষাসুর নিজের স্বাভাবিক যে মহিষ মূর্ত্তি, সেই স্বাভাবিক মহিষ মূর্ত্তিতেই রণভূমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং দেবীর সমস্ত সৈন্যগণকে নহে, কেবল "গণ" সৈন্যসমূহকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল দেবীর "গণ" নামক সৈন্যগণ উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার "প্রমথ" নামক সৈন্যগণ ও যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; পরবর্ত্তী ১৯৭ সংখ্যক শ্লোকে "প্রমথ" সৈন্যের উল্লেখ থাকাতে তাহা উপলব্ধি হয়। "গণ" সৈন্যের উৎপত্তি এবং "প্রমথ" সৈন্যের উৎপত্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যে ঘটীয়াছিল, নানা পুরাণেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (২১৬)।

(২১৬) শিবলোকে মহাদেব এবং মহাদেবীর চতুষ্পার্শ্বে গণ এবং প্রমথগণ সদাসর্ব্বদা অবস্থান করিলেও তাঁহারা আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন ভাবাপন্ন দেবতা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন। গণের অধিপতি বা ঈশ্বর বলিয়া দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গণেশ বা গণপতি হইয়াছে। ঐরূপ প্রমথগণের অধিপতি বলিয়া মহাদেবকে প্রমথনাথ, প্রমথাধিপ, প্রমথেশ্বর প্রভৃতি বলিয়া পুরাণের অনেক স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রমথগণ এবং গণ গণ এক শ্রেণীর সংজ্ঞাবাচক দেবতা হইলে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অধিপতিগণের নামের এরূপ পার্থক্য রাখিবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১৯৪ হইতে ২০০ সংখ্যক শ্লোকে যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষাসুরের অবতীর্ণ হইবার বিবরণ যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যদিও মহিষাসুর, অন্যান্য দৈত্যদানব বীরের ন্যায় মানব বা দানব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া খড়্গ, শূল, গদা, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া নিজ মহিষমূর্ত্তিতে, পশু মহিষের যে ভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব এবং প্রকৃতিসিদ্ধ, সেই ভাবেই তিনি দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে টীকাকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া এমন কি স্থূল শব্দার্থ পর্য্যন্ত বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থবোধের

মহিষাসুর যুদ্ধ সময়ে শিবসহচর প্রমথগণ কখন আসিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, চণ্ডীগ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও অনুমান করা যাইতে পারে, দেবীর "গণ" সৈন্যগণের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে শিবলোক হইতে প্রমথগণ আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯৪ সংখ্যক শ্লোকে মহিষাসুর, "গণ" সৈন্যগণের ত্রাস উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তি ১৯৭ সংখ্যক শ্লোকে নিঃশ্বাসে, খুরাঘাতে ও লাঙ্গুলাঘাতে মহিষাসুর "প্রমথ" সৈন্যগণকে ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন বর্ণিত হওয়ায় দেবীর দ্বিবিধ সৈন্যের মধ্যে যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অনুমিত হয়। এই কারণে মনে হয়, চণ্ডীগ্রন্থের যে সকল টীকাকার দেবীর এই দ্বিবিধ সৈন্যকে এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মহিষাসুর "দেবীসৈন্যগণকে ধরাশায়ী করিল" লিখিয়াছেন, তাঁহারা অসাবধানতা বশতঃ একটি ভুল করিয়াছেন।

কালিকাপুরাণে কেবল "গণ" হইতে "প্রমথ"গণকে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে স্থাপন করা হয় নাই, পরন্তু প্রমথগণকেও আবার চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এক শ্রেণীর প্রমথগণ অতিশয় বলবান এবং যুদ্ধকার্য্যে সুদক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"প্রমথন্তি চ যুদ্ধেষু যুদ্ধ্যমানান্ মহাবলান্। তে বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যয়া নবকোটয়ঃ॥"

মহাদেবের প্রীতি উৎপাদনের জন্য আর এক শ্রেণীর প্রমথগণ তাঁহার নিকটে নৃত্যগীতবাদ্যে সদা রত থাকেন। যথা—

"অপরে গায়নাস্তালমৃদঙ্গপণবাদিভিঃ। নৃত্যন্তি বাদ্যং কুর্ব্বন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরং॥
নানারূপধরাস্তে বৈ সংখ্যয়া কোটয়স্ত্রয়ঃ। সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরং॥"

অন্য এক শ্রেণী প্রমথগণ সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে যাতায়াতে সক্ষম যথা—

"সর্ব্বে মায়াবিনঃ শূরাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ। সর্ব্বে সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্রগাঃ সদা॥
মূহূর্ত্তাৎ সর্ব্বভুবনং গত্বা যান্তি পুনর্ভবং। অণিমাদ্যষ্টকৈশ্বর্য্যযুক্তাস্তে বৈ মহাবলাঃ॥"

আর এক শ্রেণী জটাজুটধারী এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত যে সকল প্রমথকে রুদ্রনামে আখ্যাত করা হইয়াছে তাঁহারা ইন্দ্রের নিয়োগে স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। যথা—

"অপরে রুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ। দেবেন্দ্রস্য নিয়োগেন বর্ত্তন্তে ত্রিদিবে সদা॥"

উপরি উক্ত চারি শ্রেণীর প্রমথগণ সকলেই স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া মহিষাসুরের যুদ্ধ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর নহে।

কিছু বাধা উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন (২১৭)। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মহিষাসুর ইচ্ছামাত্র নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন একটা বন্য পশু মূর্ত্তিতে কি বুদ্ধিতে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন? কিছু পরে, ২১৫ এবং ২১৬ সংখ্যক শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা সময়ে, মহিষাসুরের অনন্যসাধারণ জীবন নাট্যের বিচিত্র ঘটনা সমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নেরও উত্তরদানের চেষ্টা করা হইয়াছে; এজন্য এস্থলে এতৎসম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের আদ্যন্ত সময় মহিষাসুর মহিষমূর্ত্তিতে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করেন নাই। মহিষাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমতঃ নিজ মহিষমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কখনও সিংহ মূর্ত্তিতে, কখনও বা বিশাল হস্তিদেহ ধারণ করিয়া, কখনও বা মনুষমূর্ত্তি ধরিয়া, কখনও বা ক্ষুদ্র পতঙ্গ দেহে আপনাকে পরিণত করিয়া, কখনও বা আবার মহিষমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক পুরাণেই এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ করিবার নীতি কেবল যে পুরাণবর্ণিত মহিষাসুর চরিত্রেই দেখা যায় তাহা নহে, সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশবাসি-গণের আধুনিক রাজনৈতিক সংগ্রামেও এই নীতির অভিব্যক্তি নানাস্থানে নানাভাবে হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহা দৃষ্টে মহিষাসুরকে কেবল মহাযোদ্ধা বলিয়া নহে, পরন্তু একজন অতিবোদ্ধা এবং রাজনৈতিক আচরণে সুপণ্ডিত ও সুকৌশলি বলিয়া আখ্যা দিতেও বাধা নাই। ভূত প্রেত হইতে যক্ষ, রক্ষ, দৈত্যদানব এবং দেবতাগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ আকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার যে সামর্থ্য রাখেন, ইহা কেবল এদেশের পুরাণ পাঠকগণ নহেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মেতিহাস অনুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। মহিষাসুর তাঁহার জীবন নাট্যের যবনিকা পতন সময়ে অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেরূপ দেবীর সহিত ঘোরযুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরমূর্ত্তিধারী দৈত্যদানব-গণের বর্ণনা ইয়োরোপের অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গ্রন্থের অনেক স্থানেও দেখিতে

---

(২১৭) "মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবীর সৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।"

(দেবীভাষ্যে বাঙ্গালা অনুবাদ।)

অভিধান খুলিয়া যে কেহ দেখিতে পারেন, "স্বরূপ" শব্দের অর্থ নিজরূপ কিম্বা নিজের স্বাভাবিক আকৃতি। "সরূপ" শব্দ লিখিত থাকিলে অন্যের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া আসিবার কথা বলা যাইতে পারিত। এখানে ১৯৪ সংখ্যক শ্লোকে "স্বরূপ" শব্দ লিখিত থাকাতে, মহিষাসুর, তাঁহার নিজের স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাই বুঝিতে হইবে।

পাওয়া যায় (২১৮)। ইয়োরোপ এবং আফ্রিকা খণ্ডের নানাস্থানে ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দিরের গাত্রেও ঐরূপ অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নরাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের হস্ত পদ এবং দেহ অথচ তদুপরি মহিষের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট মূর্ত্তিও কোন কোন মন্দিরের গাত্রে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেখিয়া জানিতে পারা যাইতেছে, পুরাকালে পৃথিবীর

---

(২১৮) সুপ্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিৎ লেখক হারবার্ট স্পেন্সর তাঁহার "The Principles of Sociology" গ্রন্থের একস্থানে আফ্রিকা দেশের অর্দ্ধনর—অর্দ্ধপশু দেহধারী দৈত্য-দেবের অর্চ্চনা প্রথার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"I refer to the worship of beings represented as half-man half-brute."

ঐ গ্রন্থেরই আর এক স্থানে ঐ গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন—

"It may be reasonably anticipated that if Malagasy stories and songs tell of the conquering Radama as "a mighty bull", as a king, as a god, development of the resulting cult, joined with development of the plastic arts, will end in a representation of the god Radama either as a man, or as a bull, or as a bull-headed man, or as a creature having a bovine body with a human head."

ইজিপ্টের পুরাতত্ত্বের আলোচনা যে সকল পুস্তকে করা হইয়াছে তাহাতে অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ মানবাকৃতি দৈত্য বা দেবতার বর্ণনা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"In some representations of Ptah the ram's horns appear on the head. The ram was the Primitive Min, who was worshipped throughout Egypt."

(Egyptian Myth and Legend Page 190)

মেষের মস্তকবিশিষ্ট এই মানবাকৃতি দেবতা বা দৈত্যের গলার উপরে কোন স্থানে বা মেষের পরিবর্ত্তে ষাঁড়ের মস্তক কোন স্থানে বা বাজ পক্ষির মাথা অঙ্কিত থাকা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, ইজিপ্ট দেশের এই দেবতা বা দৈত্য তাঁহার ইচ্ছানুসারে এক এক সময়ে এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন। ঐ পুস্তক হইতে নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"He is shown with four heads—a ram's head, a bull's head, and two heads of hawks."

দেবী কর্তৃক মহিষাসুর নিপাত সময়ে মহিষাসুর যে নানাপ্রকার পশুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের "পিরামিড্" নামক অতি পুরাতন বৃহৎ সমাধিস্তম্ভের গাত্রে মানুষের ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট অথচ মহিষের ন্যায় শৃঙ্গ ও মস্তকযুক্ত দেবতা বা দৈত্যের অনেক মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের অধিবাসিগণ এই সকল অর্দ্ধ মানব অর্দ্ধ পশ্বাকৃতি দৈত্যদানবগণের যে অর্চ্চনা করিতেন, ঐ সকল চিত্র দৃষ্টে তাহাও জানিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীন ইজিপ্টের ন্যায় প্রাচীন চিন, ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসেরিয়া, সুমের, সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশের অনেক স্থানে পশুদেহ সহিত মানবমস্তকযুক্ত এবং মানবদেহ সহিত পশুমস্তকযুক্ত দৈত্যদানবগণের বিচিত্র মূর্ত্তির আলেখ্য এবং প্রাচীন গ্রন্থে উহাদের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে অতি পূর্ব্বকালে ঐ সকল দেশে মহিষাসুর সদৃশ পাশব প্রকৃতির দানবগণকে লোকে অতিশয় ভয় করিত এবং ভয়ের সহিত তাহাদের পূজা করিত।

প্রায় সকল দেশের সকল অবস্থার লোকমধ্যে, দেবতা বলিয়াই হউক্ কিম্বা দৈত্যদানব বলিয়াই হউক্ অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নরাকৃতি মূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহার প্রমাণ, প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্কলিত গ্রন্থমধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ইদানীং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে (২১৯)। এখানে এই সকল কথা উল্লেখ করিবার এই কারণে

---

(২১৯) প্রাচীন ইজিপ্টের ন্যায় প্রাচীন চিন দেশেও মহিষাসুরের ন্যায় পশুমূর্ত্তিধারী মহাশক্তিশালী দৈত্যদানবগণের পূজা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। এখনও চিন দেশের অনেক মন্দিরে অশ্ব, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশুমস্তকধারী দৈত্যদানব মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণস্বরূপ "Religion in China" পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"This popular religion is practised throughout the empire, The images of gods exist by tens of thousands, the temples by thousands.' * * *

"Horses, camels, goats and other animals of stone standing on old tombs, are very commonly worshipped and invoked; if they have proved to be actively animated or "holy", the people build temples or chapels beside the spot, with or without images. Here then we have idolatry connected with animal worship."

প্রাচীন সুমেরিয়া দেশের ভগ্নমন্দিরসংলগ্ন দৈত্যদের প্রতিমূর্ত্তি মধ্যে পাখাযুক্ত ষাঁড় বা মহিষ এবং মানুষের মস্তকযুক্ত সিংহও দেখিতে পাওয়া যায়। Myths of Babylonia নামক গ্রন্থ হইতে ভীষণাকার "য্যা" দৈত্যের এবং অন্যান্য দানবের মূর্ত্তির বর্ণনা কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"In the early stages of Sumerian culture, the gods and goddesses, who formed groups were indistinguishable from demons. They were vaguely defined, and had changing shapes. When attempts were made to depict them they were represented in many varying forms. Some were winged bulls or lions with human heads; others had even more remarkable composite forms. The "dragon of Babylon", for instance, which was portrayed on walls of temples, had a serpent's head, a body covered with scales, the fore legs of a lion, hind legs of an eagle, and a long wriggling, serpentine tail 'Ea' had several monster forms."

"Even Ea and his consort, Damkina, were served by groups of devils and giants, which preyed upon mankind in bleak and desolate places when night fell. In the ocean home of Ea were bred the "seven evil spirits" of tempest—the gaping dragon, the leopard which preyed upon children, the great Beast, the terrible serpent, &c."

প্রাচীন সুমেরিয়া দেশের ভাষাতে দেবতাকে "অসুর" শব্দেই অভিহিত করা হইয়াছে। সে দেশের অসুর-দেবতা কখন ষাঁড় কখন সিংহ কখন বা ইগল পক্ষির আকারে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেন। যথা—

"The Animals associated with the god Ashur were the bull, the eagle and the lion" (Myth's of Babylonia Page 330).

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে যে, এ সময়ে শিক্ষিত যুবকগণমধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, দুর্গা পূজাতে প্রদর্শিত দুর্গাপ্রতিমা, একহস্তে সর্প, অন্য হস্তে শূল, একহস্তে খড়্গ, আর

দৈনয়ছছ নামক দৈত্যও কখনও ছাগ কখনও বা ষাঁড় বা মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। যথা—

"To begin with Dionysus. We have seen that he was represented sometimes as a goat and sometimes as a bull." (The golden Bough.)

ঐ পুস্তকের আর এক স্থানে রুসিয়া দেশের ল্যইশ্চি দৈত্যের বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Thus, Span was regularly portrayed in sculpture and painting with the face and legs of a goat. The Satyrs were depicted with pointed goat-ears, and sometimes with sprouting horns and short tails." Thus the Russian wood-spirits, called Ljeschi (from ljes, "wood"), are believed to appear partly in human shape, but with horns, ears and legs of goats. The Ljeschi can alter his stature at pleasure ; when he walks in the wood he is as tall as the trees ; when he walks in the meadows he is no higher than the grass."

পৃথিবীর যে সকল স্থানের অধিবাসিগণকে ইয়োরোপীয়ানরা "অসভ্য জাতি" আখ্যা দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেক দেশের লোকে মস্তকে মহিষের শৃঙ্গ বাঁধিয়া এবং গাত্রে মহিষচর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া মহিষাসুরের রণনৃত্যের অনুকরণে নৃত্য করিতে করিতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধীয় বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এডওয়ার্ড ক্লডের The Childhood of the World গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"All over the savage world a number of magic dances are performed to secure supply of food. The dancers deck themselves with feathers to look like birds, or with leaves to look like trees, or wear skins and horns to look like buffaloes."

পণ্ডিত ডোন্যাল্ড এ, ম্যাকেঞ্জি কৃত Teutonic Myth গ্রন্থ হইতে নিম্নে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে তাহা হইতে জানিতে পারা যাইবে, "হাগ অব আইরণ উড" নামক দানবীর গর্ভে সর্পাকৃতি এবং ব্যাঘ্রাকৃতি দানব সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল আর তাঁহারই তুল্যা পরাক্রমশালিনী তিয়াওয়াৎ দানবীর গর্ভে অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ মৎস্যমূর্ত্তি বিশিষ্ট দৈত্য সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল :—

"Loke is corrupted by the Hag of Ironwood, the "Mother of Evil", whose evil progeny includes the fierce wolves—one of which swallows the moon, while the other devours Odin—the great Midgard Serpent, and the repulsive, torture-loving Hel. "Her Babylonian counterpart is Tiawath, among whose offspring are immense serpents, fiery dragons, raging hounds, fish-men, etc."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কেবল এ দেশেই অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর মহিষাসুরের আবির্ভাব হয় নাই, পরন্তু এক সময়ে ইয়োরোপেও অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ মৎস্য আকারবিশিষ্ট মৎস্যাসুরেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। পুরাণবর্ণিত দৈত্যদানবগণের

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একহস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গ বক্র করিয়া তাঁহার একখানি পদ সিংহের স্কন্ধে স্থাপন, আর একখানি পদ অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরদেহধারী বিশাল মহিষাসুরের রক্তমাখা মস্তকের উপরে ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান থাকাতে, দেবীর ঐরূপ বিরাট মূর্ত্তি পুরাকালের কোন ঋষিকবির উৎকট কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহাদের হৃদয়ের এই ভুল ধারণাটী দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আর

আকৃতি প্রকৃতির সহিত মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত "অষ্টমি" নামক এ দেশের এক শ্রেণীর অর্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি জীবের অবস্থার সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও তাঁহার লিখিত ঐ বিবরণ দেখিবার যোগ্য। গ্রীসের সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সহিত ঐ দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেগাস্থিনিস্ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া হিমালয়ের কোন স্থান নিবাসী অষ্টমিদের বিবরণ তাহার রচিত ভারত ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারই ইংরাজী অনুবাদ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"Megasthenes speaks of a race of men among the Nomadic Indians who instead of nostrils have merely orifices, whose legs are contorted like snakes, and who are called Scyritœ. He speaks also of a race living on the very confines of India on the east, near the source of the Ganges, the Astomi who have no mouth; who cover their body, which is all over hairy, with the soft down found upon the leaves of trees; and who live merely by breathing, and the perfume inhaled by the nostrils. They eat nothing, and they drink nothing. They require merely a variety of odours of roots and of flowers and of wild apples."

গ্রীস্ দেশের প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা উক্ত পণ্ডিত মেগাস্থিনিস্ তাঁহার ভারতভ্রমণঘটিত গ্রন্থের আর একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"Megasthenes writes that on different mountains in India there are tribes of men with dog-shaped heads, armed with claws, clothed with skins, who speak not in the accents of human language, but only bark, and have fierce grinning jaws."

মেগাস্থিনিসের রচিত ভারত ইতিহাস, আরব্যোপন্যাস ইত্যাদির ন্যায় উপন্যাস পুস্তক নহে। পাটনা গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জে, ডাবলিউ মেকক্রিন্‌ডেল তাঁহার লিখিত Ancient India পুস্তকের উপক্রমনিকাতে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"For he has described the country, its soil, climate, animals, and plants, its government and religion, the manners of its people and their arts,—in short, the whole of Indian life from the king to the remotest tribe; and he has scanned every object with a mind sound and unprejudiced, without overlooking even trifling and minute circumstances."

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারত অধিকার করিবার জন্য যে সময়ে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি গ্রীসের অনেক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতও এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। কাজেই

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তাঁহাদের মনে চিন্তা করিবার উপাদান সামগ্রী কিঞ্চিৎ সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, এই সকল বিষয়ের একটু বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। পুরাণে বর্ণিত দেবদানব-যুদ্ধঘটিত যেসকল কথা দুর্ব্বোধ্য ছিল, আধুনিক ইয়োরোপিয়ান বিজ্ঞান তাহা এক্ষণে অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের সেবকগণ, এদেশের যে সকল পুরাণবর্ণনা দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছেন, আজি তাঁহাদেরই বংশধর ইয়োরোপের এবং আমেরিকার ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অনুশীলনকারিগণ সেই সকল পুরাতত্ত্বের দুর্ব্বোধ্য কথা লইয়া গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, তাহার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া যে দিন কৌমারে পদার্পণ করিয়াছে, সে দিন হইতেই ইয়োরোপের বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রদত্ত নিত্য নব উপহারের নানা মহামূল্যবান্ সামগ্রী এখন হাতে পাইয়া, সেই সকল নূতন যন্ত্রাদির কোনটিবা কানে লাগাইয়া, কোনটি চক্ষে ধরিয়া, কোনটি বা বক্ষে রাখিয়া, তাঁহারা শত সহস্রকোটিযোজন দূরস্থিত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের সহিত আমাদের বাসভূমি এই ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণলতার গাত্রে রূপরসগন্ধ কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া ঢালিয়া দিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহবা সুদূরদেশ হইতে ক্ষুদ্রপতঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন হইতে সমুৎপন্ন বিশ্বব্যাপি রজ-রশ্মির কম্পনধ্বনি বেতার শব্দবাহি যন্ত্রে ধরিয়া শম্ভু দৈত্যের ত্রিলোকব্যাপি সিংহনাদের মূলে কতখানি সত্যনিহিত রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিতেছেন, শতসহস্র হস্ত পরিমিত মৃত্তিকাস্তরতলে প্রোথিত অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশুর বিশাল জীবকঙ্কালের স্তূপসকল আবিস্কার করিয়া, কেহবা পরমাগ্রহে তাহাদের বিস্তৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। এবং এই সকল পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে এক এক পদ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীর গম্ভীরভাবে বলিতেছেন,—মানুষে আজিও ভূমণ্ডলের অতীত ইতিহাসের এক কণিকাও জানিতে পারে নাই, এখনও অনেক অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব অন্ধকারের অতল জলের তলে ডুবিয়া পড়িয়া

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থরচনার সময় হইতে এক্ষণে দুই হাজার বৎসরেরও অধিক অতীত হইয়াছে। এতকাল পূর্ব্বে ভারতের অর্দ্ধনরাকৃতি জীব তিনি যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন এখন তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আজিও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আর একখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"Far across the wind-tossed seas, far away in such places as Australia, New Guinea, Borneo, and Ceylon, there live at this day creatures so wild that if you saw them you would scarcely believe that they were human beings and not wild animals in the shape of men."

(The Childhood of the World by Edward Clodd.)

রহিয়াছে (২২০)। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকগণ অর্দ্ধপশু, অর্দ্ধনরাকৃতি মহিষাসুর প্রভৃতি দৈত্যদানব এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক দেবতাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ অত্যাচার হইবার বিবরণ পুরাণে দেখিয়া উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সময়ে কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ লিখিতেন—দেবদানব রূপক শব্দমাত্র। কেহ লিখিতেন চিত্তের অসৎবৃত্তির নাম দৈত্যদানব। কেহবা এমন কথাও বলিতেন—এ দেশের বন্য অসভ্য জাতিদের সহিত আর্য্যদিগের সময়ে সময়ে যে যুদ্ধ হইত তাহাকেই দেবাসুরের যুদ্ধ বলা হইত আর ঐ সকল পশুভাবাপন্ন অসভ্য লোকদিগকেই অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরাকৃতি দানব কিম্বা রাক্ষসাদি নামে অভিহিত করা হইত (২২১)। আজি তাঁহাদের সম উচ্চাসনে উপবিষ্ট তাঁহাদের অপেক্ষা সম্ভবতঃ সমধিক প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন আমেরিকা এবং ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারী নূতন লেখকগণ

---

(২২০) "In the sedimentary rocks are found the remains of creatures and plants that have existed in past times; and by studying their forms, and comparing them with existing animals and plants, a wonderful history has been opened up to us." * * *

"As one kind of creature has died out, others have appeared and replaced it, and this has gone on continuously and without a break, from the very earliest times of which we know anything." * * * * *

"Hutton traced out the meaning of the stony chronicle before them. "The mind," he says, "seemed to grow giddy by looking so far into the abyss of time; and while we listened with earnestness and admiration to the philosopher, who was now unfolding to us the order and series of these wonderful events, we became sensible how much further reason may sometimes go, than imagination can venture to follow."

(Physical Geography by H. F. Blanford.)

(২২১) "In the Puranas and other of the later writings of the Hindus, and also in the popular mind, the asuras are powerful evil beings."

(Hindu Mythology by W. J. Wilkins.)

* * * * * *

"Can it be that men, finding it difficult to abstain from evil and do good, have invented these mighty beings to represent the forces of evil that are arrayed against them?" (Hindu Mythology.)

* * * * * *

"It may be that the Rakshasas of the epics were the rude barbarians of India, who were conquered by the Aryans, and their manners of life and religious ceremonics caricatured in this strange fashion. Some of the more intelligent were styled monkies, possibly the more savage were styled Rakshasas." (Hindu Mythology.)

গভীর গবেষনা ফলে স্থির করিতেছেন—পুরাকালের অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরদেহধারী জীবের বর্ণনা কবিকল্পনাসৃষ্ট বস্তু নহে। ঐরূপ দেহধারীদের বিশাল কঙ্কাল ইয়োরোপের নানাস্থানে মৃত্তিকাতলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা দৃষ্টে এক সময়ে ঐরূপ কতকগুলি জীব যে এই পৃথিবীতে সত্য সত্যই বর্ত্তমান ছিল তাহা নিঃসংশয়রূপে এখন প্রমাণিত হইতেছে (২২২)। আধুনিক ইয়োরোপিয়ান্ পণ্ডিতগণের এই শ্রেণীর উক্তি, বিচারতুলাযন্ত্রের একদিকে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে পুরাণবর্ণিত মহিষাসুরের আকৃতি প্রকৃতি এবং দেবীর সহিত তাঁহার বিচিত্র যুদ্ধের রীতিনীতি ও কার্য্যকৌশলের বিবরণগুলি সংস্থাপিত করিয়া, দেবীযুদ্ধের অন্তর্নিহিত সুগভীর রহস্যের গুরুত্ব বুঝিতে আমাদের এসময়ে একটু চেষ্টা করিতে বাধা কি ?

---

(২২২) আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এড্‌ওয়ার্ড ক্লড্ প্রণীত "The Childhood of the World" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

"That the skulls and other bones of the earliest known men are of enormous size."

"The bones of huge beasts now extinct were said to have belonged to giants."

* * * * * *

"I have already spoken of remains which have lately come to light and which show that there were several kinds of half-human creatures."

* * * * * *

এই গ্রন্থের নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে—সমুদ্রতলের উদ্ভিদ্ হইতে ক্রমোন্নতি দ্বারা সুদীর্ঘকালে মানবের বর্ত্তমান উচ্চ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, পশু ও মানবের মধ্যবর্ত্তী স্তর হইতেছে দৈত্যদানব। অধ্যাত্মদৃষ্টি আরও কিছু প্রসারিত হইলে, ইহাঁরা হয়ত দৈত্যদানবকে মানব এবং দেবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতেন।

"When we reach the rocks in which the fossil-remains, as they are called (from Lat. fossilis, "dug out"), of plants and animals are found, their advance in structure is proven. The lowest kinds are imbedded in the deeper and older rocks, and the highest in the uppermost and newer rocks. The table following will make this clear : at the bottom is a humble sea-weed ; at the top is Man the Worker, Thinker and Discoverer."

যে গ্রন্থ হইতে উপরের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল, সেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তিস্থানে বর্ত্তমান শতাব্দির একজন গভীরচিন্তাশীল গ্রন্থকার স্বর্ণাক্ষর হইতেও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"But all this was said hundreds of years ago in language whose truth and beauty I have no power to approach."

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরং।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ ॥২০১॥
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥২০২॥
ততঃ সিংহোঽভবৎসদ্যোযাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎপুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥২০৩॥
ততএবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥২০৪॥
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥২০৫॥
ততো মহাসুরো ভূয়োমাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২০৬॥
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥২০৭॥
ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥২০৮॥
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥২০৯॥

দেব্যুবাচ ॥২১০॥

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥২১১॥

২০১ হইতে ২১১ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

চণ্ডিকা দেবী, এই প্রকার ক্রোধোদ্দীপ্ত মহিষাসুরকে আসিতে দেখিয়া, তাহাকে বধ করিবার জন্য নিজেও ক্রুদ্ধা হইলেন। চণ্ডিকা দেবী, সেই মহিষাসুরের প্রতি পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন, তখন মহিষাসুর মহাযুদ্ধে পাশবদ্ধ হওয়ায়, মহিষরূপ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অম্বিকাদেবী সেই সিংহরূপধারী মহিষাসুরের শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, তখনই খড়্গহস্ত একটী পুরুষ দেবীর দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পরে দেবী সেই খড়্গচর্ম্ম সহকারে আবির্ভূত পুরুষকে শীঘ্র বাণদ্বারা ছেদন করিলেন, তাহারপরেই সেই পুরুষরূপধারী অসুর একটী বৃহৎ হস্তিরূপ ধারণ করিলেন। হস্তিরূপধারী মহিষাসুর শুণ্ডদ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবী সেই আকর্ষণকারী হস্তীর শুণ্ডকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। তাহার পরে, সেই মহাসুর, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় নিজের মহিষরূপ ধারণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ চরাচর সহ ত্রিলোককে ক্ষুব্ধ (ব্যাকুলিত) করিয়া তুলিলেন। তাহার পর জগজ্জননী চণ্ডিকা দেবী ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বারম্বার মধু (তেজোবর্দ্ধক সুধা) পান করিয়া রক্তনেত্রা হইয়া হাসিতে লাগিলেন। সেই মহিষাসুরও, বলবীর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা পর্ব্বতসকল চণ্ডিকা দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই মহিষাসুরশৃঙ্গপ্রক্ষিপ্তপর্ব্বতসকল, চণ্ডিকাদেবীও বাণসমূহদ্বারা চূর্ণ করিয়া, রজগুণাত্মক মধুপানজনিত মুখরঙ্গভঙ্গীতে অব্যক্তস্বরে সেই মহিষাসুরকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—রে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধুপানে ব্যাপৃত রহিয়াছি, সেইকাল পর্য্যন্ত তুমি গর্জ্জন করিতে থাক, অতঃপর তুমি আমাকর্ত্তৃক নিহত হইবামাত্র এইস্থানে শীঘ্রই দেবগণ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

২০৭ এবং ২১১ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "পান" এবং "মধু" শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সময়ে কোনও কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার বড়ই অনর্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। নাগোজি ভট্ট চণ্ডী গ্রন্থের একজন প্রাচীন ও প্রবীন ভাষ্যকার। তিনিও যেরূপ কদর্থের কর্দ্দমে চণ্ডীর এই দুইটী শ্লোককে নির্দ্দয় ভাবে টানিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মর্ম্মাহত না

হইয়া থাকা যায় না। ভট্টোজীর ব্যাখ্যানের মর্ম্ম এই,—মহিষাসুর, অসুর হইলেও শিবাবতার ছিলেন। শিবাবতার মহিষাসুরকে হত্যা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায়, নিজের হৃদয়কে স্নেহমমতা শূন্য করিবার জন্যই দেবীকে এইক্ষেত্রে মদ্যপান করিতে হইয়াছিল, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দেবীর চক্ষু আরক্তবর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। মদ্যপানে বাক্যেরও জড়তা জন্মায়। কাযেই দেবীর ঐ সময়ে মুখের কথারও অস্পষ্টতা উপস্থিত হইয়াছিল (২২৩)। পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত "তত্ত্বপ্রকাশিকা" নাম্নী টীকা এবং তৎপরবর্ত্তী কালের টীকাকার ও ভাষ্যকারগণের এই দুই শ্লোকের ব্যাখ্যানগুলিও প্রায় এই ভাবের উক্তিতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। "দেবীভাষ্য" নামক চণ্ডীর আধুনিক ব্যাখ্যান গ্রন্থে, ব্যাখ্যাকর্ত্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, যে কারণেই হউক, যদিও এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে নিরস্ত রহিয়াছেন, তথাপি ঐ ভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে, "মদ্যপানে রক্তনয়না" স্থলে "মদরাগে রক্তবদনা" ইত্যাদি লিখিত হওয়ায়, ঐ বাঙ্গালা অনুবাদ কার্য্যেও নাগোজী

---

(২২৩) "মহিষস্য শিবাবতারত্বেন জায়মানদয়াদিবিচ্ছেদায়াত্র মদ্যপানং। পানং মদ্যং, কর্ম্মণি লুট্, পানাদরুণলোচনা পুনঃ পুনর্জ্জহাসেত্যন্বয়ঃ।" (নাগোজী ভট্ট কৃত ভাষ্য।)

"ততঃ। ততঃ অনন্তরং চণ্ডিকা অতি কোপশালিনী জগন্মাতা জগজ্জননী, জগদবচ্ছেদকরণশীলা বা অতঃ স্বমর্য্যাদাতিক্রমপরানাং নাশ উচিত এব, সামর্থ্যাতিশয়দ্যোতনায় চ বিশেষণং। ক্রুদ্ধাসতী উত্তমম্ অলৌকিকং পানমাসবং পুনঃ পুনঃ পপৌ পিবতিস্ম, পীয়তে যৎতৎপানং কর্ম্মণি অনট্। অরুণলোচনা আসবাস্বাদকৃতলোহিতলোচনাসতী জহাস চ। কোপজনিতোঽয়ং হাসঃ, যদ্বা আঃ কিমিদমপূর্ব্বমাশু মরিষ্যতঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদীত্যনাস্থয়া হাসঃ।"

(তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।)

"তদনন্তরং জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধাসতী উত্তমং পানং পপৌ। অরুণলোচনা মদিরাপানাৎজহাস পুনঃ পুনরেব নতু সকৃৎ। পুনঃ পুনর্জ্জহাস ইত্যপরে।" (পণ্ডিত নরসিংহ চক্রবর্ত্তীকৃত চণ্ডীমাহাত্ম্যতত্ত্বনাম্নী টীকা।)

এইরূপ অনেক টীকাকার "মধু" শব্দের অর্থে মদ্য স্থির করিলেও প্রাচীনকালে এদেশে সকলেই যে মধু বলিতে মদ্য বুঝিতেন তাহা নহে। কলিকাতা সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত তিনশত বৎসরের পুরাতন দুর্গামঙ্গল নামক বাঙ্গালা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে, উহার রচয়িতা কবি ভবানিদাস "মধু" শব্দের অর্থে দেবপেয় সামগ্রী অমৃত স্থির করিয়াছেন। তিনি এই স্থানে দেবীর মধুপান ঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা সকল বাঙ্গালা পয়ারে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—

"কি কারণে গর্জ্জন করিস ঘন ঘন। ক্ষণেকে করিব নাশ তোর এ গর্জ্জন॥
তুই মূঢ়মতি দৈত্য জ্ঞানহীন জন। ঘন ঘন কি কারণে করিস গর্জ্জন॥
তাবত গর্জ্জিয়া মূঢ় ফির রণমাঝ। যাবত করিরে আমি মধুপান কাজ॥
এত বলি আনন্দে বসিল মহামায়া। ডাকিনী যোগিনী আইল পীযূষ লইয়া॥
আনন্দে পূরিয়া পাত্র যত দেবীগণ। অম্বিকার করে তারা দেন ঘনে ঘন॥"

ভট্টের ব্যাখ্যানের কিঞ্চিৎ সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা স্বতঃই মনে উদয় হয়। উপরি উক্ত দুই শ্লোকের এইরূপ উৎকট অর্থ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থ যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের আদি অন্ত অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইতেছে,—মহিষাসুর বস্তুতঃ শিবও নহেন, অথবা তিনি শিবাবতারও নহেন। ভাগবত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে মহিষাসুরকে অগ্নিদেবের বরপুত্র বলা যাইতে পারে (২২৪)। কোন কোনও পুরাণে, মহিষাসুরের পিতা রম্ভাসুর কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে কিম্বা মহাদেবের নিকট হইতে বর পাইবার ফলে এই মহাপরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে যেখানে যত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অসুরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাদের প্রায় সকলেই বহুকালব্যাপী কঠোর তপস্যা ফলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির মধ্যে কাহারো না কাহারও বরপ্রসাদে মহাবীর্য্যবান্ বীররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা কেহবা ঐরূপ দেবানুগ্রহে নিজ জীবনেই মহাশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে এবং পিতৃমাতৃকুলপ্রাপ্তস্বভাবে, হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ক্রমে হারাইয়া তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সৃষ্টিধ্বংশকারী ঘোর অত্যাচারী অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং কামক্রোধলোভাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে, কখনও বিষ্ণুকে, কখনও মহাদেবকে, কখনও বা দেবী মহামায়াকে, স্বহস্তে ধ্বংস-অস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কাহাকেও কোন সময়ে, কোনস্থলে, মদ্যপান করিয়া তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা পরিহার করিবার অথবা তাঁহাদের হৃদয়ের স্নেহমমতা বিদূরিত করিবার প্রয়োজন আদৌ উপস্থিত হয় নাই। এক্ষেত্রে দেবী চণ্ডীকাকেই বা অগ্নির বরপুত্র মহিষাসুরকে বধ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মদ্যপান করিয়া প্রমত্ত এবং মমত্বশূন্য কেন যে হইতে হইবে তাহার কোনই কারণ বুঝা যাইতেছে না। বরং এইস্থানের চণ্ডীগ্রন্থের পূর্ব্বাপর বর্ণনাগুলি মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিলে পূর্ব্বকথিত ব্যাখ্যানের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। কিছু পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থের ১৩৪ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে কুবের দেবীকে এমন একটী সুরাপানপাত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, যে পাত্রের বস্তু কখনও নিঃশেষ হয় না। আমরা সাধারণতঃ সুরা অর্থে যে সুরা বুঝিয়া থাকি সে সুরাকে অবশ্য জলের মতন তরল বস্তু মনে করিতে হয়। কুবেরের প্রদত্ত পানপাত্রের

(২২৪) পাবকস্তং তথেত্যাহ ভবিষ্যতি তবেপ্সিতম্। পুত্রস্তব মহাভাগ মরণাদ্বিরমাধুনা॥ (ভাগবতপুরাণ।)

সুরাকে সেরূপ তরল বস্তু মনে করা যাইতে পারে না। তরল বস্তু মনে করিলে তাহা পান দ্বারায় নিঃশেষিত হয়। এ পানপাত্রের সুরা যখন কখনও নিঃশেষ হয়না, তখন বুঝিতে হইবে এ সুরা সাধারণ সুরা নহে। তাহা হইলে, এখানকার এ সুরা অর্থে অমৃত বুঝিতে হইবে কি? অমৃত অর্থে জানিতে পারা যায়, যাহা পান করিলে জীবের মৃত্যু হয় না। যে বস্তুর মৃত্যু নাই বা যাহার ধ্বংস কিম্বা শেষ নাই তাহাও অমৃত। বেদ এবং উপনিষদের অনেক স্থানে অমৃতকে মধু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পানপাত্রকে অমৃতরূপী মধুপানের পাত্র মনে করিলে সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিতে হইবে এই পাত্রস্থ বস্তুর কখনই নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ চিন্তার সূত্র ধরিয়া বলা যাইতে পারে, ২০৭ সংখ্যক শ্লোক লিখিত পানীয় অর্থ-মধু; যে মধুর কথা পরবর্ত্তী ২১১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তবে এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এস্থানের মধু অর্থে কিরূপ মধু বুঝিতে হইবে? বেদ উপনিষদ তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের নানাস্থানে "মধু" শব্দ নানা সময়ে নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন, শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে, মধুশব্দ যুক্ত বেদমন্ত্র অনেকবার উচ্চারণ করিতে হয়। এই বেদমন্ত্রোক্ত মধু অর্থ যে মদ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য (২২৫)। ছান্দোগ্যোপনিষদের একস্থানে স্বর্গীয় মধুর উৎপত্তি বিবরণ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই:—

মধুচক্র স্বরূপ সূর্য্যের যে পূর্ব্বদিগবর্ত্তী কিরণসমূহ, তাহাই ঐ মধুরূপী সূর্য্যের পূর্ব্বদিগের মধুক্ষরণের ছিদ্রাবলী সদৃশ। ঋক্ মন্ত্রগুলি মধুমক্ষিকা। ঋগ্বেদে যে যজ্ঞাদির কথা উক্ত হইয়াছে তাহাই হইতেছে মধু সংগ্রহের স্থল; সেই মন্ত্ররূপ পুষ্প যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া সোমরস প্রভৃতি অমৃতে পরিণত হয় (২২৬)। ২১১ সংখ্যক শ্লোকে যে মধুর কথা উক্ত

---

(২২৫) শ্রাদ্ধকারী হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন,—শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে "মধুবাতাঋতায়তে" ইত্যাদি বেদোক্ত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হয়। এই বেদমন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বায়ু সকল মধুযুক্ত হউন, সমুদ্র সকল মধুক্ষরণ করুন, আমাদের পক্ষে ওষধি সকল মধুযুক্ত হউন, রাত্রিকাল ও উষাকাল মধুময় হউন, পার্থিব রজ সকল মধুযুক্ত হউন। স্বর্গলোক মধুযুক্ত হউন, এবং আমাদের পিতৃপুরুষ মধুময় হউন, আমাদিগের পক্ষে বনস্পতিও মধুযুক্ত হইন, স্বর্য্যদেবও মধুযুক্ত থাকুন। আমাদের গাভি সকলও মধুযুক্তা হউন।" এই সকল স্থলে পুনঃ পুনঃ যে মধুর উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ "মধু" শব্দের অর্থ যে মদ্য হইতে পারেনা তাহা পণ্ডিতে দূরে থাকুক বালক বালিকাগণেও অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

(২২৬) "আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদি উপনিষৎ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদের মূল শ্লোকার্থ সাধারণের বুঝিতে অসুবিধা হইবে বিবেচনায় উহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হইয়াছে সে মধু মানবের চিত্তপ্রমত্তকারী মদ্য নহে, সে মধু উপনিষদে বর্ণিত সূর্য্য হইতে ক্ষরিত দেবদেহে শক্তিপ্রদায়ক দেবমধু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধা কি? সৃষ্টির আদি সময় হইতে বিশ্বে অমৃতময় রজোগুণের ধারা অহর্নিশি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই রজোগুণধারাই সৃষ্টি ও পালন ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। পরমাপ্রকৃতি, সূর্য্যকে এই রজোগুণের আকর করিয়া রাখিয়াছেন (২২৭)। মহামায়া স্বীয় অসীম শক্তিবলে সমস্ত বস্তুই সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে

"তস্য, সূর্য্যরূপিণঃ মধুনঃ যেপ্রাগ্বতঃ পূর্ব্ব ভাগস্থিতাঃ রশ্ময়ঃ তাএব অস্য আদিত্যমধুনঃ প্রাচ্যঃ পূর্ব্বভাগস্থাঃ। মধুনাড্যঃ – মধুনঃ আধারভূতঃ মধুচক্রান্তর্গতছিদ্রসমূহঃ। ঋচঃ বেদমন্ত্রাঃ এব মধুকৃতঃ মধুকরাঃ ঋগ্বেদঃ, তত্র বিহিতং কর্ম্ম এব পুষ্পং পুষ্পস্থানীয়ং তাঃ অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তাঃ সোমাজ্যাদিরূপাঃ অমৃতাঃ সুরসাঃ আপঃ ভবন্তি। বৈ যতঃ এতাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ঋচঃ তাঃ অমৃতকল্পাঃ আপঃ আদদানাঃ সত্যঃ মধুকরা ইব ভবন্তি।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ।)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে সূর্য্যমধু সম্বন্ধীয় অনেক কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,——"পরোরজা ইত্যস্য পদস্য কোহর্থ ইত্যুচ্যতে সর্ব্বং সমস্তং উ হি এষ মণ্ডলান্তর্গতঃ পুরুষো রজো রজোজাতং সমস্তং লোকমিত্যর্থঃ। উপর্য্যুপর্য্যাধিপত্যভাবেন সর্ব্বং লোকং রজোজাতং তপতি। উপর্য্যুপরীতি বীপ্সা সর্ব্বলোকাধিপত্যখ্যাপনার্থা। নন্থ সর্ব্বশব্দেনৈবসিদ্ধত্বাদ্বীপ্সা নিরর্থিকা, নৈষদোষো যেষামুপরিষ্টাৎ সবিতাদৃশ্যতে। বৃহদা-রণ্যক উপনিষদের "পরোরজা য এষ তপতি" ব্যাখ্যাকর্ত্তা এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন,—"সূর্য্যঃ সুষ্ঠু ঈরয়তে রসান্ রশ্মীন্, প্রাণান্ ধিয়ো বা জগতইতি।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার আলোচনা সময়ে, দধীচি ঋষি যে স্থানে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে মধুবিদ্যার উপদেশ দিব, এই অংশের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যের বঙ্গানুবাদক লিখিয়াছেন. "এই সেই মধু বলিয়া যে মধু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মধু কি? ইহা পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই, তাই এক্ষণে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, ত্বাষ্ট্র, ত্বষ্টা—সূর্য্য তৎসম্বন্ধী ত্বাষ্ট্র—প্রবর্গ্য কর্ম্মের অঙ্গভূত যে বিজ্ঞান তাহাই ত্বাষ্ট্র অর্থাৎ ত্বাষ্ট্র মধু। পুরুষের শিরশ্ছেদন ও তাহার পুনঃ সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান।" ইহার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে. "মধুবিদ্যা মধুব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দস্র"— দস্র শব্দের অর্থ অনুবাদক লিখিয়াছেন—"দস্র অর্থ শত্রুবল ক্ষয়কারী. অর্থাৎ যে জন শত্রুগণকে দুর্ব্বল করেন. অথবা শত্রুগণকে হিংসা (হনন) করেন, তাহার নাম দস্র।" অতঃপর অনুবাদক লিখিয়াছেন. "এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়দ্বয়ের তাৎপর্য্যপ্রকাশার্থ পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আথর্ব্বণ তোমাদিগকে (অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) কক্ষ্য (গুহ্য রহস্য) এবং মধুবিদ্যা বলিয়াছেন একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কিন্তু এই কথিত মধু কি?" ইহার পরে ভাষ্যকার ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক মধুর যে অর্থ ব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নয়। এজন্য সে সকল কথা এখানে পরিত্যাগ করা হইল।

(২২৭) কোন কোনও পুরাণে সূর্য্য যে ত্রিবিধ রজোগুণের আকর বা মূলাধার, এ ভাবের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে,—বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে এক মহাতেজোময় অণ্ড যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহা হইতে স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু আকারে বিকাশ হইবার পরে ঐ তেজোময় অণ্ড হইতে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সমর্থা। তিনি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বর্ণিত দেবমধুর আধার সূর্য্যমণ্ডল হইতে রজোগুণরূপ মধু

সূর্য্যদেব প্রকাশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তিনিই ব্রহ্মা হইয়া বেদ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই মহাত্মার যে রজোগুণময়রূপ তিনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মানামে অভিহিত হইয়া সুরাসুরনরপরিবৃত সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাকে রজোমূর্ত্তি বলিয়া জানিতে হইবে এবং তিনিই মহাসত্ত্ব বলিয়া প্রখ্যাত। যথা—

"প্রবিশ্যান্তর্ম্মহাতেজাঃ স্বয়মেবাত্মসম্ভবঃ। প্রভাবাদপি তদ্ব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুত্বমগমৎ পুনঃ॥
তদন্তর্ভগবানেষ সূর্য্যঃ সমভবৎ পুরা। আদিত্যশ্চাদিভূতত্বাদ্‌ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ॥
রজোগুণময়ং যত্তদ্রূপংতস্য মহাত্মনঃ। চতুর্ম্মুখঃ স ভগবানভূল্লোকপিতামহঃ॥
যেন সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং। তমবেহি রজোরূপং মহৎসত্ত্বমুদাহৃতং॥"

যে সূর্য্যদেব বিশ্বসৃষ্টির মূলাধার এবং বিশ্বপালনের প্রধান উপাদান তিনিই প্রলয়কালে বিশ্বসংহারের প্রধান সহায়ক শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথা—

"ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসুরশ্মিষু। স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসত্তম॥
পীত্বাম্ভাংসি সমস্তানি প্রাণিভূমিগতানিবৈ। শোষয়ন্নতি মৈত্রেয় সমস্তং পৃথিবীতলং॥
সরিৎ সমুদ্র শৈলেষু শৈলপ্রস্রবণেষুচ। পাতালেষুচ যত্তোয়ং তৎসর্ব্বংনয়তিক্ষয়ং॥
আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ। ভবত্যস্য জগৎ কৃৎস্নং সদেবাসুর মানুষম্॥
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্র চন্দ্রানাং বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রিদিবৌকসাম্। দ্যুতি র্দ্যুতিমতাং কৃৎস্নং যত্তেজঃ সার্ব্বলৌকিকম্॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্। ততঃ সঞ্জায়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৮ অধ্যায়।)

"চন্দনাশ্চৈব মেধ্যাশ্চ কেতনাশ্চেতনাস্তথা। অমৃতা জীবনাঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জ্জনাঃ॥
হিমোদ্ভবাশ্চ তাভ্যোন্যং রশ্ময়স্ত্রিংশতঃ স্মৃতাঃ। চন্দ্রতারাগ্রহৈঃ সর্ব্বৈঃ পীতাভানোর্গভস্তয়ঃ॥
এতা মধ্যাস্তথান্যাশ্চ হ্লাদিন্যো হিমসর্জ্জনাঃ। শুক্লাশ্চ ককুভশ্চৈব গাবো বিশ্বসৃতশ্চয়াঃ॥
শুক্লাস্তানামতঃ সর্ব্বাস্ত্রিংশত্যা ঘর্ম্মসর্জ্জনাঃ। সংবিভ্রতি হিতাঃসর্ব্বা মনুষ্যান্ দেবতাঃ পিতৄন্॥
মনুষ্যানোষধীভিশ্চ স্বধয়াচ পিতৄনপি। অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বান্ সন্ততং পরিতর্পয়ন্॥

* * *

ওষধীষু বলং ধত্তে সুধাঞ্চ স্বধয়া পুনঃ। সূর্য্যোহমরত্বমমৃতে ত্রয়স্ত্রিষু নিযচ্ছতি॥

* * *

স্রবতিঃ স্যন্দনার্থেচ ধাতুরেষ নিগদ্যতে। স্রবণাত্তেজসশ্চৈব তেনাসৌ সবিতাস্মৃতঃ॥
(মৎস্যপুরাণ, ১২৮ অধ্যায়।)

এই সকল হইতে দেখা যাইতেছে সূর্য্যকে ত্রিবিধ রজোগুণেরই আধার বলা যাইতে পারে। সূর্য্য সৃষ্টিকার্য্যোপযোগী রজোগুণ, পালন কার্য্যোপযোগী রজোগুণ এবং সংহার কার্য্যোপযোগী রজোগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। এই জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সূর্য্য হইতে তাঁহাদের সৃষ্টিস্থিতি এবং সংহার কার্য্যোপযোগী রজোগুণরূপ অমৃত বা মধু স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকেন।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

প্রবাহকে আকর্ষণ করিয়া নিজহস্তস্থিত "অফুরন্ত পানপাত্র" পূর্ণ করিয়া তাহাই পান করিতে করিতে রজোগুণে স্বীয় দেহকে আপ্লুত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে এরূপ কি আমরা মনে করিতে পারিনা ? তমঃ ও রজোগুণাত্মক মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে নিজ সাত্ত্বিক

বেদের অনেক স্থানে সূর্য্যকে "মিত্র" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মিত্র দেবই যে বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ এরূপ বর্ণনাও বেদের কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপিয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই মিত্র শব্দ হইতেই প্রাচীন পারস্যদেশের মিথরা দেবতার নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ইনি অন্ধকাররূপ অসুরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ইনি মধুপ্রিয় এজন্য মধু অর্পণ করিয়া ইহাঁর অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। যথা—

"Mithra or Mithras, the Persian god of light : same as the Vedic Mitra : in the Zoroastrian belief, a god often acting as the mediator between the Supreme God and man. His worship was introduced into Rome and the Roman provinces under the empire. In the Zoroastrian religion, Mithras is one of the spirits of the middle zone, and is accorded a foremost position onaccount of his relation with the human world. He is an all-seeing and omniscient god, constantly striving with the powers of darkness. * * * The worship of the Mithras was celebrated in underground chambers, the ceremonies including Baptism, anointing with honey, and a repast of bread and water * * *

(New Standard Dictionary Page 1590.)

Mitra—Name of an Aditya (generally invoked together with Varuna, cf. Mitra—Varuna, and often associated with Aryaman, qv.; Mitra is extolled alone in R. V. iii 59. and there described as calling men to activity, sustaining earth and sky and beholding all creatures with unwinking eye.

(Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Williams.)

"He is the shining god par excellence, the deva, Surya, the red ball in the sky, But he is also an active force, the power that wakens, rouses, enlivens and as such it is he that gives all good things to mortals and to gods." (Religions of India.)

"In a passage that refers to the important triad of sun, wind, fire, the sun is invoked 'to save from the sky', ie, from all evils that may come from the upper regions ; while in the same book, the sun, like Indra, is represented as slayer of demons (asuras) and dragons." (Religions of India.)

* * * *

"Across air-spaces gazes he, the eagle.
Who moves in secret, th' Asura, well-guiding.
Where is (bright) Surya now ? Who understands it ?
And through which sky is now his ray extending ?"

(Religions of India.)

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেহে রজোগুণময়ী ওজঃশক্তি বৃদ্ধি করিবারই প্রয়োজন হইয়াছিল (২২৮)। দেহে অত্যধিক পরিমাণে রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে দেবীর অরুণলোচনা হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, তাঁহার মুখ হইতে ক্রোধমিশ্রিত ব্যঙ্গ হাস্য এবং বিদ্রূপ বাক্য বিজড়িত দুইএকটা উক্তি নির্গত হওয়াও তেমনই সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক। যে দেবী চণ্ডিকা, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সময়ে সারথী এবং অশ্ব সহিত বৃহৎ বৃহৎ রথ এবং যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত পরিচালক সহ স্থূলকায় হস্তিসকল, দুইহস্তে তুলিয়া নিজ মুখে নিক্ষেপ করিয়া মানুষের মুড়ি মুড়কি আহারের ন্যায়, চর্ব্বন করিয়া উদরস্থ করিয়াছিলেন,

---

"The ancient Mexicans conceived the sun as the source of all vital force; hence they named him Ipalnemohuani, "He by whom men live." (The Golden Bough.)

সুদূর আমেরিকান ম্যাক্‌সিকোবাসীরা সূর্য্যকে যে সময় সর্ব্বশক্তির আধাররূপে জানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ঋষিগণ সূর্য্যকে ততোধিক উচ্চদৃষ্টিতে দেখিতেন। নিম্ন উদ্ধৃত ইংরাজি অংশ হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে।

"Savitri—(m) a stimulator, rouser, vivifier, [applied to Tvashtri (ত্বষ্টৃ) Rigveda 3, 55, 19.] Name of a sundeity (according to Naigh, belonging to the atmosphere as well as to heaven; and sometimes in the Veda identified with, at other times distinguished from Surja, 'the sun being conceived of and personified as the divine influence and vivifying power of the sun, while Surja is more concrete conception, according to Sayana (সায়ণ) the sun, before rising is called Savitri and after rising till its setting Surja; eleven whole hymns of Rigveda and parts of others are devoted to the praise of Savitri; he has golden hands, arms hair etc; he is also reckoned among the Adityas and is even worshipped as, "lord of all creatures", supporting the world, delivering his votaries from sin; the celebrated verse R. V. 3. 62. 10, called Gaitri and Savitri is addressed to him; the Orb of the sun (in its ordinary form) or its god (his wife is prisni), Mahabharat."

(Sir Monier William's Sanskrit English Dictionary.)

Rajas (রজস্)—Rajas is sometimes identified with tejas, it is said to predominate in air, and to be active, urgent and variable.

(Sir Monier William's Sanskrit English Dictionary.)

"প্রীণাতি দেবানমৃতেন সূর্য্যঃ সোমং সুষুম্নেন বিবর্দ্ধয়িত্বা।
শুক্লে তু পূর্ণং দিবসক্রমেণ তং কৃষ্ণপক্ষে বিবুধাঃ পিবন্তি॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৭ অধ্যায়।)

(২২৮) স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দেবী মহামায়া মহিষাসুরকে বহু চেষ্টাতেও পরাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না, তখন মহর্ষি গৌতম সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবীকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন—"ত্বয়ি সর্ব্বস্য জগতঃ প্রাণশক্তিঃ পরা মাতা। ওজঃশক্তির্জ্ঞানশক্তির্ব্বলশক্তিশ্চ গম্যতে। * * স্বশক্তিমবসংস্তভ্য সমাকর্ষয়তাং রিপোঃ। প্রাণশক্তিং ত্রিশূলেন গুণত্রয়বপুর্দ্ধৃতা॥"

এবং কালিকারূপে তাঁহার বিরাট মুখ ব্যাদন করিয়া বিশাল হিমাদ্রিপ্রপাত সদৃশ রক্তবীজের দেহনিস্থত উষ্ণ রক্তধারা পান করিয়াছিলেন, সেই দেবী চণ্ডিকার পক্ষে রণক্ষেত্রে সুরাপান কার্য্য কিছুমাত্র বিস্ময়জনক নহে; কিন্তু "শিবাবতার মহিষাসুর"কে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার চক্ষুলজ্জা পরিহার করিবার আবশ্যক হওয়ায়, তিনি সুরাপান করিয়া মাতাল হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, টীকাকারগণের এইরূপ অসঙ্গত ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তন্ত্রের নানাস্থানে দেবীকে মদ্য মাংসাদি প্রদানদ্বারা অর্চ্চনা করিবার যখন ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন এখানে মধু অর্থে মদ্য বুঝিতে বাধা কি? ইহার উত্তর ৬৮২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—প্রাচীন ভাষ্যকার নাগোজি ভট্টের মতন মধু অর্থে মদ্য সিদ্ধান্ত করিলে, এক কথাতে যাহা শেষ হইত, সেস্থলে এই শ্লোকের মধু যে কিরূপ বস্তু তাহা বুঝাইবার জন্য এত অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? উত্তর,—যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। পুরাণের টীকাকার এবং ব্যাখ্যানকারগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে, শ্লোকের অস্পষ্ট ভাবগুলিকে যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তাহা হইতে সদর্থ নিষ্কাষণের যত্ন করা। এস্থানে কোন টীকাকার নিজের পরিশ্রম লাঘবের জন্য মধু শব্দের সহজ অর্থে মাদক বিক্রেতার দোকানের মদ্য সিদ্ধান্ত করিলে এবং দেবী তাহাই পান করিয়া মাতাল হইয়াছিলেন বলিলে, দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের "মাহাত্ম্য" শব্দটীকে নিতান্তই মলিন করিয়া দেওয়া হয়। তাহা কর্ত্তব্য নহে (২২৯)। এই জন্যই এখানে মধু শব্দের বিশুদ্ধ অর্থ নিস্কাষনের জন্য

---

(২২৯) শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময়ে দুর্ব্বল হৃদয়ের সাহস বৃদ্ধির জন্য কোন একটা সাধারণ স্ত্রীলোক যেমন কখনও কখনও বা মদ্যপান করিয়া থাকে, তেমনি দেবী মহামায়াকে সাধারণ স্ত্রীলোকেরস্তরে নামাইয়া আনিয়া তাঁহাকে এক্ষেত্রে মদ্যপানে উন্মত্তারূপে বর্ণনা করিয়া নাগোজীভট্টপ্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ যে কতদূর অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন তাহা যিনি সম্যক্ বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। অন্যান্য পুরাণের আরও অনেক স্থানে, দেবী মহামায়াকে ঐরূপ কতদূর উচ্চস্থানে রাখিয়া যে তাঁহার সৃষ্টি, পালন ও সংহার শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল বর্ণনার সহিত, মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, এই কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। নিম্নে কয়েকখানি পুরাণ হইতে এইরূপ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"নমস্তে ব্রহ্মপুত্র্যস্তু নমস্তে ব্রহ্মচারিণি। নমস্তে জগতাং মাতর্নমস্তে সর্ব্বগে সদা॥

ক্ষুন্নিদ্রা ত্বং তৃষা ত্বঞ্চ ক্রোধতন্দ্রাদয়স্তথা। ত্বং শান্তিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং জয়া বিজয়া তথা॥

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পুরাণাদি নানা শাস্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই সৃষ্টি স্থিতি-লয়তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সূর্য্যদেব হইতে ক্ষরিত রজোগুণাত্মক এই মধু যে কিরূপ বস্তু তাহা আমাদিগকে একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে। কারণ ইহা না বুঝিতে পারিলে এক্ষেত্রে দেবীর রক্ষণ ও দমন, শাসন ও পালন ক্রিয়ার মাধুর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। প্রলয়ের পরে নিষ্ক্রিয়া প্রকৃতি যখন ক্রিয়মানা হইয়া উঠিলেন, তখন ত্রিধারাতে তাঁহার কর্ম্মপ্রবাহ সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঐ তিনটী কর্ম্মধারাকে বিশ্বসৃষ্টির বহুকাল পরে শাস্ত্রে, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের ধারা নামে আখ্যা দিয়া রাখা হইয়াছে। রজোগুণের পালন ক্রিয়ার প্রধান নিয়ামক ধারা যে উৎস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে তাঁহাকেই শাস্ত্রের কোনস্থানে বিশ্বম্ভর বা বিষ্ণু, কোনস্থানে জগদ্ধাত্রী, কোথায়ও মহামায়া, কোথায়ও বা মিত্র, আদিত্য, সূর্য্য ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্বের পালন কার্য্যের নিয়ামক এই শক্তিকে বিশ্বম্ভর বা সূর্য্য বা

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈস্ত্বং প্রপন্না সুরেশ্বরি। সাবিত্রী শ্রীরুমা চৈব ত্বং চ মাতা ব্যবস্থিতা॥
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাস্তদাধারে ব্যবস্থিতা। নমস্তুভ্যং জগন্মাতর্ধৃতিপুষ্টিস্বরূপিণি॥
রতিঃ ক্রোধা মহামায়া চ্ছায়া জ্যোতিঃ স্বরূপিণি। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃদ্দেবি কার্য্যকারণদা সদা॥
ধরা তেজস্তথা বায়ুঃ সলিলাকাশমেবচ। নমস্তেঽস্তু মহাবিদ্যে মহাজ্ঞানময়েঽনঘে॥"

(স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।)

অতঃপর ঐ পুরাণে আরও কথিত হইয়াছে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ নামে ত্রিধারাতে যে গুণ প্রবাহের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, যাহাকে কেহ প্রধান, কেহ বা অব্যক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইনি প্রজাসকল অর্থাৎ বিশ্বসংসার সৃষ্টি ও তাহার সংহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন।

প্রকৃতি দেবীর এই গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা হইতে দেবত্রয় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। একই রজঃশক্তিময় মূর্ত্তি, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কার্য্য ভাগানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে ত্রিবিধভাগে বিভক্ত ও উক্ত হইয়া থাকেন। যথা— মৎস্যপুরাণে

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতং। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
কেচিৎপ্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥
গুণেভ্যঃ ক্ষোভমাণেভ্যস্ত্রয়োদেবাবিজজ্ঞিরে। একামূর্ত্তিস্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥
সবিকারাৎ প্রধানস্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে।"

কূর্ম্মপুরাণে হিমালয়কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তুতির একস্থানে দেবীকে অমৃতের আশ্রয় অর্থাৎ অমৃতের আধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"সত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্মলত্রয়বিনাশিনী। জগৎপ্রিয়া জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিরমৃতাশ্রয়া॥"

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মহামায়া নামে পুরাণের যেস্থানে পুরুষ বা স্ত্রী ভাবে যখন যাহাই বলিয়া উল্লেখ করা হউক্ না কেন, স্থান, কাল ও প্রয়োজনানুসারে এ তিনের নামগত পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের কার্য্যগত পার্থক্য কিছু মাত্র নাই। তাঁহারা সদাই পালনকার্য্যে নিরত হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বপালন কার্য্যের প্রতিকূল কোন শক্তির অভ্যুদয় হইলে, তাহার প্রতীকার ব্যবস্থার জন্য ইঁহাদের মধ্যে যখন যাঁহার অবতাররূপে স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই তিনি অপর দুই শক্তির নিকট হইতে কার্য্যকরণোপযোগী শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকেন। এই নিয়মানুসারেই রাবণবধ সময়ে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট হইতে শক্তি চাহিয়া লইয়া নিজ বলবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। এই নিয়ম পালনার্থেই মহিষাসুর বধ সময়ে নারায়ণ স্বয়ং স্ব ইচ্ছাতে পরমানন্দে দেবী চণ্ডিকার বাহন সিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিয়ম রক্ষার্থেই দেবী চণ্ডিকা এই সময়ে রজোগুণাধার সূর্য্যদেবের নিকট হইতে রণরঙ্গকরণোপযোগী, বলপ্রদ ওজঃরস কিম্বা রজোগুণরূপ মহামধু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। রজোগুণের কার্য্য

ঐ স্তুতিরই আর একস্থানে দেবীকে অমৃত হইতে উৎপন্না বলা হইয়াছে। অথবা কার্য্যকারণে অভেদজ্ঞান করিলে, দেবী মহামায়াকে অমৃতস্বরূপা বলা হইয়াছে। এই স্থানে দেবী মহামায়াকে সূর্য্যমাতাও বলা হইয়াছে যথা—

"পদ্মাননা পদ্মনিভা নিত্যতুষ্টামৃতোদ্ভবা। ধুন্বতী দুষ্প্রকম্প্যাচ সূর্য্যমাতা দৃষদ্বতী॥"

এই স্তবের অন্য একস্থানে দেবীকে সূর্য্যমণ্ডলে সংস্থিতা বলা হইয়াছে যথা—

"সুরেন্দ্রমাতা সুদ্যুম্না সুষুম্না সূর্য্যসংস্থিতা। সমীক্ষা সৎপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তির্জ্ঞানপারগাঃ॥"

যে স্থানে দেবীকে গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং সবিতা ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে দেবীকে সূর্য্য হইতে অভিন্না জ্ঞান করিয়াই ঐরূপ উক্তি করা হইয়াছে। সূর্য্যকে মধু বা অমৃতের আধার এবং দেবী মহামায়াকে অমৃত স্বরূপা বলাতে সূর্য্য হইতে দেবী মহামায়া যে সম্পূর্ণ অভিন্না ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে দেবগণ কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তবের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ত্বং দীধিতিঃ সূর্য্যগতা সুপ্রপঞ্চপ্রকাশিনী। যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদ্বীজেষু যা জগৎ॥
আপ্যায়য়তি ব্রহ্মাদীংস্তত্ত্বাত্তান্ যা ত্বমাপগা। য একঃ সর্ব্বজগতাং প্রাণভূতঃ সদাগতিঃ॥
দেবানাঞ্চ য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাশকঃ। একং বিসারি যত্তেজঃ সর্ব্বত্রৈব সমিধ্যতে॥
তত্তে রূপং জগদ্বীজং বহুধা যচ্চ দৃশ্যতে। যা ব্রহ্মলোকপাতালসান্তরালগতা সদা॥
সা ত্বং বিয়ন্মধ্যবহি র্ব্রহ্মাণ্ডস্য চ সর্ব্বতঃ। অচলাচলচক্রেণ যন্ত্রিতা যা প্রপঞ্চসূঃ॥
জগদ্ধাত্রী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবীক্ষিতিঃ। ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং তদ্বিষয়া ত্বং মাতা ছন্দসাংগতিঃ॥
গায়ত্রী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রী সরস্বতী॥"

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সর্ব্বত্র একপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ রজোগুণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সে তিন ভাগের নাম এই,—(১) সৃষ্টি কার্য্যানুকূল রজোগুণ (২) পালন কার্য্যানুকূল রজোগুণ। (৩) ধ্বংশ কার্য্যানুকূল রজোগুণ। ব্রহ্মাদেহের রজোগুণ সৃষ্টিকার্য্যানুকূল; সাধারণতঃ দেবদেহের রজোগুণ পালনানুকূল। দানবদেহের রজোগুণ ধ্বংসানুকূল। মহিষাসুর ধ্বংশানুকূল রজোগুণে মহা বলিয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঁহার দমন জন্য এবং পালন কার্য্যসহায়ক দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য এই সময়ে দেবীর কর্ম্মদেহে ধ্বংশানুকূল রজোগুণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহার এই মধুপান।'

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্তবে দেবী মহামায়াকে আপনি সূর্য্যের প্রকাশশক্তি, যে আকাশ ভূলোক ব্রহ্মলোকাদি সর্ব্বস্থানের সর্ব্ব বস্তুর বাহিরে ও ভিতরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই সর্ব্বব্যাপি আকাশ ও আপনি, আপনি মধুময়ী, আপনি ত্রিলোকের মাতা, আপনি বেদমাতা, আপনি গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং সরস্বতী ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সকল উক্তির মধ্যে দেবী মহামায়াকে যে সূর্য্যের প্রকাশ শক্তি বিশ্বব্যাপি তেজ এবং মধুময়ী ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

একাধারে সূর্য্যের মধ্যে বিশ্বপালন শক্তির এবং সর্ব্বসংহারশক্তির যে সমাবেশ রহিয়াছে তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে সূর্য্যের তেজ হইতে সংহার অস্ত্র সকল সৃষ্টির বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের একস্থানে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যতেজদ্বারাই বিষ্ণুরচক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড অস্ত্র, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি অস্ত্র এবং কুবেরের শিবিকা অস্ত্র প্রভৃতি দেব অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"অতীবকান্তিমচ্চারু ভানোরাসীত্তদা বপুঃ। শাতিতঞ্চাস্য যত্তেজস্তেন চক্রংবিনির্ম্মিতম্॥
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্ব্বস্য শিবিকা ধনদস্যচ। দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ। চকার তেজসা ভানোর্ভাস্বরাণ্যারিশান্তয়ে॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মা সূর্য্যকে যে স্তব করিয়াছিলেন ব্রহ্মার মুখের সেই উক্তি হইতে নিম্নে সূর্য্যের শান্তিদান কার্য্যঘটিত কিঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"আদিদেবোঽসি দেবানাং জ্ঞাতমেতৎ স্বরূপতঃ। সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি॥
স্বস্তি তেঽস্তু জগন্নাথ ঘর্ম্মবর্ষাহিমাকর। জুষস্ব শান্তিং লোকানাং দেবদেব দিবাকর॥"

ঋষিরুবাচ ॥ ২১২ ॥

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্ ।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥২১৩॥

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥২১৪॥

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥২১৫॥

ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশতৎ ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥২১৬॥

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥২১৭॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধঃ ॥

---

২১২ হইতে ২১৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি বলিলেন, দেবী এই প্রকার উক্তি করিয়া মহাসুর মহিষাসুরের স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন এবং পাদদ্বারা মহিষাসুরের স্কন্ধদেশ চাপিয়া তাহার দেহে শূলাঘাত করিলেন। ইহার পরে মহিষাসুর দেবীর পদাঘাতে আক্রান্ত হইয়া নিজ মহিষমূর্ত্তির মুণ্ড হইতে নরাকারে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিবামাত্র দেবীর বলে নিরুদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া রহিলেন অর্থাৎ মহিষদেহ হইতে সম্পূর্ণ নরাকৃতিতে মহিষাসুর আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিলেন না। অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত অবস্থাতেই মহাসুর দেবীর সহিত যুদ্ধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই অবস্থাতে দেবীর মহাখড়্গাঘাতে মহিষাসুর ছিন্নমস্তক হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। অতঃপর দৈত্যসৈন্যগণ হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তখন স্বর্গস্থ মহর্ষিদিগের সহিত দেবতাগণ দেবী মহামায়াকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

১১৫ সংখ্যক শ্লোকে, দেবীর হস্তস্থিত বিশাল অসির আঘাতে মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন হইল আর তাঁহার বিরাট দেহ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। বক্তা মেধস ঋষির এই উক্তির সহিত কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাধ্যানের সামঞ্জস্য রক্ষাকর একটি অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া দেবীভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—দুর্গাপূজাতে দুর্গাধ্যানের মন্ত্রে দেবীর চরণতলে মহিষাসুরের সর্ব্বক্ষণ জীবিত থাকিয়া অবস্থানের কথা জানিতে পারা যাইতেছে, অথচ এখানে এই শ্লোকের বর্ণনানুসারে মহিষাসুর ছিন্নমস্তক হইল আর তাঁহার মৃতদেহ ভূতলে নিপতিত হইল দেখা যাইতেছে। ঐ ধ্যানমন্ত্রের সহিত চণ্ডীগ্রন্থবর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না এ জন্য এস্থলে চণ্ডীগ্রন্থোক্ত শ্লোকের ঐরূপ অর্থ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, মহিষাসুর নিজ মহিষমূর্ত্তি মধ্যহইতে নরাকারে অর্দ্ধনিস্ক্রান্ত হইতে না হইতে, ঐ অবস্থাতেই দেবীকর্ত্তৃক আহত হইল। তথাপি সে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই অবস্থাতে দেবী চণ্ডিকা মহাখড়্গধারী মহিষাসুরের মস্তক ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে উত্থানশক্তি রহিত করিয়া রাখিলেন (২৩০)। দেবীভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্বয়ং সর্ব্বান্তঃকরণে যে পরিগ্রহণ করেন নাই তাহা তাঁহার ভাষ্যের ভাষাদৃষ্টে সহজেই

(২৩০) দেবীভাষ্য সহিত যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—"সেই মহাসুর অর্দ্ধনিস্ক্রান্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে, সেই দেবীর মহাখড়্গ প্রহারে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। অথবা সেই মহাখড়্গাধারী পুরুষরূপী অসুর—অর্দ্ধনিস্ক্রান্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে লাগিল,—সেই অবস্থায় দেবী মস্তক ব্যতীত তদীয় সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উত্থানশক্তিরহিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষত-বিক্ষত-দেহ

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অনুমিত হয়। কারণ তিনি ইহাও লিখিয়াছেন—"যথা শ্রুতার্থকত্বে তু কল্পভেদমভ্যুপগম্য বিরোধ পরিহরণীয়ঃ।" কোন একটি ঘটনার বিবরণ এক পুরাণে একরূপ, অন্য পুরাণে আর একরূপ প্রদত্ত হইয়া রহিয়াছে দেখিলে, পণ্ডিতগণ অনেক সময়ে "কল্পভেদ" যুক্তির অবতারণা করিয়া বিভিন্ন পুরাণের ঐরূপ বিরুদ্ধ উক্তিগত বিরোধ সকল বিদূরিত করিতে চেষ্টা করেন এবং সকলের বর্ণনাই সত্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। নাগোজী ভট্টও এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখা সময়ে এই নীতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"কল্পান্তরীয় ইতি বোধ্যম্।" "কল্পভেদ" যুক্তি ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিতে উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে,—চণ্ডীগ্রন্থোক্ত মহিষাসুর বধ সম্বন্ধীয় ঘটনা এক কল্পে ঘটিয়াছিল, আর কালিকাপুরাণে বর্ণিত মহিষাসুর, যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও জীবিত থাকা ব্যাপার আর এককল্পে সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ কষ্টসাধ্য অর্থ ব্যাখ্যা দ্বারা চণ্ডীগ্রন্থের উক্তির সহিত কালিকাপুরাণোক্ত দেবীধ্যানের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা না করিলেও ক্ষতি ছিলনা। কারণ অন্য একটী সহজপথ অবলম্বন করিয়া ও দুর্গাদেবীর ধ্যানের মন্ত্রের সহিত চণ্ডীগ্রন্থোক্ত বর্ণনার মূল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে। সে সহজ পথটী এই,—দেবী চণ্ডিকা, এই যুদ্ধে মহিষাসুরের পাশবমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার দেহস্থিত আসুরিক ভাবকে নিহত করিবার পরে, দেবীচরণে তাঁহার পূর্ব্বের সাধনা সঞ্জাত অসাধারণ ভক্তির উদয় হইতে দেখিয়া, দেবী তাঁহাকে দেবস্তরে উন্নীত করিয়া অমরত্ব দান করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যভাবে ইহা প্রকাশ করিতে হইলে বলা যাইতে পারে, মহিষাসুর যুদ্ধে মরিয়াও দেবীর বরপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া রহিয়াছেন। নানা পুরাণের উক্তিদ্বারাই একথা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে। যুদ্ধে নিহত মহিষাসুরের

খড়্গপাণি অসুরের দেবীচরণ-তলে অবস্থিতির কথা দুর্গাধ্যানে আছে। শেষোক্ত অনুবাদে তাহার সহিত মিল থাকে, নতুবা কল্পভেদের আশ্রয় লইতে হয়।"

চতুর্ধরী টীকাকারের এতৎসম্বন্ধীয় উক্তি এই,—"এবং চ 'শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্' ইত্যাদি বিশেষঃ কল্পান্তরীণ ইতি প্রতীয়তে॥"

প্রাচীন টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত "তত্ত্বপ্রকাশিকা" নামক টীকাতে আলোচ্য শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"অসৌ মহাসুরো মহিষঃ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্তঃ যুধ্যমানঃ যোৎস্যমানঃ বর্ত্তমানসামীপ্যে শানঃ। তয়া দেব্যা মহাসিনা মহাখড়্গেন শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥" (তত্ত্বপ্রকাশিকা) অন্যান্য টীকাকারগণও প্রায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল গুপ্তবতী টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—মহিষাসুরের শির ছিন্ন হইবার পরেও মহিষাসুর যে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ না থাকিলেও অন্য পুরাণে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা—"শিরশ্ছেদোত্তরমপি যুদ্ধশেষঃ পুরাণান্তরেষু দ্রষ্টব্যঃ।"

অমরত্ব লাভ ঘটিত ব্যাপারটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মহিষাসুরের জন্ম এবং তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বসকল বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা হইতে আমাদিগকে সযত্নে সংগ্রহ করিতে হইবে। চণ্ডীগ্রন্থের এইস্থানে দেবাসুর সমরের বিশাল রণরঙ্গভূমে, মহাসাধক, মহাতপস্বী এবং মহাযোদ্ধা মহিষাসুরের বিচিত্র জীবননাট্যের একাংশের চিত্রমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে; মহিষাসুরের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত কোন একখানি পুরাণের কোন এক অংশবিশেষে সন্নিবিষ্ট থাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। নানাস্থানে নানাভাবে উহা বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। কোনস্থানে ইট্, কোনস্থানে কাঠ, কোনস্থানে চূন সুরকি, কোনস্থানে আর কিছু উপাদান সামগ্রী পড়িয়া থাকিলে, সে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া মন্দির নির্ম্মাতাকে যেমন মন্দির প্রস্তুত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তেমনি মহিষাসুরের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলয়িতার পক্ষেও নানা পুরাণ হইতে উপাদান সামগ্রী সকল সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই সুকঠিন কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত করিবার প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। ইহার অন্যথায়, একখানি পুরাণের একাংশমাত্র পাঠ করিয়া এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মহিষাসুরকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে, কেবল চূন কিম্বা কেবল শুরকি দিয়া বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুতের চেষ্টার ন্যায় শ্লোকের অর্থ নির্ণয়কারীর সকল পরিশ্রম বিফল হইবার সম্ভাবনা। দেবীপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বরাহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বরপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি নানা পুরাণের এবং রুদ্রযামল প্রভৃতি নানা তন্ত্রের নানা স্থানে দেবাসুরযুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ইতিহাস প্রসঙ্গে মহিষাসুর সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা কথিত হইয়াছে। সেই সকলের অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে এই আখ্যায়িকা রচনার উপযোগী প্রয়োজনীয় উপাদান যথোপযুক্ত পর্য্যায়ক্রমে সংস্থাপন করিয়া মহিষাসুরের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এখানে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে। স্বয়ং এই সকল পুরাণ অনুসন্ধান করিবার যাঁহাদের সুবিধা, সময় এবং সামর্থ্য নাই, তাঁহারা ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, মহিষাসুর যুদ্ধে মরিয়াও দেবীর বরপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া আজিও বিশ্বসংসারে কিভাবে জীবিত রহিয়াছেন এবং দুর্গাপূজাদি সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের হস্তে এখনও তিনি প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি কিভাবে প্রাপ্ত হইতেছেন।

পুরাকালে রম্ভ এবং করম্ভ নামক দুইটী মহাপরাক্রমশালী দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের কথা ইতিপূর্ব্বে ১৬৫ সংখ্যক ব্যাখ্যানটীকাতে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বুঝাইবার সুবিধার্থে এক্ষণে উহা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা যাইতেছে। ইহাঁরা দানবকূলের অধিপতি থাকিয়াও সদ্‌ভাবাপন্ন এবং সদাজপতপপরায়ণ

সাধুপ্রকৃতির দৈত্য ছিলেন। একসময় পুত্রকামনায় যখন ইহাঁরা সুপবিত্র পঞ্চনদে যাইয়া পঞ্চাগ্নিসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্রদেব ইহাঁদের তপস্যা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কুম্ভীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জলের ভিতর দিয়া সংগোপনে করম্ভের নিকট যাইয়া, জলে দণ্ডায়মান, ধ্যানে নিরত, করম্ভের পদযুগল দন্তে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে নদীগর্ভে আনয়ন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ভ্রাতৃশোকে কাতর রম্ভ, তাঁহার উপাস্যদেব অগ্নিকে স্মরণ করিয়া স্বহস্তে নিজ মস্তক কাটিয়া অগ্নিদেবের নিকট আহুতি দিয়া নিজের জীবন শেষ করিতে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অগ্নিদেব আসিয়া রম্ভকে দর্শন দিলেন। অগ্নিদেবের কথানুসারে রম্ভ ঐ কার্য্যে নিরস্ত হইয়া অগ্নিদেবের নিকট পুত্র প্রাপ্তি কামনায় একটী বর প্রার্থনা করিলেন। রম্ভ, ইন্দ্রদেবের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধদানের উপায় চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—“ত্রৈলোক্যবিজয়ী মহাবীর্য্যবান্ আমার একটী পুত্রসন্তান হউক্”। অগ্নিদেব রম্ভকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন (২৩১)।

অগ্নিদেবের বরে রম্ভ যদিও একটি পুত্রলাভ করিলেন কিন্তু রম্ভের বর প্রার্থনার সময়ে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটু বৈরনির্য্যাতনবাসনা এবং ক্রোধাবেগ লুক্কায়িত থাকাতে,

---

(২৩১) “দনোঃ পুত্রৌ মহারাজ বিখ্যাতৌ ক্ষিতিমণ্ডলে। রম্ভশ্চৈব করম্ভশ্চ দ্বাবাস্তাং দানবোত্তমৌ॥
তাবপুত্রৌ মহারাজ পুত্রার্থংতেপতু স্তপঃ। বহূন্‌বর্ষগণান্ কামং পুণ্যে পঞ্চনদে জলে॥
করম্ভশ্চ জলেমগ্নশ্চকার পরমংতপঃ। বৃক্ষং রসালবটং সরম্ভোঽগ্নিমসেবত॥
পঞ্চাগ্নিসবিনাশক্তঃ সরম্ভস্ত যদাভবৎ। জ্ঞাত্বা শচীপতির্দুঃখ মুদ্‌যযৌ দানবৌ প্রতি॥
গত্বা পঞ্চনদে তত্র গ্রাহরূপং চকারহ। বাসবস্ত করম্ভং তং তদা জগ্রাহ পাদয়োঃ॥
নিজঘান চতং দুষ্টং করম্ভং বৃত্র সূদনঃ। ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রম্ভঃ কোপং গতঃ॥
স্বশীর্ষং পাবকে হোতু মৈশ্ছচ্ছিত্বা করেণহ। কেশপাশে গৃহীত্বাশু বামেন ক্রোধসংযুতঃ॥
দক্ষিণেন করেণোগ্রংগৃহীত্বা খড়্গমুত্তমং। ছিনত্তি শীর্ষং তত্তাবদ্বহ্নিনা প্রতিবোধিতঃ॥
উক্তশ্চ দৈত্যমূর্খোঽসি স্বশীর্ষং ছেত্তুমিচ্ছসি। আত্মহত্যাতিদুঃসাধ্যা কথং ত্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥
বরং বরয় ভদ্রন্তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে। মস্রিয়স্ব মৃতেনাদ্য কিন্তে কার্য্যং ভবিষ্যতি॥
ব্যাসউবাচ।—তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্ভঃ পাবকস্য সুভাষিতং। ততোঽব্রবীদ্বচোরম্ভস্ত্যক্ত্বা কেশকলাপকং॥
যদি তুষ্টোসি দেবেশ দেহি মে বাঞ্ছিতং বরং। ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্যান্নঃ পরবলার্দ্দনঃ॥
অজেয়ঃ সর্ব্বথা সম্যা দেবদানবমানবৈঃ। কামরূপী মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বলোকাভিবন্দিতঃ॥
পাবকস্তং তথেত্যাহ ভবিষ্যতি তবেপ্সিতং। পুত্রস্তব মহাভাগ মরণাদ্বিরমাধুনা॥
যস্যাং চিত্তস্থ রম্ভ ত্বং প্রমদায়াং করিষ্যসি। তস্যাং পুত্রো মহাভাগ ভবিষ্যতি বলাধিকঃ॥”
(ভাগবত)।

অস্বাভাবিক উপায়কে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে সেই ত্রৈলোক্যবিজয়ী মহাধার্ম্মিক কিন্তু মহাক্রোধী পুত্রলাভ করিতে হইয়াছিল। একটি বন্য মহিষের গর্ভে রম্ভাসুরের এই বরপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল (২৩২)। রম্ভরাজের সেই বরপুত্র মহিষাসুর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া

(২৩২) "মত্তায়াং রূপ পূর্ণায়াং বিহায়ান্যাঞ্চ যোষিতং। সা সমাগাচ্ছ তরসা কাময়ন্তী মুদান্বিতা ॥
রম্ভোঽপি গমনঞ্চক্রে ভবিতব্যপ্রণোদিতঃ। সা তু গর্ভবতী জাতা মহিষী তস্য বীর্য্যতঃ ॥
তাং গৃহীত্বাথ পাতালং প্রবিবেশ মনোহরং। মহিষেভ্যশ্চ তাং রক্ষন্ প্রিয়ামনুমতাং কিল ॥
কদাচিন্মহিষশ্চান্যঃ কামার্ত্তস্তামুপাদ্রবৎ।" (ভাগবত।)

রম্ভরাজ যে অরণ্যপশু মহিষীতে আসক্ত হইয়া তাহার গর্ভসঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই মহিষী অন্য একটা অরণ্য-মহিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রম্ভ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রম্ভরাজের মৃতদেহের পার্শ্বেপ্র জ্বলিত চিতার মধ্যে সেই শোকাতুরা গর্ভবতী মহিষী যাইয়া লাফাইয়া পড়িল। বন্য মহিষীর অর্দ্ধদগ্ধ দেহ হইতে সেই সময়ে যিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনিই পরে মহিষাসুর নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা—

"মৃতং রম্ভং সমানীয় যক্ষাস্তে পরমংপ্রিয়ং। চিতায়াং রোপয়ামাসুস্তস্য দেহস্য শুদ্ধয়ে ॥
মহিষী সা পতিং দৃষ্ট্বা চিতায়াং রোপিতংতদা। প্রবেষ্টুং সা মতিঞ্চক্রেংপতিনা সহ পাবকং ॥
বার্য্যমানাপি যক্ষৈঃ সা প্রবিবেশ হুতাশনং। জ্বালামালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভং ॥
মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ॥" (ভাগবত।)

ভাগবতে যে বন্য মহিষীকে "সাধ্বী" বাক্য দ্বারা গৌরবান্বিতা করা হইয়াছে এবং যে বন্য মহিষী দৈত্যপতির প্রজ্বলিত চিতামধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, সেই বন্য মহিষী যে সাধারণ একটা বন্যজন্তু—বনের মহিষী ছিলেন না, ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। স্কন্দপুরাণে এই বন্য মহিষীর যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কাররূপে জানিতে পারা যাইতেছে। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—ইনি মহর্ষি কশ্যপের পত্নি দিতির গর্ভজাত কন্যা ছিলেন। ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক দিতির পুত্র দৈত্যগণ উৎপীড়িত হইতে দেখিয়া কশ্যপপত্নি দিতি, কন্যাকে তপস্যা করিয়া এমন একটী মহাবলবান্ পুত্র লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে পুত্র ইন্দ্রাদি দেবগণকে অনায়াসে শাসন করিতে পারেন। মাতার আদেশে কশ্যপকন্যা নিবিড় বনমধ্যে একাকিনী যাইয়া আত্মরক্ষার জন্য মহিষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই তপস্যা-ফলে তিনি এইরূপ বর পাইয়াছিলেন যে তাঁহার গর্ভে এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই পুত্র ইন্দ্রকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে কিন্তু সে মহিষাকৃতি লাভ করিবে। এই কশ্যপ কন্যাই বহুকাল পরে মহিষী আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রম্ভ রাজার পত্নী হইয়া ত্রিলোকবিজয়ী মহিষাসুরকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। বীজ, ক্ষেত্র এবং কালের সম্মিলিত শক্তিদ্বারা যেমন সবলবৃক্ষ এবং তাহার সুফল উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ মহাপুরুষ মহিষাসুরের উৎপত্তির জন্য ত্রিশক্তির সম্মিলন প্রয়োজন হইয়াছিল। স্কন্দপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যাইবে, একই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তপস্যারত এই দুইয়ের শুভ সংযোগ ফলে যথা উপযুক্তকালে দৈত্যবৈরী ইন্দ্রদেবকে শাসন করিবার জন্য কিভাবে মহিষাসুর উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন একটী কুকার্য্য করিয়াছিলেন। যৌবনের মোহে জ্ঞানহারা হইয়া কৌতুক দেখিবার জন্য এই মহিষাসুর একদিন পরমাসুন্দরী এক স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাত্যায়নমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রৌদ্রাশ্ব-নামক মুনিশিষ্যকে মোহিত করিয়া নারীবেশধারী মহিষাসুর তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। মহামুনি কাত্যায়ন ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অসুর যুবককে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,—"তুমি যেমন স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়া রঙ্গব্যঙ্গ আরম্ভ করিয়াছ, তোমার অন্তিমসময়ে নারীর হস্তেই তোমার এই পাপদেহের নিপাত হইবে" (২৩৩)। রম্ভকুমার মহিষাসুর একদিন পরিজনদের মুখে নিজ জন্মবৃত্তান্ত এবং জ্যেষ্ঠতাত করম্ভের অপঘাত মৃত্যুবিবরণ যখন শুনিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে পিতার এবং পিতৃব্যের বৈরিনির্য্যাতন করিবার প্রবল বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহিষাসুর

"পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দেবৈর্নাশত পুত্রিনী। দিতিঃ প্রোবাচ তনয়ামাত্মনঃ শোক মোহিতা॥
দিতিরুবাচ।—যাহি পুত্রি তপঃ কর্ত্তুং তপোবন মনুত্তমম্। পুত্রার্থং তব সুশ্রোণি নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়া॥
ইন্দ্রাদয়ো ন শিষ্যেরন্ যেন পুত্রেন বৈ সুরা। উদিতা তনয়া চৈবং জনন্যা তাং প্রণম্য সা॥
স্বীকৃত্য মহিষং রূপং বনং পঞ্চাগ্নি মধ্যসা। তপোঽতপ্যত সা ঘোরং তেন লোকাশ্চকম্পিরে॥
তস্যাং তপঃ প্রকুর্ব্বন্ত্যাং ত্রিলোক্যাসীদ্ভয়াতুরা। ইন্দ্রাদয়ঃ সুরগণা মোহমাপুর্দ্বিজোত্তমাঃ॥
সুপার্শ্বস্তপসা তস্যা মুনিঃ ক্ষুব্ধোঽবদত্তু তাম্॥
সুপার্শ্ব উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি সুশ্রোণি পুত্রস্তব ভবিষ্যতি। মুখেন মহিষাকারো বপুসা নর রূপবান্॥
মহিষোনাম পুত্রস্তে ভবিষ্যত্যতি বীর্য্যবান্। পীড়য়িষ্যতি যং স্বর্গং দেবেন্দ্রঞ্চ সসৈনিকম্॥"
(স্কন্দপুরাণম্।)

এই মহিষাসুর তপস্যাবলে কালক্রমে মহাশক্তিশালী হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের অধীশ্বর হইয়াছিলেন যথা—
"এবং স মহিষো নাম দানবো বরদর্পিতঃ। প্রাপ্য রাজ্যং জগৎ সর্ব্বং বশে চক্রে মহাবলঃ॥
পৃথিবীং পালয়ামাস সাগরান্তাং ভুজার্জ্জিতাং। একচ্ছত্রাং নিরাতঙ্কাং বৈরিবর্গবিবর্জ্জিতাম্॥
(ভাগবত।)

(২৩৩) মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর নিকটে কাত্যায়ন মুনির অভিসম্পাতের কথা এইভাবে বলিয়াছেন—
"পুরামুনিং তপস্যন্তং রৌদ্রাশ্বং নাম সত্তমম্। মুনেঃ কাত্যায়নাখ্যস্য শিষ্যং হিমবদন্তিকে॥
দিব্যস্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বাহং কৌতুকাত্তদা। ময়া সম্মোহিতো বিপ্রোঽত্যজৎ সম্যস্তদাতপঃ॥
ন দূরাৎ সংস্থিতেমাহং মুনিনাকাত্যস্থনুনা। জ্ঞাত্বামায়াং তদাশপ্তঃ শিষ্যার্থে ক্রোধবহ্নিনা॥
যস্মাত্ত্বয়া মে শিষ্যোঽয়ং মোহিতস্তপসশ্চ্যুতঃ। কৃতস্ত্বয়াস্ত্রীরূপেন তত্ত্বাং স্ত্রী মিহনিষ্যতি।
ইতি মাং শপ্তবান্ পূর্ব্বং মুনিঃ কাত্যায়ণঃ স্বয়ম্॥" (কালিকাপুরাণ।)

চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দৈববল আয়ত্ত করিতে না পারিলে কেবল দানববলে বা পাশববলে দেবরাজ ইন্দ্রকে কিছুতেই দমন করিতে পারা যাইবে না। মহিষাসুর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুদীর্ঘকালব্যাপি কঠোর তপশ্চরণ ভিন্ন সেই দেববল আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতঃপর তিনি দৈববল লাভ করিবার উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহিষাসুর সুদীর্ঘকাল মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারই উপদেশানুসারে মহিষাসুর পরমাশক্তির উপাসনাতে রত হইয়াছিলেন। (২৩৪) কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, মহিষাসুর ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২৩৫) ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির পরেও দেবীর উপাসনা করা মহিষাসুরের পক্ষে অসম্ভব নহে। বরং ব্রহ্মার নিকট হইতে যাহা পাইতে পারেন নাই, তাহাই পাইবার জন্য মহিষাসুর পরে দেবীর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন এমন সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে। এরূপ সিদ্ধান্তদ্বারা দুই পুরাণের এতদ্বিষয়ক বর্ণনাগত পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। বহুসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং মহামায়ার উপাসনা করিয়া মহিষাসুর যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন,

---

(২৩৪) মহিষাসুর দেবীর নিকটে এক সময়ে নিবেদন করিয়াছিলেন,—তাঁহার পিতা রম্ভাসুর শক্তিসহিত শম্ভুকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পুত্র পাইয়াছিলেন এবং তিনিও শম্ভুকে আরাধনা করিয়া তিন মন্বন্তরব্যাপি অকণ্টক অসুররাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যথা—"কিন্তু ত্বয়ৈব সহিতঃ শম্ভুরারাধিতঃপুরা। মম পিত্রামদর্থেণ জাতঃপশ্চাদহং ততঃ॥
ময়াপ্যারাধিতঃ শম্ভুঃ প্রাপ্তাশ্চেষ্টাস্তথাবিধাঃ। মন্বন্তরত্রয়ং যাবদাসুরং রাজ্যমুত্তমম্॥
অকণ্টকং ময়াভুক্তমনুতাপো ন বিদ্যতে॥" (কালিকাপুরাণ)

(২৩৫) "মহিষোনামরাজেন্দ্র চকার তপ উত্তমম্। গত্বা হেমগিরৌচোগ্রং দেববিস্ময়কারকম্॥
বর্ষাণামযুতংপূর্ণং চিন্তয়ন্ হৃদিদেবতাম্। তস্য তুষ্টো মহারাজ ব্রহ্মালোকপিতামহঃ॥
তত্রাগত্যাব্রবীদ্বাক্যং হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ। বরং বরয় ধর্ম্মাত্মন্ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
মহিষ উবাচ। অমরত্বং দেবদেব বাঞ্ছাসি দ্রুহিণপ্রভো। যথা মৃত্যুভয়ং ন স্যাৎ তথা কুরুপিতামহ॥
ব্রহ্মোবাচ। উৎপন্নস্যধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবংজন্মমৃতস্য চ। সর্ব্বথা মরণোৎপত্তী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কিল॥
নাশঃ কালেন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দৈত্যপুঙ্গব। মহামহীধরাণাঞ্চ সমুদ্রানাঞ্চ সর্ব্বথা॥

* * * * *

ব্রহ্মোবাচ। যদা কদাপি দৈত্যেন্দ্র নার্য্যাস্তে মরণংধ্রুবম্। ন নরেভ্যো মহাভাগ মৃতিস্তে মহিষাসুর॥
ব্যাস উবাচ। এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ম্। সোঽপি দৈত্যবরঃপ্রাপ নিজংস্থানংমুদান্বিতঃ॥"
ভাগবত)

তদ্দ্বারা তিনি অসুরকুলবৈরী ইন্দ্রাদিদেবতাগণকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভয়ে দেবতাগণ স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (২৩৬) এই সময়ে দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুকে একাধিকবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইযাছিল। এই যুদ্ধে বিষ্ণুর হস্তে মহিষাসুরকে অনেকবার মৃত্যুদশায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে মহিষাসুর তাঁহার হস্তে মরিবেনা জানিয়া, বিষ্ণু মহিষাসুরকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে মিষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। (২৩৭) মহিষাসুর পাতালের বা মর্ত্তলোকের কোন গুপ্তস্থানে যাইয়া স্থির থাকিবার প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব ছিলেন না। কাজেই কিছুকাল পরে তিনি আবার স্বর্গলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহিষাসুর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন

---

(২৩৬) "স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেনদেবগণাভুবি। বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী মাহাত্ম্য)

"ইন্দ্রাগ্নিযমসূর্য্যেন্দু কুবেরবরুণাদিকান্। নিরাকৃত্যাধিকারেষু তেষাং তিষ্ঠত্যয়ং স্বয়ম্॥
অন্যেষাং দেববৃন্দানামধিকারেঽপি তিষ্ঠতি। নিরস্তং দেববৃন্দং তৎ স্বর্লোকাদবনীতলে।
মনুষ্যবদ্বিচরতে মহিষাসুর বাধিতম্॥

(স্কন্দপুরাণম্)

(২৩৭) দেবী চণ্ডিকার সহিত মহিষাসুরের মহাযুদ্ধের যে বিবরণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে একসময়ে বিষ্ণুর সহিত মহিষাসুরের হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহিষাসুর ভূতলে নিপতিত হইলে বিষ্ণু মহিষাসুরকে বলিয়াছিলেন—"মহিষাসুর, আমার নিক্ষিপ্ত কোন অস্ত্রে তোমার জীবনবিনাশ হইবে না, কারণ পুরাকালে ব্রহ্মা তোমাকে নারীর হস্তে ভিন্ন তোমার মৃত্যু হইবে না বরদিয়া প্রায় অমর করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মার এই বরমূলে তুমি আমার বধ্য নও, অতএব তুমি উঠ, জীবন রক্ষাকর এবং শীঘ্র এই রণভূমি হইতে প্রস্থান কর।" যথা—

"অথাচ্যুতোঽপি বিজ্ঞায় দানবস্য চিকীর্ষিতম্। বদনং পূরয়ামাস দিব্যৈবস্ত্রৈর্মহাবলঃ॥
মহিষস্যাথ সসৃজে বাণৌঘং গরুড়ধ্বজঃ। পিধায় বদনং দিব্যৈর্দিব্যাস্ত্র পরিমন্ত্রিতৈঃ॥
সতৈর্বাণৈরভিহতো মহিষোঽচলসন্নিভঃ। পরিবর্ত্তিতকায়োঽধঃ পপাত ন মমার চ॥
মহিষং পতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ প্রোবাচ কেশবঃ। মহিষাসুর মত্ত ত্বং বধং নাস্ত্রৈরিহার্হসি॥
যোষিদ্বধ্যঃ পুরোক্তোঽসি সাক্ষাৎ কামলযোনিনা। উত্তিষ্ঠ জীবিতং রক্ষ গচ্ছাস্মাৎ সঙ্গবাদ্রুতম্॥"

(মৎস্যপুরাণ)

বলিয়া বামনপুরাণে একস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে (২৩৮)। কিন্তু এবারও যে মহিষাসুরের দানবদেহ সম্পূর্ণরূপে প্রাণশূন্য হইয়াছিল না, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কার্ত্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরের মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কিছুকাল পরে আবার মহিষাসুর ইন্দ্রাদিদেবতাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা ভাগবত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে মহিষাসুর কোটি কোটি মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবসৈন্যগণকে অক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ মহিষাসুরের সহিত এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না দেখিয়া এবং দেবতাগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিষাসুর তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রথমতঃ বিষ্ণুবাহন গরুড়কে আহত করিলেন এবং বিষ্ণুর বাহু ক্ষতবিক্ষত করিলেন। বিষ্ণুর চক্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মহিষাসুর সিংহমূর্ত্তি ত্যাগ

---

(২৩৮) বিষ্ণুর সহিত মহিষাসুরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা গুরুতর আর একটী যুদ্ধ অন্য এক সময়ে কার্ত্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরকে করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বর্ণনা বামনপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধে মহিষাসুরকে দুইবার মৃত্যুদশাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। একবার মহিষাসুরের সৈন্যগণ হায়! হায়! মহিষাসুর মরিল বলিয়া হাহাকার ধ্বনিতে যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। আর একবার দেবতাগণ মহিষাসুর মরিয়াছেন দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বামনপুরাণের পাঠকগণ মহিষাসুরের মৃত্যু ঘটিবার পরে আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের সেই মহিষাসুর দেবী চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য হয় বলিতে হইবে পুরাকালে দুই মহিষাসুর ছিলেন, নহে ত বলিতে হইবে বামনপুরাণোক্ত মহিষাসুর বধের বর্ণনাতে প্রকৃত প্রস্তাবে মহিষাসুরের বধ ঘটে নাই, মহিষাসুর বধতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাই দেখিয়া দেবতাগণ জয়ধ্বনি দিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ বামনপুরাণে যেখানে মহিষাসুরের বধে দেবতাগণ উৎফুল্ল হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন লিখিত আছে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে কার্ত্তিকেয় মহিষাসুর এবং তাহার আশ্রয়দাতা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে শক্তি অস্ত্রদ্বারা "বিভেদ" করিলেন। এখানে বিভেদ অর্থে বিচ্ছিন্ন করা হইল এরূপ বলা যাইতে পারে। সৈন্যদিগের হাহাকার, আর্ত্তনাদ, মহিষাসুরের দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন না হইতেও হইতে পারে। মহিষাসুর প্রায় মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া আবার জীবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা পুরাণের আরও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থে এমন প্রকৃতির অনেক পশুর বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃতবৎ অবস্থাতে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া হটাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ। প্রয়োজন স্থলে পশুতেই যখন এরূপ অভিনয় করিতে পারে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দানবগণের পক্ষে এরূপ আচরণ অসম্ভব নহে।

করিয়া আবার নিজ মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহিষাসুর শৃঙ্গযুগলদ্বারা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে ভীষণবেগে আঘাত করিলেন। এই আঘাত প্রাপ্ত হইবার পরে আর যুদ্ধ না করিয়া বিষ্ণু বিহ্বলচিত্তে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণুকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া শঙ্করও তাঁহাদের অস্ত্রে মহিষাসুর মরিবে না জানিয়া কৈলাস পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। ব্রহ্মাও ভীত হইয়া ত্রস্তভাবে নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন (২৩৯)। ইহার কিছু পরে, দেবতাগণ আবার বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু দেবতাগণকে সান্ত্বনা করিয়া মধুরবাক্যে বলিলেন,— মহিষাসুরের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে এপর্য্যন্ত বধকরা যাইতে পারে নাই। সর্ব্বদেবতার তেজেরদ্বারা প্রদীপ্তা হইয়া যে দেবী অতঃপর আবির্ভূতা হইবেন, তাঁহারই হস্তে মহিষাসুর নিহত হইবে। বিষ্ণুর এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে একমাত্র পরমাশক্তি দেবীই মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থা, অন্যে নহে (২৪০)। দেবতাগণ দেবীচণ্ডিকাসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুরবস্থার কথা জানাইলে, দেবী দেবতাগণকে অভয়দান করিয়া বলিলেন,—দেবতাগণের কষ্ট নিবারণের কোনরূপ সুব্যবস্থা তিনি অবিলম্বে করিবেন (২৪১)। স্কন্দপুরাণে কথিত

---

(২৩৯) "কোটিশো মহিষাস্তত্র তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ। দদৃশুঃ সায়ুধাঃসর্ব্বে নিঘ্নন্তো দেববাহিনীম্॥

* * * *

অসুরান্ মহিষো দৃষ্ট্বা বিষণ্ণমনসস্তদা। ত্যক্ত্বা তন্মাহিষংরূপং বভূব মৃগরাডসৌ॥
কৃত্বানাদং মহাঘোরং বিস্তার্য্যচ মহাসটাম্। পপাতসুরসেনায়াং ত্রাসয়ন্নখদর্শনৈঃ॥
গরুড়ঞ্চনখাঘাতৈঃ কৃত্বারুধিরবিপ্লুতম্। জঘান চ ভুজে বিষ্ণুং নখাঘাতেন কেশরী॥

* * * *

তাবৎ সোঽতিবলঃ শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যাংস্থহনদ্ধরিম্। বাসুদেবো বিষাণাভ্যাং তাড়িতোরসি বিহ্বলঃ॥
পলায়নপরো বেগাজ্জগাম ভুবনং নিজম্। গতং দৃষ্ট্বা হরিং কামং শঙ্করোঽপিভয়ান্বিতঃ॥
অবধ্যং তং পরং মত্বা যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্। ব্রহ্মাপি চ নিজং ধাম ত্বরিতঃ প্রযযৌভয়াৎ॥"
(ভাগবত)

(২৪০) "ব্যাস উবাচ। শ্রুত্বাতদ্বচনং বিষ্ণুস্তানুবাচ হসন্নিব। যুদ্ধং কৃতং পুরাস্মাভিস্তথাপি ন মৃতোঽহসৌ॥
অদ্য সর্ব্বসুরাণাং বৈ তোজোভী রূপসম্পদা। উৎপন্না চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ॥"
(ভাগবত)

(২৪১) "ব্যাস উবাচ। এবং স্তুতা তদা দেবী সুরৈঃ সর্ব্বসুখপ্রদা। তানুবাচ মহাদেবী স্মিতপূর্ব্বং শুভং বচঃ॥
দেব্যুবাচ। ভয়ং ত্যজন্তু গীর্ব্বাণা মহিষান্মন্দচেতসঃ। হনিষ্যামি রণেঽহ্যৈব বরদৃপ্তং বিমোহিতম্॥"
(ভাগবত)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হইয়াছে, দেবীচণ্ডিকা দেবতাগণকে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে যাইয়া সম্মিলিত হইতে উপদেশ করিলেন। দেবতাগণ ঐ উপদেশমূলে কাত্যায়ণ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত বিষ্ণুর উপদেশানুসারে সমবেত দেবতাগণের তেজোরাশি একত্রীভূত হইয়া এবং তৎসহ ঋষিগণের ব্রহ্মতেজ সংযুক্ত হইয়া বিশ্ববিস্ময়কর এক মহান্ তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে চণ্ডিকা-দেবী ধ্বংস অস্ত্রধারিণী কাত্যায়ণীরূপে সৃষ্টিরক্ষার জন্য আবির্ভূ তা হইলেন। অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডিগ্রন্থে বর্ণিত এই দেবীর অট্টহাস্যনিনাদে ত্রিলোক প্রকম্পিত হইল। ঐ শব্দে মহিষাসুর চমকিত হইলেন। মহিষাসুর ঐ শব্দকে লক্ষ করিয়া নিজ দলবল সহিত ছুটিলেন। দেবীর সহিত মহিষাসুরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ যে এই স্থানেই হইল ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। এই মহাযুদ্ধ আরম্ভের বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে একদিন তপস্যারত মহিষাসুর একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার উপাস্যাদেবী ভদ্রকালীদেবীর নিকটে যাইয়া ঐ ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা নিবেদন করিলে, দেবী মহিষাসুরকে তাঁহার মৃত্যুঘটনা সম্বন্ধীয় যে একটী ভবিষ্যৎ চিত্র তৎকালে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তাহা এস্থানে উল্লেখযোগ্য। মহিষাসুর স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, দেবী তাঁহার মস্তকছেদন করিয়াছেন, আর তাহার ছিন্ন শির হইতে অনবরত রক্তধারা গড়াইয়া পড়িতেছে (২৪২)। দেবী ভদ্রকালী মহিষাসুরকে যে ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইলেন, তাহাতেও মহিষাসুর দেবী কর্ত্তৃক তাঁহার মস্তক ছেদন হইতেছে দেখিতে পাইলেন। এইরূপ দেখিতে পাইয়া মহিষাসুর অতি কাতর ভাবে যুক্তকরে দেবীর নিকট নিবেদন করিলেন,—"যাহা নিয়তি তাহা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেবি! আপনার হস্তে যে একদিন আমার শিরশ্ছেদ হইবে ইহা সুনিশ্চিত। আপনার নিকট আমার এই একটী মাত্র প্রার্থনা যে, যাবৎকাল সূর্য্য গগণমণ্ডলে অবস্থিতি করেন

-গচ্ছন্তুভোঃ সুরগণা জম্বুদ্বীপান্তরংপ্রতি। হিমবৎ পর্ব্বতাসন্নে বরং কাত্যায়নাশ্রমম্॥

তত্রৈবভবতাংসাধ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ (কালিকাপুরাণ।)

মৎস্যপুরাণ হইতে দেবী কাত্যায়ণীর রূপ বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কাত্যায়ন্যাঃ প্রবক্ষ্যামি রূপংদশভূজংতথা। ত্রয়াণামপি দেবানামনুকারানুকারিণীম্॥

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥

অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং॥

সুচারু দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।"

(২৪২) "মহিষাসুরএবাসৌ নিদ্রায়াং নিশি পর্ব্বতে। স্বপ্নংপ্রদদৃশেবীরো দারুণং ঘোরদর্শনম্॥

মহামায়া ভদ্রকালী ছিত্ত্বা খড়্গেন মে শিরঃ। পপৌ তস্য চ রক্তানি ব্যাদিতাস্যাতি ভীষণা॥"

(কালিকাপুরাণ)

তাবৎকাল আমি যেন আপনার ঐ শ্রীপাদপদ্মে সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারি। আমার যেন আর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।" (২৪৩)

কালক্রমে মহিষাসুর, তাঁহার এইরূপ স্বপ্নদর্শনের কথা এবং দেবীর নিকটে দেবীর শ্রীপাদপদ্মের এককোনে তাঁহার একটু স্থান পাইবার প্রার্থনার কথা সকল একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজয় করিবার এবং ত্রিলোকের অধিশ্বর হইবার পরে মহিষাসুরের অন্তঃকরণে যে অহঙ্কারও মোহ আসিয়া অধিকার স্থাপন করিবে এবং তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতিকে বিলোপ করিবে ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। মহিষাসুর তাঁহার উপাস্যা দেবী চণ্ডিকার মুখনিসৃত বিকট অট্টহাস্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে আশ্রয়দাত্রীর পরিবর্ত্তে শত্রুরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ শত্রুরূপা চণ্ডিকাদেবীকে চারিদিক হইতে নির্দ্দয় ভাবে আক্রমন করিবার জন্য নিজ বিপুল অসুরবাহিনীকে নিয়োজিত করিলেন। বহুসহস্র বৎসরকাল ধরিয়া এবং পৃথিবীর বহুস্থান ব্যাপিয়া নানাভাবে এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল (২৪৪)।

---

(২৪৩) "বধ্যস্ত্বাহং নাত্রাস্তি সংশয়ঃ পরমেশ্বরি! মমাপি তত্র দেবা দুঃখং নিয়তিঃ কেন লঙ্ঘতে॥

* * * *

ত্বৎপাদসেবাং ন ত্যক্ষ্যে যাবৎসূর্য্যঃ প্রবর্ত্ততে। এবং বরদ্বয়ং দেহি যদি দেয়ো বরো মম॥

* * * *

যথাহং ন সুরৈঃসার্দ্ধং করিষ্যে বৈরমদ্ভূতম্। তথা মাং কুরু ভো দেবি ন জন্ম প্রলভে যথা॥"

(কালিকাপুরাণ)

(২৪৪) "এবমুক্ত্বাহসুরান্ সর্ব্বান্ জিগায়পরমেশ্বরী। মুক্ত্বাতমেকং মহিষং শেষংহত্বাতমধ্যয়াৎ॥
যাবদ্দেবী ততঃ সাপি তাং দৃষ্ট্বা সোহপিদুদ্রুবে। ক্বচিদ্ যুধ্যতি দৈত্যেন্দ্রঃ ক্বচিচ্চৈব পলায়তি॥
ক্বচিৎ পুনর্মৃধিঞ্চক্রে ক্বচিৎ পুনরুপারমৎ। এবং বর্ষ সহস্রাণি দশ তস্য তয়া সহ॥
দিব্যানি বিগতানি স্যুর্যুধ্যতশ্চৈব শোভনে। বভ্রাম সকলস্ত্বাজৌ ব্রহ্মাণ্ডং ভীতমানসম্॥
ততঃ কালেন মহতা শতশৃঙ্গে মহাগিরৌ। পদ্ভ্যামাক্রম্যশূলেন নিহতো দৈত্যনায়কঃ॥
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেণ তত্র চান্তঃস্থিতঃ পুমান্। নির্গত্য বিগতঃ স্বর্গং দেব্যাঃ শস্ত্র নিপাতনাৎ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মহিষং বীক্ষ্য নির্জ্জিতম্। সব্রহ্মকাঃ স্তুতিঞ্চক্রু র্দেব্যাস্তুষ্টেন চেতসা॥"

(বরাহ পুরাণ)

উপরে উদ্ধৃত বরাহ পুরাণের উক্তিতে যে ভীষণ যুদ্ধের অবশান শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতকন্দরে হইয়াছিল জানা যাইতেছে, সেই দেবাসুর মহাযুদ্ধের আরম্ভ যে হিমাদ্রিশিখরে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমকুটির প্রাঙ্গনে হইয়াছিল তাহা

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহিষাসুর, দেবাসুর মহাযুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াও যে ভাবে দেবীদত্ত জয়মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং নামে মাত্র যুদ্ধে মরিয়াও যে প্রকারে তিনি অমরত্ব আয়ত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে কি পুরাণে এমন আর একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই উচ্চদৃষ্টিতে দেখিলে, মহিষাসুরকে স্বদেহে দানবস্তর হইতে দেবস্তরে উন্নীত এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া আখ্যাদিতে কোনই দোষের কারণ হয় না। দেবীর কৃপাতে দানবমহিষ, দেবস্তরে উঠিবারদিন হইতে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া রহিয়াছেন (২৪৫)। পুরাকালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানবমণ্ডলী কর্ত্তৃক কোনও না কোনও ভাবে যে মহিষমূর্ত্তিধারি এই দানব-দেব পূজিত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পৃথিবীর নানাদেশের প্রাচীন সমাধিস্তূপ পিগডা গর্ভে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তিতে এবং পুরাতন দেবমন্দিরের গাত্রে খোদিত চিত্রে প্রচুর পরিমাণে যে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা ইতিপূর্ব্বে অন্যস্থানে বলা হইয়াছে। ঐ সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্মইতিহাস গ্রন্থ হইতেও এই বিষয়ের অনেক তত্ত্ব আমরা জানিতে

কালিকাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে অন্যস্থানে সে বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্য অবস্থাতে বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি নানাদিগ দেশ ব্যাপিয়া নানা প্রকরণ পদ্ধতিতে যে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহা বামন পুরাণের বর্ণনাতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যথা—

"তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যা দুন্দুভির্দানবেশ্বরং। গত্বা নিবেদয়ামাস মহিষায় যথাযথম্॥
স চাভ্যগান্মহাতেজাঃ সর্ব্বদৈত্যপুরঃসরঃ। আবৃত্যবিন্ধ্যশিখরং যোদ্ধুকাম্য সরস্বতীম্॥
ততঃ সেনাপতির্দৈত্যো চিক্ষুরোনাম নারদ। সেনাগ্রগামিনং চক্রে নমরং নাম দানবং॥
স চাপি তেনাধিকৃতশ্চতুরঙ্গ সমুর্জ্জিতম্। বলৈকদেশমাদায় দুর্গাং দুদ্রাব বেগতঃ॥" (বামনপুরাণ।)

(২৪৫) যুদ্ধে মহিষাসুরের পরাজয় হইবার পরে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মহিষাসুরকে দেবীর পরমভক্ত এবং আশ্রিত জানিয়া সর্ব্বলোক হইতে দেবতারন্যায় পূজা পাইবার অধিকার দান সম্বন্ধে দেবী মহামায়ার নিকটে বিনীতভাবে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং দেবী "তথাস্তু" বলিয়া যাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, স্কন্দপুরাণে তদ্বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—

"অয়ঞ্চ নিহতোদৈত্যস্ত্বৎপাদকৃতলাঞ্ছনঃ। তব ভক্তৈঃ সদাপূজ্যস্ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বদগ্রতঃ॥
ইত্থং সুরেন্দ্র প্রণুতা সর্ব্বর্ষি সুরসেবিতা। তথেতি বরদা দেবী সসর্জ্জ চ দিবংপ্রতি॥"

মহিষাসুর, মহাযুদ্ধের বহু সহস্রবৎসর পূর্ব্বে দেবী মহামায়ার নিকটে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—শেষ সময়ে তিনি যেন দেবী মহামায়ার চরণতলে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই অবস্থাতে থাকিয়া সৃষ্টির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বলোকের নিকট হইতে পূজা পাইতে পারেন। দেবী মহামায়া, ভক্ত মহিষাসুরের এই প্রার্থনা অনুরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ সম্বন্ধীয় পুরাণের উক্তি ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাইতেছি (২৪৬)। এখনও এদেশের নানাস্থানের শক্তি উপাসক সাধকগণের হস্তে দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে মহিষাসুর দেবতাভাবে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি।

---

(২৪৬) ইজিপ্টদেশে পুরাকালে রেস্পুনামে এক মহা পরাক্রমশালী দেবতার পূজা হইত। নানাস্থানে এই দেবতা বা দৈত্যের যে সকল প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা মৃত্তিকা খনন কালে ইদানিং প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁদের মস্তকে ছাগের ন্যায় অথবা হরিণের ন্যায় দুইটী বক্র শৃঙ্গসংযুক্ত রহিয়াছে। যথা—

"Another Asiatic deity who was honoured in Egypt was Reshep (or Reshpu), the Resef of the Phœnicians, He was another form of Baal, a "heaven lord," "lord of enternity," "governor of the gods," &c." * * *

"From his helmet projects the head and neck of a gazelle, one of the holy animals associated with Astarte" (Egyptian Myth and Legend by Donald A. Mackenzie).

উপরের এই কয়েক পংক্তি যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল, ঐ গ্রন্থে সুতেখ নামক ইজিপ্ট দেশের আর এক দেবতার উল্লেখ আছে। ইহাঁর মস্তকে দুই শৃঙ্গযুক্ত মুকুট আছে এবং ইনি সর্ব্বদা সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"Sutekh is shown on a scarab with wings and a horned cap, standing upon the back of a lion. He was respected by the Egyptians because he represented the Hittite power, he was the giver of victory and territory."

বেবিলোনিয়া দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে মহিষাসুর সদৃশ একটি জন্তু সংহারের উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে গিলগামেশ নামক এক বীরপুরুষ ঐ দেব বা দৈত্যশক্তিবিশিষ্ট জন্তুকে হত্যা করিয়া তাঁহার দুইটি বৃহৎ শৃঙ্গ রাজা সামাস নিকটে আনিয়া উপহার প্রদান করিলে সেই দেশে অতি সমারোহে একটি উৎসব হইয়াছিল। সেই দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত এই শৃঙ্গযুগলের উৎসব চলিয়াছিল। এই উপাখ্যান হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।—

"Gilgamesh dedicated the horns of the bull to Shamash and returned with his friend to Erech, where they were reccived with great rejoicings. A festival was held, and afterwards the heroes lay down to sleep. Then Eabani dreamt a dream of ill omen." (Myths of Babilonia & Asiria, by Donald A. Mackenzie.)

প্রাচীন ইজিপ্ট, গ্রীস, রোম, ব্যাবিলোনিয়া, য়্যাসেরিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাকালের ইতিহাস হইতে এইরূপ মহিষ, বৃষ বা ছাগমুণ্ড সংযুক্ত নরদেহধারী দৈত্যদানবগণের পূজা অর্চ্চনার কথা আরও অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে কিন্তু এই সকল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে যে আয়রল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং স্কট্ল্যাণ্ড দেশের ইতিহাসের সহিত এ দেশের অনেক শিক্ষিত লোক সুপরিচিত রহিয়াছেন, সেই আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে ছাগ, অশ্ব, বৃষ, মহিষাদি পশুমস্তকবিশিষ্ট দৈত্যদানবের কথা অধিক চিত্তাকর্ষক হইবে বিবেচনায় নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Therefore the Formors were held to be more ancient than the gods, before whom they were, however, destined to fall in the end. Offspring of "Chaos and Old Night,"

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দেবী চণ্ডিকার ক্রোধকম্পিত কণ্ঠনিঃসৃত "মূঢ়" ইত্যাদি শব্দমূলক ভর্ৎসনা বাক্যদ্বারা যে মহিষাসুর এক সময়ে পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই মহিষাসুর ক্ষণপরেই যুদ্ধে পতন সময়ে, দেবীর চরণস্পর্শলাভ করিয়া, পূর্ব্বের তপস্যাবলে এবং পূর্ব্ব সুকৃতিফলে দেবীর নিকট হইতে পুরস্কৃত হইয়া দানবাবস্থা হইতে দেবাবস্থাতে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং মানবপূজ্য

---

they were, for the most part, huge and deformed. Some had but one arm and one leg apiece, while others had the heads of goats, horses or bulls. The most famous and perhaps the most terrible of them all was Balor, whose father is said to have been one Buarainech, that is, the "cow-faced," and who combined in himself the two classical roles of the Cyclops and the Medusa."

(Celtic Myth and Legend by Charles Squire.)

উপরে উদ্ধৃত অংশমধ্যে "Formors" শব্দের অর্থে দৈত্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ ছাগ, অশ্ব, মেষ, কিংবা মহিষ মস্তক বিশিষ্ট দৈত্যদিগের সহিত যে মহাদেবী যুদ্ধ করিতেন, তাঁহার রূপের এবং কার্য্যের বর্ণনা এইপ্রকার প্রদত্ত হইয়াছে "She is represented as going fully armed, and carrying two spears in her hand. As with Ares and Poseidon in the "Iliad," her battle-cry was as loud as that of ten thousand men. Wherever there was war, either among gods or men, she, the great queen was present, either in her own shape or in her favorite disguise, that of a "hoodie."

দেবী চণ্ডিকার বিরাট হুঙ্কারশব্দের ন্যায় আয়রল্যাণ্ডের এই রণদেবীও রণক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতেন তাহা উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে। আয়র্লণ্ডের দেবাসুর যুদ্ধের অবসানে দৈত্যের মুণ্ড যখন তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল, সেই সময়ে দৈত্যের ছিন্নমস্তক লইয়া লোকে যে কিরূপ উৎসব করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে—

"When the fight was over, they revelled among the bodies of the slain; the heads cut off as barbaric trophies were called "Macha's acorn crop." These grim creations of the savage mind had immense vitality." (Celtic Myth and Legend by Charles Squire.)

Book of Taliesin VIII নামক ইংলণ্ডের পৌরাণিক ইতিহাসে প্রিডেরির (Pryderi) সহিত গয়ডিওনএর (Gwydion) মহাযুদ্ধের একটী বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ডিওন ছিলেন আলোকদলের বা দেবকুলের অধিপতি এবং প্রীডেরি ছিলেন অন্ধকারদলের বা দৈত্যকুলের পরিচায়ক। কাজেই এই দুইদলের যুদ্ধকে ইংলণ্ডের দেবাসুরের যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থে প্রীডেরির যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহাঁর মস্তকের উপরে দুইটি মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ দেখা যায়। এই জন্য ইহাঁকে ইংলণ্ডের মহিষাসুর বলিলে অন্যায় হইবে না। ইংলণ্ডের পৌরাণিক ইতিহাসের ব্যাখ্যান পুস্তকে দৈত্যসৈন্যদের এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—"In the ranks of Hades there were equally strange fighters. We are told of a hundred-headed beast carrying a formidable battalion under the root of its tongue and another in the back of its head;

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হইয়াছিলেন—পুরাণের এইরূপ বিচিত্র বর্ণনা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু পুরাণে এরূপ ঘটনা কেবল এক মহিষাসুর সম্বন্ধেই যে ঘটিয়াছিল এরূপ নহে। অন্যান্য পুরাণের আরও অনেকস্থানে এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে অন্ধক নামক এক

---

there was gaping black toad with a hundred claws." এইরূপ ভয়ঙ্কর দৈত্যসৈন্য লইয়া আলোকদলের সহিত যুদ্ধ করিয়াও প্রীডেরিকে শেষে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দেবাসুরযুদ্ধের অবসান সময়ে গয়ডিওনের হস্তের কুঠারাঘাতে প্রীডেরিদৈত্যের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে যেস্থানে ঐ ছিন্ন মস্তক পতিত হইয়াছিল পরে সেইস্থানেই উহাকে প্রোথিত করা হইয়াছে। প্রীডেরির ছিন্নমস্তক দেবত্ব পাইয়া থাকিবে! কারণ অদ্যাপি ঐস্থানে ওয়েলস্ দেশবাসি নরনারীগণ মধ্যে কেহ কেহ কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে রুটি ও মদ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এই অধ্যায়িকা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত গ্রাম্য কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে "In Aber Gwenoli is the grave of Pryderi, Where the waves beat against the land."

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়াতে প্রাপ্ত বহুকালের পুরাতন একটি প্রস্তরমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ যাহা Myths of Babilonia পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ধনুর্ব্বাণ হস্তে চারিহস্ত বিশিষ্টা এক স্ত্রী দেবীমূর্ত্তি সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে অস্ত্রশূন্যহস্তে—স্ত্রী বা পুরুষ মূর্ত্তি বুঝিতে পারা যায় না—একটি মূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখস্থ ঐ দেবীকে পূজা করিতেছেন মনে হয়। তাঁহার পৃষ্ঠে অর্দ্ধদণ্ডায়মান এক শীর্ণকায় মহিষমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই প্রস্তর খোদিত প্রতিমা দৃষ্টে মনে হয়, মহিষাসুর যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পরে যে সময়ে মহিষরূপ পরিত্যাগ করিয়া দেবরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই অবস্থা প্রকাশক এই প্রস্তর মূর্ত্তি হয়ত হইতে পারে। মূর্ত্তির চিত্রের নিচে সংগ্রহকার লিখিয়া রাখিয়াছেন—"Female figure in adoration before a goddess." এই স্ত্রীদেবী সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রাচীন মহামাতা স্ত্রীদেবীর তুলনা করিয়া সংগ্রহকার লিখিয়াছেন—The ferocious, black-faced Scottish mother goddess, Cailleach Bheur, who appears to be identieal with Mala Lith, "Grey Eyebrows" of fiugalian story, and the English "Black Annis." ইনি যিনিই হউন, মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার সঙ্গে যে এই স্ত্রীদেবী মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, মূর্ত্তি দৃষ্টে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পাশবপ্রকৃতির এবং মানবাকৃতির জীবের মিশ্রিত ভীষণ ভাববিকাশিকা প্রস্তর খোদিত অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনরমূর্ত্তি কেবল প্রাচীন ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলোনিয়াতে যে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহাই নহে, এ দেশের অনেক প্রাচীন দেবমন্দিরাদির অভ্যন্তরে এবং বাহিরে গাত্রের কারুকার্য্যের অনেকস্থানেও ঐরূপ অনেক মূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ অনেক বিচিত্র মূর্ত্তি, ভগ্ন মন্দিরাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের এ দেশের এবং ইয়োরোপিয় নানাদেশের গভর্ণমেণ্ট, মিউজিয়ামাদি সাধারণ দর্শনীয়স্থানে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। এই সকল শিল্পকলাগার বা মিউজিয়ামের গাইড্ পুস্তকে ঐরূপ মূর্ত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া এ দেশের পুরাণ বর্ণিত মহিষাসুরের মূর্ত্তির অনুরূপ বা তাহার আংশিক সৌসাদৃশ্য পাশ্চাত্য দেশের যে সকল দানবমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মহাদৈত্য এবং আরও কোন কোনও দৈত্যদানব এইরূপ দেবীর দয়াতে কিংবা মহাদেবের কৃপাতে তাঁহাদের জীবনান্তে হীন দানবস্তর হইতে উন্নীত হইয়া দেবস্তরের অতি উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইব'র সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, পুরাণে এরূপ বর্ণনার অপ্রতুল নাই (২৪৭)।

ফরাসিদেশে প্যালেস অব ভারসেলিস স্থানের শিল্পকলাগারে প্যান দানবের একটি বৃহৎ মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। তাহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"An Arcadian Woodland spirit and god of hills and woods, flocks and herds; son of Heraes or Zeus and Callists. He is represented as horned, goat-footed, playing on his pipes."

ছাগের ন্যায় চতুষ্পদ এবং শৃঙ্গবিশিষ্ট এই দৈত্য এক বৃক্ষতলে বসিয়া বাঁশরি বাজাইতেছেন!

রোমনগরের Capitoline শিল্পকলাগারে Centaur নামক দৈত্যের এক ধাতুনির্ম্মিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। ঐ দৈত্যের বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"A fabled monster having the head, arms and body of a man from waist up, united to the body and legs of a horse. In the earliest type the trunk and hind quarters of a horse are joined to a complete human body."

এই মূর্ত্তিকে মহিষাসুরের অতি নিকটস্থানীয় ঘোটকাসুর আখ্যাদিতে বাধা নাই।

Ghimera দানবের ভীষণ মূর্ত্তিতে সিংহ, ছাগ এবং সর্পের অদ্ভুত সংমিশ্রন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বর্ণনাতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

A fire breathing monster, variously described as a combination of lion, goat and serpent."

পৃথিবীর নানাস্থানের দেবাসুরযুদ্ধ ঘটিত এইরূপ নানা প্রকারের গল্পের এবং প্রস্তর মূর্ত্তির সহিত এদেশের পুরাণবর্ণিত মহিষাসুর যুদ্ধের কোথায়ও অল্প, কোথায়ও বা অধিক মৌলিক ভাবগত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া সহজেই আমাদের মনে হয়, হয়ত মহিষাসুরের মহাযুদ্ধের কথা বহু লোকমুখে বহুশত বৎসরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার হইয়া পড়িয়া থাকিবে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন দেশে দেবাসুর যুদ্ধের ঐরূপ আখ্যায়িকা সকল সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। অথবা স্কন্দপুরাণের উক্তিকে বলবৎ করিয়া এই মহাযুদ্ধ দশসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া পৃথিবীতে চলিয়াছে মনে করিলে এবং পৃথিবীর নানাস্থানে দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বিতাড়িত হইয়া নানাস্থানে নানাভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন স্থির করিলে, পৃথিবীর সকল স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত দেবাসুরযুদ্ধের আখ্যায়িকার আংশিক সৌসাদৃশ্য থাকিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের একটি নির্ব্বিবাদ সমাধান অতি সহজে হইতে পারে। শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সমধিক সমীচীন মনে হয়।

(২৪৭) "তুষ্টঃ প্রোবাচ হস্তাভ্যাং স্পৃষ্ট্বা চ পরমেশ্বরঃ। প্রীতোঽহং সর্ব্বথা দৈত্য স্তবেনানেন সাম্প্রতম্॥
সম্প্রাপ্য গাণপত্যং মে সন্নিধানে সদা বস। অরোগশ্ছিন্নসন্দেহো দেবৈরপি সুপূজিতঃ॥
নন্দীশ্বরস্যানুচরঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। এবং ব্যাহৃত মাত্রে তু দেবদেবেন দেবতাঃ॥
গণেশ্বরং মহাদৈত্য মন্ধকং দেবসন্নিধৌ। সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রচিহ্নিতম্॥

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের তিনটি অংশে যে তিন মহাদৈত্য দমন আখ্যান অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মহিষাসুরের সহিত দেবীযুদ্ধবিবরণের গুরুত্ব যে অত্যন্ত অধিক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে তিনটি চিন্তা ধারাকে আশ্রয় করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহা এই—

(১) বিশ্বব্যাপি একাধিপত্য এবং কর্তৃত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য মহিষাসুর প্রথমতঃ দশসহস্র বৎসর ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ততোধিককাল মহাদেবের এবং পরিশেষে বহুসহস্র বৎসর মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এবম্বিধ কঠোর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার পরে, মহিষাসুর যতকাল ত্রিলোকের আধিপত্য করিয়াছেন, সেই সময়ের পরিমাণ সামান্য নহে। দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ দশসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের সহিতও মহিষাসুরের যুদ্ধ বহুকাল যাবৎ হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনার কাল একত্রিত করিলে লক্ষ বৎসরের অধিক ভিন্ন ন্যূন হইবে না। এই দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে,—মধুকৈটভ ও শুম্ভ নিশুম্ভের পরমায়ুর তুলনায় মহিষাসুরের দৈত্যজীবনের আয়ু অনেক অধিক। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘায়ু দৈত্য পৃথিবীতে আর কেহ কখনও আবির্ভূত হয়েন নাই।

(২) চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম চিত্রে মধুকৈটভের যুদ্ধকাল মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর কথিত হইয়াছে। একটি জলময় স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। শুম্ভ নিশুম্ভ সহ দেবীর

নীলকণ্ঠং জটামৌলিং শূলাসক্তং মহাকরম্। দৃষ্ট্বা তংতুষ্টুবুর্দৈত্যমাশ্চর্য্যং পরমং গতাঃ॥
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবদেবং স্ময়ন্নিব॥ স্থানে তব মহাদেব প্রভাবঃ পুরুষোমহান্॥
নেক্ষতে জ্ঞাতিজান্ দোষান্ গৃহ্ণাতি চ গুণানপি।"

উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই— (কূর্ম্মপুরাণ।)

পরমেশ্বর শঙ্কর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শূলে বিদ্ধ অন্ধক দৈত্যকে উভয় হস্তের দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য বলিলেন,—হে দৈত্য আমি অধুনা এই স্তবে তোমার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি নীরোগ, সংশয়হীন, দেবতাদের দ্বারাও সম্যক্ পূজিত হইবে। তুমি নন্দীশ্বরের অনুচর, সর্ব্বদুঃখবিযুক্ত হইয়া, এবং গাণপত্য লাভ করিয়া নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান করিবে। দেবতাদের সম্মুখে মহাদেব এই কথা বলিবামাত্র, দেবতাগণ সেই মহাদৈত্য অন্ধককে গণেশ্বর, সহস্র সূর্য্যতুল্য জ্যোতিষ্মান্, ত্রিনেত্র, কপালে চন্দ্রচিহ্নিত, নীলকণ্ঠ, জটামৌলি অর্থাৎ জটাযুক্তমস্তক ত্রিশূলযুক্ত, মহাভুজসম্পন্ন মহাদেবরূপে দর্শন করিয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎপর দেবতাগণ সেই দেবদেহে পরিণত দৈত্যকে স্তব করিলেন। তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু সহাস্যে মহাদেবকে এই কথা বলিলেন—মহাদেব, এ পুরুষোচিত প্রভূতমাহাত্ম্য আপনার উপযুক্তই বটে যেহেতু ভক্তের দোষ গ্রহণ না করিয়া তাহার কেবল গুণ গ্রহণই আপনি করিয়া থাকেন।

যুদ্ধকাল ইহা হইতেও অনেক অল্প ছিল। এই যুদ্ধের রণক্ষেত্রের আয়তনও অধিক প্রশস্ত ছিল না। দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ, দশহাজার বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া ভীষণ ভাবে চলিয়াছিল এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর নানা দেশের নানা স্থান, এই মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এ দৃষ্টিতে মহিষাসুরের যুদ্ধ, ইতিহাস পুরাণে অতুলনীয়।

(৩) যুদ্ধে পরাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মধুকৈটভ ও শুম্ভ নিশুম্ভের জীবন নাট্যের শেষাঙ্কের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। মহিষাসুরের অবস্থা সেরূপ হয় নাই। মহিষাসুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও কেবল যে জীবিত ছিলেন এরূপ নহে, দেবীর কৃপাতে পরাজিত মহিষাসুর স্বর্গের অমরদেবগণ মধ্যে গণনীয় এবং সর্ব্বত্র পূজনীয় হইয়া রহিয়াছেন। মহাভক্ত মহাযোদ্ধা রাবণ প্রভৃতিও এরূপ সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এ দৃষ্টিতেও মহিষাসুরের স্থান পুরাণে অতি উচ্চে সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে বলা যাইতে পারে (২৪৮)।

---

(২৪৮) যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পরে, মহিষাসুর দেবীর খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া যেরূপ কাতর উক্তিতে দেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন, স্কন্দপুরাণ হইতে নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"ততঃ কেশেষু চাধায় যাবত্তস্যাপি চিক্ষিপে। প্রহারং গাত্রনাশায় তাবদূচে স দানবঃ॥
দানব উবাচ। জয় দেবি জয়াচিন্ত্যে জয় সর্ব্বসুরেশ্বরি। জয় সর্ব্বগতে দেবি জয় সর্ব্বজনপ্রিয়ে॥
জয় কামপ্রদে নিত্যং জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি। জয় ত্রৈলোক্যরক্ষার্থমুদ্যতে হ্যকুতোভয়ে॥
জয় দেবি কৃতানন্দে জয় দৈত্যবিনাশিনি। জয় ক্লেশচ্ছিদে কান্তে জয়াভক্তবিমোহদে॥
ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং বরা দেবী ত্বং লক্ষীস্ত্বং সরস্বতী। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥
তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে প্রাণান্ রক্ষ দয়াং কুরু। প্রণতস্য সুদীনস্য হীনস্য চ বিশেষতঃ॥"

দেবীর হৃদয়ে দয়া হইতেছে দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতাগণ কালবিলম্ব না করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। দেবী কাত্যায়নী তখন দেবতাগণকে বলিলেন—

"ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃপণং স সুরেশ্বরী। কৃপাবিষ্টাব্রবীদ্বাক্যং ততো ব্যোমস্থিতান্ সুরান্॥
কিং করোমি দয়া জাতা মমৈনং প্রতি হে সুরাঃ। তস্মান্নাহং হনিষ্যামি দানবং দীনজল্পকম্॥"

দেবতাগণ বলিলেন,—ইহাকে বধ না করিলে আপনার সমস্ত শ্রম বিফল হইবে। মহিষাসুর এখনই আবার ত্রিলোক বিধ্বস্ত করিবে। দেবতাগণকে মধুর বাক্যে প্রবোধ দান করিয়া দেবী বলিলেন—

আমি ইহাকে হত্যা করিব না ইহাকে ছাড়িয়াও দিব না, ইহার কেশ গুচ্ছ সর্ব্বদা আমার করমুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখিব।

দেব্যুবাচ। নাহমেনং হনিষ্যামি ত্যজিষ্যামি তথামরাঃ। এনং কচগ্রহং কৃত্বা ধারয়িষ্যামি সর্ব্বদা॥

দেবীর এবম্বিধ উক্তি শুনিয়া দেবতাগণ বলিলেন—

"সাধুসাধু মহাভাগে যুক্তমুক্তং ত্বয়া বচঃ। এতদ্ধি যুজ্যতে কর্ত্তুং কালেঽস্মিংস্ত্রিদশেশ্বরি॥

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এহেন মহিষাসুরের বিচিত্র জীবননাট্যের দানবলীলার অবসান সময়ে এবং তাঁহার দেহে দেবজীবনের সঞ্চারদিনে, দৈত্যদানবরক্তপঙ্কিল বিশাল সমরক্ষেত্রে, দেবীচণ্ডিকা, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণের নৃত্যগীতমধ্যে স্বর্গের ঋষি এবং দেবকূলকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন। পুরাণের এইরূপ বর্ণনা, স্থান ও কালের যে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই ঘটনা চণ্ডীগ্রন্থের ২১৭ সংখ্যক যে শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, তাহার অর্থব্যাখ্যা সময়ে, ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ অকারণে কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শ্লোকে কথিত "দিব্যমহর্ষি" শব্দের বাচ্য কে? ইহা স্থির করিবার জন্য কেহ কেহ মেধস্মুনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহবা মেধস্মুনিকে দিব্য মহর্ষি শ্রেণীভুক্ত করিতে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন (২৪৯)।

সাম্প্রতং মর্ত্ত্যলোকে ত্বং রূপমেতৎসমাশ্রিতা। শস্ত্রোদ্যতকরা রৌদ্রা মহিষোপরি সংস্থিতা॥
অত্রাপ্স্যসি পরাং পূজাং দুর্লভামমরৈরপি। যস্ত্বামেতেন রূপেণ সংস্থিতাং পূজয়িষ্যতি॥"

অতঃপর মহিষাসুর দেবীর কৃপাতে দানবত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়া সেই হইতে কি প্রকারে ত্রিলোক পূজ্য হইয়াছেন এবং সুরথ রাজা কর্ত্তৃক মহিষাসুর সমন্বিত মহিষমর্দ্দিনী দেবীর প্রতিমা পৃথিবীর নানা পুণ্যক্ষেত্রে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা স্কন্দপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"এবমুক্ত্বা তু তে দেবাস্তাং দেবীং হর্ষসংযুতাঃ। অনুজ্ঞাতাস্তয়া জগ্মুঃ স্বাং পুরীমমরাবতীম্॥
তত্র গত্বা চিরাৎপ্রাপ্য স্বং রাজ্যং পাকশাসনঃ। পালয়ামাস সংহৃষ্টস্ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্॥
লোকাশ্চ সুখসম্পন্নাঃ সর্ব্বে জাতা স্ততঃ পরম্। যজ্ঞভাগভুজো দেবা ভূয়ো জাতাজগত্রয়ে॥
ততঃ পরঞ্চ সা দেবী ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাগতা। সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু স্থানেষু চ বিশেষতঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ সুরথো নাম ভূপতিঃ। আনর্ত্তস্তেন সদ্ভক্ত্যা ক্ষেত্রেহত্রৈব বিনির্ম্মিতা॥"

(২৪৯) দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে— "যদি বল, মেধস্মুনি প্রথম অধ্যায়ে 'তথাপি মমতাবর্ত্তে' ইত্যাদি রূপে যে মহামায়ার স্বরূপকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই 'ব্রহ্মর্ষিগণের স্তব; তাহার উত্তর এই—এক মেধস্ মুনি—'ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে পারেন না। 'গৌরবে বহুবচন' বলিলে ঐ শ্লোকে 'ব্রহ্মণা' আছে। ত্রিলোকজননী জগদ্গুরু ব্রহ্মারও গৌরব করেন নাই—আর 'ব্রহ্মর্ষিভিঃ' বলিয়া অপরের গৌরব করিবেন,—মা সন্তানকে পূজ্যভাবে উল্লেখ করিবেন,—ইহা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মেধস্—সুরথকে দেবীচরিত্র শ্রবণ করাইবার আরম্ভে দেবীর স্বরূপকীর্ত্তন করিয়াছেন, দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি স্তব ও চরিত্র, তৎপূর্ব্ব ঘটনা; মেধস বর্ণিত সেই পূর্ব্ব ঘটনার মধ্যে মেধস্ কৃত বর্ত্তমান স্তবের উল্লেখ একেবারেই অসঙ্গত। স্তব অন্যতম সাধন ভক্তি—আরাধনাবিশেষ। ইন্দ্রাদি দেবতা ও দিব্য মহর্ষিগণ কায়মনোবাক্যে মহামায়ার আরাধনা করিলেন, প্রণাম ও পুলকে কায়িক আরাধনা, আনন্দের উল্লেখে ধ্যানরূপ মানসিক আরাধনা ও স্তবে বাচিক আরাধনা প্রকাশিত হইয়াছে।"

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সকল তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিবার কোন স্থল এখানে আদৌ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ; তাহার কারণ, স্কন্দপুরাণে অতি পরিষ্কার ভাষাতে বর্ণিত হইয়াছে, দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে কাত্যায়নমুনির আশ্রমে যে সময়ে সম্মিলিত দেবতেজ এবং ব্রহ্মর্ষিতেজ হইতে প্রদীপ্তা হইয়া দেবী মহামায়া তেজোময়ীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন, সেই সময়ে মহর্ষিকাত্যায়ন দেবী মহামায়াকে স্তুতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে এই কাত্যায়নমুনির স্তুতি হইতে সংহার অস্ত্র হস্তে লইয়া দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবী মহামায়ার একনাম "কাত্যায়নী"হইয়াছে (২৫০)। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যে "কাত্যায়নী" নামে দেবী চণ্ডিকা বহুস্থানে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। যে মহর্ষি কাত্যায়ন, যুদ্ধের প্রারম্ভে, দেবতাগণ সহিত সম্মিলিত হইয়া দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন, যুদ্ধের উপসংহারকালে, সেই মহর্ষি কাত্যায়ন, সুরগণের সহিত সমবেত হইয়া দেবীচণ্ডিকাকে পুনর্ব্বার স্তুতি করিয়াছেন এরূপ মনে করিতে কোনই বাধা নাই। এই মহাযুদ্ধের বর্ণনা মধ্যে মহর্ষি গৌতম, মহর্ষি কাত্যায়ন এবং দেবর্ষি নারদের নাম একাধিকবার অনেক পুরাণে উক্ত হইয়াছে। দেবতাগণেরন্যায় মহর্ষিরাও এই মহাযুদ্ধে দেবী মহামায়াকে নানা সময়ে নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। গৌতম প্রভৃতি দেবর্ষি এবং মহর্ষিগণ মহাযুদ্ধের উপসংহার সময়ে, সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া এবং দেবতাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমস্বরে দুষ্টদৈত্যদলনী, কাতরে আশ্রয়প্রদায়িনী, একহস্তে সংহারশক্তিধারিণী অন্যহস্তে শান্তিসুধা বিতরণবিধায়িনী দেবীকাত্যায়নীর পরমপবিত্র স্তুতিগীতিতে বিশ্ববিমোহিত করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। সমবেত দেব ও ঋষিগণের কণ্ঠনিঃসৃত যে স্তুতিগীতির আগুন্ত, গভীর জ্ঞানসন্দর্ভে এবং ভক্তি ভাববিন্যাস পরিপাটিতে পরিপূর্ণ, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কৃপাতে, চণ্ডীগ্রন্থের মহিষাসুরবধচিত্রের পরিসমাপ্তিতে, ঐ স্তুতির কিয়দংশ ত্রিলোকের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশার্থে অদ্যাপি বিশ্ব-সংসারে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"সুরা দেবাঃ দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈঃ মহর্ষিভির্নারদাদিভিঃ সহ তাং দেবীং তুষ্টুবুঃ। দিব্যৈরিত্যুপলক্ষণম্, অন্যৈরপি মহর্ষিভিঃ সহেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা দিব্যৈঃ দিবিস্থিতৈঃ ভবতের্বিদ্যমানসত্তার্থত্বাৎ যুদ্ধদর্শনার্থমাকাশস্থিতৈরিতি ভাবঃ।"

(২৫০) "ততোঽতিকোপান্মধুসূদনস্য, সশঙ্করস্যাপি পিতামহস্য। তচ্চৈকতাং পর্ব্বতকূটসন্নিভং, জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে মুনে॥
কাত্যায়নস্যাপ্রতিমেন তেজসা, মহর্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ। তেনর্ষিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং, জ্বলৎ-প্রকাশার্কসহস্রতুল্যং॥
তস্মাচ্চ জাতা তরলায়তাক্ষী, কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধদেহা।"

(বামনপুরাণ)

(মহিষাসুরবধান্তে শক্রাদীনাং স্তুতিঃ।)

ঋষিরুবাচ ॥২১৮॥

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥২১৯॥

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥২২০॥

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥২২১॥

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥২২২॥

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥২২৩॥
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥২২৪॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥২২৫॥
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥২২৬॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥২২৭॥

২১৮ হইতে ২২৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি বলিলেন।—দেবী সেই মহাবলসম্পন্ন মহিষাসুর ও অসুরসেনাগণের নিপাত করিলে, আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া এবং তজ্জন্য অতি রমণীয় দেহ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদের স্কন্ধ ও গ্রীবা আনত করিয়া নানা প্রকার বাক্যে দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। যে দেবী আত্মশক্তিদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহই যাঁহার মূর্ত্তি, অখিল দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই অম্বিকাদেবীকে আমরা ভক্তিসহকারে প্রণাম করি; তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব যাঁহার অতুল প্রভাব এবং বল ইয়ত্তা করিতে পারেন না, সেই চণ্ডিকাদেবী নিখিল জগৎ পরিপালনে এবং বিশ্বের অমঙ্গলভয়নাশে ইচ্ছা করুন। হে দেবি, তুমি পুণ্যশীলগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা, পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী-রূপা, তুমি বিশুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিস্বরূপা, তুমি সৎব্যক্তিদিগের চিত্তে শ্রদ্ধারূপা, তুমি সৎকুলজাতব্যক্তিগণের হৃদয়ে লজ্জাস্বরূপা। এতাদৃশী তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, এই বিশ্বকে প্রতিপালন করুন। হে দেবি, চিন্তার অতীত অসুর নাশক তোমার এই রূপের এবং অমিত বিক্রমের বর্ণন আমরা বাক্যদ্বারা কিরূপে করিব? যুদ্ধে দেবাসুর এবং গণাদি বিষয়ে তোমার যে অনুপম কার্য্যকলাপ, তাহাই বা কিরূপে বাক্যে বর্ণন করিব? হে দেবি! তুমি জগতের মূল কারণ। তুমি ত্রিগুণা তথাপি তুমি রাগাদি দোষের বিষয়ীভূতা নহ। তুমি হরি-হরাদিরও অনধিগম্যা। তুমি সর্ব্বব্যাপিনী; সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপা; এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূত; তুমি নির্বিকারা পরমা আদ্যা প্রকৃতি। হে দেবি, সমস্ত যজ্ঞে যে স্বাহার সম্যক্ উচ্চারণে নিখিল দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন, তুমি সেই স্বাহা; পিতৃলোকের তৃপ্তির হেতুভূত স্বধাও তুমি; এজন্য দেব-পিতৃ যজ্ঞকারিগণ তোমাকেই স্বাহা ও স্বধারূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। হে দেবি, যে বিদ্যা মুক্তির হেতু এবং দুরনুষ্ঠেয় বৃহদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত যে বিদ্যার বিষয়ীভূত, সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপা ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতা পরমাবিদ্যা তুমি। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং রাগাদি দোষ বিহীন সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপা তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তুমি শব্দ ব্রহ্মস্বরূপা। তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের আশ্রয়। তুমিই উদাত্তাদি স্বরযোগে রমণীয়পদযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়। তুমিই বেদরূপা। তুমি সর্ব্বার্থ-প্রকাশিকা। তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তা। তুমি বৃত্তিস্বরূপা এবং সমস্ত জগতের পরম দুঃখ বিমোচন বিধাত্রী।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ২১৯ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমেই যে "শক্রাদয়ঃ সুরগণা" উক্তি রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যান সময়ে কোন কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার "ইন্দ্রাদি দেবসমূহ অর্থ করিয়াছেন (২৫১)। দেবসমূহশব্দার্থে যদি সমস্ত দেবতা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এস্থানে 'দেবসমূহ' শব্দ ব্যবহার সঙ্গত হয় নাই। তাহার কারণ এক্ষেত্রে সমস্ত দেবতা একত্রিত হইয়া যে দেবীর স্তুতি করেন নাই তাহা পরবর্ত্তী ২২১ এবং ২২৪ সংখ্যক শ্লোকে অতি পরিষ্কাররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। ২২১ সংখ্যক শ্লোকে 'ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব যে দেবীর অতুল প্রভাব এবং বল ইয়ত্তা করিয়া বলিতে পারেন না' ইত্যাদি কথিত হওয়ায় অন্ততঃ তাঁহারা এই স্তুতিগান সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না কিম্বা উপস্থিত থাকিলেও ঐ স্তুতিগীতি সময়ে মৌনাবস্থাতে ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। "শক্রাদয়ঃ সুরগণা" বাক্যের শেষে যে "গণ" শব্দ আছে তদ্দ্বারা কোন কোন ভাষ্যকার কেবল দেবগণকে না বুঝিয়া দেবতা সহিত ব্রহ্মর্ষিগণকে যোগ করিয়া গণ শব্দের আয়তন প্রসারিত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন (২৫২)। কোন কোন ভাষ্যকার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া "গণ"কে দেবসমূহ না বলিয়া দেবীর দেহ হইতে যুদ্ধ সময়ে যে "গণ" নামক যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত

---

(২৫১) "শক্রঃ ইন্দ্রঃ আদির্যেষাং তে সুরগণাঃ ইন্দ্রমুখ্যাঃ দেবসমূহাঃ"।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা।)

"শক্রমুখাঃ সর্ব্বেঽপি সুরগণাঃ দেব্যাঃ স্তুতিং কর্ত্তুমারেভিরে।" (শান্তনবী।)

(২৫২) "মরিচ্যাদীনাং ব্রহ্মর্ষীণাং দিব্যতয়া সুরগণা ইত্যনেন তেষামপি গ্রহণং, "তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিরি"তি প্রাগুক্তেঃ "মহিষান্তকরীসূক্তং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিরি"তি তন্ত্রান্তরাচ্চ। অতএব বক্ষ্যতি—"যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতা ইতি। তদর্থশ্চ যুষ্মাভিঃ কৃতা যা স্তুতয়ো নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ ইত্যাদয়ো দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদেত্যাদয়শ্চ—যুষ্মাভির্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চ কৃতাঃ যাঃ স্তুতয়ো দেব্যা যয়া তত্তমিদমিত্যাদ্যাশ্চেতি, যুষ্মাভিরিত্যস্য যোগ্যতয়া দ্বিঃপ্রতিসন্ধানেন পর্য্যবস্যতি। ন তাবদেতাঃ স্তুতীরন্তরেণ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতা কাচন স্তুতিরস্তি। নচ তথাপি মমতাবর্ত্ত ইত্যাদয়ো মেধঃকৃতা স্তুতয় এব ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতা ইত্যনেন নির্দ্দিষ্টা ইতি বাচ্যং, বহুবচনানুপপত্তেঃ, গৌরবে বহুবচনমিতি চেৎ উত্তরত্র ব্রহ্মণা চ কৃতা ইত্যত্র ব্রহ্মপদোত্তরং গৌরবসূচকবহুবচনমনুপন্যস্যন্ত্যাঃ সর্ব্বজনন্যা মহামায়ায়া ব্রহ্মর্ষিভিরিত্যত্র গৌরবনির্দ্দেশস্যাসঙ্গতত্বাৎ। কিঞ্চ 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিরি'ত্যারভ্য 'আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা' ইত্যন্তসন্দর্ভং মেধা নাম মুনিবরঃ সুরথসমাধী শ্রাবয়ামাস, তথাপি মমতাবর্ত্ত ইত্যাদ্যুক্তিশ্চ তৎসন্দর্ভাদর্ব্বাচীনা—তৎসন্দর্ভান্তরালিকং হি যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চেতি এবং নাম পূর্ব্ববৃত্তসন্দর্ভে পরবৃত্তস্তুতীনামুল্লেখস্য কনিষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠজন্মদর্শনবন্নিতরামনুপপত্তেঃ। পূর্ব্বকল্পীয়মেধঃকৃতস্তবস্য পরিগ্রহে ত্বনধ্যবসায়াপত্তিঃ, ব্রহ্মর্ষিভিরিত্যনেন মেধস ইব পূর্ব্বকল্পীয়ব্রহ্মর্ষ্যন্তরস্যাপি গ্রহণসম্ভবেন তৎকৃতদেবীমাহাত্ম্যাতিরিক্তস্তবস্যাপি গ্রাহ্যত্বাপাতাৎ নিরর্থককল্পনাগৌরবাচ্চেতি দিক্।" (দেবীভাষ্য।)

দেবী সৈন্যসকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই গণসৈন্যগণকেই এস্থানে লক্ষ্য করা হইয়াছে এরূপ স্থির করিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করাও তাঁহাদের সঙ্গত হয় নাই।

পরবর্ত্তী ২২৩ সংখ্যক শ্লোকে "সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু" উল্লেখ আছে। তাহা দেখিয়া, ২১৯ সংখ্যক শ্লোকে "গণ" শব্দের অর্থে দেবতাগণ নহে, পরন্তু দেবীর "গণসৈন্যগণ" সিদ্ধান্ত করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, ২১৯ সংখ্যক শ্লোকে "গণ" শব্দ যে অসুরগণ ও দেবগণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পরন্তু ২২৩ সংখ্যক শ্লোকের "গণ" শব্দে দেবীর গণ সৈন্যকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "গণ" শব্দে দেবগণ বুঝিতে কোন বাধার কারণ নাই। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে, ২১৯ সংখ্যক শ্লোকে "গণ" শব্দ থাকায়, তদ্দ্বারা স্বর্গলোকের সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষি একস্থানে একত্রিত হইয়া দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন, ভাষ্যকারগণমধ্যে এরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন স্থল এখানে দেখা যাইতেছেনা। পুরাণের বর্ণনানুসারে স্বর্গলোকের দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি জানিতে পারা যায় (২৫৩)। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ঘোর অত্যাচারী মহিষাসুরের নিপাতে কেবল ইঁহারা নহেন, মনুষ্যাদি জীবকুল ও যে বিপুল আনন্দিত হইয়া থাকিবেন, অনায়াসে এমন মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাই বলিয়া "আদি" শব্দের ভাবার্থ প্রসারিত করিয়া দেবগণ, অসুরগণ, গণসৈন্য এবং মনুষ্যগণ পর্য্যন্ত যাঁহারা এক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহারা "আদি" এবং "গণ" শব্দের সদর্থ নিস্কাশন করিতে চেষ্টা করেন নাই (২৫৪)। দেবীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সেই সময়ে ইঁহারা সকলে একস্থানে

---

(২৫৩) "দেবতা—তস্যাঃ সংখ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটয়ঃ।" (শব্দকল্পদ্রুম।)

"There are, as is generally known, three supreme gods; Brahma, Vishnu, and Siva and we may conceive these three mightiest deities at the summit and highest pinnacles of the whole fabric; and below them, sometimes proceeding out of them as incarnations or symbols, or as their wives and subordinate attendants, a whole host of minor deities, said to be in all three hundred millions."

(Religious systems of the world by Sir Alfred Lyall.)

(২৫৪) "সর্ব্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু (অসুরাণাং দেবানাঞ্চ গণাঃ সমূহা, যদ্বা গণাঃ প্রমথা আদয়ো যেষাং মনুষ্যাদীনাং তেষু) তব যানি অতিচরিতানি (অদ্ভুতানি অত্যুৎকৃষ্টানি চরিতানি বীরকর্ম্মাণি) [তানি] [বাচা কিংবর্ণয়াম] [যৎ মনসাপি অচিন্তনীয়ং তৎ বাচা কিং বর্ণয়িতুং শক্যতে ইতি ভাবঃ]"। (পণ্ডিত অবিনাশ কবিভূষণ কৃত চণ্ডীব্যাখ্যা।)

সমবেত হইয়াছিলেন এরূপ একটা উৎকট সিদ্ধান্ত করা নিষ্প্রয়োজন। সে সময়ে ঐভাবে তাঁহাদের সকলের একত্রিত হইবার কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল না, এবং এই কারণে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা যুদ্ধের অবসানে কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে ঐভাবে সমবেতও হয়েন নাই। দেবতাগণমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ কতিপয় প্রধান দেবতা এবং কাত্যায়ণাদি কয়েকজন প্রধান ঋষি সমবেত হইয়া যে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন ২১৫ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের উপসংহারে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। কষ্টসাধ্য অর্থ নিষ্কাশন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য এইরূপ সহজ অর্থ করাই সঙ্গত এবং এক্ষেত্রে এইরূপ সহজ সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য।

২২০ সংখ্যক শ্লোকে যে দেবী আত্মশক্তিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম করা হইয়াছে। এখানে জগৎ অর্থে কেবল পৃথিবী, স্বর্গ এবং পাতাল বুঝিতে হইবে না। চতুর্ধরী টীকাকার জগৎ অর্থে ব্রহ্মাণ্ড বুঝিয়াছেন (২৫৫)। ইহাতেও এস্থানের ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থকে অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। বস্তুত দেবীর ক্রিয়াশক্তি একটীমাত্র জগতের কিম্বা একটিমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের চতুঃসীমামধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ অনন্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসক্রিয়াশক্তি সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করিতেছে। এখানে "শক্তি" অর্থে দেবীর এইরূপ ক্রিয়াশক্তিই বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রাদি দেবগণের এ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত নহে। এজন্য বলা যাইতে পারে, এস্থানে "জগৎ" শব্দ এবং দেবীর "শক্তি" শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পরেই বলা হইয়াছে নিখিল দেবগণের শক্তি সমূহই তাঁহার মূর্ত্তি। শ্লোকের এরূপ সহজ অর্থ করিতে কোন বাধা নাই; কিন্তু টীকাকার চতুর্ধরী এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—সমস্ত দেবগণের শক্তিবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে দেবী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে দেবতাগণ প্রণাম করিতেছেন (২৫৬)। দেবীর শক্তি এবং দেবীর মূর্ত্তি এক বস্তু নহে। মূর্ত্তি দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য। তাহা হইলেও এই দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে, দেবগণের ক্রোধশক্তি হইতে দেবীর যুদ্ধ সময়ের রণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল।

২২২ সংখ্যক শ্লোকে দেবীকে পুণ্যশীলগণের গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা এবং পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জগতে লক্ষ্মীদেবী এবং অলক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি

(২৫৫) "ইদং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডম্"। (চতুর্ধরী।)

(২৫৬) "নিঃশেষদেবগণস্য শক্তিসমূহায় সামর্থ্যোপচয়ায় মূর্ত্তির্বিগ্রহো যস্যাঃ।" (চতুর্ধরী।)

কিম্বা আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণের নানাস্থানে নানারূপ আখ্যায়িকা আছে। কোন কোন পুরাণে লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীদেবী উভয়েই সমুদ্রমন্থন ঘটনাতে এক সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছে এবং বিষ্ণু, লক্ষ্মীদেবীকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া অলক্ষ্মীদেবীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কোনও স্থানে কথিত হইয়াছে—বিষ্ণু, নিজ দেহের বামভাগ হইতে দেবীলক্ষ্মীকে উৎপন্ন করিয়াছেন (২৫৭)। কোন স্থানে প্রলয়কালে দেবী

---

(২৫৭) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, লক্ষ্মীদেবী সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা বিষ্ণুর বাম অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। যথা—

"সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। দেবী বামাংশসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে॥"

* * * *

ঐ পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী। পাতালেষু চ মর্ত্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষেব গৃহিণী চ কলাংশয়া। সম্পৎস্বরূপা গৃহিনাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিণী। ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ॥
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা।" ইত্যাদি।

ঐ পুরাণে আরও বর্ণিত হইয়াছে, লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন তৎপরে ব্রহ্মা তাঁহাকে আরাধনা করেন, তৎপরে মহেশ্বর কর্তৃক তিনি অর্চ্চিতা হইয়াছিলেন। যথা—

"বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে শঙ্করেণ চ॥"
"ক্ষীরাব্ধৌ তু তথা লক্ষ্মীঃ কিলোৎপন্না ময়া শ্রুতা। খ্যাতা ভৃগোঃ সমুৎপন্না এতদাহ কথং ভবান্॥"
(পদ্মপুরাণ।)

"দুর্ব্বারণো দেবসভাং প্রবিষ্টঃ প্রব্যলোকয়ৎ। হরিং দেবৈস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিভিঃ পরিবেষ্টিতম্॥"
"মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেবদানবৈঃ। (পদ্মপুরাণ।)

* *

শ্রীর্দ্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা। তাং তুষ্টুবুর্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ।)

স্কন্দপুরাণের "বঙ্গবাসী" প্রেস হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি বিবরণ কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"নির্মথ্যমান উদধি হইতে এইবার ভুবনৈকপালিনী সেই দিব্যলক্ষ্মী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া বর্ণন করেন, অন্য অনেকে যাঁহাকে মূলবিদ্যা বলিয়া স্তব করেন, যাঁহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যা এবং কেহ কেহ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, আজ্ঞা ও আশারূপে বর্ণন করেন, কোন কোন যোগী যাঁহাকে বৈষ্ণবী নামে অভিহিত করেন; নিত্যযুক্ত মায়িগণ যাঁহার মায়া নাম নিরূপণ করেন এবং অন্য অনেক জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যাঁহাকে

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মহালক্ষ্মীর ক্রোড়ে, নারায়ণ নিদ্রিত থাকেন বলা হইয়াছে। চণ্ডিমাহাত্ম্যগ্রন্থের প্রথমেও এইভাব পরিজ্ঞাপক বর্ণনা আছে। কোন স্থানে বা অলক্ষ্মীকে নরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২৫৮)। লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এরূপ কথা যেখানে যতই থাকুকনা কেন, পুরাণের নির্ব্বিবাদ উক্তিতে জানা যাইতেছে, মানুষের সদাচারে লক্ষ্মীদেবীর এবং কদাচারে অলক্ষ্মীদেবীর সদা অবস্থিতি হইয়া থাকে (২৫৯)। সদাচারি ও কদাচারি নরনারী দ্বারা জগৎসংসার সদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীর স্তুতিতে যে বলিয়াছেন, তুমিই পুণ্যশীলের গৃহে লক্ষ্মীরূপে এবং পাপাত্মাদের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা থাক, তাঁহাদের ঐ কথা সম্বন্ধে কাহারই কিছু বলিবার স্থল নাই।

কেনোপনিষৎপ্রতিপাদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া বর্ণন করেন, সুরাসুরগণ সেই মহালক্ষ্মীদেবীকে তৎকালে ধীরে ধীরে আগমন করিতে দেখিলেন।"

"Sri, the bride of Vishnu, the mother of the world, is eternal, imperishable; as he is all pervading, so she is omnipresent. Vishnu is meaning, she is speech; Hari is polity, she is prudence; Vishnu is understanding, she is intellect; he is righteousness, she is devotion; Sri is the earth, Hari is its support. In a word, of gods, animals and men Hari is all that is called male; Lakshmi is all that is termed female; there is nothing else than they." (Hindu Mythology by W. J. Wilkins.)

"Lakshmi, name of the goddess of fortune and beauty (frequently in the later mythology identified with Sri and regarded as the wife of Vishnu or Narayana; according to Rigveda she sprang with other precious things from the foam of the ocean when churned by the gods and demons for the recovery of Amrita, she appeared with a lotus in her hand, whence she is also called Padma; according to another legend she appeared at the creation floating over the water on the expanded petals of a lotus flower."

(Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Williams.)

(২৫৮) "অলক্ষ্মী—নরকদেবতা। তৎপর্য্যায় নির্ঋতিঃ।" (শব্দকল্পদ্রুম।)

বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত লিঙ্গপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"ঋষি বলিলেন হে সূত! দেবদেব জনার্দ্দন হইতে কিরূপে জ্যেষ্ঠার (অলক্ষ্মীর) উৎপত্তি হইল, একথা আমাদিগের নিকট তুমি যথার্থরূপে বল। সূত বলিলেন, জনার্দ্দন বিষ্ণু অগ্রে অলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়া তৎপশ্চাৎ ভগবতী লক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অগ্রে অলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এনিমিত্ত তাঁহার নাম জ্যেষ্ঠা হইয়াছে, অমৃতোৎপাদনকালে বিষের উৎপত্তির পর অত্যন্ত উগ্রবিষ হইতে অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী উৎপন্না হন।"

(২৫৯) পদ্মপুরাণে অলক্ষ্মীদেবীর রূপ এবং বাহনের বর্ণনা এই ভাবে করা হইয়াছে ঃ—

"অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চ্চিতাং গৃহসম্মার্জ্জনীহস্তাং গর্দ্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াম্॥" (কৃত্যচন্দ্রিকা।) (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, শরৎকালের মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাদেবীর মহাপূজাতে, দুর্গাপ্রতিমার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর যে দুইটি দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়, ইঁহাদিগকে দুর্গাদেবীর দুই কন্যা বলিয়াই সাধারণে জ্ঞাত আছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকাকে "তুমিই লক্ষ্মী" বলিয়া তাঁহাদের স্তুতিতে বারম্বার উল্লেখ করাতে, অনেকের মনে একটা উৎকট খট্‌কা উঠিতে পারে। কন্যা লক্ষ্মী আর মাতা দুর্গা এক হইবেন কিরূপে? এই খট্‌কা দূর করিবার জন্য, চণ্ডীগ্রন্থের কোন ভাষ্যকার বা টীকাকার এপর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। এজন্য এস্থলে এতৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। এই সমস্যা সমাধানের চাবি দূর স্থানে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথমেই দেবীর ন্যাসে দেখা যাইতেছে, (১) মধুকৈটভ (২) মহিষাসুর এবং (৩) শুম্ভ নিশুম্ভ নিপাতের তিন সময়ে এক চণ্ডিকাদেবীকেই তিন বিভিন্নভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতে হইয়াছিল। শ্রীমহাকালী, শ্রীমহালক্ষ্মী এবং শ্রীমহাসরস্বতী দেবী বলিয়া দেবী চণ্ডিকার দেবাসুর যুদ্ধকালিন এই তিন ভাবকে বর্ণনা করা হইয়াছে (২৬০)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকা দেবী কালিকা, দেবী লক্ষ্মী এবং দেবী সরস্বতী পৃথক নামে কথিত হইলেও বস্তুতঃ এক এবং অভিন্না। কার্য্য এবং সময়ের পার্থক্যে দেবী চণ্ডিকা এই সকল বিভিন্ন নামে ও রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন মাত্র। যুদ্ধ সময়ে দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে কালিকাদেবী উৎপন্না হইয়া দৈত্য

পদ্মপুরাণে মহাদেবের উক্তিতে অলক্ষ্মীদেবীর বাসস্থানের এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল জানিতে পারা যাইতেছে :—

"যেষাং গৃহান্তরে নিত্যং কলহঃ সংপ্রবর্ত্ততে। তৎ তে স্থানং প্রযচ্ছামো বাসস্তত্র শুভাননে॥
যস্য গেহে কপালাস্থিভস্মকেশাদিচিহ্নিতম্। পরুষং ভাষতে নিত্যং বদন্ত্যনৃতবাদিনঃ॥
সন্ধ্যাকালে চ যে পাপাঃ স্বপন্তি মলচেতসঃ। তেষাং বেশ্মনি সন্তিষ্ঠ দুঃখদারিদ্র্যদায়িনী॥
কপালকেশভস্মাস্থিতুষাঙ্গারাণি যত্র তু। তত্র তে সততং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং যস্ত্বাচামতি দুর্ম্মতিঃ। তং ভজস্ব সদা দেবী কলুষেণাবৃতা ভৃশম্॥" (পদ্মপুরাণ।)
"বেদধ্বনির্ভবেদ্ যস্মিন্নতিথীনাঞ্চ পূজনং। যজ্ঞদানাদিকং বাপি নৈব তত্র বসাম্যহং॥
পরস্পরানুরাগেন দাম্পত্যং যত্র বর্ত্ততে। পিতৃদেবার্চ্চনং যত্র নৈব তত্র বসাম্যহম্॥
দ্যূতোদররতা যত্র পরদ্রব্যাপহারিণঃ। পরদাররতাশ্চাপি তত্র স্থানে রতির্ম্ম॥
গোবধো মদ্যপানঞ্চ যত্র সঞ্জায়তেঽনিশম্। ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি তস্মিন্ স্থানে রতির্ম্ম॥
বৃদ্ধসজ্জনবিপ্রাণাং যত্রস্যাদপমাননম্। নিষ্ঠুরং ভীষণং যত্র তত্র নিত্যং বসাম্যহম্॥" (পদ্মপুরাণ।)

(২৬০) "প্রথম-মধ্যমোত্তমচরিত্রানাং ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাঋষয়ঃ।
শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ॥" ইত্যাদি (সপ্তশতীন্যাসাদয়ঃ দ্রষ্টব্যাঃ।)

রক্তবীজ সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, চণ্ডীগ্রন্থমধ্যেই এবিষয়ের উল্লেখ আছে। এই দৃষ্টিতে, কালিকাদেবীকে চণ্ডিকাদেবীর কন্যা আখ্যা দিতে বাধা কি? এই দৃষ্টিতে দেবী লক্ষ্মীকে এবং দেবী সরস্বতীকেও দেবী চণ্ডিকার কন্যা বলা যাইতে পারেনা কি? মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবীর প্রতিমাতে, দেবীর তিন ভাবের একভাব প্রকাশক মহাকালিরূপা চণ্ডিকাদেবীকে মধ্যস্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে তাঁহার দেবাসুর যুদ্ধকালের অপর দুইভাব বিজ্ঞাপক দেবী লক্ষ্মী এবং দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, এদেশের সাধক ও ভাবুক মনুষ্যগণ ভক্তির এবং ভাবুকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া রাখিয়াছেন।

উপরে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, দেবাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী চণ্ডিকা এবং দেবী লক্ষ্মীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদন জন্য তাহা পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইলেও পুরাণাদি নানা শাস্ত্রগ্রন্থে লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে আরও আমরা যে সকল কথা দেখিতে পাইতেছি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এক্ষেত্রে অসাময়িক হইবে না। বিশ্বমাতাস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীকে ঋষিগণ এবং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতাগণ যেরূপ অতি উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং বারম্বার স্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এবং দেবী চণ্ডিকাকে একাসনে রাখিয়া একমূর্ত্তিতে অভিন্নভাবে ভাবনা করিতে কোনই বাধা নাই।

আলোচিত শাস্ত্র উক্তি সকল এবং এইরূপ আরও শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশকে আশ্রয় করিয়া, উচ্চ ভাবের অত্যুচ্চ শিখরদেশে যতই আমরা উঠিতে চেষ্টা করিব, ততই লক্ষ্মীদেবীকে পরমাপ্রকৃতি চণ্ডিকাদেবীর সহিত অভিন্নারূপে দর্শন করিতে আমরা সমর্থ হইব। অন্যদিকে আমাদের দৃষ্টিকে যতই নিম্নমুখী করা যাইবে, ততই লক্ষ্মীদেবীকে কেবল সামান্য "ধনধান্যসম্পদ" দায়িনী একটী দেবীরূপে আমরা দেখিতে থাকিব। ইয়োরোপের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে সে দেশের লক্ষ্মীস্থানীয়া দেবদেবীকে এইরূপ "ধনধান্যসম্পদ" দাতা দেবদেবীরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে (২৬১)। বস্তুতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতির মধ্যে দেবী চণ্ডিকাকে "তুমিই লক্ষ্মী"

---

(২৬১) এদেশের ধন সম্পদের মূল বস্তু ধান্য, এজন্যই বোধ হয় দেবী লক্ষ্মীকে ধনধান্যের অধীশ্বরী বলা হইয়াছে। ইয়োরোপে ধানের কৃষি অল্প। কোন কোন স্থানে আঙ্গুরের কৃষি অত্যন্ত অধিক এবং আঙ্গুর জাত মদিরার সমাদর অধিক। এজন্য প্রাচীন গ্রীষের Baechus দেবতাকে আঙ্গুর ক্ষেত্রের অধীশ্বর এবং সমাজের সুখসম্পদদাতা বলিয়া পূজা করা হইত। "BACCHUS The Greek Dionysius, son of Jupiter and Semele. Originally a nature-god, but from an early period recognised as a god of wine

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যেস্থানে বলা হইয়াছে, সেস্থানে বেদের শ্রীসুক্তে বর্ণিতা লক্ষীকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তি করা হইয়াছে;—ধনধান্যদায়িনী ধান্যের ধামাতে সংস্থাপিতা লক্ষ্মীদেবীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। এই কথাতে ওরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে গ্রাম্যলোকের পূজ্যা ধান্যগোলার অধিশ্বরী লক্ষ্মীমাতা দেবীপদবাচ্যা নহেন, আর বেদেবর্ণিতা শ্রীদেবীই লক্ষ্মীপদবাচ্যা ; তাহা নহে। উভয় স্থানেই দেবী লক্ষ্মী বিরাজিতা রহিয়াছেন। তবে যেমন আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে উদ্‌গীর্ণ অগ্নিও অগ্নি, আর ধূপশলাকার অগ্রে স্থিত অগ্নিও অগ্নি, সেইরূপ এক্ষেত্রে কেবল স্থানভেদে রূপগত পার্থক্য মনে করিতে বাধা নাই।

অতঃপর ঐ শ্লোকে কথিত অলক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধেও এস্থলে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। অলক্ষ্মীদেবীকে পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা কুরূপা এবং কলহপ্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিতা করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইয়োরোপের নানাপ্রদেশে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকেও অলক্ষ্মী দেবীকে কোথায়ও স্ত্রীমূর্ত্তিতে কৃষ্ণবর্ণা কুরূপা ইত্যাদি বলিয়া, কোথায়ও বা পুরুষ কৃষ্ণবর্ণদেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২৬২)। সাধারণ দৃষ্টিতে দিবা হইতে রাত্রি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু

---

and the vintage. But he presents not only the intoxicating power of wine, but also its social and beneficent influences."

আর একটি দেবতার বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়— "AGATHODÆMON. A Hellenic deity of prosperity and fruitfulness, * * * he was especially honoured at their banquets as the god of vinous profusion and terrestrial abundance."

চণ্ডীগ্রন্থের "তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি টীকাতেও লক্ষীদেবীকে কেবল ধনধান্যের অধিশ্বরী স্থির করিয়া লিখা হইয়াছে—"সুকৃতিনা; পূণ্যশালিনা; ভবনেষু গৃহেষু যা শ্রীঃ সম্পদ স্বয়মাত্মনা স্বরূপেন সম্পদ্রূপেতি যাবৎ।" দেবী-ভাষ্যের বাঙ্গালাতে এই অর্থ আংশিক অনুসরণ করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বসংযুক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে—"মহামায়া অদৃষ্টরূপিণী, শুভ অদৃষ্টবশেই ধন ধান্য, সুবুদ্ধি, দুরদৃষ্টবশে দারিদ্র্য ইত্যাদি হয়, এইস্থলে—কার্য্য ও কারণকে অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া তুমি লক্ষী অর্থাৎ ধন ধান্য সম্পদ" ইত্যাদি রূপে স্তব করা হইয়াছে। ইহা নৈয়ায়িক মত।"

"ARISTÆUS. A beneficent deity, noted as "the giver of all good gifts." He was the son of Apollo and Cyrene. He was the father of Actœon. He was worshipped as a protector of agriculture."

(২৬২) "SET. An Egyptian deity of darkness whom the Greeks identified with Typhon. He is of very ancient origin but from being regarded merely as a god of darkness he came to be looked upon as a god of evil, directly opposite in his nature to Osiris, who as the sun, was nightly supposed to be conquered by him. In later times he was regarded as an active power for evil."

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

জ্ঞান হইলেও এ দুইয়ের মধ্যে, কিম্বা শীতঋতু গ্রীষ্মঋতু, কিম্বা শীতলজল এবং উষ্ণজল, কিম্বা সুখ দুঃখ মধ্যে যেরূপ পার্থক্য থাকিয়াও একত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্টা দেবী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রধান বিষয়ে অতি ঘনিষ্ঠ এবং একত্ব সম্বন্ধ বিরাজিত রহিয়াছে। তাহা এই—ইহাঁরা উভয়েই পরমাপ্রকৃতিদেবী হইতে সমুৎপন্না, এবং উভয়েই বিশ্বপালন-ক্রিয়া সম্পাদনার্থে সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় হইতে নিযুক্তা হইয়া রহিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে

মিঃ লুইস স্পেনস্ কৃত Mythology হইতে উপরে উদ্ধৃত বিবরণ সকল সংগৃহীত হইল।

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার পুরাতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—সৃষ্টির আদি সময়ে সেস্থানও জলাকীর্ণ ছিল। জল প্রকম্পিত হইতে হইতে সেই জল হইতে প্রথম যে দেবতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল "লছহমু" এবং যে দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল "লছবাহমু"। ক্রমে নদ পশু পক্ষী সৃষ্টি হইল। ইহারা উভয়ে সৃষ্টি ও সৃষ্টি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ব্যাবিলোনিয়ার এই দুই দেবতার নামের সহিত লক্ষ্মী নামের উচ্চারণ গত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের উৎপত্তি বিবরণ Myths of Babylonia গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"In the begining the whole universe was a sea. * * * Then there was a movement in the waters, and the deities issued forth. The first who had being were thc god Lachmu and the goddess Lachamu."

এই আগ্যাদেবী পরে নানা স্থানে "ইস্তার" নামেও পূজিতা হইয়াছেন। ইহাঁকে "মামা" "মামি" "আমা" প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। "ইস্তার" সহিত লক্ষ্মীদেবীর "শ্রী" নামের এবং লক্ষ্মীদেবীর "মা" নামের সহিত "মামা" প্রভৃতি নামের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "Other forms of the Creatrix included Mama or Mami or Ama *i.e.* mother" এই গ্রন্থকার "মা" দেবীর কথা প্রসঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"Sri or Lakshmi, the Indian goddess who became the wife of Vishnu was * * * the mother of the world."

ব্যাবিলোনিয়াতে পুরাকালে যে "মা" দেবীর পূজা হইত তিনি ক্রোড়ে শিশু ধারণ করিয়া আছেন। সংস্কৃত অভিধানে "মা" শব্দ লক্ষ্মীদেবী জ্ঞাপক। ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"Another name of Baau was Ma and a form of the goddess Ma was half a woman and half a serpent, and was depicted with a babe suckling her breast."

ব্যাবিলোনিয়ার "মা" দেবীতে মাতৃভাবের পালনকার্য্য বিজ্ঞাপক চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। কারণ "মা"র চিত্রে দেখা যাইতেছে, তাঁহার ক্রোড়ে স্থিত শিশু পরমানন্দে তাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করিতেছে। "মা" দেবীর অর্দ্ধাঙ্গ সর্পাকৃতি থাকাতে, ঐ দেশে এক মূর্ত্তিতে লক্ষ্মীদেবীর সহিত অলক্ষ্মীদেবীর অপূর্ব্ব ভাব সমাবেশ করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া দেশের লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া বিশ্বপালনকারিণী লছহমু দেবীর বর্ণনার সহিত এদেশের লক্ষ্মীদেবীর বর্ণনা গত অনেক উচ্চভাবের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছু নাই, কারণ ব্যাবিলোনিয়া ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশ এবং এদেশ হইতে পুরাকালে অনেক শাস্ত্রীয় তত্ত্বই তথায় নীত হওয়া সম্ভব।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকাকে "তুমিই লক্ষ্মী" এবং "তুমিই অলক্ষ্মী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহাকালিকে যেমন তুমিই দিবা তুমিই রাত্রি বলিয়া স্তুতি করিলে কোনরূপ অসঙ্গত কার্য্য হয় না, সেইরূপ পরমাপ্রকৃতি মহামায়াকে "তুমিই লক্ষ্মী তুমিই অলক্ষ্মী" বলিয়া স্তুতি করিলে, কোন অংশে দোষের কথা হয় না। পালনকার্য্যের অধিদেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুর এই পালনকার্য্যের কতক অংশ ঘটনাবশতঃ যখন মহামায়াকে স্বহস্তে লইতে হয়, তখনই তাঁহার আর এক নাম হয় বিষ্ণুমায়া। মায়া, বিষ্ণুমায়া বা মহামায়ার নামান্তর দেবী চণ্ডিকাকে, নানাস্থানে বিশ্বমাতা এবং বিশ্বপালিকা বলা হইয়াছে। এই চণ্ডিকাদেবী লক্ষ্মী-

---

প্রাচীন গ্রীসে PLUTUS দেবকে ধনধান্যদাতা বলিয়া পূজা করা হইত এবং এখনও কোন কোন স্থানে পূজা করা হয়। কিন্তু প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার লছমু দেবীর ন্যায় ইঁহাকে উচ্চ মাতৃভাবে দেখিতে গ্রীকগণ কখনও অভ্যস্ত ছিলেন না। গ্রীসে সৌভাগ্য দেবীর একটি মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। ইহার অধিষ্ঠাত্রিদেবী TYCHE দেবীর ক্রোড়ে এই প্লুটাস্ দেবকে একটি শিশুমূর্ত্তিতে রক্ষা করা হইয়াছে। প্রস্তরমূর্ত্তিতে মাতার চক্ষুদ্বয় যেমন কাপড়ে বাঁধা, ক্রোড়ে ধনধান্যদাতা সন্তানের চক্ষুও তেমনি কাপড়ে বাঁধা রহিয়াছে। ইহার কারণ সে দেশের সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, ইহাঁরা লোকের গুণবিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে যথা ইচ্ছা ধনধান্য দান করিয়া থাকেন। এই দেবদেবীর এইরূপ অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে।—

"PLUTUS, the god of wealth, was a different personage from PLATO, * * * In the Theban temple of TYCHE (fortune) he appears as a child in her arms, she also being represented as blindfold, sometimes winged, sometimes standing on a slippery ball, holding the cornucopia, or horn of plenty from which she pours out her gifts so carelessly."

(CLASSIC MYTH by A. R. Hope Moncrieff.)

APHRODITE—The Hellenic goddess of love and beauty, known to the Romans as Venus. Aphrodite was probably only the Greek form of the Asiatic Astarte and hence comes the story of her having risen from the sea-foam. She was essentially a goddess of increase and therefore of love. * * * She was also goddess of wedded bliss."

উপরের উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—প্রাচীন রোমের আপরোদাইত দেবী সমুদ্রফেনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি নরনারীগণের কেবল সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করেন না, বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ মধ্যে দাম্পত্য প্রেম বিতরণ কার্য্যও ইহাঁর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

গ্রীসদেশবাসীদের পূজিতা পাণ্ডোরা দেবীতে লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীর সু এবং কুভাব মিশ্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

"The name Pandora denotes how she was endowed by the gods with beauty and accomplishments, instructed and dressed by, Athene, while Herme bestowed on her artful wiles and Aphrodite seductive charms.

(Classic Myth and Legends by A. R. Hope, Moncrieff).

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রূপে সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্যশীলগণের পালনকার্য্য সুসম্পন্ন করেন, আর এই চণ্ডিকা দেবীই অলক্ষ্মী-রূপে পাপাত্মাদিগের পালনকার্য্যও পরিচালনা করেন। পাপিগণ তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র নহে। পাপিগণকেও তিনি মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যে মাতৃভাবে তিনি পৃথিবীর পাপিগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার সেই মাতৃভাবেরই অন্য নাম "অলক্ষ্মীদেবী"। এই দৃষ্টিতে এইস্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিশ্বমাতা দেবী চণ্ডিকাকে তুমিই লক্ষ্মীদেবী এবং তুমিই অলক্ষ্মীদেবী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

২২২ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে কেবল "তুমি লক্ষ্মীরূপা, তুমি অলক্ষ্মীরূপা" বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই, তাঁহাকে তুমি জ্ঞানীর হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, তুমি সতের

প্রাচীন গ্রীশদেশ বিলুপ্ত হইয়াছে, গ্রীশের অর্দ্ধলক্ষ্মী স্থানীয়া পাণ্ডোরা দেবীও এখন অদৃশ্যা হইয়াছেন। কিন্তু ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশে, পাণ্ডোরাদেবীর কার্য্য এখনও একভাবে একটু সজীব আছে বলা যাইতে পারে। পাণ্ডোরাদেবীর বাক্স নানা উপহার বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। বাক্স খুলিলে লোকে দেখিলেই সে সকল বস্তু উড়িয়া যাইত। কেবল বাক্সমধ্যে "আশা" নামক যে বস্তু ছিল তাহাই অব্যয় ও অক্ষয়। ইয়োরোপের অনেক রাজনৈতিক নেতার ও দাতার দানসামগ্রী সকল বাক্স খুলিয়া হাতে দিতে না দিতেই অদৃশ্য হয়, কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত মধুর আশারবাণী পাণ্ডোরাদেবীর বাক্সের "আশার" ন্যায় অক্ষয় অব্যয় আকারে সদা বিরাজিত থাকে। এই দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে ইয়োরোপের লক্ষ্মীরূপা পাণ্ডোরাদেবী এখনও সেখানে কিঞ্চিৎ সজীব আছেন।

পুরাকালে প্রাচীন লোকসমাজে কি নামে এবং কি ভাবে লক্ষ্মীদেবীর পূজা সম্পন্ন হইত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল; ইহা হইতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে বর্ত্তমান সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা পৃথিবী হইতে এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য এবং অসভ্য দেশে প্রায় সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে কোন না কোন ভাবে প্রতিনিয়ত লক্ষ্মীদেবীর পূজার্চ্চনা চলিতেছে। চিনে, জাপানে, তাতারে, তিব্বতে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরা এবং এদেশের জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা, হিন্দুর অন্য দেবদেবী প্রতি তাদৃশ আস্থাবান না থাকিলেও মন্দিরে স্থাপিতা বিভিন্নমূর্ত্তিতে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমা প্রায় সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে আয়ারলণ্ডে "লাকি" শব্দার্থে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এবং "লাক" শব্দার্থে সৌভাগ্য বুঝায়। উত্তর রুসিয়া দেশে লুকুমা শব্দে সৌভাগ্যদেবী বুঝায়। সৌভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মীর সহিত এই সকল শব্দের উচ্চারণ ঘটিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেবদেবীগণের আচরণ ঘটিত বর্ণনা, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থাতে স্থিত জনসাধারণের সঙ্কুচিত বা প্রসারিত মনোবৃত্তির উপরে অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এই কারণে, যে লক্ষ্মীদেবীকে এদেশের ঋষিগণ এবং দেবতাগণ "যা নিত্যা চিদঘনানন্তা গুণরূপবিবর্জ্জিতা। আনন্দাখ্যা পরাশুদ্ধা ব্রাহ্মী শ্রীরিতিকথ্যতে॥" ইত্যাদি রূপে ধ্যান করিয়াছেন এবং বিশ্বপালনকর্ত্রী মহামাতৃকাদেবী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মীদেবীকে বা তৎস্থানীয়া অন্য নামে পরিচিতা ঐরূপ দেবীকে, অন্যদেশে কেহবা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর দ্রাক্ষাফল উৎপত্তির জন্য, কেহবা পাত্রপূর্ণ দ্রাক্ষাজাত মদিরা পাইবার জন্য, কেহবা শিকারের পশু পাইবার জন্য, কেহবা ধনের জন্য, কেহবা ধান্যের জন্য, আরাধনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং সৎকুলজাত ব্যক্তির হৃদয়ে লজ্জারূপা বলিয়াও স্তুতি করিয়াছেন। বুদ্ধি, শ্রদ্ধা এবং লজ্জা শব্দের সাধারণ অর্থ প্রায় কেহই অজ্ঞাত নহেন; সম্ভবতঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এই সকল শব্দের বিশদ অর্থ প্রদান করেন নাই। এই সকল শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজবোধ্য হইলেও এই স্তুতিতে শ্রদ্ধাদি শব্দ সকল যেভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ সকল শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক কথাটীর পূর্ব্বে আরও কিছু যোগ করিয়া বুদ্ধি, শ্রদ্ধা, লজ্জা শব্দের গুরুত্ব এখানে বৃদ্ধি করিয়া না রাখিলে, ঐ সকল শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিতে কোনই বাধা ছিল না। তুমি বুদ্ধিরূপা, তুমি শ্রদ্ধারূপা, তুমি লজ্জারূপা না বলিয়া তুমি জ্ঞানী হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, তুমি সতের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং তুমি সৎকুলজাত ব্যক্তির হৃদয়ে লজ্জারূপা বলিয়া দেবীকে সম্বোধন করায়, সাধারণ লোকের বুদ্ধি, শ্রদ্ধা, লজ্জা প্রভৃতি মনোবৃত্তি হইতে এখানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং একটী অতি উচ্চভাবে আনয়ন করিয়া চিন্তা করা হইয়াছে। এখানে তাঁহার এই সকল বিশেষ ভাববিকাশক বুদ্ধি, শ্রদ্ধা, লজ্জা ইত্যাদি শব্দের অর্থ নির্ণয় দ্বারা তাঁহাকে কিরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। শাস্ত্রীয়উক্তিই হইতেছে সর্ব্বপ্রকার দুর্গম স্থানের পথ প্রদর্শক। এজন্য শাস্ত্রীয় উক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে এই সকল শব্দের নিগূঢ় অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দীপালোক সম্মুখে ধরিয়া এই দেবস্তুতির মধ্যে ব্যবহৃত এই সকল শব্দের মূল অর্থ অনুসন্ধান করিলে, অতি সহজে জানা যাইবে, জ্ঞানিগণ আপন হৃদয়স্থিত যে নিশ্চয়াত্মিকা নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা বা যে একমুখী প্রজ্ঞাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলন করিতে পারেন তাহাকেই গীতাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এখানে সেই উচ্চভাব পরিজ্ঞাপক বুদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়া "বুদ্ধি" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে (২৬৩)। জীবের সাধারণ সদা চঞ্চল বহুমুখী বুদ্ধিবৃত্তিকে এখানে লক্ষ্য করা

(২৬৩) "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং॥" (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।)

গীতার অন্য একস্থানে আরও লিখিত হইয়াছে—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবার্থ এই—

যে বুদ্ধি দ্বারা মানুষের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বব্যাপক এক অব্যয় ভাব উপলব্ধি হয় সেই বুদ্ধি বা জ্ঞানকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। গীতার আর এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যে কি তাহা এইভাবে বুঝাইয়াছেন—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হয় নাই। জীবের সাধারণ সদাচঞ্চল বহুমুখী বুদ্ধিবৃত্তিকে গীতাতে "অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি" বলা হইয়াছে (২৬৪)। দেবী চণ্ডিকাকে জ্ঞানিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা বলিয়া স্তুতি করাতে

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের বাঙ্গালা তাৎপর্য্য এই—যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় এবং অভয়, সংসারে মায়ার বন্ধন কি, এবং ঐরূপ বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, এই সকল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই হইতেছে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথমাংশে একস্থানে ব্রহ্মা দেবীকে তুমি "বুদ্ধির্বোধলক্ষণা" ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, ঐস্থানের বুদ্ধি শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করিতে উপস্থিত হইয়া নাগোজী ভট্ট তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—"বোধো নির্ণয়াত্মক জ্ঞানলক্ষণং স্বরূপং যস্যাস্তাদৃশী বুদ্ধিরন্তঃকরণং ত্বমেবেত্যর্থঃ।" ভট্টজীর প্রদত্ত অর্থদ্বারাও জানা যাইতেছে, এখানে বুদ্ধিরূপা দেবী চণ্ডিকাকে সাধারণ বুদ্ধিরূপা বলা হয় নাই, পরন্তু যে বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানিগণ পরাতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন সেই বুদ্ধিস্বরূপা বলিয়া দেবীকে ব্রহ্মা স্তুতি করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যেখানে দেবীকে বুদ্ধিরূপা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন সেখানেও বুদ্ধি শব্দ এই অর্থেই তাহারা ব্যবহার করিয়াছেন মনে করা যাইতে পারে।

(২৬৪) গীতাতে উক্ত ব্যবসায়াত্মিকা এবং অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশব্দের অর্থ নীলকণ্ঠের সুপ্রসিদ্ধ ভারতভাবদীপ নামক টীকাতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"ব্যবসায়স্তত্ত্বনিশ্চয়স্তদাত্মিকা তদাকারা বুদ্ধিরন্তঃকরণবৃত্তিঃ অহংব্রহ্মাস্মীতি বাক্যজন্যা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যাভিধানা সমস্তবৃত্ত্যন্তরবাধেন সম্যগভ্যুদিতা একা একৈব। অব্যবসায়িনামজ্ঞানিনাস্তু বুদ্ধয়োহনন্তাঃ তাশ্চ প্রত্যেকং বহুশাখা ইতি ইদমেব মম শ্রেয় ইতি নিশ্চয়স্য দুর্ল্লভত্বাৎ কদাচিদশ্রেয়স্যপি শ্রেয়োবুদ্ধৌ সত্যাং পাতশঙ্কাস্তীতি মহাংস্তয়োর্ব্বিশেষ ইতিভাবঃ।" উদ্ধৃত টীকার বাঙ্গালা তাৎপর্য্য এই—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থ তত্ত্বনিশ্চয়করী বুদ্ধি। তত্ত্ব অর্থ ব্রহ্মতত্ত্ব। অন্তঃকরণের যে একমুখী বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় তাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা যায়। অব্যবসায়াত্মিকা অর্থে ইহার বিপরীত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে বুদ্ধি একে স্থিত নহে সদা চঞ্চল বা বহুমুখী। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে সকল মানুষের বুদ্ধি সকল সময়ে এক অবস্থাতে স্থিত নহে। যে দেবীকে লক্ষ্মীরূপা ও অলক্ষ্মীরূপা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে তাঁহাকে এখানে কেবল "তুমি জ্ঞানীর হৃদয়ের একমুখী বুদ্ধিরূপা" বলা হইল কেন আর অজ্ঞানীর হৃদয়ের বহুমুখী বুদ্ধিরূপাই বা বলা না হইল কেন? এরূপ প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে উদয় হইতে পারে। আর একটী প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে,—যে চণ্ডিকাদেবীকে দেবগণ জ্ঞানিহৃদয়ের বুদ্ধিরূপা বলিলেন সেই দেবীকে সেই দেবতাগণই কিছুকাল পরে, অন্য একস্থানে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা" অর্থাৎ সর্ব্বজীবহৃদয়ে তুমি বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করিলেন কেন? দেবতাগণের এই দুই স্থানের উক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয় নাই। যে দেবী জ্ঞানীর হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা একমুখী বুদ্ধিরূপে বিরাজ করেন তিনিই সাধারণ জীবগণের হৃদয়ে বহুশাখাবিশিষ্ট বহুমুখী বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতে না পারিবেন কেন? যে তেজ পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর গৃহের দীপাধারে অবস্থান সময়ে দীপশিখানামে অভিহিত হইয়া কখনও বা প্রকম্পিত, কখনও বা স্থিরভাবে, কখনও বা মৃদু, কখনও বা অত্যুজ্জ্বলরূপে নানামূর্ত্তিতে নানাস্থানে দীপ্তিদান করিয়া থাকেন, যে তেজ চন্দ্রমণ্ডলে থাকিয়া জ্যোস্নানামে একপ্রকার, সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া রৌদ্রনামে আর একপ্রকার রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বব্যাপি

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অজ্ঞানী মানুষদের হৃদয়ে যে আদৌ তাঁহার দাঁড়াইবার একটুও স্থান রক্ষা করা হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না। তিনি অজ্ঞানীদের হৃদয়ে ও তাহাদের বুদ্ধিরূপে বাস করেন। কিন্তু তখন তিনি অন্যভাবে বর্ণিত হইয়া থাকেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের উক্তি অনুসারে কেবল তিনি জ্ঞানী বা অজ্ঞানী মানুষের হৃদয়ে নহে, বিশ্বের সমস্ত জীবজন্তুর হৃদয়ে চৈতন্যরূপে, বুদ্ধিরূপে, কর্ম্মশক্তিরূপে, এবং তাহাদের দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে এবং সর্ব্বকাল ও সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া ব্যাপ্তিদেবীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন (২৬৫)। তাঁহার এই বিশ্বব্যাপি বিরাট রূপ কেবল পুরাকালের ঋষিগণই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন (২৬৬)।

বিষ্ণুতেজ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াও যদি তাঁহার অভিন্নত্ব ভাব স্থির রাখিতে পারেন, তাহা হইলে দেবী চণ্ডিকা কাল ও পাত্রভেদে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের নানা স্থানে নানাশ্রেণী জীবের হৃদয়ে অবস্থান সময়ে নানারূপে বর্ণিত হইয়া থাকিলে তাহাতে অসঙ্গত উক্তি দোষ কিছুই হইতে পারেনা। বিশ্বব্যাপি তেজের সহিত নিজের অভিন্নত্বসম্বন্ধে গীতাতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসময়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥"

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে শুম্ভবধসময়ে স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতাশক্তি সম্বন্ধে শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

(২৬৫) চণ্ডীমাহাত্ম্য হইতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পূর্ব্বে দেবগণকৃত চণ্ডীস্তুতি হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥"

(২৬৬) দেবী চণ্ডিকার সর্ব্বজীবদেহে জ্ঞান ও চৈতন্যরূপে অবস্থানের এই বিশ্বব্যাপক ভাবটী কেবল পুরাকালের ঋষিগণই কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এখানে এরূপ কথা লিখিবার কারণ এই যে, ইয়োরোপের কি প্রাচীন কি আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ জীবজন্তুর দেহস্থিত তাহাদের স্বভাবগত বোধ এবং কর্ম্মশক্তিকে Instinct আখ্যা দিয়া রাখিয়াছেন আর মানুষের দেহস্থিত বুদ্ধিকে Intelligence বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ইংরেজ লেখক মিঃ হব্‌হাউস্ মানবও জন্তুদেহে স্থিত এই দুইটি পৃথক্ ভাবাপন্ন বস্তুর পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—(1) The activities of intelligence pre-suppose individual experience with conscious purpose, actual or preceeding.

(2) The activities of instinct are performed without previous experience and without any conscious purpose other than the satisfaction of response to the immediate and appropriate stimulus."

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ঐরূপ যে শ্রদ্ধাদ্বারা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানুষ পরম পুরুষে নিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারেন,

---

এদেশে পুরাকালের ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দেশক ঋষিগণ, জীবিত জীবজন্তুদেহে এবং সজীব মানবদেহে যে জ্ঞান ও চৈতন্য অবস্থান করে, তাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় পৃথক্ দুই ভাগে বিভক্ত করেন নাই;—কৃমি কীট হইতে দেব দানব মানব সকল জীবের দেহে জ্ঞানের ও চৈতন্যের বাসস্থান আছে জানিয়া সকলকেই তাঁহারা এবিষয়ে একই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের প্রারম্ভেই এই শাস্ত্র সিদ্ধান্তটী অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্। যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যানাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিনাম্॥"

মানুষ এবং পশুপক্ষীর তুল্য জ্ঞানাধিকার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর শাস্ত্রীয় উক্তি সকল, নানা পুরাণের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ভারতের অতি নিকটবর্ত্তী আরব পারশ্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত ঘোষিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোরাণে "রু" روح এবং "নাফছ" نفس নামক দ্বিবিধ আত্মার উল্লেখ আছে। মিঃ টমাস্ প্যাট্রিক্ হাছ কৃত ইস্লাম শব্দকোষ হইতে নিম্নে "রু"এর অর্থঘটিত যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল ইহা হইতে মানুষ, পশু এবং বৃক্ষদেহে স্থিত ত্রিবিধ আত্মার পরিচয় কিঞ্চিৎ জানিতে পারা যাইবে।—

"Muslim theologians do not distinguish between the *rūh* and *nafs*, but the philosophers do. Nafs seems to answer the Greek ψυχή, "Soul or life," human beings being distinguished as *an-nafsu 'n-natiqah*, "the soul which speaks"; animals as *an-nafsu 'l-hai-wāniyah*, "the animal life"; and vegetables as *an-nafsu 'n-nabatiyah*."

রোমের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন—যাহাকে দেহের প্রাণ ও জ্ঞান বলা হয় তাহা আর কিছু নহে, একটা দীপশিখাবিশেষ। দেহস্থিত ঐ দীপশিখা নির্ব্বাণ হওয়ার নাম মৃত্যু। এখনও কোন কোন দেশের লোকে পশুপক্ষীর দেহে জ্ঞান থাকাত দূরের কথা, তাহাদের যে আত্মা আছে ইহাও পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। টঙ্গাদেশের অধিবাসিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের রাজার দেহে একটী আত্মা আছে আর কাহারও দেহে আত্মা নাই!

"In Tonga it is supposed that only the chiefs have souls."

(Principles of Sociology by Herbert Spencer.)

টঙ্গাদেশকে, ইংরাজ লেখকগণ সুসভ্যদেশ মধ্যে গণ্য করেন না; এজন্য অনেকের চক্ষে ঐদেশের লোকের উক্তির কোন মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগকে অতিশয় সুসভ্য বলিয়া গণনা করা হয়, এমন ফরাসি দেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক রেণে দেশকার্টস্ টঙ্গাদেশের লোকের বিশ্বাসকেও অতিক্রম করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন—পশুদের মন প্রাণ কিছুই নাই। আর একজন দার্শনিক পণ্ডিত জেকুইস লোএবের অভিমত এই যে—জীবজন্তু কাহারই অন্তঃকরণ নাই, এবং জীবের ও উদ্ভিদের মধ্যে বাস্তবিক কোনই পার্থক্য নাই। মিঃ ভেন্স র‍্যানডল্প কৃত Biology হইতে এতৎ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এস্থানে ঐরূপ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাকেই কেবল লক্ষ্য করিয়া দেবীকে শ্রদ্ধারূপা বলা হইয়াছে (২৬৭)। যে লজ্জাতে সাধারণতঃ লজ্জাশীলা যুবতী তাঁহার অঙ্গস্খলিত বস্ত্রকে ব্যস্তভাবে টানিয়া লইয়া যথাস্থানে পুনঃ সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, নারীহৃদয়ের সেইরূপ ব্রীড়া বা লজ্জা এস্থানের লক্ষ্যভূত বিষয় নহে। এই শ্রেণীর লজ্জার লেশমাত্র সাধু সন্ন্যাসি-পরমহংসগণের আচরণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের অনেকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া পথে ঘাটে বিচরণ করিয়া থাকেন। সৎকুলজাত ব্যক্তির যে মানসিক সদ্‌বৃত্তিতে, অসৎকার্য্যে তাঁহার চিত্তকে সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তাঁহাকে অসৎকার্য্য করিতে বাধা দেয়, সেই উচ্চ

"The late Jacques Loeb always maintained that animals have no minds, that all the acts of living beings are purely mechanical, and that there is no real difference between the behaviour of plants and animals."

এদেশের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপরি উদ্ধৃত উক্তি সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাস্ত্রে বলিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন একটি জীবিত দেহ নাই, যাহাতে আত্মা, চৈতন্য, জ্ঞানবুদ্ধির স্থিতি নাই এবং যেখানে সকলের মূলাধারা পরমেশ্বরী, পরমাশক্তি ঐ জীবদেহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজ না করেন।

(২৬৭) শ্রীকৃষ্ণদেব গীতাতে অর্জ্জুনকে ত্রিবিধশ্রদ্ধার কথা বলিয়া তৎপরে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার গুণগান এইভাবে করিয়াছেন— "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ সএব সঃ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"

(ভগবদ্‌গীতা।)

শ্রদ্ধা বস্তুটিকে ঋষিগণ কত উচ্চদৃষ্টে দেখিয়াছেন, অগ্নিপুরাণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের উক্তিতে তাহা জানিতে পারা যাইবে—"শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হুতং তপঃ। শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

* * * * (অগ্নিপুরাণ।)

শ্রদ্ধাপূর্ব্বা ইমে ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধামধ্যান্তসংস্থিতাঃ। শ্রদ্ধা নিত্যা প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্তিতাঃ॥

(অগ্নিপুরাণ।)

মৃত পিতামাতাদির উদ্দেশে অন্নাদি বস্তু প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করা হয় বলিয়াই ঐ কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ হইয়াছে। যথা- "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া নানা উপাদেয় উপকরণে পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা করিলে তাহা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য হয় না। "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নেহচ॥" (ভগবদ্‌গীতা।)

ভগবদ্‌গীতার অন্য একস্থানে, শ্রদ্ধাসম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাংশান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"

মানসিক বৃত্তিকে এখানে "লজ্জা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই উচ্চ ভাবের লজ্জারূপা বলিয়া দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে (২৬৮)।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবীর স্তুতিসময়ে "আমরা তোমার অচিন্তনীয় রূপের কি বর্ণনা করিব?" বলিয়া নিজেদের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেবস্তুতিসংক্রান্ত ২২৩ সংখ্যক শ্লোকে দেবতাগণের এই হতাশ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন – 'মূর্ত্তিপ্রাধান্যেন-স্তুবন্তি কিং বর্ণয়াম তব রূপামতি।' ইহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"হে দেবি! দেবতা অসুর প্রভৃতি সকল (দেহধারীর) মধ্যে তোমার এইরূপ অচিন্তনীয়।" এইরূপ অর্থে দেবতাগণের স্তুতির এইস্থানে "রূপ" শব্দের যে ব্যবহার হয় নাই, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধের অন্তসময়ে, দেবীর যে হস্তপদবিশিষ্ট কাত্যায়ণীরূপ, দেবতাগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তখন সেইরূপ অচিন্তনীয় হইতে পারেনা। তাহা ধ্যানের এবং চিন্তার যোগ্য রূপ। দেবীর যে রূপ দেবতাগণেরও দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত এবং যাহা কেহ কখনও চক্ষে দেখেন নাই এবং চিন্তাতেও ধারণা করিতে পারেন নাই, তাহাই "অচিন্তনীয়" বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। এই কারণে, এখানে দেবীর "রূপ" অর্থে দেবীর স্থূল রূপ বুঝিতে হইবে না; এখানে দেবীর স্বরূপ অর্থাৎ দেবীর মূলতত্ত্ব যাহা দেবতাগণেরও অবোধ্য এবং অচিন্তনীয় তাহাই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২২১ সংখ্যক শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাব এই অর্থকেই সমর্থন করিতেছে (২৬৯)।

---

(২৬৮) মধুকৈটভ বধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সময়ে দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে ঐ স্তুতির এক স্থানে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা। লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেবচ॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক মধ্যে দেবীকে তুমি হ্রীরূপা এবং তুমি লজ্জারূপা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। হ্রী এবং লজ্জা প্রায়ই একার্থ প্রতিপাদক। উভয়ের মধ্যে ভাবার্থগত যে সামান্য একটু পার্থক্য রহিয়াছে "তত্ত্বপ্রকাশিকা" নাম্নী টীকাতে তাহা এইভাবে পরিষ্কার করিয়া দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে—"ত্বং হ্রীঃ অকর্ম্মজুগুপ্সা তদধিষ্ঠাত্রী বা।"

"লজ্জা জুগুপ্সিতকরণে পরজ্ঞানশঙ্কয়া দুঃখমিতি ভেদঃ।" ইহার মর্ম্মার্থ এই—তুমি হ্রী অর্থাৎ অসৎকার্য্যে নিন্দারূপা কিংবা তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি লজ্জা অর্থাৎ কোন নিন্দিত কার্য্য করিলে যে দুঃখ মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে, তুমি সেই দুঃখের কারণ স্বরূপা।

(২৬৯) "যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।"

উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবার্থ এই,—যাঁহার তুলনাতীত মাহাত্ম্য এবং শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবও ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহেন। দেবীর অতুল মাহাত্ম্য এবং বিপুল শক্তি উভয়ই নিরাকার বস্তু, এজন্য এইসকলকে অচিন্তনীয় বলা যাইতে পারে, দেবীর যে রূপকে সাধকে ধ্যান করেন এবং ভক্তে চিন্তা করেন, সে রূপকে অচিন্তনীয় বলা যায় না।

পরবর্ত্তী ২২৪ সংখ্যক শ্লোকে, দেবীকে, তুমি সমস্ত জগতের হেতু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। হেতু শব্দের আভিধানিক অর্থ কারণ। দেবীকে তুমি জগতের কারণ বলাতে কাহারও মনে এমন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যিনি জগৎ হইতে অভিন্না এবং এই জগৎ যাঁহার বিরাট দেহের প্রকাশ ভাবমাত্র, তিনি আবার জগতের নিমিত্ত বা উপাদান কারণ হইবেন কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন উঠিবার সহায়তা করিতেছে,—টীকাকারগণের এতৎসংক্রান্ত নানাবিধ সিদ্ধান্ত। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"ত্বং সমস্তজগতাং হেতুর্মূলকারণম্।" পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্নমহাশয় তাঁহার দেবীভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"সমস্ত জগতাং হেতুর্নিমিত্তকারণং ত্বমিতি শেষঃ।" ইঁহারা কিংবা অন্যান্য টীকাকারগণ মধ্যে কেহই এক্ষেত্রে একটী অবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। তাহা এই,—এখানে "জগতের" পূর্ব্বে "সমস্ত" শব্দ ব্যবহার করা হইল কেন? যেস্থলে তুমি জগতের হেতু এই কথা বলিলেই হইত, সেস্থলে তুমি সমস্ত জগতের হেতু বলিবার কারণ কি? সকলেই বুঝিতেছেন, দেবী অর্দ্ধেক জগতের কিংবা জগতের একাংশের হেতু হইতে পারেন না। এস্থলে দেবীকে সমস্ত জগতের হেতু বলিবার প্রয়োজন এই কারণে উপস্থিত হইয়া থাকিতে পারে যে তিনি জগতের সকল কর্ম্মের উৎপাদিকা এবং নিয়ামিকা। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক্রিয়ার উৎপত্তি ও সমাপ্তি স্থান। তিনিই জগতের সৎ এবং অসৎ সমস্ত কর্ম্মের কর্ম্মশক্তি স্বরূপা (২৭০)। এই দৃষ্টিতে তাঁহাকে জগতের সমস্ত কর্ম্মপ্রবাহের একমাত্র হেতু বলা যাইতে পারে। শ্লোকের এইভাবের অর্থ গ্রহণ করিলে এবং তাঁহাকে সমস্ত জগতের সর্ব্ববিধ কর্ম্মপ্রবাহের হেতু বা কারণ বলিলে, সেস্থলে আর তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টিপালনসংহার-ক্রিয়াসাধক কর্ম্মমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার "কর্ম্মমূর্ত্তি" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া তাঁহার "কারণ-মূর্ত্তি"খানিকে রাখিতে হয়। বিশ্বকর্ম্মপ্রবাহ হইতে যখন তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারেনা, তখন এখানকার "হেতু" শব্দটী যে অন্যরূপ কোন বিশেষ অর্থ বহন করিতেছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থানে পৌঁছিবার পথপ্রদর্শককে আমরা কোথায় পাইব? শাস্ত্রীয় উক্তিই আমাদের পথপ্রদর্শক।

পুরাণবর্ণিত জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে এই স্থানের অর্থনিষ্কাশন কার্য্যে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে। যখন দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, বর্ষ, যুগ ও কল্পাদি শব্দ দ্বারা সময়কে

(২৭০) "যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"
(চণ্ডীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাকৃত দেবীর স্তুতি দ্রষ্টব্য।)

৩৫

বিভাগ করিবার উপায় ছিলনা, যখন কালপরিমাপকজ্ঞানদাতা চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টি হয় নাই, যখন স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ছিলনা এবং যখন ঐ সকলের অধিবাসী দেবদানবমানবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিলনা, সেই মহাপ্রলয়কালের নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে অন্তর্হিত করিয়া দেবী পরমাপ্রকৃতি যে সময়ে আপনাতে আবার কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা সঞ্চার করিলেন, তখন তিনি প্রথমে নিরাকার নির্ব্বিকার, নিরাধার মহাব্যোম হইতে দিব্য তেজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, পরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্থুল বায়ুরূপে, তৎপরে তাহা হইতে আরও স্থুল অগ্নিরূপে, তৎপরে তাহা হইতে আরও স্থুল জলরূপে এবং তৎপরে আরও স্থুলমূর্ত্তি ক্ষিতিরূপে সর্ব্বত্র আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। তিনি নিজেই নিজকে এইভাবে অভিব্যক্ত করিবার পরে, প্রথমতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে সৃষ্টি পালন সংহার কার্য্য নির্ব্বাহক তিন আদিদেবকে নিজ তেজোময় দেহ হইতে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহা হইতে নিষ্ক্রান্ত এই তিন কর্ম্মধারাতে এই সময় হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্য পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। পুরাণবর্ণিত সৃষ্টির এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেবীকে জগৎসৃষ্টির কারণ, কার্য্য এবং কর্ত্তা যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই বলা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিতেই স্বয়ং ব্রহ্মা দেবী চণ্ডিকাকে এই বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন—তুমিই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, তুমিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই পালন করিতেছ এবং তুমিই সর্ব্বদা সমস্ত গ্রাস করিতেছ। হে জগন্ময়ে, এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে তুমি সৃষ্টিক্রিয়ারূপা পালনকার্য্যে তুমি স্থিতিরূপা এবং প্রলয়কার্য্যে তুমি সংহারক্রিয়া স্বরূপা (২৭১)।

এই স্থানের অর্থ নিস্কাশন কার্য্যে আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারও সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারি। রণক্ষেত্রে একসময়ে শ্রীকৃষ্ণদেব, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমি। আমা হইতে জগতের কোন পদার্থ পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে (২৭২)। বিষ্ণু হইতে যেমন জগৎ অভিন্ন হইলেও জগৎসংসারের সৃজন, পালন এবং সংহরণ কার্য্য সকল তাঁহা হইতে সুসম্পন্ন হয়, এই কারণে এই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কারণ স্বরূপ বলিয়া তিনি নিজেই আপনাকে ঘোষনা করিয়াছেন। সেইরূপ বিশ্বরূপা এবং

---

(২৭১) "ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"
(চণ্ডিমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাস্তব।)

(২৭২) "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

বিশ্বের কর্ম্মস্বরূপা দেবী চণ্ডিকাকেও জগৎ সৃজন পালন ও সংহরণকার্য্যের কর্ত্তা, কার্য্য, কারণ, উপাদান এবং স্থূল উপকরণ একাধারে সমস্তই বলা যাইতে পারে। পুরুষভাবে বিষ্ণু এবং স্ত্রীভাবে বিষ্ণুমায়া, (২৭৩) নামে পৃথক হইলেও কার্য্যে যে এক এবং অভিন্ন একথা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থানে বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কুম্ভকার, তাঁহার কুলালচক্র, ঘট এবং মৃত্তিকাপিণ্ডের দৃষ্টান্ত প্রয়োগের স্থল কিংবা নৈয়ায়িকের কার্য্যকারণ বিচারের ক্ষেত্র হইতে যে সর্ব্ব দেবদেবীর পূজ্যা এবং দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরমারাধ্যা দেবী চণ্ডিকা, বহু দূরে বহু উচ্চে সদা সংস্থিতা হইয়া রহিয়াছেন, এই মহৎ তত্ত্বটি সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য হইবে।

২২৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবীকে তুমি পরমাপ্রকৃতি এবং আদ্যা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে অন্যস্থানে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রকৃতি এবং পরমা-প্রকৃতি একই অর্থ পরিজ্ঞাপক শব্দ, কেবল "পরমা" শব্দ যোগদ্বারা শব্দার্থের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যেমন কাল এবং মহাকাল, আত্মা এবং পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দে লোকব্যবহারিক অর্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, তদ্‌ভিন্ন শব্দার্থের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি এবং পরমা প্রকৃতি প্রায় তুল্য অর্থবোধক শব্দ। "আদ্যা" অর্থে এখানে দেবীকে সৃষ্টিপ্রবাহের প্রারম্ভিকা বা আদি শক্তিরূপে দেবতাগণ উল্লেখ করিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। কোন কোন টীকাকার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। গুপ্তবতী নাম্নী টীকাতে লিখিত হইয়াছে—"নামরূপব্যাক্রিয়াতঃ পৌর্ব্বকালিকী অত এবাদ্যা।" এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বে দেবীর যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থা ছিল, তাঁহারই নাম আদ্যা বলিলে, প্রতিমার অঙ্গ গঠনের পূর্ব্বে তাঁহার ভাবী কণ্ঠে স্বর্ণহার স্থাপন করার ন্যায় একটু হাস্যজনক অবস্থাকে আনয়ন করা হয়। যে সময়ে তিনি গুণাতীতা অবস্থাতে পরম পুরুষে সম্মিলিতা ছিলেন, সে সময়ে আদি, মধ্য, অন্ত ইত্যাদি অবস্থাবাচক কোন শব্দেরই তাঁহার ঐ অব্যক্ত অবস্থাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার হইতে পারে না। এজন্য তাঁহার সৃষ্টি

---

(২৭৩) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।" (চণ্ডীমাহাত্ম্যে ২৭৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।"

(চণ্ডীমাহাত্ম্যে ৫৮০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

"বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্॥" (চণ্ডীমাহাত্ম্যে ৬০৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।" (চণ্ডীমাহাত্ম্যে ৫৯৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

আরম্ভের প্রথম বা আদি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে এই "আদ্যা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত মনে হয়।

যে ২২৪ সংখ্যক শ্লোকের আদিতে দেবীকে "হেতুঃ সমস্ত জগতাং" বলা হইয়াছে, সেই শ্লোকেরই শেষে তাঁহাকে "পরমাপ্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা এখানে দেবীর পরমাপ্রকৃতি ভাবের সহিত তাঁহার জগৎসৃষ্টি পালন সংহার ঘটিত বিশ্বব্যাপক ক্রিয়াকে সংযুক্ত করিয়া রাখাতে, আমাদের ঐ দুই স্থানের অর্থ বুঝিবার পক্ষে একটী সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থ নিষ্কাশনের এইরূপ একটি সুপথ সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াই আমরা জগৎসৃষ্টির আদিতে দেবী পরমাপ্রকৃতির নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে তাঁহার কর্ম্মশক্তির ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে কি ভাবে হইয়াছে, কিছু পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই আলোচনার মূল বস্তু "দেবী পরমাপ্রকৃতি," যতক্ষণ আমাদের অপরিচিত অবস্থাতে থাকিবেন, কুজ্ঝটিকাতে সমাচ্ছন্ন প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়াও যতক্ষণ তিনি অদৃশ্য অবস্থাতে অবস্থিতি করিবেন, ততক্ষণ এই শ্রেণীর আলোচনার কার্য্যকারিতা যে বিশেষ কিছুই নাই এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পরমাপ্রকৃতি কি? ইহা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেশ্বরী নির্ব্বিকারা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ।" অন্যান্যেও প্রায় এইরূপ, অর্থাৎ অবোধ্য অর্থ করিয়াছেন। পরমাপ্রকৃতি দেবী যে কি তাহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার সামর্থ্য আমাদের সকলেরই প্রায় সমান। দেবী পরমাপ্রকৃতির পরিচয় দানের শক্তির অভাব এদিকে যেমন দেখিতেছি, উহার গ্রহণসামর্থ্যেরও প্রায় তত্তুল্য অভাব অন্যদিকে যে রহিয়াছে, তাহাও জানিতেছি। তথাপি অন্ধ যেমন অন্যের হস্তস্থিত যষ্টি নিজ হাতে ধরিয়া দৃষ্টিহীন সহযাত্রীগণকে "আয়রে ভাই, পথ দেখিতে পেয়েছি" বলিয়া আনন্দে আহ্বান করে, এক্ষেত্রে আমাদিগকেও কতকটা এইমত হাস্যজনক অবস্থাতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতির পরিচয়, কোনও শব্দকোষে কিংবা কোনও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থে পাইবার উপায় নাই। বেদে এবং পুরাণে, ঋষিগণ দেবী পরমাপ্রকৃতির কার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার একটু সঙ্কেত জানাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র। চণ্ডীমাহাত্ম্য এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা, এই দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থ, দুই হস্তে দুইটি উজ্জ্বল দীপশিখা ধারণ করিয়া আমাদিগকে যে সুপ্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিতেছেন, ঐ পথে সুদীর্ঘ সময় সুসংযতভাবে চলিতে পারিলে কোনকালে আমরা এমন একটি স্থানে পৌঁছিতে পারি, যে স্থান হইতে পরমাপ্রকৃতি দেবীর আকৃতি প্রকৃতির না হইলেও তাঁহার কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবিতে

পারে। প্রথমতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় দুইএকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে কিরূপ সহায়তা আমরা পাইতে পারি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণদেব, অর্জ্জুনকে অল্পকথায় প্রকৃতিদেবীর পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি এই পাঁচ মূর্ত্তিতে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিনভাবে অর্থাৎ এই আট ভাগে প্রকৃতির প্রকাশ শক্তি বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন (২৭৪)

এতদ্‌ভিন্ন পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতি জীবস্বরূপা হইয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন (২৭৫)।

প্রকৃতিদেবীকেই সর্ব্ববিধ কার্য্য এবং করণের হেতু বলা হয়। প্রকৃতিদেবীই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন (২৭৬)। প্রকৃতিদেবী হইতেই সত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ উৎপন্ন হইয়াছে (২৭৭)। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনেক স্থানে দেবী পরমাপ্রকৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যান গ্রন্থের স্থান সংকীর্ণতা আর লেখকের এই বৃদ্ধজীবনে তাহার অবশিষ্ট পরমায়ুদিনের অল্পতা চিন্তা করিয়া, এ আলোচনাকে বাধ্য হইয়া সঙ্কোচ করিতে হইল। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ হইতে কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের আদি অন্ত সমস্তই কেবল দেবী পরমাপ্রকৃতির পরিচয় প্রদানের কথাতেই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভেই রাজা সুরথ মহামুনি মেধস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"হে ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া উপাধিতে এখানে অভিহিত করিলেন, সেই দেবী কে? তিনি কি কর্ম্ম সাধন জন্য উৎপন্না হইলেন? কিভাবেই বা উৎপন্না হইলেন? তাঁহার স্বভাব এবং স্বরূপ কি? তিনি কোথা হইতে উদ্ভূতা হইলেন? তাঁহার সম্বন্ধে এই

---

(২৭৪) "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

উপরে উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার কৃত গীতাভাষ্যে এইরূপ করিয়াছেন— "ভূমিরিতি পৃথিবী তন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ইতি বচনাৎ। তথাবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে— আপোঽনলো বায়ুঃ খম্ মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারো গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারকারণং মহত্তত্বং। অহঙ্কার ইত্যবিদ্যা-সংযুক্তমব্যক্তম্। যথাবিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে। এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তম্। মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে।"

(২৭৫) "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(২৭৬) "কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ॥"

(২৭৭) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

সমস্ত তত্ত্ব আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি" (২৭৮)। মহামুনি বলিলেন,—"তিনি নিত্যা অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। এই জগতকেই তাঁহার মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাঁহার নানারূপে আবির্ভাবের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন (২৭৯)। মহামুনি মেধস্ রাজার গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে সে সময়ে দেবী সম্বন্ধীয় যে গভীর তত্ত্ব সকল ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। এই কারণে, এই গ্রন্থখানিকে, দেবী পরমাপ্রকৃতির সৃষ্টি, পালন ও সংহার ক্রিয়ার ক্রমবিকাশের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। দেবীর ত্রিবিধ কার্য্যকে তিনটী চিত্রে অতি সুকৌশলে সন্নিবেশ করিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থনামে এই অপূর্ব্ব, অমূল্য, অতুল্য গ্রন্থখানি জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মসাধকের চক্ষুসম্মুখে রাখা হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতির বিশ্বব্যাপককার্য্যের পরিচয় পাইবার পক্ষেও এই গ্রন্থ অতুলনীয়। গীতা ও চণ্ডীগ্রন্থদ্বয় অনুশীলনদ্বারা জানিতে পারা যায়, পরমাপ্রকৃতি যাঁহাকে বলা হয়, তিনি ঈশ্বরের কর্ম্মশক্তির নামান্তর মাত্র। প্রলয় অবস্থার সর্ব্বব্যাপিনিষ্ক্রিয়কালে, অব্যক্তকে আশ্রয় করিয়া যিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থার পরিসমাপ্তিতে যিনি কর্ম্মরূপে ব্যক্ত হইলেন, শাস্ত্রকারেরা সেই অব্যক্তকে পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ এবং ব্যক্তরূপা কর্ম্মশক্তিকে পরমাপ্রকৃতি বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাঁদের রূপ এবং নাম কিছুই নাই। কেবল বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার্থে, পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতিনামের কল্পনামাত্র। অব্যক্তা চিন্ময়ীশক্তি যখন কর্ম্মশক্তিরূপে প্রথমে ব্যক্তা হইলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল "আদ্যা" এবং নিরাকারা কর্ম্মশক্তি যখন আকৃতিবিশিষ্টা হইলেন, তখনই তাঁহার নামকরণ করা হইল—"প্রকৃতি"। বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিত্যাদি স্থূল আকারে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে যখন তিনি চিন্ময়ী-শক্তিভাবে বিরাজিতা ছিলেন, তখন তাঁহার সেই অবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছিল—"পরমা-প্রকৃতি"। বস্তুতঃ পরমাপ্রকৃতি, প্রকৃতি, মহামায়া, মায়া, চণ্ডিকা, কালিকা, দুর্গা, শ্যামা, মা, শ্রী প্রভৃতি শত সহস্র কোটি কোটি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ কল্পনা করিয়া দেব দানব মানবে

(২৭৮) "ভগবন্ কা হি সা দেবি মহামায়েতি যাং ভবান্। ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজঃ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বো ব্রহ্মবিদাং বর॥"
(চণ্ডীমাহাত্ম্য।)

(২৭৯) "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
(চণ্ডীমাহাত্ম্য।)

নিজ নিজ প্রয়োজন এবং নিজ নিজ শিক্ষা দীক্ষা এবং চিত্তবৃত্তির অবস্থানুসারে নানাসময়ে নানাস্থানে নানাভাবে ঐ একই কর্ম্মশক্তিকে চিন্তা করিয়া থাকেন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২২৫ সংখ্যক শ্লোকে যে স্বাহা এবং স্বধা শব্দ লিখিত আছে তাহার অর্থ ইতিপূর্ব্বে মধুকৈটভবধ সময়ে, ব্রহ্মাকৃত দেবীর স্তুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাতে আলোচনা করা হইয়াছে, এজন্য পুনর্ব্বার এখানে উহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

২২৬ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে স্থিত "মুক্তি" এবং "মোক্ষ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাতে অনেক গুরুতর কথা বলিবার স্থল রহিয়াছে। টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ মুক্তি অর্থে মুক্তি এবং মোক্ষ অর্থে মোক্ষ লিখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সংক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর নিকট হইতে সমাধি বৈশ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ সময়ে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে, এজন্য এখানে এবিষয়ে আলোচনা করা হইল না।

২২৭ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, "তুমি শব্দাত্মিকা" বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোকের "শব্দাত্মিকা" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা লইয়া টীকাকার-গণ অনেক মতভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন (২৮০)। "শব্দ" শব্দের অর্থ নিরূপণ ঘটিত

---

(২৮০) দেবীভাষ্যে অর্থ করা হইয়াছে—"শব্দাত্মিকা—বর্ণাত্মিকা।" "শব্দাত্মিকা—বর্ণপদবাক্যরূপবাণী-স্বরূপা" বলিয়া শান্তনবী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুপ্তবতী টীকাকার লিখিয়াছেন "শব্দাত্মিকা নাদব্রহ্ম।" নাগোজী ভট্ট বলিয়াছেন, "শব্দাত্মিকা শব্দব্রহ্মস্বরূপা।" চতুর্ধরী এবং দশোদ্ধারও ঐরূপ কথাই লিখিয়াছেন। "জ্ঞানস্বরূপতামুক্ত্বা জ্ঞানসাধন শাস্ত্রস্বরূপতামাহুঃ—শব্দা শব্দাত্মিকা শব্দস্বরূপা।" ইহাই তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকারের ব্যাখ্যা। এই টীকাকার আরও বলিয়াছেন—"যদ্বা শব্দঃ প্রণবঃ, বিশেষণদ্বারা বিশেষ্যমবগন্তব্যম্, সর্ব্বেষাং দেবানাং প্রণবজন্যত্বাৎ।" তত্ত্বপ্রকাশিকাতে নিম্নের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ। আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥" কোন্ গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা লিখিত হয় নাই। "শব্দকে" কেহ বলিয়াছেন—"শ্রোত্রগ্রাহ্যগুণপদার্থবিশেষঃ।" কেহ বা সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে" উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শব্দকে আকাশবৃত্তি এবং কর্ণেন্দ্রিয়োৎপন্ন গুণবিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, কেহ বা অনিত্য বলিয়াছেন, কেহবা "শব্দানামুৎপাদবিনাশপ্রত্যয়শালিত্বাদনিত্যত্বং" বলিয়া শব্দের নিত্যত্বসিদ্ধান্ত খণ্ডণ করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে কেহ কেহ বায়ুকে শব্দের জন্মদাতা বলিয়া মনে করিতেন, এবং বায়ুতরঙ্গে শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি স্থির করিতেন। এখন অনেকেই বায়ুকে শব্দের জনকপদ হইতে অনেক নিম্নে নামাইয়া শব্দের বাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে-ছেন। ইদানীং পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে এরূপ সিদ্ধান্তকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। এখন লোহা বা তাঁমার তারের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে বিদ্যুতে প্রেরিত শব্দ একপলে বা বিপলে লাহোরে পৌছিতেছে দেখিয়া বায়ুকে আর শব্দের একমাত্র বাহক বলিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। এখন চক্ষুর নিমেষে বিলাতে ভারতে বেতার রেডিও যন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার শব্দের গ্রহণ

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারের তুমুল ঝঞ্ঝাবায়ুকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার একস্থানের একটি শ্লোকের অর্দ্ধপংক্তিতে সম্পূর্ণরূপে শান্ত করিয়া দিয়াছে। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদেব অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—সর্ব্ববেদের মূল হইতেছে প্রণবশব্দ, আর ব্যোমে সেই শব্দরূপে আমিই অবস্থান করি (২৮১)। প্রণব শব্দরূপে আমি ব্যোমে অবস্থিতি করি শ্রীকৃষ্ণদেবের মুখে এই উক্তি শুনিয়া প্রণব শব্দ কি? ইহা জানিবার জন্য কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে। প্রণবের উল্লেখ বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ ও তন্ত্রাদি নানাশাস্ত্রগ্রন্থের নানাস্থানে রহিয়াছে, তন্মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদের একস্থানে অতি অল্প কথাতে প্রণব শব্দের যেরূপ সুন্দর পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, অন্য কোনও স্থানে সচরাচর তেমন দেখাযায় না, এজন্য ঐ উপনিষদের ভাষাব্যাখ্যা হইতে নিম্নে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"প্রণব উদগীথের একটি অংশ, উহাকে পরমাত্মার প্রতিমাভাবে চিন্তা করা হয়। পৃথিব্যাদি ভূত সমূহরে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূলে প্রণব রহিয়াছেন, কারণ পৃথিবী জলমধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সেই জল হইতে তৃনলতাগুল্ম সমূহ উৎপন্ন হয়। উহাই ভক্ষণ দ্বারা জীবশরীর রক্ষা হয়। বাক্ই সেই জীবদেহের রস। বাকের রস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের রস সামবেদ। আর এই প্রাণবশব্দ সামবেদের রস এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট" (২৮২)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণদেবকে ব্যোম ও ব্যোমস্থিত শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করায়, শ্রীকৃষ্ণদেব উত্তরে অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন, উত্তরগীতা

প্রেরণকার্য্য সদাসর্ব্বদা চলিতেছে দেখিয়া আকাশব্যাপি ইথারকেই বৈজ্ঞানিকেরা শব্দের বাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দুইদিন পরে আবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এখন অনেকে বুঝিয়াছেন, শব্দের বহনকার্য্য আর সৃজনকার্য্য এক নহে। বায়ু শব্দকে ক্ষণেকের জন্য বহন বা ধারণ করিলেও শব্দের সৃজন বায়ু হইতে যে হয় এমন সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ নাই। শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দ্দেশে জানা যাইতেছে যে, শব্দ নিত্য এবং ব্যোমও নিত্য। শব্দকে অনেক স্থানে আকাশের গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শব্দ সৃষ্টিকালে ব্যোম হইতে ব্যক্ত এবং প্রলয়কালে ঐ ব্যোমেই যাইয়া উহা গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে শব্দের উৎপত্তি নাই, শব্দের বিনাশও নাই, আর নিরাকার ব্যোমদেবের সীমাশূন্য ক্রোড়ে ভিন্ন, নিরাকার শব্দের অন্যত্র বাস করিবার স্থানও নাই।

(২৮১) "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।" গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য কৃত গীতাভাষ্যে এইভাবে করা হইয়াছে—"প্রণবঃ ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ। তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতং তথা পৌরুষং পুরুষস্যভাব পৌরুষং—যতঃ পুংবুদ্ধিঃ—নৃষু। তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ।"

(২৮২) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—১ম অধ্যায় ১।২।৩ অবস্থাতে শ্রুতিবাক্য দ্রষ্টব্য।

হইতে তাহার কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যোমদেব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বাহির সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এ অবস্থাতে নিরঞ্জনদেবের অবস্থান কিরূপে এবং কোথায় হইতে পারে আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আকাশের গুণ শব্দ। তিনি নির্গুণ অবস্থাতে গুণশূন্য সর্ব্বব্যাপি ব্যোমে অর্থাৎ নিঃশব্দ আকাশে অবস্থান করেন (২৮৩)। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সগুণ অবস্থাতে সগুণ আকাশে প্রণব শব্দরূপে অবস্থান করেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, দুই গীতার দুই স্থানে শ্রীকৃষ্ণদেবের ব্যোম ও শব্দ সম্বন্ধীয় দুই উক্তির মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য উপলব্ধি হয় তাহা সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে।

শব্দসম্বন্ধে আর একটী গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি আকাশে শব্দস্বরূপে অবস্থান করি। দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন, "তুমি শব্দাত্মিকা"। এই সকল স্থানে কথিত "শব্দ'' অর্থে কি সর্ব্বপ্রকার শব্দই বুঝিতে হইবে? না, তাহা নহে। ঢেঁকির কচ্‌কচি, শৃগালের চিৎকার, কুকুরের ক্রন্দন, কাকের কর্কশ ডাক, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন এ সমস্তকেই "শব্দ" শব্দের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে এবং সর্ব্বময়ী চণ্ডিকা সর্ব্বপ্রকার শব্দমধ্যেই সর্ব্বদা বিরাজিতা রহিয়াছেন বলিলেও দোষের কারণ হয় না। কিন্তু এখানকার "শব্দ" শব্দের এরূপ সাধারণ অর্থ না করিয়া শব্দের কেবল অতি উচ্চভাবের যে অর্থ আছে, তাহাই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার কারণ সর্ব্বভূতে দেবী বুদ্ধিরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও এই স্তবে তুমি বিশুদ্ধাত্মার হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা বলা হইয়াছে। দেবী চণ্ডিকাকে প্রণবার্থ পরিজ্ঞাপক শব্দাত্মিকা শব্দে দেবতাগণ এখানে স্তুতি করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণদেবও যে বলিয়াছেন, "আমি শব্দরূপে আকাশে অবস্থান করি" শ্রীকৃষ্ণের এ বাক্যেও তিনি প্রণবশব্দরূপে আকাশে অবস্থান করেন ইহাই বুঝিতে হইবে।

২২৭ সংখ্যক শ্লোকের শেষ পংক্তিতে "বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী" বাক্যের অর্থ নির্ণয় সময়ে টীকাকারগণ বড়ই অর্থবোধকাঠিন্য বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট, বার্ত্তা শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"বার্ত্তা কৃষিবাণিজ্যপশুপালনত্বম্"। পণ্ডিতপ্রবর

---

(২৮৩) "অর্জ্জুন উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ। অন্তর্বহিস্ততো ব্যোম কথং দেবো নিরঞ্জনঃ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
আকাশো হ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ। আকাশস্য গুণং শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্মউচ্যতে॥"
(উত্তর গীতা।)

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিয়াছেন—"বার্ত্তা বৃত্তিরূপা চ সর্ব্বজগতাম্। তথাচ ক্ষুধাদিজনিত পরমার্ত্তিং নিবারয়সি"। অন্যান্য টীকাকারগণও ঐ শ্লোকার্দ্ধের প্রায় এইরূপ অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অমরকোষে বৃত্তি অর্থে জীবিকা লিখিত হইয়াছে। ইহা অবলম্বন করিয়া এই স্থানে বার্ত্তা শব্দের এইরূপ সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হয় নাই। যে কৃষি বাণিজ্য পশু-পালন প্রভৃতি হীন কার্য্যদ্বারা নিম্নশ্রেণী লোকের জীবিকা অর্জ্জন হয়, সেই বৃত্তি বা জীবিকা রূপা বলিয়া দেবতাগণ এখানে দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন, ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ তৎপরেই যখন দেবীকে বলা হইয়াছে,—"তুমি সর্ব্বজগতের পরম দুঃখ দূরকারিণী", তখন জগতের সর্ব্ববিধ পরম দুঃখ যে কেবল কৃষিবাণিজ্য পশুপালন বৃত্তিদ্বারা বিদূরিত হইতে পারে না ইহা বুঝিতে হইবে। এজন্য দেবীকে, "তুমি কৃষিবাণিজ্য বৃত্তিরূপা", বলিয়া একটা উৎকট ও অসম্ভব সিদ্ধান্ত এখানে করিয়া রাখা উচিত হয় নাই। "বার্ত্তা" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে "ত্রয়ী" অর্থাৎ তিন বেদস্বরূপা বলিয়া দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহারও কিছু পূর্ব্বে জ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চ কথারই প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ইহার পরেই দেবীকে হঠাৎ তুমি কৃষিবাণিজ্যপশুপালনবৃত্তিরূপা বলা শোভা পায় না। এজন্য এখানে "বার্ত্তা" শব্দের অন্য উচ্চ অর্থ আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। শাস্ত্রগ্রন্থে বার্ত্তা ও বৃত্তি শব্দের ব্যবহার বিরল নহে (২৮৪)। মহাভারতে যক্ষরূপী ধর্ম্ম এক সময়ে মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"বার্ত্তা কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেণ।
মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেণ ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" ॥

---

(২৮৪) "বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ বার্ত্তা বৃত্তির্যথাশ্রয়ঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ।)

চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠারম্ভের পূর্ব্বে অর্গলাস্তুতিমধ্যে একস্থানে বলা হইয়াছে—"পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনু-সারিণীম্।" আর একস্থানে সমাধি বৈশ্য সুরথ রাজার নিকট তাঁহার পুত্রগণ তৎকালে সৎ চিত্তবৃত্তি বা অসচ্চিত্তবৃত্তি লইয়া রহিয়াছে জানিতে না পারিয়া এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—"কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ।" দেবগণ কৃত এই স্তুতিরই অন্য একস্থানে কথিত হইয়াছে—"দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং॥" অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের আরও অনেক স্থানে বার্ত্তা ও বৃত্তিশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। "বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল." "শিক্ষানুরূপ চিত্তবৃত্তি" ইত্যাদি কত বাক্যেই আমরা প্রতিনিয়ত "বৃত্তি" শব্দের ব্যবহার দেখিয়া থাকি। এই সকল স্থানে "বৃত্তি" শব্দে অমরকোষ প্রদত্ত অর্থ লইয়া পশুপালনাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে যেরূপ অপ্রীতিকর অবস্থাতে আসিয়া পড়িতে হয়, দেবী চণ্ডিকার অতি উচ্চভাব পরিজ্ঞাপক বার্ত্তা বা বৃত্তিরূপা নামের সহিত অমরকোষের প্রদত্ত বৃত্তি শব্দের উপরিলিখিত অর্থটীকে সংযুক্ত করিলে ততোঽধিক দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়।

মহামোহের বিরাট কড়াইয়ের উপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবদানব মানব সমস্ত জীব জন্তু সর্ব্বদা কালকর্ত্তৃক ভাজাপোড়া হইয়া পাক হইতেছে অথচ তাহা তাহাদের বোধগম্যও হইতেছে না ইহাই হইতেছে সংসারের বিচিত্র বার্ত্তা। যুধিষ্ঠিরের উক্তির তাৎপর্য্য এই। যুধিষ্ঠির এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার প্রদত্ত উত্তর শেষ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বব্যাপি বার্ত্তার যিনি কর্ত্তা বা কর্ত্রী তাঁহাকেই মহামায়া বলা হয়। তাঁহাকেই এখানে বার্ত্তারূপা বলা হইয়াছে। চণ্ডী গ্রন্থের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

যে দেবী চণ্ডিকা, মহামোহরূপে জীবগণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, যিনি "বার্ত্তা" পদবাচ্যা হইয়াছেন, তিনিই জীবের অজ্ঞান অপহরণ করিয়া তাহাদের পরম দুঃখ দূর করিবার কারণস্বরূপা হইয়া "পরমার্ত্তিহন্ত্রী" নামে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ত্তৃক এখানে পূজিতা হইয়াছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা জীবের দুঃখদায়ক সন্দেহ নাই কিন্তু উহাকে পরম দুঃখ বলা যায় না। মোহই জীবগণের পরম দুঃখের কারণ। জীবের এই পরম দুঃখ পরিহার করিতে সমর্থা বলিয়াই দেবীকে "পরমার্ত্তিহন্ত্রী" বলিয়া এখানে সম্বোধন করা হইয়াছে। চণ্ডী গ্রন্থারম্ভের প্রথম অংশে একস্থানে মহামুনি মেধস, রাজা সুরথকে এই তত্ত্বই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—পরমাবিদ্যারূপে যে চণ্ডিকাদেবী জীবের মুক্তি দানের হেতু হইয়া থাকেন, তিনিই জীবকে মায়ামোহে বিজড়িত করিয়া সংসারে আবদ্ধ রাখিবার হেতু স্থানীয়া হইয়া থাকেন (২৮৫)। যে দেবীকে, দেবতাগণ তুমি বার্ত্তারূপা বলিয়া এখানে সম্বোধন করিয়াছেন, সেই দেবীকে, তাঁহারা অন্য স্থানে, অন্য সময়ে, তুমি বৃত্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা রহিয়াছ বলিয়াও স্তুতি করিয়াছেন (২৮৬)। এখানেও কৃষিপশুপালন ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা তুমি সকল জীবের জীবিকা প্রদান কার্য্যস্বরূপা, এরূপ অর্থে দেবীকে বৃত্তিরূপা বলা হয় নাই। জগতের সকল জীব কখনই কৃষিবাণিজ্য পশুপালন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। জীবসকল যাহাকে

(২৮৫) "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"
(চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে ৫৮ সংখ্যক শ্লোক এবং পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায় এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

(২৮৬) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"
(চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে ৩২০ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।)

আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে তাহাকেই জীবের "জীবিকা" বা "জীবনবৃত্তি" বলা যায়। মৃত্তিকার রসকে যেমন উদ্ভিদের জীবনবৃত্তি বা জীবনাশ্রয় বলা যাইতে পারে, সেইরূপ মায়ামোহকে মানুষের জীবনাশ্রয় বা জীবনবৃত্তি বলা যাইতে পারে। মায়ামোহ বিচ্ছিন্ন হইলেই জীব, জীবের দেহ বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্ত হয়। এই দৃষ্টিতে দেবী চণ্ডিকাকে যেমন বার্ত্তারূপা বলা যাইতে পারে তেমনি বৃত্তিরূপাও বলা যাইতে পারে।

২২৭ সংখ্যক শ্লোকে, দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকাকে "তুমি ত্রয়ী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই স্থানের "ত্রয়ী" শব্দের অর্থ, চতুর্ধরী টীকাকার এইরূপ করিয়াছেন,—"ত্রয়ী-বেদত্রয়রূপা ত্বম্। অথর্ব্বাস্তু শান্তিকপৌষ্টিকাভিচারিকাত্মকতয়ৈতেষ্বন্তর্ভাবাৎ পৃথঙ্নাভি-ধানম্।" অন্যান্য টীকাকারগণও ত্রয়ী শব্দের অর্থে দেবীকে বেদত্রয়রূপা বলিয়াছেন। চারিবেদের স্থলে একটি বেদকে বাদ দিয়া, দেবীকে বেদত্রয়রূপা বলিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর চতুর্ধরী টীকাকার ভিন্ন আর কেহই প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। চতুর্ধরী টীকাকারের এই উত্তরও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অথর্ব্ব বেদকে অন্য তিন বেদের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদকে সাম যজু ও ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত বলা হইলে, সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদকেও ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত বলিতে হয়। কারণ অথর্ব্ববেদের ন্যায় সাম ও যজুর্ব্বেদের অনেক উক্তিও ঋগ্‌বেদ মধ্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে, এখানে চতুর্ধরী টীকাকারের ঐ অর্থ গ্রহণ না করিয়া "ত্রয়ী" শব্দের অন্যরূপ অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করিতে বাধা নাই। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বেদব্যাস, বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে, মহিষাসুরদলন সময়ে, সমগ্র বেদকে একটি বেদ বলিয়াই গ্রহণ ও বর্ণনা করা হইত। বেদে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি বা উপাসনামূলক সাধনার তিনটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই ত্রিবিধ সাধনার উৎপত্তিস্থান বলিয়া বেদকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এই দৃষ্টিতেও বেদকে ত্রয়ী বলা যাইতে পারে। দেবী চণ্ডিকা, সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় হইতে বেদোক্ত এই ত্রিবিধ সাধনার কেন্দ্র-স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থাতে দেবী চণ্ডিকাকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পক্ষে "তুমি ত্রয়ী" অর্থাৎ তুমি ত্রিবিধ সাধনার মূলস্বরূপা বলিয়া সম্বোধন করা অসম্ভব নহে। যে দেবীকে চারিবেদের বীজস্বরূপা প্রণব বলিয়া দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ স্তুতি করিয়াছেন, সেই দেবীকে ঐ বীজ হইতে নিষ্ক্রান্ত বেদোক্ত ত্রিবিধ সাধনা-শাখার মূলস্থান জানিয়া তাঁহাকে ত্রয়ী বলিয়া স্তুতি করা সম্পূর্ণই সম্ভব।

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥২২৮॥

ঈষৎ সহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥২২৯॥

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥২৩০॥

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥২৩১॥

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥২৩২॥

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গংপ্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥২৩৩॥

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥২৩৪॥

এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥২৩৫॥

দৃষ্ট্যৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎপ্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি সাধ্বী ॥২৩৬॥

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥২৩৭॥

২২৮ হইতে ২৩৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

হে দেবি! জনগণ যাঁহার কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রের সার অবগত হইতে পারে, আপনিই সেই মেধা বা সরস্বতী দেবী, আপনিই জীবগণের দুর্গম ভবসাগর পার হইবার তরণীস্বরূপা, আপনিই অসঙ্গা, অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতা, আপনিই দুর্গা, আপনিই নারায়ণ হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী, আপনিই শশি-শেখর হৃদয়বিহারিণী গৌরী। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণকান্তি তুল্য কান্তিবিশিষ্ট পরম রমণীয়, ঈষদ হাস্যযুক্ত আপনার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধবশে আপনাকে প্রহার করিয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য। হে দেবি! ক্রোধ-উদ্দীপ্ত ভ্রুকুটী-ভীষণ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র সদৃশ আরক্ত আপনার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করা মাত্রই যে মহিষাসুর ভয়ে প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্য; কুপিত যমকে দেখিলে কে জীবিত থাকিতে পারে? হে দেবি! প্রসন্না হউন, আপনি প্রসন্না হইলেই মঙ্গল ঘটিয়া থাকে। আপনি ক্রুদ্ধা হইলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত রিপুকুল বিনাশ করিয়া থাকেন। মহিষাসুরের সুবিপুল সৈন্যদল এইমাত্র আপনি সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমরা এখনই বুঝিতে পারিতেছি। সর্ব্বদা সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িণী আপনি যাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইবেন, তাঁহারাই জনসমাজে সম্মানিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধন, যশঃ এবং ধর্ম্মসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহাদিগের পুত্র, ভৃত্য ও পত্নী বিনীত হয়; তাঁহারাই ধন্য। হে দেবি! আপনার প্রসাদে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সতত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া প্রতিদিন সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন সুতরাং আপনি ত্রিলোকেই ফলদাত্রী। যে কোনও প্রাণী সঙ্কটে পড়িয়া আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি তাহার ভীতি বিনাশ করিয়া থাকেন, আবার সুস্থমনে আত্মনিষ্ঠ হইয়া আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি অতীব শুভমতি প্রদান করিয়া থাকেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখহারিণি, হে ভয়হারিণি, আপনি ভিন্ন সদা সকলের উপকার জন্য দয়ার্দ্র হৃদয়া আর কে আছেন? হে দেবি! এই অসুরগণ নিহত হইলে জগৎ সুখী হয়, পরন্তু ইহারা যাহাতে চিরকাল নরকভোগের নিমিত্ত পাপানুষ্ঠান না করে এবং সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করে ইহা বিবেচনা করিয়াই অহিতকারী এই অসুরদিগকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন। আপনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই কি অসুরগণকে বিনাশ করিতে পারিতেন না? তথাপি আপনি সেই রিপুগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কেন না

শত্রুগণও আপনার অস্ত্রাঘাত প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক এই আপনার অভিপ্রায় ছিল। অতএব শত্রুগণের প্রতিও আপনার এই প্রকার অতুদার দয়া বুদ্ধি আছে। যুদ্ধসময়ে অসুরগণ, আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী শুধাংশু কিরণ সদৃশ বিমল মুখকান্তি দর্শন করিতেছিল বলিয়া আপনার ভীষণ খড়্গপ্রভার চমকে এবং শূলের অগ্রফলকের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতেও তাহাদের চক্ষু বিনষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

২২৮ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমেই "তুমিই মেধা" বলিয়া দেবতাগণ, চণ্ডিকাদেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন। সাধারণতঃ মেধাশব্দে স্মৃতি বা স্মরণশক্তি বুঝায়। কিন্তু, ব্যবহার স্থানের অবস্থা ভেদে শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত অভিধানে মেধা শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অমরকোষে মেধা শব্দের অর্থে "ধারণাবতী বুদ্ধি" বলা হইয়াছে। দেবী ভাষ্যকার সম্ভবতঃ অমরকোষকে আশ্রয় করিয়া মেধা শব্দের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মেধা ধারণাবতী বুদ্ধির্বা অদৃষ্টজন্যত্বাৎ তৎস্বরূপতা।" প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত চণ্ডীব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন,—"তদধিষ্ঠাত্র্যপি ত্বমেবেত্যাহ—মেধাসীতি। মেধা সরস্বতী।" অন্যান্য টীকাকার, নাগোজী ভট্টের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া মেধা শব্দে সরস্বতী অর্থ করিয়াছেন। মেধা এবং সরস্বতী এক নহেন। নিম্নে উদ্ধৃত গীতার উক্তিতে তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন,—"বেদরূপতামুক্ত্বা বেদ ধারণাশক্তিরূপতামাহঃ মেধা অসি ত্বং মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিঃ কীদৃশী? বিদিতেতি, বিদিতমখিলশাস্ত্রসারং সর্ব্বশাস্ত্রন্যায্যং যয়া হেতুভূতয়া সা।" শেষোক্ত টীকাকার মেধা অর্থে দেবীকে বেদধারণাশক্তিরূপা বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকের "ত্রয়ী" শব্দের ভাবার্থ সহিত আলোচ্য শ্লোকে কথিত "মেধা" শব্দের ভাবের একসূত্রতা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করা হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করি। বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণদেব একস্থানে বলিয়াছেন,—"আমিই স্ত্রীদেবতাদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা" (২৮৭)। এই উক্তিতেও দেবীর মেধারূপা ভাবকে স্মৃতিরূপা ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া স্থাপন করা

(২৮৭) "কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীনাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।" (গীতা।)
"নারীনাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্তদেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্।" (গীতারশ্রীধরস্বামী কৃত টীকা।)

হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন শ্রী (লক্ষ্মী) ও বাক্ (সরস্বতী) হইতে মেধাদেবী যে পৃথক অন্য একটি ভাবে অবস্থিতা, তাহাও শ্রীকৃষ্ণদেবের এই উক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী তাঁহার কৃত টীকাতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডীর তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার মেধাশব্দের ব্যাখ্যার সহিত এই সকল উক্তির যতটুকু সামঞ্জস্য রহিয়াছে, অন্য টীকাকারের প্রদত্ত অর্থে সেরূপ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী পংক্তিতে "তুমি দুর্গা, তুমি দুর্গম ভবসাগরের নৌকা এবং তুমি অসঙ্গা বলিয়া দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্থানের অর্থ নির্ণয় কার্য্যেও টীকাকারগণ বিপুল গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীভাষ্যে দুর্গা অর্থে চতুর্ভুজা বা দশভুজা দেবী বলা হইয়াছে। দেবী ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদে দুর্গা শব্দের অর্থ প্রদান চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল লিখিত হইয়াছে—"তুমি দুস্তর ভবসাগরপারের তরণিস্বরূপা। তুমি অসঙ্গা—সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিতা ব্রহ্মময়ী, তুমি নারায়ণ-হৃদয়বাসিনী কমলা, তুমি শশিশেখরবিহারিণী গৌরী।" নাগোজী ভট্ট বলিয়াছেন,—"সৈব দুঃখপ্রাপ্যত্বেন দুর্গাসৌত্যুচ্যতে। দুর্গসংসারসাগরস্য নৌর্জ্ঞানদ্বারা।" ভট্টোজীর ব্যাখ্যানুসারে—তোমাকে দুঃখে পাওয়া যায়—এজন্য তুমি দুর্গানামে অভিহিত হইয়াছ, বলিলে চণ্ডীগ্রন্থের অন্যস্থানে এবং দেবীভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে স্বয়ং চণ্ডিকাদেবী তাঁহার দুর্গানামের উৎপত্তির ইতিহাসে দুর্গমনামক মহা অসুরকে বধ করিবার কথা যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সকল উক্তি বৃথা হইয়া যায় (২৮৮)। এসকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান না করিয়া শান্তনবী তাঁহার কৃত টীকাতে লিখিয়াছেন—"যাঁহাকে দুঃখে পাওয়া যায় তাঁহার নাম দুর্গা" (২৮৯)।

"স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা॥
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে। শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা॥
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা। ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।

* * *

পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী। সৎসু সদ্‌বুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী॥
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু। ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ॥
এবংরূপা চ যা শক্তির্ময়া দত্তা শিবায় সা॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

(২৮৮) "দুর্গমাসুরহন্ত্রীত্বাদ্ দুর্গেতি মম নাম যঃ।" (দেবীভাগবতে দেবগণ প্রতি দেবী চণ্ডিকার উক্তি)
"তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরাসত্যে তবাজ্ঞয়া। অধিষ্ঠানং কৃতং তত্র ধৃতং দিব্যং শরীরকম্॥
শুম্ভাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতাশ্চাবলীলয়া। দুর্গং নিহত্য দুর্গাহং ত্রিপুরা ত্রিপুরে বধে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তি)

(২৮৯) "দুর্গা দুষ্প্রাপা, দুঃখেন গম্যমানা"; (শান্তনবী)

৩৭

যে কারণে এক্ষেত্রে নাগোজী ভট্টের ব্যাখ্যাত দুর্গাশব্দের অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারিতেছে না সেই কারণে শান্তনবী প্রভৃতি টীকাকারের প্রদত্ত অর্থও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। দুর্গম নামক মহা অসুরকে নিপাত করিয়া দেবী চণ্ডিকা যে "দুর্গা" নামে ত্রিলোকে বিখ্যাতা ও প্রপূজিতা হইয়া রহিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এখানে সেই "দুর্গা" রূপেই দেবীকে চিন্তা ও স্তুতি করিয়াছেন,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে। আলোচ্য শ্লোকে দেবীকে "তুমি অসঙ্গা" বলা হইয়াছে। যিনি জগৎ সংসারের সমস্ত কার্য্য সদাসর্ব্বদা স্বয়ং সুসম্পন্ন করিতেছেন, যিনি রণক্ষেত্রে স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া মহিষাসুরের বিপুল সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করিলেন এবং দেবতাগণকে রক্ষা করিলেন, যিনি স্বয়ং কর্ম্মস্বরূপা তাঁহাকে কর্ম্মে নির্লিপ্ত বলা যায় কিরূপে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণদেবের উক্তিতে এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়া রহিয়াছে (২৯০)।

আলোচ্য শ্লোকের শেষভাগে, চণ্ডিকাদেবীকে তুমি নারায়ণের বক্ষে লক্ষ্মীরূপে এবং শিবের কক্ষে গৌরীরূপে অবস্থান কর, বলা হইয়াছে। এইরূপ উক্তিতে কাহারো কাহারো মনে এমন একটা খট্‌কা উঠিতে পারে,—যিনি একবার নারায়ণের ক্রোড়ে আরবার শিবের ক্রোড়ে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আবার "সতী" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে কিরূপে? দেবীভাষ্যকার ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সাংখ্যযোগবেদান্তসিদ্ধান্তমতচতুষ্টয়ে এতদন্তং জগদংশভূতমিত্যস্য দিঙ্‌মাত্রপ্রদর্শনায়েতি বোধ্যম্।" সমস্ত জগৎ দেবী চণ্ডিকার অংশভূত, অতএব তাঁহার অংশ লক্ষ্মীদেহে এবং গৌরীদেহে আছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে লক্ষ্মী হইতে গৌরীকে এবং এ দুই হইতে চণ্ডিকাকে পৃথক্ দেবী স্থির করিতে হয়। চণ্ডীগ্রন্থের এস্থানের বর্ণনা সেরূপ নহে। এখানে আর একটী গুরুতর বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। দেবী চণ্ডিকাকে পরমাপ্রকৃতি এবং সর্ব্বব্যাপিনী বলা হয়। সর্ব্বব্যাপক আকাশের কিংবা পরমব্রহ্মের যেমন অংশ বিভাগ অসম্ভব, তেমনি যে চণ্ডিকাদেবীকে পরমাপ্রকৃতি বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে তাঁহার কোন অংশ তাহা হইতে পৃথক্

---

(২৯০) "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

গীতার এই শ্লোকের টীকাতে শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মানি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ নচ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মানি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ। সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি। অত উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নাপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্।"

দ্বারা সম্ভবপর নহে। নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বার্দ্ধেন ব্রাহ্মীত্বং চোক্তম্। * * * অর্দ্ধশরীরত্বাৎ উত্তরার্দ্ধেন রৌদ্রীত্বং বৈষ্ণবীত্বং চোক্তম্।" নাগোজী ভট্টের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেবী চণ্ডিকার শরীরের একাংশ মেধারূপে ব্রহ্মাতে, অন্য অংশ গৌরীরূপে শিবেতে এবং অবশিষ্ট অংশ লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন বলিতে হইলে দেবীর জীবিতাবস্থাতে তাঁহার দেহবিভাগের চিন্তা ল... বিষম গোলযোগে পাঠককে পড়িতে হয়। বিশেষতঃ ইহাতে প্রবীন দেবীভাষ্যকারের সহিত প্রাচীন ভট্টজীর গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত করিয়া দেওয়া হয়। এই কারণে এই সকল দার্শনিক বিচারবিতর্কের ঊষর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র লৌকিক দৃষ্টান্তকে সম্মুখে ধরিয়া আমরা দেবীর এই বিচিত্র আচরণের অন্তর্নিহিত রহস্য কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রভাত সময়ে ক্যানাডার অধিবাসিগণ প্রশান্তমহাসাগরের ক্রোড়ে উদীয়মান আরক্তবর্ণ যে সূর্য্যকে সমুদ্রজলতরঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়ে সেই সূর্য্যকেই ইংলণ্ডের লোকেরা প্রখর তেজবিশিষ্ট প্রচণ্ড সূর্য্যরূপে তাঁহাদের মস্তকের উপরে দর্শন করিয়া থাকেন। আবার সেই একই সময়ে কাশ্মীরের নরনারীগণ পশ্চিম ভারতসীমান্তের হিন্দুকুশ নামক উচ্চ পর্ব্বতচূড়াতে মেঘমালায় বিজড়িত ক্ষীণপ্রভ সেই সূর্য্যদেবকে অস্তগামী সূর্য্যরূপে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। একই সূর্য্য একই সময়ে একই স্থানে অবস্থিতি করিয়াও যেমন বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন লোকনয়নে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তেমনই একই চণ্ডিকাদেবী একইস্থানে অবস্থান করিয়াও দেবদানবমানবের সাধারণ দৃষ্টিতে কখনও বা বিষ্ণুর ক্রোড়ে লক্ষ্মীরূপে, কখনও বা শিবের ক্রোড়ে গৌরীরূপে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রস্থানে সদা একভাবে অবস্থান করিয়াও বিষ্ণুর ক্রোড়ে লক্ষ্মীরূপে এবং শিবের ক্রোড়ে গৌরীরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে তিনি বিষ্ণুক্রোড়ে লক্ষ্মী এবং শিবক্রোড়ে গৌরীরূপে বর্ণিত হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু দেবী চণ্ডিকার বিশ্বব্যাপিনী এই বিরাট মূর্ত্তিকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাকে একই সময়ে নারায়ণের লক্ষ্মী এবং শিবের গৌরীরূপে, হৃদয়ে ধারণা করিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে; এজন্য চিন্তার কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে নামিয়া আর একটী উপায়ে তাঁহার এই বিচিত্র ভাব বুঝিতে আমরা চেষ্টা করিতে পারি। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবীকে যেস্থানে তুমি নারায়ণের লক্ষ্মী এবং শিবের গৌরী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, সেখানে লক্ষ্য করিবার একটী গুরুতর বিষয় ইহাই রহিয়াছে যে এখানে এই লক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণের পত্নী বা গৌরীদেবীকে শিবের পত্নী বলিয়া ঘুণাক্ষরেও

উল্লেখ করা হয় নাই। মধুকৈটভ বধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী চণ্ডিকা যখন নারায়ণের নিদ্রিত দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি নারায়ণের কেবল বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন এমত নহে। পরন্তু নারায়ণের নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, মন এবং বক্ষঃস্থলাদি অঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার নয়নে আসিয়া দেবী অবস্থান করিলেন বলিয়া চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছেন (২৯১)। রক্তবীজ অসুর বধ সময়ে চণ্ডিকাদেবীর আহ্বানে ব্রহ্মার স্ত্রীশক্তি ব্রহ্মানী, বিষ্ণুর স্ত্রীশক্তি বৈষ্ণবী, এবং মহেশ্বরের স্ত্রীশক্তি মাহেশ্বরী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন (২৯২)। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিতা এই দেবীত্রয়ের নাম, রূপ, ভূষণ, বাহন ইত্যাদির কথা যাহা এখানে লিখিত হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আলোচ্য শ্লোকে বর্ণিত লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর এবং গৌরীকে শিবের স্ত্রীরূপে এখানে বর্ণনা করা হয় নাই। দেবী চণ্ডিকাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—তুমি স্ত্রীরূপে বিষ্ণুর হৃদয়ে বাস কর এবং গৌরীরূপে শিবেতে অবস্থান কর। আত্মা যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা তেমনি ইঁহাদের একজন বিষ্ণুদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অন্যজন শিবদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং চণ্ডিকার এই দুই বিভিন্ন নামে পরিচিতা *চিন্ময়ীশক্তির* অধিষ্ঠান দ্বারাই বিষ্ণুদেহের চৈতন্য এবং শিবদেহের চৈতন্য সংরক্ষিত হইয়াছে একথা বলিতেই বা বাধা কি? (২৯৩)। ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি আদ্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, দেবী চণ্ডিকাকে তাঁহারা যে এখানে এই ভাবেই তুমি বিষ্ণুহৃদয়ে লক্ষ্মী এবং তুমি শিবহৃদয়ে গৌরী বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

---

(২৯১) "এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥"
(চণ্ডীমাহাত্ম্যের মধুকৈটভবধ দ্রষ্টব্য)

(২৯২) "যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্। তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ। আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী। মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥
* * *
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥
(চণ্ডীমাহাত্ম্যের রক্তবীজবধ দ্রষ্টব্য)

(২৯৩) "তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোঽথ বিভাবসুঃ। শশী সূর্য্যো যমস্ত্বষ্টা বরুণঃ পবনস্তথা॥
ধরা স্থিরা তদা ধর্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ। অন্যথা চেদশক্তা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে॥
(দেবীভাগবত)

২৩৩ সংখ্যক শ্লোকে "লোকত্রয়" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা লইয়া টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ সুদীর্ঘ বিচার বিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। দেবীভাষ্যকার বলিতেছেন—এই শ্লোকে লিখিত লোকত্রয় শব্দে স্বর্গ, পৃথিবী এবং পাতাল এই তিনলোক বুঝিতে হইবে (২৯৪)। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—দেবি! আপনার কৃপাতে ত্রিলোকবাসী স্বর্গগমন করে। স্বর্গবাসিগণ স্বর্গে গমন করিবে এ কিরূপে সম্ভবে? দেবীভাষ্যকার উত্তরে বলিয়াছেন স্বর্গবাসীরা আরও উচ্চ স্বর্গে গমন করিবে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। নাগোজী ভট্ট বলিতেছেন—ত্রিলোক শব্দ অর্থে এখানে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহজন্মে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং তাহা হইতে হে দেবি! আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি পরজন্মে স্বর্গে গমন করেন এবং তাহার পরে মোক্ষলাভ করেন (২৯৫)। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত হইয়াছে—ত্রিলোক অর্থ কৃতক, কৃতকাকৃতক, অকৃতক, এই তিনলোক। কৃতক লোক অর্থে টীকাকার লিখিয়াছেন,—"মর্ত্ত্যাদি স্বর্গ পর্য্যন্ত" কৃতকাকৃতক অর্থ "মহর্লোক", অকৃতক অর্থ "জনলোকাদি"। প্রতিদিন কর্ম্মানুষ্ঠানকারীব্যক্তি কৃতকলোক প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্মত্যাগিগণ কৃতকাকৃতক লোক প্রাপ্ত হয়েন। কি কর্ম্মফলে অকৃতক লোক প্রাপ্তি ঘটে তাহা তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার প্রকাশ করেন নাই (২৯৬)। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার আরও একটি অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই,—হে দেবি! মানবের পূর্ব্বলোকে, বর্ত্তমান লোকে এবং পরলোকে আপনার অনুগ্রহেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। উপরিউক্ত টীকাকার আরও লিখিয়াছেন মানবের—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দেহে, আপনার অনুগ্রহেই স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে (২৯৭)। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে সাতটি লোকের বর্ণনা

---

(২৯৪) "স্বর্গঃ পৃথিবী পাতালঞ্চেতি লোকত্রয়েঽপ্যেবং।"

(২৯৫) "হে দেবি! ভবতীপ্রসাদাৎ যঃ সুকৃতী প্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতপুণ্যবান্ সততমেব সুকৃতলব্ধাৎ ত্বৎপ্রসাদাদেব অত্যাদৃতঃ নিত্যনৈমিত্তিকাদাবতিশ্রদ্ধাবান্ প্রতিদিনং সদৈব ষষ্টিঘটিকাবচ্ছেদেন সকলানি ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি করোতি। পুনস্তত্রএব ত্বৎপ্রীত্যুদ্দেশেন কৃতকর্ম্মভ্যো লব্ধত্বৎপ্রসাদাদেব স্বর্গং প্রয়াতি। ততঃ ক্রমেণ বা মোক্ষঞ্চ।"

(২৯৬) "কৃতককৃতকাকৃতকাকৃতকভেদাল্লোকত্রয়ং, তত্র কৃতকো মর্ত্ত্যাদিস্বর্গপর্য্যন্তং প্রতিদিনকরণাৎ, কৃতকাকৃতকো মহর্লোকঃ প্রতিদিনমকরণাৎ প্রলয়ে শূন্যত্বাচ্চ, অকৃতকো জনলোকাদিঃ।"

(২৯৭) "যদ্বা ভবতীপ্রসাদাৎ সুকৃতী পুণ্যবান্ ভবতি ইতি প্রাচীনলোকে ফলদাত্রী ত্বং সম্প্রতি চ প্রতিদিনং ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি করোতীতি বর্ত্তমানলোকে ফলদাত্রী ত্বং, ততঃ স্বর্গং প্রয়াতি চেতি পরলোকে ফলদাত্রী ত্বমিতি লোকত্রয়ে ফলদানং।"

আছে (২৯৮) এ অবস্থাতে "ত্রিলোক" শব্দে পুরাণবর্ণিত অপর চারিটি লোক পরিত্যাগ করিয়া কেবল তিনটি লোকের অধিবাসীকে দেবী স্বর্গ প্রদান করেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। এই কারণে এখানে ত্রিলোক শব্দে সর্ব্বলোক বুঝিতে হইবে। ত্রিকালজ্ঞ অর্থে সর্ব্বকালজ্ঞ যেমন বুঝিতে হয় ত্রিদিব অর্থে যেমন তিন দেবতার বাসস্থান নহে, সর্ব্ব দেবতার বাসস্থান স্বর্গ বুঝিতে হয় সেইরূপ ত্রিলোক অর্থে সর্ব্বলোক এখানে বুঝিতে বাধা নাই। সর্ব্বলোকবাসী জীব আপনার কৃপাতেই সৎকর্ম্মে মতিমান হয় এবং তদ্বারা তাহারা স্বর্গ অর্থাৎ উর্দ্ধমুখি গতি প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে দোষজনক হইবে না।

পরবর্ত্তী শ্লোকে (২৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) দেবী চণ্ডিকাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, হে দুর্গে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি অশেষ জন্তুর ভীতি হরণ করিয়া থাক। এস্থানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবজন্তুই দুর্গাদেবীকে স্মরণ করিবে কিরূপে? কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন এই শ্লোকের "জন্তু" শব্দার্থে পশু, পক্ষী জীবজন্তু বুঝিতে হইবে না। কেহ বলেন ঐরূপই বুঝিতে হইবে। দেবা ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "অশেষজন্তোঃ স্বস্থস্যাস্বস্থস্য বা সর্ব্বস্যৈব প্রাণিনঃ।" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার এই শ্লোকের "জন্তু" অর্থে "অশেষজন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্য" অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই বুঝিতে হইবে লিখিয়াছেন। প্রাচীন ভাষ্যকার নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকের জন্তু শব্দের অর্থনিষ্কাসনের গোলযোগের মধ্যে নামিতে ইচ্ছা না করিয়া আদৌ জন্তু শব্দের কোন অর্থ ই প্রদান করেন নাই। এই শ্লোকের "জন্তু" শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা আমরা তিনটি সুগম পথ অবলম্বনে করিতে পারি। তাহা এই,—প্রথম—মানুষের ন্যায় সকল জীবজন্তুরই নিদারুণ কষ্টের সময়ে আর্ত্তনাদ করিবার শক্তি আছে। এই আর্ত্তনাদকেই দুঃখনিবারিণী মাতৃরূপা পরমাশক্তিকে স্মরণ করা বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ ব্যাখ্যা এইরূপে করা যাইতে পারে যে, হে দুর্গে,—তোমাকে স্মরণ করিলে সমস্ত জীবের ভয় দূর হয়, দেবতাদিগের এই স্তোত্রবাক্যে, স্মরণ করা কার্য্যের কর্ত্তা যে জন্তুগণ, ইহা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। যে তোমাকে স্মরণ করিবার যোগ্যতা রাখে এমন ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিয়া অশেষ জন্তুর ভয় দূর করিতে পারে। রামচন্দ্র দুর্গাকে স্মরণ করিয়া এবং ডাকিয়া এক সময়ে তৎকালের অসংখ্য নরবানর, জীবজন্তু, এমন কি

(২৯৮) ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক নামক সাতটি লোকের বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এবচ। সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতা॥" (অগ্নিপুরাণ দ্রষ্টব্য)

ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও রাক্ষসভীতি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাণে এরূপ ঘটনার বিবরণ অসংখ্য স্থানে অসংখ্য প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। হে দুর্গে, তোমাকে স্মরণ করা রূপ কার্য্যের দ্বারা অশেষ জীবজন্তুর অশেষপ্রকার ভীতি ও দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে এইরূপ চিন্তা হৃদয়ে ধারন করিয়া ইন্দ্রাদিদেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে এই শ্লোকে স্তুতি করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিতে কোন বাধাই নাই। তৃতীয় প্রকারের অর্থ ব্যাখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। তাহা এই,—"জন্তু" অর্থ এখানে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ নহে, পরন্তু জন্তু অর্থে এখানে কেবল মানুষই বুঝিতে হইবে। কেবল অভিধানে জন্তু অর্থে যে মানব জানিতে পারা যাইতেছে তাহাই নহে, বেদ উপনিষদেরও অনেকস্থানে জন্তুশব্দটি মানবশব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে (২৯৯)।

২৩৫ সংখ্যক এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকা অসুরগণের প্রতি সদয়া হইয়াই তাঁহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা নিপাত করিয়া তাঁহাদের স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহা আপাত দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইতে পারে। কাহারও কাহারও নিকট ঐরূপ বোধ হইলেও রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের সর্ব্বত্র এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণদেব অর্জ্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক স্থানে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন যে,—"তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।" (৩০০) অসদুদ্দেশ্য সাধন জন্য অস্ত্র লইয়া দুই পক্ষ হতাহত হইলে, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। আত্মরক্ষার্থী অর্থাৎ নিজের জাতিকুল জীবিকা রক্ষার্থ আক্রমকারীর সহিত যে সম্মুখ যুদ্ধ, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধপদবাচ্য। ইহাকেই এদেশে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলা হয়। দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী

(২৯৯) "JANTU a creature, living being, man, person, everybody" (Sir Monier Monier William's Sanskrit English Dictionary.) কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লীর ১০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় জন্তু শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে—"জন্তোঃ—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিনঃ"। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ৯৯ সংখ্যক শ্লোক এই—"বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং। তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্॥

ইহার টীকা এই—"বেদশাস্ত্রং নিত্যং সর্ব্বভূতানি ধারয়তি তেনান্নং তথা চ। হবিরগ্নৌ হূয়তে সোঽগ্নিরাদিত্যমুপসর্পতি তৎ সূর্য্যো রশ্মিভির্বর্ষতি তেনান্নং ভবতি অথেহ ভূতানামুৎপত্তিস্থিতিশ্চেতি হবির্জায়ত ইতি ব্রাহ্মণং। তস্মাদ্বেদশাস্ত্রমস্য জন্তোর্বৈদিককর্ম্মাধিকারি পুরুষস্য প্রকৃষ্টং পুরুষার্থসাধনং জানন্তি।"

(৩০০) হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

চণ্ডিকা এই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। অসুরগণও এক্ষেত্রে ধ্বংসমুখ হইতে অসুরকুলকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই অসুরগণ পূর্ব্বে অসদাচারী থাকিলেও ভীষণ মূর্ত্তিধারিণী দেবীকে সম্মুখে দেখিয়া পলায়ন না করিয়া এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ দেবীর সহিত যুদ্ধ করায়, তাঁহারা বীরধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সম্মুখ যুদ্ধে দেবীহস্তে নিহত হইয়া, এবার তস্করের ন্যায় খিড়্কি পথে না যাইয়া, বীরের ন্যায় সুপ্রশস্ত সিংহদ্বারদ্বারা স্বর্গে যাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। মানবই হউন্ আর দৈত্য দানবই হউন্, নিজের দেশ সমাজ জাতিকুল রক্ষার্থে নিজের প্রাণের মমতা যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই দেবলোকে উন্নীত হইবার যোগ্য। দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল অসুর এই যোগ্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেবী স্বর্গে তুলিয়া লইবেন ইহা বিচিত্র কি ?

২৩৬ সংখ্যক শ্লোকে দেবতাগণের উক্তিতে কথিত হইয়াছে,—একবার চক্ষুদ্বারা একটু দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অসুর কুলকে আপনি তন্মুহুর্ত্তে ভস্মীভূত করিতে পারিতেন, তবে যে তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে অস্ত্রদ্বারা আপনি নিহত করিয়াছেন তাহা কেবল যুদ্ধে বধদ্বারা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট লোকে গমনের পথ পরিস্কার করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে। ইহা অরি এবং রিপুগণ প্রতি আপনার দয়ার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলেন এস্থানের অরি ও রিপুগণ অর্থে চণ্ডিকার রিপু ও অরিগণ বুঝিতে হইবে। ইহা ঠিক নহে। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য হইবে যে, অসুরগণ দেবগণের শত্রু ছিলেন, কাজেই স্তবের এস্থানে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হয় নাই। বস্তুতঃ অসুরগণ কোন কালেই দেবী চণ্ডিকার শত্রু বা রিপু ছিলেন না এবং দেবী ও দেবাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে সে ভাবে তাঁহাদিগকে কখনও দর্শন করেন নাই। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে মহিষাসুর যুদ্ধের পূর্ব্বাপর স্থান মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেবী চণ্ডিকা অসুরগণকে কখনও যে শত্রুভাবে দর্শন করিয়াছিলেন এরূপ জানিতে পারা যায় না, পরন্তু দেবতাগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নিবারণ জন্য তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত অসুরগণকে শাসন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই যে তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা তাঁহার নিজ মুখের উক্তিতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। চণ্ডিকার কোপদৃষ্টিতে অসুরগণ ভস্মীভূত হওয়া দূরের কথা, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মাত্রেই তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই, তবে তাহা না করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসুর নিপাত করিবার উদ্দেশ্য অবশ্যই অন্য কিছু ছিল। সে উদ্দেশ্য ছিল,—লোক-শিক্ষাদান। ইহা দ্বারা ত্রিলোকবাসী দেখুক এবং শিক্ষালাভ করুক, কি ভাবে অত্যাচারীর অত্যাচার দমন করিতে হয়।

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিম্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥২৩৮॥

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥২৩৯॥

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতংত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥২৪০॥

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ ॥২৪১॥

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥২৪২॥

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথাভুবম্ ॥২৪৩॥

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥২৪৪॥

৩৮

ঋষিরুবাচ ॥২৪৫॥

এবংস্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥২৪৬॥

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা ।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥২৪৭॥

দেব্যুবাচ ॥২৪৮॥

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্ ।
(দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা) ॥২৪৯॥

দেবা ঊচুঃ ॥২৫০॥

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥২৫১॥
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি ।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥২৫২॥
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে ।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্ ॥
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে ॥
॥২৫৩-২৫৪॥

ঋষিরুবাচ ॥২৫৫॥

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥২৫৬॥

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী ॥২৫৭॥
পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২৫৮॥
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥২৫৯॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে শক্রাদিকৃত দেব্যাঃ স্তুতিঃ।

২৩৮ হইতে ২৫৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

হে দেবি! দুর্বৃত্তগণের দৌরাত্ম্যনাশই আপনার স্বভাব। আপনার অপূর্ব্ব রূপ এবং দেববল-পরিভবকারী-অসুরনাশক আপনার বীর্য্য অন্যের অচিন্তনীয় এবং অতুলনীয়। শত্রুগণের প্রতিও আপনার দয়া এই যুদ্ধে (যে হেতু অসুরগণ যুদ্ধে আপনাকর্ত্তৃক নিহত হইলে স্বর্গ লাভ করিবে) প্রকাশিত হইয়াছে। হে বরদে দেবি! কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? শত্রুর ভয়জনক অথচ অতি মনোহর এমন রূপই বা আর কোথায় আছে? ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র আপনাতেই একাধারে চিত্তে কৃপা অথচ তৎসঙ্গে যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। হে দেবি! আপনি শত্রুনাশদ্বারা এই সমগ্র ত্রৈলোক্য রক্ষা করিয়াছেন; সংগ্রাম মধ্যে সেই শত্রুগণকে বধ করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়াছেন, উদ্ধত দৈত্য সকল হইতে জাত আমাদের ভয় ও আপনি অপনোদন করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আমাদিগকে শূলদ্বারা রক্ষা করুন। হে অম্বিকে! আমাদিগকে খড়্গদ্বারা রক্ষা করুন, ঘণ্টাধ্বনি ও শরাসন-জ্যাশব্দে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে চণ্ডিকে! হে ঈশ্বরি! আপনি নিজ শূল ঘূর্ণিত করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরদিকে রক্ষা করুন। আপনার নিকট ইহাই প্রার্থনা। ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনার যে সৌম্য এবং অতি ভয়ঙ্কররূপ সমস্ত বিরাজিত আছে সেই সকল দ্বারা আমাদিগকেও পৃথিবীকে আপনি রক্ষা করুন। হে অম্বিকে! আপনার করপল্লবে খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্র বিরাজিত আছে

সে সমস্তদ্বারা আমাদিগকে সকল স্থান হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ঋষি কহিলেন। দেবী জগদ্ধাত্রী এই প্রকারে দেবগণকর্ত্তৃক স্তুতা হইয়া এবং নন্দন বন জাত কুসুমদ্বারা ও গন্ধানুলেপনদ্বারা প্রপূজিতা হইয়া এবং দেবগণকর্ত্তৃক ভক্তি সহকারে দিব্য ধূপদ্বারা ধূপিতা অর্থাৎ পূজিতা হইয়া সমস্ত প্রণত দেবগণকে সন্তোষ ব্যঞ্জক প্রফুল্ল বদনে বলিলেন। দেবী কহিলেন। হে দেবগণ। আমার নিকট তোমাদের অভীষ্ট বর কি তাহা প্রকাশ কর। তোমাদের এই স্তব সমূহদ্বারা সুপূজিতা হইয়া আমি অতি প্রীতি সহকারে উহা দিতেছি। দেবগণ কহিলেন। যে হেতু আমাদের শত্রু এই মহিষাসুর (তোমা কর্ত্তৃক) নিহত হইয়াছে সেই হেতু, হে ভগবতি! তোমাকর্ত্তৃক সমস্তই নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। হে মহেশ্বরি! যদি আমরা তোমার নিকট হইতে বরদান পাইবার যোগ্য হইয়া থাকি, তবে প্রার্থনা এই যে, যখন যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তখন আমাদের পরম বিপদ সমূহ তুমি বিনষ্ট করিবে। হে বিমল বদনে। হে অম্বিকে! যে মনুষ্য এইরূপ স্তবদ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, তাহার বিত্তপ্রাচুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত ধনদারাদি সম্পদ্ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহপরায়ণা হইয়াছ সেইরূপ হইয়া সর্ব্বদায়িণী হইবে। ঋষি কহিলেন। হে রাজন্। এইরূপে দেবগণকর্ত্তৃক জগতের এবং তাঁহাদের স্বকীয় কল্যাণের জন্য দেবী ভদ্রকালী প্রপূজিতা হইয়া এবং তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিয়া "তাহাই হউক্" এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। হে রাজন্। জগত্রয়হিতৈষিণী দেবী দেবগণের শরীর হইতে পূর্ব্বকালে যে ভাবে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা এই কথিত হইল। পুনরায় সেই দেবোপকারপরায়ণা দেবী, দুষ্ট দৈত্যগণের ও শুম্ভ নিশুম্ভবধের এবং লোকরক্ষার জন্য গৌরীমূর্ত্তিতে যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

২৪৬ এবং ২৪৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, দেবতাগণ দেবী জগদ্ধাত্রীকে এইরূপে স্তুতি করিলে এবং গন্ধ পুষ্প ধূপাদির দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, দেবী সুপ্রসন্না হইয়া দেবতাগণকে বর দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই শ্লোকে পূজার উপকরণ গন্ধ পুষ্প ধূপাদির উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অনেক পরে, যখন তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত হইয়াছে, সেই সময়ে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থখানি রচিত হইয়া থাকিবে, তাহার

কারণ, তাহারা বলিয়া থাকেন, বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্পাদি পূজোপকরণের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে এদেশে তান্ত্রিক পূজার অঙ্গীয় বহুতর মেষ, মহিষ, ছাগাদি পশু ... মন্দির প্রাঙ্গনে বলি প্রদান করা হইত, সেই স্থানের পচা রক্তমাংসের বিষম দুর্গন্ধ বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যেই সেই স্থানে সুগন্ধ ধূপ জ্বালাইয়া ধূমদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত সকল নিতান্তই ভ্রমাত্মক। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি পূজোপকরণ দ্বারা দেবার্চ্চনা করিবার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে কেবল্ এদেশে নহে, প্রাচীন ইজিপ্ট, এসিয়া, ইউরোপ, চীন ও জাপান প্রভৃতি সকল দেশের সকল মানব সমাজেই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে (৩০১)। চীন

(৩০১) প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের পুরাতত্ত্ব পাঠে জানা যায়,—Gizeh নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে Sphinx দেবতার খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তির এক হস্তে সুরা পাত্রে মদ্য অন্য হস্তে ধূপ দানিতে ধূপের ধূম দানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ দেশের Ra নামক সূর্য্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই পূজার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় Ra দেবতাকে প্রভাতে বৃক্ষনির্য্যাস বা ধূপ, মধ্যাহ্নে Myrrh এবং সন্ধ্যাকালে "কুকি" নামক এক প্রকার গুগগুল্ দ্বারা ধূপ দান করিবার নিয়ম ছিল। আমাদের এদেশে প্রচলিত ষোড়শাঙ্গ ধূপের ন্যায় ইজিপ্ট দেশে মধু, মদ্য, মনাক্কা প্রভৃতি ষোলটি বিভিন্ন বস্তু মিশ্রিত করিয়া এই "কুকি" প্রস্তুত করা হইত। ইজিপ্ট দেশে হাম্মামৎ নামক পার্ব্বত্য উপত্যকাতে একটি প্রাচীন মন্দির গাত্রে খোদিত চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রা দেবতার পূজার জন্য ধূপ আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালের কোন ক্ষমতাবান্ রাজা বহু সৈন্য লইয়া সোরালি দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে যুদ্ধ জয়ী হইয়া বহু যত্নে ধূপ সম্পদ্ আনয়ন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকার Maimonides তাঁহার রচিত "More Nevochim" গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"The use of incense in the worship of the Jews originated as a correction of the disagreeable odours arising from the slaughter and burning of the animals offered in sacrifice."

পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের এইরূপ উক্তি সকল আশ্রয় করিয়াই সম্ভবতঃ এদেশের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ মধ্যে কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তন্ত্রোক্ত পূজার অঙ্গীয় ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদানের রক্তের দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই ধূপধূমদানের প্রথা এদেশে অল্পদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেবার্চ্চন সময়ে ধূপদীপদানের প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে যে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতেও প্রতীয়মান হইবে—"The Ramayana and Mahabharata afford evidence of the employment of incense by the Hindus, in the worship of the gods and the burning of the dead, from the remotest antiquity. Its use was obviously continued by the Buddists during the prevalence of their religion in India, for it is still used by them in Nepal, Tibet, Ceylon, Burmah, China

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্মমন্দিরে ছাগাদি বলি প্রদান করা হয় না, কিন্তু ঐ সকল মন্দিরে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নিবেদন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সকল দেশের মানুষেই নিজের প্রিয় বস্তু নিজ উপাস্য দেবতাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য ভক্তিসহকারে যে প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা দেখা যাইতেছে। মানবসমাজের উন্নত ও অবনত অবস্থার তারতম্যানু-

---

and Japan. These countries all received Bnddhism from India, and a large proportion of the porcelain and earthenware articles imported from China and Japan into Europe consists of innumerable forms of censers" এতল্লিখিত censers শব্দের অর্থ ধূপদানি বা ধূপাধার।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এরূপ সিদ্ধান্তের মূলে দুইটি বিষম ভ্রম ধারণা অবস্থান করিতেছে। একটি, তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি—আধুনিক। দ্বিতীয়টি,—অতি প্রাচীনকালে গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দ্বারা এদেশে দেবার্চ্চনা করা হইত না। প্রথম বিষয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থ শেষে যে স্থানে সুরথ রাজার নিজদেহের রক্ত দ্বারা দেবীপূজার কথা কথিত হইয়াছে, সেই স্থানের ব্যাখ্যান সময় ঐ কথাপ্রসঙ্গে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এ জন্য এখানে তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার নাই। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের পিরামিডাদি ভগ্নমন্দির গাত্রে এখনও যে সকল খোদিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, আর চীন এবং জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থের পত্রে পত্রে পূজোপকরণ সামগ্রীর যে সকল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, বাইবেল, কোরান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থেরও নানা স্থানে, ঐ সকল মতাবলম্বীদের দেবতা ও পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজাপদ্ধতির যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধূপদীপপুষ্পাদিদ্বারা পূজার্চ্চনা করিবার প্রথা যে এককালে বিশ্বব্যাপী ছিল ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে। যাঁহাদের এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার সুবিধা নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ সকল তত্ত্বপরিজ্ঞাপক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

এদেশে শাক্যসিংহের প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন, দেব ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে পূজার উপকরণ জল, ফলাদি, অন্ন, তিল এবং দীপ দান করিলে ঐ সকল বস্তুর প্রদাতা স্বয়ং তৃপ্তি, অক্ষয় সুখ, সন্তান সন্ততি এবং উত্তম দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—

"বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমঃ॥"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মার্থ—যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রদান করে সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির প্রদত্ত বস্তুসকল আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

"উপবেশ্য তু তান্ বিপ্রানাসনেষ্বজুগুপ্সিতান্। গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভিরর্চ্চয়েদ্দেবপূর্ব্বকম্॥"

মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই—"অনিন্দিত সেই ব্রাহ্মণগণকে আসনে উপবেশন করাইয়া দেবপূজা অগ্রে

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সারে তাহাদের উপাস্যদেবতার পূজার উপকরণ সামগ্রী সকল মধ্যে কোথায়ও বা দুর্গন্ধবিশিষ্ট পচা বসামাংস কোথায়ও বা সুগন্ধ পুষ্পাদি ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশের অত্যুন্নত মুনি ঋষিগণ, তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কর পবিত্র বস্তু সকল দেবতাগণকে নিবেদন করিয়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই সকল মধ্যে পুষ্প একটি অতি উপাদেয় বস্তু।

সমাধান করতঃ তাঁহাদিগকে সুগন্ধ চন্দন এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।"

"ধূপদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি ধূপদঃ সর্ব্বমশ্নুতে।" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন।)

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই—"ধূপদানকারীব্যাক্তি সমস্ত অভিলসিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং ভোগ করে।"

"অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধপুষ্পৈঃ প্রদীপকৈঃ। গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাঃ॥"

(আহ্নিকতত্ত্বধৃত মরীচি বচন।)

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই—"গৃহস্থ ব্যক্তি অন্ন, সুগন্ধ চন্দন, পুষ্প এবং প্রদীপের দ্বারা প্রত্যহ নিজ গৃহে গৃহদেবতাদিগকে পূজা করিবে।"

এইরূপ শত সহস্র শাস্ত্রীয় বচন, নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি অর্পন দ্বারা যে উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিবার প্রথা বহুকাল যাবৎ এদেশে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা সপ্রমান করা যাইতে পারে কিন্তু অনাবশ্যক বোধে সেরূপ চেষ্টা না করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানব সমাজে এই সকল বস্তুদ্বারা কি ভাবে পুরাকালে দেবার্চ্চনা হইত এবং এখনও হইতেছে তাহাই অতঃপর দেখান যাইতেছে—

প্রাচীন রোমে দিগ্বীজয়ী যোদ্ধাগণ দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা সময়ে তাঁহাদের সম্মুখে ধূপদীপ এবং পুষ্পমাল্য প্রদানদ্বারা যে সমাদর করা হইত, প্রাচীন রোমের ইতিহাসপাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

কলিকাতা এবং বোম্বাই নগরে পার্শীদের ধর্ম্মমন্দিরে এখনও সযত্নে দিবারাত্রি যে প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া রক্ষা করা হয়, ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দাভেস্তাতে অগ্নিদেবের বেদীসম্মুখে দিবসে পাঁচ বার ডোহুপাওনো নামক পবিত্র ধূপ দ্বারা আরতি করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। জৈনদিগের প্রধান তীর্থ আবুপর্ব্বতে তাঁহাদের দেবমন্দিরে, সর্ব্বক্ষণ সুগন্ধ ধূপদীপদ্বারা দেবার্চ্চনা হইয়া থাকে।

কলিকাতা নগরীতে রোমান কেথলিক খৃশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের যে সকল বৃহৎ গীর্জ্জাঘর আছে, তথায় উপাসনা সময়ে যে কোন দিন যে কেহ যাইয়া দেখিতে পারেন, এখনও ধূপ দীপ প্রজ্জলিত করিয়া সেই সকল স্থানে যীশু খ্রীষ্টের গর্ভধারিণী মেরী দেবীর অর্চ্চনা করিবার প্রথা কতদূর ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃশ্চিয়ানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের অনেক স্থানে অর্চ্চনা সময়ে ধূপ দানের ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (লিউক খণ্ডের ১ম অঃ ৯ম বাক্য)

শুদ্ধাচার মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণগণের বাসকেন্দ্র পুণানগরীতে এখনও নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজন সময়ে অন্নপাত্রের সন্নিকটে একটি ধূপশলাকা প্রজ্জলিত করিয়া রাখিবার যে প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা এই লেখকের পুণা অবস্থিতি সময় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই সকল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তান্ত্রিক পূজা প্রচলনের সময় হইতে মদ্য মাংসের দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য এদেশে ধূপ দীপ দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিবার আর কোনই স্থল থাকে না

অনেক সুগন্ধ পুষ্প একাধারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল কর্ণ ইন্দ্রিয় বাদে অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের একই সময়ে যেরূপ সুখ উৎপাদন করে এমন আর কিছুতে করে না। এজন্য তাঁহারা পূজার উপকরণমধ্যে পুষ্পকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই এদেশের জনসাধারণ পূজার অন্য উপকরণ না পাইলেও কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে পূজা করিয়া থাকেন। দেবতাগণ, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দগদগদভাষায় তাঁহাদের পরমারাধ্যা দেবী পরমেশ্বরীকে তাঁহাদের অতি প্রিয় বস্তু নন্দনকাননের পুষ্পরাশি এবং স্বর্গীয় সুগন্ধময় ধূপাদি পবিত্র বস্তু প্রদান করিয়া যে স্তুতি ও পূজা করিবেন ইহা সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে ধূপদীপপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিলে এবং ভক্তিভাবে স্তুতি করিলে দেবী চণ্ডিকা যখন প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বলিলেন, দেবগণ! তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তখন দেবতাগণ বলিলেন, "আমাদের শত্রুকে আপনি বিনষ্ট করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তবে যদি আপনি কৃপা করিয়া বরই প্রদান করেন, তবে ভবিষ্যতে বিপদে পড়িয়া যখন আপনাকে স্মরণ করিব তখনই এই ভাবে আপনি আমাদের বিপদ নিবারণ করিবেন; আর যে মনুষ্য বিপদে পড়িয়া এইরূপ স্তবদ্বারা আপনাকে স্তুতি করিবে তাহার প্রতি আপনি সুপ্রসন্না হইয়া তাহার বিত্ত, বিভব, ধন, দারা, পুত্র, কন্যাদি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা ব্যবস্থা করিবেন। এই শ্লোক পাঠ করিয়া অনেকের মনে এমন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ মর্ত্ত্যলোকবাসী মানুষের মঙ্গলের জন্য এ সময়ে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণদেব এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। সে উত্তরটি এই— অন্ন হইতে প্রাণিসকলের সমৃদ্ধি হয়, সেই অন্ন বৃষ্টিদ্বারা সমৃদ্ধ হয়, সেই বৃষ্টি যজ্ঞীয় ধূম হইতে উৎপন্ন হয়, আর সেই যজ্ঞ মানুষের কর্ম্ম সমুদ্ভূত। কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি অক্ষর অর্থাৎ পরমব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত। এইভাবে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম নিত্যই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই যজ্ঞ মানুষের অনুষ্ঠেয়। শ্রীকৃষ্ণদেবের এইরূপ উক্তিদ্বারা মানব মঙ্গলের সহিত দেবতাগণের মঙ্গলের যে কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে (৩০২)। এ অবস্থাতে স্বর্গলোকের দেবতাগণ যে মর্ত্ত্যলোকের মানবগণের মঙ্গলের জন্য দেবী চণ্ডিকার নিকটে বর প্রার্থনা করিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

---

(৩০২) অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবম্॥ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)(পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২৫৮ এবং ২৫৯ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—পুনর্ব্বার দেবী চণ্ডিকা গৌরীদেহ ধারণ করিয়া লোক সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এবং দেবতাদের উপকার সাধন জন্য, দুষ্ট দৈত্যগণকে এবং শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে যে ভাবে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। এই স্থানের "গৌরীদেহা" শব্দের অর্থ নির্ণয় লইয়া টীকা-কারগণ মতভেদের একটি কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কৃত চণ্ডীগ্রন্থের টীকাতে লিখিয়াছেন,—"গৌরী পুনশ্চ সম্ভূতা সতী যথা দেহাসা অভবৎ তৎশৃনুম্বেতি শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ঃ। দেহাসেতি দেহঃ শরীরং তত্র সা অ... স্থিতির্যস্যাঃ সা দেহাসা গৃহীতশরীরেতি যাবৎ।" ইহার অর্থ, দেবী গৌরী পুনর্ব্বার আবির্ভূতা হইয়া যে ভাবে শরীর পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। এই সিদ্ধান্তানুসারে এখানে "গৌরী" শব্দটী চণ্ডিকা শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ চণ্ডিকা ও গৌরী এক দেহ মনে করিতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার দেবীভাষ্যে লিখিয়া-ছেন,—"গৌরীতি মূর্ত্তিভেদসংজ্ঞা, তদ্দেহা তদাত্মিকা", অর্থাৎ গৌরী চণ্ডিকার আর এক প্রকার মূর্ত্তিভেদপরিজ্ঞাপক সংজ্ঞা মাত্র। এই ব্যাখ্যানুসারে বুঝিতে পারা যাইতেছে দেবী চণ্ডিকা গৌরীরূপ ধরিয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—"সা গৌরী পুনশ্চ দেহা, দেহবতী সতী, মত্বর্থীয়াৎ প্রত্যয়েন রূপং, যথা যেন প্রকারেণাভবৎ প্রাদুর্ভূতা......শৃণুত্ব।" অর্থাৎ সেই গৌরী পুনর্ব্বার শরীরধারিণী হইয়া যে ভাবে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রবণ কর। কেহ বলেন, "গৌর্য্যাঃ সকাশাদ্দেহো যস্যাঃ" এই অর্থে এস্থানে গৌরী নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ বলেন, "গৌরীদেহ এব দেহো যস্যাঃ" ইত্যাদি। প্রাচীন টীকাকার নাগোজীভট্ট অন্যরূপ অর্থ করিয়া লিখিতেছেন,—"গৌরীদেহঃ কারণং যস্যাঃ ইত্যর্থঃ।" গৌরীদেহ হইয়াছিল কারণ যাঁহার অর্থাৎ গৌরী হইতে আবির্ভূতা হইয়া যিনি শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতিকে নিপাত করিয়াছিলেন তাহার কথা শ্রবণ কর। এখানে শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশকর্ত্রী চণ্ডিকাকে গৌরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। রুদ্রযামল তন্ত্রের একটি উক্তিতে উপরি উদ্ধৃত এবং অন্যান্য টীকাকারগণের গৌরী শব্দের নানারূপ অর্থ ব্যাখ্যার গোলযোগ অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। রুদ্রযামল

"যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞৈর্ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ॥" (কালিকা পুরাণ)
"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

তন্ত্রের উক্তি এই,—"গৌরীদেহাৎ সমুৎপন্না যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া। সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিষূদনী॥" অর্থাৎ যিনি গৌরীদেহ হইতে উৎপন্না এবং যিনি এক সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া বিরাজমানা, সেই দেবীই শুম্ভাসুরবিনাশিনী সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। (৩০৩) পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে মহামায়া যে সময়ে মেনকাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথমে গৌরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গৌরীই এই গৌরী; এইরূপ একটি ভুল ধারণা অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। হিমালয়কন্যা গৌরীর জন্ম গ্রহণের অনেক পূর্ব্বে শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত দেবী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গৌরী নামে দেবীকে অনেক পূর্ব্বেও অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (৩০৪)। শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্রপরিধানা, শ্বেতপদ্মারূঢ়া গৌরীদেবীর দেহ হইতে মহামায়া সরস্বতীরূপে নিষ্ক্রান্তা হইয়া হিমালয় পর্ব্বতশিখরে অবস্থান করিবার সময়ে দেবতাগণ শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবতাগণকে শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার এই গৌরীদেহরূপ কোশ হইতে যখন ধ্বংস অস্ত্র করে ধারণ করিয়া আর এক মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইলেন, তখন তাঁহার আর একটি নাম হইল "দেবী কৌশিকী"। এই ঘটনার উল্লেখ, পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাতে লিপিবদ্ধ দেবতাগণের স্তুতির পরিসমাপ্তি স্থানে অতি পরিস্ফুত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩০৫) এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আলোচ্য শ্লোকে কথিত গৌরী নামের টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের নিস্কাসিত কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যাসকলকে সসম্ভ্রমে দূর স্থানে রাখিয়া, রুদ্রযামল তন্ত্রোক্ত নির্দ্দেশমূলক পূজ্যপাদ পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত প্রশস্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করি। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে,—গৌরী চণ্ডিকার ভিন্ন অবতারও নহেন, ভিন্ন মূর্ত্তিও নহেন। ইহা কেবল তাঁহার আর একটি নাম মাত্র। যেমন চণ্ডিকাদেবীকে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের কোন

(৩০৩) ইতি পূর্ব্বে চণ্ডীমাহাত্ম্যব্যাখ্যানের ১১৮ সংখ্যক টীকাতে দেবী চণ্ডিকা শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ সময়ে যে মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া সেখানে এই বিষয়টির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া রাখা হইয়াছে।

(৩০৪) পরমাশক্তিকে উপনিষৎ সংহিতাদি গ্রন্থের অনেক স্থানে গৌরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌরীনামধেয় জ্ঞানশক্তি মহেশ্বরে, ব্রাহ্মীনামধেয় ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মাতে, এবং বৈষ্ণবীনামধেয় ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণুতে, অবস্থান করিয়া বিশ্বের সৃজন, পালন এবং সংহরণ কার্য্য সর্ব্বদা সংসাধন করিতেছেন।

"জ্ঞানমিচ্ছা তথা ক্রিয়া গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তি স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥" গৌরীসংহিতা।

(৩০৫) "শরীরকোশাদ্যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা। কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥" চণ্ডী।

স্থানে কাত্যায়ণী, কোথায়ও বা মহামায়া, কোথায়ও বা জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ গ্রন্থের এই স্থানে চণ্ডিকা দেবীকে গৌরী নামে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—এই গৌরীদেহ হইতে শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিবার জন্য দেবী কৌশিকী মূর্ত্তিতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন।

মধুকৈটভ বধ সময়ে যে নিরাকারা চণ্ডিকা নারায়ণের চক্ষু হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মার দেহে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহিষাসুর নিপাত কালে যে চণ্ডিকা জ্বলন্ত পর্ব্বত সম অতীব তেজোময় দেহে প্রথমতঃ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই চণ্ডিকাই শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সময়ে পরমা-সুন্দরী গৌরীরূপে হিমালয় পর্ব্বত শিখরে প্রথমতঃ প্রকটিতা হইয়া, তাঁহার ঐ দেহকোশ হইতে কৌশিকীরূপে নিষ্ক্রান্তা হইয়া পরে রণক্ষেত্রে কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি নানারূপে ও নানা নামে আখ্যাতা হইয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যেই এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেবী গৌরীকে চণ্ডিকা হইতে অভিন্না, বিভিন্না বা উৎপন্না সমস্তই বলা যাইতে পারে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ বিভিন্ন ও ঠিক, সেইরূপ চণ্ডিকা হইতে গৌরী এবং গৌরী হইতে কৌশিকী, কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাতা রণক্ষেত্রের বর্ণিত দেবীগণ এক দৃষ্টিতে চণ্ডিকা হইতে ভিন্ন হইলেও অন্য দৃষ্টিতে এক এবং অভিন্না; এই ভাবেই আমাদিগকে অনন্তরূপা চণ্ডিকা দেবীর এই বিচিত্র স্বরূপের ধ্যান করিয়া পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাতে বর্ণিত দেবাসুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে, কারণবারিতে ভাসমান্ নারায়ণের নয়নে সংস্থিতা দেবী চণ্ডিকাকে ব্রহ্মা যে সময়ে "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা" ইত্যাদি বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে স্বাহাদেবী ও স্বধাদেবী দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুকৈটভ বধ আখ্যায়িকাতে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মা ইঁহাদের জন্মের বহু পূর্ব্বেই এই দুই নামে দেবী চণ্ডিকার স্তুতি করিয়াছিলেন। সেইরূপ ইহাও দেখা যাইতেছে, গৌরী নাম গ্রহণ করিয়া হিমালয় কন্যারূপে দেবী জন্ম গ্রহণ করিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে গৌরী বলিয়া নানা সময়ে নানা স্থানে স্তুতি করিয়াছেন (৩০৬)। এই সকল অবস্থাদৃষ্টে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, দেবী চণ্ডিকার এই সকল নাম নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকাল ব্যাপী; কাজেই মহিষাসুর বধের বহু পরবর্ত্তীকালে যিনি মেনকার কন্যারূপে হিমগিরিরাজগৃহে গৌরীনামে জন্ম গ্রহণ

(৩০৬) ২২৮ এবং ২৬৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর গৌরী নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

করিয়াছিলেন, সেই গৌরীদেবীর নামের সহিত এই স্থানে বর্ণিতা দেবী চণ্ডিকার গৌরী নামটি বিজড়িত না করিয়াও আমরা এস্থানে ব্যবহৃত গৌরী শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি।

২৫৯ সংখ্যক শ্লোকের "লোক" শব্দও কেবল স্বর্গলোক না বুঝিয়া (৩০৭) ২৩৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যাতে যেরূপ সর্ব্বলোক অর্থ করা হইয়াছে এ স্থানেও সেইরূপ সর্ব্বলোক অর্থে এই "লোক" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই স্থির করিতে হইবে। চণ্ডীগ্রন্থের আরও অনেক স্থলে "লোক" শব্দ যেরূপ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার প্রতি প্রণিধান করিলে আলোচ্য শ্লোকের "রক্ষণায় চ লোকানাং" উক্তিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, কিম্বা টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত জীবের অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবিকাল বোধক "লোক" শব্দের অর্থ না করিয়া "সর্ব্বলোক" অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। শুম্ভ বধ সময়ে ৫৫৪ সংখ্যক শ্লোকে "সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর" উক্তিতে এবং দেবতাগণের এই স্তুতিরই অন্য স্থানে ২৩৬ সংখ্যক শ্লোকে "লোকান্ প্রয়াস্ত"শব্দাদি যে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ঐ সকল স্থানে "লোক"শব্দার্থে সর্ব্বলোকই বুঝাইতেছে। সংস্কৃত শ্লোকের ছন্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য কোথায় বা লোক শব্দের পরে "ত্রয়" শব্দ, কোথায় বা লোক শব্দের পূর্ব্বে "সর্ব্ব" শব্দ যোগ করিবার আবশ্যক, কোথায় বা "সর্ব্বলোক" স্থলে কেবল মাত্র "লোক" শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকিতে পারে এরূপ মনে করিতে কোনই বাধা নাই। "গৌরী"শব্দেও এখানে চণ্ডিকার অন্য নাম জানাই সঙ্গত (৩০৮)। ঋষিগণের লেখনি নিসৃত উক্তির যতদূর সম্ভব সরল ও সহজ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্লোকার্থ নিষ্কাসনের প্রযত্ন করাই কর্ত্তব্য। কাজেই পূর্ব্ববর্ত্তী পূজনীয় ব্যাখ্যা কর্ত্তাগণের প্রদত্ত শ্লোকার্থ অনেক স্থলে সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত এই দুর্ব্বোধ্য দেবী স্তোত্রের সহজ বুদ্ধিগম্য যে অর্থ, তাহাই এখানে সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

---

(৩০৭) "দেবলোকরক্ষণং বা" নাগোজীভট্টকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকাতে লিখিয়াছেন—"লোকানাং জনানাং" অভিধানে জন শব্দের অর্থে মানুষ বলা হইয়াছে। এখানে কেবল মানুষের রক্ষা বুঝাইবার জন্য "রক্ষনায় চ লোকানাং" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে বলিলে, "লোক"শব্দের অতিশয় সংকীর্ণ অর্থ করা হয়।

(৩০৮) দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"পুনর্ব্বার সেই দেবোপকারিণী দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত গৌরী মূর্ত্তিতে যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, আমার সেই কথা শ্রবণ কর।" আমি ঠিক্ ঠিক্ মত সকল কথা তোমাকে বলিব, এই ধরণের উক্তি ঋষির মুখে শোভা পায় না। এজন্য এখানে "যথা" শব্দের অর্থে "যেন প্রকারেণ" বুঝিতে হইবে। গুপ্তবতী টীকাতে এই স্থানের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। যথা যেন প্রকারেণাভবৎ প্রাদুর্ভূতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

উত্তরচরিত্রম্।

ঋষিরুবাচ ॥২৬০॥

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥২৬১॥

তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥২৬২॥

তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম্ম চ।
ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥২৬৩॥

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥২৬৪॥

তয়াস্মাকং বরোদত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥২৬৫॥

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥২৬৬॥

২৬০ হইতে ২৬৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গলা অনুবাদ।

ঋষি বলিয়াছিলেন—পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে অসুরদ্বয়, গর্ব্ববলে বলীয়ান্ হইয়া, ইন্দ্রদেবের হস্ত হইতে ত্রিলোকের আধিপত্য এবং তাঁহার প্রাপ্য যজ্ঞভাগ সকল অপহরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই অসুরদ্বয় বিশ্ব পরিপালন সম্বন্ধে সূর্য্য দেবের, চন্দ্রদেবের, কুবেরদেবের, যমদেবের এবং বরুণদেবের যে সকল অধিকার ছিল সেই সমস্তও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা পবনদেবের, অগ্নিদেবের এবং অন্যান্য দেবের অধিকার সকল আপন করায়ত্ত করিয়া তাঁহাদের সকলকেই স্বর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলে, রাজ্যভ্রষ্ট, পরাজিত এবং অপমানিত দেবতাগণ সেই অপরাজিতা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তখন দেবতাগণ স্মরণ করিলেন, মহিষাসুর নিপাত সময়ে দেবতাগণকে দেবী চণ্ডিকা এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, বিপদ আপদে পড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ দেবতাগণের ঐ পরমাপদ্ বিনাশ করিবেন। ইহা স্মরণ করিয়া দেবতাগণ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে অধিষ্ঠিতা বিষ্ণুমায়ারূপা দেবী চণ্ডিকাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের এই অংশে দেবীর সহিত যে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের যুদ্ধ ইতিহাস এবং দেবীর হস্তে ঐ অসুরদ্বয়ের বধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই দুই মহাপরাক্রমশালী অসুরের জন্ম বিবরণ জানিবার জন্য অনেকের কিঞ্চিৎ বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে অংশে এই ভীষণ দেবাসুর যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের জীবননাট্যের পূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণমধ্যেও ঐ সকল বিষয়ে কেহ কোন রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এ সকল কথার কোন উল্লেখ না থাকিলেও অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ আছে। ঐ সকল পুরাণ অনুসন্ধান করিলে শুম্ভ নিশুম্ভ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আমরা জানিতে পারি। বামন পুরাণে লিখিত হইয়াছে,—মহর্ষি কশ্যপের দনু নামে ভার্য্যার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী তিন অসুর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তিনের

মধ্যে প্রথম পু[illegible]র নাম শুম্ভ, দ্বিতীয়ের নাম নিশুম্ভ এবং তৃতীয়ের নাম নমুচি (৩০৯)। পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত "তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকাতে" বামন পুরাণ হইতে এই শ্লোকের মাত্র একাংশ উদ্ধৃত করিয়া শুম্ভ নিশুম্ভদৈত্যের অতি সংক্ষেপ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। বামন পুরাণ হইতে উদ্ধৃত উপরি উক্ত উক্তি[illegible] সহিত অগ্নিপুরাণে প্রদত্ত শুম্ভ নিশুম্ভের পরিচয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যাইতেছে। অগ্নি পুরাণে কথিত হইয়াছে, শুম্ভ নিশুম্ভ, গবেষ্ঠি নামক [illegible]ত্যের পুত্র এবং প্রহ্লাদের পৌত্র (৩১০)।

বামন পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভকে মহর্ষিকশ্যপের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও, অগ্নি পুরাণের উক্তির সহিত বিরোধ হয় নাই। তাহার কারণ এই যে পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র স্থানীয় হইয়া এমন কি পরবর্ত্তী শত পুরুষের পরেও কেহ ঐ বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনিও প্রথম প্রসিদ্ধ পুরুষের পুত্র বলিয়া এখনও এদেশে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। চণ্ডী গ্রন্থের প্রসিদ্ধ দেবী ভাষ্যের লেখক পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কৃত ভাষ্যের উপসংহারে আত্ম পরিচয় প্রদান স্থলে লিখিয়া রাখিয়াছেন—"ইতি গৌতমীয়ে শ্রীপঞ্চানন কৃতে দেবীভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।" অতএব শুম্ভ নিশুম্ভ মহর্ষি কশ্যপের পৌত্র বা প্রপৌত্র হইলেও কশ্যপ পুত্র বলিয়া পুরাণে পরিচিত হইতে বাধা হয় নাই।

মহিষাসুরের ন্যায় সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যার ফলে শুম্ভ নিশুম্ভও অসাধারন দেহ এবং চিত্তবল আয়ত্ত করিয়াছিলেন (৩১১)। তদনন্তর মহাবীর মহিষাসুরের ন্যায় ইঁহারাও ইঁহাদের ভ্রাতৃ শত্রু ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে নির্য্যাতন করিবার অভিসন্ধিতে অসুর দলবল সংগ্রহ করিয়া স্বর্গলোক

---

(৩০৯) "পুলস্ত্য উবাচ। কশ্যপস্য দনুর্নাম্না ভার্য্যাসীদ্দ্বিজসত্তম। তস্যাঃ পুত্রত্রয়শ্চাসীৎ সহস্রাক্ষাদ্বলাধিকম্॥
জেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরোঽসুরঃ। তৃতীয়ো নমুচির্নাম মহাবলসমন্বিতঃ॥" (বামনপুরাণ)

(৩১০) "বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিঃ পঞ্চ তস্যানুজাঃ স্মৃতাঃ। গবেষ্ঠী কালনেমিশ্চ জম্ভো বাস্কল এব চ॥
শম্ভুঃ শ্রেষ্ঠোঽনুজস্তেষাং পুত্রানেষামতঃ শৃণু। শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভশ্চ বিশ্বক্সেনো মহৌজসঃ॥
গবেষ্ঠিনঃ সুতা হ্যেতে জম্ভস্য সুত দুন্দুভিঃ॥" (শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণ বচন)

(৩১১) "পুরা শুম্ভ নিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ভূমিমণ্ডলে। [illegible]তালতশ্চ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ শুভদর্শনৌ॥
তৌ প্রাপ্তযৌবনৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমং। অন্নোদকং পরিত্যজ্য পুষ্করে লোক পাবনে॥"

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আক্রমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন (৩১২)। দেবীযুদ্ধে মহিষাসুর পরাস্ত ও বিনষ্ট হইলে, তাঁহার সহযোগি অসুরগণ মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ জীবন রক্ষার জন্য রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রক্তবীজাদি দুর্দ্দণ্ড দানবগণ আসিয়া প্রথমবার স্বর্গ আক্রমণের পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সহিত যোগদান করিলেন। কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, শুম্ভ নিশুম্ভের প্রধান সেনাপতি রক্তবীজ নামক মহাসুর মহিষাসুরের ভ্রাতা ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত মহিষাসুর দেবীর চরণাশ্রয় পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিবার পরে, পলায়িত রক্তবীজ বহুকাল যাবৎ লুক্কায়িত অবস্থাতে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দেহ হইতে নিপতিত রক্তবিন্দু সকল হইতে তাঁহারই সদৃশ বল বিক্রমশালী অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইবে। চণ্ড মুণ্ড অসুরদ্বয়ও মহিষাসুরের সহচর ছিলেন। এরূপ মহাপরাক্রমশালী অসুরগণকে সহকারী প্রাপ্ত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ মহা আনন্দিত হইলেন, এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি বারম্বার স্বর্গলোক আক্রমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভনিশুম্ভকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া

বর্ষাণামযুতং যাবদ্ যোগবিদ্যাপরায়ণৌ। একত্রে বাসনং কৃত্বা তেপাতে পরমং তপঃ॥
তত্রাগতশ্চ ভগবানারুহ্য বরটাপতিং। তয়োস্তুষ্টোঽভবদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
তাবুভৌ চ জগৎস্রষ্টা দৃষ্ট্বা ধ্যানপরৌ স্থিতৌ। উত্তিষ্ঠতং মহাভাগৌ তুষ্টোঽহং তপসা কিল॥
বাঞ্ছিতং বাং বরং কামং দদামি ব্রুবতামিহ। কামদোঽহং সমায়াতো দৃষ্ট্বা বাং তপসো বলং॥ (দেবী ভাগবত)

(৩১২) "যোঽসৌ নমুচিরিত্যেবং খ্যাতো দনুসুতোঽসুরঃ। তং হন্তুমিচ্ছতি হরিঃ প্রগৃহ্য কুলিশং করে॥
ত্রিদিবেশং সমায়ান্তং নমুচিস্ত ভয়াদথ। প্রবিবেশ রথং ভানোস্ততো নাশকদচ্যুতঃ॥
শক্রস্তেনাথ সময়ং প্রচক্রে স মহামনাঃ। অবধ্যত্বং বরং প্রাদাচ্ছস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ নারদ।
সন্ত্যজ্য ভাস্কররথং পাতালমুদয়াদথ॥ স নিমজ্জন্নপি জলে সামুদ্রং ফেনমুত্তমম্॥
দদৃশে দানবপতিস্তং প্রগৃহ্যেদমব্রবীৎ॥ যদুক্তং দেবপতিনা বাসবেন বচোঽস্ত তৎ।
অয়ং স্পৃশতু মাং ফেনঃ করাভ্যাং গৃহ্য দানবঃ॥ মুখনাসাদি কর্ণাদিন্ সমাপূর্য্য যথেচ্ছয়া।
তস্মিঞ্চক্রোঽস্যজদ্বজ্রমন্তর্হিতমপীশ্বরঃ॥ তেনাসৌ রুদ্ধনাসাস্যঃ পপাত চ মমার চ।

* * * * * * *

আজগ্মতুর্মহীপৃষ্ঠং দদৃশাতে মহাসুরম্॥ রক্তবীজমথোচুস্তে কো ভবানিতি সোঽব্রবীৎ।
স চাহ দৈত্যোঽস্মি বিভো সচিবো মহিষস্য তু॥ রক্তবীজেতি বিখ্যাতো মহাবীর্য্যো মহাভুজঃ।
অমাত্যৌ রুচিরৌ বীরৌ চণ্ডমুণ্ডাবিতি শ্রুতৌ॥ তাবাস্তাং সলিলে মগ্নৌ ভয়াদ্দেব্যা মহাভুজৌ।
যস্ত্বাসীৎ প্রভুরস্মাকং মহিষো নাম দানবঃ॥ নিহতঃ স মহাদেব্যা বিন্ধ্যশৈলে সুবিস্তৃতে।
ভবন্তৌ কস্য তনয়ৌ কিম্বা নাম্না পরিশ্রুতৌ। কিং বীর্য্যৌ কিং প্রভাবৌ চ এতচ্ছংসিতুমর্হথঃ॥ (দেবী ভাগবত)

ছিলেন। এই অবস্থাতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হিমালয় পর্ব্বত শেখরে অবস্থিতা গৌরী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজদের দুর্দ্দশার কথা জানাই।। দেবীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এখানে শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরও একটু কথা বলিবার রহিয়াছে। শুম্ভ নিশুম্ভ কেবল যে এই এক জীবনের কঠোর তপস্যা বলে এরূপ মহাপরাক্রমশালী বীরে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, মৎস্য পুরাণে দেখা যাইতেছে মধুকৈটভ দৈত্য দ্বয় বিষ্ণুহস্তে নিহত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বঞ্চিত হইলেন জানাইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বরদান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা পর জন্মে আবার প্রবল শক্তি সম্পন্ন বীরদ্বয় রূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন (৩১৩)। বিষ্ণু প্রদত্ত এই বর প্রভাবে মধুকৈটভ অসুরদ্বয় শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য নামে পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব জন্মের প্রকৃতি অনুসারে প্রথমে দেবতার সাধক ও পরে দেব সুখ-শান্তি ঘাতকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের তৃতীয় দেবাসুর মহাযুদ্ধের ইতিহাসের উপসংহারে দেবী হস্তে এই মহাসাধক ও মহাযোদ্ধা দৈত্যদ্বয়ের মৃত্যু বিবরণ ঋষি নিঃসৃত অমৃতময়ী ভাষাতে লিপিবদ্ধ থাকিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

২৬৬ সংখ্যক শ্লোক লিখিত "দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ" বাক্যের অর্থ উদ্ধার করিতে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। দেবীভাষ্যের লেখক লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুমায়াং ব্যাপকত্বাৎ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা * * তৎসহিত মায়া বিষ্ণুমায়া অস্মন্মায়া"। সাংখ্য দর্শনের দীপালোক সম্মুখে ধরিয়া ভাষ্যকার একথাও বলিয়াছেন যে, "বিষ্ণুব্যাপকত্বাৎ পুরুষঃ, তদধিষ্ঠিতা মায়া প্রকৃতিরিতি"। বেদান্ত দর্শনের আশ্রয় লইয়া দেবী ভাষ্যকার এই শব্দের আরও একটি অর্থ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই, "বেদান্তিমতে বিষ্ণুসম্বন্ধিনী মায়া চেতনোপাধিত্ব মায়া তেন মায়াবচ্ছিন্ন চেতনালাভঃ"। অন্যান্য টীকাকারের প্রদত্ত বিষ্ণুমায়া শব্দার্থের আলোচনা এখানে পৃথকভাবে না করিলেও ক্ষতি নাই। কেহ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর মায়াদ্বারা দেবী চণ্ডিকা সৃষ্ট হইয়াছেন, এজন্য দেবীর নাম বিষ্ণুমায়া হইয়াছে। এরূপ কষ্টসাধ্য অর্থকরা সঙ্গত হয় না, কারণ সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে যৎকালে বিষ্ণু কারণ বারিতে নিদ্রিতাবস্থায় ভাসমান ছিলেন, তখনও দেবী চণ্ডিকা সেই কারণবারিতে

(৩১৩) শ্রীভগবানুবাচ। বাঢ়ং যুবাস্তু প্রবরৌ ভবিষ্যৎ কাল সম্ভবে। ভবিষ্যতো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদব্রবীমিবাং॥ বরং প্রদায়াথ মহাসুরাভ্যাং, সনাতনো বিশ্ববরঃ সুরোত্তমঃ। রজস্তমোবর্গভবায়নৌ যমৌ, সমস্ততাবুরুতলেন বৈ প্রভুঃ॥ (মৎস্যপুরাণ)

শায়িত বিষ্ণুর হৃদয় পদ্মে নিদ্রারূপে বিরাজ করিতে ছিলেন বলিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম ভাগে বর্ণিতা হইয়াছেন। এই দৃষ্টিতে দেবী মহামায়াকে, বিষ্ণুর মায়াজাল হইতে সমুৎপন্না স্থির না করিয়া, বরং লীলাময় বিষ্ণুর এই বিশ্ব সংসারে নানা প্রকারের মায়া ক্রীড়ার মূলীভূত কারণ স্বরূপা যে দেবী, সেই দেবীকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন, এইরূপ সহজবোধ্য অর্থ এস্থানে গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়। যে চণ্ডিকা দেবীকে ২৫৬ সংখ্যক শ্লোকে "ভদ্রকালি অথবা ২৫৮ সংখ্যক শ্লোকে "গৌরী" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাকেই ২৬৬ শ্লোকে "বিষ্ণুমায়া" বিশেষনে বিভূষিতা করিয়া সংস্কৃত পদ রচনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে মাত্র এতদ্ভিন্ন ইঁহারা যে তিনটি বিভিন্ন আকৃতির বা বিভিন্ন প্রকৃতির দেবী নহেন, ইহা নিঃসংদিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণের উক্তিতেও এই কথাই সমর্থন করিতেছে।

পুরাণের বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যায় মহেশ্বর বিষ্ণুকে, জগৎপালনের উদ্দেশ্যে তাঁহার হৃদয় হইতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং তৎপরে মায়াশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন (৩১৪)। মায়াশক্তি মহামায়া হইতে গৃহীত কি না এখানে তাহা প্রকাশ না থাকিলেও মহাদেবের প্রদত্ত এই মায়াই পরে বিষ্ণুমায়া নামে আখ্যাতা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং মায়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ থাকিলে তাঁহাকে মহেশ্বরের "মায়া" দান নিরর্থক হয়। ভাগবতের এক স্থানে দেবী মহামায়ার নিজ মুখের উক্তিতে জানিতে পারা যাইতেছে তাঁহার মায়া শক্তিতেই সমস্ত জগৎ চরাচর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যে মায়াশক্তিতে এই জগৎ কল্পিত, সেই মায়া হইতে তিনি পৃথক্ নহেন। বাস্তবার্থে সেই মায়া ব্যতীত আর পৃথক্ মায়া নাই (৩১৫)।

---

(৩১৪) "ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্জ্ঞানশক্তি স্তথোত্তমা। শক্তিত্রয়মিদং বিষ্ণোর্গৃহাণ প্রাপিতং ময়া॥
ত্বদ্দ্বেষ্টারো হরেনূনং ময়া শাস্যাঃ প্রযত্নতঃ। তদ্ভক্তানাং ময়া বিষ্ণোদেয়ং নির্ব্বাণমুত্তমম্॥
মায়াঞ্চাপি গৃহাণেমাং দুষ্প্রণোদ্যাং সুরাসুরৈঃ। যয়া সম্মোহিতং বিশ্বমকিঞ্চিজ্‌জ্ঞং ভবিষ্যতি॥" (স্কন্দপুরাণ)
মায়া শব্দ প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামি তাঁহার কৃত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার টীকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—
"সর্ব্বাণি ভূতাণি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ং স্তত্তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্। যথা—
দারু যন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ।"

(শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা, গীতা ১৮।৬১)

(৩১৫) "যন্মায়াশক্তি সংক্লিপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। সাপিমত্তঃ পৃথঙ্ মায়ানাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥" (ভাগবত)

দেবা উচুঃ ॥২৬৭॥

নমো দেব্যৈ মহদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥২৬৮॥

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥২৬৯॥

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈঋর্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ॥২৭০॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥২৭১॥

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥২৭২॥

---

২৬৭ হইতে ২৭২ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবগণ বলিলেন—আমরা দেবীকে নমস্কার করি, এবং মহাদেবীকে নমস্কার করি, সেই মঙ্গলদায়িনীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি, সেই মূল প্রকতিরূপিণীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি, এবং ভদ্রা চিৎ প্রকৃতিকে, নিয়তচিত্তে বারম্বার নমস্কার করি। সেই রৌদ্রারূপা দেবীকে নমস্কার, নিত্যমূর্ত্তি-জগদাধার রূপাকে নমস্কার, গৌরী মূর্ত্তিকে নমস্কার, জ্যোৎস্নারূপিণীকে, দীপ্তিমতী-হ্লাদরূপিণীকে, এবং সুখদায়িনী দেবীকে অবিরত নমস্কার করি। আমরা প্রণতভাবে সেই দেবীকে বারম্বার নমস্কার করি, কল্যাণরূপা, সম্পদরূপা, অণিমাদ্যষ্ট সিদ্ধিরূপা, নিঋতি দেবী-রূপা, রাজগণের পক্ষে লক্ষ্মীরূপা, শর্ব্বাণি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে দেবি! তুমি দুর্জ্জেয়, দুর্গত্যাদি নাশকারিণী দুর্গানামে প্রসিদ্ধা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বজননী, প্রতিষ্ঠারূপা, কৃষ্ণরূপা এবং ধূম্রবর্ণা, তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। নতভাবে আমরা সেই অতি সৌম্য এবং

অতি রুদ্র দেবীকে নমস্কার করি, জগৎ প্রতিষ্ঠারূপিণী দেবীকে এবং ক্রিয়ারূপা মূর্ত্তিকে বারম্বার নমস্কার করি।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

২৬৭ হইতে ৩৪১ পর্য্যন্ত যে চৌয়াত্তরটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ সুমধুর উক্তিতে দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুত করিয়াছেন, দেবী ভাষ্যকার ঐ দৈব স্তোত্রের উচ্চভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাকে "পৌরাণিক দেবীসূক্ত" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন (৩১৬)। ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব পরিজ্ঞাপক উক্তি হইলেও এই স্তবের ছত্রে ছত্রে যেমন বেদ বেদান্তের সর্ব্ব-লোক চিত্ত প্রসারক সিদ্ধান্ত সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এই সকল শ্লোক মধ্যে পাশ্চাত্য স্থূলবিজ্ঞানের অর্দ্ধস্ফুট অভিনব তত্ত্বগুলিরও স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য দেবতাগণের এই যে অপূর্ব্ব স্তুতিকে "পৌরাণিক দেবীসূক্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যে স্থানে প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ, নমঃ নমঃ শব্দ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশ সময়ে টীকাকার বলিয়াছেন, দেবীর সাত্ত্বিক ভাবকে একবার নমস্কার, দেবীর রাজসিকভাবকে দ্বিতীয় বার নমস্কার এবং দেবীর তামসিক ভাবকে আবার নমস্কার করা হইয়াছে, সেখানে তাঁহার প্রদত্ত এই অর্থ ব্যাখ্যাটি সাদরে গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রবল একটি বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থের বর্ণনা দৃষ্টে ত্রিগুণাত্মিকা দেবী চণ্ডিকা কেবল সত্ত্বগুণময়ী মূর্ত্তিতে অথবা কেবল রজোগুণময়ী মূর্ত্তিতে কিম্বা কেবল তমোগুণময়ী মূর্ত্তিতে দেবতাগণ সম্মুখে কোন সময়েই যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এমন জানিতে পারা যায় না। কাজেই দেবতাগণ এভাবে তাঁহার তিনগুণময়ী তিনটি মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহারা যে তিন বার দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন এমন কথাও বলা যাইতে পারে না (৩১৭)। নানা

(৩১৬) "নমো দেব্যৈ"ইত্যাদি স্তবের নাম "পৌরানিক দেবীসূক্ত"।
(দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

(৩১৭) "প্রথমনমোঽন্তেনতামস্যাঃ দ্বিতীয়নমোন্তেনসাত্ত্বিক্যাঃ তৃতীয়নমোন্তেন চ রাজস্যাঃ স্তবঃ শিষ্টেন চ ত্রিরূপায়াঃ।
(দেবীভাষ্য)

পরবর্ত্তী ২৭৩ সংখ্যা শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যাতে; দেবীভাষ্যের বাঙ্গলা অংশে বিষয়টি আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুরাণের নানা স্থানে নানাবিধ কার্য্য প্রসঙ্গে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধরাদি, তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে এক সময়ে একস্থানে দাড়াইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি এবং নমস্তে নমস্তে শব্দে তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৩১৮)।

নমোনম শব্দের এরূপ কষ্ট সাধ্য অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া প্রাচীন চতুর্ধূরী কিম্বা তত্ত্বপ্রকাশিকার টীকাতে এ সমন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, এস্থলে তাহার একটি গ্রহণ করিতে বাধা নাই। চতুর্ধূরী টীকাতে লিখা হইয়াছে—বিষাদে, বিস্ময়ে, হর্ষে, খেদে, দীনতায় দুই বা তিনবার একই কথার উক্তি দোষাবহ হয় না (৩১৯)। পণ্ডিত প্রবর গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত "তত্ত্ব প্রকাশিকা" টীকাতে লিখিয়াছেন—ভক্তির আধিক্য স্থলে এক কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ পরমাপদ হইতে যিনি দেবতাগণকে উদ্ধার করিয়াছেন,

---

দেওয়া হইয়াছে—"প্রত্যেক মন্ত্রেই নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ তিন বার উল্লেখ আছে আর একটি নমোনমঃ অতিরিক্ত আছে—ইহার দ্বারা সাত্ত্বিকী বিষ্ণুমায়া ও তামসী বিষ্ণুমায়া প্রভৃতির প্রণাম আছে, শেষে কেবল নমোনমঃ শব্দে পরমাত্মা সহিত অদৃষ্ট সমষ্টির অর্থাৎ ত্রিগুণরূপা ও তদধিষ্ঠাতা পরমাত্মার নমস্কার সূচনা হইয়াছে।"

(দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গলানুবাদ দ্রষ্টব্য।)

(৩১৮) রুদ্রদেব কোন সময়ে বিষ্ণুকে রত্নসিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন তৎপরে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সনকাদি যোগিগণ, সিদ্ধগণ, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং জগতের যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমগণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ "জয় জয়" শব্দে এবং "নমোস্তু নমোস্তু" শব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত বিশ্বপালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে সেই সময়ে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণের উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"ইত্যুক্ত্বাথ স্বয়ং রুদ্রোনমাম গরুড়ধ্বজং। ততো গণেশ্বরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মণা চ মরুদ্গণৈঃ॥
যোগিভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ সিদ্ধৈ র্দেবর্ষিভিস্তথা। বিদ্যাধরৈঃ সগন্ধর্ব্বৈ র্যক্ষরক্ষোহপ্সরো গণৈঃ॥
গুহ্যকৈ শ্চারণৈর্ভূ তৈঃ শেষবাসুকি তক্ষকৈঃ। পতত্রিভিঃ কিন্নরৈশ্চ সর্ব্বৈঃ স্থাবর জঙ্গমৈঃ।
ততো জয় জয়েত্যুক্ত্বা নমোঽস্ত্বিতি নমোঽস্ত্বিতি॥ (স্কন্দপুরাণ)

বলা বাহুল্য এখানে ইহাদের কেহই বিষ্ণুর সত্ত্বগুণময় মূর্ত্তিকে একবার, রজোগুণময় বিষ্ণু মূর্ত্তিকে দ্বিতীয়বার এবং তমোগুণময় বিষ্ণু মূর্ত্তিকে তৃতীয়বার "নম নম" বলিয়া নমস্কার করেন নাই। কেবল ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া সকলেই বারম্বার "জয় জয়" নাদ এবং বারম্বার বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়াছিলেন।

(৩১৯) "বিষাদে বিস্ময়ে হর্ষে খেদেদৈন্যেঽবধারণে। প্রসাদনে সংভ্রমেপি দ্বিস্ত্রিরুক্তি র্ন দুষ্যতি॥" (চতুর্ধূরী)
"ভক্তি আধিক্যে, ত্বরায়াং বেতি।" (তত্ত্ব প্রকাশিকা)
তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকার আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"ভক্ত্যতিশয় দ্যোতনায় পুনঃ পুনর্নমঃ শব্দাবৃত্তিঃ॥"

দেবতাগণ অরণ্যময় হিমালয় পর্ব্বত শেখরে যাইয়া আনন্দময়ী সেই দেবী মহামায়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে লোক ব্যবহার মূলক নানা কথাতে নানারূপ স্তুতি করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এই প্রণামের দার্শনিক অর্থ নিষ্কাশন লইয়া কষ্ট কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। দেবীর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে তিনবার নমস্কার করিয়াছিলেন, কিম্বা তাঁহাকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ত্রিবিধ কার্য্যের কর্ত্রী বলিয়া তিনবার নমস্কার করিয়াছিলেন কি না, এই সকল সুদূর বিষয়ের সুদীর্ঘ বিচারে সময় ক্ষেপ না করিয়া, এস্থলে নমস্কার ক্রিয়ার তাৎপর্য্য কি তাহাই বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ একটু চেষ্টা করিলে সাধারণ পাঠকগণের কার্য্যোপযোগী প্রয়োজন কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারিত। দুঃখের বিষয়, "নমস্কার" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে কোন টীকাকারই চেষ্টা করেন নাই। পুরাণে দেখা যায় নমস্কার ক্রিয়া নানা স্থানে নানা উদ্দেশ্য সংসিদ্ধি জন্য নানা ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নমস্কার কর্ত্তা নমস্যকে নিজ হইতে উচ্চ, এবং নিজকে লঘু জ্ঞান করিয়া তাহাই জ্ঞাপন জন্য মস্তক নত বা করদ্বয় সংযোগ বা কপালে কর স্পর্শ করিলে তাহাকেই সাধারণে নমস্কার বা প্রণাম করা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল অপেক্ষা আরও একটু উচ্চ অভিপ্রায় পরিজ্ঞাপক কার্য্যকেও নমস্কার বলা হইয়া থাকে। তাহা এই— নমস্কারকারীর হৃদয়, তাঁহার উপাস্য দেবতার প্রতি যখন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়, যখন প্রগাঢ় ভক্তিতে উপাস্যকে হৃদয়ের অতি নিকটে পাইতে ইচ্ছা হয়, তখন ভক্তের হস্ত, মস্তক, দেহ, মন সমস্তই তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল হয়। সমাবস্থাতে পরস্পর সংযুক্ত হইবার এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইতে আলিঙ্গন এবং উচ্চের সহিত সম্মিলিত হইবার এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইতে ভূমিতে পড়িয়া প্রণামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তের এই ব্যাকুলতা হইতেই ভূমিতে পড়িয়া অষ্টাঙ্গ প্রণামের প্রথা এদেশে পুরাকাল হইতে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। প্রণামের সময়ে পিতামাতার পাদস্পর্শ করিবার মূলেও এই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে সর্ব্ব শ্রেণীর মানব সমাজে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে। সর্ব্ব দেশ ব্যাপি এই প্রণাম প্রথার মূলে যে মিলন আকাঙ্খা রহিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। তান্ত্রিক সাধনাতে, পূজার শেষে, প্রণামের সঙ্গে আত্ম সমর্পনের সুনিকট সম্বন্ধও সম্ভবতঃ এই মিলন আকাঙ্ক্ষা হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। এখানে দেবতাগণ এই উচ্চ ভাব পরিজ্ঞাপক প্রণাম বা নমস্কারদ্বারা দেবী চণ্ডিকাকে পুনঃ পুনঃ স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। "নমঃ নমঃ" অর্থে সাধারণ নমস্কার না বুঝিয়া দেবতাগণের এই উচ্চ ভাব পরিজ্ঞাপক

নমস্কারের এইরূপ অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে পারি। স্থান, নমস্কারের পাত্র এবং নমস্কার কারীগণের চিত্তের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এখানকার "নমস্কারের" এইরূপ উচ্চ ভাবের অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে।

দেবী চণ্ডিকাকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এখানে ২৮টি শ্লোকে যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহার প্রথম শ্লোকে দেবীকে, মহাদেবীকে, শিবাকে, প্রকৃতিকে এবং ভদ্রাকে প্রণাম করা হইয়াছে, দেবী চণ্ডিকাকেই এখানে এ সকল নামে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এই স্থানে দেবী নামের অর্থে দেবীভাষ্যকার "তামসী দেবী" লিখিয়াছেন (৩২০)। তাঁহার প্রদত্ত এই

(৩২০) দেবীভাষ্যকার দেবী চণ্ডিকার এই সকল নামের অর্থ করিতে উপস্থিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, ভাষ্যের নীচে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে—"দেবী অর্থে এখানে তামসী হিংসাবাচক চুরাদি দিব ধাতু আছে, এখানে দেবী শব্দ উহা হইতে উৎপন্ন; তদীয় অর্থ হিংসা প্রধানা, সুতরাং তামসী"। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার দেবী শব্দের অর্থে "দৈব্য প্রকাশরূপায়ৈ ইন্দ্রিয়রূপায়ৈ ইত্যর্থ" লিখিয়াছেন। নাগোজীভট্ট দেবী শব্দের অর্থ করিয়াছেন—দেবী দ্যুত্যাত্মিকা। এখানে দেবী শব্দের এই প্রকার সুদূরস্থিত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া স্থানোপযোগি যে সহজ ও সরল অর্থ তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হয়। দেব অর্থে জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারী এবং দেবী অর্থে স্বর্গলোক স্থিত ঐরূপ জ্যোতির্ম্ময় সমস্ত দেবের পত্নীকেই বুঝাইতে পারে সত্য, কিন্তু দেবতাগণ এখানে যে সেরূপ ব্যাপক অর্থে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু যে দেবী শব্দের অর্থে দুর্গা বুঝায়, কেবল সেই অর্থে দেবী শব্দ এখানে তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। যুদ্ধ সময়ে ত্রিশূল অনেকেই করে ধারণ করেন কিন্তু ত্রিশূলধারী ত্রিশূলী বা শূলপানি বলিতে কেবল শিবকেই বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ দেবী শব্দের ব্যাকরণ সম্মত ধাতুগত অর্থে জ্যোতির্ম্ময়ী বুঝাইলেও এস্থানে দেবী অর্থে দেবীচণ্ডিকা বুঝিতে হইবে। "দেবীপুরাণ", "দেবীসূক্ত" প্রভৃতি দেবী শব্দ যুক্ত শত শত শব্দ শাস্ত্র গ্রন্থের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে একমাত্র দেবী দুর্গাকে লক্ষ্য করিয়াই যে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ইহা কে না অবগত আছেন? এখানেও দেবী শব্দের লক্ষ্য স্থান যে কেবল দেবী চণ্ডিকা ইহাই জানিতে হইবে। তৎপর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—দেবী শব্দের পরক্ষণেই আবার "মহাদেবী" শব্দ ব্যবহার করা হইল কেন? এখানে দেবী শব্দ যখন দেবী চণ্ডিকা পরিজ্ঞাপক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন আবার মহাদেবী শব্দ ব্যবহার দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার স্থল কোথায় রহিল? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর নাগোজী ভট্ট এই ভাবে প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন.—"মহাদেবী মহতা, ব্রহ্মাদীণামপি স্বর্গাদি ব্যবহার প্রবর্ত্তায়িত্রী"। দেবী চণ্ডিকা শব্দ মধ্যে এ সমস্ত কথাই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এজন্য বলিতে হইবে পূজ্য নাগোজী ভট্ট মহাশয়ের প্রদত্ত এই উত্তরে অর্থের গোল কিছুই পরিস্কার হইল না। দেবী শব্দে যে চণ্ডিকা বর্ত্তমান আছেন, মহাদেবী শব্দেও সেই চণ্ডিকা বিদ্যমান আছেন, তবে এক স্থানে একই অর্থ বাচক এই দুইটি শব্দ ব্যবহারের আবশ্যকতা একটি ক্ষুদ্র লৌকিক দৃষ্টান্তকে সম্মুখে ধরিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। একটি দেবালয়ের দীপাধারে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতেও যে অগ্নি অবস্থান করেন, বৃহৎ স্থণ্ডিলের হোমাগ্নিশিখা মধ্যেও সেই অগ্নি বিদ্যমান থাকেন; এই দুই স্থানের অগ্নির অগ্নিত্ব বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও আমরা দেখিতে পাইতেছি দীপালোক প্রজ্বলিত করিবার সময়ে এক মন্ত্রমূলক স্তুতি পাঠ করা হয়, এবং হোমাগ্নিতে আহুতি দান সময়ে অন্য মন্ত্রমূলক স্তুতি পাঠ করা হয়। দেবী এবং মহাদেবী শব্দের শব্দগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও অন্তর্নিবিষ্ট দেবীভাবগত পার্থক্য যে কিছুমাত্র নাই ইহা সুনিশ্চিত।

অর্থের পরিবর্ত্তে দেবী অর্থে "দেবী চণ্ডিকা" সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত মনে হয়। আলোচ্য শ্লোকে যেখানে শিবাকে প্রণাম করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই স্থানের "শিবা" শব্দের অর্থে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন "শিবা কল্যাণরূপা"। অন্যান্য টীকাকার নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত অর্থ অনুসরণ করিয়া শিবা অর্থে মঙ্গলময়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্বয়ং শিব তাঁহার শিব নামের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন শিব অর্থে জ্ঞান (৩২১)। টীকাকারগণের প্রদত্ত শিবা শব্দের অর্থে কোনও দোষ না থাকিলেও শিবের মুখনিঃসৃত জ্ঞানার্থবোধক অতি উচ্চ অর্থ ই এস্থলে ভক্তিসহকারে আমরা গ্রহণ করিলাম।

এই শ্লোকের মধ্যে "প্রকৃতিকে প্রণাম করিতেছি" কথিত হইয়াছে। এই দেব বাক্যের অর্থ নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই, কারণ ইতি পূর্ব্বে ২২৪ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে প্রকৃতি শব্দের অর্থ ঘটিত অনেক কথার আলোচনা হইয়াছে। সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন।

আলোচ্য শ্লোকের শেষার্দ্ধে দেবীকে "ভদ্রা" বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। এই "ভদ্রা" শব্দের অর্থে দেবী ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"ভদ্রা ধ্বংশ পরিপন্থিত্বাস্মল স্বরূপা"। নাগোজী ভট্ট অর্থ করিয়াছেন—"ভদ্রা রক্ষণশক্তিঃ"। এই শ্লোকের "ভদ্রা" শব্দের স্থানোপযোগী অর্থ, ইঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার বিরোধী কি না সে বিচারে কাল ক্ষেপ না করিয়া, পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচান গ্রন্থের সাহায্যে দেবীর ভদ্রা নামের দ্বারা আমরা তাঁহার কোন ভাবটি উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। দেবীর ভদ্রা এবং ভদ্রকালী নাম একই অর্থ পরিজ্ঞাপক শব্দ। চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্লোকের কোন স্থানে ভদ্রা কোন স্থানে ভদ্রকালী লিখিত হইয়াছে। মহিষাসুর যুদ্ধ ইতিহাসে মহিষাসুর কর্ত্তৃক ভদ্রকালী দেবীর পূজার কথা জানিতে পারা গিয়াছে, ঐ স্থানে দেবী ভদ্রকালীর কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণনাও আছে। তন্ত্রেরও অনেক স্থানে দেবী ভদ্রকালীর রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় (৩২২)। ঐ বর্ণনা দেবী ভাষ্যে প্রদত্ত উক্তিকে সমর্থন করিতেছে না।

---

(৩২১) বিশ্বেশ্বর উবাচ। ত্রিলোক্যং যানিতীর্থানি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্থিতান্যপি। তেভ্যোঽখিলেভ্যস্তীর্থেভ্যঃ শিবতীর্থমিদংপরং শিবং জ্ঞানমিতিব্রূয়ুঃ শিব শব্দার্থ চিন্তকাঃ। তচ্চ জ্ঞানং দ্রবীভূতমিহমে মহিমোদয়াৎ॥ অতোজ্ঞানোদনামৈতত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। অস্য স্পর্শনমাত্রে চ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (কাশীখণ্ড)

(৩২২) তন্ত্র হইতে দেবী ভদ্রকালীর ধ্যান মন্ত্র উদ্ধৃত না করিয়া রসিক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত তন্ত্রসারের

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২৬৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবতাগণ চণ্ডিকা দেবীকে রৌদ্রা, নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী, জ্যোৎস্না, চন্দ্র এবং সুখরূপা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোক লিখিত রৌদ্রা শব্দের ব্যাখ্যা সময়ে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন "রৌদ্রায়ৈ ইতি সংহারশক্ত্যৈ।" তাঁহার প্রদত্ত এই অর্থকে সম্ভবতঃ অনুসরণ করিয়া দেবী ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "রৌদ্রপদস্য সংহারার্থকত্বদ্যোতনায়।" দেবীর রৌদ্রা নামের এই অর্থকে অসঙ্গত বলিয়া পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না, কারণ দেবী যে স্বয়ং বিশ্বের সংহার শক্তির মূলাধারা ইহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন? তথাপি রৌদ্র শব্দের সাধারণ যে অর্থ এদেশের বালক বৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন, সেই অর্থ টীকে এখানে সম্মুখে ধরিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাধা নাই। সূর্য্যদেবের তেজকে সর্ব্ব সাধারণে রৌদ্র বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমি চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপা এবং চন্দ্ররূপা। উপরের চরণে রৌদ্ররূপা শব্দ আছে, এবং তৎপরেই নিত্য শব্দ আছে। সূর্য্যদেবের একটি নাম নিত্য (৩২৩)। তুমি চন্দ্র এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপা যেমন বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঐ উক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ উক্তির সহিত ভাবের সমতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া তুমি সূর্য্য এবং তুমি সূর্য্যের রৌদ্ররূপা বলিয়া স্তুতি করা হইয়া থাকিলে এই স্থানের অর্থ আরও পরিষ্কার হয়। সূর্য্য হইতে সাত প্রকারের রশ্মি বা রৌদ্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ইহার একটি সংহার ক্রিয়া সাধক বটে। এই দৃষ্টিতে নাগোজী ভট্টের প্রদত্ত অর্থ "রৌদ্রায়ৈ

বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—"দেবী নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তাঁহার পরিধান কৃষ্ণবস্ত্র, জিহ্বা লোল, দন্ত অতি ভয়ঙ্কর, বদন হাস্য পূর্ণ, গলদেশে নাগহার, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে জটা আছে। ইঁহার গলদেশে পঞ্চাশ মুণ্ড সংযুক্ত মালা শোভিত।" ইত্যাদি। এইরূপ মূর্ত্তি ধারিণী দেবীকে নাগোজী ভট্টের ভাষাতে "রক্ষণশক্তি" বলিতে আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে দেবী ভদ্রার এই "রক্ষণশক্তি" পরিজ্ঞাপক ভীষণ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিটি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া দেবকুল রক্ষার জন্যই দেবী হয়ত ধারণ করিয়াছিলেন।

(৩২৩) সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে গীত "আদিত্যহৃদয়" স্তব হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"নমো রুদ্রায় সূর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ। প্রচেতসে নমস্তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
নমো নমস্তে রুদ্রায় ত্বামহং শরণং গতঃ। হিরণ্যবাহবে তুভ্যং হিরণ্যপতয়ে নমঃ॥
অম্বিকাপতয়ে তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ। নমস্তে নীলকণ্ঠায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে॥
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ। নমো হংসায় তে নিত্যং আদিত্যায় নমোস্তু তে॥
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাক্ষমহন্তং পরমেশ্বর॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

সংহারশক্ত্যৈ” উপেক্ষণীয় নহে। তবে রৌদ্ররূপা দেবী চণ্ডিকা কেবল সংহার শক্তি প্রবর্ত্তিকা নহেন, সূর্য্যের পালন শক্তিরও যে তিনি স্রষ্টা ইহাও জ্ঞান করিতে হইবে।

আলোচ্য শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে রৌদ্ররূপা বলিবার পরে ধাত্রীরূপা বলা হইয়াছে। নাগোজী ভট্ট ধাত্রী শব্দে “জগদাধারা” অর্থ করিয়াছেন। আমাদিগকে ধারণ করেন বলিয়া পৃথিবীকে ধরা বলা হয়। জগৎকে ধারণ করেন বলিয়া চণ্ডিকার আর একটি নাম জগদ্ধাত্রী, এবং চণ্ডী গ্রন্থের অনেক স্থানে এই জগদ্ধাত্রী নামের উল্লেখ আছে। এ স্থানে ধাত্রী শব্দে দেবী জগদ্ধাত্রী বুঝিতে বাধা নাই। এই শ্লোকে কথিত দেবীর নিত্যা, জ্যোৎস্না এবং চন্দ্র নাম সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। জন্মমৃত্যুরহিতা আদিঅন্তবিহীনা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বস্থান ব্যাপিনী পরমাশক্তিকে নিত্যা বলিয়া জানিতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অল্প পূর্ব্বে সূর্য্যদেবকে নিত্য বলা হইয়াছে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ক্রিয়ার সহিত সূর্য্যের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিলয়ের কথা পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থাতে সূর্য্যদেবকে নিত্য বলা যাইতে পারে কি রূপে? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যে স্থানে সূর্য্যদেবকে নিত্য বলা হইয়াছে, সেই স্থানে সূর্য্যদেবকে পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর নামেও স্তুতি করা হইয়াছে। নিত্য এবং নিরাকার নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মের প্রকাশমান যে ভাবকে পরমা প্রকৃতি বলা হয়, সেই পরমা প্রকৃতি নিত্য। এবং সেই পরমা প্রকৃতির তেজও নিত্য। ঐ তেজের এক কণিকাকে আশ্রয় করিয়া প্রভাকরের বিশ্বব্যাপি প্রভা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে (৩২৪)। প্রলয় কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংশ হইলেও পরমা প্রকৃতির সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মতেজ নষ্ট হইবার বিষয় নহে। এই দৃষ্টিতে সেই তেজকে যখন নিত্য বলা যাইতেছে, তখন সূর্য্য নামে পরিচিত এবং সবিতা নামে পূজিত সেই ব্রহ্মতেজের প্রকাশ ভাবকেও নিত্য বলিতে কোনই বাধা নাই (৩২৫)।

---

(৩২৪) “উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্। করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ॥
জলে শীতা তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দ্দিবাকরে। নিশানাথে হিমাকামং প্রভবামি যথা তথা॥
ময়া ত্যক্তং বিধে নূনং স্পন্দিতুং নক্ষমং ভবেৎ।” (ভাগবত)

(৩২৫) কেবল এদেশের বেদ পুরাণে নহে, প্রাচীন সভ্যতার আকর স্থান স্বরূপ চীন, জাপান আদি দেশের ধর্ম্ম পুস্তকের কোন কোন স্থানে সূর্য্যদেবকে অনাদি, অনন্ত, নিত্য ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জাপানে সূর্য্যকে এখনও পরমাদেবী বলিয়া পূজা করা হয়। জাপানের লোকে, সূর্য্য দেবী বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের বিরাট ক্রিয়া কি ভাবে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোকের শেষে দেবীকে সুখরূপা বলা হইয়াছে। নাগোজী ভট্ট এই সুখ শব্দের অর্থে "সুখা পরমানন্দরূপা" লিখিয়াছেন। অভিধানে "পরমানন্দ" এবং "সুখ" এক বস্তু বলিয়া জানা যায় না। সুখের বিনাশ আছে, পরমানন্দের বিনাশ নাই। কিন্তু, দেবতাগণের স্তবে, এই স্থানে দেবতাগণ কর্তৃক পরমানন্দ শব্দের পরিবর্তে সুখ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে।

২৬৯ সংখ্যক শ্লোকে গৌরী নামের পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এই গৌরী দেবীকে এবার হিমালয় রাজার কন্যা বলিয়া টীকাকারগণ ব্যাখ্যা না করিলেও কেহ ইঁহাকে রক্তবর্ণা দেবী কেহ বা শুভ্রবর্ণা দেবী বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী গ্রন্থের শ্লোকার্থ নির্ণয় কার্য্যে পুরাণের সহায়তা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। নানা পুরাণের নানা স্থানে গৌরীনামের উল্লেখ আছে (৩২৬)। গৌরীদেবী সংক্রান্ত এই সকল বর্ণনাতে কোন স্থানেই গৌরী শব্দকে

সদা পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া থাকেন, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ পরিমানে উপলব্ধি হইতে পারিবে। "you feel the weaving of the goddess who is under the brown earth weaving at two looms—with one hand weaving life upwords through the grass, with the other weaving death downwards, and the sound of her weaving is eternity and through all weaving the web of eternal beauty, that passeth not though its soul is change."

(JAPAN by Dr. David Murray.)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজির বাঙ্গলা মর্ম্মানুবাদ এই—তোমরা দেবীর (অর্থাৎ সূর্য্যদেবীর) বয়ন কার্য্য অনুভব করিতে পার—যে দেবী ধরাতলে দুইটি তাঁতে বয়ন কার্য্য সদা সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি এক হস্তে তৃণ হইতে ঊর্দ্ধদিকে সমস্ত জীব জীবন বয়ন করিতেছেন, তিনি অপর হস্তে নিম্নদিকে মৃত্যু বয়ন করিতেছেন এবং তাঁহার এই বয়নের ধ্বনি নিত্য এবং সমস্ত বয়নের মধ্যেই নিত্য সৌন্দর্য্য বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, সে সৌন্দর্য্য অবিনশ্বর যদিও সদা পরিবর্ত্তনই (রূপান্তর গ্রহণ) হইতেছে তাহার জীবন।

চীন দেশীয় বৌদ্ধ ধার্ম্মিকগণ বুদ্ধ দেবকে অবিনশ্বর সূর্য্যদেবের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। (ফো – সু – হিং স্তান কিং পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদেও সূর্য্যদেবকে নিত্য নির্ব্বিকার পরম ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(পণ্ডিত ম্যাকস্ মূলার প্রকাশিত উপনিষদ (ইংরাজি অনুবাদ)—৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩২৬) মৎস্যপুরাণে দেবী মহামায়ার গৌরী নামে জগতে আবির্ভূতা হইবার ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। মৎস্যপুরাণ দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, হিমালয় রাজ কন্যা পার্ব্বতী প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। মহাদেব একদিন কৌতুক করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন, শ্বেতচন্দন বৃক্ষে যেমন কৃষ্ণবর্ণ সাপ জড়াইয়া থাকে তেমনি আমার শ্বেত দেহে তুমি কৃষ্ণবর্ণা হইয়া শোভা পাইতেছ। মহাদেবের মুখে এইরূপ উক্তি শুনিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, তুমি নিজে মহাকালরূপী হইয়া আমাকে কৃষ্ণা বলিতেছ, আমি এখান হইতে চলিলাম। আমি তপস্যা করিয়া যদি গৌরী দেবীর ন্যায় সুন্দর দেহ লাভ করিতে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রক্তবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ অর্থ বাহক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয় নাই। মহামায়ার নামান্তর ভাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র।

পারি তবেই আমি প্রত্যাগমন করিব। ইহার পরে বহুকাল ব্যাপি তপস্যার ফলে কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী পরমা সুন্দরী গৌরী দেবীর রূপ লাবণ্য লাভ করিয়াছিলেন। (মৎস্যপুরাণ কুমার সম্ভব ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) এই ঘটনার বহু বৎসর পূর্ব্বে দক্ষরাজ গৃহে দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ দেহে তপাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে পিতা দক্ষ অতি কাতরভাবে দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ইহার পর কোন স্থানে দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। পিতার কাতর উক্তিতে ব্যথিত হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেই এবং সকল লোকেই বিরাজমানা রহিয়াছি, তথাপি সিদ্ধিকামী সাধুগণ আমাকে বারাণসীতে বিশালাক্ষী দেবীরূপে, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী দেবীরূপে, প্রয়াগে ললিতা দেবীরূপে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে কামাক্ষী দেবীরূপে, মানস সরোবরে কুমুদা দেবীরূপে, অম্বরে বিশ্বকায়া দেবীরূপে, গোমন্ত পর্ব্বতে গোমতী দেবীরূপে, মন্দর পর্ব্বতে কামচারিণী দেবীরূপে, চিত্ররথ পর্ব্বতে সদোৎকটা দেবীরূপে, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী দেবীরূপে, কান্যকুব্জে গৌরী দেবীরূপে এবং মলয়পর্ব্বতে রম্ভা দেবীরূপে দেখিতে পাইয়া থাকেন, ইত্যাদি। যথা—

"দেব্যুবাচ। সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বতো ভুবি। সর্ব্বলোকেষু যৎ কিঞ্চিদ্রহিতং ন ময়া বিনা॥
তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ। স্মর্ত্তব্যা ভূতিকামৈর্বা তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী। প্রয়াগে ললিতা দেবী কামাক্ষী গন্ধমাদনে॥
মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাম্বরে। গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী॥
সদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে। কান্যকুব্জে তথা গৌরী রম্ভা মলয়পর্ব্বতে॥" (মৎস্যপুরাণ)

মৎস্যপুরাণের উপরি উক্ত উদ্ধৃত শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, দেবী মহামায়া গৌরী নামে এবং অন্যান্য নামে জগৎ সৃষ্টি সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র তীর্থ স্থানে অধিষ্ঠিতা ও পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই বলিতে হইবে, তাহার এই গৌরী নাম হিমালয় রাজ গৃহে জন্ম গ্রহণ দিনে প্রদত্ত হয় নাই, পার্ব্বতী তপস্যা করিয়া পরে গৌরীদেবীর রূপ লাবণ্য এবং গৌরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিমালয় রাজ কন্যা পার্ব্বতী যে প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন তাহা কেবল পুরাণে নহে নানা তন্ত্র গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। নারদ পঞ্চরাত্রের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে— দক্ষ গৃহে দেহ ত্যাগ করিবার পরে দেবী যখন হিমালয়ের কন্যা রূপে মেনকা গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তখন প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল কালী। যথা—

"ব্রহ্মোবাচ—দক্ষগৃহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা। কুপিত্বা দক্ষরাজর্ষিং সতী ত্যক্ত্বা কলেবরম্॥
অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা। কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

পার্ব্বতী, যে গৌরী দেবীর নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গৌরী দেবীও দেবীভাষ্যে কথিত রক্তবর্ণা বা তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকাতে বর্ণিত শুভ্রবর্ণা ছিলেন না; তিনি সুবর্ণবর্ণা ছিলেন। তন্ত্রসারে গৌরীদেবীর যে ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও গৌরী দেবীকে হেমবর্ণা অর্থাৎ উজ্জ্বল পীতবর্ণা বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল ধ্যান মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত না করিয়া রসিকচট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত তন্ত্রসারের অনুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"গৌরী দেবী

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২৭০ সংখ্যক শ্লোকে, দেবীকে কল্যাণী, বৃদ্ধি, সিদ্ধি, নৈঋতি, লক্ষ্মী এবং শর্ব্বাণীরূপা বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। এ স্থানের কল্যাণী শব্দে প্রায় সকল টীকাকারই "মঙ্গল" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই মঙ্গল শব্দে এ স্থানে কাহার কোন্ বিষয়ের মঙ্গল লক্ষ্য করা হইয়াছে, দেবীভাষ্যকার ভিন্ন আর কেহ তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন "জ্ঞানসুখধর্ম্মহেতুতয়া কল্যাণরূপং"। দেবী ভাষ্যকার প্রদত্ত অর্থ সুসঙ্গত জ্ঞান করিয়া এই অর্থ ই আমরা গ্রহণ করিলাম। দেবগণের যাহা মঙ্গল নর দানবগণের তাহা অনেক সময় অমঙ্গল জনক। লম্পট মানবের পক্ষে নির্জ্জনে পরস্ত্রী লাভ সুখকর হইলেও ধার্ম্মিকের পক্ষে উহা সুখ কর নহে। সুখ জনক বস্তু অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে কল্যাণকর নহে। এই কারণে দেবী ভাষ্যকারের প্রদত্ত অর্থ হইতে সুখ শব্দটিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রাখিয়া তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান ও ধর্ম্ম শব্দদ্বয়কে এস্থলে কল্যাণী শব্দের অর্থ বোধক জ্ঞান করিয়া লইলে ক্ষতি নাই। বৃদ্ধি ও সিদ্ধি শব্দের ঐরূপ উচ্চভাব বোধক অর্থ ই এস্থলে গ্রহণ যোগ্য। নৈঋতি শব্দের অর্থে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার "রাক্ষস শক্তি" লিখিয়া পরক্ষণেই লিখিয়াছেন—"যদ্বা অলক্ষ্মীরূপায়ৈ"। দেবী ভাষ্যকার "রাক্ষস শক্তি" লিখিয়াছেন। দেবী চণ্ডিকা যখন সর্ব্বজীবের সর্ব্বশক্তির মূলাধার, তখন তাহাকে "রাক্ষস শক্তি" বলিলেও দোষ জনক হয় না, "ভল্লুক শক্তি" বা "ব্যাঘ্রশক্তি" বলিলেও কটূক্তি হয় না, কিন্তু দেবতাগণ কি অর্থে এখানে নৈঋতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই আমাদের বিবেচনা স্থল। ইতি পূর্ব্বে মহিষাসুর নিপাতের পরে দেবতাগণ দেবীকে লক্ষ্মী দেবীরূপা এবং অলক্ষ্মী দেবীরূপা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেব স্তুতির এই স্থানের অর্থ স্থির করিতে হইলে দেবীকে দেবতাগণ এখানেও লক্ষ্মীরূপা এবং অলক্ষ্মী রূপা বলিয়া যে স্তুতি করিয়াছেন ইহাই স্থির করিতে হইবে। শর্ব্ব শব্দের অর্থ শিব। শর্ব্বাণী শব্দ অর্থে "শিবাণী" কিংবা নাগোজী ভট্টের ব্যাখ্যা অনুসারে "শিবশক্তিরূপা" অর্থ গ্রহণ করিতে বাধা নাই।

২৭১ শ্লোকের অর্থে দুর্গাকে, দুর্গপারাকে, সারাকে, সর্ব্বকারিণীকে, খ্যাতিকে, কৃষ্ণাকে

সুবর্ণ বর্ণা, ইনি হস্তদ্বয়ে দর্পন ও অঞ্জন শলাকা, এবং অন্য হস্তদ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, গৌরী দেবী সর্ব্ব প্রকার আভরণে অলঙ্কৃতা।" ইত্যাদি।

ভাগবতে দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির কিছু পরে পরমা শক্তি স্বয়ং মহেশ্বরকে বলিয়াছেন—"মহেশ্বর, তুমি গৌরী সহ কৈলাসে সুখে বাস কর।" বিস্তৃত বর্ণনা মূল শ্লোকে ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এবং ধূম্রাকে সতত প্রণাম করিতেছি বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। দেবী ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "দুর্গায়ৈ দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি দুর্গা"। কেবল দুঃখেতে দেবীকে জানিতে পারা যায় এরূপ অসঙ্গত অর্থ করা উচিত নহে। দেবী ভাষ্যকার প্রদত্ত এই অর্থ যে কারণে আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহা ইতি পূর্ব্বে ২২৮ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত দুর্গা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে পাঠকগণ সমীপে নিবেদন করিয়াছি। এই কারণে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। দুর্গপারা অর্থে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন "দুর্গাৎ সংসারাৎ পারং করোতীতি চ"। এইরূপ অর্থ গ্রহণের বাধা এই যে সংসার সাগরের পারাপার নাই, কাজেই "নামের নৌকা চড়ে মোরা ভবসাগর হ'ব পার। বাউল বলে ভাইরে একবার কসে টান দাড় ॥" ভক্ত বাউল মুখের গীতার্থ এখানে প্রযোজ্য নহে। একমাত্র প্রলয় সময়ে জীবের যাতায়াত ক্রিয়ার বিশ্রাম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কাজেই এস্থানের "দুর্গপারা"শব্দের অর্থ উদ্ধার সময়ে, সংসার সাগরের পারাপারকে ধরিয়া টানাটানি করা নিষ্প্রয়োজন। পূজ্যপাদ প্রাচীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্য কৃত টীকাতে এই স্থানের এইরূপ একটি গ্রহণ যোগ্য অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"জ্ঞানার্থত্বাদ্দুর্গে পারয়তি পালয়তীতি দুর্গপারা তাং।" আমরা দুর্গাকে প্রণাম করি, জ্ঞানদ্বারা যিনি জীবকে পরিপালন করেন, এমন দুর্গাদেবীকে আমরা সতত প্রণাম করি এই বলিয়া দেবতাগণ এখানে দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন, এরূপ অর্থ করিলে অসঙ্গত হইবে না। দেব স্তবের আরম্ভে নমো দেব্যৈ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরক্ষণেই মহাদেব্যৈ শব্দ যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইরূপ দুর্গায়ৈ বলিয়া পরক্ষণেই দুর্গপারায়ৈ উচ্চারণ করিয়া দেবীর দুর্গা নামের বিশ্ব পালন শক্তি অর্থের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। "সারায়ৈ" শব্দের অর্থে কোন কোন টীকাকার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়ৈ" লিখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত এরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। "সর্ব্বকারিণ্যৈ" নামের অর্থে তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকাকার "সর্ব্বজনন্যৈ আদি কারণত্বাৎ" লিখিয়াছেন, অন্যান্য টীকাকারের প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষায় এই অর্থ সহজ বোধ্য এজন্য গ্রহণ যোগ্য। দেবীর খ্যাতিরূপা নামের অর্থে অনেক টীকাকার "প্রতিষ্ঠা" লিখিয়াছেন (৩২৭)। যোগদর্শনের এক স্থানে খ্যাতি শব্দকে জ্ঞানার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। দেবী জ্ঞানরূপা। এ স্থানে এই খ্যাতি শব্দে জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়। তৎপরে এই শ্লোকের যে স্থানে দেবীকে "কৃষ্ণায়ৈ" "ধূম্রায়ৈ" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সেই স্থানের শব্দার্থ নিস্কাসন

---

(৩২৭) তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার খ্যাত্যৈ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"খ্যাত্যৈ প্রতিষ্ঠারূপায়ৈ, খ্যাতিঃ প্রসিদ্ধিঃ।"

করিতে উপস্থিত হইয়া প্রায় সকল টীকাকারই সরল গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া কূটার্থের কণ্টকময় বক্র পথ অনুসরণ করিয়াছেন (৩২৮)। প্রশ্ন হইতে পারে—এস্থানের সরল অর্থ কি ? উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, দেবীকে যে স্থানে রৌদ্ররূপা বলা হইয়াছে সেই স্থানেই দেবীর কৃষ্ণ ধূম্রাদি নানা বর্ণের নিগূঢ় অর্থ খুলিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীতে যে কোন বস্তুতে যে কোন রূপ বর্ণ বৈচিত্র্য, আমরা দেখিয়া থাকি তৎ সমস্তের আদি কারণ আদিত্য দেব। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সূর্য্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে সূর্য্য রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। বেদেরও অনেক স্থানে সূর্য্যদেবের রথ সপ্ত অশ্বে বহন করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেবীকে সূর্য্য স্বরূপা এবং রৌদ্ররূপা বলিয়া দেবীকে কেবল কৃষ্ণ বা ধূম্রবর্ণরূপা কেন, সকল বর্ণরূপাই বলা যাইতে পারে। এখানে সমস্ত বর্ণের নাম উল্লেখ না করিয়া মাত্র দুই একটি বর্ণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৭২ সংখ্যক শ্লোকে দেবতাগণ কর্ত্তৃক দেবীকে অতি সৌম্যরূপা, রৌদ্ররূপা, জগৎ প্রতিষ্ঠাত্রীরূপা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। এই শ্লোকে অতি সৌম্যরূপা এবং রৌদ্ররূপা শব্দের অর্থে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"বিদ্যাত্বেন সংসারসমকত্বাদতিসৌম্যা অবিদ্যারূপেন সংসারহেতুত্বাদতিরৌদ্রা॥" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার অর্থকে আরও সরল ও সহজ বোধ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"অতি সৌম্যা অত্যাহ্লাদিকা, অতি রৌদ্রা অতি ভীষণা।" এই স্থানের অর্থকে আরও সরল ও সহজ বোধ্য করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। চন্দ্রের অন্য নাম সোম। চন্দ্রের জ্যোৎস্না শীতল এবং কোমল, সূর্য্যের রৌদ্র উষ্ণ এবং প্রখর। দেবীকে শীতল কিরণ দাতা চন্দ্র এবং উষ্ণ রৌদ্র প্রদাতা সূর্য্য দেব স্বরূপা অর্থে এখানে দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন বলিতে বাধা নাই। "জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ" শব্দার্থে নাগোজী ভট্ট "জগৎ প্রতিষ্ঠা জগদুপাদান কারণং" লিখিয়াছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকারের প্রদত্ত অর্থ "জগতাং প্রতিষ্ঠা প্রতিপালনং যস্যাঃ হেতোঃ।" যে দেবী জগৎকে পালন করিতেছেন এবং সদা রক্ষা করিতেছেন তাহাকে বিশ্বের ক্রিয়ারূপা জানিয়া "জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ" বলিয়া দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন, এইরূপ অর্থ এইখানে করাই সঙ্গত।

(৩২৮) তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণায়ৈ এতেন তামস্যৈ ইত্যর্থঃ।" দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"একো বর্ণো বহুধা যঃ করোতীতি শ্রুতেঃ কৃষ্ণা ধূম্রা চেতি বর্ণভেদশ্চাবচ্ছেদকশরীরাভি প্রায়েণ।"

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৭৩-২৭৫॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৭৬-২৭৮॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৭৯-২৮১॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৮২-২৮৪॥

---

২৭৩ হইতে ২৮৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে দেবী সকল ভূতে বিষ্ণুমায়া নামে কীর্ত্তিতা, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে চেতনা (জ্ঞান) নামে অভিহিতা, তাঁহাকে নমস্কার; তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা আছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

দেবতাগণ কর্ত্তৃক দেবী চণ্ডিকার স্তুতির যে অংশে প্রত্যেক শ্লোকে পাঁচ বার করিয়া দেবতাগণ দেবীকে প্রণাম করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোকের মধ্যে ৩৩৬ সংখ্যক শ্লোক ভিন্ন অপর প্রত্যেকটির অঙ্গে তিনটি সংখ্যা চিহ্ন প্রদান করিয়া চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের এই স্থানের ২২টি শ্লোকের সংখ্যা ৬৬ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে ২৭৩ হইতে আরম্ভ করিয়া

২৯৫ শ্লোক সংখ্যা যে স্থানে হইবে, সেই স্থানে ৩৩৯ শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কাশী, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই সকল স্থানের মুদ্রা যন্ত্রে মুদ্রিত চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থেই এই ভাবে শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থার কোন কারণ কোন টীকাকার নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চণ্ডী গ্রন্থের ভাষ্য বা টীকাতে এ সম্বন্ধে কেহ আলোচনা না করিলেও কোন কোন লোক মুখে এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে সপ্তশতী দুর্গা মাহাত্ম্য নামে যে গ্রন্থ এদেশে এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার শ্লোক সংখ্যা গণনাতে ৫৭৮ মাত্র হইলেও সপ্তশতী দুর্গা মাহাত্ম্য নামের অর্থ স্থির রাখিবার জন্য গ্রন্থ মধ্যে যে স্থানে যত "উবাচ" আছে তাঁহার প্রত্যেক শব্দটীকে এক একটি শ্লোক সংখ্যা প্রদান করিয়া এবং ২৭৩ সংখ্যা হইতে পরবর্ত্তী ২২ টি শ্লোকে শ্লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সাকল্য শ্লোক সংখ্যা ৭০০ স্থির করা হইয়াছে। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে সপ্তশতী শব্দে সাত শত না বুঝিয়া এক শত সাত বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত সিদ্ধান্তকারীরা এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে এক শত সাত শ্লোকে চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের সম্পূর্ণ কলেবর ছিল, কাল ক্রমে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি হইতে হইতে সাত শত শ্লোক-বিশিষ্ট চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থ এসময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে শ্লোক সংখ্যা সাত শতই ছিল, কমিতে কমিতে এখন ৫৭৮ শ্লোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যার সহিত এক্ষণে মহাভারতে যত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ঐক্য নাই (৩২৯)। অন্যান্য অনেক পুরাণের শ্লোক সংখ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাকারী প্রবীণ পণ্ডিতগণ হস্তে এই সকল জটিল বিষয়ের মীমাংসা কার্য্য ন্যস্ত রহিয়াছে জানিয়া অতঃপর এই সকল শ্লোকে লিখিত বিষয় গুলির সহজ ও সরল অর্থনির্ণয় চেষ্টাতে পূর্ব্ববৎ আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিকে নিয়োজিত করা যাইতেছে।

২৭৩ হইতে ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবীচণ্ডিকাকে সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি,

---

(৩২৯) মহাভারতের আদি পর্ব্বে প্রত্যেক পর্ব্বের শ্লোক সংখ্যা লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু এক্ষনে যে মহাভারত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনও পর্ব্বে আদি পর্ব্বে লিখিত শ্লোক সংখ্যা হইতে অধিক, কোনও পর্ব্বে বা শ্লোক সংখ্যা অনেক ন্যূন দেখিতে পাওয়া যায়। আদি পর্ব্বেই ২৬১ শ্লোকের অভাব দেখা যাইতেছে। ঐরূপ সভা পর্ব্বে ২০১, শান্তি পর্ব্বে ৯৯৫, অশ্বমেধ পর্ব্বে ৪৭৫, আশ্রমিক পর্ব্বে ৪১৮, মহাপ্রস্থান পর্ব্বে ২১০ শ্লোক গণনাতে অল্প দেখা যাইতেছে। সমষ্টিতে শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ স্থলে ৯৬২১৬ দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ মহাভারতের প্রায় চারি হাজার শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে কাল প্রভাবে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা কিছু হ্রাস হওয়া অসম্ভব নহে।

মাতৃ, ভ্রান্তি এবং চৈতন্যরূপে তুমি সংস্থিতা রহিয়াছ বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি ও বারম্বার প্রণাম করিয়াছেন। দেবীর এই সকলের সমষ্টি ভাব বোধক বিরাট মূর্ত্তিরই নাম দেবী মহামায়া, কিন্তু তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে; এজন্য তাঁহার এই সকল অনন্তভাবের কতকগুলি বস্তুকে পৃথক্ নামে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকে এখানে সংস্থাপন করিয়া দেবতাগণ নিজেরাও সম্ভবত অনন্ত ভাবাত্মিকা দেবীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর আমাদিগকেও তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল শ্লোকের প্রত্যেকটির আদিতে "সর্ব্বভূতে" দেবী অবস্থান করেন বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এস্থানের এই "সর্ব্বভূত" শব্দ অর্থে, সর্ব্ব দেব দানব মানব মনে করিতে হইবে কিম্বা সর্ব্ব জীবজন্তু মনে করিতে হইবে? কেবল জীবজন্তু নহে, এখানে লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, পাহাড় পর্ব্বত, নদ, নদী স্থাবর জঙ্গমাদিময় সমস্ত বিশ্বই বুঝিতে হইবে। টীকাকারগণ এস্থানের ভূত শব্দে কেহ মানব, কেহ সমস্ত জীব অর্থ করিয়াছেন (৩৩০)। ইহা ঠিক নহে। কেন ঠিক নহে, তাহা শ্লোকার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রমে বলা যাইতেছে। "বিষ্ণুমায়া" শব্দটিকে এই সকলের প্রথমে স্থাপন করিবার অভিপ্রায় হয়তঃ এইরূপ থাকিতে পারে যে, বিষ্ণুকেই দেবী বিশ্বপরিপালন কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব দান করিয়া রাখিয়াছেন এবং ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে

---

(৩৩০) "সর্ব্বভূতেষু" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া দেবী ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু"। এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে জগতের কেবল দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভূচর এবং খেচর প্রভৃতি জীব জন্তুকে লক্ষ্যের মধ্যে আনয়ন করিতে হয়। এ সকল জীব জন্তুর মধ্যে নর নারী ভিন্ন অন্য জন্তুর অন্তঃকরণে লজ্জাবৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না দেখিয়া তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভৌতিকেষু"। অর্থপরিস্কার ব্যাপারে, ইঁহার অর্থ ব্যাখ্যা দেবীভাষ্যে প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। চতুর্দ্ধুরী টীকাকার বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতেষু অশেষপ্রাণিষু"। শান্তনবী টীকাকারের প্রদত্ত অর্থ—"সর্ব্বানি পৃথিব্যাদিনী ভূতানি যেষামারম্ভকত্বেন সন্তি তানি সর্ব্বভূতানি দেহানি" ইতি। কর্দ্দমে প্রোথিত রথচক্রের অবস্থাতে আনয়ন করিয়া ইঁহারা সকলেই সর্ব্বভূত শব্দকে যে স্থানে, যে অবস্থায় পাইয়াছেন, রজ্জু টানাটানি করিয়া সেই স্থানেই রজ্জু ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে "সর্ব্বভূত" শব্দ যুক্ত বিংশতি সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শাঙ্কর ভাষ্যে "সর্ব্বভূত" শব্দের এইরূপ একটি অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে "সর্ব্বভূতেষু অব্যক্তাদি স্থাবরান্তেষু ভূতেষু"। শ্রীধর স্বামীও লিখিয়াছেন "সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু"। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামী প্রদত্ত সর্ব্বভূত শব্দের এইরূপ ব্যাপক অর্থ এস্থানেও গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হয়। "সর্ব্বভূত" শব্দের এইরূপ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে এবং সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকাল ব্যাপিনী দেবী মহামায়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র বিরাজিতা রহিয়াছেন তাঁহার এই বিরাট্ ভাবটি কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, কোন্ বস্তুতে কি ভাবে তাঁহার লজ্জারূপা, লক্ষ্মীরূপা, নিদ্রারূপা, মাতৃরূপা প্রভৃতি শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা লইয়া অধিক চিন্তা করিবার আর স্থল থাকে না।

মহেশ্বর মহামায়ার মহাশক্তির কিয়দংশ বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন (৩৩১)। বিশ্বপালন কর্তা বিষ্ণুকে মায়া শক্তিদ্বারা শক্তি সম্পন্ন করিবার মূল কারণ যে দেবী, তাঁহাকে বিষ্ণুমায়া

---

(৩৩১) ভাগবতের আর এক স্থানে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টি শক্তি, হরিতে পালন শক্তি, হরে সংহার শক্তি, সূর্য্যে প্রকাশ শক্তি, অনন্তে ধরাধারণ শক্তি, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, সমীরণে সঞ্চালিকা শক্তি ইত্যাদি শক্তি পরিচায়ক ক্রিয়া সমস্তই আদ্যা শক্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এ সকল ধারণ করিয়াছেন। যথা—

"বিদ্বাংসোপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে। দ্রুহিণে সৃষ্টিশক্তিশ্চ হরৌ পালনশক্তিতা॥
হরে সংহারশক্তিশ্চ সূর্য্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা। ধরাধারণশক্তিশ্চ শেষে কূর্ম্মে তথৈব চ॥
সাম্ভাশক্তিঃ পরিণতা সর্ব্বস্মিন্ যা প্রতিষ্ঠিতা। দাহশক্তিস্তথা বহ্নৌ সমীরে প্রেরণাত্মিকা॥
শিবোপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ। শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥
এবং সর্ব্বত্র ভূতেযু স্থাবরেষু চরেষু চ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডেস্মিন্মহাতপাঃ॥
শক্তিহীনন্তু নিন্দ্যং স্যাদ্বস্তুমাত্রং চরাচরম্।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটি উক্তিতে উপরের শ্লোকের অর্থকে আরও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই— তোমার সহিত সংযুক্ত থাকিলেই শিব শিবস্বরূপ এবং শিবরূপে সর্ব্বলোকের মঙ্গল দাতা; তোমা বিনা শিব শবতুল্য। যথা—

"ত্বয়া যুক্তঃ শিবোঽহং চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ। ত্বয়া বিনা ঈশ্বরশ্চ শবতুল্যোঽশিবঃ সদা॥"

কুব্জিকা তন্ত্রে এই মহান তত্ত্বটিকেই অন্য ভাষাতে ও অন্য ভাবে এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন। বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং নতু বিষ্ণুঃ কদাচন॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন।"

এ স্থানের ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী শব্দার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রে স্থিত সৃষ্টি, পালন ও লয়কারিণী শক্তি জানিতে হইবে। তন্ত্রের উপরি উদ্ধৃত বাক্য ভাগবতের অন্য স্থানের আর একটি উক্তি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। যথা—

"ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ। ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যানি তে সুরাঃ।"

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—"শক্তির্হি জগতো মূলং সৈব জগৎপ্রসবিণী।" কিন্তু এইরূপ উক্তিতে পরমা শক্তি কেবল পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসব করিয়াছেন কেহ এরূপ মনে না করেন, সেই জন্য তন্ত্রের এই বাক্যকে যোগবাশিষ্ঠের যে উক্তিদ্বারা আরও পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ। সৌক্ষ্মচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যাপ্যাকৃতেরপি॥
ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ। তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত॥
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাঽকর্তৃতাঽপি চ। ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ॥" (যোগবাশিষ্ঠ)

"মায়াগুণপরিজ্ঞানং ন কস্যাপি ভবেদিহ। গুণত্রয়কৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
বিনা গুণৈর্ন সংসারো বর্ত্ততে কিঞ্চিদপ্যদঃ॥ অহং সত্ত্বপ্রধানোস্মি রজস্তমঃসমন্বিতঃ।
ন কদাচিৎ ত্রিভির্হীনো ভবানি ভুবনেশ্বর॥ তথা ব্রহ্মা পিতা তেঽত্র রজোমুখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তমঃসত্ত্বসমাযুক্তো ন তাভ্যামুজ্ঝিতঃ কিল॥ শিবস্তথা তমোমুখ্যো রজঃসত্ত্বসমাবৃতঃ।
গুণত্রয়বিহীনস্তু নৈব কোপি ময়া শ্রুতঃ॥ (ভাগবত)

বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি না করিবেন কেন ? দেবীকে এখানে যে চেতনারূপা বলা হইয়াছে, ঐ চেতনারূপা বলিয়া দেবতাগণ ইতি পূর্ব্বেও দেবীকে চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থেরই অনেক স্থলে অনেক বার স্তুতি করিয়াছেন। ঐ চেতনা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে (৩৩২)। এজন্য এখানে চেতনা শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক।

২৮১ সংখ্যক শ্লোকে তুমি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান কর বলিয়া দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্থানে "বুদ্ধি" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে উপস্থিত হইয়া নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন "বুদ্ধিঃ সবিকল্পকজ্ঞানম্।" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার আরও বিস্তার করিয়া ইহার অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং দেবীভাষ্যকার দার্শনিক বিচারের সহায়তা গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সাংখ্য প্রভৃতির মত অনুসারে ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (৩৩৩)।

---

(৩৩২) ২৬৬ সংখ্যক টীকা এবং পরবর্ত্তী ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৩) সাধারণ পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার্থে দেবী ভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করা হইল—"চেতনা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের সামান্যাকারে প্রত্যক্ষ হয়—সে প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায় না, এইটি ঘট, এই প্রকার বিশেষ প্রত্যক্ষই বুঝিতে পারা যায়, সামান্য প্রত্যক্ষ না হইলে বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—এই কারণেই সামান্য প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়, এই সামান্য প্রত্যক্ষই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান নামে অভিহিত। ইহা নৈয়ায়িক মত। সাংখ্য প্রভৃতির মত এই যে চেতনা ইন্দ্রিয়াদি জন্য জ্ঞান মাত্র।"

"বুদ্ধি-সবিকল্পক জ্ঞান, যে নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তদ্ভিন্ন সর্ব্ববিধ—জন্য জ্ঞান ইহা ন্যায় বৈশেষিক মত। বুদ্ধি—নিশ্চয় বা অনিশ্চয়—বিশেষ হেতু অন্তঃকরণ ইহা সাংখ্যাদি মত। এই জ্ঞান বা বুদ্ধি ইহাও সুখপ্রদ, দুঃখপ্রদ এবং মোহাত্মক বা মোহপ্রদ ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় রাজসিক ও তৃতীয় তামসিক।"

দেবীভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয়, ব্যাখ্যাকর্ত্তা চৈতন্য এবং জ্ঞানকে এক বস্তু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে এজন্য দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গলা হইতে কয়েক পঙ্ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"সাংখ্য প্রভৃতির মত এই যে, চেতনা ইন্দ্রিয়াদি জন্য জ্ঞান মাত্র। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই হউক, আর জন্যজ্ঞান মাত্রই হউক, উহাও সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। যে জ্ঞান পরম্পরা ক্রমে সত্ত্ব নামক অদৃষ্টের বা সুখের, কি দুঃখ নিবৃত্তির হেতু, বা সত্ত্ব গুণের হেতু তাহাই সাত্ত্বিক যথা—ইষ্টদেবতার পূজার্থে চয়নাদি করিবার জন্য পুষ্পাদি দর্শন, শ্রীমন্দির দর্শন। সময় বিশেষে নিজ পত্নীর রূপ দর্শন,—রাজস। সস্পৃহ পরদারাদি দর্শন—তামস।"

চণ্ডী গ্রন্থের এই স্থানে সর্ব্বভূতে দেবী বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা রহিয়াছেন উক্তিতে কেবল নর নারী বা পশু পক্ষী প্রাণী মাত্রকেই লক্ষ্য করা হয় নাই, পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী সমস্ত বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত যে ভগবদ্গীতার উপরে উদ্ধৃত বাক্যেই সমর্থিত হইতেছে তাহাই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশের ধর্ম্ম পুস্তকেও নানা স্থানে এ ভাব বোধক উক্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জাপান দেশের শিন্তো ধর্ম্ম গ্রন্থে জাপানী ভাষায়

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বুদ্ধির শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বে বুদ্ধি অর্থ কি, অগ্রে তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক। একটু চিন্তা করিলেই জানিতে পারা যাইবে, চৈতন্য অবস্থাতে যে শক্তিদ্বারা বস্তু ভাবকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার দোষ গুণ বিচার করিতে পারি তাহাকেই আমরা বুদ্ধি বলিয়া থাকি। "বুদ্ধি" শব্দে কেহ কেহ, ধন সম্পদ বৃদ্ধিকারিণী দেবী, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ঐরূপ "সিদ্ধি" শব্দ অর্থে মনস্কামনা পূর্ণকারিণী দেবী বলা হইয়াছে। এরূপ অর্থ অপেক্ষা "বুদ্ধি" অর্থে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সিদ্ধি অর্থে সাধনা বিষয়ক সিদ্ধি অর্থ করিলে ঐ দুই শব্দার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়, এজন্য এই স্থানে এইরূপ উচ্চ অর্থ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

২৮৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থিতা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। প্রায় সকল টীকাকারই "নিদ্রা" শব্দ অর্থে নিদ্রা লিখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াছেন; কেবল প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"নিদ্রা সুষুপ্তিঃ স্বপ্নাবস্থা বা।" বাস্পে, মেঘে ও ধূমে, জল বর্ত্তমান থাকিলেও জল বলিতে যেমন ধূম, বাস্প, বা মেঘ মনে করিতে হয় না, জলকেই মনে করিতে হয়, সেইরূপ "নিদ্রা" শব্দে সুষুপ্তি বা স্বপ্নাবস্থা চিন্তা না করিয়া সাধারণতঃ কেবল নিদ্রাকেই লক্ষ্য বস্তু মনে করিতে হয়। তথাপি পূজনীয় নাগোজী ভট্টজীর প্রদত্ত অর্থই এখানে গ্রহণ করিয়া তাহারই অভ্যন্তরস্থ অর্থকে, বেদ পুরাণের সাহায্য লইয়া আরও একটু বিস্তৃত করিয়া আলোচনা করিতে আমরা চেষ্টা করিব। অমরকোষ অভিধানে স্বপ্নকে নিদ্রার সহিত একার্থবাচক শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক স্থানে নিদ্রা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম—জীবদেহ স্থিত জীব, নিজ বুদ্ধিকে যখন সঙ্কোচন করেন, তখন তাহাকে বলা হয়

"কামী" শব্দের যেরূপ ব্যাপক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ দেশের ঐ শব্দটিকে চণ্ডী গ্রন্থের এই স্থানে লিখিত "সর্ব্বভূত" শব্দের অর্থ প্রকাশক একটি প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। "কামী" শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"Not only human beings, but birds, beasts, plants and trees, seas and mountains, and all other things whatsover which deserve to be dreaded and revered for the extraordinary and pre-eminent powers which they possess are called *kami*. They need not be eminent for surpassing nobleness, goodness or serviceableness."

(THE WORLDS LIVING RELIGIONS By Robert Ernest Hume, PH. D.)

নিদ্রা (৩৩৪)। ন্যায়দর্শনের টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন—মেধ্যা নাড়ীর সহিত যখন মনের সংযোগ হয় তখনই জীবের নিদ্রাবস্থা উপস্থিত হয় (৩৩৫)।

তত্ত্বপ্রকাশিকা ইত্যাদি টীকাতে প্রদত্ত লক্ষণদ্বারা "নিদ্রা" শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিবার পক্ষে একটি প্রধান অসুবিধার কারণ এই বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, ইহার একটি উক্তি এক শ্রেণীর জীবের নিদ্রার পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও সর্ব্বপ্রকার জীবের নিদ্রার পক্ষে এবং শাস্ত্র গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে বর্ণিত নিদ্রার পক্ষে তুল্যভাবে প্রযোজ্য হয় না। চণ্ডী গ্রন্থেরই প্রথমাংশে মধুকৈটভ

---

(৩৩৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"প্রত্যেক দেহীর দেহ মধ্যে দ্বাসপ্ততি সহস্র অর্থাৎ ৭২০০০ ভুক্ত, পীত অন্ন জলের পরিমাণরূপ নাড়ী (শিরা) বিদ্যমান আছে; তাহারা দেহের হিত (উপকার) করে, এজন্য তাহাদের নাম "হিতা"। এই সমস্ত হিতা নাড়ীই পুণ্ডরীকাকারে হৃদয়াখ্য মাংসখণ্ড (হৃৎপদ্ম) হইতে বিনির্গত হইয়া অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় (অশ্বত্থ পত্র যেমন শিরাজালে জড়িত) এই সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সমস্ত নাড়ীরই গতি বহির্দ্দিকে। তন্মধ্যে অন্তঃকরণ বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এই হৃদয়স্থিত বুদ্ধির অধীন। অতএব জাগ্রত কালে বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়াই আবশ্যকানুসারে মৎস্যজীবির ন্যায় এই সকল নাড়ীরদ্বারা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে, অর্থাৎ মৎস্যজীবী যেমন স্বস্থান স্থিত হইয়াই জাল প্রসারণ করিয়া সুদূরস্থ মৎস্য সকল গ্রহণ করে, ঠিক তেমন হৃদয়স্থিত বুদ্ধিও স্বস্থান স্থিত হইয়াই কথিত হিতা নাড়ী সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় স্থানে প্রসারণ করিয়া দূরবর্ত্তী বিষয় সকল গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞানময় (জীব) ও অভিব্যক্ত স্বীয় চৈতন্যালোকে সেই বুদ্ধিকে প্রসারিত করেন, এই বুদ্ধির সঙ্কোচন কালে অর্থাৎ হিতা নাড়ী সকলের (জালের ন্যায়) একত্রী করণ কালে নিজেও সঙ্কুচিত হন। এই সঙ্কোচনই জীবের নিদ্রা, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্বের যেরূপ জল দোষে চঞ্চলাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বুদ্ধি বৃত্তির তারতম্য বশতঃ বিজ্ঞানময়ের (জীবের) জাগ্রত কালীন সংস্কারানুসারে ত্রিবিধ স্বপ্ন ভোগ হইয়া থাকে।"

মধুকৈটভ বধ সময়ে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বিষ্ণু দেবীমহামায়াকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিদ্রারূপা দেবীর শক্তি যে কিরূপ বিশ্বব্যাপি তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

"বিষ্ণুরুবাচ। নমো দেবী মহামায়ে সৃষ্টিসংহার কারিণি। অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুনং নির্গুণংতথা। চরিত্রাণি কুতো দেবী সংখ্যাতীতানি যানি তে॥
অনুভূতো ময়া তেহদ্য প্রভাবশ্চাতি দুর্ঘটঃ। যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোহস্মি বিচেতনঃ॥
ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধতোহপি পুনঃপুনঃ। ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিতষড়িন্দ্রিয়ঃ॥
অচেতনত্বং সম্প্রাপ্তঃ প্রভাবাৎ তব চাম্বিকে। ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোহহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্॥
শ্রান্তোহহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ। ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ॥"

(৩৩৫) "মেধ্যামনঃ সংযোগ নিদ্রা।"। (জগদীশ কৃত ন্যায়দর্শন টীকা) তত্ত্বপ্রকাশ টীকাকার চণ্ডীর এই শ্লোক কথিত নিদ্রা শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন—"নিদ্রা বাহ্যেন্দ্রিয় নিমীলনম্।" শান্তনবী টীকাকার লিখিয়াছেন "ভুক্তান্নাদি পরিপাকাদি হেতুনিরিন্দ্রিয় প্রদেশে মনসোঽবস্থানং নিদ্রা।"

বিনাশ বর্ণনা স্থলে কথিত হইয়াছে, নিদ্রারূপা দেবী মহামায়া বিষ্ণুর নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, মন এবং বক্ষস্থল হইতে যখন বিনির্গতা হইলেন, তখন বিষ্ণু জাগরিত হইয়া মধুকৈটভ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থানের লিখিত শ্লোক হইতে পরিষ্কার জানিতে পারা যাইতেছে, নিদ্রার স্থান কেবল দেহের একাংশ হৃদয়পদ্মে নহে, পরন্তু মানবাদি জীবের ন্যায় দেবতাগণের ও সমস্ত দেহকে আশ্রয় করিয়াই নিদ্রাদেবী অবস্থান করেন। চক্ষুর পাতা নিমীলিত হওয়ারূপ কার্য্যদ্বারা যাঁহারা নিদ্রার লক্ষণ স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাধারণ কথাটি স্মরণ করেন নাই যে, মৎস্য যখন নিদ্রিত অবস্থাতে অবস্থান করে, মৎস্যের চক্ষুর পাতা আদৌ নিমীলিত হয় না—সম্পূর্ণ খোলা চক্ষুতেই মৎস্য নিদ্রা যাইয়া থাকে। জলৌকাদি অনেক জীব আছে যাহাদের দেহে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও অনেক সময়ে নিদ্রিত থাকে। সমুদ্রবাসী অনেক জলচর জন্তুর দেহে হৃদ্ যন্ত্রের অস্তিত্ব নাই; অথচ তাহারা কোন সময়ে যেরূপ জাগ্রত থাকে, অন্য সময়ে সেইরূপ ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত থাকে। দেবীচণ্ডিকা সর্ব্বভূতে যখন নিদ্রারূপে অবস্থান করেন বলা হইয়াছে, তখন কেবল দেবদানবমানব দেহে নহে, বৃক্ষাদি স্থাবর জীব সকল নিদ্রিত অবস্থাতে থাকিলে তাহাদের দেহেও তিনি সেই সময় অবস্থান করেন জানিতে হইবে। ইদানীং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কেবল বৃক্ষাদির জীবন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই, পরন্তু তাহাদের দেহে সুখ দুঃখ বোধ শক্তি এবং নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থা আছে ইহাও স্থির করিয়াছেন। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অগত্যা ইহাই স্থির করিতে হইবে যে নিদ্রা সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য এখনও মানুষে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই (৩৩৬)।

---

(৩৩৬) নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে ইয়োরোপিয় দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উক্তির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"In natural deep sleep all the higher brain-centres are more or less out of action, together with the senses of sight, touch, taste, smell and hearing though in varying degrees. The vital functions are lowered; respiration and the heart's action are slower. More oxygen is inspired, less carbon dioxide is expired. It is suggested that in this way those products of activity which have produced sleep become oxygenated, and waking is the result."

(Nelson's Encyclopedia vol 21,)

পাশ্চাত্য স্থূল বিজ্ঞানের অনুশীলনকারীগণ, বিশেষতঃ দেহতত্ত্ববিৎ আধুনিক ডাক্তারেরা বলিয়া থাকেন যে মস্তক হইতে রক্তের গতি যে সময়ে হৃৎপিণ্ডাভিমুখে ধাবিত হয়, তখনই আমরা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা দ্বারা বৃহদারণ্যক

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই দুর্জ্ঞেয় নিদ্রাতত্ত্বকে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের একাংশে দেবতাগণের স্তুতির একটি পঙক্তিতে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা" বাক্য মধ্যে এমন ভাবে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যে কেবল এক চণ্ডী গ্রন্থের নানা স্থানের উক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া একটু চেষ্টা করিলে অতি সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহার সরল ভাবার্থ অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে দেবী চণ্ডিকা সদা সর্ব্বদা অবস্থান করিলে, দেব দানব মানব হইতে অতিক্ষুদ্র জীব জন্তু কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও সকলকেই সর্ব্বক্ষণ নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া থাকিতে হইত। তাহা দেখা যায় না। তবে কি দেবী প্রত্যেক জীব জন্তুর দেহে নিদ্রারূপে একবার করিয়া প্রবেশ করেন, আবার নিদ্রা ভঙ্গ সময়ে দেহ হইতে বহির্গত হয়েন? না, তাহা নহে, সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্বভূতে যে নিদ্রারূপে অবস্থান করিতেছেন, উপরি উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাই জানিতে পারা যায়। এসমস্যার সমাধান এই ভাবে করা যাইতে পারে, নিদ্রাদেবীরূপে তিনি সর্ব্বদেহে সর্ব্বদা তাঁহার অধিষ্ঠান স্থির রাখিলেও, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখারন্যায় কখনও সপ্রকাশ ভাবে কখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অপ্রকাশিত ভাবে তিনি সর্ব্বদেহে অবস্থান করেন। শ্রম-সাধ্য কার্য্যের অবসানে সকলের দেহেই অল্প বিস্তর অবসন্ন দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন দেহ-স্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ঐ সকলকে পুনঃ শক্তিশালী করিবার জন্য কিছুকাল দেহের যন্ত্রগুলিকে কিঞ্চিৎ বিশ্রামদান করিবার ব্যবস্থা প্রকৃতিদেবী করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা দেখিয়া থাকি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জীব সকল সুনিদ্রার অবসানে নব কার্য্য শক্তি দেহে লইয়া গাত্রোত্থান করেন। দেহের কার্য্য শক্তিকে সবল করিবার জন্য দেহস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বিশ্রাম

উপনিষদের বাক্যের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিৎ ডাক্তারগণের কথার আংশিক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও সকল অবস্থাতে এ সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উপলব্ধি হয় না। মদ্যপায়ীর মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে তখনই সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন অনেক পীড়াতে মস্তকে রক্তাধিক্যদ্বারা দেহের নিদ্রিত বা অচৈতন্যভাবকে যে আনয়ন করে, তাহাও অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ মানব দেহে নিদ্রার এবং নিদ্রার সহচরী স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতির উৎপত্তি, স্থিতি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এখনও সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিলে, মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিদ্রা সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা নিদ্রা সম্বন্ধে আর অধিক মূল্যবান কথা কিছুই বলিবার নাই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভীষ্ম-দেবের উক্তির সারমর্ম্ম এই—নিদ্রাতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব দুইই তুল্য দুর্জ্ঞেয়। যথা—"ভীষ্ম কহিলেন, পরমঋষি নারায়ণ কর্ত্তৃক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে যাহার তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, যিনি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও সগুন নির্গুন ব্রহ্মভাব না জানেন, তিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না"।

(বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ শান্তিপর্ব্ব)

প্রয়োজন। এই দেহস্থ ইন্দ্রিয় সকলের বিশ্রামদান মূলক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকেই আমরা নিদ্রা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় হইতে প্রকৃতি দেবী সর্ব্বভূত সম্বন্ধে এই অবিনশ্বর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি নিজেও নিজকে এই নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের নিদ্রাবস্থার নাম প্রলয়। তাঁহার নিজের জাগ্রত অবস্থার নাম সৃষ্টিকাল। প্রলয়কালকে শাস্ত্রকর্ত্তারা প্রকৃতি দেবীর বিশ্রাম সময় বা নিদ্রার সময় কিম্বা কালরাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে একথা ঘোষিত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার ক্রিয়া শক্তির সপ্রকাশ অবস্থাকে সৃষ্টিকাল বলা হইয়াছে। কোটি কোটি যুগ-যুগান্তকাল ব্যাপিয়া নিজকৃত অনন্ত ধারাতে প্রবাহিত কর্ম্ম তরঙ্গের ভিতরে সদা নিমজ্জিত থাকিয়া যখন তিনি পরিশ্রান্ত হয়েন, যখন তাঁহার মনে অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। তাঁহার সেই অবস্থাকে তখন বিশ্রাম সময় বা নিদ্রা অবস্থা বা প্রলয় কাল বলা হয় (৩৩৭)। কোটি কোটি যুগ যুগান্তকাল ব্যাপি প্রলয়কালে দেবী মহামায়া মহাকালরূপী নির্ব্বিকার নিরাকার পরমপুরুষের দেহ হীন অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নিদ্রিতাবস্থাতে অবস্থান করেন। এই ভাবে দেবীর একবার নিদ্রাবস্থা এবং একবার জাগরণ অবস্থা অনন্তকাল ধরিয়া সমভাবে চলিতেছে। সর্ব্বভূতের দেহে একবার ক্রিয়াশক্তির বিকাশ, একবার নিদ্রাশক্তির আবেশদ্বারা তাহাদের নিদ্রা ও জাগরণের যে ক্রিয়া বৈচিত্র্য আমরা সদা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহাকে পরমা প্রকৃতিদেবীর নিজ নিদ্রা জাগরণ ক্রিয়ার সুদূরাগত একবিন্দু ছায়া ভিন্ন আর আমরা কি বলিতে পারি (৩৩৮)?

---

(৩৩৭) সাধারণত আমরা "প্রলয়" অর্থে যাহা বুঝিয়া থাকি সেই সর্ব্ব সৃষ্টি ধ্বংশকর ভিন্ন আরও ক্ষুদ্রাকার প্রলয় আছে।

"নিত্যং নৈমিত্তিক ঞ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা। চতুর্দ্ধায়ং পুরাণেস্মিন প্রোচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ॥
নিত্যোযথা—যোয়ং সংদৃশ্যতে নূনং নিত্যং লোকে ক্ষয়স্ত্বিহ। নিত্যঃ সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতি সঞ্চরঃ॥"

(কূর্ম্মপুরাণ)

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জীবের শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার ঘটিত আর এক প্রকারের প্রলয়ের কথা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীপরাশর উবাচ। আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ। উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকংলয়ং
আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানস স্তথা।"

(বিষ্ণুপুরাণ)

জীবের নিদ্রার অবস্থাকে বা অজ্ঞান অবস্থাকে শারীরীক প্রলয় এবং জাগ্রত অবস্থাকে বা জ্ঞানের অবস্থাকে সৃষ্টির কাল বলিয়াও কোন ও কোন স্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৩৩৮) নিদ্রা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় "স্বপ্নবিচার" পুস্তিকাতে পাওয়া যাইতে পারে। "স্বপ্নবিচার" শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মহামণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৮৫-২৮৭॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৮৮-২৯০॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৯১-২৯৩॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৯৪-২৯৬॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৯৭-২৯৯॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩০০-৩০২॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩০৩-৩০৫॥

---

২৮৫ হইতে ৩০৫ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে দেবী সকল ভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন,

তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার ॥ যে দেবী সকল ভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার ॥ যে দেবী সকল ভূতে ক্ষান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার ॥ যে দেবী সকল ভূতে জাতিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার ॥ যে দেবী সকল ভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার ॥

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

পরবর্ত্তী শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। এই স্থানের "ক্ষুধা" শব্দের অর্থে কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, "ক্ষুধা দেহের পার্থিব ধাতুর ক্ষয় হেতুতে চিত্তের অবসাদ।" কেহ লিখিয়াছেন "ভোজনেচ্ছা।" ক্ষুধা শব্দের অর্থ প্রদান করিতে চেষ্টা না করিয়া কেহ লিখিয়াছেন—আহার্য্য বস্তু ত্রিবিধ ; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি (৩৩৯)। এই সকলের কোনটিই এস্থানের "ক্ষুধা" শব্দের গ্রহণ যোগ্য অর্থ নহে। আকণ্ঠপূর্ণ আহারের পরেও কোন কোন লোভী ব্যক্তির ভোজনেচ্ছা নিবৃত্তি হয় না। কাজেই বলিতে হইবে, জিহ্বার ভোজনেচ্ছার সহিত জঠরের ক্ষুধার সুদূর সম্বন্ধ থাকিলেও ক্ষুধা আর ভোজনেচ্ছা এক নহে। ভোজনেচ্ছার সূতিকাগৃহ জীবের অন্তঃকরণ। আর ক্ষুধার জন্ম স্থান জীবের জঠর। উভয়ের জন্ম স্থান গত ব্যবধানও কিছু দেখা যাইতেছে। দেহ গত শ্রমদ্বারা, মানসিক চিন্তাদ্বারা, এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বহিস্করণ ক্রিয়াদ্বারাও আমাদের দেহ রক্ষার উপাদান বস্তু, ধীরে হউক বা দ্রুতবেগেই হউক, সর্ব্বক্ষণ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ; তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপ নূতন বস্তু দেহে পুনঃ স্থাপন করিবার প্রয়োজন সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেহের ঐরূপ ক্ষয় পুরণ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার জীব দেহের প্রকৃতিগত যে চেষ্টা তাহাকেই জীব দেহের ক্ষুধা বলা যাইতে পারে। ক্ষতি পুরণের

---

(৩৩৯) তথাহি "আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধ" ইত্যুপক্রম্য আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥ যাত যামং গতরসং পুতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়মিতি॥ (দেবীভাষ্য)

ক্ষুধা অভ্যবজিহীর্ষা। (নাগোজী ভট্ট) ক্ষুধা পার্থিব ধাতুক্ষয় কৃতোঽবসাদঃ। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

ক্ষুধা বুভুক্ষোৎপাদকৌদর্য্যাগ্নি বিকারঃ। (গুপ্তবতী)

এই চেষ্টা কেবল মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ দেহে সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম শরীরেও এই চেষ্টার বিকাশ সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ লতাদি তাহাদের মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে তাহাদের রক্ষাকর রস আহরণ করিয়া লইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। কোন কোন বৃক্ষ লতা বায়ু হইতে তাহাদের দেহের প্রয়োজনীয় রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ করে। আধুনিক স্থূল বিজ্ঞানবিৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বিপুল গবেষণাদ্বারা এই তত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন যে, বৃক্ষের ন্যায় পাহাড় পর্ব্বত দেহেরও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। তাহারা ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন কোন পাহাড় ও পর্ব্বতের সজীব অংশ সকল তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রয়োজনীয় পরমাণু আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাদের প্রস্তর দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপ বৃহৎ জল ক্ষুদ্র জলকে আকর্ষণ করে, বৃহৎ স্থল ক্ষুদ্র স্থলকে আকর্ষন করে, এবং বৃহৎ বায়ু প্রবাহ ক্ষুদ্র বায়ু প্রবাহকে আকর্ষণ করে এবং নিজ নিজ দেহের পুষ্টি সাধন করে। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে আত্মদেহের ক্ষয় নিবারণ, তথা নিজ দেহের পুষ্টি সাধন জন্য বিশ্বব্যাপিকা একটা বিরাট চেষ্টা সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববস্তুতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাকেই সর্ব্বভূতে চণ্ডিকা দেবীর ক্ষুধারূপে অবস্থান বলিতে বাধা কি ? বস্তুতঃ ক্ষুধা আহার্য্য বস্তুতে লোভ নহে, ভোজনেচ্ছাও নহে—ক্ষুধা আত্মরক্ষার্থে জীব দেহের স্বাভাবিক চেষ্টা মূলক একটি ক্রিয়া। অগ্নিপুরাণের এক স্থান হইতে নিম্নের টীকাতে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্তকেই আংশিক সমর্থন করিতেছে (৩৪০)।

২৯০ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে ছায়ারূপা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ছায়া শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে আলোর বিস্তার কোন স্থূল বস্তুদ্বারা অবরুদ্ধ হইলে, তৎকালে আবরণকারক বস্তুর দেহের বা তাহার কিয়দংশের অন্ধকারময় প্রতিকৃতি যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই ছায়া বলা হয়। যেমন, বৃক্ষের পূর্ব্বদিগস্থ সূর্য্য কিরণ বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে বৃক্ষের পশ্চিম দিকে বৃক্ষের আকৃতির অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণ একটি চিত্র ভূতলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকেই ঐ বৃক্ষের ছায়া বলা হয়। চন্দ্র পৃথিবী পরিক্রমন করিতে করিতে যে সময়ে সূর্য্য এবং ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি স্থানে উপস্থিত হয়েন, সে সময়ে মধ্যাহ্ন কাল হইলেও

(৩৪০) যথা ভূমি গতং তোয়ং রবিরশ্মিভিঃ শুষ্যতি। শরীরস্থ স্তথা ধাতুঃ শুষ্যতে জাঠরাগ্নিনা॥
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি চক্ষুষা ন চ পশ্যতি। দহ্যতে বেপতে মূঢ়ঃ শুষ্যতে চ ক্ষুধার্দ্দিতঃ॥
মূকত্বং বধিরত্বঞ্চ জড়ান্ধত্বন্ত পঙ্গুতাং। রৌদ্রমর্য্যার্দ হীনত্বং ক্ষুধা সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ (অগ্নিপুরাণ)

আমরা পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে দেখিতে পাই না, তখন আমরা বলিয়া থাকি সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করিয়াছেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করেন নাই, সূর্য্য কিরণ চন্দ্রের দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পারে না, কাজেই তৎকালে পৃথিবী হইতে সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয় না। অপর কথায় বলা যাইতে পারে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হওয়ায় তৎকালে সূর্য্য তেজকে চন্দ্রের ছায়াতে আবরণ করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম পরিশূন্য কায়াহীন ছায়াকে জ্যোতির গতি রোধক বা আবরক একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পরমা শক্তির ক্রিয়াশক্তির বিকাশ কোনও না কোন ভাবে সকল বস্তুতেই সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছে। এই জ্যোতির গতি রোধক বা আবরক তাঁহার যে একটি ক্রিয়াশক্তি তাহাকেই এই স্থানে ছায়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে মনে করিতে বাধা কি? পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের অনেক স্থানে ছায়া শব্দকে মহামায়া বা কাত্যায়নী নামের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

চণ্ডী গ্রন্থের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মধ্যে অনেকেই চিন্তার এই সুপ্রশস্ত পথ ধরিয়া ছায়া শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা না করিয়া এই স্থানের ছায়া শব্দকে কেহ প্রতিবস্তুতে বিদ্যমান তাপশূন্য বস্তু বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কেহ বা ছায়াকে সূর্য্যের পত্নী, কেহ বা ছায়াকে সূর্য্যের আতপ সন্তাপহারী শীতল বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বা ছায়া শব্দের অর্থ প্রদানের চেষ্টা না করিয়া ছায়াতে স্থিত সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ত্রিবিধ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন (৩৪১)।

---

(৩৪১) এই সকল টীকাকারের প্রদত্ত ছায়া শব্দের অর্থগুলিকে স্থানের উপযোগী অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহার কোন অর্থকেই উপেক্ষা দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে না। যদিও এই সকল অর্থ প্রদাতা টীকাকারগণকে হতাদর করা হইতেছে না, তথাপি তাঁহাদের প্রদত্ত এই সকল অর্থ লইয়া আলোচনা করিবার সময়ে লেখকের বাল্যকালে শ্রুত একটি গল্প যাহা স্মরণ হইল তাহা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জয়রাম বেহারা নামে একটি প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিল। সে একদিন প্রাতে নদীতে স্নান করিয়া আসিবার সময়ে নদী তীরবর্ত্তি মাঠে প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাহাকে দৌড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে হাপাইতে হাপাইতে উত্তর করিল—"দেখুন, কর্ত্তা, প্রতিদিন স্নান করিয়া বাড়ী আসিবার সময়ে আমার আগে আগে আমার ছায়া দৌড়াইয়া পলাইয়া আমাকে তামাসা করে। আমি আমার ছায়ার ঘাড় আটিয়া ধরিবার জন্য উহার সঙ্গে সঙ্গে আজি অনেক দৌড়াইয়াছি। আগে আগে যায় কিছুতেই ধরা দেয় না।" দেবীর ছায়া নামের অর্থ ধরিবারজন্য অনেকেই অনেকরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সকলেরই দশা প্রায় প্রভুভক্ত জয়রাম বেহারার মত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবীর মায়া নামের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা যেরূপ কঠিন, দেবীর ছায়া নামের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করাও সেইরূপ কিম্বা ততোধিক কঠিন। অধিকারী অনধিকারী ভেদে জীবের অন্তঃকরণে দেবী দেহের জ্ঞান জ্যোতির পূর্ণ প্রবাহ আসিয়া পড়িবার পথ প্রয়োজন অনুসারে অবরোধ করিবার জন্য যদ্যপি তাহার এই ছায়া মূর্ত্তিখানিকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই ছায়া মূর্ত্তি এবং তাঁহার মায়া মূর্ত্তি এক, এবং অভিন্ন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শ্লোকে কথিত সর্ব্বভূতে সর্ব্বক্ষণ দেবী চণ্ডিকা ছায়ারূপে অবস্থান করেন বাক্য লইয়া আর আমাদিগের চিন্তাকূল হইয়া থাকিবার স্থল থাকে না।

২৯৩ সংখ্যক শ্লোকে, সর্ব্বভূতে আপনি শক্তিরূপে সংস্থিতা ররিয়াছেন ইত্যাদি উক্তিতে দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ বড়ই অসঙ্গত অর্থ প্রদান করিয়াছেন। অন্যের প্রদত্ত অর্থের আলোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল দেবীভাষ্যের লিখিত "শক্তি"শব্দের অর্থ সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"শক্তিঃ শরীরবলম্।" শক্তি অর্থে যে মনোবল বুঝিতে হইবে না, বা জ্ঞানবল বুঝিতে হইবে না, কেবলই আমাদের স্থূলদেহের মাংস পেশীতে ও রক্ত বাহিনী শিরাদিতে নিবদ্ধ আমাদের স্থূল দেহ স্থিত কার্য্যসাধকবল মাত্র এখানে মনে করিতে হইবে কেন, তাহার কোনই কারণ ভাষ্য লেখক পূজ্য পণ্ডিত মহাশয় প্রদান করেন

উপরের কথিত জয়রাম বেহারার গল্প অপেক্ষা ছায়া ঘটিত আরও একটি সুন্দর গল্প জাপান দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সৎউপদেশ মূলক গল্পের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। অতি প্রাচীনকালে এক সময়ে জাপান দেশে অপদেবতাগণের ঘোর অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছিল। দেশের জন সাধারণ কত পূজা আরাধনা করিয়াও এই সকল বিষয়ে স্বর্গস্থিত সর্ব্বোপরি দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল না। তখন এক বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বলিলেন, তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, একখানা আয়না আনিয়া আমার হাতে দেও, আর তোমরা সকলে অবিরত কোলাহল করিতে থাক! বৃদ্ধার কথা সকলে শুনিল। তখন জগতে বিশ্বব্যাপি অর্থ শূন্য কোলাহল আরম্ভ হইল। একখানি আয়নাও বৃদ্ধার হস্তে দেওয়া হইল। পৃথিবীতে দিবারাত্রি ঘোর চীৎকার হইতে থাকায় স্বর্গে পরমাদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছোট একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া নীচে পৃথিবীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা ঐ দরজার নিকটে যাইয়া আয়না খানি লইয়া পরমেশ্বরীর ঠিক মুখের সম্মুখে ধরিলেন। আয়না মধ্যে এক পরমা সুন্দরী মূর্ত্তি দেখিয়া পরমেশ্বরী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ আবার কে?" বৃদ্ধা বলিল, ইনি এক নূতন দেবী, ইহার নাম ছায়া। ইনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। দেবী পরমেশ্বরী আর কাল বিলম্ব না করিয়া দরজা খুলিয়া হুঁঙ্কারনাদে বিশ্ব কাপাইয়া পৃথিবীতে নামিয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমতী বৃদ্ধার পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে তালা চাবি ছিল। সে দৌড়াইয়া যাইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গের দ্বারে তালাচাবি বন্ধ করিল সেই হইতে পরমেশ্বরী দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ছায়াদেবীকে ধরিবার জন্য পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

নাই। তিনি তাঁহার প্রদত্ত অর্থ "শারীরিক বলকে" তিনটি পৃথক ভাবে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া শব্দার্থের জটিলতা আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নিরভিসন্ধি গোব্রাহ্মণদীনরক্ষাদ্যর্থাশক্তিঃসাত্ত্বিকী, স্বরাজ্যাদ্যর্থারাজসী, সাধুপীড়নাদ্যর্থা তামসী" (৩৪২)।

---

(৩৪২) সত্ত্বরজতম গুণত্রয়ের এককে অন্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়া পরমাশক্তির কর্ম্ম শক্তিটীকে যিনিই বুঝিতে চেষ্টা করিবেন তঁহাকেই এইরূপ গোলের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হইবে। এই কথাটি এখানে পল্লিগ্রামের একটি ক্ষুদ্র গল্পকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা আরও একটু পরিস্কার করিয়া দিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। কোন পল্লিগ্রামে এক সময়ে তিনজন টোলের ছাত্র বসিয়া সম্মুখে স্থিত অগ্নি, বস্ত্রখণ্ড এবং তৈল লইয়া ঘোর বিতর্ক বিচার করিতেছিলেন চুল্লিতে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা প্রকাশ ক্রিয়া সাধন করিতেছে এজন্য একজনে সিদ্ধান্ত করিলেন উহা সত্ত্বগুণাত্মক বস্তু। দ্বিতীয় ব্যক্তি বস্ত্রখণ্ড দেহের শোভা বর্দ্ধন করে বিশেষতঃ উহা রজক গৃহ হইতে অল্প পূর্ব্বে আসিয়াছে এজন্য উহাকে রজগুণময় বস্তু বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি তৈলকে তামসিক বস্তু নির্ণয় করিলেন, কারণ তৈলপাত্রের নীচে সর্ব্বদা ময়লা জমিয়া থাকে, তৈল পদতলে মর্দ্দন করিলে নয়নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়, আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে অধিক তৈল ঢালিয়া দিবা মাত্র অল্প অগ্নি থাকিলে তাহা নির্ব্বাপিত হয় বিশেষতঃ তৈলের জন্মদাতা সর্ষপ বড় তীব্র। কাজেই তাহারা স্থির করিলেন এই তিন পৃথক গুণের তিনটি বস্তুর একত্রে সমাবেশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এই সময় অধ্যাপক পত্নী আসিয়া কাপড়খণ্ডের একাংশ লইয়া সলিতা পাকাইলেন। দীপাধারে কিঞ্চিৎ তৈল ঢালিলেন। তেলে সলিতা ভিজাইয়া প্রজ্জলিত অগ্নিশিখাতে তাহাকে সংলগ্ন করিয়া দীপ জালিলেন। কক্ষ আলোতে পূর্ণ হইল। তখন বৃদ্ধা গুরুপত্নী তিন বিদ্যার্থিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আগুনেও ধুম দেয়. কাপড়ও পুড়িয়া ছাই হয়, তেলেও আলো দেয়। তিনেই তিন আছে। তোমরা বৃথা বিচার বিতর্কে কেন সময় নষ্ট করিতেছ। বাতি জালিয়া দিলাম; এখন তোমরা পড়াশুনা আরম্ভ কর"। এই গল্পের সারাংশ এই বিশ্ব সংসারে কেবল সাত্ত্বিক শক্তি হইতে যেমন কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না তেমনি কেবল রাজসিক বা তামসিক শক্তি হইতেও কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য ত্রিগুণাত্মিকা দেবী চণ্ডিকার ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণ বিশিষ্টা এবং তাঁহার কৃত বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধীয় যত কিছু কার্য্য দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তকেও সত্ত্ব, রজ, তম, গুণের সংমিশ্রনে সমদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শাস্ত্রীয় উক্তিতেও ইহাই সমর্থন করিতেছে। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থে, মধুকৈটভ বধ প্রসঙ্গে ব্রহ্মা দেবী চণ্ডিকাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কৃত স্তবের এক স্থানে বলিয়াছেন "প্রকৃতি স্ত্বং চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী।" ব্রহ্মা. এই স্তবেরই আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

অথর্ব্ব শাখোপনিষৎ গ্রন্থের একটি উক্তি প্রতি দৃষ্ট্যাকর্ষণ করা অসঙ্গত হইবে না। সকলের মূল বেদ, বেদের মূল গায়ত্রী, গায়ত্রীর মূল প্রণব, ইহা নিষ্টাবান হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। সেই বিশ্বের মূল ব্রহ্ম স্বরূপ প্রণব অক্ষর পর্য্যন্ত সদা সত্ব রজ তমোগুণ ত্রয়ে বিজড়িত রহিয়াছে। যথা—"ওম্‌কারের প্রথম মাত্রা অকারের অধিষ্টাত্রি দেবতা মহান্ ও ব্রহ্মা এবং ইহা রক্ত ও পীতবর্ণ অর্থাৎ রজোগুণাত্মক, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু এবং ইহা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জল বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণাত্মক তৃতীয় মাত্রা মকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র এবং ইহা শুভাশুভময় ইহার সর্ব্বশেষবর্ত্তী অর্দ্ধোচ্চারিত চতুর্থ মাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং ভগবান্।"

শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কৃত অথর্ব্ব শাখোপনিষদের বাঙ্গলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই সকলকে সত্ত্বগুণ প্রধান, রজোগুণ প্রধান এবং তমোগুণ প্রধান কার্য্য সাধিকা শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে আপত্তি উত্থাপণের বিশেষ কোন কারণ থাকিত না (৩৪৩)। মহিষাসুরাদি অসুরগণের অত্যাচার হইতে দেবতাগণকে রক্ষা করণ কার্য্যের সংশ্রবে এখানে যে দেব স্তুতির উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ দেবতাগণকে রক্ষা করিবার কার্য্যকে, উপরে কথিত প্রথম শ্রেণীর সাত্ত্বিক কার্য্য, অর্থাৎ গো ব্রাহ্মণ দীন রক্ষাকর কোনও কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারিতেছে না, দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজসিক কার্য্য অর্থাৎ "স্বরাজ্য" বিষয়ক কার্য্যের মধ্যেও বর্ত্তমান সময়ে দেবতা রক্ষাকর কার্য্যকে স্থাপন করা সুকঠিন। তামসিক কার্য্য মধ্যে দেবতা রক্ষাকর কার্য্য হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। দেবী চণ্ডিকা যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের উদ্ভাবিতা, তাহার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি যে স্থলে বিশ্বের সমস্ত কার্য্যের মূলে সদা স্বপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছে, এ অবস্থাতে তাঁহার ঐ শক্তির পরিমাপ বুঝাইবার জন্য এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিভাগ প্রদর্শক তুলাদণ্ডের সাহায্য প্রার্থী হইবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এজন্য দেবী শক্তির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভাগের অনাবশ্যকীয় চেষ্টাকে আপাততঃ কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া শক্তি স্বরূপা চণ্ডিকার *শক্তি* সর্ব্বভূতে কি ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে, শ্লোকার্থ নির্ণয় সময়ে এক্ষনে তাহাই জানিতে আমাদিগকে যত্ন করিতে হইবে।

এখানে যে শক্তির কথা দেবতাগণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল জীবের দেহস্থিত হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিবার সামর্থ্য বোধক শক্তি যে নহে, তাহা অতি সামান্য চিন্তাতেই উপলব্ধি হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে এখনকার শক্তি এইরূপ অর্থ বোধক শব্দ হইলে সর্ব্বভূতে ঐ শক্তিরূপে দেবী অবস্থান করিতেছেন এমন সকল কথা এস্থানে ব্যবহার করা হইত না। এজন্য এ স্থানের শক্তি শব্দের নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত অর্থ "শক্তিঃ কার্য্য জনন সামর্থ্যং" কিম্বা তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে প্রদত্ত অর্থ "শক্তিঃ সামর্থ্যং উৎসাহো বা" ইহার কোনটিই স্থানোপযোগী অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিতেছে না। এস্থানের শক্তি শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক, অতি গভীর এবং অতি উচ্চ। বেদ পুরাণাদি গ্রন্থের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের নানা স্থানের উক্তিতেই ইহা সপ্রমাণিত হইয়া

---

(৩৪৩) ভাগবতের একস্থানে ভগবান বিষ্ণুর নিজ মুখের উক্তিতে জানা যাইতেছে, তাঁহার শরীর সত্ত্বগুণময় হইলেও তৎসঙ্গে রজ ও তমোগুণও তাঁহার দেহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ শিব শরীরে সত্ত্ব রজ তমোগুণ আছে, ব্রহ্মার শরীরেও সত্ত্বরজতমোগুণ আছে।

রহিয়াছে। মধুকৈটভ বধ সংশ্রবে ব্রহ্মা কৃত দেবীর স্তবের এক স্থানে ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন— বিশ্বের যে কোন স্থানে যে কিছু সৎ বা অসৎ বস্তু বিদ্যমান আছে, দেবী, তুমিই তৎসমস্তের ক্রিয়া নির্ব্বাহ স্বরূপা শক্তি (৩৪৪)। নাগোজী ভট্ট এই স্থানের "সৎ" এবং "অসৎ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"সৎ ব্রহ্মবর্গঃ। অসৎ জড়বর্গঃ।" বিশ্বের ব্রহ্মবর্গ এবং জড়বর্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বভূতে দেবী চণ্ডিকার যে ক্রিয়াশক্তি অবস্থান করিতেছে, সেই শক্তি শব্দের অর্থকে সঙ্কোচ করিয়া কেবল জীবের হস্তপদ সঞ্চালন কার্য্য মধ্যে আনিয়া আবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যে দেবী চণ্ডিকার সর্ব্ব ব্যাপিকা ভাবের উক্তির অভাব নাই। বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদি নানা শাস্ত্র গ্রন্থের নানা স্থানে ও নানা কথা প্রসঙ্গে দেবী পরমা শক্তির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাব পরিজ্ঞাপক নানা বিধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে দেবতাগণের কৃত চণ্ডিকা স্তুতি গীতের যে "শক্তি" শব্দের অর্থ এদেশের বালক বৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত শক্তি শব্দকে লইয়া এত সুদীর্ঘ আলোচনাতে সময় ক্ষেপনের পরিবর্ত্তে টীকাকারগণের প্রদত্ত ঐ শব্দের যে কোন একটি অর্থ গ্রহণ করিয়া দেব-স্তুতির পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিত অন্য কোন কঠিন শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা না হয় কেন? এরূপ প্রশ্ন এ সময়ে অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। তদুত্তরে নিবেদন এই যে, শক্তি শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ সাধারণ শিক্ষিত জন অবগত থাকিলেও, যে শব্দের স্থানোপযোগী অর্থ নির্ণয় করিতে প্রবীন টীকাকারগণ মধ্যেও অনেকে প্রগাঢ় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে, তাহাকে উপেক্ষার স্থান দান করা যাইতে পারে না। কেবল চণ্ডী মাহাত্ম্যের কোন কোন টীকাকার নহেন, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের চিন্তাশীল সুলেখক ও সুবক্তা বলিয়া যে সকল ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি সর্ব্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রোক্ত "শক্তি" শব্দের কদর্থ গ্রহণ করিয়া নিজেরাও যেরূপ পথ ভ্রান্ত হইতেছেন, আর দশ জনকেও সেইরূপ ভুলের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছেন (৩৪৫)। এই

---

(৩৪৪) যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥
(চণ্ডীমাহাত্ম্য ৮২ শ্লোক)

(৩৪৫) প্রাচীন কালের চার্ব্বাকাদি দেবীদ্বেষী দার্শনিকপণ্ডিতগণের শক্তি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা ত্যাগ করিয়া, এখানে কেবল বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাতে সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত এমন দুই একটি লোকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে, তাঁহারা শক্তি সম্বন্ধীয় কতদূর ভ্রম ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে
(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সকল কারণেও এস্থলের এই "শক্তি" শব্দের শাস্ত্র বিহিত অর্থ নির্ণয় এবং তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহনরায় প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। শক্তি সম্বন্ধীয় তাঁহার মন্তব্য ও কটূক্তি Brahmanical Theology পুস্তকের শেষ ভাগকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ; তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"Idolatry, as now practised by our countrymen, and which the learned Brahmun so zealously supports as conducive to morality, is not only rejected by the Shastras universally, but must also be looked upon with great horror by common sense, as leading directly to immorality and destructive of social comforts. For every Hindoo who devotes himself to this absurd worship, constructs for that purpose a couple of male and female idols, sometimes indecent in form, as representatives of his favourite deities ; he is taught and enjoined from his infancy to contemplate and repeat the history of these, as well as of their fellow deities, though the actions ascribed to them be only a continued series of *debauchery, sensuality, falsehood, ingratitude*, breach of trust, and treachery to friends."

* * * *"He who pronounces "Doorga"* (the name of the goddess), though he cons*tantly* practise adultery, plunder others of their property, or commit the most heinous crimes, is freed from all sins." * * *

"Instances like these might be multiplied beyond number: and crimes of a much deeper dye might easily be added to the list, were I not unwilling to stain these pages by making them the vehicle of such stories of immorality."

রাজা রামমোহন রায়ের শেষাংশ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, ইহা হইতেও গভীর পাপচিত্রের সংখ্যাতীত দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত, কিন্তু আমার পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যের বিবরণ দ্বারা কলঙ্কিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তাঁহার এই উদার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও এস্থানে একথা বলিতে পারি যে—দেবী শক্তি ও তাঁহার উপাসকগণ সম্বন্ধীয় উক্ত রাজার কটূক্তি সকল আর অধিক পরিমানে উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডী শ্লোক ব্যাখ্যার এই অংশ কলুষিত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই।

তৎপরে নব্য বঙ্গের "নববিধান" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক খ্যাত নামা কেশবচন্দ্র সেন লিখিত শক্তি সম্বন্ধীয় তাঁহার ভ্রম পূর্ণ উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। চৈতন্যময়ী পরমা শক্তির নামের উচ্চ ভাবকে অতি নিম্নে নামাইয়া আনিয়া জগতের জড় শক্তি বলিয়া আখ্যাত অচৈতন্য শক্তির সহিত বিজড়িত করিয়া কি হাস্যোদ্দীপক একটা বিকট সিদ্ধান্তের অবতারণা তিনি করিয়া রাখিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন—

"Four centuries ago the Shaktas gave way before the Bhaktas. Chaitanya's army proved invincible, and carried all Bengal captive. Even to-day his gospel of love

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বেদে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পরম পুরুষ হইতে পরমা প্রকৃতি যে শক্তি লইয়া সৃষ্টি কালের প্রারম্ভে প্রকটিতা হইয়াছিলেন, তাহাকে প্রথমতঃ দুইটি নামে অভিহিত করা হইয়াছিল

---

rules as a living force, though his followers have considerably declined both in faith and in morals. Just the reverse of this we find in England and other European countries. There the Shaktas are driving the Bhaktas out of the field. Look at the Huxleys, the Tyndalls and the Spencers of the day. What are they but Shaktas, worshippers of Shakti or Force? The only Deity they adore, if they at all adore one, is the Prime Force of the universe. To it they offer dry homage. Surely then the scientists and materialists of the day are a sect of Shakti-worshippers, who are chasing away the true Christian devotees who adore the God of Love. Alas! for European Vaishnavas. They are retreating before the advancing millions of Western Shaktas."

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিগণ মধ্যে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের নামের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ যোগ্য কিন্তু তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ মধ্যে পরমা শক্তি প্রতি কটূক্তি মূলক কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুদূর নিরাপদ স্থান হইতে অন্যের উপাস্য দেব দেবী উদ্দেশ্যে কটূক্তি উদ্গীরণ যোগ্যতাতে রাজা রামমোহন রায়কেও কতদূর পশ্চাৎপদ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নে যে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল তাহাতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

"The pride of prosperity throws man's mind outwards and the misery and insult of destitution draws man's hungering desires likewise outwards. These two conditions alike leave man unashamed to place above all other gods, Shakti the Deity of Power-the Cruel One, whose right hand wields the weapon of guile. In the politics of Europe drunk with Power we see the worship of Shakti." * * * *

"The Chandi of Kavikangkan and of the Annadamangala, the Ballad of of Mânasâ, the Goddess of Snakes, what are they but Pæans of the triumph of Evil? The burden of their song is the defeat of Shiva the *good* at the hands of the cruel deceitful *criminal* Shakti." "The male Deity who was in possession was fairly harmless. But all of a sudden a feminine Deity turns up and demands to be worshipped in his stead. That is to say that she insisted on thrusting herself where she had no right. Under what title? Force! By what method? Any that would serve."

স্বদেশানুরাগী স্বধর্ম্ম রক্ষক ও সমাজ সেবক বলিয়া খ্যাত ও সম্মানিত এইরূপ আরও অনেক ব্যক্তির মুখে এদেশের দশের উপাস্যা শক্তি দেবী এবং শক্তি উপাসকগণের সম্বন্ধে অশ্রাব্য ও অকথ্য নিন্দাবাদ ও কটূক্তি ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একের নাম "ঈশানী শক্তি", অন্যের নাম "জননী শক্তি"। এতৎ সম্বন্ধে অথর্ব্বশিরউপনিষদের উক্তি এই "ইনি প্রথমে জননী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণকে উৎপাদিত করিয়া

ভিন্ন দেশবাসি উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং গ্রন্থকারগণ যে এদেশের উপাস্যা শক্তি দেবী এবং শক্তি উপাসকগণ সম্বন্ধে একটা অতিশয় ভ্রম ধারনাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া রাখিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি, শক্তি দেবী ও শাক্তগণ সম্বন্ধে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিরূপ ভ্রমমূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহারও একটু নমুনা দেখাইবার জন্য ঐ সকল হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Indeed, Tāntrism, or Sāktism, is Hindūism arrived at its last and worst stage of medieval development." * * * * * *

"As the most conspicuous god of the Purāṇas is Vishṇu with his incarnations, so the most prominent deity of the Tantras is Śiva with his manifestations, more especially in the innumerable forms of his female counterpart." * * * *

According to the Vāyu-purāṇa, not only was Śiva himself of a twofold nature, male and female but his female nature also became twofold, one half *Asita*, or white, and the other half *Sita*, or black, each of these again becoming manifold. The white, or mild nature, became separated into the Śaktis, called *Uma*, *Gauri* *Lakshmi*, *Sarasvati*, &c.,; the black, or fierce nature, into those called *Durga*, *Kali* *Chandi*, *Chamunda*, &c,. In short, all the other Śāktis seem to have been included by the Śāktas under the Śakti or energy of Śiva, which eventually developed into innumerable separate manifestations and personifications of all the forces of nature, physical, physiological, moral, and intellectual." * * *

"In fact, this phase of Hindūism may be described as a kind of worship of *force* branching out into endless modifications and correlations, though why these should be regarded as female deities rather than as male is not at first sight clear."

(HINDUIMS by Sir Monier Monier Williams.)

"Originally the term Sakti signified the energy, or power of a diety. In process of time this energy was supposed to dwell in the wife, and as a result the devotion of the worshippers was transferred to her. And for many centuries a special name has been given to those who pay their supreme worship to the energy of the gods that are, so to speak, incarnated in their wives. These are known as Saktas, just as those who make Siva their chief object of adoration are Savites; or those who regard Vishnu as the supreme are Vaishnavas. * * * "

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরে ঈশানী শক্তিদ্বারা তাঁহাদের উপরে প্রভুত্ব করেন"। প্রপঞ্চসারে কথিত হইয়াছে, ইহার পঞ্চাশটি বিষ্ণু শক্তি এবং পঞ্চাশটি রুদ্র শক্তি আবির্ভূতা হইলেন (৩৪৬)। সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রভাব

"But amongst the left handed sects the gretest care is taken to keep secret, from the uninitiated, the doctrines and practices that regulate and form their worship. But enough is known to make the members generally ashamed of their connection with the system. Meat, strictly prohibited by ordinary Hinduism. intoxicating drinks, also strictly forbidden by the same authority, and grossly obscene acts are performed as part of the worship that is offered to the deity. Of old, without doubt, human sacrifices were offered at such festivals. But as this forms part of Hindu worship, rather than of mythology, it does not call for further notice here. The goddesses, and especially Devi or Durgā, the wife of Siva, are the supreme objects of worship amongst the Saktas; and they are worshipped as the incarnation of the energy or force of their divine husbands. The authority for this form of Hiduism are the Tantras, not the Puranas".

(HINDU MYTHOLOGY. by W. J. Wilkins.)

উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি মধ্যে লেখকের জ্ঞান কৃত সত্যের অপলাপ, অযৌক্তিক উক্তির অবতারণা এবং শক্তি উপাসনা প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জাত কটুকাটব্য বাক্য বর্ষণ যাহা করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন; অজ্ঞতা বশত যে সকল কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, দেব স্তুতির "মাতৃরূপে সংস্থিতা" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীনকালের ঋষিগণের পরমারাধ্যা দেবী পরমা শক্তি এবং তাঁহার উপাসক শাক্ত জনগণ প্রতি এরূপ অযথা আক্রমণ এদেশে এই নূতন ব্যাপার নহে। অতি পূর্ব্বকালে দেব দ্বেষী অসুরদ্বারা এইরূপ আচরণ হইয়াছে! মধ্য সময়ে রাজা অশোক এবং তাহার পরবর্ত্তী অহিংসক বৌদ্ধ রাজা ও রাজ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা অনেক কাল যাবৎ এইরূপ আচরণ হইয়াছে; মুসলমান রাজ্য শাসন সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত আওরঙ্গজেব প্রভৃতি পাতসাগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ধার্ম্মিকগণের প্রাণে আঘাত করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নিজ গৃহের নব্য শিক্ষিত যুবকগণ মধ্যেও অনেকের দ্বারা অনেক স্থানে এইরূপ আচরণ হইতেছে এবং ইহার পরেও হইবে। শাস্ত্র তত্ত্ব প্রকাশক বেদ ব্যাস প্রভৃতি মুনি ঋষিগণ, তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষুদ্বারা ভারতের ভবিষ্যতে যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে, তাহা অগ্রেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, পুরাণের এক স্থানে এই ভবিষ্যৎ উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—

"ন জানন্তি জনা মূঢ়া স্তাং সদা মায়য়াবৃতাঃ। জানন্তোপি নরাঃ কেচিন্মোহয়ন্তি পরানপি॥
পণ্ডিতাঃ স্বোদরার্থং বৈ পাষণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্। প্রবর্ত্তয়ন্তি কলিনা প্রেরিতা মন্দ চেতসঃ॥
কলাবস্মিন্মহাভাগা নানা ভেদ সমুত্থিতাঃ। নান্যে যুগে তথা ধর্ম্মা বেদ বাহ্যাঃ কথঞ্চন॥ (ভাগবত)

(৩৪৬) কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টী, ধৃতি, শান্তি, দয়া প্রভৃতি পঞ্চাশ বিষ্ণু শক্তি এবং মহাকালী, গৌরী, মায়া, ভূতমাতা, আত্মশক্তি প্রভৃতি পঞ্চাশ রুদ্র শক্তির বিবরণ প্রপঞ্চসার তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

ও আয়তন বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পরমা শক্তির প্রকাশ ভাবের নামও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে চলিল। ক্রমে বিশ্বব্যাপি অসংখ্য ক্রিয়া প্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য নামে ও অসংখ্য রূপে আদ্যাশক্তি প্রকটিতা হইলেন। কিন্তু এরূপ থাকিলেও তন্ত্রের উক্তি মূলে দেখা যাইতেছে, প্রধানতঃ ত্রি শক্তিরূপা হইয়া তিনি সৃষ্টির আদি কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত দেব দানব মানবগণের নিকটে প্রপূজিতা হইয়া রহিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে যোগিনী তন্ত্রের একটি উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ইচ্ছ ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বকার্য্যার্থ সাধনাঃ।
ইচ্ছা তু বিষ্ণবে দত্তা ক্রিয়া শক্তিস্তু ব্রহ্মণে॥
মহ্যং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী"॥

গোরক্ষ সংহিতাতে এই কথাই কিঞ্চিৎ ভাবান্তর করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

চণ্ডী গ্রন্থের দেব স্তুতিতে যে শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে কথিত ব্রহ্মাতে সমর্পিত ইচ্ছাশক্তি, বিষ্ণুতে সমর্পিত ক্রিয়াশক্তি এবং শিবে সমর্পিত জ্ঞানশক্তি মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহে নাই,—তাহা সর্ব্বভূতে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই চন্দ্র, সূর্য্য অঙ্গে, ইন্দ্র, বায়ু বরুণ, অগ্নি অঙ্গে, জলে, স্থলে, পর্ব্বতে, প্রতি পরমানু অঙ্গে তাহার অবস্থিতি জানিতে হইবে। সেই শক্তি এই সকল স্থানের কোথায় বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, কোথায় বা আবরণ শক্তি, কোথায় বা উৎক্ষেপণ শক্তি, কোথায় বা অবক্ষেপন শক্তি, কোথায় বা আকুঞ্চন শক্তি, কোথায় প্রসারণ শক্তি নামে অভিহিত হইয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের চিত্তের প্রগাঢ় চিন্তার সামগ্রী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিদ্যুৎব্যাটারি যন্ত্রে বিদ্যুৎশক্তিরূপে তাঁহার নিরাকার দেহের অদৃশ্য কার্য্য প্রবাহের পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া, লৌহের প্রতি চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণ শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা আজীবন অনুসন্ধান করিয়াও উহার সুনিশ্চিত কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।

আধুনিক বিজ্ঞানে, সর্ব্বকাল ব্যাপি অদৃশ্য অবোধ্য শব্দ বাহিকা যে তৈজস তরঙ্গকে "রেডিও" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যাহার দ্রুত শব্দ বহন শক্তি তার পথে প্রবাহিত বিদ্যুৎ গতিকেও পরাস্ত করিয়া থাকে, সেই শক্তির মূল কি ভাবে কোন স্থান হইতে উৎপন্ন

হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোন তত্ত্বই অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না (৩৪৭)। এই সকল শক্তির ক্রিয়াকে তাঁহারা অচৈতন্য জড় শক্তির ক্রিয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও নিষ্ঠাবান হিন্দুর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্যভাবে এ সকল দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্র বাক্যে আস্থাবান হিন্দুগণ, সচল অচল সকল বস্তুতেই চৈতন্যময়ী পরমা শক্তির অবস্থানের আসন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাকালের শক্তি উপাসক ঋষিগণ প্রত্যেক বস্তুতে চৈতন্যময়ী পরমা শক্তির সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা পর্ব্বতের পাথরে, শাক পাতার ভিতরে, সমুদ্রের জলে, বৃক্ষের মূলে, জীব জন্তুর অঙ্গে, শব্দের তরঙ্গে, বিদ্যুতের

---

(৩৪৭) Still it is true that, beyond the limits of direct observation, our science (chemistry) is not infallible, and our theories and systems, although they may all contain a kernel of truth, undergo frequent changes, and are often revolutionized."

(NEW CHEMISTRY by Prof J. P. Cooke.)

"Every peasant sees," said he, "that a magnet will attract iron, but a wise man must inquire for himself.........I have discovered that the magnet, besides this visible power, that of attracting iron, possesses another concealed power." * * *

The human body is possessed of primeval stuff (or cosmic matter); the spectroscope has proved the assertion by showing that the same chemical elements which exist upon earth and in the sun are also found in all the stars. The spectroscope does more: it shows that all the stars are suns, similar in constitution to our own."

(CHEMISTRY ON THE BASIS OF THE NEW SYSTEM—Spectrum Analysis.)

"He must be a novice indeed who has not heard or read something about the ether, for we have but to open the pages of almost any periodical or book or wireless to see some reference to it—infact, a great deal of nonsense is talked and written of ether. The truth is, that nobody knows anything about it, and that, possibly, there is no such accomodating thing as the ether at all. Certainly there is no proof of it, and every endevour to prove its existence has resulted in failure. Nevertheless, in theory it has served a useful purpose, and will continue so to do unless and untill its existence is disproved and some better theory established." (WIRELESS by P. J. Risdon.)

"Just exactly what these radio waves are, and how they travel we do not know—any more than we know what electricity is."

(RADIO PHYSICS COURSE by Alfred A. Ghirardi.)

দীপ্তিতে, সূর্য্যের জ্যোতিতে, বিশ্বের প্রতি অণুতে, পরমাণুতে পরমা শক্তির ক্রিয়া শক্তির অবস্থান উপলব্ধি করিয়া, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" এই দেব বাক্যের সার্থকতা সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন (৩৪৮)। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া যাঁহারা শক্তি তত্ত্ব জানিতে যত্ন করিতেন, তাঁহারাও সর্ব্বভূতে চৈতন্যময়ী শক্তির অবস্থান জ্ঞান চক্ষে সর্ব্বদা সন্দর্শন করিতে যে পারিবেন ইহা সুনিশ্চিত।

---

(৩৪৮) ঋষিগণ সকলেই শক্তি উপাসক ছিলেন। যথা—

"শাক্ত এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। উপাসন্তে যতোদেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং॥" (নির্ব্বানতন্ত্র)

মুক্তিকামী মুনি ঋষিগণকে শাক্ত বলিতে বাধা নাই, যে হেতু তাঁহারা ব্রহ্মশক্তি ও পরমাশক্তি অভিন্ন জানিয়া পরমাশক্তির ধ্যান ও জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া জানিতেন। "শক্তিজ্ঞানান্মুক্তিঃ" (শিববাক্য)

পর্ব্বতের প্রস্তরে বাণলিঙ্গ উদ্ভব হয়। পরমাশক্তি বাণলিঙ্গে অবস্থান করিয়া সকলের সর্ব্ববিধ প্রার্থনা পুরণ করেন। যথা—

"রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ। সাধুনাং সাধনং দেবি কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ॥
যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া। বাণলিঙ্গ প্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরং॥ (যোগসার)

বাণলিঙ্গের ন্যায় শালগ্রাম শিলাতেও অবস্থান করিয়া তিনি সমস্ত তীর্থকে, বিষ্ণুকে এবং লক্ষ্মীকে সাধকের সন্নিকটে আনয়ন করেন। যথা—

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তত্রৈব লক্ষ্মীর্ব্বসতি সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

"প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্॥" (রুদ্রজামল)

সমুদ্র জলে তিনি মানুষের পাপ তাপ বিনাশ করিবার শক্তি প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। প্রমাণার্থে নিত্য সন্ধ্যার মন্ত্র স্মরণ করা যাইতে পারে। পরমাশক্তি জীব জন্তুর অঙ্গে অবস্থান করিয়া গাভী প্রভৃতিকে হিন্দুর চক্ষে কতদূর পূজ্য করিয়া রাখিয়াছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে উদ্ধৃত নিম্নে প্রদত্ত বাক্যে তাহা দেখা যাইতেছে।

"গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো মঙ্গলমুত্তমং। গাবঃ সর্গস্য সোপানং গাবোধন্যাঃ সনাতনাঃ॥"

বিল্ববৃক্ষ মূলে দেবী পরমাশক্তি পাপ নাশের যে শক্তি দান করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। যথা—

"বিল্বমূলে মহেশানি প্রাণং ত্যজতে যো নরঃ। রুদ্রদেহো ভবেৎ সত্যং পাপ কোটি যুতোঽপি বা॥
সর্ব্বতীর্থময়ো দেবি সর্ব্বদেবময়ঃ সদা। শ্রীবৃক্ষ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥" (যোগিনী তন্ত্র)

শাক পাতার ভিতরে দেবী পরমাশক্তি কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহা চণ্ডী মাহাত্ম্যের ৬২৪ শ্লোকে শাকম্ভরী শব্দের ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। শব্দের তরঙ্গে দেবীর অবস্থানের কথা চণ্ডী মাহাত্ম্যের ২২৭ সংখ্যক শ্লোকের শব্দাত্মিকা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। দেবী পরমাশক্তি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান সম্বন্ধে ১১০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত ১২৯ হইতে ১৩৬ টীকা দ্রষ্টব্য। বিদ্যুতের মধ্যে দেবী পরমাশক্তি কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার কিঞ্চিৎ তত্ত্ব বর্ণোদ্ধার তন্ত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে পাওয়া যাইতে পারে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিশাল পৃথিবী দেহের কোন্ অংশ সূর্য্য তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইলে যেমন প্রকৃতি দেবী ঝড় বাতাসকে উপস্থিত করিয়া তদ্দ্বারা অন্য স্থান হইতে জল বহনকারী মেঘকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া সেই স্থানের জল প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ জীবদেহে তাপের আধিক্য উদ্ভব হইলে তাহার প্রতিবিধান জন্য যে জলের প্রয়োজন হয় সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য প্রত্যেকের দেহ মধ্যে একটা চেষ্টার কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি রাখিয়াছেন। এই কার্য্যালয়ের কার্য্য যখন আরম্ভ হয়, তখন তাহারই নাম "তৃষ্ণা" বলা হইয়া থাকে। দেহে জল ধাতুর অভাব হইলে যেমন তৃষ্ণার উদ্ভব হয় তেমনি ভয় উৎপন্ন হইলেও দেহে তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য বলা হইয়াছে, তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে প্রদত্ত তৃষ্ণা শব্দের অর্থ কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। নরসিংহ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্যান্য টীকাকারের প্রদত্ত অর্থ স্থানোপযোগী নহে, এই কারণে এস্থানে ঐ সকলের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী শ্লোকে "ক্ষান্তি" শব্দের উল্লেখ আছে। "ক্ষান্তি"শব্দের প্রায় এক প্রকার অর্থই টীকাকারগণ প্রদান করিয়াছেন (৩৪৯)।

"কুণ্ডলী চাম্বুশাকারা কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ। কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশো মধ্যে শূন্যং সদাশিবঃ।
শূন্যগর্ভস্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী।' ইত্যাদি।
"বিদ্যুদ্রূপাঽভবদ্গৌরী বিদ্যুদ্গৌরীতি বিশ্রুতা। স্বাহা গৌরীতি শ্যামা চ শুক্লা চ রক্তগৌরিকা॥
অনন্তরূপিণী মূর্ত্তিঃ কোটিকোটিস্বরূপিণী।" (বিদ্যুদ্গৌর্য্যাদ্যুৎপত্তিঃ যামলে)

কুণ্ডলীশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তির নামান্তর অনেকে বলিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলীশক্তি দেহ ত্যাগ করিবা মাত্র জীব দূরে থাকুক শিবের পর্য্যন্ত শিবত্ব নষ্ট হয়।

"শিবোপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতা। শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥
এবং সর্ব্বত্র ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহাতপাঃ॥" (ভাগবত)

এই প্রকারে বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে কোনও না কোন ভাবে দেবী পরমাশক্তি সদা সংস্থিতা রহিয়াছেন জানিয়া ঋষিগণ সর্ব্বাধারা সর্ব্বাকারা পরমাশক্তিকে সর্ব্বদা উপাসনা করিতেন। সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতিকেও ঋষিগণ অর্চ্চনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরমাশক্তির সত্তা আছে জানিয়াই তাঁহারা ঐ সকল দেবতাকে আবশ্যক অনুসারে পৃথক্ ভাবে পূজা করিতেন।

(৩৪৯) "ক্ষান্তিঃ সত্যপি সামর্থ্যেঽপকারাচিকীর্ষা।" (নাগোজী ভট্ট)
"ক্ষান্তিরপকারিণ্যনপকারেচ্ছা।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা) "ক্ষান্তিঃ ক্ষমা।" (গুপ্তবতী টীকা)
"ক্ষান্তিরপকারিনোঽনপচিকীর্ষা।" (নরসিংহ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা)
"ক্ষান্তিঃ পরাপকারসহনং। সত্যপি প্রতীকারসামর্থ্যে দ্বেষস্যাভাবাৎ যা ক্ষান্তিঃ সা সাত্ত্বিকী, সত্যামপি প্রতীকারেচ্ছায়াং যা খ্যাতিলাভাদ্যর্থং ক্ষান্তিঃ সা রাজসী, ভয়াত্তু তামসী।" (দেবীভাষ্য)

টীকাকারগণ প্রায় সকলেই এক বাক্যে ক্ষমা হইতে ক্ষান্তির অর্থ নিষ্কাসন করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, দণ্ড প্রদানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও দণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য অত্যাচারীকে কোন প্রকার দণ্ড বিধান না করিলে সেই অবস্থার দয়ার নাম ক্ষান্তি। এ স্থানের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সমগ্র চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থখানিকে গঙ্গা সলিলে বিসর্জ্জন করিতে হয়। তাহার কারণ এই যে, চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের আদি অন্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের কথাতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মধুকৈটভ দৈত্যকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান না করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেবী মহামায়ার হস্তে থাকা সত্ত্বেও তিনি মধুকৈটভকে ক্ষমা করেন নাই, নিজে নিকটে থাকিয়া বিষ্ণুর হস্তে তাহার মস্তক ছেদন করাইয়াছিলেন। তৎপরে মহিষাসুর সহিত যুদ্ধ সময়ে মহিষাসুরকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা দেবীর হস্তে প্রচুর পরিমানে বর্ত্তমান ছিল। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেবী চণ্ডিকা তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত তাঁহার ভক্ত মহিষাসুরের বক্ষে শূলাঘাত করিয়া মহিষাসুরকে আহত করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও দেবী তাঁহার ক্ষমা করিবার ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু দণ্ড পাইবার যোগ্য মহিষাসুরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ সহিত দেবীর যুদ্ধ সময়েও দেবীর পূর্ব্বের ঐ প্রকৃতির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানেও দেবী চণ্ডিকা, তাঁহার হস্তে শুম্ভ নিশুম্ভকে ক্ষমা করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও খড়্গাঘাতে নিশুম্ভের মস্তক ছেদন করিয়া এবং শূলাঘাতে শুম্ভের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া উভয় অসুরকে বিনাশ করিয়া ছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন প্রভৃতি কাহারই প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করেন নাই বা তাহাদের অপরাধ একতিল পরিমাণেও ক্ষমা করেন নাই। যে চণ্ডিকা দেবীর এইরূপ আচরণ চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি তিনি ক্ষমারূপে সমস্ত জীবহৃদয়ে অবস্থান করিয়া জগতে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারের নাট্যাভিনয়ে সদারত হইয়া রহিয়াছেন শ্লোকের এরূপ একটা অসঙ্গত অর্থ এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অভিধানে "ক্ষমা" শব্দ বাহির করিয়া তাহাকে ধরিয়া চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্লোকের কথিত "ক্ষান্তি" শব্দের অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে। এ ক্ষেত্রে "ক্ষমা" শব্দের পৌরাণিক অর্থ টী অগ্রে অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। পুরাণে দেখা যাইতেছে— "ক্ষমা" চণ্ডিকা দেবীরই আর একটি নাম (৩৫০)। ক্ষমা দেবীর ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি অনেক

---

(৩৫০) "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে॥" (অর্গলাস্তোত্রম্)

তন্ত্র মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণেও তাহার অভাব নাই (৩৫১)। পুরাণ ও তন্ত্রের দীপালোক চক্ষু সম্মুখে ধরিয়া, ক্ষমা দেবী, তাঁহার চারিহস্তে শাসন-পালন-বন্ধন-মোচন ভাবপরিজ্ঞাপক চারিটি বস্তু ধারণ করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও সংহার কার্য্য কি ভাবে সদা সংসাধন করিতেছেন তাহা অনায়াসে দর্শন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রালোকে পরিস্কৃত এই সুপথ ধরিয়া ক্ষমা দেবী বা ক্ষান্তিদেবীরূপা দেবী চণ্ডিকা যে সদা সর্ব্বভূতে বিরাজিতা রহিয়াছেন, দেবতাগণের এই পরমজ্ঞানগর্ভ বাক্যের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে আমরা চেষ্টা করিতে পারি।

"হে দেবি! সর্ব্বভূতে জাতিরূপে তুমি সংস্থিতা রহিয়াছ" বলিয়া দেবীচণ্ডিকাকে দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। ৩০২ সংখ্যক শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। দেবীভাষ্যকার এই শ্লোকের "জাতি" শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন, "জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিলক্ষণা।" অন্যান্য টীকাকারগণের প্রদত্ত অর্থও ইহা অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহারা সকলেই একটি কথা এখানে চিন্তা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহা এই যে, এদেশের অশিক্ষিত লোকে, লিখিতে বা কথা বলিতে, সচরাচর জাতি এবং বর্ণ একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা করিলেও সংস্কৃত ভাষাতে "জাতি" এবং "বর্ণ" এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" শব্দ স্থলে কোন শাস্ত্র গ্রন্থের কোন স্থানে কুত্রাপি "জাতি আশ্রমধর্ম্ম" ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। মনু সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন স্থানেই "বর্ণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "জাতি" শব্দ একটি বারও ব্যবহার করা হয় নাই। ন্যায় দর্শনের যে স্থানে জাতি শব্দ লইয়া অনেক বিচার বিতর্ক করা হইয়াছে এবং পরিশেষে জাতিকে নিত্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সে স্থানে ভুল ক্রমেও একবার "বর্ণ" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই (৩৫২)। ব্রাহ্মণাদি

(৩৫১) "ক্ষমা তু শ্রীমুখে কার্য্যা যোগপট্টোত্তরীয়কা। পদ্মাসনকৃতাধারা বরদোদ্যতপাণিনা॥"
শূলমেখলসংযুক্তা প্রশস্তা যোগসংস্থিতা। সিতপুষ্পোপহারেণ সিতহোমেন সিদ্ধিদা॥" (দেবীপুরাণ)
উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের "মেখলা" শব্দের একটি অর্থ "চর্ম্মরজ্জ্বাদি" (শব্দকল্পদ্রুম) অর্থাৎ বন্ধনকার্য্যসাধক উপাদান বিশেষ। বরদানে উদ্যত হস্ত মুক্তিদান ক্রিয়া জ্ঞাপক মনে করা যাইতে পারে, কারণ মুক্তিদান অর্থাৎ সংসার বন্ধমোচন অপেক্ষা উচ্চ বরদান আর কিছুই নাই। পদ্মাসনে স্থিতা দেবী ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদান করেন, এমন উক্তি দেবী পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"পদ্মস্থা চর্চ্চিকা রৌপ্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা।" মাতৃকাভেদ তন্ত্রে ক্ষমা মাতৃকার ধ্যান মন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য।

(৩৫২) "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং জাতিঃ।" (ভাষা পরিচ্ছেদ মুক্তাবলী)

চারিবর্ণ নিত্য বস্তু হইতে পারে না, কারণ স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালাদির অন্ন গ্রহণ করিলে বা চণ্ডালিনীকে স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিলে তৎজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় (৩৫৩)।

বর্ণ নিত্য বস্তু হইলে এই ভাবে কোন ব্রাহ্মণের নিজ বর্ণ বিনষ্ট হইত না। জাতি সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এই সকল অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিলে, চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থোক্ত দেব স্তুতি মধ্যের "জাতি" শব্দকে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের "বর্ণ" শব্দের অর্থের সহিত বিজড়িত করিয়া এরূপ একটা গোলযোগ সৃষ্টি করিবার স্থল থাকিত না। মনুষ্য জাতিতে যিনি উৎপন্ন হইবেন, আজীবন তাঁহাকে মনুষ্যই থাকিতে হইবে; বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি পশু বা পক্ষী জাতির অন্তর্ভূ্ত হইতে পারিবেন না। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সময়ে নরনারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীব জন্তু এমন কি বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত যে জাতির অন্তর্ভূ্ত হইয়া জাত হইয়াছে অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াছে বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে আজীবন সেই জাতির অন্তর্ভূ্ত হইয়াই থাকিতে হইবে। সংস্কৃত অভিধানে "জাত" শব্দের অর্থে জন্ম বলা হইয়াছে। জাত শব্দের এই অর্থকে অবলম্বন করিয়াই মানুষের জন্ম কালীন গ্রহাদির শুভাশুভ দৃষ্টির বিচার জন্য "জাতকদীপিকা," "জাতকামৃত, জাতকচন্দ্রিকা, জাতককৌমুদী, লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক" প্রভৃতি নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ "জাতকে" বুদ্ধ দেবের শতাধিক স্থানে শতাধিকবার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রেও পুত্রের জন্ম সময়ে "জাতকর্ম্মাদি" নামক বৈদিক সংস্কারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়া রহিয়াছে। জাতি ও বর্ণ একার্থবাচক শব্দ হইলে "জাতকর্ম্মাদি" শব্দের পরিবর্ত্তে কোন না কোনও স্থানে "বর্ণকর্ম্মাদি" শব্দ ব্যবহৃত হইত। তাহা কুত্রাপি হয় নাই। ন্যায়দর্শনে "জাতিকে" নিত্য বস্তুর অন্তর্গত করিয়া সিদ্ধান্ত করাতে চণ্ডী মাহাত্ম্যে এই শ্লোকের জাতি শব্দের অর্থ উদ্ধার কার্য্যে আরও একটু সুবিধা পাওয়া যাইতেছে।

জীবদেহে যে আত্মা পুনঃ পুনঃ আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, দেহের বিনাশে যে আত্মার বিনাশ হয় না, সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের জলবুদ্বুদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শাস্ত্রে যে জীবাত্মাকে পরমা প্রকৃতিদেবীর সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করা হইয়াছে (৩৫৪) সেই আত্মা অবিনশ্বর;

---

(৩৫৩) "চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (মনুসংহিতা)

(৩৫৪) "তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে। প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবি জায়ন্তে প্রাকৃতাদ্ধ্রুবম্। তথা প্রলয়কালে তু প্রকৃত্যাং লুপ্যতে পুনঃ॥" (রুদ্রযামল)

এই জন্য সেই আত্মা নিত্য। সেই অবিনশ্বর আত্মার পুনঃ পুনঃ জীবদেহে প্রবেশ এবং দেহত্যাগ বা জন্ম মরণ কার্য্য অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ব্যাপিয়া ঐ ভাবে ঐ কার্য্য চলিতে থাকিবে। যে শক্তি, অনন্তকাল যাবৎ জীবাত্মাকে নানা ধারাতে, নানা স্থানে, নানা দেহে, নানা ভাবে একবার জন্মগ্রহণ বা উৎপন্ন বা প্রকাশ করাইতেছেন, আবার অপ্রকাশ করাইতেছেন, তাঁহার ঐ কর্ম্মধারার রহস্য হৃদয়ে সম্যক উপলব্ধি করা মানুষের দূরে থাকুক দেবতার পক্ষেও অসম্ভব (৩৫৫)। তথাপি তাঁহার ঐরূপ ক্রিয়াকে বেদান্তাদি শাস্ত্রের ভাষাতে মায়া এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের ভাষাতে প্রকৃতির ক্রিয়া শক্তির বিকাশ বলা হয়। "জাতিরূপে তুমি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ" বলিয়া, দেবতাগণ, সকলের জন্মের মূল কারণ স্বরূপা সেই পরমাশক্তিকে চণ্ডিকা নামে সম্বোধন করিয়া এখানে ঐরূপ স্তুতি করিয়াছেন। পুরাণে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাঁহার এই জাতিভেদ প্রবর্ত্তক ক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে, প্রলয়ান্তে, সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে, তিনি যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ক্রিয়া সাধনের সহায়িকা তিনটি স্ত্রী শক্তিকে নিজ দেহ হইতে উৎপন্ন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে তাহা সমর্পণ করিলেন (৩৫৬)। তৎপরে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সাধনোপযোগী পুরুষ জাতীয় এবং স্ত্রী জাতীয় অসংখ্য দেব দেবী তিনি সৃষ্টি করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দেব দেবীগণের উৎপত্তির পরে স্ত্রী ও পুং জাতীয় দৈত্য দানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, মানব, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীব সকল তাঁহার ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করিল। তিনিই সমস্তের জন্মদায়িনী, সমস্তের সৃষ্টি কারিণী, এজন্য তাঁহাকে "সর্ব্বজননী" বলিয়া নানা পুরাণের নানা স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (৩৫৭)। সমস্ত বস্তু মধ্যেই তিনি স্ত্রী ও পুং জাতিভেদ করিয়া, জীবজন্মধারাকে জলে, স্থলে, আকাশে, বিশ্বের সর্ব্বস্থানে প্রবাহিত করিয়া দিলেন, অথবা বেদের উক্তিকে আশ্রয় করিয়া এরূপ বলিতে বাধা নাই যে, তিনি নিজেই নিজেকে এই ভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র সঞ্জাত, সমুদ্ভুত এবং প্রকাশ করিলেন। সৃষ্টি প্রবাহের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি শব্দের অর্থ বোধের ক্ষেত্র ও ক্রমে প্রসারিত হইয়া চলিতে লাগিল। তখন মানব জাতি হইতে কেবল পশু পক্ষী জাতিকে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে হইল না, পশু জাতি মধ্যেও ব্যাঘ্র জাতীয় পশু হইতে গো জাতীয় পশুকে এবং কাক জাতীয় পক্ষী হইতে সারস জাতীয় পক্ষীকে

---

(৩৫৫) "হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।" (চণ্ডী মাহাত্ম্য)

(৩৫৬) এই সংক্রান্ত আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ পরবর্ত্তী ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের "মাতৃ"শব্দ ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

(৩৫৭) "ত্বং পরা সর্ব্বজননী দমনী দামিনী তথা। ত্বয্যেব লীয়তে বিশ্বং ভাতি তত্তদ্বিভর্ত্তি চ॥ (কালিকাপুরাণ)

এবং এরূপ অন্যান্য জীবজন্তুকে এবং বৃক্ষ লতাদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূ'ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভাবে গণ্য হইতে হইল। কিন্তু এই সময়ের একটি অতি গুরুতর বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হইবে। এই ভাবে বিশ্বে অসংখ্য জাতি বাচক নামের সৃষ্টি হইলেও ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ উৎপত্তির মূল ধারাকে স্থিরতর রাখিয়া, সেই অনুসারে তাহা হইতে পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন জীবজন্ত, বৃক্ষলতাদি সকল বস্তুর জাতি সম্বন্ধীয় নাম ও পরিচয় আজি পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ভাবে রক্ষা করা হইতেছে। এই ভাবে বিশ্বে যে জীবজন্ত, বৃক্ষলতা, স্থাবরাস্থাবরের জন্ম ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সেই বিশ্বব্যাপি জন্মধারার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামই "জাতি" যে জাতিরূপা দেবীকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এই শ্লোকে স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করিলেও জানা যাইবে "জাত" শব্দের অর্থ জন্ম আর "জাতি" শব্দের অর্থ জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাণের প্রদত্ত জাতি শব্দের এই অর্থকে ব্যাকরণ অভিধানেও সমর্থন করিতেছে। জন্×ক্তি=জাতি; জন্ অর্থ উৎপন্ন হওয়া আর ক্তি অর্থ তাহার ভাব সুতরাং জাতি অর্থে উৎপত্তি হওয়ার ভাব অর্থাৎ জীবাদির জন্ম বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি দেবীর অলঙ্ঘনীয় বিধানানুসারে সৃষ্টির আরম্ভ সময় হইতে বিশ্বের সমস্ত জীব জন্ত মধ্যে এই জাতিধারা অক্ষুন্ন ভাবে যে রক্ষা হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ আমাদের সকলেরই চক্ষু সম্মুখে সদা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মানব জাতি হইতে কুত্রাপি পশু বা পক্ষী জাতীয় কোন জীব উদ্ভব হইতেছে না। আম জাতীয় বৃক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা করিলেও কোন স্থানে কাঠাল জাতীয় ফল কেহ উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন না। সৃষ্টি তত্ত্বের এ মহান্ সত্যকে চক্ষু সম্মুখে সদা সন্দর্শন করিয়াও ইদানীং য়ুরোপ এবং এই দেশের শিক্ষিত জনগণ মধ্যে যাঁহারা মানবীয় অভিধান হইতে জাতিভেদ শব্দটিকে উঠাইয়া দিয়া সমস্তকে এক নামে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের এই চেষ্টা আসুরী দৃষ্টিতে অতি প্রশংশনীয় হইলেও দৈবী দৃষ্টিতে নিতান্তই উপেক্ষার যোগ্য। উপেক্ষা যোগ্য বলার কারণ, ইহা আদৌ কার্য্যকরী নহে। যে দেবী পরমা প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি হইতে এই জাতিভেদের মূল ধারা নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, যে দেবীকে দেবতাগণ জাতিরূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা বলিয়া বারম্বার স্তুতি করিয়াছেন, সেই দেবীর প্রাকৃতিক বিধানকে কেশ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও দেবদানব মানব কাহারই থাকিতে পারে না। যত দিন বিশ্ব হইতে সৃষ্টি বৈচিত্র্য বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন কোনও না কোন মূর্ত্তিতে এবং কোনও না কোন নামে জগতে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং ঐ জাতিভেদের সৃষ্টি কারিণী জাতিমাতৃকা দেবী কোনও না কোন ভাবে পৃথিবীবাসী মানবগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিতা হইতে

থাকিবেন (৩৫৮)। জাতি শব্দের উচ্চ ভাবের অর্থ নির্ণয়ের সুবিধা চণ্ডীমাহাত্ম্যের এই শ্লোকে যেরূপ প্রদান করিতেছে এরূপ আর অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞানেও এই কার্য্যের যে কথঞ্চিৎ সহায়তা না করিতেছে এমন কথা বলা যাইতে পারে না (৩৫৯)।

লজ্জারূপে তুমি সর্ব্বভূতে অবস্থান কর বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তুতি করিয়াছেন, তাঁহা ৩০৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুর পরাজিত হইলে, দেবতাগণ ইতি পূর্ব্বে দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন, ঐ স্তুতি গীতিরও এক স্থানে দেবী

---

(৩৫৮) এই কথার সত্যতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান সময়ের এদেশের নব্যশিক্ষিত যুবকগণের আচরণে প্রদান করিতেছে। তাঁহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়া এদেশ হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তন্মূহুর্ত্তেই আবার তাঁহারা "জাতীয় মহাসভা" সংস্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা একতা সংস্থাপনের জন্য হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তাঁহারাই আবার তন্মূহুর্ত্তেই হিন্দু জাতির ভোট্ সংখ্যার এবং মুসলমান জাতির ভোট্ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির তর্ক লইয়া তুমুল ঘরোয়া বিবাদ উপস্থিত করিতেছেন! বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সময়ের "স্বদেশানুরাগ", "স্বজাতি প্রেম", "Patriotism", "National feeling" প্রভৃতি রাজনৈতিক অসংখ্য নূতন শব্দগুলিকে পুরাণের জাতিমাতৃকাদেবীর চরণে বিলাতি পুষ্পেরদ্বারা পুষ্পাঞ্জলীদানের নামান্তর বা প্রকারান্তর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

(৩৫৯) য়ুরোপের এবং এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক সংস্কৃত "জাতি" এবং ইংরাজি "Caste" শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ মনে করিয়া বিপুল গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। "Caste" মানুষ কৃত শিক্ষা ও অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থার তারতম্যানুসারে মানব সমাজের শ্রেণী বিভাগ পরিজ্ঞাপক একটি শব্দ। "জাতি" জীবজন্তু বৃক্ষলতাদির জন্মগত প্রাকৃতিক শ্রেণী বিভাগ মূলক শব্দ। চণ্ডীমাহাত্ম্যের এই শ্লোকে "জাতি" শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইংরাজি, ফরাসী কিংবা য়ুরোপের অন্য কোন দেশের অন্য কোন ভাষাতে সেই অর্থবোধক কোন শব্দ এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা হয় নাই। ইংরাজি ভাষার "Species" শব্দকে সংস্কৃত "জাতি" শব্দের সমীপবর্ত্তী কোনও স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে কি না এসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। য়ুরোপের Biologyতে "Species" শব্দ যে অর্থে যে ভাবে এখন ব্যবহৃত হইতেছে, সংস্কৃত "জাতি" শব্দ তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও ব্যাপক ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তথাপি Biologyতে প্রমান করিয়া দিতেছে এক "Species"এর জীবজন্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন "Species"এর জীববস্তুর সহিত সম্মিলন করিয়া তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা যায় না। এমন কি এক "Species"এর ভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর সম্মিলনের ফল ও আশানুরূপ হয় নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন জন্য যাঁহারা এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাঁহারা সকল স্থানেই অকৃত কার্য্য হইয়াছেন। এক দেশের এক জাতীয় গরু বা কুকুরের সহিত অন্য দেশেয় অন্য আকৃতি প্রকৃতির ঐরূপ জন্তুর সম্মিলনদ্বারা যে সন্তান জন্মাইতে নানা স্থানে চেষ্টা করা হইতেছে সর্ব্বত্রই ঐ চেষ্টা বিফল হইতেছে। ঐ ভাবে উৎপন্ন পশু দুর্ব্বল, ভীরু, ক্ষীণদেহ এবং অল্পায়ু হইতেছে। অধ্যাপক ক্লড্ বার্ণার্ড কৃত "Phenomena common to the life of Plants and Animals" এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত চারল্স্ ডারউইন কৃত "Origin of Species" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চণ্ডিকাকে লজ্জারূপা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই স্থানের লজ্জা শব্দের অর্থ বিভিন্ন টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ একরূপই অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বের স্তুতিতে তুমি সৎকুল জাত ব্যক্তির হৃদয়ে লজ্জারূপে অবস্থান কর বলা হইয়াছে আর পরবর্ত্তি স্তুতিতে তুমি লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান কর কথিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই স্থানের উক্তিতে সৎকুলজাত মানুষের হৃদয় মধ্যে বাস কর বলা হয় নাই পরন্তু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি মধ্যেও তুমি লজ্জারূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছ বলা হইয়াছে। এইরূপ বলাতে এই স্থানের লজ্জা শব্দের অর্থ অতিশয় ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের ধর্ম্মগ্রন্থের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে ব্যাপক অর্থমূলক লজ্জা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপের মানব-মনস্তত্ত্ব অনুশীলনকারী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ লজ্জা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের কথা দূরে থাকুক, মানুষের অন্তঃকরণেও লজ্জা বলিয়া যে কোন মনোবৃত্তি আছে তাহা আদৌ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অতি শৈশব কাল হইতে পিতা মাতা এবং নিকটস্থ ব্যক্তিগণের শিক্ষাতে ও শাসনে, বাক্যে ও আচরণে লজ্জাবোধের একটা কৃত্রিম ভাব মানুষের হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং ক্রমে তাহা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন উহা কাম ক্রোধ দয়া ইত্যাদির ন্যায় মানুষের মনের স্বভাব জাত কোন বৃত্তি নহে। তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন জন্য পৃথিবীর নানা স্থানের নানা জাতীয় লোকের সম্পূর্ণ লজ্জাহীন আচার ব্যবহারের উল্লেখ তাঁহাদের রচিত নানা গ্রন্থে তাঁহারা করিয়াছেন (৩৬০)। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের

---

(৩৬০) ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ লর্ড আভেবুরী তাঁহার কৃত "PREHISTORIC TIMES" গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রাচীন কালের রীতিনীতির বর্ণনা করিয়া ঐ গ্রন্থের শেষে তুলনার জন্য বর্ত্তমান সময়ের অসভ্য জাতিদের বিবরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"The inhabitants of Tahiti are said to have been absolutely without any ideas of decency, or rather, as Captain Cook puts it, perhaps more correctly, "of indecency"—that is, at least, in our sense of the term. This no doubt arose in part from their large open houses, which were not divided into separate rooms. However this may be, where there was no sin they saw no shame, and it must be confessed that in many points their idea of sin was very different from ours." * * * * * * * * *

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমর্থন জন্য তাঁহারা আরও একটি বিচিত্র যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাহা এই,—অত্যন্ত সুসভ্য জাতির শিক্ষিত ও জ্ঞানী নরনারীগণ মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যে সময়ে

উদ্ধৃত অংশ মধ্যে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—ঐ দেশের লোকে যাহাতে পাপ নাই, তাহাতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখেন না। আর্য্য জাতির লজ্জা সম্বন্ধীয় এই উচ্চ ভাব ইঁহারা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন ইহা চিন্তার বিষয়। আমেরিকার আদিম অসভ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"Some of the tribes, indeed, wore no clothes ; but this was rarely the case with the women, and even the men had generally at least a loin-cloth. The amount of clothing, however, depended very much on the temperature. In the plains and forests of the tropical and southern latitudes, "the Indian wears little or no clothing during a large part of the year." * * * * * * * * *

গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, লজ্জা নিবারণ জন্য কাপড় ব্যবহারের নিয়ম এদেশে নাই তাহার কারণ অত্যন্ত গ্রীষ্ম জন্য এখানে মানুষকে বাধ্য হইয়া খোলা দেহে থাকিতে হয়। ফিউগো দেশের অসভ্য জাতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"There is not the least spark of religion or policy to be observed among them, on the contrary, they are in every respect brutal"—of which he proceeds to give evidence so convincing, that I refrain from quoting it. "The men go altogether naked, and the women have only a bit of skin about their middles." * * * * *

তেরা দেশের লোকের লজ্জাবোধহীনতার বিবরণ গ্রন্থকার এইরূপ দিতেছেন—

"Sir J. D. Hooker informs us that at the extreme south of Tierra del Fuego, and in mid-winter, he has often seen the men lying asleep in their wigwams, without a scrap of clothing, and the women standing naked, and some with children at their breasts."

গ্রন্থকার TRADITIONS OF THE NEW ZEALANDERS গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিউ জিলাণ্ডের আদিম বাসীদের লজ্জাবোধহীনতার বিবরণ দিতেছেন—

"Shortland asserts that whistling was unknown in New Zealand." Even the symbols by which the feelings are expressed are very differnt in different races. Kissing appears to us the natural expression of affection. "It is certain," says Steele, "nature was its author, and it began with the first courtship." On the contrary, it was entirely unknown to the Tahitians, the New Zealanders, the Papuans, and the aborigines of Australia ; nor was it in use among the Somals, or the Esquimaux. * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধনার্থে নিজ নিজ বংশধারা রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, তৎকালে তাঁহাদের অঙ্গাবরণ বস্ত্র উন্মোচন করিতে তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্থিত কাল্পনিক লজ্জাতে কোনই বাধা প্রদান করে না। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের এই শ্রেণীর যুক্তির মূলে একটুকও সার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, আমরা সকলেই সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি, মানব অন্তঃকরণ স্থিত বৃত্তিগুলি সকল সময়ে সমান বলবান্ থাকে না। মানব হৃদয়ের কোন এক বৃত্তি কোন সময়ে অতিশয় প্রবল হইলে অন্যবৃত্তিকে নিস্তেজ এমন কি বিলুপ্ত পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া থাকে। মানুষের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইলে সে সময়ে তাহার কামবৃত্তি নিস্তেজ করিয়া দেয়। আবার কামবৃত্তি প্রবল হইলে ভয় দূরীভূত হয়। মানবচিত্তে যখন ক্রোধবৃত্তি অতিশয় উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে স্থিত দয়া ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি সকল ক্ষণেকের জন্য শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ, মানুষের অন্তঃকরণে কামবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলে তৎকালে তাহার অন্তঃকরণ স্থিত লজ্জাবৃত্তিকে নিস্তেজ করিয়া দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। ইহা দেখিয়া লজ্জাবৃত্তিকে "কৃত্রিম" মাতার গর্ভ জাত কন্যা সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না। অতি শিশুতে এবং অতি বৃদ্ধে লজ্জা বোধ শক্তির অত্যন্ত অভাব দেখিতে

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারা যাইতেছে এদেশের লোকে চুম্বনদান ও গ্রহণ অশ্লীলতা সূচক কার্য্য জ্ঞান করিয়া হউক অথবা লজ্জাকর কার্য্য জ্ঞান করিয়াই হউক বহুকাল যাবৎ ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ইহা হইতে দেখা যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের লজ্জাদি সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তৎপরে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তিতে চূড়ান্ত লজ্জাবোধহীনতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া লিখিতেছেন,—

"The sculptures on early Indian temples show that a race may attain to a considerable degree of civilization without perceiving any necessity whatever for clothing. This is the case with the women listening to Buddha while preaching, and even Buddha's wife, and Maya his mother, are habitually so represented; indeed, Mr Fergusson does not hesitate to say that "before the Mahomedan conquest nudity in India conveyed no sense of indecency." * * * * * * * * *

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ এই যে—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির পাশে তাঁহার স্ত্রীকে বিবস্ত্রা অবস্থাতে দাঁড়াইতে দেখিয়া মনে হয় সুসভ্য হইলেও লজ্জা নিবারণের জন্য পুরাকালে ভারতে বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ ছিল না। মিঃ ফারগুসেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোকের, উলঙ্গিনী অবস্থার সঙ্গে লজ্জাবোধ ঘটিত মনোবৃত্তির কোনই সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ বিচিত্র সিদ্ধান্ত সকলের উপরে প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া নব্য শিক্ষিত যুবকগণ মধ্যে অনেকেই আজি কালি ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিষম ভুল ধারণা সকল হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এই দুই অবস্থাতে কেবল লজ্জা নহে কাম ইত্যাদি চিত্তবৃত্তির কার্য্যেরও কোনরূপ পরিচয় দেহে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। ইহাও দেখা যাইতেছে,—অনেক চিত্ত বৃত্তি জীব দেহে চিরকাল নিস্তেজ ভাবে কিম্বা নির্ব্বাপিত অবস্থাতেও অবস্থান করে। কাহারও হৃদয়ে দয়াবৃত্তি সদাই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ কাহারও অন্তঃকরণে দয়াবৃত্তি জাত কোনও কার্য্যের একটুকও পরিচয় তাহার সমস্ত জীবনকাল মধ্যে কখনও পরিস্ফুট হইতে দেখা যায় না। তাহাই বলিয়া শেষোক্ত মানব হৃদয়ে আদৌ দয়া নাই এমন কথা বলা যাইতে পারে না। বন্য বর্ব্বর এবং অসভ্য জাতীয় নর নারীর চিত্তে কিম্বা পশুপক্ষীর চিত্তে লজ্জাবৃত্তি পুষ্টও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই দেখিয়া উহাদের চিত্তে আদৌ লজ্জার স্থান নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। অনেক বস্ত্রত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর আচরণে তাঁহাদের অন্তঃকরণে লজ্জা থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু নারদাদি পরমজ্ঞানী মুনি ঋষিগণ বস্ত্র ত্যাগ করেন নাই, এজন্য তাহারা লাজুক আর সাধু সন্ন্যাসীরা নির্লজ্জ এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। সাধু সন্ন্যাসিগণ মধ্যে অনেকে শীত-গ্রীষ্ম-কষ্ট সহিষ্ণু থাকায়, দেহের বস্ত্র ভার বহন অনাবশ্যক বোধ করেন এবং উহার জন্য যে পরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে বিবেচনা করেন। এজন্য বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে নির্লজ্জ বলা যায় না। লজ্জা বোধ শক্তি তাঁহাদের দূরে থাকুক, পশুপক্ষিগণেরও আছে ; তবে সর্ব্ব জীব হৃদয়ে লজ্জাবৃত্তির সমান প্রকাশ যে দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাও সত্য। যে লজ্জার কথা আলোচ্য শ্লোকে কথিত হইয়াছে, তাহা লজ্জা শব্দের ব্যাপক এবং সাধারণ অর্থ বোধক ভাব এবং এরূপ লজ্জা স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। পরমা প্রকৃতি তাঁহার চৈতন্যরূপের ন্যায় লজ্জারূপেও যে সদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন না এমন কথা কে বলিতে পারেন ? (৩৬১)

---

(৩৬১) পশুপক্ষীদের আচরণ নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক পশুপক্ষীরও একটু লজ্জা বোধ শক্তি আছে। অনেক বিড়ালে মানুষের সম্মুখ হইতে দূরে যাইয়া লুক্কায়িত ভাবে মল মূত্র ত্যাগ এবং সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। লোকালয়ে হস্তিনীকে গর্ব্ভবতী হইতে দেখা যায় না। কাক প্রভৃতি অনেক পক্ষী অতি সংগোপন স্থানে যাইয়া স্ত্রীপুরুষে সম্মিলিত হয়। বৃক্ষ লতাদির যে সুখ দুঃখ এবং ভয় বোধ আছে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা জানিবার উপায় ছিল না। তাহাদের লজ্জাবোধ প্রমাণ কারী যন্ত্রও যে শীঘ্র আবিষ্কার হইবে না কে বলিতে পারে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩০৬-৩০৮॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩০৯-৩১১॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩১২-৩১৪॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩১৫-৩১৭॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩১৮-৩২০॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩২১-৩২৩॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩২৪-৩২৬॥

---

৩০৬ হইতে ৩২৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে কান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন,

তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে বৃত্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥ যে দেবী সকল ভূতে দয়ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার॥

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৩০৮ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে শান্তিরূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শ্লোকের "শান্তি" শব্দের অর্থে নাগোজী ভট্ট "শান্তিরিন্দ্রিয়সংযমঃ" এবং দেবীভাষ্যকারও "শান্তিরিন্দ্রিয়সংযমঃ" লিখিয়াছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকাতে শান্তি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "শান্তির্বিষয়ভোগানিচ্ছা।" পরমতত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন বিষয় ভোগে অনিচ্ছা অন্য কোন মানুষে সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় সংযম কেবল যোগী পুরুষের পক্ষেই সম্ভবে। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিরোধ কেবল যোগী পুরুষেই যোগে মগ্ন থাকা সময়ে করিতে পারেন। এই জন্য এ শ্লোকে লিখিত শান্তি শব্দের অর্থ, আমাদিগকে অন্য কোন সহজ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থেই সেই সুগম পথটি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘোর অত্যাচারী শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় দেবীহস্তে নিহত হইলে, সমস্ত সংসার শান্ত ভাব ধারণ করিল। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা চণ্ডী গ্রন্থে এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—"দেবতাগণ প্রফুল্ল হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, দিবাকর সুপ্রভা বিতরণ করিতে লাগিলেন, সুবায়ু বহিতে লাগিলেন, অগ্নি শান্তভাব ধারণ করিলেন, চারিদিক ব্যাপী উৎপাত সূচক শব্দ সকল নিবৃত্ত হইল এবং সমস্ত শান্তিময় ভাব ধারণ করিল।" তখন সমস্ত শান্তিময় হইল এইরূপ বর্ণনা দৃষ্টি করিলে "শান্তি" শব্দে "ইন্দ্রিয় সংযম" অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ শুম্ভ নিশুম্ভ বধে সমস্ত জগৎ "ইন্দ্রিয় সংযম" করিল মনে করা সঙ্গত হয় না।

ভাদ্রমাসের ভীষণ তরঙ্গের পরে কার্ত্তিক মাসে গঙ্গা নদী কেমন শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন এমন বর্ণনা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। "যুদ্ধের পরে শান্তি স্থাপন," "শান্তিভঙ্গ"

"শান্তিরক্ষা," "পীড়াশান্তি," "গ্রহশান্তি," "শান্তিস্বস্ত্যয়ন" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার নিত্যই নানা স্থানে নানা ব্যক্তি করিয়া থাকেন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের সৃষ্টি কি ঘটনার পরে হইয়াছে, তাহাও অনেকের অবিদিত নাই। পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের নানা স্থানে "শান্তি" সম্বন্ধীয় অনেক কথার উল্লেখ আছে (৩৬২)। এই সকলের প্রতি একটু প্রণিধান করিলে শান্তি শব্দের সহজ-

---

(৩৬২) শাস্ত্রে অশান্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিলে শান্তি যে কি বস্তু তাহা জানিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে; এজন্য মানবচিত্তে অশান্তি কি ভাবে উৎপন্ন হয় অগ্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

"যদা তমো বিবৃদ্ধং স্যাদুৎকটং সম্ভবুবহ। তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ॥

শ্রদ্ধাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য করোতি চ ধনাত্যয়ং। দ্রোহং সর্ব্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি॥" (ভাগবত)

কোনও ব্যক্তির দেহে তমোগুণ উৎকট ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে না। সেই ব্যক্তি তামসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া অর্থের অপব্যবহার, সর্ব্বত্র অনিষ্ট সাধন করে এবং শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, অক্ষমা ও অশান্তি প্রভৃতি পাপগুলি দেহ হইতে যতক্ষণ বাহির হইয়া না যায় ততক্ষণ পাপ জনিত কষ্ট ভোগ থাকে।

"কামদেহে বিকারা যে কামক্রোধাদয়ঃ পরে। লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষো রাগ স্তথা মদঃ॥

অসূয়ের্ষ্যাক্ষমাশান্তিঃ পাপান্যেতানি নারদ। ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ॥" (ভাগবত)

ব্যক্তি বিশেষের চিত্তে পাপাদির অধিকার বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে যে অশান্তি উপস্থিত হয় তদ্‌ভিন্ন আরও অনেক কারণে লোক সমাজে নানা প্রকারের ভয়ঙ্কর অশান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহারও প্রতিকার জন্য যেরূপ শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, মৎস্যপুরাণে তাহারও কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—মনু জিজ্ঞাসা করিলেন "দিব্য অন্তরীক্ষ এবং ভৌম মহোৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার জন্য যে সকল শান্তি করিতে হয়, হে নারায়ণ তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"মৎস্য উবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ত্রিবিধামদ্ভুতাদিষু। বিশেষেণ তু ভৌমেষু শান্তিঃ কার্য্যা তথা ভবেৎ॥

অভয়া চান্তরীক্ষেষু সৌম্যং দিব্যেষু পার্থিব। বিজিগীষুঃ পরং রাজন্ ভূতিকামস্তু যো ভবেৎ॥

বিজিগীষুঃ পরানেবমভিযুক্তস্তথা পরৈঃ। তথাভিচারশঙ্কায়াং শত্রূণামভিনাশনে॥

ভয়ে মহতি সংপ্রাপ্তে অভয়া শান্তিরিষ্যতে। রাজযক্ষ্মাভিভূতস্য ক্ষতক্ষীণস্য চাপ্যথ॥

সৌম্যা প্রশস্যতে শান্তির্যজ্ঞকামস্য চাপ্যথ। ভূকম্পে চ সমুৎপন্নে প্রাপ্তে চান্নক্ষয়ে তথা॥

অতিবৃষ্ট্যামনাবৃষ্ট্যাং শলভানাং ভয়েষু চ। প্রমত্তেষু চ চৌরেষু বৈষ্ণবী শান্তিরিষ্যতে॥

পশূনাং মারণে প্রাপ্তে নরাণামপি দারুণে। ভূতেষু দৃশ্যমানেষু রৌদ্রী শান্তিস্তথেষ্যতে॥

বেদনাশে সমুৎপন্নে জনে জাতে চ নাস্তিকে। অপূজ্যপূজনে জাতে ব্রাহ্মী শান্তিস্তথেষ্যতে॥

ভবিষ্যত্যভিষেকে চ পরচক্রভয়েপি চ। স্বরাষ্ট্রভেদেহরিবধে রৌদ্রী শান্তিঃ প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপুরাণ)

অভয়াশান্তি, সৌম্যাশান্তি, বৈষ্ণবীশান্তি, রৌদ্রীশান্তি, ব্রাহ্মীশান্তি এবং আরও অনেক প্রকারের শান্তি কোন্ তিথিতে কি পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে রুদ্র যামল তন্ত্র দ্রষ্টব্য।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বোধ্য অর্থনিষ্কাসন করিতে কিছু মাত্র কষ্ট করিতে হয় না। যেমন এক অত্যাচারী অবিচারী রাজার শাসনাধিকারে দেশের সুখ শান্তি সমস্ত বিনষ্ট হয়, আবার অন্য সদাচারী ও সুবিচারকারী রাজার আবির্ভাবে দেশে সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষাদির আগমনে মানুষের চিত্তের যে একটা ভীষণ উদ্বেগ অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, মানব চিত্তের সেই কষ্টের অবস্থা প্রশমন করিবার জন্য মানব চিত্তে অন্য কোন এক শক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। জীব চিত্তের সর্ব্ববিধ উদ্বেগ প্রশান্তকারিণী শক্তির নামই হইতেছে এই শ্লোক বর্ণিতা শান্তিরূপা চণ্ডিকা দেবী। এই দৃষ্টিতে আলোচ্য শ্লোকের "শান্তি" শব্দের অর্থ গ্রহণ

মানব চিত্তে পাপ ও পীড়াজনিত অশান্তির উৎপত্তি হইলে এবং রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও মহোৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার জন্য কিরূপ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, অথর্ব্ববেদেও তাহার কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শান্তি এবং অশান্তির কথা লইয়া নানা পুরাণের নানা স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে "শান্তি" শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"যৎকিঞ্চিদ্বস্তু সংপ্রাপ্য স্বল্পং বা যদি বা বহু। যা তুষ্টির্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ॥

এ স্থানেও শান্তি শব্দে চিত্তের তুষ্টি উৎপাদন ক্রিয়া ভিন্ন নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত অর্থে লিখিত "ইন্দ্রিয় সংযমের" কোন ভাবই দেখা যাইতেছে না। চিত্তের উদ্বেগ বিনাশ করিয়া চিত্তে যিনি সুখ আনয়ন করেন সেই শান্তি দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দেবীপুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"উৎপত্তিস্থিতিনাশেষু রজাদি ত্রিগুণা মতা। সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্ববেতৃত্বাচ্ছান্তিত্বাচ্ছান্তিরুচ্যতে॥"

যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে লিখিত "শান্তি" শব্দের অর্থ এক্ষণে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণেই কিরূপ স্থলে "শান্তি" কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার উপদেশ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"দিগ্দেশজনসামান্যং নৃপসামান্যমাত্মনি। নক্ষত্রগ্রহসামান্যং নরো ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং॥
পরস্পরাভিরক্ষা চ গ্রহদোষেষু জায়তে। তস্মাচ্ছান্তিপরঃ প্রাজ্ঞো লোকবাদরতস্তথা॥
লোকবাদাংশ্চ শক্তীশ্চ গ্রহপীড়াষু কারয়েৎ।"

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের শেষাংশে এক স্থানে গ্রহপীড়া এবং দুঃস্বপ্ন দর্শনাদির প্রতিকার জন্য কি ভাবে শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে—

"শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। গ্রহপীড়াষু চোগ্রাষু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ। দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে॥"

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার কৃত "মলমাসতত্ত্বে" লিখিয়াছেন—গ্রহাদির কুদৃষ্টিশান্তিকার্য্যানুষ্ঠানজন্য শুদ্ধকাল পাইবার প্রতীক্ষা করিবে না। যথা—"বালগ্রহভূতগ্রহনবাধিকাপ্রবলতরশত্রুদুঃসহরোগাভিভবাদ্ভুতদুঃস্বপ্ন গ্রহাদোঃস্থ্যাদিনিমিত্তকং শান্তিকর্ম্মাপি মলমাসে কর্ত্তব্যং।" শাস্ত্রের এই সকল উক্তি প্রতি দৃষ্টি করিয়া "শান্তি" শব্দের সহজবোধ্য অর্থ করাই সঙ্গত।

করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত মনে হয়। জীব জন্তু বৃক্ষলতাদি সমস্ত বস্তুরই সুখ দুঃখ এবং উদ্বেগ বোধ শক্তি আছে, সেই সকলের কষ্ট প্রশমন করিবার জন্য শান্তিরূপা পরমা প্রকৃতি দেবী নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে অবস্থান করেন এবং যে স্থানে যখন যেমন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই প্রয়োজন অনুসারে তিনি তাঁহার শান্তিরূপা মূর্ত্তিকে সে স্থানে সেই ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদে, রামায়নে, মহাভারতে এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণে এই মহান্ সত্যই ঘোষনা করিতেছে।

৩১১ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকাকে দেবতাগণ শ্রদ্ধারূপা বলিয়া যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ "শ্রদ্ধা" শব্দের অর্থে ভক্তি, কোথায়ও বা বিশ্বাস, বুঝায়। কিন্তু নাগোজীভট্ট এস্থানের শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"শ্রদ্ধা শ্রুত্যাদ্যুক্তেঽর্থে আস্তিকত্বম্" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধা বেদার্থে দৃঢ়প্রতীতিঃ।" এই দুই অর্থই বিশুদ্ধ। কিন্তু এস্থানে "শ্রদ্ধা" শব্দের এইরূপ উচ্চ ভাবের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, এই শ্লোকে লিখিত "সর্ব্বভূতে তুমি শ্রদ্ধারূপে অবস্থান কর" এই বাক্যের সার্থকতা থাকে না। পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্য অসভ্য সকল অবস্থার লোকের অন্তঃকরণে কোনও না কোন সময়ে অল্প বিস্তর ভক্তি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল নর নারীকেই, সত্য হউক মিথ্যাই হউক, কোন না কোনও রূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। "শ্রদ্ধা" শব্দের যে উচ্চ ভাবকে লইয়া আর্য্যজাতির প্রত্যেক লোকের অবশ্য করণীয় "শ্রাদ্ধ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (৩৬৩), সেই উচ্চ ভাব মূলক শ্রদ্ধারূপা দেবীর সর্ব্বদা অবস্থিতির স্থান আস্তিক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবে কখনই সম্ভবে না। এজন্য এখানে শ্রদ্ধা শব্দের সাধারণ লোকবোধ্য অর্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া, নরনারী, পশুপক্ষী, জীবজন্তু সকলের অন্তঃকরণে ভক্তি, ভালবাসাতে বিশ্বাসে বিজড়িতা হইয়া, দেবীচণ্ডিকা যে শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে (৩৬৪)।

---

(৩৬৩) শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর লিখিত "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" গ্রন্থে শ্রদ্ধা ও শ্রাদ্ধ শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" মহামণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য। প্রকাশক।

(৩৬৪) পশুপক্ষীর অন্তঃকরণে উক্ত ভক্তিভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, ভক্তির নিম্নস্তরে স্থিত অনুরাগ এবং ভালবাসার পরিচয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনেক পশুপক্ষিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার মূল উৎস হইতে তিনটি ধারা নির্গত হইয়াছে। ঊর্দ্ধমুখি ধারার নাম "ভক্তি"। সমতল অবস্থাতে প্রবাহিত ধারার নাম "ভালবাসা" "প্রেম", "প্রীতি" ইত্যাদি। নিম্নমুখি ধারার নাম "স্নেহ"।

৩১৪ সংখ্যক শ্লোকে "কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান কর" বলিয়া দেবতাগণ দেবীচণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোকের "কান্তি" শব্দের অর্থ প্রদান সময়ে নাগোজী ভট্ট এবং তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকাকার উভয়েই লিখিয়াছেন "কান্তিঃ শোভা"। দেবীভাষ্যকার, "কান্তি" শব্দের শোভা অর্থের অতিরিক্ত আর একটি অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—"কান্তিঃ কাম ইতি বা। সা চ মুমুক্ষারূপা সাত্ত্বিকী, অপ্রতিষিদ্ধপার্থিববিষয়কামনা রাজসী, প্রতিষিদ্ধ কামনা তামসী।" কামনা অপেক্ষা শোভা অর্থদ্বারা এই শ্লোকের "কান্তি" শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এজন্য এখানে শোভা অর্থ ই গ্রহণযোগ্য। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, শোভা এবং কান্তি এক অর্থবোধক শব্দরূপে সকল স্থানে ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে,—"সরোবরে পদ্মফুল শোভা পাইতেছে"; এই স্থলে "সরোবরে পদ্মফুল কান্তি পাইতেছে" বলা হয় না। "স্বর্ণচূড়া স্থাপনদ্বারা মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে" এস্থলে "স্বর্ণচূড়া স্থাপনদ্বারা মন্দিরের কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে" এমন কথা কেহ বলেন না। "এই তপস্বীর মুখমণ্ডলে তপঃকান্তি প্রকাশ পাইতেছে," "এই যুবতীর দেহে যৌবনের কান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে" ইত্যাদি শব্দ বিন্যাসদ্বারা "কান্তি" শব্দ সচরাচর কিরূপ স্থলে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা দেখা যাইতেছে। কেবল সচেতন দেহের কমনীয়তা জ্ঞাপন জন্য "কান্তি" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তাহা হইলে কান্তিরূপা দেবীচণ্ডিকা সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন এমন কথা বলা যায় কিরূপে? এ কথার উত্তর এই যে, যে চৈতন্যময়ী চণ্ডিকা দেবী বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুতেই চৈতন্য ঢালিয়া দিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাঁহার কান্তিরূপা মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া সর্ব্ব বস্তুর অঙ্গে কমনীয়তা মাখাইয়া রাখিতে না পারিবেন কেন? চৈতন্যের ন্যায় কান্তিও বিশ্বব্যাপী হইয়া কোন বস্তুতে অস্ফুট কোন বস্তুতে পরিস্ফুট ভাবে থাকিতে পারে এবং তাহাই থাকে, এইরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা" শ্লোকের ব্যাপক অর্থ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি।

দেবী চণ্ডিকা সুখশান্তিদাত্রী লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা রহিয়াছেন দেখিয়া, দেবতা-গণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। ৩১৫ সংখ্যক শ্লোকে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আরও অনেক স্থানে দেবী চণ্ডিকাকে লক্ষ্মীরূপা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক লক্ষ্মীরূপা বলিয়া দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তুতি করা হইয়াছে, তাহার

উল্লেখ ৭৯ এবং ২২২ সংখ্যক শ্লোকে রহিয়াছে। এই সকল স্থানের শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা সময়ে, দেবীর লক্ষ্মী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণোক্ত অনেক কথার আলোচনা করা হইয়াছে; এজন্য এস্থানে ঐ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া, পৃথিবীর নানা দেশে, নানা মানব সমাজে এখনও তাঁহার বিশ্বব্যাপিকা নানামূর্ত্তির পূজা কি পদ্ধতিতে এবং কি প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ভয় প্রদর্শক কিম্বা শান্তিপ্রদ নানা ভাবের মূর্ত্তি বিশিষ্ট লক্ষ্মী দেবীর পূজার্চ্চনা এখনও হইয়া থাকে। কৃশ্চিয়ান ও মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বিগণ, "পৌত্তলিকতাকে" প্রশ্রয় দান করিতে নাই বলিয়া আদৌ কোনরূপ মূর্ত্তি পূজা করেন না, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মী পূজা সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। কারণ, প্রকাশ্য ভাবে হউক বা সঙ্গোপনে হউক, এখনও লক্ষ্মীদেবীর পূজা কেবল কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণ মধ্যে নহে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে (৩৬৫)। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ নানা দেশের নানাবিধ

(৩৬৫) মাদ্রাজের কতগুলি কৃশ্চিয়ান অধিবাসীকে এক সময়ে মাত্বরা মহালক্ষ্মী মন্দিরের দ্বারে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে দেখিয়া তথাকার কোন পাদ্রী সাহেব অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাহারা জোড় হস্তে তাহাকে বলিয়াছিল—"মা লক্ষ্মীকে বছরে একবার একটু দুধ না দিলে মা লক্ষ্মী আমাদিগকে গোলাভরা ধান দিবেন কেন? বলত সাহেব! আমরা বাঁচিব কি খাইয়া?" পৃথিবীর সকল দেশের নর নারী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। কেবল নর নারী কেন, জীবজন্তু সকলেরই দেহ রক্ষার জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সাধনে সমর্থা বলিয়াই লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বস্থানে এত সমাদর। খাদ্য বস্তুর অভাব পূরণ করিতে সমর্থা বলিয়া যেমন মাদ্রাজের একদল কৃশ্চিয়ানকে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরদ্বারে পূজা করিতে দেখা গিয়াছে, সেইরূপ একই কারণে জারমেনীর কৃশ্চিয়ান কৃষকগণকেও শস্যমাতৃকা দেবীকে এখনও ভক্তি করিতে দেখা যায়।

মাদ্রাজের "দেশী কৃশ্চিয়ান"গণের লক্ষ্মী ভক্তির আরও বিচিত্র অনেক কাহিনী আছে। গ্রন্থের আকার বৃদ্ধির আশঙ্কাতে সে সকল প্রদানের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া, এই কাশীধামের বহুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার ইতিহাস নিম্নে দিতেছি। এই কাশীধামে, এই মহামণ্ডল প্রেসে—যেখানে অদ্য এই চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ ছাপা হইতেছে,—এই প্রেস যখন "মেডিকেল হল্ প্রেস" নামে ডাক্তার লাজারাস্ হস্তে ছিল এবং যখন প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ বাইবেল এই প্রেসে ছাপা হইত, সেই সময়ে দিওয়ালি উৎসব দিনে ছাপাখানার প্রেসম্যান এবং কম্পোজিটরগণ, প্রেসে সিন্দুর ফোটা এবং ধানদূর্ব্বা দিয়া পূজা করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া বৃদ্ধ লাজারাস্ সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মচারিগণকে অর্থ দণ্ড করিতে উপস্থিত হইলে, কাশীর অধিবাসী কৃশ্চিয়ান প্রেসম্যান এবং কম্পোজিটরগণ লাজারাস্ সাহেবকে বলিয়াছিল—"লক্ষ্মী মার পূজা করিয়া সিন্দুর ধানদূর্ব্বা প্রেসে দিলে প্রেসের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে, আমরা এই জন্য লক্ষ্মী মার পূজা করিয়াছি, আমরা অন্যায় কার্য্য করি নাই।" প্রেসের আয় বৃদ্ধির কথাতেই বোধ হয় আনন্দিত হইয়া, বৃদ্ধ লাজারাস্ সাহেব প্রেসম্যানের হাতে লক্ষ্মীমাতার লাড়ু ভোগের খরচ একটি টাকা সমর্পন করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দিওয়ালি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে ইজিপ্ট, এসেরিয়া, বেবিলোনীয়া প্রভৃতি দেশে যে লক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাহার সাক্ষ্য ঐ সকল দেশের ভগ্নাবশিষ্ট দেব

উৎসব দিনে এই প্রেসে লক্ষ্মী পূজা হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে ভারতের নানা স্থানে, জাহাজের শিরোদেশে. রেলের ইঞ্জিনে, কল কারখানার ঘরে, নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণদ্বারা এখনও সময়ে সময়ে ধান, দূর্ব্বা ও পুষ্পমালাদ্বারা লক্ষ্মী মাতার পূজা হইতে দেখা যায়।

পশ্চিম ভারতে, গুজরাটে এবং রাজপুতনাতে, যে স্থানে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ধনী বনিক্ অধিক বাস করেন, সে সকল স্থানে আজিও কি ভাবে তাঁহাদের গৃহে দিওয়ালি উৎসব দিনে লক্ষ্মীদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়, প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখিকা মিসেস্ মার্গ্রেট ষ্টিভেন্সন্ রচিত The HEART of JAINISM গ্রন্থ হইতে নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাইতে পারিবে—

"Curiously enough Divali, the next great holy day of the Jaina, is really a Hindu festival in honor of Laksmi, the goddess of wealth. All through our studies, however, we have seen the great influence that Hinduism has exerted on Jainism, and here it pressed a mercantile community at its weakest Point, its love of money ; naturally enough such a community was not willing to omit any thing that could propitiate one who mi ght conceivably have the bestowal of wealth in her power."

উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইবে, দীপালী বা দীবালী উৎসব দিনে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ কালী পূজা হইয়া থাকে, পশ্চিম ভারতে সেইরূপ লক্ষ্মী পূজা হয়। জৈনগণ কি প্রণালীতে এই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—

"A Brahman is called who writes *Sri* (ie. Laksmi) on the account-book over and over again in such a way as to form a pyramid. The priest Performs *Laksmi Puja*, the oldest obtainable rupee and a leaf of a creeper being placed on an account-book and also a little heap of rice, pan, betel-nut and turmeric and infront of it, a small lamp filled with burning camphor."

পশ্চিম ভারতের জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে বা দীবালী উৎসব সময়ে এখন যেরূপ উপবাস এবং দেবী পূজাদি করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে তেমনি ঐ সময়ে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা করা হইত। এখন কেহ কেহ লক্ষ্মী পূজাও করেন. কেহ কেহ ঐ সময়ে দীপান্বিতা কালী পূজাও করিয়া থাকেন। প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথি তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং। দীপবৃক্ষাস্তথাকার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি॥

* * * দীপমালাপরিক্ষিপ্তে প্রদোষে তদনন্তরং॥"

জৈনগণ কার্ত্তিকী লক্ষ্মী পূর্ণিমাতেও উপবাস এবং দেবী পূজা করিয়া থাকেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরে খোদিত লক্ষ্মী মূর্ত্তিতে এবং ঐ সকল দেশের পুরাতত্ত্ব গ্রন্থে প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের অসভ্য হার্‌বেন্ হইতে সুসভ্য জারমেন্ প্রভৃতি য়ুরোপের নানা দেশের সমুন্নত মানব সমাজের লোকাচার ঘটিত ইতিহাস গ্রন্থে এখনও যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

"Perhaps the full-moon fasts also bear witness of Hindu influence ; at any rate these days are carefully observed by the Jains."

জৈনদিগের ন্যায় পশ্চিম ভারতের পার্শীগণও হিন্দুদিগের অন্য দেবদেবীর প্রতি অতিশয় উপেক্ষা দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া ধন সম্পদ দাত্রী আশী-ভানগুহী দেবীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। এই দেবী সম্বন্ধে পণ্ডিত ইরবাদ সেরিয়াজি দাদাভাই ভারুচা কৃত—ZOROASTRIAN RELIGION and CUSTOMS গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ASHI-VANGUHI originally meant good orderliness leading to prosperity as the reward of good deeds. Incourse of time it came to mean the yazata presiding over it. The word being in the feminine gender, the yazata is also regarded as a female."

পার্শীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রী দেবতা আশী-ভানগুহী ভিন্ন তাঁহার সাহায্যকারী আরও দুই দেবতার নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের একের নাম স্পেনতা আরমাইতি, অন্যের নাম জেমহুদেও। ইঁহাদের এক জন পৃথিবীর সাধারণ মৃত্তিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্য জন শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহা জানিতে পারা যাইবে—

"The Ameshaspand and zazata are considered as presiding one on the cultivable fields and the other on the earth."

বহুকাল পূর্ব্বে যে পারস্য দেশ হইতে পার্শীগণ আসিয়া ভারতের পশ্চিম সাগর উপকূলে বাস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব কালের ধর্ম্মাচার এখনও ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেই পারস্য দেশেও এক সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইত। পারস্য দেশে মহম্মদের প্রবর্ত্তিত মুসলেম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে "মা" দেবীকে উপাসনা করা হইত, "মা" দেবী চন্দ্র মণ্ডলে অবস্থান করিতেন। তাঁহার সুমধুর রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীতে জীবের আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইত।

"Māh is the moon invoked beside the sun ; her light favours the growing of plants."

(ASIATIC MYTHOLOGY by Clement Huart)

ঐ গ্রন্থে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে—

"Every ten days she changes her shape ; she is now a youth, now a cow, now a horse ; in return for the sacrifices made to her she assures mankind numerous progeny, abundance of cattle and horses, and above all, the purification of the soul ; her weapon against the attack of the demons is the lightning."

পারস্য দেশের পুরাকালের এই সুখসৌভাগ্যশান্তিপ্রদায়িনী "মা" দেবীকে এদেশের পুরাণ বর্ণিতা মাতৃরূপা লক্ষ্মী দেবী বলিয়া চিন্তা করিতে বাধা কি ?

হইলেও লক্ষ্মীদেবীর পূজা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, ইহার প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায় (৩৬৬)। চীন, তাতার, তিব্বৎ ও জাপান প্রভৃতি যে সকল স্থানকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

---

(৩৬৬) প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া এবং য্যাসিরিয়া দেশের কৃষি কার্য্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্তা মহামাতৃকা দেবী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডনেল্ড এ ম্যাকেনজী তাহার কৃত MYTHS of BABYLONIA গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The worship of the Great Mother was the popular religion of this indigenous peoples of western Asia, including parts of Asia Minor, Egypt and southern and western Europe. It appears to have been closely associated with agricultural rites practised among representative communities of the Mediterranean race."

উদ্ধৃত অংশে লিখিত মহামাতৃকা দেবী স্বয়ং, কিম্বা তাঁহা হইতে উৎপন্না তাঁহার কন্যা Zerpanitu দেবী নামে খ্যাতা দেবী, এদেশের লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পুরাকালে ঐ সকল দেশে পূজিতা হইয়াছিলেন। ভগ্ন মন্দিরাদিতে এই দেবীর প্রতিকৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

In Germany the corn is very commonly personified under the name of Corn-mother. Thus in spring, when the corn waves in the wind, the peasants say, "There comes the Corn-mother." (THE GOLDEN BOUGH by Sir James G. Frazer F. R. S.)

প্রতি বৎসর শস্য কাটিয়া শস্য গৃহে তুলিবার সময়ে এখনও জারমেনীতে শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করিতে দেখা যায়। নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইবে এই রীতি এখনও কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী স্কটল্যাণ্ডের অনেক স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ব্যবহার আছে। যথা—

The Double Personification of the corn as Mother and Daughter :—Compared with the Corn-mother of Germany and the harvest maiden of Scotland, the Demeter and Persephone of Greece are late products of religious growth. Yet as members of Aryan family the Greeks must at one time or another have observed harvest customs like those which are still practised by Celts, and Teutons, and Slavs, and which, far beyond the limits of the Aryan world, have been practised by the Indians of Peru and many peoples of the East Indies, a sufficient proof that the ideas on which these customs rest are not confined to any race, but naturally suggest themselves to all untutored peoples engaged in agriculture."

(The Golden Bough)

রুসিয়া দেশেও শস্য কর্ত্তন শেষ হইলে এক গুচ্ছ শস্যাগ্র গৃহে স্থাপিতা দেবী সম্মুখে লইয়া যাইয়া এখনও সযত্নে রক্ষা করা হয়।

In parts of Russia the first sheaf is treated much in the same way that the last

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেশ বলিয়া আধুনিক ইংরাজি ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়, ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণ যে অদ্যাপি

sheaf is treated elsewhere. It is reaped by the mistress herself, taken home and set in the place of honcur near the holy pictures."

(The Golden Bough)

ফরাসি দেশের কোনও কোনও স্থানের কৃষকগণ, শস্য প্রদাত্রী মহামাতা দেবীকে রথে বা গাড়ীতে তুলিয়া ঘুরাইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

"Cybele in like manner was conceived as a goddess of fertility who could make or mar the fruits of the earth ; for the people of Augustedunum (Autun) in Gaul used to cart her imagae about in a waggon for the good of the fields and vine-yards, while they danced and sang before it, and we have seen that in Italy an unusually fine harvest was attributed to the recent arrival of the Great Mother. The bathing of the image of the goddess in a river may well have been a rain-charm to ensure an abundant supply of moisture for the crops.

(The Golden Bough)

ফরাসি দেশের অন্যান্য অনেক স্থানে যবমাতা, গমমাতা, ভুট্টামাতা ও রাইমাতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শস্য মাতৃকা দেবীর এখনও পূজার্চ্চনা করা হয়।

"*In France, also,* in the neighbourhood of Auxerre, the last sheaf goes by the name of the mother of the wheat, Mother of the Barley, Mother of Rya, or Mother of the Oats. They leave it standing in the field till the last waggon is about to wend homewards. Then they make a puppet out of it, dress it with clothes belonging to the farmar. and adorn it with a crown and a blue or white scarf."

যে পুস্তক হইতে উপরের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল, ঐ পুস্তকের এক স্থানে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, শস্যমাতাকে মহামাতাও বলা হয়।

"sometimes the last sheaf is called, not the corn-mother, but the harvest-mother or the Great Mother. In the province of Osnabruck, Hanover; it is called the harvest-mother it is made up in female form, and then the reapers dance about with it."

(The Golden Bough)

রুসিয়া দেশে এখনও কর্ত্তন করা শস্যগুচ্ছদ্বারা দেবী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে কৃষকনরনারীগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। বালগেরিয়াতে ঐরূপ দেবী মূর্ত্তিকে গ্রামে পরিক্রম করাইয়া নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

"In Russia also the last sheaf is often shaped and dressed as a woman, and carried with dance and song to the farm-house. Out of the last sheaf the Bulgarians make a doll which they call the corn-queen or corn-mother ; it is dressed in a woman's shirt, carried

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষার বিভিন্ন প্রকারের শব্দদ্বারা হইলেও মূলতঃ লক্ষ্মী দেবীর নাম লইয়া

round the village, and then thrown into the river in order to secure plenty of rain and dew for the next year's crop." (The Golden Bough)

য়ুরোপের নানা দেশের কৃষকেরা যেরূপ এখনও শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমেরিকার আদিম বাসীরাও শস্য মাতৃকার পূজা করে।

European peoples, ancient and modern, have not been singular in personifying the corn as a mother-goddess. The same simple idea has suggested itself to other agricultural races in distant parts of the world, and has been applied by them to other indigenous corals than barley and sheaf. If Europe has its wheat-mother and its Barley-mother, America has its Maize-mother and the East Indies their Rice-mother." (The Golden Bough)

পেরুভিয়ার অধিবাসীগণ কেবল "জারামামা" "কুইনামামা" "কোকামামা" "আকশেমামা" প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করেন না, তাঁহারা এই সকল মাতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

The Peruvians, we are told, believed all useful plants to be animated by a divine being who causes their growth. According to the particular plant, these divine beings were called the Maize-mother (Zara-mama), the Quinoa-mother (Quinoa-mama), the Coca-mother (Coca-mama), and the Potata-mother (Axo-mama). Figures of these divine mothers were made respectively of ears of maize and leaves of the quinoa and coca plants ; they were dressed in women's clothes and worshipped." (The Golden Bough)

সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসিগণও ধান্য মাতার পূজা করিয়া থাকেন।

"The corn-mother of European peasants has her match in the Rice-mother of the Minangkabauers of Sumatra."

জাবাদ্বীপের অধিবাসিগণ "শানিং-সারি"নামের দেবীকে ধান্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী এবং রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া পূজা করেন।

"Like the Javaneese they think that the rice is under special guardianship of a female spirit called Saning Sari, who is conceived as so closely knit with the plant that the rice often goes by her name, as with the Romans the corn might be called Ceres." (The Golden Bough)

ধান্যমাতৃকাদেবীর পূজা মন্ত্রের একটি অনুবাদও ঐ পুস্তকের একস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল -

"When the time comes to transplant the rice from the nursery to the field, the Rice-mother receives a special place either in the middle or in a corner of the field, and a prayer or charm is uttered as follows : Saning Sari, may a measure of rice come from a stolk of rice and basket-ful from a root ; may you be frightened neither by lightning nor by passers-by ! Sunshine make you glad ; with the storm may be at peace."

পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ ঐ সকল দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঘটিত সুযোগ্য ইংরেজ এবং ফরাসী লেখকগণের লিখিত অনেক গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে (৩৬৭)।

---

(৩৬৭) জাপানের অধিবাসীরা এখনও লক্ষ্মীদেবীস্থানীয়া সুখসৌভাগ্যদায়িনী সাতটি দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, তাহাদের কয়েকটির নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।—দেবী হুকু-রোকু-যুই, ইনি মানুষকে জ্ঞান বিষয়ক সৌভাগ্য দান করেন! দেবী এবাইষু, ইনি উত্তম আহার্য্য বস্তু দান করেন। দেবী বেন্‌টেন্, ইনি সৌন্দর্য্য বা কান্তি দান করেন। দেবী দায়াকোকু, ইনি অর্থ সম্পদ দান করেন। দেবী জুরোজিন, ইনি দীর্ঘায়ু দান করেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের দেবস্তুতির মধ্যে বৃদ্ধি, বৃত্তি, মেধা, কান্তি, শান্তি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি পরমা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবরোধক যে সকল নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানে অন্য নামে পরিচিতা হইলেও, এখনও ঐ সকল দেবীকেই লক্ষ্মীর ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে পূজা করা হইয়া থাকে। THE LEGENDS of the FAR EAST গ্রন্থের রচয়িতা BERTHALVM জাপানের লক্ষ্মীরূপা এই সকল দেবীর নাম ও কার্য্যের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন,—

"They each have in their power to grant happiness and contentment to every human being, to bestow food, clothes, treasures, gold, jewels, and all precious things."

জাপানের সপ্ত লক্ষ্মীদেবীর একজন ভিন্ন অপর ছয়ের অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে ঈষদ্ হাস্য যুক্ত রূপ বর্ণনা ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The faces of the six are exactly alike, all smiling the same faint smile with half-closed eyes"

অনেক জাপানির ধারণা বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবী আসিয়া জাপানে অবস্থান করিতেছেন। সে দেশ হইতেও লক্ষ্মী দেবী যে এখন অন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন এরূপ মনে করিবার প্রচুর কারণ আছে। নব্য জাপানে দিন দিন লক্ষ্মী পূজা সংক্রান্ত দেশ ব্যাপী প্রাচীন উৎসবানন্দ সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া রচয়িতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"Is there not some one wise enough to understand the decay of things beautiful and the ugliness of things now, to harmonize the whole and bring the EAST look to its own ? * * * * * * * * * *

The great brooding soul of Asia can still lead her people if they will return to their old ideals."

রচয়িতার মর্ম্মস্পর্শী এই উক্তিটি নব্য জাপানের পক্ষে যদি লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে এক স্থানে একবার প্রযোজ্য হইতে পারে, তাহা হইলে, বলিতে বাধা নাই, নব্য ভারতের পক্ষে শতস্থানে শতবিষয়ে শতবার প্রয়োগ করিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না।

জাপানের ন্যায় কৃষি কার্য্যের অধিশ্বরী মহামাতৃকা দেবীকে প্রাচীন গ্রীসে "লমিয়া" দেবী নামে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে যে পূজা করা হইত তাহার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই সকল অবস্থা প্রতি প্রণিধান করিলে, একটি বিষয় অতি সহজে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর সকল দেশেই উচ্চজ্ঞান মার্গের পথিক সংখ্যা অতিশয় অল্প। তাঁহাদের কথা

"The peasants of Greece at the present day remember Lamia, the "Queen of Libya", who was loved by Zeus."

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE BY Donald. A. Mackenzie)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী মন্তব্যে লিখিত গ্রীসের যে "লমিয়া" দেবীকে এখনও ঐ দেশের কৃষকগণ সম্মান করিয়া থাকেন, সেই লমিয়া দেবীকে এদেশের লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া গ্রীসের ধন ধান্য সম্পৎ প্রদায়িনী দেবী বলা যাইতে পারে। এখানে "লমিয়া" দেবীর প্রেমাস্পদ যে "জিউস" দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি রোমানদিগের "জুপিতার" দেবতার ন্যায় স্বর্গের পিতা অর্থাৎ বিষ্ণু স্থানীয় দেবতা বিশেষ। লমিয়া দেবীর কথা গ্রীসের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে। জাপানের ন্যায় গ্রীস দেশেও লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া বিশ্বপালন কারিণী মাতৃকাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীসের নিকটবর্ত্তী ক্রিতানদ্বীপের অধিবাসীগণ এক সময়ে "মহা মা" দেবী বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উপরি উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The Cretan Great Mother was evidently the goddess of the Neolithic folk who adopted the agricultural mode of life and kept domesticated animals. She was the earth mother and the corn mother and the protector and multiplier of flocks and herds."

এ দেশের দুর্গাদেবীর বাহন সিংহের ন্যায়, ক্রিতানদ্বীপের "মহা মা" দেবীর বাহনরূপেও যে সিংহ সদা তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে—

"She had evidently existence before Osiris tought his people how to sow grain and cultivate fruit trees. When we find her guarded by lions it becomes evident that she was the dreaded being who had to be propitiated, like Black Annis of Leicester."

(MYTHS of CRETE)

গ্রীসের লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া সুখ সৌভাগ্যদায়িনী আর এক দেবীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার নাম "দিমেতের" (Demeter)। ইঁহার সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The specialized form of the goddess most closely associated with crops was Demeter, Meter signified "mother," but the meaning of the prefix is uncertain." * * *

"It was chiefly, however, as a provider of the food supply that Demeter was addressed. She was asked for gifts of cattle and corn and fruit, and bulls and cows were sacrificed to her." * * * * * * * *

"Herodotus, referring to the festival at Busiris, in the Delta, says that "it is in

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ত্যাগ করিয়া, সকল দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের সম্বন্ধে এরূপ বলিতে বাধা নাই যে, সকল দেশের লোকেই কেবল সাংসারিক সুখ সম্পদ পাইতে চাহে। অনেকের পক্ষে কেবল নিজের

---

honour of Isis, who is called in the Greek tongue Demeter." "Apparently there were strong resemblances between the mysteries of Isis and those of Demeter." * * *

"In India the story of Sita, who was an incarnation of Lakshmi, is suggestive in this connection."

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE By Donald-A-Mackenzie.)

এদেশের সীতাদেবীর সহিত গ্রীসের দিমেতের দেবীর নাম এই গ্রন্থে কেন সংযুক্ত করা হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইয়া ঐ গ্রন্থের পর পৃষ্ঠাতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত আবিষ্কৃত একটি নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"In the ancient hymns of the Rig Veda, says Romesh. C. Dutt, "Sita is simply the goddess of the field furrow which bears crops for men."

প্রাচীন রোমে সৌভাগ্যদাত্রী "ফরছ্ দেবী"র অতিশয় সমাদর ছিল। "ফরছ্ দেবী"র নাম পরবর্ত্তী কালে "ফরচুনা দেবী" হইয়াছিল। ফরচুনা দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে দেখা যায়, তিনি শিশু জুপিতারকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন দুগ্ধ পান করাইতেছেন।

"Fortuna was represented as holding Jupiter and Juno on her lap and giving the breast to the young Jupiter." (NATURAL RELIGION by Max Muller)

উদ্ধৃত ইংরাজিতে যে জুপিতার দেবের উল্লেখ আছে প্রাচীন ইটালীর ভাষাতে তাহার অর্থ "জু" = স্বর্গ, "পিতার" = পিতা। অর্থাৎ স্বর্গের পিতা বা সৃষ্টি কর্ত্তা। এই কারণে আমাদের দেশের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু ভাববোধক রোমের প্রধান দেবতা ইঁহাকে বলা যাইতে পারে। এখনও ঐ দেশের স্থানে স্থানে "ফরচুনা দেবীর" মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষার fortune (সৌভাগ্য) শব্দ এই ফরচুনা দেবী হইতেই সমুদ্ভুত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে—

"Fortuna had one temple near the Circus Maximus, another in the Campus Martius, and her own festival on the 30th of July. This Fortuna Huiusce Diei was very much what we should call the goddess of Good Morning. There was likewise a Fortuna Virgo, reminding us of the Feronia as Juno Virgo, and her festival fell on the same day as that of the Mater Matuta,"

উদ্ধৃত ইংরাজীতে রোমের সৌভাগ্যদায়িনী ফরচুনা দেবীকে "মাতৃ" এবং "মাতু" এবং "দেয়ী" প্রভৃতি শব্দে ঐ দেশে বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে কি ভাবে উল্লেখ করা হইত তাহা এখানে লিখিত হইয়াছে। ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চেষ্টার বলে অনেক সময় সুখ সম্পদ আয়ত্ত করিবার প্রধান উপকরণ যে অর্থ, তাহা তাঁহাদের প্রয়োজন মত অর্জ্জন করা সুকঠিন হয়। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন ধান্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে উপরের

প্রচীনকালের ইজিপ্ট, এসেরিয়া, রোম ও গ্রীস প্রভৃতি দেশের জন সাধারণ মধ্যে এবং বর্ত্তমান সময়ের য়ুরোপের কৃষকাদি নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসিগণ মধ্যে নাম ভেদে এবং মূর্ত্তিভেদে সৌভাগ্য দায়িনী (লক্ষ্মী) দেবীর পূজা প্রচলিত আছে দেখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"This conservative religious instinct of the agricultural populations is not confined to the inhabitants of the British Islands. The modern Greeks still believe in nereids, in lamias, in sirens, and in Charon, the dark ferryman of Hades. The descendants of the Romans and Etruscans hold that the old Etruscan gods and the Roman Deities of the woods and fields still live in the world as spirits."

পূর্ব্বকালের অধিবাসীদের ন্যায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা এখন না করিলেও এখনও য়ুরোপের বহুতর স্থানে প্রস্তর খণ্ডে যে ঐ দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে প্রচুর পাওয়া যাইতেছে,—

"It sounds incredible ; but there is ample evidence of the worship of fetish stones by quite modern inhabitants of our islands, The Clan Chattan kept such a stone in the Isle of Arran ; it was believed, like the stone of Inniskea, to be able to cure diseases, and was kept carefully "wrapped up in fair linen cloth and about that there was a piece of woolen cloth." (CELTIC MYTH & LEGEND By Charles Squire)

MYTH & LEGEND গ্রন্থে কৃষিকার্য্যের অধিশ্বরী মহামাতৃকা দেবীকে গ্রীসে "মা" দেবী নামে এবং অন্যান্য দেশে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে যে পূজা করা হইত, তাহার এইরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে—

The great mother goddess was worshipped from the earliest times, and she bore various local names. At comna in Pontus she was known to the Greeks as Ma, a name which may have been as old as that of the Sumerian Mama (the creatrix), or Mantum (goddess of destiny) ; in America she was Anaitusx, in Cilicia she was Ate (Atheh of Tarsus) ; while in Phrygia she was best known as Cybele, mother of Attis, who links with Ishter as mother and wife of Tammuz, Aphrodite as mother and wife of Adonis, and Isis as mother and wife of Osiris.

দেবী পরমাশক্তিকে যেমন এদেশে কখনও কোনও কার্য্য ক্ষেত্রে মহাদেবের মাতৃরূপে আবার কখনও কোন স্থানে তাঁহার স্ত্রী রূপে স্তুতি করা হইয়াছে সেইরূপ প্রাচীন ইজিপ্টে লক্ষ্মীরূপা আইসিস্ দেবীকে কখনও ওসিরিস্ দেবের মাতৃরূপে কখনও বা তাঁহার স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে এইরূপে বর্ণিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কোন এক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পিতৃ ভাবাপন্ন দেবতা অপেক্ষা মাতৃ ভাবাপন্ন দেবতার নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সহজে পাইবার সম্ভাবনা অধিক। ইহা মনে করিয়া

নাই। প্রাচীন ইজিপ্টের অসংখ্য মন্দিরে অসংখ্য ভাবের আইসিস্ দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান সংকীর্ণতার জন্য ঐ সকল দেবী মূর্ত্তির বর্ণনা ত্যাগকরিয়া ভারতের নিকটবর্ত্তী জাবাদ্বীপে পূজিতা "শ্রী" বা লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Sri, or Lakshmi, Vishnu's sakti, is much more popular ; her cult is, besides, independent of that of the god. Originally the goddess of Glory and Prosperity, in Java she speedily became the special divinity of rice, which forms the staple food of the natives. Sri, the Javanese Ceres, holds in her left hand an ear of rice, and with the right makes the gesture of charity. We sometimes see Lakshmi receiving a sprinkling from two kneeling elephants." (ASIATIC MYTHOLOGY)

জাবাদ্বীপে কেবল "শ্রী" নামেই যে লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করা হয় তাহা নহে, দেবীর মূর্ত্তিও এদেশে প্রচলিত কমলা মূর্ত্তির আদর্শে নির্ম্মাণ করা হয়। উদ্ধৃত ইংরাজি হইতে তাহা পরিস্কার দেখা যাইতেছে।

ঐ গ্রন্থের অন্য স্থানে জাবাদ্বীপে লক্ষ্মী পূজার মন্দিরকে "চণ্ডীস্থান" বলা হইয়া থাকে জানা যাইতেছে। যথা—

"In Javanese art monuments are called Chandis : the word originally meant a commemorative building. It may have been derived from one of the surnames of Durga, for that goddess is closely linked with the cult of the dead." (ASIATIC MYTHOLOGY)

বাঙ্গালাদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে "চণ্ডীমণ্ডপ" আছে, কেহ চণ্ডীমণ্ডপ কেহ কেহ ইহাকে "দুর্গামণ্ডপ" বলিয়া থাকেন, কেহবা "দুর্গাদালান" বলিয়া থাকেন।

ভারতের দক্ষিণে জাবাদ্বীপে যেমন অদ্যাপি শ্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে, ভারতের উত্তরে হিমালয়ের অপর পার্শ্বে তিব্বতদেশেও সেইরূপ "শ্রী" দেবীর পূজা এখনও হইতে দেখা যায়। সেখানে কেহ শ্রী দেবী বলেন কেহ লামা দেবীও বলিয়া থাকেন।

"Sridevi in Thibetan Lha-mo, or Dpa-ldan Lha-mo. This goddess is regarded as the protectress of the two great lamas of Lha-sa and Tashillunpo."

(ASIATIC MYTHOLOGY)

তিব্বতদেশে "শ্রী" দেবী নাম যুক্ত অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্বদেবের সহিত একাসনে স্থিতা শ্রী দেবীকে তাঁহার পত্নীরূপে অনেক দেব মন্দিরেও পূজা করা হইয়া থাকে। কেবল তিব্বতে নহে নেপাল, ভুটান প্রভৃতি হিমালয়ের অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশেও স্ত্রী সহ বুদ্ধ মূর্ত্তির পূজা করা হইয়া থাকে। এই স্ত্রী মূর্ত্তিকে কোন স্থানে "শ্রীদেবী" বলা হয়, কোন স্থানে "তারাদেবী বলা হয়।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এদেশের লোকে পিতৃরূপ বিষ্ণুদেব অপেক্ষা মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবীর নিকটে ধনধান্য, সম্পদ্সৌভাগ্য ইত্যাদি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে বহু পুরাকাল হইতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য

"Each of the great deities is supposed to possess a female counterpart or Consort who embodies his power of granting prayers and effecting favours for his worshippers. The later forms of Buddhism have recognised the same idea with reference to their Bodhisatvas, each of whom is provided with a spouse." (HOLY HIMALAYA by E. S. Oakley)

তিব্বত দেশের বৌদ্ধগণের উপাস্যা তারাদেবীর কার্য্য ভেদে প্রধানত রক্ত, শ্বেত, নীল ও সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট চারি প্রকারের মূর্ত্তি তিব্বত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The green Tara is seated on a throne ; her left foot hangs carelessly down ; the lowered right hand makes the gesture of charity and holds a branch of lotus. * * *

The white Tara equipped with the same attributes (lotus) as the green Tara. The white Tara is seated in the oriental fashion ; she has the forehead eye."

উপরি উক্ত গ্রন্থে তিব্বত দেশের একুস প্রকারের তারা মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এক হস্তে বরদান বা অভয় দানের ভাব, অন্য হস্তে পদ্মপুষ্প এবং ত্রিনেত্র যুক্তা তারা মূর্ত্তির বর্ণনা দৃষ্টে তিব্বত দেশীয় তারাদেবীকে এদেশের লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর এবং ভাবান্তর ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। এদেশের অনেক তন্ত্রেও লক্ষ্মীদেবীর সপ্তদশ মূর্ত্তিতে পূজা করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা। তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা কান্তির্মেধা বিদ্যা রমা শ্রুতিঃ॥

হরিপ্রিয়া তথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ। এতাভিঃ সপ্তদশভি লক্ষ্মীর্বীজাদিনার্চ্চয়েৎ॥" (স্কন্দপুরাণ লক্ষ্মীচরিত্র)

এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মীদেবীর আরও চারিটি নাম ও মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। যথা—ঈশ্বরী, চঞ্চলা, সম্পৎ ও বিভূতি।

প্রধানতারা ভিন্ন তিব্বতের একুশ সহচরী তারাদেবী সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"These twenty-one Taras are frequently represented in the paintings, and usually surround a gold coloured Tara of somewhat languid beauty."

চীন দেশের লক্ষ্মী স্থানীয়া দেবী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"The worship of the Empress of Heaven sprang up suddenly at the end of the eleventh century and developed swiftly in the course of the next. According to an inscription set up to her glory in 1228 in her temple at Hangchow, a supernatural light appeared in the night above the coast of Mei-chou, and the inhabitants all dreamed together that a girl said to them: "I am the goddess of Mei-chou, I must be given a dwelling here !" In consequence of this miracle they raised a temple to her on the edge of the sea."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেশের স্ত্রী পুরুষেও এই বিষয়ে সেইরূপ অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ, হিন্দুর উপাস্য অন্য দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াও কেবল লক্ষ্মীদেবীর

উল্লিখিত দেবীর দুর্ভিক্ষ দমনাদি ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম, প্রতিপত্তি এবং উপাসকের সংখ্যা চীন দেশে কি ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থ হইতে তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"She showed herself particularly helpful in the droughts of 1187 and 1190, and besides, she helped on several occasions in the capture of sea-pirates, so that in 1192 she was exalted in rank, and her title of Princess (Fu-jen) was changed to that of Qween (Fei) and some years later (1198) this again was altered to Holy Qween (Sheng Fei) In 1278 the Mongol Emperor Kublai Khan gave her the title of Qween of Heaven, with twelve honorific character."

ক্রমে চিন এবং জাপান দেশবাসী জন সাধারণ মধ্যে এই দেবীর উপাসকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সাধারণ লোকে ধান্যের অধিশ্বরী দেবী বলিয়া ইঁহাকে পূজা করিত এবং ইঁহার অর্চনা জন্য অনেক স্থানে অনেক দেব মন্দির নির্ম্মান করা হইয়াছিল—

"Temples dedicated to the rice-god are exceedingly numerous. The principal temple erected in his honour is at Fushimi, near Kyoto. It is characterized by a great number of gates (totii) painted red. A round stone is placed in front of the temple. This is the shintai (residence or the god)." (ASIATIC MYTHOLOGY)

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীন দেশে এই দেবী পরবর্ত্তীকালে "পবিত্রা মাতৃকাদেবী" বলিয়া প্রপূজিতা হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ হইতে এই মাতৃকা দেবীর নারী রক্ষা ও শিশু সন্তান রক্ষা সাধন কার্য্য শক্তি সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The cult of this goddess is very popular throughout the whole of China, where she is the protectress of women and children; indeed, it is she who gives children and presides generally over childbirth." * * * * * * *

"Her cult is ancient, and we can trace her legend back to about the Hun Period."

চীন দেশের ঐলক্ষ্মী রূপা মহা মাতৃকাদেবীর পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"A devotee, after due preparation—only taking a Lenten meal in the morning—that is to say, with neither meat nor fish, nor seasoning of garlic or onion, nor wine—then rinsing the mouth, which is one of the most important Taoist purifications and obligatory before every prayer, betakes herself to the Temple of the Lady. She prostrates herself

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পূজাকে এখনও হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চীন জাপানের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অদ্যাপি লক্ষ্মী পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। কৃশ্চিয়ান হইয়াও ঐরূপ লক্ষ্মী পূজাকে

---

before the altar on which is the statue of the Holy mother between her two assistants, burns incense and silver paper, then prostrates herself anew, making a prayer somewhat in this manner: "O Lady ! have pity upon us, wretched childless ones !"

(ASIATIC MYTHOLOGY)

এ দেশের লক্ষ্মী পূজা পদ্ধতির সহিত চীন দেশের মহামাতা লক্ষ্মীর পূজা পদ্ধতির কত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরি উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে জানা যাইতে পারে।

চিন দেশের এই মহামাতা দেবীর দুই পার্শ্বচরীর কার্য্য পরিচয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"Kuan-yin to great extent plays the same role as the Holy Mother, except, perhaps, as regards accouchement."

চীন দেশে কৌন-ইন দেবী ক্রমে লক্ষ্মীদেবীর কার্য্যাধিকার গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া হইয়া এখন চীন দেশে পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন—

"Kuan-yin, a feminine form of Tantric origin ; in fact, it is the Chinese name of the mild aspect of Tara whom the Thibetans commonly call the white Tara, but whose sanskrit name of Pandarvasini (clad in chite) the Chinese have translated with literal exactness. She is represented as clad in a white dress, holding a white lotus flower, to symbolize the pureness of the heart that, having uttered the vow to become Buddha, remains unalterably steadfast to its vow."

গ্রন্থকারের উপরে উদ্ধৃত ইংরাজি উক্তি হইতে জ না যাইতেছে কৌন-ইন দেবী বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীনদেশের অধিবাসিগণ, তাঁহাদের উপাস্যা লক্ষ্মীদেবী বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন না জানিলে তাঁহাকে নিজের দেবতা জ্ঞান করিবেন কিরূপে ? কাজেই চীনদেশের লক্ষ্মীদেবীকে চীনদেশীয় কৌন-ইন্ নাম গ্রহণ এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিতে দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই নাই। বিশেষত যে চীন দেশে বুদ্ধদেবকে মহাকাল মনে করা হয়, যে চীন দেশে দেবী লক্ষ্মীকে বুদ্ধদেবের পত্নী জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়, সেই দেশে লক্ষ্মীদেবী বৌদ্ধ হইয়াছেন বলিলে কোনই অসঙ্গত বা অন্যায় হয় না। চীন দেশের লক্ষ্মীদেবী চীন দেশের লোকের প্রয়োজনানুসারে, ক্রমে তাঁহার স্ত্রী মূর্ত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষ মূর্ত্তিতে এবং স্ত্রী মূর্ত্তিতে নানা স্থানে নানা ভাবে এখন প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন। এখন চীন দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের ভাণ্ডার বা গোলা ঘরের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী, শয়ন ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবী, শস্য ক্ষেত্রের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা আর এক দেবতা, ফল বৃক্ষের রক্ষা কর্ত্তা আর এক দেবতা, এই ভাবে অসংখ্য কার্য্যে অসংখ্য মূর্ত্তিতে অসংখ্য দেবদেবী চীন দেশীয় নরনারীর সুখ ও সৌভাগ্য বিধান জন্য চীন দেশ ময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সাধারণত স্ত্রী ভাবাপন্ন চীন দেশের লক্ষ্মীদেবী ঐ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করেন আর পুরুষ ভাবাপন্ন লক্ষ্মীদেব চীন

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

য়ুরোপের অনেক দেশের লোকে অদ্যাপি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীতে সকল দেশের সকল লোকের ধনধান্যের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত অধিক, তখন এই সদা প্রয়োজনীয় ধনধ ন্যের জন্য,

---

দেশের পুরুষ অধিবাসিগণকে রক্ষা করেন। এতৎ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থ লেখকের উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The god of Hearth and his wife each keep a register in which they enter all the actions of the household ; he concerns himself with the men and she with the women."

একই লক্ষ্মীদেবী নানা ভাবে নানা নামে নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানে যে একই সময়ে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের লক্ষ্মীদেবী সংক্রান্ত বর্ণনা মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা। বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা রমা॥
বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা। প্রেম্না সা চ প্রধানা চ সর্ব্বাসু রমণীসু চ॥
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী। পাতালেষু চ মর্ত্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া। সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী। ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ॥
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা। বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ। সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ॥
প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ। মানিক্যেষু চ মুক্তাসু চ মাল্যেষু চ মনোহরা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

চীনের অতি নিকট প্রতিবাসী জাপান দেশের উপাস্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত চীনদেশের লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি প্রকৃতির যতটুকু সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, এদেশের পুরাণোক্ত লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি প্রকৃতির সহিত জাপানের লক্ষ্মীদেবীর তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

জাপানের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ফুজির শিখরদেশে সামা মন্দিরস্থিত প্রাচীন যে মূর্ত্তিকে সে দেশের লোকে "কুজা কুমাউ-মহামায়ারী" বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার হস্তে পদ্ম পুষ্প ও তাঁহাকে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তির প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। এই সকল মূর্ত্তির এক হস্তে ধৃত পদ্মপুষ্পে অন্য হস্তে বরাভয়দানের ভাবে ও পদ্মাসনে ইঁহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছে। কু-জাকু-মাউ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে এইরূপ জানিতে পারা যায়—

"According to the tradition of the esoteric sects this deity is a manifestation of Sakyamuni Kujaku-Myco protects from calamity and in times of drought is prayed to for rain."

জাপানের লক্ষ্মী মূর্ত্তির অপরূপ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে THE LEGEND OF THE FAR EAST গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

(পর পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)

ধনধান্য দা[illegible] কর্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে কোনও না কোনও নামে এবং কোনও না কোনও ভাবে সকল দেশের সকল অবস্থার স্ত্রী পুরুষই বিশ্ব সৃষ্টির উষাকাল হইতে উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এদেশে অতি পুরাকালে বেদের শ্রীসূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে ঋষিগণ শ্রীদেবীকে অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে অর্চ্চনা করিতেন, বেদের মন্ত্রেই তাহা ঘোষণা করিয়া দিতেছে। এই শ্রীসূক্তের মন্ত্রে দেবী লক্ষ্মীর নিকট কেবল ধনধান্যের জন্য প্রার্থনা করা হয় নাই, তুষ্টি, পুষ্টি, গবাদি পশু, সন্তান, কান্তি, আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও পরমজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় নানা উচ্চ বিষয়ের প্রার্থনাতে এই স্তুতির আদিঅন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে যখন পুরাণের প্রাধান্য হইয়াছিল, তখনও নানা পুরাণের

"The most beautiful figure among Japanese gods is the divinity who care for the souls of little children, consoles them in their place of unrest and save them from Demons." * * * * * * * * *

"Japanese iconography knows several forms of Aizen Myoo with two, four or six arms." * * * "Fudo Myoo,—is the most important of the five great Myoo." * * *

"Fugen is seated on a lotus upheld by one elephant or by several." * * *

"In the third right hand is a lotus flower. Aizen Myoo is seated cross legged on a red lotus flower." (ASIATIC MYTHOLOGY)

উপরি উদ্ধৃত ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মন্তব্যে দেখা যাইতেছে, জাপানের ধর্ম্মগ্রন্থে লক্ষ্মীকে কখনও দেবী কখনও বা দেবভাবে চিত্রিত করা হইলেও পঞ্চবিধ মাউ দেবতার সহিত লক্ষ্মীদেবীর কেবল মূর্ত্তিগত নহে কার্য্যগতও সমতা অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের কেহ জীবগণকে অমৃত বিতরণ করেন, কেহ অন্নদান করেন, কেহ অন্যবিধ কল্যাণ প্রদান করেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট ভাগে তিব্বত, চীন ও জাপানের নানা নামে পরিচিতা লক্ষ্মীস্থানীয়া দেবীর চিত্রের কয়েকখানা প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দেখিলে কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকারের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ এবং বর্ণনা ঘটিত ত্রুটিতে যে সকল বুঝিবার গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দুর হইতে পারে।

জাপান দেশীয় মাউ, ইনারি, তারা বা লক্ষ্মীদেবীর উপরি উদ্ধৃত রূপবর্ণনার সহিত "মৎস্যপুরাণে" লক্ষ্মীদেবীর যে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা করিলে কোনও কোনও স্থানে তাঁহাদের অসাধারণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মৎস্যপুরাণ হইতে লক্ষ্মীদেবীর রূপবর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"শ্রিয়ং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাম্। সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবম্॥

* * * * * *

[illegible]ভরণাং তদ্বৎ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্। নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীম্॥

পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ। পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা॥

করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ। প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥" (মৎস্যপুরাণ)

নানা স্থানে নানা ভাবে দেবমুখ নিঃসৃত লক্ষ্মীদেবীর স্তুতি গীতি সকল সন্নিবিষ্ট করিয়া সযত্নে তাহা রক্ষা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল দেশের লোকের মানসিক অবস্থা দিন দিন নিম্ন পথগামী হইয়া চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর নিকটে আমাদের প্রার্থনা করিবার বিষয় গুলিও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন কালের অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞ, দেব দেবীর পূজার্চ্চনা, সদাব্রত, অতিথি সেবা, গো সেবা, এ দেশের প্রায় সকল স্থানেই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্মীপূজা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সজীব রহিয়াছে। কার্ত্তিক মাসের লক্ষ্মীপূর্ণিমাদিনে কোনও না কোন ভাবে এখনও ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ্মীপূজা করা হইয়া থাকে। লক্ষ্মীদেবী অর্থবোধক "শ্রী" শব্দকে সংযোগ করিয়া নামের প্রথমে "শ্রীমান্" "শ্রীযুক্ত" কখনও বা কেবল "শ্রী" ইত্যাদি শুভকর শব্দ ব্যবহার করিবার প্রথা ভারতে সর্ব্বত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীধামে শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় ধুমধামে শ্রীদেবীর পূজা যদিও এখন আর করা হয় না, কিন্তু এখনও পাণ্ডা গণ সংগোপনে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযন্ত্রে শ্রীদেবীর পূজা ভোগ সম্পন্ন করিয়া সেই নিবেদিত অন্নপ্রসাদ জগন্নাথ দেবের ভোগান্ন সহিত সম্মিলিত করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া থাকেন (৩৬৮)। এই ভাবে লক্ষ্মীদেবীর সেবা পূজা কেবল ভারতবর্ষের অনেক স্থানের প্রাচীন মন্দিরে নহে, পরন্তু চীন, জাপান ও তিব্বতের বুদ্ধদেবের অনেক প্রাচীন মন্দিরেও হইয়া আসিতেছে। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যে কোন নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মতের প্রচার সঙ্গে সকল দেশেই সাধারণ লোকের আচার ব্যবহারের আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এরূপ হইয়া থাকিলেও শতসহস্র বৎসর যাবত পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আগত বহু পূর্ব্বকালের একটা বদ্ধমূল সংস্কারকে মানুষের অন্তঃকরণ হইতে হঠাৎ উঠাইয়া দিতে পারা সহজ নহে। বিশেষতঃ যে সকল দেব দেবী মৃত্যুর পরে মোক্ষ প্রদান করিতে কিম্বা ভবিষ্যৎ জন্মে স্বর্গাদি প্রদান করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগের অপেক্ষা যে সকল দেব দেবী ঋণের সংসারে অর্থদান, পিপাসিতের কণ্ঠে জল দান কিম্বা ক্ষুধিতের উদরে অন্নদান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেই সাধারণ লোকে অধিক ব্যাকুল হইয়া ডাকিয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র, অন্যান্য দেব দেবী অপেক্ষা, লক্ষ্মীদেবীর উপাসক এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উপকার করিতে সমর্থ জানিয়া যাঁহাকে উপাসনা করা

(৩৬৮) পুরীধামে কিরূপ সংগোপনে শ্রীযন্ত্রে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ পূজা সম্পন্ন করা হয়, ইহার শ্রীযুত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত "পুরীর মন্দির সম্বন্ধে গুটি কতক নূতন কথা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ঐ পুস্তক কাশীর প্রেসে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। (প্রকাশক)

হয়, তাঁহার মূর্ত্তি এবং তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধীয় কোনরূপ একটা ভাব মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া রহে। উপাসকের অন্তঃকরণের উন্নত অবনত অবস্থা অনুসারে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির এবং তাঁহার কার্য্যকরণ ক্ষমতাবোধের কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেক জীবকেই তাহার উপকারক অন্ন বস্ত্র দাতা দেবতার জন্য হৃদয়ের এক কোনে অন্ততঃ একটু অনুরাগের স্থান রাখিয়া দিতেই হইবে। মানব হৃদয়ের স্বভাবজাত এই অনুরাগ হইতেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যে ভারতে হিন্দুর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীদেবীর আজি পূজা অর্চ্চনা হইতেছে তাহাই নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোনও না কোন নামে এবং কোনও না কোন ভাবে যে লক্ষ্মীদেবীর পূজা এখনও হইয়া থাকে তাহা নিম্নে টীকাতে উদ্ধৃত নানা দেশের নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত উক্তি সকল হইতে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারা যাইতেছে। এ বিষয়ের এইরূপ রাশীকৃত প্রমাণ আরও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থান সংকীর্ণতার জন্য সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এস্থানে আর একটি কথা বলিবার রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষ হইতেই লক্ষ্মী-দেবীর পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীনে, জাপানে এবং তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত ইহা হইতেও উচ্চ স্থানকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, হিন্দু জাতি হইতেই কেবল লক্ষ্মীমাতার নহে, পরন্তু সর্ব্ব প্রকার দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা পদ্ধতি চীনে, জাপানে, তিব্বতে, প্রাচীন গ্রীসে, ইটালীতে, ইজিপ্টে, সিরিয়াতে এমন কি উত্তর ইয়োরোপে এবং সুদূর আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পর্য্যন্ত অতি পূর্ব্ব কালের কোন এক সময়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে (৩৬৯)। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এরূপ

---

(৩৬৯) এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স্ এক শত বৎসরেরও পূর্ব্বে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ASIATIC RESEARCHES পত্রিকাতে তাঁহার লিখিত "On the GODS of GREECE, ITALY and INDIA শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে এইরূপ একটি সিদ্ধান্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—

"It is my design, in this Essay, to point out such a resemblance between the [illegible] of the old *Greeks* and *Italians*, and that of the *Hindus* ; nor can there be [illegible]ubt of a great similarity between their strange religions and that of *Egypt*, [illegible]a, *Persia*, *Phrygia*, *Phœnice*, *Syria* ; to which perhaps, we may safely add some

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন যে, কাকতালীয় ন্যায় এই সকল দেবী পূজা পদ্ধতি ভারতেও যেমন উদ্ভব হইয়াছে, অন্যান্য দেশেও তেমনি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের কোনটিকেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহার কারণ, কাকতালীয় মূল হইতে একই সময়ে ভারতের লক্ষ্মীদেবীর এবং রোমের লমিয়দেবীর উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, তেমনি ভারতের পুরাকালে কোন হিন্দু কবির বা ঋষির হৃদয় গহ্বরে লক্ষ্মীর জন্ম স্থান নিরূপণ করাও ততোধিক হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে। ফলতঃ লক্ষ্মী উদ্দেশ্যে সর্ব্বলোক মুখে উচ্চারিত বিশ্বব্যাপি "মা" ডাক কাহারও নকল করা ডাকও নহে, কাহারও ডাকের প্রতিধ্বনিও নহে। যে পরমা প্রকৃতি দেবী সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সর্ব্ব ব্যাপিনী প্রকৃতি দেবী হইতে পালন কর্ত্রী মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবী সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্য দুই হস্তে বিতরণ করিতে করিতে হাস্য মুখে বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং একমাত্র এই কারণেই পৃথিবীর সকল স্থানের সকল শ্রেণীর লোকে, সৃষ্টির প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই তাঁহাকে মাতৃরূপে দেখিতে, চিন্তা করিতে, এবং "মা" "মা"শব্দে তাঁহাকে ডাকিতে স্বভাবতই অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ বা কোন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবী ভারত হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, এরূপ কথার বিচার বিতর্কের পথ চণ্ডীগ্রন্থের ৩১৫ সংখ্যক শ্লোকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে ; কারণ এই শ্লোকে জানা যাইতেছে মহামাতৃকা দেবী লক্ষ্মী-রূপে নৈমিষারণ্যনিবাসী ঋষিদের হৃদয়ে যেমন আনন্দে বিরাজ করেন, আফ্রিকার পর্ব্বতগুহা-

---

of the southern kingdoms, and even islands of *America* : while the *Gothick* system, which prevailed in the northern regions of *Europe*, was not merely similar to those of *Greece* and *Italy*, but almost the same in another dress, with an embroidery of images apparently *Asiatic*."

বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার উপরের লিখিত অভিমত সমর্থন করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সকল বিভিন্ন স্থানের দেব দেবীর মূর্ত্তি ও ক্রিয়া ও নামগত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক স্থানে দেবদেবী পূজার মূল উৎপত্তি হইয়া পরে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সিদ্ধান্ত করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। কাকতালীয় ন্যায়ে সকল দেশে একই সময়ে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে হইলেও এই কাকতালীয় ন্যায়কে অদ্ভুত ধরণের বলিয়া ব্যখ্যা করিতে হয় ফলতঃ তাঁহার মতে ... রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। NATURAL RELIGION গ্রন্থ হইতে তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত ...

"If however, we find the same names in Germany and Central America, ... and the Polynesian Islands, we cannot appeal to early migrations, but have simply admit that the chapter of accidents is larger than we expected."

বাসী বন্য বর্ব্বর জাতির হৃদয়েও তেমনি হাস্য মুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। এক স্থানের লোকের চক্ষুতে তিনি এক মূর্ত্তিতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য স্থানের লোকের সম্মুখে অন্য রূপে প্রকটিতা হইয়া থাকেন। ঋষিগণের চক্ষের সম্মুখে তিনি কি ভাবে দর্শন দিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা প্রকাশ পাইতেছে (৩৭০)। তুমি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপা হইয়া অবস্থান কর,—এইরূপ উক্তিতে দেবতাগণ যে কেন চণ্ডিকা দেবীকে বারম্বার স্তুতি করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিবার উপকরণ ৩১৫ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে এবং পৃথিবী ব্যাপি লক্ষ্মীদেবীর উপাসকগণের আচরণ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা প্রচুর পরিমানে পাইতে পারি।

বৃত্তিরূপে তুমি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থান কর, এবম্বিধ উক্তিদ্বারা দেবতাগণ দেবীচণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ৩২০ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত দেবতাগণের এইরূপ উক্তির অর্থ নির্দ্দেশ করিতে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন—"বৃত্তিঃ কৃষ্যাদি চতুষ্টয়ী।" ইতি পূর্ব্বে ২২৭ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে প্রসঙ্গতঃ "বৃত্তি" শব্দের অর্থের আলোচনা করিয়া "কৃষি বাণিজ্য পশুপালনাদি" কার্য্য অর্থে যে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে বৃত্তি শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পূজ্য নাগোজীভট্টের প্রদত্ত অর্থ "কৃষি বাণিজ্য পশুপালনাদি" এখানে যে কারণে প্রযোজ্য হইতে পারে না তাহাও ঐ স্থানে বলা হইয়াছে। এজন্য এই স্থানের "বৃত্তিরূপা" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাতে পুনর্ব্বার ঐ সকল কথার আলোচনা করা অনাবশ্যক (৩৭১)।

---

(৩৭০). বেদোক্ত শ্রীসূক্তের মন্ত্র এবং তাহার অর্থ অনেক ব্রাহ্মণই অবগত আছেন, এজন্য উহার অনুবাদ এস্থলে দেওয়া হইল না। "ত্রিশূল" পত্রিকা হইতে পুরাণোক্ত শ্রীমাতার (লক্ষ্মীমাতার) একটি স্তব নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে পুরাকালে এদেশে লক্ষ্মীদেবীকে ঋষিগণ কত উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

"ক্ষুন্নিদ্রা ত্বং তৃষা ত্বঞ্চ ক্রোধতন্দ্রাদয়স্তথা। ত্বং শান্তি ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং জয়া বিজয়া তথা॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈস্ত্বং প্রপন্না সুরেশ্বরি। সাবিত্রী শ্রী রমা চৈব ত্বঞ্চ মাতা ব্যবস্থিতা॥
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাস্তদাধারে ব্যবস্থিতাঃ। নমস্তুভ্যং জগন্মাতর্ধৃতিপুষ্টিস্বরূপিণি॥
রতিঃ ক্রোধামহামায়া ছায়া জ্যোতিঃস্বরূপিণি। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃদ্দেবি কার্য্যকারণদা সদা॥
ধরা তেজস্তথা বায়ুঃ সলিলাকাশমেব চ। নমস্তেস্তু মহাবিদ্যে মহাজ্ঞানময়েঽনঘে॥
শ্রীংকারী দেবি [illegible] হ্রীংকারী ত্বং মহাদ্যুতে। আদিমধ্যাবসানা ত্বং ত্রাহি চাস্মান্মহাভয়াৎ॥
[illegible] দুষ্টাত্মা দৈত্যোঽয়ং বাধতেধুনা। ত্রাণরূপা ত্বমেকা চ অস্মাকং কুলদেবতা॥
[illegible] ত্রাহি মহাদেবি রক্ষ রক্ষ মহেশ্বরি। হন হন দানবং দুষ্টং বিপ্রাণাং বিঘ্নকারকং॥" ইত্যাদি।

(৩৭১) ২২৭ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যার উপসংহার স্থানে বলা হইয়াছে—"জগতের সকল জীব কখনই

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবতাগণ, দেব স্তুতিতে দেবী চণ্ডিকাকে "স্মৃতিরূপা" বলিলেন কেন ? প্রাচীন টীকাকার নাগোজীভট্ট ৩২৩ সংখ্যক শ্লোকের আলোচ্য এই প্রশ্নের অতি সংক্ষেপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই—"স্মৃতিরনুভূতিবিষয়জ্ঞানং।" দংশোদ্ধার টীকাতে আরও কিঞ্চিৎ পরিস্কার করিয়া লিখিত হইয়াছে—"স্মৃতিরনুভূতস্য কালান্তরে প্রতিসন্ধানং।" এ সম্বন্ধে এই সকল উক্তির দোষ গুণ বিচার দ্বারা কঠিন বিষয়কে আরও কঠিন করিয়া উঠান অপেক্ষা সহজবোধ্য কথাতে স্মৃতিকে জীব অন্তঃকরণের অতীত কালের অভিজ্ঞাত ঘটনা বিষয়ক চিত্রের মনোমধ্যে পুনরাবর্ত্তন-ক্রিয়া বিশেষ বলিয়া স্থির করিয়া লইতে বাধা নাই। জীব অন্তঃকরণের এই ক্রিয়া, যে শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই স্মৃতিরূপা দেবী বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। অতঃপর ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "চিতি"শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে এবং তৎপরে স্থষ্টিস্থিতিলয়তত্ত্বের আলোচনাস্থলে এই স্মৃতি শব্দের আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার একটি উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইবে।

৩২৬ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকাকে "দয়ারূপা" বলিয়া দেবতাগণ যে স্তুতি করিয়াছেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকের "দয়া" শব্দের অর্থে নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন—"পরদুঃখ-প্রহাণেচ্ছা।" পরবর্ত্তী টীকাকারগণ মধ্যে প্রায় সকলেই নাগোজী ভট্টের উক্তিকে অনুসরণ করিয়া ঐরূপ অর্থ ই তাঁহাদের ব্যাখ্যানে প্রদান করিয়াছেন। কেবল দেবীভাষ্যকার নাগোজী ভট্টের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। দেবীভাষ্যকার দেবী চণ্ডিকার দয়ারূপা মূর্ত্তিখানি যে কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, কেবল এই মাত্র লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণাদির দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা সাত্ত্বিকী দয়া, যশঃ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে দয়া করা হয় তাহা রাজসিক দয়া, আর বেশ্যার অঙ্গের বসন ভূষণের অভাব জনিত যে দুঃখ, তাঁহা দূর করিবার যে ইচ্ছা, তাহাকে তামসিক দয়া বলিতে হইবে (৩৭২)। নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত দয়া শব্দের অর্থ এবং দেবীভাষ্যের দয়া শব্দের দার্শনিক শ্রেণী বিভাগ, অন্য স্থানে সাদরে গ্রহণ যোগ্য

কৃষি বাণিজ্য পশুপালনদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। জীব সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে তাহাকেই জীবের "জীবিকা" বা "জীবনবৃত্তি" বলা যায়। মৃত্তিকার রসকে যেমন উদ্ভিজ্জের জীবনবৃত্তি বা জীবনাশ্রয় বলা যাইতে পারে, সেইরূপ মায়া মোহকে মানুষের জীবনাশ্রয় বা জীবনবৃত্তি বলা যাইতে পারে— [illegible] মায়ামোহ বিচ্ছিন্ন হইলেই জীব, দেহবন্ধন অবস্থা হইতে মুক্ত হয় এই দৃষ্টিতে দেবী চণ্ডিকাকে যেমন মুক্তিদাত্রী বলা যাইতে [illegible] বলা যাইতে পারে।

(৩৭২) "দয়া গুরুবিপ্রতপস্বিদুর্গতানাং নিরুপাধিকদুঃখপ্রহাণেচ্ছা সাত্ত্বিকী, যশঃখ্যাত্যর্থা দুঃখ[illegible] রাজসী, অনশন ক্লিষ্টায়াং মাতরি সত্যাং গণিকায়া বসনভূষণাদ্যভাবজদুঃখপ্রতীকারেচ্ছা তামসী দয়া ভবতি।" (দেবীভাষ্য)

হইলেও এ সকল কথা চণ্ডীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যার এই স্থানে স্থাপন যোগ্য নহে। বরং মৎস্যপুরাণে দয়ার যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই এই স্থানের উপযুক্ত বলা যাইতে পারে (৩৭৩)। মৎস্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত উক্তির তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে,—আপনাকে সর্ব্বভূত হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতের হিতার্থে এবং শুভার্থে সতত হৃষ্টচিত্ত হইয়া যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা, তাহাকেই দয়া বলা যাইতে পারে। এরূপ উচ্চ ভাবকে, দয়া শব্দের সহিত বিজড়িত করিয়া, বাইবেলে, কোরানে কিম্বা কোন বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের কোন স্থানে দয়া শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছাকেই মানব অন্তঃকরণের দয়া বৃত্তি সিদ্ধান্ত করিয়া অন্তঃকরণের সেইরূপ দয়া বা কৃপা সর্ব্বজীবের প্রতি বিতরণ করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিকে" দয়া, দান এবং দানপাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অনেক উপদেশ বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। এক স্থানে লিখিত আছে, পৃথিবী-প্রমাণ রত্ন বৌদ্ধশ্রমণকে দান করিলে যে পুন্য সঞ্চয় হয়, তদপেক্ষা ফল হয়, ধর্ম্মরূপ পদ্মপুষ্পকে সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে। পুন্যের জন্য দয়া, নিম্নস্তরের দয়া, কারণ মানব অন্তঃকরণে পরদুঃখ দূর করণের ইচ্ছা যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে পরকে নিজ হইতে কিঞ্চিৎ নীচে এবং কিঞ্চিৎ দূরে নামাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। উপরের শুষ্কমৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া নীচে কর্দ্দমে পতিত অন্য একটা মানুষকে এক হাতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টার মতন একটু "পরোপকার" করিবার ভাব প্রকাশক কার্য্যকে সাধারণতঃ দয়া করা বলা হয়। শ্লোকের এস্থানে সেরূপ পরোপকার করিবার ভাবের কোন কথাই নাই; পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, দেবী স্বয়ং দয়ারূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতকে সর্ব্বদা পালন করিতেছেন এবং রক্ষা করিতেছেন, এইরূপ দেবী চরিত্রের একটি অতি উচ্চভাব এই শ্লোকে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে নাগোজী ভট্টের প্রদত্ত অর্থ "পরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা," তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত অর্থ "পরদুঃখাপনয়নেচ্ছা" কিম্বা দেবী ভাষ্যকারের "বসনভূষণাদ্যভাবজদুঃখপ্রতিকারেচ্ছা" অর্থকে কোনরূপে টানিয়া আনিবার উপযুক্ত একটু সংকীর্ণ পথও নাই। তবে এই স্থলে এইরূপ একটা প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিতে পারেন যে, দেবদেবী এবং মানবমানবী হৃদয়ে চণ্ডিকা যদি দয়ারূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে অনেককে অনেক সময়ে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিতে দেখা যায় ... প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, দেবী সর্ব্বভূতে সর্ব্বক্ষণ নিদ্রারূপে

(৩৭৩) "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ। বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা॥" (মৎস্যপুরাণ)

অবস্থান করা সত্ত্বেও জীব সকল যদি কখনও নিদ্রিত অবস্থাতে কখনও বা জাগ্রৎ অবস্থাতে থাকিতে পারে, তাহা হইলে দয়াময়ী দেবী চণ্ডিকা দয়ারূপে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থান সময়েও কখনও বা তাহাদের কাহারও কার্য্যে দয়ার বিকাশ কাহারও কার্য্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। দেব কৃত স্তুতিতে দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকা, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, কান্তিরূপে, ক্ষান্তিরূপে, শান্তিরূপে এবং এইরূপ নানারূপে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা সকলকে পালন করিতেছেন এবং রক্ষা করিতেছেন। এই সমস্তই দেবীর বিশ্ব পালন ক্রিয়াসাধক, বিভিন্ন প্রকারের ভাববোধক মূর্ত্তির বর্ণনা মাত্র। দেবীর পালন ক্রিয়া সংক্রান্ত এই উচ্চ ভাব নিজেরা উপলব্ধি করিয়া জগতের নরনারীগণকে তাহা জ্ঞাপন করাইবার জন্য দেবতাগণের এই স্তুতির অবতারণা বলা যাইতে পারে। দেবী চণ্ডিকার দয়ারূপা মূর্ত্তির অতি উচ্চভাব পরিজ্ঞাপক অর্থ এস্থানে গ্রহণ করিতে পারিলে, তবেই দেবতাগণের সেই সৎ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন কেবল অভিধানের অর্থকে আশ্রয় করিয়া দেবীর দয়ারূপা মূর্ত্তিকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই (৩৭৪)।

---

(৩৭৪) দয়া শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ এবং দেবতাগণের স্তুতিতে উক্ত দয়া শব্দের অতি উচ্চ ভাববোধক অর্থ মধ্যে কতখানি ব্যবধান রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে চাহিলে, আমাদের দুই একটি লৌকিক আচরণ প্রতি একবার একটু দৃষ্টি করিতে বাধা নাই। "শিশু সন্তানকে মাতা ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া স্নেহভরে তাহার মুখে স্তনদুগ্ধ দিতেছেন" এমন কথা সচরাচর অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু মাতা দয়া করিয়া তাহার সন্তানের মুখে স্তনদুগ্ধ দিতেছেন এমন কথা কেহই বলেন না। "পিতৃভক্ত পুত্র বৃদ্ধপিতাকে অতি ভক্তিভাবে সেবা করিতেছে" না বলিয়া পিতৃভক্ত পুত্র বৃদ্ধপিতাকে দয়া করিয়া সেবা করিতেছে, এমন কথা কেহ বলেন না। এইরূপ মানুষের শত শত আচরণ হইতে দেখা যাইতেছে, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রভৃতি চিত্ত বৃত্তিগুলির স্থান, অন্তঃকরণের যত নিকটে, "দয়া"র স্থান তেমন নিকটে নহে। কিন্তু যে স্থানে অন্তঃকরণের দয়া বৃত্তির প্রবাহ "আপনপর" বিচারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে, সে স্থলে আর জগতের অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহ করিবার অবসর থাকে না। সে সময়ে আত্ম পর নির্ব্বিশেষে জগতের সকল শিশু প্রতি সমান স্নেহ, সকল বৃদ্ধবৃদ্ধা প্রতি সমান ভক্তি এবং সকল নরনারী জীবজন্তু প্রতি সমান প্রেম দৃষ্টি বিস্তার হইয়া পড়ায় সকলকেই সমান ভালবাসার চক্ষুতে দেখিতে হয়। মানব অন্তঃকরণের এই অবস্থার যে প্রেম, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চ ভাব বোধক দেবী চণ্ডিকার এই "দয়াময়ী" মূর্ত্তি। যে [illegible] পৃথিবীর সকল জীবের সহিত অভিন্নভাব ধারণ করিয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্বভূতে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছেন [illegible] তাঁহাকে এখানে বারম্বার স্তুতি ও নমস্কার করিয়াছেন, দেবীর সেই দয়ারূপা মূর্ত্তির জ্যোতির বিকাশ [illegible] গ্রন্থে দেবাসুর প্রত্যেক রণক্ষেত্রে, তাঁহার প্রত্যেক আচরণে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩২৭-৩২৯॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৩০-৩৩২॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৩৩-৩৩৫॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥৩৩৬॥

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৩৭-৩৩৯॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
ত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥৩৪০॥

যা সাম্প্রতঞ্চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥৩৪১॥

৩২৭ হইতে ৩৪১ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতে ভূত এবং ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্যাপ্তিদেবীকে সতত নমস্কার। যে দেবী চিতিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পূর্ব্বে (অর্থাৎ মহিষাসুর বধকালে) অভীষ্টফল লাভের কামনায় দেবগণ এবং দেবরাজকর্ত্তৃক স্তুতা এবং পূজিতা হইয়াছিলেন, অধুনা শুম্ভাদি উদ্ধত দৈত্যগণকর্ত্তৃক তাপিত হইয়া আমরা যে ঈশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি, ভক্তি বিনম্র শরীরে যাঁহাকে স্মরণ করিলে, যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত বিপদ বিনাশ করেন, সেই মঙ্গলালয়া পরমেশ্বরী আমাদের অশেষ মঙ্গল বিধান করুন, এবং আমাদের বিপদ সমূহ বিনাশ করুন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৩২৯ সংখ্যক শ্লোকে জানা যাইতেছে, যে দেবী তুষ্টিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, সেই দেবীকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। দেবীর "তুষ্টি"রূপ কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, আত্মসাক্ষাৎকারার্থিনাং যোগাঙ্গত্বেনাভ্যস্যমানা সাত্ত্বিকী, ধনাদ্যর্থিনাং রাজসী, মোহনার্থিনাঞ্চ তামসী।" আত্মসাক্ষাৎকারার্থী যোগিগণের আত্মসাক্ষাৎ প্রাপ্তিদ্বারা চিত্তের সাত্ত্বিক সন্তোষ, ধনাকাঙ্ক্ষীদিগের ধন প্রাপ্তিদ্বারা চিত্তের রাজসিক সন্তোষ এবং মোহনার্থী ব্যক্তিগণের অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তিদ্বারা চিত্তের তামসিক তুষ্টি উৎপন্ন হইলেও, ভাষ্যকারের এবম্বিধ উক্তিদ্বারা দেবীর তুষ্টিরূপ যে কিরূপ, এ প্রশ্নের উত্তর পরিস্কার হইতেছে না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তিদ্বারা জীব মাত্রেরই চিত্তের আনন্দ উৎপাদন হয় সত্য, কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তিদ্বারা সকল অবস্থাতেই যে সকলের সুখ বৃদ্ধি হয় এমন কথা বলা যাইতে পারে না। অনেক সময়ে পাইবার

চেষ্টাতে সুখ এবং অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখাবসান হয়। নিদ্রিত অবস্থাতে শিশুর মনে কোন আকাঙ্ক্ষা যখন বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখনও গ্রীষ্মকালে নিদ্রিত শিশুকে কেহ ধীরে ধীরে বাতাস দিলে, তাহার চিত্তের যে তুষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুগ্ধপোষ্য অতি শিশু সন্তানের জাগ্রদবস্থাতেও অনেক সময়ে মুখে হাসি দেখিতে পাওয়া যায়। হাসি আনন্দের চিহ্ন। কিন্তু সে সময়ে তাহার আনন্দের কোন কারণ বর্ত্তমান দেখা যায় না। শিশুর এইরূপ অবস্থাতে তুষ্টির কারণ নির্ণয় করা যায় না। মানবচিত্তে আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণীবায়ু সদা প্রবাহমান। তাহা কিঞ্চিৎ সংযত ও নিয়মিত করিতে পারিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি শান্তির ভাব হৃদয়ে আসিয়া যে উপস্থিত হয়, ইহাও কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইরূপ অবস্থাতে চিত্তের যে প্রশান্ত ভাব দেখা যায়, তাহাকে কেহ কেহ "তুষ্টি" বলিয়া থাকেন। অল্পে পরিতুষ্ট হওয়া একটা প্রশংসার কথা। মহাদেব অল্পে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার একটি নাম হইয়াছে "আশুতোষ"। তাঁহার আর এক নাম "সদানন্দ"। তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্তে আকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। কাজেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সহিত "তুষ্টি"র সম্বন্ধ নাই। কাহারও কাহারও মুখে সদা প্রফুল্ল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব সাধকদিগের ব্যবহৃত "অহৈতুকী প্রেম" শব্দের ন্যায়, শক্তি সাধকগণের "তুষ্টি" শব্দটিকে কেহ কেহ চিত্তের স্বাভাবিক আনন্দ ভাব বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে, দেবী তুষ্টিরূপে সর্ব্বজীব মধ্যে থাকেন, অথচ এ আনন্দ ভাব সকলের চিত্তে দেখা যায় না কেন? উত্তর, ক্ষেত্রস্থিত শস্যবীজের ন্যায় স্থান কাল অনুসারে কোনও স্থানে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, কোন স্থানে বা অস্ফুট অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিত্তের প্রশান্ত ভাব পরিজ্ঞাপক একটি অবস্থাকে চিত্তের তুষ্টি বলিয়া স্থির করিলে অসঙ্গত হইবে না। যে দেবী চণ্ডিকা শান্তিরূপে সর্ব্বস্থানে বিরাজ করেন, তিনি শান্তির পার্শ্বে তুষ্টিরূপেও সর্ব্বস্থানে অবস্থান করেন বলিলে, দেবীর না হউক, "তুষ্টি" শব্দের অর্থগৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা হইবে।

মানুষের বোধ শক্তি, যে স্থানের উপরে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, মানুষের জ্ঞান দৃষ্টি, যে সীমারেখার বাহিরে আর এক অঙ্গুলিও প্রসারিত হইতে পারে না, এমন একটি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া, দেবতাগণ, দেবী স্তুতির পরিসমাপ্তিতে, দেবী চণ্ডিকাকে, "তুমি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে সদা বিরাজমানা রহিয়াছ" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। দেব হৃদয়ের এই মাতৃ ভাবই হইতেছে শক্তি-সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্থান। ভগবদ্গীতাকে যেমন মহাভারতের

নবনী স্বরূপ বলা হয়, প্রণবকে যেমন বেদের বীজ স্বরূপ বলা হয়, তেমনি এই ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত দেবীর বিশ্বব্যাপিনী মহামাতৃকারূপা ভাবটিকে নিঃসন্দেহে দেবী স্তুতির সার স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই শ্লোকটিকে সমগ্র দেবীস্তুতির একটি চাবি বলিতেও বাধা নাই। কারণ ইহার সাহায্যে দেবীস্তুতির আর সকল শ্লোকের দুর্ব্বোধ্য অংশের অর্থবোধেরও দ্বার উন্মুক্ত হইতে পারে। অথবা মণীমালা মধ্যবর্ত্তি সূত্রের ন্যায়, এই মহামাতৃকা ভাববোধক শ্লোকটি, সমগ্র দেবীস্তুতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন মনে করিতেও বাধা নাই। কারণ, স্তুতির মধ্যে লক্ষ্মী, কান্তি, শান্তি ও শক্তি প্রভৃতি দেবীর যত প্রকারের রূপের কথা বলা হইয়াছে, সমস্তই তাঁহার এই বিশ্বমাতৃকা ভাবকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। পালন কার্য্যে মার তুল্য কেহ নাই। বিশ্ব পালন কার্য্যে বিশ্বমাতার সমান দ্বিতীয় কেহ নাই। এজন্য দেবতাগণ, বিশ্বমাতাকে এবং বিশ্ব পালন কার্য্যকে একত্রে দর্শন করিয়া, মাতৃরূপে তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়াছেন। যে ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করেন, এই দেবোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে, ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ মধ্যে অনেকেই স্থানোপযোগি অর্থ নিষ্কাসন চেষ্টাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শব্দকোষের সাহায্য লইয়া শ্লোক লিখিত মাতৃ শব্দের সাধারণ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন "মাতা জননী," কেহ লিখিয়াছেন—"পরপুরুষজাত পুত্র প্রসবিনী মাতা, তামসী মাতা।" ইত্যাদি (৩৭৫)। তাঁহাদের প্রদত্ত মাতৃ শব্দের কোন অর্থকেই

---

(৩৭৫) টীকাকারগণ "মাতৃ" শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য সকল হইতে তাহা কিঞ্চিৎ জানা যাইতে পারিবে।

"মাতা জনয়িত্রী"। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"মাতা জননী। পুন্নামনরকত্রাণ কামস্য পত্যুঃ সমান ধর্ম্মতয়া তদর্থজনিতপুত্রা সাত্ত্বিকী, পাণিগৃহীতিনঃ কামোপভোগফল বর্জিতাপত্যা রাজসী, জারজনিতাপত্যা চ মূঢ়স্বরূপা চ তামসী। তেন স্বেদজাদীনাং স্বেদাদয়োঽপি জননীরূপা ইতি বোধ্যম।" (দেবীভাষ্য)

"মাতা প্রমাতা"। (গুপ্তবতী)

"মাতা দেহাধিষ্ঠাত্রী বর্ণাভিমানী দেবতা মাতৈব বা। (চতুর্ধুরী)

"পুষপুষ্টৌ। পুষ্টিরবয়বোপনির্মিতিরিত্যপরে। ইতি দ্বাবিংশী পুষ্টির্দেবী, সর্ব্বেষু ভূতেষু জনয়িতব্যেষু জনায়তুং যোগ্যেষু বিষয়েষু যা দেবী মাতৃরূপেণ কারণরূপেণ প্রকৃতিরূপেণ সম্যগবতিষ্ঠতি। নমস্তস্যৈ। মাত্যস্যাং গর্ভ ইতি মাতা। "জনয়িত্রী প্রসূর্মাতা।" যদ্বা মান পূজায়াং। মান্যতে পূজ্যতে মাতা। উপাদৌ "নপ্ত নেষ্টৃ ত্বষ্টৃ" আদি সূত্রেণ নিপাত্যতে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অসঙ্গত বলিয়া অসম্মান করা যাইতে পারে না। তবে স্থানোপযোগি অর্থ ই এখানে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই অনুসন্ধানের সুপ্রসস্তপথ হইতেছে বেদ ও পুরাণের উক্তি সকল। দেবীর এই বিশ্বব্যাপি মহামাতৃকা ভাবের গুরুত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অভিলাসী হইলে, সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ইতিহাসকে স্মরণের পথে আনয়ন করিতে হইবে। প্রলয় কালের বহু কোটি বৎসর ব্যাপি বিশ্রামের পরে, যখন নিক্রিয়া পরমা প্রকৃতিতে ক্রিয়ার ইচ্ছা বলবতী হইল, যখন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে সময়ে সর্ব্ব প্রথমে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের মাতৃ ভাবকে তাঁহার স্মৃতিতে জাগরিত করিলেন। যে দেবীস্তুতির এক স্থানে অল্প পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্মৃতিরূপে দেবী সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, সেই স্মৃতিকেই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাতে আনিয়া স্থান দান করিয়া, সেই স্মৃতি আধারে সৃষ্টির বীজকে তিনি প্রথমে স্থাপন করিলেন (৩৭৬)। এই ভাবে তিনি ক্রিয়া সাধনোপযোগি

যদ্বা অষ্টৌ মাতৃনাম্ন্য আদ্যাঃ শক্তয়ো যাশ্চ বিনাভূত সৃষ্টিরেবন ঘটতে। "ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা। কৌমারী মুণ্ডা চ কালী সংকর্ষণীতি চ।" ইতি ত্রয়োবিংশী দেবী মাতা।" (শান্তনবী)

"মাতা পালয়ত্রী, মাতৃকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চ।" (নাগোজীভট্ট)

"মাতা মাতৃকা ব্রাহ্ম্যাদিঃ, বর্ণদেবতা বা, জননী বা।" (দংশোদ্ধারঃ)

"মাতা জননী দেহাধিষ্ঠাত্রী শক্তিস্বরূপা দেবতা মাতেব বা।" (নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী)

(৩৭৬) দেবী চণ্ডিকাকে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভের সর্ব্ব প্রথমে যে স্মৃতির সহায়তা লইতে হইয়াছিল সেই স্মৃতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তি চিন্তা করিবার একটি উপযুক্ত বিষয়।

"সনৎকুমার বলিলেন, তেজ হইতে আকাশই শ্রেষ্ঠ। কারণ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডল, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি তৈজস পদার্থ সমস্ত আকাশেই প্রকাশ পায়, আবার আকাশেই বিলীন হইয়া যায়। পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করা, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা, আবার সেই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করা এ সমস্ত ব্যাপারও এই এক আকাশের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।" * * * "যিনি আকাশকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করেন, তিনিই বিস্তারশালী, বাধা রহিত, বহু দূর ব্যাপী দীপ্তিময় লোক সকল লাভ করিয়া থাকেন।" * * * "নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব, এই আকাশ হইতেও বড় আর কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিলেন, হাঁ এই আকাশ হইতেও বড় আছে বৈ কি? নারদ বলিলেন, তবে দেব, আমাকে তাহাই বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, স্মৃতিশক্তিই আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ; কারণ এই স্মৃতিশক্তির উপরেই সেই আকাশাদির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।" * * "অতএব এই স্মৃতিশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে।" (ছান্দোগ্যোপনিষদের পণ্ডিত হরিপদ কৃত বঙ্গানুবাদ)

ব্রাহ্মণের নিত্যসন্ধ্যার মন্ত্র মধ্যেও স্মৃতির উল্লেখ আছে। যথা সন্ধ্যামন্ত্রার্থ—"ধাতা পূর্ব্বকল্পে যেরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সেই রূপে পর কল্পেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" "ব্রহ্মা জাগিয়া বেদের স্মরণ করিয়া বেদার্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

(মন্ত্রমণ্ডল প্রেসে মুদ্রিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সম্পাদিত "ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব" পুস্তক দ্রষ্টব্য

তিনটি বিভিন্ন কর্ম্মশক্তিকে উৎপন্ন করিলেন। ক্রমে এই তিন কর্ম্মশক্তি বীজাকার হইতে পরিস্ফুট হইয়া তিনটি কর্ম্মদেহ প্রাপ্ত হইল। শাস্ত্রকারেরা বহু কাল পরে, তাঁহার এই ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধক শক্তিকে "ব্রহ্মা," "বিষ্ণু" ও "মহেশ্বর" নামে আখ্যাত করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি নামে যাঁহাদিগকে আমরা সচরাচর উল্লেখ করিয়া থাকি, তাঁহারা প্রলয়ের বহু কাল পরে যখন প্রথমে পুনঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ইঁহাদের কাহারই কোন নাম কিম্বা উপাধি কিম্বা মানব ভাষাতে পরিচয় প্রদানোপযোগি রূপ কিম্বা কোন মূর্ত্তি ছিল না। পরবর্ত্তী কালে এক মানুষ অন্য মানুষকে মনের ভাব বুঝাইবার জন্য মানবীয় ভাষাতে তাঁহাদের নাম, উপাধি ও রূপের বর্ণনা সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, কোন গ্রন্থে, প্রলয়ের পরে জলে ভাসমান ডিম্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহার মধ্য হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে। কোন স্থানে বা গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ বিশ্ব সংসারকে ক্রমে প্রকটিত করিয়া তমোভূত অবস্থার বিলোপ এবং আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে সৃষ্টি ঘটিত এই সকল বর্ণনার কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও সৃষ্টি সমন্ধীয় মূল বিষয়ে বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখা যায় না। মূল কথা হইতেছে, পরম পুরুষের প্রকৃতিরূপা ইচ্ছা শক্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। এজন্য ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসৃষ্টির স্থূল বিবরণ এখনে কিঞ্চিৎ সন্নিবেশ করা যাইতেছে (৩৭৭)। নাম

---

(৩৭৭) সৃষ্টি রহস্য জানিতে হইলে, সৃষ্টি আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সর্ব্বব্যাপি প্রলয়াবস্থা ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ তত্ত্ব অগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। প্রশ্ন এবং উত্তর আকারে এই দুইটি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য ও সুবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিয়া নিম্নে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর প্রদান করা হইল—

(১) প্রশ্ন। প্রলয় কি?

উত্তর। প্রলয় অর্থে বুঝিতে হইবে কর্ম্মময়ী পরমা প্রকৃতিদেবীর নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অবস্থান অথবা কিছু কালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ।

(২) প্রশ্ন। এইরূপ বিশ্রাম বা প্রলয় কালের পরিমাণ কত?

উত্তর। মানুষের ১১৫০৮৬৪০০০০০০০০০০টি দিবা রাত্র হইতে যে পরিমান কালের প্রয়োজন, সেই পরিমান সময় ব্যাপিয়া পরমা প্রকৃতির বিশ্রামের কাল বা প্রলয় কাল শাস্ত্রকারেরা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ চণ্ডীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যার ৬৭ সংখ্যক শ্লোকের টীকাতে দ্রষ্টব্য।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শূন্য এবং গুণ শূন্য এবং আকার শূন্য পরম পুরুষ হইতে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাবীজকে অন্তরে লইয়া প্রকৃতিদেবী যখন স্বতন্ত্ররূপে প্রকটিতা হইলেন, তখনই বিশ্বসৃষ্টির ক্রিয়া আরম্ভ হইল বলা যাইতে

---

(৩) প্রশ্ন। প্রলয়কালে পরমা প্রকৃতি কি ভাবে অবস্থান করেন ?

উত্তর। প্রলয়কালে পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষের সহিত অভেদ অবস্থাতে অবস্থান করেন বলিয়া পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"দেব্যুবাচ। যদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্ব দৈব মমাস্য চ। যোঽসৌ মাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥"

(৪) প্রশ্ন। প্রলয় অন্তে পরমা প্রকৃতি কেন সৃষ্টি কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্তা হইলেন এবং কি ভাবে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন ?

উত্তর। সৃষ্টি আরম্ভের বহুকাল পরে ব্রহ্মা কোন সময়ে আদ্যাশক্তিকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তদুত্তরে দেবী ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন ভাগবতপুরাণের বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"জীবের কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, প্রাকৃত প্রলয়ের পর সেই অভুক্ত কর্ম্ম সমূহের জন্য পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রয়োজন হয় ; সুতরাং পুনঃ সৃষ্টির জন্য উৎপত্তিকালে উক্ত প্রকার ভেদ হয়।"

ভাগবতের এই স্থানের সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করা কাহারও কাহারও পক্ষে কিছু কষ্টকর হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া উহার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ হইতে বাংলা, উপরে উদ্ধৃত করা হইল, কিন্তু তাহাতেও অর্থ বোধের কাঠিন্য সম্পূর্ণ দূর হইতেছে না। এজন্য শ্লোকের তাৎপর্য্যও এই স্থানে দেওয়া যাইতেছে—প্রলয়ের সময় যে অপূর্ণ কর্ম্মভোগ লইয়া জীব সকল পরমা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাদের সেই ভোগ পূরণার্থে কর্ম্মধারাকে পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হয়। পরমা প্রকৃতির এইরূপ ক্রিয়াকেই সৃষ্টি বলা হয়।

ভাগবতের অন্য স্থানে নারায়ণ সৃষ্টিবিবরণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—মূল প্রকৃতি পরম পুরুষকে দেখাইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

"মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা। ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥"

নির্ব্বিকার পরম পুরুষকে ক্রীড়া দেখাইয়া আনন্দিত করিবার জন্য পরমা প্রকৃতি প্রলয় অন্তে সৃষ্টি ব্যাপারের পুনঃপুনঃ অবতারণা করিয়া থাকেন, এরূপ মনে করিলেও, জীবের পূর্ব্ব অপূর্ণ কর্ম্মভোগ পুনঃ সৃষ্টি আরম্ভের পরে ভোগ দ্বারা শেষ হয় এবং আবার এই সৃষ্টিকালের যে কর্ম্মভোগ বাকি থাকিয়া যায়, তাহাও আবার প্রলয় অন্তে পুনঃ সৃষ্টি কালে জীবকে ভোগ করিতে হয়, এরূপ স্থির করিতে বাধা নাই। ইহা দ্বারা জানিতে হইবে, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে এবং আসিবে এবং জীবের কর্ম্মভোগও এই ভাবে অনন্তকাল ব্যাপিয়া হইতেছে এবং হইতে থাকিবে।

প্রশ্ন। পরমা প্রকৃতি হইতে পুনঃ পুনঃ বিশ্ব সৃষ্টি হয়, আবার পুনঃ পুনঃ প্রলয় কালে তাঁহাতেই যে সমস্ত বিলীন হয়, ইহার প্রমাণ কি ?

উত্তর। আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে, কিন্তু ইংরাজি বিজ্ঞান গ্রন্থ হইতে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পারে। তখন তাঁহার আকৃতি কেবল তিনটি গুণের বৈষম্য অবস্থা; অর্থাৎ তরঙ্গায়িত অবস্থাতে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছিল। শাস্ত্রকারগণের ভাষাতে তাঁহার এই গুণত্রয়ের নাম প্রদত্ত হইয়াছে

সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে অনেক স্থান ও সময় আবশ্যক। এজন্য পৌরাণিক প্রমাণ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"লয়ে প্রাকৃতিকেজাতে পাতে চ ব্রহ্মণোমুনে। নিমেষমাত্রং কালশ্চ শ্রীদেব্যাঃ প্রোচ্যতে মুনে॥
এবং নশ্যন্তি সর্ব্বাণিব্রহ্মাণ্ডাণ্যখিলানি চ। নিমেষান্তর কালেন পুনঃ সৃষ্টি ক্রমেণ চ॥
এবং কতিবিধা সৃষ্টির্লয়ঃ কতিবিধোঽপিবা। কতিকল্পাগতায়াতাঃ সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্॥
সৃষ্টীনাঞ্চ লয়ানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ নারদ। ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্॥" (ভাগবত)

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে দেখা যাইবে, যে প্রলয় কালকে মানুষের দিবারাত্র দ্বারা পরিমাপ করিয়া বুঝিতে হইলে ১১৫০৮৬৪৫০০০০০০০০০০টি দিবারাত্রকে একত্রিত করিবার প্রয়োজন হয়,সেই প্রলয়কাল দেবীর চক্ষুর একটি নিমেষ মাত্র।

"তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়েবিলীয়তে। প্রকৃত্যাজায়তে সর্ব্বং পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদেবি জায়ন্তে প্রাকৃতাৎ ধ্রুবং। তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যাং লুপ্যতে পুনঃ॥ (নির্ব্বাণতন্ত্র)

তন্ত্রশাস্ত্রে পরম ব্রহ্ম বা পরম পুরুষকে "শিব" এবং পরমা প্রকৃতিকে "শক্তি" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। প্রলয় কালে এই দুই এক হইয়া থাকেন, সৃষ্টি কালে ভিন্না হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করেন। সৃষ্টিকালে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উদ্ভব করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার হস্তে সৃষ্টি কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। দেবীকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা কি ভাবে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন?

উত্তর। মনু সংহিতাতে এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—প্রথমতঃ ব্রহ্মা জ্যোতির্ম্ময় এক অণ্ডে উদ্ভব হইলেন। ভগবান ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম্য মানের সংবৎসর কাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যান বলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদি লোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মান করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও শাশ্বতসমুদ্র সকল স্থাপিত করিলেন। ব্রহ্মা বেদানুক্রমে সকলের পৃথক পৃথক নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই প্রভু কর্ম্মাঙ্গভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাধ্যনাম সূক্ষ্ম দেব সমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন।"

"ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্রে" এই প্রশ্নের উত্তর একটু ভাবান্তর করিয়া প্রদান করা হইয়াছে। তাহা এই—

"আকাশাজ্জায়তেবায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতেতোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥
মহীসংলীয়তে তোয়ে তোয়ং সংলীয়তে রবৌ। রবিঃ সংলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্নভসি লীয়তে॥
পঞ্চ তত্ত্বাদ্ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে॥" (ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্র)

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ এই—নিত্য বস্তু আকাশ হইতে প্রথমতঃ বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজ বা রবি মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি বা মহী উৎপন্ন হইয়া থাকেন। আবার প্রলয় কালে এই নিয়মে ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে লীন হইয়া থাকেন। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। এই গুণত্রয়ের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরমা প্রকৃতিদেবীর আকৃতি বা মূর্ত্তি ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে দশদিকে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। পরম পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা

ভাগবতে বর্ণিত একটি আখ্যায়িকাতে জানা যাইতেছে, এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মর্ষি নারদ প্রলয় এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে এই গভীর তত্ত্ব তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্নরুদ্রো ন দিবাকরঃ। ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ।
তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ব্বাপুরুষেণ পরেণ বৈ। সংযুতা বিহরত্যেষ যুগাদৌ নির্গুণা শিবা॥
সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ং। পূর্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্বা শক্তীশ্চ সর্ব্বশঃ॥
তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্ম সংসারবন্ধনাৎ। সা বিদ্যাপরমাজ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী॥" (ভাগবত)

প্রশ্ন। সৃষ্টি ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারে?

উত্তর। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টির কথা আছে। মনুসংহিতাতে সৃষ্টির যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার এক কালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়; কোনও লক্ষণদ্বারা অনুমেয় নয়; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন। * * * তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যান যোগে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ জল সংযোগে সুবর্ণ বর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। * * * তিনি ক্রমে ক্রমে বিষয় গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদিকে সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির সূক্ষ্মতম অবয়বের সহিত আত্মমাত্রা যোজনা করিয়া তিনি দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন।" (মনুসংহিতা)

মূল সংস্কৃত মনুসংহিতার শ্লোকার্থ অনেকের পক্ষে সহজ বোধ্য হইবে না এজন্য বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত মনুসংহিতার বাংলা অনুবাদ হইতে উপরে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল। মনুসংহিতার "ডিম্ব" সৃষ্টির বর্ণনার সহিত ভাগবত পুরাণে প্রদত্ত সৃষ্টিবিবরণের কোনও কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল বিষয়ে যে বিশেষ পার্থক্য নাই তাহা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টি ব্যাপার সম্বন্ধীয় দুই একটি বিষয়ের এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিতেছি।

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের ইতিহাসে হংসী হইতে প্রথমে এক ডিম্ব উৎপন্নের কথা বর্ণিত রহিয়াছে। এই ডিম্ব ফুটিয়া সর্ব্ব প্রথমে জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"Less poetic, but more popular, apperently, was the comedy about the chaos goose which was called "Great Cackler," because at the beginning she cackled loudly to the chaos gander and laid an egg, which was the sun. Ra was identified with the historical egg."

(EGYPTIAN Myth and Legend)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়া, পরমা প্রকৃতি যখন তাঁহতে লুপ্তাকারেস্থিত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিনটি কর্ম্মধারা পুনঃ প্রকাশ করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ নামে বর্ণিত তিনটি আদি দেবতাকে ঐ ত্রিবিধ কার্য্যভার

উপরে উদ্ধৃত অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—বিশাল নিনাদ কারিণী প্রলয় কালের রাজহংসী বিবরণ যদিও সাহিত্যিক দৃষ্টিতে কবিত্ব পূর্ণ নহে তথাপি ইহা জন সাধারণের পরিজ্ঞাত বিষয়, কারণ সৃষ্টির আদিতে এই রাজহংসী প্রলয় কালের রাজহংসকে বৃহৎ নাদে আহ্বান করতঃ একটি ডিম্ব প্রসব করেন এবং এই ডিম্বই সূর্য্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই ডিম্বের সহিত "রা" দেবতা একার্থ বাচ্য।

মনুসংহিতার বর্ণনাতে নারায়ণ হইতে যে আদি ডিম্ব উদ্ভব হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় সেই ডিম্বই প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের রাজহংসী প্রসূত ডিম্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে মনে করিতে বাধা কি? বরং পুরুষ দেবতা হইতে স্ত্রীদেবীর ডিম্ব প্রসবের অধিকার অধিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইজিপ্ট দেশের প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলিত ঈমেথ্ হইতে বিশ্ব সৃষ্টির এই আদি ডিম্ব উৎপত্তির বিবরণ ISIS UNVEILED গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"Emepht, the supreme, first principle, produced an egg; by brooding over which and permeating the substance of it with its own vivifying essence, the germ Contained within was developed; and Phtha the active creative principle proceeded from it and began *his work.*"

উপরে উদ্ধৃত অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই,—সৃষ্টির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদি কারণ "ঈমেথ্" একটি ডিম্ব উৎপন্ন করিলেন, এবং ঐ ডিম্বের উপরে তা দিতে থাকা অবস্থাতে স্বকীয়া প্রকাশ শক্তিদ্বারা ঐ ডিম্বের সমস্ত অণু পরমাণুকে পরিপ্লুত করিতে থাকিলেন। এই ভাবে ডিম্ব স্থিত অঙ্কুর পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে প্রকাশমান সৃষ্টিক্রিয়াসাধক "প্থা" দেবতা উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইজিপ্টের মহাপিতা এবং মহামাতা দুই হইয়াও এক এবং অভিন্ন। তাঁহাদের এই যুক্ত অবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে—"ঈমেথ্"। প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের সৃষ্টির পৌরাণিক ইতিহাসের সহিত ভাগবত পুরাণ বর্ণিত সৃষ্টি বিবরণের কোন কোনও বিষয়ে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতি দুই হইয়াও যে এক এবং অভিন্ন, ভাগবতের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকেও ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

"দেব্যুবাচ। সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ। যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥
আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ। বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
বস্তুমাত্রং তু যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ। দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নোভবিষ্যতি॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ ন তু দৃশ্যঃ কদাচন। সগুণা নির্গুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা॥" (ভাগবত)

ইজিপ্টের ইতিহাসে দেখা যাইতেছে,—পরমপিতা ও পরমামাতা স্বয়ং বিশ্ব সৃষ্টি না করিয়া অন্য সৃষ্টিকর্ত্তা উৎপন্ন করিয়া তাঁহারই হস্তে সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন; ভাগবত পুরাণের সৃষ্টি বর্ণনাতেও ঐরূপ দেখা যায়।

ইজিপ্টের বিশ্বমাতা বা মহামাতা, "রা" দেবতার হস্তে বিশ্ব সৃষ্টি ও পালন কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াও যেমন বিশ্ব পালন কার্য্যে সর্ব্বদা রত রহিয়াছেন, এদেশের পুরাণ বর্ণিত পরমা প্রকৃতিও তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হস্তে সৃষ্টি,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমর্পণ করিলেন, তখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিশ্বসৃষ্টি কার্য্য বিস্তৃত ভাবে আরম্ভ হইল। কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এমন কথা দেখিতে পাওয়া যায় যে পরম পুরুষ বা পরম ব্রহ্ম হইতে

স্থিতি ও লয় কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াও, ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানের ন্যায় এই বিশ্ব সংসারকে নিজ ক্রোড়ে ধরিয়া সর্ব্বদা পালন করিতেছেন। ইজিপ্ট দেশের আশিশ দেবীতে এই ভাবটিকে অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ করিয়া রাখা হইয়াছে।

"The Egyptian Isis was also represented as a Virgin Mother by her devotees and as holding her infant son, Horous, in her arms. In some statues and *basso relievos*, when she appears alone she is either completely nude or veiled from head to foot."

(ISIS UNVEILED)

মহামাতা আশিশের বৃহৎ প্রতিমা এখনও ইজিপ্টের অনেক প্রাচীন দেব মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এই দেবী মূর্ত্তি বিবসনা কিম্বা সবসনা অবস্থাতে দণ্ডায়মানা থাকিয়া দুই হস্তদ্বারা নিজ ক্রোড়ে বিশ্ব সংসার পরিজ্ঞাপক তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিয়া কৃশ্চিয়ান দর্শকগণও ভক্তি ভাবে বিমুগ্ধ হন। এ দেশের অনেক দেব মন্দিরে স্থাপিত গণেশজননী মূর্ত্তি সহিত তুলনা করিয়া সৌসাদৃশ্য দেখিবার জন্য ইজিপ্ট দেশের লোক-জননী আশিশের একখানি চিত্রপট, পরিশিষ্ট অংশে প্রদান করা হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবিলোনিয়া দেশের ভগ্ন মন্দিরে লোক-মাতা ইস্তার দেবীর ক্রোড়ে লোকপালক শিশুর মূর্ত্তির চিত্র দেখিলে, এ দেশের গণেশজননী দেবীর কথা স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না।

প্রশ্ন। মনুসংহিতাতে বর্ণিত ডিম্ব ফুটিয়া বিশ্ব সৃষ্টি আরম্ভ হইল, এই কথার সমর্থক উক্তি আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কি?

উত্তর। অনেক স্থানে ঐরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতাতে বর্ণিত সাগরজলে ভাসমান জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বের ন্যায় প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের বিশ্বপালক সূর্য্যদেব জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বাকারে জলে ভাসমান অবস্থাতে অনেক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন—

"At the beginning the world was a waste of water called Nu, and it was the abode of the Great Father. He was Nu, for he was the deep, and he gave being unto the sun god who hath said: "Lo! I am khepera at dawn, Ra at high noon, and Tum at eventide." The god of brightness first appeared as a shinning egg which floated upon the water breast."

(EGYPTIAN MYTH & LEGEND)

দ্বিখণ্ডিত ডিম্বমধ্য হইতে যখন তেজোময়দেহ সূর্য্য বা "রা" দেব প্রকাশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি প্রথমে পৃথিবীকে এবং স্বর্গকে সাগরজল হইতে উঠিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি জলস্থলবাসী সমস্ত জীবজন্তুকে সৃষ্টি করিলেন। "রা" নিজ নেত্র হইতে মানুষকে উৎপন্ন করিলেন—

"Ra spake at the beginning of creation, and bade the earth and the heavens to rise out of the waste of water." * * * * * * * *

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহার ইচ্ছা বা কর্ম্ম শক্তি, যাঁহাকে এখানে পরমা প্রকৃতি বলা হইয়াছে সেই পরমা প্রকৃতি, কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন হইতে বা বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না। ভাগবতপুরাণে তাঁহার নিজ মুখের উক্তিতেও এই কথা সমর্থিত হইয়াছে (৩৭৮)। বেদান্ত বলিতেছেন—পরম

"He created all things that move in the waters and upon the dry land. Now mankind were born from his eye, and Ra, the creator, who was ruler of the gods, became the first king upon earth." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND)

মনুসংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণ বর্ণিত সৃষ্টির বিবরণ সহিত উপরে উদ্ধৃত ইজিপ্ট দেশের সৃষ্টিবর্ণনায় অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু একটি বিষয়ে ভাগবত পুরাণের উক্তির সহিত বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মনুসংহিতাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বা সূর্য্যদেবের উৎপত্তির মূল স্থান জল দেখা যায় ; ভাগবত পুরাণে জলের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রলয় অবস্থাতে জল স্থল চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্র কিছুই ছিল না। প্রলয় অবস্থাতে ছিলেন কেবল প্রকৃতি পুরুষ এবং অখণ্ড কাল। যথা—

"ন দিবারাত্রি ভাগোঽত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী। ন জ্যোতি র্ন জলং বায়ু র্নান্যৎ কিঞ্চন সংস্থিতম্॥
একমাসীৎ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্। অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ দ্বৈতহীন বিশেষণম্॥
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ দ্বৌ সর্ব্বসংহিতৌ। স্থিতঃ কালোপি ভূতেশ জগৎ কারণমেককম্॥" (ভাগবত)

এ অবস্থাতে সর্ব্ব প্রথমে জলে ভাসমান ডিম্ব হইতে ব্রহ্মা বা সূর্য্যদেব উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন চিন্তা করিতে হইলে বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভের পূর্ব্বে জল ছিল এবং চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি ইত্যাদি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাঁহাদের অন্তঃকরণ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে ভাগবত পুরাণের উক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্থির করিতে হইবে—পরমা প্রকৃতি, শিব স্বরূপ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে স্থল বা ক্ষিতি উৎপন্ন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের দাঁড়াইবার স্থান অগ্রে স্থির করিয়া, তৎপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উদ্ভব করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি সৃষ্টি, স্থিতি লয় সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার সমর্পণ করিলেন। প্রথমতঃ এই তিন আদি দেবতা, দেবীর আদেশ মত কার্য্য করিবার সামর্থহীনতা জানাইলে, পরমাদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গৌরী নামে আখ্যাত করিয়া তিন ক্রিয়াশক্তিকে তাঁহার নিজ দেহ হইতে প্রকাশ করিয়া, তিন আদিদেবতার কার্য্যের সহায়ত্রী স্বরূপ, তাঁহাদের হৃদয়ে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর এই তিন আদি দেবতার দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি পালন সংহার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইল।

(৩৭৮) "ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ। দৃশ্যাদৃশ্য বিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্ব্বথা॥
নাহং স্ত্রীনপুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে। সর্গেসতি বিভেদঃ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়াপুনঃ॥" ইত্যাদি (ভাগবত)

কোন এক সময়ে মহর্ষি নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণ, দেবী মহামায়ার পরম ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবের কথা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপোবভূব সঃ। পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাদ্বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুরুষ বা পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিচ্ছিন্না হইবার কথা দূরে থাকুক, এক পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। বেদান্তমতে মায়া অর্থ মিথ্যা। পৌরাণিক ও বৈদান্তিক মতভেদের সামঞ্জস্য চেষ্টা এই ভাবে করা যাইতে পারে,—আমরা যাঁহাকে দুই বলিতেছি এবং দুই ভাগে দেখিতেছি, অতি উচ্চ জ্ঞান দৃষ্টিতে এ দুই দুই নহে, এক এবং অভিন্ন। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটি আর একটু পরিস্কার করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের জন্মের কারণ আমাদের পিতা এবং মাতা। আমাদের জন্মের কারণ কেবল আমাদের পিতাকে কিম্বা কেবল আমাদের মাতাকে বলা যাইতে পারে না। আমাদের জন্মের কারণ যেমন আমাদের পিতা মাতা দুই ভিন্ন দেহ বিশিষ্ট হইয়াও অভিন্ন এবং এক, সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টি বিষয়েও, পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতিকে বিভিন্ন বলিয়া কোন কোনও স্থানে কথিত হইলেও দুইকেই এক এবং অভিন্ন বলা যাইতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির অগ্রদিকে চক্ষু রাখিয়া পরমা প্রকৃতি এবং পরম পুরুষকে দেখিলে এক এবং অভিন্ন; পালন ও রক্ষণ দিকে চক্ষু রাখিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে এ দুই এক নহে,—বিভিন্ন। তত্ত্বজ্ঞান বিচার স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্ন স্তরে নামিয়া যখন আমরা পরমা প্রকৃতি দেবীকে সাকারা রূপে দেখিতে উপস্থিত হই এবং আমাদের পালনকারিণী এবং রক্ষাকারিণী জননীরূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তখন নাম গুণ বিহীন নিষ্ক্রিয় পরম পুরুষের সহিত বিজড়িতা নিষ্ক্রিয়ারূপিণী দেবীর উচ্চ আসন হইতে তাঁহাকে নিম্নে নামাইয়া আনিয়া রাখিতেই হয়। তাঁহাকে এই ভাবে আমাদের অন্তঃকরণের বোধ শক্তির নিকটে আনিয়া, ক্রিয়াশীলা এবং লীলাকুশলা মাতারূপে তাঁহাকে নানা আকারে নানা প্রকারে নানা বসনভূষাপুষ্পমালাতে সুসজ্জিতা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূজা করিতে থাকি। তাঁহার এই বিশ্বব্যাপি স্থূলক্রিয়াভাববোধক মূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া কোন কোন ঋষি, মায়া বা মহামায়া নামে, কোন কোন ঋষি প্রকৃতি বা পরমা প্রকৃতি বা পরমা শক্তি বা পরমা মাতা নামে পুরাণাদি

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ যা যা নিত্যা সনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥

অতএবহি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মন্যতে। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥"

* * * * * * * *

"সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী। ধর্ম্ম সত্য পুণ্যকীর্ত্তি যশোমঙ্গল দায়িনী॥

সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্ত্তি দুর্গনাশিনী॥ শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণা॥

তেজঃ স্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সর্ব্বশক্তি স্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততং॥

জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎ পিতা। গরীয়সীতি জগতাং মাতা শত গুণৈঃ পিতুঃ॥" ইত্যাদি (ভাগবত)

নানা শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহাকে আখ্যাতা করিয়া রাখিয়াছেন। যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত এই দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডিকার দেবাসুর যুদ্ধ ইতিহাস আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোন স্থানে এই আদ্যাশক্তি পরমা দেবীকে পরমা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কোথাও বা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, পরা মাতা, মায়া বা মহামায়া বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিশ্বব্যাপি মাতৃভাবে বিশ্বের সর্ব্ব জীবের পালন কার্য্যে সদা নিরতা হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া, "মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা" বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাকে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহাই আলোচ্য শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা বিশ্বপালনকারিণী ও সৃষ্টিরক্ষাকারিণী জগজ্জননী দেবী চণ্ডিকাকে, এইরূপে মাতা সম্বোধন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কেবল এই এক স্থানে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহা নহে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি মহেশ্বর পর্য্যন্তও তাঁহাকে নানা সময়ে নানা স্থানে মাতৃভাবে দর্শন করিয়াছেন, মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং মাতা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। ক্রমে সর্ব্বত্র তাঁহার এই মাতৃরূপা সর্ব্বজীবপালনকারিণী ও সর্ব্বলোক রক্ষাকারিণী ভাবটিকে যখন সকলে উপলব্ধি করিলেন তখন সেই জ্ঞান বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেব, দানব ও মানব সকলেই তাহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে, "মা" বলিয়া চিন্তা করিতে এবং "মা" বলিয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন (৩৭৯)।

---

(৩৭৯) সৃষ্টির সূত্রপাতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়া দেবী মহামায়াকে মাতা বলিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথমে, মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় যখন ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মাকৃত এই স্তুতির উল্লেখ আছে। এজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ব্রহ্মার ন্যায় বিষ্ণুও অনেক সময়ে দেবী মহামায়াকে পুনঃ পুনঃ মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন। তাহার একটি স্তুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীভগবানুবাচ। যাচেঽম্ব তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং, চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্রকুহরে সততং তবৈব, সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব॥
ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং, ত্বাং স্বামিনীতি মনসা ননু চিন্তয়ামি।
এবাবয়োরবিরতা কিল দেবি ভূয়াদ্, ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননী সুতয়োরিবার্য্যে॥" (ভাগবত)

এক সময়ে দেবী মহামায়াকে মহেশ্বর "জননী" সম্বোধন করিয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"শিব উবাচ। যদি হরি স্তব দেবি বিভাবজ- স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ।
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্‌গুণঃ সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেহধারী দেবদানব মানব জীবজন্তু সকলকেই তাঁহাদের নিজ নিজ বাসস্থানের চাতুস্পার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যোপযোগি ও প্রয়োজন সাধনোপযোগি বাক্য ও শব্দ

ত্বমসি ভূ সলিলং পবনস্তথা খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ।
জননি তানি পুনঃ করণানি চ ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যথহঙ্কৃতিঃ॥
ন চ বিদন্তি বদন্তি চ যেঽন্যথা হরিহরাজকৃতং নিখিলং জগৎ।
তব কৃতাশ্রয় এব সদৈব তে বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্॥" (ভাগবত)

মহেশ্বর মহাকালরূপে আর এক সময়ে আর এক স্থানে দেবীকে যে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা দেখা যাইবে—

"নমোস্তুতে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি। সাংখ্যযোগোদ্ভবেবীরে বরদে দেব পূজিতে॥
ত্বংগতিঃ সর্ব্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী। কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয় করী ধ্রুবা॥
সৃষ্টিরক্ষণ সংহারং ত্বমেব পরিকুর্ব্বসি। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং পদং পরমং স্মৃতং॥
মাতামরুদ্‌গণানাঞ্চ বৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্তথৈব চ॥ তপনী ভদ্রকালী চ বিষ্ণুমাতা বহুশ্রুতা।
গায়ত্রী চ বরেণ্যা চ তথৈব চ সরস্বতী॥ মানসী মন্যমানা চ মাতৃনাং জননী শুভা।
অঘোরা ঘোররূপা চ ঘোরাঘোরতরা তথা॥ দেব দানবমর্ত্ত্যেষু তির্য্যগ যোনিগতেষু চ।
ন তৎ পশ্যামি দেবেশি যত্ত্বয়া রহিতং ভবেৎ॥ অহন্তবপিতা দেবী ত্বন্তমাতা মম স্মৃতা।" (দেবীপুরাণ)

মহাকাল দেবী পরমাশক্তিকে মাতৃ সম্বোধনে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহা হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তী চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো, মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥
অনেকে সেবন্তে ভবদধিক গীর্ব্বাণ নিবহান্, বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।" ইত্যাদি

(তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মহাকালকৃত শ্যামাস্তোত্র)

দেবীপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত, স্বয়ং মহাদেব কৃত পরমাশক্তির স্তুতিতেও, তাঁহার পরমা মাতৃকা ভাবের একটি অতি উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—

"জয় পবনগগনদিনকর হুতবহ শশিসলিল অবনি আত্মস্থে। স্থিতি জগৎকারণ হেতো মূর্ত্তিত্বে কল্পিতে নমস্তে॥
জয় সকলার্থব্যাপিনি অনাদিনির্লক্ষ শুদ্ধ আত্মস্থা। আধারাদ্বায়ুনামনেক তত্ত্বার্থরূপিণে নমস্তে॥
খগ গগনদহনরূপিণি জলধরতনুবন্ধমোচনি অনাদ্যে। জয় সকলরূপ মাতৃরূপেঽনেক বিজ্ঞানধারিণি নমস্তে॥
জয় কালদেহরূপিণি ক্ষণাদি কল্পান্ত সংস্থিতা। বয়বৈর্বিদ্যা শুদ্ধজ্ঞানং নিয়াময়ে নিয়তিরূপিণি নমস্তে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও একাধারে পিতা মাতা পিতামহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের সমাবেশ কিরূপে হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সকল ধীরে ধীরে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাদের অতি শিশু অবস্থাতে তাহাদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য যাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে থাকে, সকলের পক্ষেই

বেদকে নিত্য বলা হয়, অর্থাৎ বেদ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। বেদ চৈতন্যময়, অর্থাৎ অন্যান্য পুস্তকের পাতার মত জড় বস্তু নহে। এইরূপ বেদ এক সময়ে মাতৃরূপা দেবী মহামায়াকে এইরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন—

"দেবা উচুঃ। নমোদেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে। নির্গুনে সর্ব্বভূতেশি মাতঃ শঙ্কর কামদে॥

ত্বং ভূমিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণাঃ প্রাণ বতাং তথা। ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমাশান্তিঃ শ্রদ্ধামেধাধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥

ত্বমুদ্গীথের্দ্ধমাত্রাসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা। জয়া চ বিজয়া ধাত্রীলজ্জাকীর্ত্তিঃ স্পৃহাদয়া॥

ত্বাং সং স্তমোহস্ম ভুবনত্রয় সংবিধান, জননীং দক্ষাং দয়ারসযুতাং জনানাং।

মাতা যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাং সকল ভুবনমেতৎ কর্ত্তুকামা যদা ত্বং সৃজসি জননি দেবান্ বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্।

স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়স্যেকরূপা, ন খলু তব কথঞ্চিদ্দেবি সংসার লেশঃ॥

নতেরূপং বেত্তুং সকলভুবনেকোঽপি নিপুনঃ।" (ভাগবত)

বেদগণ কৃত সুদীর্ঘ দেবী স্তুতি হইতে উপরে যে অল্প কিঞ্চিং উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে ব্রহ্ম স্বরূপ বেদও' দেবী মহামায়াকে কিরূপ উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

ঋষিগণ কৃত নানা ভাব পূর্ণ দেবী স্তুতি নানা পুরাণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও দেবী মহামায়াকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে তাঁহাদের দুই চারিটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"নারদ উবাচ। জয় শম্ভুনুতে দেবী জয় রুদ্রতনূদ্ভবে। জয় কেশবব্রহ্মেশ উৎপত্তিস্থিতিকারকে॥

জয় সংহারকারায় রুদ্রদেহভবায় চ। জয় পরার্থ ভবেশি জয় বাগেশি মঙ্গলে॥

জয় সর্ব্বপতে মাতর্জয়নাম বর প্রদে। সর্ব্বগে সর্ব্বনামেভ্যঃ প্রসীদ মম শঙ্করি॥

নামান্যুদীরয়িষ্যামি যানি তে প্রথিতানি তু। যৈস্তু নামৈঃ সদা লোকে অত্রৈবমনুগীয়সে॥" (দেবীপুরাণ)

"দক্ষ উবাচ। শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী। যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্॥

যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ। স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ॥

শম্ভুরস্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্॥ বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্।

প্রমাণ মানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাত্মিকাম্॥ যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং পরাম্॥

তস্য ভোগ্যঞ্চ মুক্তিশ্চ সদা করতলে স্থিতা॥ যস্ত্বাং প্রত্যক্ষতোদেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীম্।

তস্যাবশ্যং ভবেন্মুক্তির্বিদ্যাবিদ্যা প্রকাশিকাম্॥ যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি।

যা প্রমাণার্থ সম্পন্না চেতনা সা ভবাত্মিকা॥ যে স্তবন্তি জগন্মাতর্ভবতীমম্বিকেতি চ।

জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্ব্বং তেষাং ভবিষ্যতি॥" (কালিকাপুরাণ)

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে সুভদ্রা যখন মৃত পুত্র অভিমন্যুকে একবার দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বেদব্যাস, যুদ্ধে নিহত পুরুষগণকে স্বর্গ হইতে কিছুক্ষণের জন্য মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বেদব্যাস দেবীকে এই ভাবে স্তুতি করিয়াছিলেন— (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাহাকে সর্ব্ব প্রথমে কোন একটা শব্দদ্বারা নিকটে ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন হয়। এজন্য সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন একটি আকারান্ত শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া সেই পালনকারীকে ডাকিবার চেষ্টা সর্ব্বজীব মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সময় হইতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। "মা" শব্দটি সর্ব্ব প্রাণীর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। "মা" শব্দটির ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই কারণে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই "মা" শব্দের সার্ব্বভৌম ব্যবহারের ন্যায়, বিপদাপদ সময়ে, যাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকা হয়, তাঁহাকেও নিকটে পাইবার জন্য সকল জীবেরই স্বাভাবিক একটা চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল আপদ বিপদে নহে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় এবং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশের সকল অবস্থাতেই সকলেরই রক্ষাকর্ত্রী "মা"র কথা সর্ব্ব প্রথমে মনে হয় এবং মুখে "মা" ডাক সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্বভাবজাত অভ্যাস মূলে দেবতাগণও বিপদ সময়ে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহারা যাঁহাকে তাঁহাদের উৎপত্তির আদিস্থান মা বলিয়া জানিতেন, প্রথমে সেই মহামাতৃকা দেবীকেই "মা"

"যথা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো, ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক স্তথাসি দেবি ত্বমহং সততং নমামি তাম্॥
জলং ন বায়ু র্ন ধরা ন চাম্বরং, গুণান তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়ান্যহং।
মনো ন বুদ্ধি র্ন চ তিগ্ম গুঃ শশী, তদাসি দেবী ত্বমহং নমামি তাং॥
ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে, গুণৈর্লিঙ্গকোষঞ্চ নীতা সমাধৌ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা, ন কোপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোপি॥
প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ। নাহং ক্ষমোস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াস্ত জনান্ মৃতান্॥
সূত উবাচ। এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী। স্বর্গানাহূয় সর্ব্বান বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্॥" (ভাগবত)

বেদব্যাস কৃত এই স্তবের প্রতি পংক্তিতে দেবী মহামায়ার পরামাতৃকাভাবের অত্যুজ্জ্বল চিত্র যেরূপ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অন্য স্থানে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

রামরাবণের যুদ্ধ সময়ে, রাম মাতা বলিয়া দেবী দুর্গাকে সম্বোধন ও স্তুতি করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন দেবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মূলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই স্তুতির এবং দেবী পূজার উল্লেখ আছে। বেদে, পুরাণে, ইতিহাসে, তন্ত্রে, স্মৃতিতে ধর্ম্মশাস্ত্রে, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্রে, হিন্দু শাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে দেবীর মহামাতৃকাভাব পরিজ্ঞাপক নানা স্তুতি এবং বর্ণনা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিলে, বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে, একাল পর্য্যন্ত এদেশের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার লোক মধ্যেই যে দেবীকে "মা" বলিয়া চিন্তা করিবার, ডাকিবার এবং নানা স্থানে নানা ভাবে মাতৃরূপে পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"মা" বলিয়া বারম্বার ডাকিয়াছেন। কেবল স্বর্গের দেবতা[illegible] এইরূপে কতস্থানে কতবার বিপদে পড়িয়া "মা" "মা" ডাকের দ্বারা ঐ মাকে ডাকিতে হইয়াছে। প্রবল ঝড় বাতাস, ভূকম্প, জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি পার্থিব ভয়ঙ্কর আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে, যে স্থানে দেশের রাজার সৈন্যবল বা অর্থবল বা বুদ্ধিবল কর্ত্তৃক তাহার প্রতীকারের কোনই পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থলে অগত্যা উপরের কোন রক্ষা. কারিণী অদৃশ্যা প্রবল শক্তির আশ্রয় কত স্থানের কত নরনারীকেও লইতে হইয়াছে। এই রক্ষা কর্ত্রী প্রবল শক্তির ডাকনাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ "মাহামাতা," "শ্রীমাতা," "শামা," "শ্যামা," "মা," "মাম্মা," "আম্বা," "ও-মা," "মা-উ" প্রভৃতি নামেই তাঁহাকে অনেক দেশে পূজিতা হইতে দেখা যায় (৩৮০)। সর্ব্বলোক

---

(৩৮০) "Some of the tribes of Asia Minor worshiped the Great Mother deity MA or AMMA, who, like the Libyan Neith and other virgin goddess of the Delta, was self-created and had a fatherless son." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND)

ভারতের উমা দেবী সম্ভবতঃ তিব্বত দেশে "বু-মো" দেবী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহের পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া এখনও লামাগণের পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে অধ্যাপক জে হেকিন লিখিয়াছেন,—

"The high-born maiden who rides on a lion."

তিব্বতের লক্ষ্মী বা লামো দেবীর সহচরী "মিতইঙ্গীগীভাগ মা" দেবী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"MTHING-GI-BZACG-MA, who destrides a mule and hold an arrow."

মা-বজ্জনের দুহিতা ব্রগ-মার পৌরাণিক ইতিহাস যাহা ঐগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সযত্নে পাঠের উপযুক্ত সামগ্রী।

তিব্বতের ন্যায় চীন দেশেও "মা" নাম বিশিষ্ট দেবীর অভাব নাই। ASIATIC MYTHOLOGY হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

"The Tasists have borrowed these colossal figures. giving them the purely Chinese names of LT, MA, *Chao*, and *wen*, and they place them sometimes at the entrance to their temples in a position similar to that in the Buddist temples."

চীন দেশের দেবী সি-ওয়াং-মু মানুষকে দীর্ঘজীবন দান করিতে পারেন বলিয়া এখনও চীন দেশের কোন কোনও স্থানে পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন—

"SI-WANG-MU had thus become in ancient times the goddess who gives long life."

(ASIATIC MYTHOLOGY)

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সৃষ্টিকারিণী, সর্ব্বজীবপালনকারিণী এবং সকলের সর্ব্ববিধ বিপদকালে রক্ষাকারিণী শক্তিকে এই কারণে কেবল এক এই ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত

কোমানা দেশে "মা" দেবীর দ্বিবার্ষিকী পূজাতে দেশের নরনারীগণ একত্রিত হইয়া এখনও মহা উৎসব করিয়া থাকেন—

"Again, the goddess MA was served by a multitude of sacred harlots at Comana in Pontus, and crowds of men and women flocked to her santuary from the neighbouring cities and countries to attend biennial festivals." (THE GOLDEN BOUGH)

য়ুরোপের সমস্ত রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান উপাসনা মন্দিরে (চর্চ্চে) উপাসনা সময়ে বহু লোকে সমস্বরে বাদ্য ও গীতাদির সহিত তাঁহাদের উপাসনার যে অংশ শেষ করিয়া থাকেন, তাহাকে "মাস্" বলা হয়। পূর্ব্বে মাতা মেরী দেবীর উদ্দেশ্যে এইরূপ উপাসনা করা হইত, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রিশ্চিয়ান-উপাসনা কার্য্যে এই মাস্ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে

"According to Sumerian belief, Nintu "A form of the goddess MA," was half a serpent." (MYTHS OF BABYLONIA)

"Her benificent form survived as the Sumerian goddess Bau, who was obviously identical with the Phoenician Baau, mother of the first man. Another name of Bau was Ma and Nintu, "a form of the goddess Ma" was half a woman and half a serpent. and was depicted with "a babe suckling her breast. (MYTHS OF BABYLONIA)

"The Great Mother goddess was worshiped from the earliest times, and she bore various local names. At Comana in Pontus she was known to the Gteeks as Ma, a name which may have been as old as that of the Sumerian Mama (the creatrix), or Mamitu."

"Another Babylonian lady of the gods was Ama, Mama, or Mami, "the creatress of the seed of mankind," and was "probably so called as the 'mother' of all things."

(MYTHS OF BABYLONIA)

"আমা" শব্দে জাপান দেশে কেবল স্বর্গ নহে, স্বর্গের অধিবাসী দেবীগণকেও বুঝায়। জাপান ভাষার ধর্ম্ম-গ্রন্থ "তাঙ্গ-ফু-দোফিতে" বর্ণিত হইয়াছে,—"আমা-নো-হাসিদাতি" নামে এক স্বর্গের সিড়ি দ্বারা জাপানের লোকে পূর্ব্বকালে অতি সহজে জাপান হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে পারিত। সেই সিড়ি ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়িয়া তাম্বা প্রদেশে এখন একটি দ্বীপ অকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। "আমা" সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"The word 'Ama' which we render by 'heaven,' evoked among the Japanese other ideas than our conception of a distant and inaccessible heaven."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সকল অবস্থার নরনারীগণ মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত আপদ বিপদ সর্ব্ব সময়ে তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিবার এবং মাতৃভাবে চিন্তা করিবার একটা অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে (৩৮১)। মহামাতৃকা দেবীর বিশ্বব্যাপী উপাসনার

জাপানের দেবী "আমা-তের-স্থর" বিস্তৃত বিবরণ এবং লক্ষ্মীমূর্ত্তি সহিত সৌসাদৃশ্য যুক্ত "মায়ু" নাম বিশিষ্ট পাঁচটি বিভিন্ন দেবতার বিবরণ ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আজিও "মাতৃ" "মাত্রণী" প্রভৃতি নামে পূজিতা দেবী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েন নাই।

"The Matres, Matrae, and Matronæ are often qualified by some local name Deities of *this type* appear to have been popular in Britain, in the neighbourhood of Cologne, *and in* Provence." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND)

ভারতের নানা স্থানে নানা দেব মন্দিরে মহামাতৃকাদেবীর পালনভাব পরিজ্ঞাপক "শ্রীমাতা," "রমা," "রামা," "মানসী," "যোগমাতা," "বেদমাতা," "ষোড়শমাতৃকা," "অষ্টমাতৃকা" এবং "মাতৃকা" প্রভৃতি নামে পরিচিতা দেবী মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্টিতা থাকিয়া অদ্যাপি মাতৃভক্ত হিন্দু নরনারীগণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

(৩৮১) শৈশবে দিদিমার মুখে অনেকেই নক্ষত্র গণনার গল্প শুনিয়া থাকিবেন। স্থানোপযোগী হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এখানে ঐ ক্ষুদ্র গল্পটির অবতারণা করিতেছি। এক পাতসা তাঁহার উজিরকে কোন এক রাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আকাশের তারা কত বলিতে পার ?" উজির বলিলেন,—"বলিতে পারি।" পাতসা আদেশ করিলেন, "তবে আমাকে শীঘ্র বল, আকাশে কত তারা আছে ?" উজির করজোড়ে নিবেদন করিলেন,—"জাহাপানা, আমাকে কিছু সময় দিতে হইবে।" কত সময় আবশ্যক পাতসা জানিতে ইচ্ছা করিলে, উজির গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"প্রতি জন্মে এক শত বৎসর পরমায়ু প্রদত্ত হইলে, দশ জন্মে আমি গণনা শেষ করিয়া আকাশের তারার সংখ্যা আপনাকে জানাইতে পারিব।" পাতসা বলিলেন,—"বেশ, তাহাই হউক, তুমি গণনা আরম্ভ কর।" উজিরকে চিন্তা করিতে দেখিয়া পাতসা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন ? গণনা আরম্ভ কর।" উজির বলিলেন,— "আকাশের চারি দিকেই পুঞ্জ পুঞ্জ তারা দেখিতেছি, কোথা হইতে প্রথমে গণনা আরম্ভ করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি।" এই গল্পের চিন্তাকুল উজিরের অবস্থাতে, এক্ষণে এই টীকা লেখককে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাহার কারণ, আকাশের অসংখ্য তারার ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সকল শ্রেণীর অসংখ্য নরনারী মধ্যেই পরমেশ্বরকে মাতৃভাবে ডাকিবার ব্যবহার পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; এ অবস্থাতে কোন দেশের কথা লইয়া আমরা অগ্রে আলোচনা আরম্ভ করিব ইহাই চিন্তার বিষয়। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা সকল দেশের সকল লোকের সমান নহে। কোন স্থানে উহা অতি উচ্চ এবং প্রশস্ত ভাবকে, কোথায় বা অতি সংকীর্ণ ও মলিন ভাবকে ধারণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণে অবস্থান করে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই লোক রক্ষাকার্য্য ও পালনকার্য্য সহিত ঈশ্বরকে কোনও স্থানে স্ত্রী কোথায় বা পুরুষ ভাবে বিজড়িত করিয়া রাখিতে দেখা যায়। অনেক দেশের লোকের নিকটে ধনধান্যসুখসম্পৎ প্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবীকে এই কারণে সকলের উপরের দেবতারূপে প্রপূজিতা হইতে দেখা যায়। ইতি পূর্ব্বে "লক্ষ্মী" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে এ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উৎপত্তি ও বিস্তৃতির মূল কারণ যে ইহাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মহামাতৃকা দেবীর উপাসনার উৎপত্তি কারণ সর্ব্বস্থানে এক হইলেও তাঁহার উপাসনার পদ্ধতি প্রকরণ

বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই বিশ্বপূজ্যা দেবীকে আরও নিকটে আনয়ন করিয়া আবার মাতৃভাবে পৃথিবীর কোন দেশের লোকে কি পদ্ধতিতে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ের আলোচনা এক্ষণে এখানে করা যাইতেছে। য়ুরোপকেই এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে সুসভ্য দেশ বলা হয়; তাহার মধ্যে জার্ম্মানীকে আরও উন্নত ও সুশিক্ষিত মনে করা হয়। জার্ম্মানীকে আধুনিক সভ্যতা আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা বলিতেও বাধা নাই। সেই কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী জার্ম্মানী দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীগণ মধ্যে এখনও পরমা মাতার পূজা অর্চ্চনা কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার্ জেমস্ জর্জ্জ ফ্রেজার তাঁহার কৃত THE GOLDEN BOUGH গ্রন্থের এক স্থানে জার্ম্মানী দেশের জন সাধারণের মহামাতৃকাদেবীর পূজার কথা উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"Sometimes the last sheaf is called, not the Corn-mother, but the Harvest mother or the Great Mother. In the province of Osnabruck, Hanover, it is called the Harvest-mother; it is made up in female form, and then the reapers dance about with it."

উপরে যে গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা হইল, তাহার অন্য এক স্থানে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কেবল প্রুসিয়া বা জার্ম্মানী দেশে নহে, য়ুরোপের অনেক স্থানের অধিবাসীগণ কাননাকীর্ণ স্থানে গাছের বেড়া দ্বারা পূজার স্থান সংগোপন করিয়া তথাতে এখনও পৌত্তলিক ভাবের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,—

"Among the tribes of the Finnish—Mgrian stock in Europe the heathen worship was performed for the most part in sacred groves, which were always enclosed with a fence."

জার্ম্মানীদেশের সাধারণ লোকেরা এখনও যে পূর্ব্বকালের ন্যায় বৃক্ষ বাটীকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে পূজার বৃক্ষ স্থাপন করিয়া তথাতে পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ ঐ গ্রন্থে এই ভাবে করা হইয়াছে—

"Sacred groves were common among the ancient Germans, and tree-worship is hardly extinct amongst their descendants at the present day." * * * "Midsummer customs of the same sort used to be observed in some parts of Germany. Thus in the towns of the upper Harz Mountains tall fir-trees with bark peeled off their trunks were set up in open places and decked with flowers and eggs, which were painted yellow and red. Round those trees the young folk danced by day and the old folk in the evening."

বর্ত্তমান "সুসভ্য" সময়েও জার্ম্মানীদেশের অধিবাসীগণের এইরূপ প্রগাঢ় "পৌত্তলিকি অনুরক্তি" দেখিয়া, ইংরেজ গ্রন্থকারগণ মধ্যে কেহ কেহ যে তাঁহাদিগের প্রতি অতি মাত্রাতে ঘৃণাব্যঞ্জক নাসিকা কুঞ্চন করিবেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। CERMAN HOME LIFE গ্রন্থের লেখক তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এবং উহার বিস্তৃতি সাধন ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লৌকিক অবস্থা অনুসারে এবং উপাসকগণের

"To speak the simple truth plainly, the Christianity of to-day, call it by what name you will, is inodorous in the nostrils of the enlightened German." * * *

"Religion is fashionable in high quarters ; it is known that the Court of Berlin is *soi-disant devout*. But to the outsider the Christianity of Germany is a Christianity without a Christ." * * * * * * * * *

"Prussia has become the strongest and least civilised country in the world. Its civilisation is that of the world without God. * * * * *

Such civilisation I do not deny to Prussia, but it is not the civilisation of the Christian world."

ইংলণ্ডের প্রাচীন উপাসনা মন্দিরের বেদীতে কোথায়ও সূর্য্যের পরিচয় স্থলে "মা পোন" শব্দ খোদিত থাকা দেখা যায়। ওয়েল্‌স্ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থেও "মা বোন" শব্দ দেখা যায়। জাপানের ন্যায় ইংলণ্ডে সূর্য্যকে পুরাকালে স্ত্রীদেবী মূর্ত্তিতে পূজা করিবার ব্যবহার থাকিলে মা-বোন নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিবার অর্থ বোধগম্য হয়।

"The name of the sun-god Maponos is found alike upon altars in Gaul and Britain and in Welsh literature as Mabon." (CELTIC MYTH AND LEGEND)

কিলারানী হ্রদের পার্শ্বে দুইটি উচ্চ পর্ব্বত চূড়াকে "আনা" দেবীর স্তনাগ্র বলা হয়। আনা দেবীকে আয়ার্লাণ্ডের মহামাতৃকা দেবী বলা হয়। এই মাতা দেবীর নামে এই পর্ব্বত চূড়া এখনও আয়ার্লাণ্ডের তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে।

"She was also called Anu or Ana, and her name still clings to two well-known mountains near Killarney, which, though now called simply "The Paps," were known formerly as the "Paps of Ana." She was the universal mother."

(CELTIC MYTH AND LEGEND)

আয়ার্লাণ্ডের এবং ইংলণ্ডে উপাস্যা দেবদেবীগণ কেবল ঐদেশেই নহে, ইয়োরোপের অনেক স্থানে এখনও পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন।

"The same great gods were, no doubt, adored by all the Celts, not only of Great Britain and Ireland, but of Continental Gaul as well."

যে ইংলণ্ডের গ্রন্থকার, জার্ম্মেনী দেশের লোকের পৌত্তলিকী অনুরক্তি দেখিয়া এত দুর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার নিজের দেশ সেই ইংলণ্ডে, স্কটল্যাণ্ড ও আয়েরল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ মধ্যে অনেকে এখনও কেহ প্রকাশ্যে কেহ বা সংগোপনে মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ আনা দেবীকে সকল দেবদেবীর মাতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এখনও আয়ার-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথায় বা

ল্যাণ্ডের অনেক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যাক্তিগণ এই আনা দেবী হইতেই এক সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"Within living memory, she was propitiated by a magical ritual upon every Saint John's Eve, to ensure fertility during the coming year. The villagesrs round her sidh of Cncc Aine (knockainy) carried burning bunches of hay or straw upon poles to the top of the hill, and thence dispersed among the fields, waving these torches over the crops and cattle." * * * * * * * * * *

"Whether or not she were the mother of the gods, she is claimed as first ancestress by half a dozen famous Irish families." * * * (CELTIC MYTH & LEGEND)

আয়ারল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশের কোন কোনও শিক্ষিত পুরুষ আনা দেবী হইতে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের উৎপত্তির গর্ব্ব যেমন এখনও হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আয়ারল্যাণ্ডের জন সাধারণ মধ্যেও এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা এখনও তাঁহাদের উপাস্যা আনা দেবী দ্বারা ব্যারাম পীড়া আপদ বিপদ কালে রক্ষা পাইতে পারেন এরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকেন এবং এজন্য তাঁহার উদ্দেশে সময়ে সময়ে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। চণ্ডীমাহাত্মের ১১০ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা স্থলে ১৫৪ সংখ্যক টীকাতে আয়ারল্যাণ্ডের সৌভাগ্য স্পর্শমনি স্বরূপা এই আনা দেবীর বিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেশের লোকে এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে অধিষ্ঠাতা এই দেবীকে পুরাকালে ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। ইতিহাস লেখকগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড আয়ারল্যাণ্ড হইতে এই প্রস্তরময়ী দেবীকে আনিয়া ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে Westminster Abbey গির্জ্জাঘরে স্থাপন বা রক্ষা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন স্কটল্যাণ্ড বাসীরা এই প্রস্তর মূর্ত্তিকে লইয়া গিয়াছেন। CELTIC MYTH গ্রন্থ হইতে এই সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The stone of Fal, better known as the "Stone of Destiny," which afterwards fell into the hands of the early kings of Ireland. According to legend, it had the magic property of uttering a human cry when touched by the rightful king of Erin. Some have recognized in this marvellous stone the same rude block which Edward I brought from scone in the year 1300, and placed in Westminster Abbey, where it now forms part of the Coronation Chair. It is a curious fact that, while Scottish legend asserts this stone to have come to Scotland from Ireland, Irish legend should also declare that it was taken from Ireland to Scotland. This would sound like conclusive evidence, but it is none the less held by leading modern archæologists—including Dr. W. F Skene, who has published

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহামাতৃকা দেবীর হস্তে কমল ফুল দিয়া ভক্তি প্রীতি মাখা কমনীয় মূর্ত্তিতে কমলা নাম দিয়া

a monograph on the subject that the stone of Scone and the stone of Tara were never the same."

আয়ারল্যাণ্ডের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়ী এই দেবীকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে যাঁহারাই স্থানান্তরিত করুন না কেন, আয়ারল্যাণ্ডের লোকের দেবদেবী প্রতি কিরূপ ভক্তি এবং অনুরক্তি ছিল এবং এখনও আছে তাহার প্রমাণ এই ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে আমরা পরিস্কার রূপে পাইতে পারিতেছি। প্রস্তর বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোন রূপ দৈবশক্তি যে থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস যে কেবল ভারতের, তিব্বতের বা চীনের, জাপানের বা আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাহাই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অধিবাসীগণ মধ্যে পূর্ব্বকালেও তাহা ছিল এবং এখনও তাহা অনেক স্থানে অটলভাবে রহিয়াছে। রোমের ইতিহাসে জানা যাইতেছে—

"The worship of, the Phrygian Mother of the Gods was adopted by the Romans in 204 B. C. towards the close of their long struggle with Hannibal. * * *

Accordingly ambassadors were despatched to her sacred city Pessinus in Phrygia. The small black stone which embodied the mighty divinity was entrusted to them and conveyed to Rome, where it was received with great respect and installed in the temple of Victory on the Palatine Hill. It was the middle of April when the goddess arrived, and she went to work at once. For the harvest that year was such as had not been seen for many a long day, and in the very next year Hannibal and his Veterans embarked for Africa."

(THE GOLDFN BOUGH)

প্রাচীন রোম এবং গ্রীস হইতে য়ুরোপের সকল দেশে দেবদেবীর আকৃতি প্রকৃতি এবং তাঁহাদের পূজা পদ্ধতি সংক্রান্ত যাবতীয় ভাব ও ধারণা ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—ইহাই হইতেছে য়ুরোপের আধুনিক ঐতিহাসিক গণের একটি সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। উপরে উদ্ধৃত একজন সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে,—দেবদেবীগণের আদি মাতার মাতৃকাশক্তি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া রোমের অধিবাসীগণ সুদূর স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিয়া রোমের একটি পর্ব্বত চূড়াতে বিজয় মন্দির প্রস্তুত করিয়া তথাতে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া ছিলেন। এই হইতে রোমানগণের সৌভাগ্য সম্পদ বিপুল বেগে বৃদ্ধি হইয়া চলিতেছে দেখিয়া অন্যান্য দেশেও তাঁহার পূজা অর্চ্চনা ক্রমে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। য়ুরোপে মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনার স্রোত এই হইতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে বলা যাইতে পারে। য়ুরোপের নূতন কৃশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের এই মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনার স্রোত দিন দিন মন্দিভূত হইয়া যাইতে থাকিলেও এখনও উহা য়ুরোপের মৃত্তিকা হইতে একেবারে শুস্ক বা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই কারণে এখনও কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ মধ্যে সময়ে সময়ে দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য পশু বলি প্রদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে ঐ সকল দেশের স্থানে স্থানে এখনও গৃহস্থ বাড়ীতে কাষ্ঠ প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত দেবী প্রতিমা স্থাপিত থাকিবার এবং তাহার পূজা হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহার পূজা করা হয়, কোথায় বা দুর্দ্দান্তের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার হস্তে রক্তমাখা অসি সমর্পণ করিয়া এবং গলদেশে বাঁকা নরমুণ্ডমালা দোলাইয়া রক্ষাকালী মূর্ত্তিতে

দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য গরু বলিদান করিবার প্রথা আয়ারল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল স্থানে এখনও যে দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা নহে। নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হইতে ইহা দেখা যাইবে,—

"Mr Laurence Gomme, in his Ethnology in Folk-lore, has collected many modern instances of the sacrifices of cattle not only in Ireland and Scotland, but also in Wales, Yorkshire, Northamptonshire, Cornwall, and the Isle of Man. Within twenty miles of the metropolis of Scotland a relative of Professor Simpson offered up a live cow as a sacrifice to the spirit of the Murrain." (CELTIC MYTH & LEGEND)

আয়ারল্যাণ্ডের কোনও কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহে কিছুদিন পূর্ব্বেও কাষ্ঠে নির্ম্মিত মাতাদেবীর প্রতিমা স্থাপিত ছিল এবং তাঁহার পূজা হইত। একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে তাহার প্রমান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The family of the O, Herlebys in Ballyvorney, County Cork, used in olden days to keep an idol, an image of wood about two feet high, carved and painted like a woman. She was the goddess of smallpox." (CELTIC MYTH & LEGEND)

কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মেনী, প্রুসিয়া ও রুসিয়া প্রভৃতি সুসভ্য দেশের অধিবাসীগণ মধ্যে এবং এসিয়াখণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম অধিবাসীগণ মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে মহামাতৃকা দেবীর পূজা অর্চ্চনা হইতে দেখিয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার মিঃ ফারলেছ স্কয়ার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"The more civilized Gaeles and Britons would no doubt accept the purer gospel, and abandon the gods they had once adored, but the peasantry--the bulk of the population-would still cling to the familiar rites and names. A nobler belief and a higher civilization come, after all, only as surface waves upon the great ocean of human life ; beneath their agitations lies a vast slumbering abyss of half-conscious faith and thought to which culture penetrates with difficulty and in which changes come very slowly."

(CELTIC MYTH & LEGEND)

উপরে উদ্ধৃত দুঃখপূর্ণ ইংরাজী উক্তির বাঙ্গলা মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গল এবং ব্রিটনগণ মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য, বাইবেলের সুপবিত্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহরা নিশ্চয়ই দেবদেবীর পূজার্চ্চনা পরিত্যাগ করিবেন ; কিন্তু কৃষিকার্য্যাদিতে রত সকল দেশের সাধারণ লোক এখনও আরও কিছুদিন পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম বিষয়ক রীতি নীতি এবং দেবদেবীর নাম ধরিয়া রাখিবেন। উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা এবং পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রক্ষাকারিণী জগজ্জননীকে অর্চ্চনা করা হয়। কোনও স্থানে কেহ পিতৃরূপে তাঁহাকে পূজা করেন, কেহ অগ্নিমুখে ঘৃতাহুতি দিয়া তাঁহার নামে হোম করেন, কেহ মাতৃরূপে তাঁহাকে

দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলেও উহার উপরকার তরঙ্গমালা বিপুল জন সাধারণের হৃদয়ের উপরিভাগ মাত্র স্পর্শ করিয়া কেবল ভাষিয়া যায়, উহার নীচে তাহাদের অন্তঃকরণ, যাহা অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থাতেই থাকে, সেখানে সুশিক্ষার ফল অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে এবং অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু চিন্তাশীল ইংরাজ গ্রন্থকারগণ মধ্যে এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা অন্য ভাবে ইহা দেখিয়া থাকেন।

"If we survey the whole of the evidence on this subject, some of which has still to be laid before the reader, we may conclude that a great Mother goddess, the personification of all the reproductive energies of nature, was worshipped under different names but with a substantial similarity of Myth and ritual by many peoples of Western Asia."

(THE GOLDEN BOUGH)

উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে জানা যাইতেছে,—বহুদর্শী সার জেমস্ ফ্রেজার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তিকেই মহামাতৃকা দেবী ভাবে নানা দেশের লোক নানা নামে পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি এখনও স্থির করিতে পারেন নাই দুই স্ত্রী দেবত'কে যুক্ত করিয়া পূজা করিবার উদ্দেশ্য কি? সার জেমস্ ফ্রেজার সম্ভবত ভারত ভ্রমণ সময়ে এ দেশের কোন স্থানে হরগৌরী পূজা হইতে দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থে ঐ বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"In some parts of India the harvest goddess Gauri is represented at once by an unmarried girl and by a bundle of wild balsam plants, which is made up into the figure of a woman and dressed as such with mask, garments, and ornaments."

(THE GOLDEN BOUGH)

গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে দুই মাতৃ মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের একটি গৌরী এবং অন্যটি হর হওয়া অসম্ভব নহে।

হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ কুমাউন ও ঘরওয়াল প্রভৃতি স্থানে সজীব সুশ্রী অল্পবয়ঃক্রমের নরনারীকে হরগৌরী মূর্ত্তিতে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া পূজা করিবার পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। কতকটা এই ভাবের দেবদেবীর পূজা করিবার প্রথা জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সার জেমস্ ফ্রেজার তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"In these last instances the corn-spirit is personified in double form as male and female."

নরনারীর সজীব দেহে, শস্য উৎপাদিকা প্রকৃতিদেবীকে, আহ্বান করিয়া পূজা করিবার প্রথা স্থানে স্থানে সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—

"The reader may, however, remember that according to Mannhardt, whose theory I am expounding, the spirit of the corn manifests itself not merely in vegetable but also in human form."

(THE GOLDEN BOUGH)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অর্চ্চনা করেন, কোনও স্থানে কেহ বা পিতৃ মাতৃ শব্দগত দ্বিভাবের পার্থক্য বোধকে সুদূরে রাখিয়া পরমা প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের সম্মিলিত শিব শক্তির অভিন্ন মূর্ত্তিকে মানস চক্ষু সম্মুখে

গ্রন্থকার তাঁহার GOLDEN BOUGH গ্রন্থের এক স্থানে আরও লিখিয়াছেন,—

"Our general ignorance of the popular superstitions and customs of the ancient has already been confessed. But the obscurity which thus hangs over the first beginnings of ancient religion is fortunately dissipated to some extent in the present case."

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজির মর্ম্মানুবাদ এই—

এই সকল বিষয়ে প্রায় সকল দেশের জনসাধারণের পূর্ব্বাগত একটা ধারণা এবং রীতি নীতির মূলে কি নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত হইয়া রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে যদিও আমাদের অজ্ঞতা এখন আমরা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু সুখের বিষয় এই অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব অনুশীলন কার্য্যে ব্রতী য়ুরোপের কোনও কোনও গ্রন্থকার এই নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ভূমধ্যসাগরকূলবর্ত্তী অর্থাৎ দক্ষিণ য়ুরোপের অধিবাসীগণ মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, মূলে মাতৃকা শক্তি হইতেই জীবের উৎপত্তি ও পালন কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

"Ancient and modern evidence tends to emphasise the widespread prevalence among the peoples of the Mediterranean race of the belief in the female origin and control of life."

(MYTHS OF CREATE and PRE-HELLENIC EUROPE)

ঐ গ্রন্থ হইতে আরও কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Among the goddesses one was regarded as the Great Mother, who gave birth to the chief deities, male and female, the demons and the ancestors of mankind."

উদ্ধৃত ইংরাজির মর্ম্মানুবাদ এই—দেবীগণ মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রধানা তাঁহাকে মহামাতা বলা যাইতে পারে। এই মহামাতাই সমস্ত প্রধান পুরুষ দেবতা ও স্ত্রী দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দৈত্য দানবগণ ও মানবগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্ত্রী ও পুরুষ শক্তির সম্মিলন ভিন্ন সৃষ্টি কার্য্য সম্ভবিতে পারে না, এই আপত্তিকে খণ্ডন করিবার জন্য ইজিপ্টের মহামাতৃকা দেবীকে একাধারে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবযুক্ত বলিয়া ইজিপ্ট ইত্যাদি দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"Another mystic conception was that the Great Mother was bi-sexual. The Libyan Neith was occasionally depicted as androgyne. Isis was the Egyptian "bearded Aphrodite," the woman who was made a male, as one of the religious chants states; "by her father, Osiris. The Babylonian Ishtar and the Gemanic Freya were likewise double sexed." * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সংস্থাপন করিয়া শক্তি সাধনাতে আত্ম বিনিয়োগ করেন (৩৮২)। এ সকল মধ্যে স্থূল দৃষ্টিগত

"Adonis similarly was "both maiden and youth." The Babylonian Namar (sin) the moon-god, was "father" and "mother" of gods and men. So was the Syrian Baal. In India Shiva is sometimes depicted with the right side female and the left male. The Persian Mithra was a god and goddess combined."

(MYTHS OF CREATE AND PRE-HELLENIC EUROPE)

অতি প্রাচীন কালের ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত উক্তির সাহায্য লইয়া পরমা মাতার একই দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ পার্থক্যভাব পরিজ্ঞাপক দুইটি দেহগত অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তদ্বারা তিনি বিশ্বসৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ সময়ে দেবদেবী সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা এ দেশের বেদ, তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতির (কিংবা তন্ত্রোক্ত ভাষাতে শিবশক্তির) অভিন্ন ভাবের বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বসৃষ্টি কালের আদি রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। পরবর্ত্তী ৩৮২ সংখ্যক টীকাতে শিব-শক্তির অভিন্ন ভাবের কথার আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩৮২) ভাগবতের বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—দেবী পরমা প্রকৃতি এক সময়ে নিজ মুখের বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন, "পরমপুরুষ এবং আমি এক এবং অভিন্ন।" যথা—

"দেব্যুবাচ। সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ। যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"আমি স্ত্রীও নহি, আমি পুরুষও নহি, আমি ক্লীবও নহি।" যথা—

"নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে।"

যিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন এবং ক্লীবও নহেন এমন দেবীকে মাতৃ ভাবে চিন্তা করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন; এজন্য তাঁহাকে পৌরাণিক বর্ণনার ক্ষেত্রের আরও নিম্নস্তরে সাধারণ মানবের বোধগম্য অবস্থাতে নামাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে নিরাকার হইতে দেহধারী মূর্ত্তিতে আনিয়া, ঋষিগণ তাঁহাকে একাধারে পিতৃ মাতৃ ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুরাণ বর্ণিত সৃষ্টি প্রারম্ভ সময়ে দেবী যে রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহামাতৃকারূপের কথা পুরাণে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রলয় অবস্থার পরিসমাপ্তিতে, যখন পরমা প্রকৃতি সৃষ্টি ক্রিয়াতে পুনঃ প্রবৃত্তা হইলেন, তখনই তিনি তাঁহার উল্লিখিত নিরাকার নির্ব্বিকার ভাবকে পরিহার করিয়া তাঁহার পরমা মাতৃভাবকে পুনঃ প্রকটিত করিলেন এবং সৃষ্টি পালন সংহার কার্য্য সাধন জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপন্ন করিলেন অর্থাৎ নিজের মধ্য হইতে তিনি তাঁহাদিগকে বাহিরে প্রকাশ করিলেন। পুরাণের এই সকল কথা অন্য স্থানে অনেক বার বলা হইয়াছে, বুঝাইবার সুবিধার্থে এখানে পুনরুল্লেখ করা হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষ হইতে এক নিমিষের তরেও পৃথক হইতে বা থাকিতে পারেন না। অথচ সৃষ্টিকালে নিষ্ক্রিয় পরম পুরুষ সহিত প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে থাকিলে বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যও আরম্ভ হইতে পারে না; কাজেই পরম পুরুষের যে ভাবকে ধরিয়া প্রকৃতি দেবীকে সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, তন্ত্রের ভাষাতে পরম পুরুষের সেই বিরাট ভাবকে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পার্থক্য কিছু কিঞ্চিৎ থাকিলেও এ সমস্তই মহামাতৃকার পূজার প্রকারভেদ মাত্র। বস্তুতঃ দেবী

"মহাকাল" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মহাকাল, মহাকাশ এবং পরমব্রহ্ম অভিন্ন। পরমব্রহ্ম বা পরমপুরুষ আদি অন্তহীন, সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং নিরাকার। মহাকাল এবং মহাকাশও আদি অন্ত হীন সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং নিরাকার। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে পরমব্রহ্ম ভিন্ন অন্যেতে এই সকল অবস্থা থাকিতে পারে না। এইকারণে পরমব্রহ্মকে মহাকালের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া পরম পুরুষের নির্ব্বিকার ভাবকে ছাড়িয়া তাঁহার এই মহাকালরূপ বিরাট ক্রিয়াশীল ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া, পরমা প্রকৃতি দেবী সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছেন, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"কালোনাম স্বয়ং দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ। অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়স্তেন ভাগেন কেনচিৎ ॥
লয়ভাগে ব্যতীতে তু সিসৃক্ষা সমজায়ত। জ্ঞান স্বরূপস্য তদা পরমব্রহ্মণো বিভোঃ ॥
ততোঽস্য প্রকৃতিস্তেন সম্যক্ সঙ্ক্ষোভিতাভিয়া। সংক্ষুব্ধা সর্ব্বকার্য্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাত্মিকা ॥" (কালিকাপুরাণ)

মহাকালের সহিত সম্মিলিতা পরমা প্রকৃতি প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন, পুরাণের এই বর্ণনাকে সম্পূর্ণ স্থির রাখিয়া তন্ত্রে অন্য ভাষাতে কি ভাবে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত "রুদ্রযামল তন্ত্রের" উক্তিতে দেখা যাইবে,—

"ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্তু পরঃ শিবঃ ॥
তস্যোপরি মহাকালো ভুবনেশো বিরাজতে। যেন সার্দ্ধং মহাদেবী কালিকা রমতে সদা।

মহাকালের সহিত পরমা প্রকৃতির সৃষ্টিকালের সম্মিলিত এই উচ্চ ভাবটিকে এ দেশের হিন্দু জন সাধারণ শিবশক্তি নাম দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং এই শিবশক্তির সম্মিলিত "লিঙ্গমূর্ত্তি" ভারতের সর্ব্বত্র এক্ষণে প্রপূজিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই সম্মিলিত ভাবকে লইয়াই এ দেশের সর্ব্বত্র সকল নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগৃহের নিত্য শিব পূজা কার্য্য প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। শিব পূজাতে যে বাণলিঙ্গ শিব আধারে পূজা করিবার ব্যবহার ভারতের প্রায় সর্ব্ব স্থানে এক্ষণে দেখা যায়, সেই বাণলিঙ্গ সম্বন্ধে পুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিতং দেবং সংসার দহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্ ॥" (শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ বচন)

কেবল নর্ম্মদা নদী গর্ব্ভোত্থিত বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত প্রস্তর খণ্ড মধ্যেই যে পরমা প্রকৃতি শিবশক্তিরূপে জড়িত ভাবে রহিয়াছেন, ইহাই শাস্ত্রকারেরা বলেন না, নিত্য পূজার জন্য মৃত্তিকা দ্বারা যে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাতেও গৌরিপীঠ রাখিবার এবং তাহাতে গৌরীদেবীর উদ্দেশ্যে পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে রহিয়াছে। যথা—

"সুপীনং সুন্দরং রম্যং শর্করারহিতং সদা। নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং কুণ্ডলী সহিতং প্রিয়ে ॥
যো লিঙ্গং পরমেশানি স রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ। কুণ্ডলীবেষ্টনী তস্য সা দেবী পরমেশ্বরী ॥
শিবস্য পূজনাদ্দেবি দেবীদেবৌ চ পূজিতৌ। একস্য পূজনাদ্দেবি দ্বয়োরেব প্রপূজনম্ ॥" (মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র)

কেবল মৃত্তিকায় গঠিত শিব কিম্বা বাণলিঙ্গ শিব বলিয়া নহে, সুবিস্তৃত ভারত ভূখণ্ডের যে কোন তীর্থস্থানে বা সহরে, নগরে, পল্লীগ্রামে বা যে কোন স্থানে, যে কোন দেব মন্দিরে, বৃক্ষমূলে, দেববেদীতে যে সকল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রহিয়াছে, তৎসমস্তকেই, শিব এবং শক্তির সম্মিলিত পিতৃ মাতৃ ভাবপরিজ্ঞাপক মূর্ত্তি বলিয়াই জানিতে হইবে। এই সম্মিলিত ভাবপরিজ্ঞাপক মূর্ত্তি যে কেবল দেব মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা নহে, হিমালয়ের বরফাবৃত যে সর্ব্বোচ্চ চূড়াকে "গৌরীশঙ্কর" নামে আখ্যাত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই "গৌরীশঙ্কর" পর্ব্বত চূড়াটাও, মহামাতৃকা দেবীর এবং সৃষ্টিক্রিয়াপ্রবর্ত্তক মহাকালের সম্মিলিত একটি মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রপূজিত হইয়া আসিতেছে। হিমালয়ের প্রধান তীর্থস্থান কেদার বদরীতে কেদারমন্দিরের কিছু ব্যবধানে গৌরী দেবীর কুণ্ড বলিয়া একটি তীর্থ থাকিলেও অনেক তীর্থযাত্রী কেদার শিবলিঙ্গেই একই সময়ে মহেশ্বরের এবং গৌরী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনেক তীর্থস্থানে অনেক শিবমন্দিরে লোক প্রতিষ্ঠিত বা সয়ম্ভু শিবলিঙ্গোপরি মহেশ্বরের এবং গৌরীদেবীর পূজা হইতে দেখা যায়। তুসারাবৃত বিশাল হিমাদ্রিচূড়াতে যে শিবশক্তির বিরাট আলিঙ্গন, হিন্দু ভক্ত জন সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র বটীকাকার বাণলিঙ্গ প্রস্তর খণ্ড মধ্যেও সেই একটু শিবশক্তির মহাসম্মিলন তাঁহারা শিব পূজা সময়ে উপলব্ধি করেন। এইরূপ সম্মিলিত শিবশক্তির পূজা পদ্ধতি বৌদ্ধ তন্ত্র সহিত চীন এবং তিব্বত দেশ হইতে এ দেশে কয়েক শত বর্ষ গত হইল আমদানি হইয়াছে, এমন একটি উৎকট সিদ্ধান্ত কোন কোন আধুনিক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতে করিয়া থাকেন। নানা যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজ গ্রন্থ লেখকের এই শ্রেণীর অসার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এই খানে "অসার" শব্দ ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, এইরূপ সিদ্ধান্তের মূলে এক ছিন্নকেশ পরিমাণও সত্য খুঁজিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের বৌদ্ধতন্ত্র দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং বুদ্ধদেবও যখন কপিলবস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তৎকালেও যে সম্মিলিত শিবশক্তির পূজা ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ভারতের নানা স্থানের দেব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইত, ইহার অসংখ্য অকাট্য প্রমাণ কেবল বেদ পুরণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে এবং রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাসে নহে, পরন্তু ভারতের অতি প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকাতে ও পর্ব্বত গুহাতে এবং দেবমন্দির মধ্যে ও ভূগর্ভে অদ্যাপি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এই সকল প্রমাণের দুই চারিটির মাত্র কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। উদ্দেশ্য,—ইহাদ্বারা ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া কেবল তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া নহে, পরন্তু পরম পিতা ও মহামাতার সম্মিলন বোধক শিবশক্তির পূজা এদেশে কত প্রাচীন কাল হইতে কি ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু জনসাধারণ সম্মুখে প্রদর্শনের চেষ্টা করা। এরূপ চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইবার সর্ব্ব প্রথমেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শ্রীরাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের কথা স্মরণে উপস্থিত হয়। সমুদ্রবালিতে গঠিত প্রস্তরে পরিণত এই শিবলিঙ্গ যে প্রাচীন প্রস্তর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাহা কর্ত্তৃক তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কোনই তত্ত্ব কোন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়ে এবং মুসলমান পাতসা নবাবদিগের রাজ্য শাসন কালে এই পুরাতন হিন্দু দেব মন্দির নষ্ট করা হয় নাই। তাহার একটি কারণ সমুদ্র মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ইহা সংস্থিত, দ্বিতীয় কারণ উত্তর ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু মন্দির ধ্বংস কার্য্যের প্রখর স্রোত তত দূর দেশে যাইয়া সম্ভবত পৌঁছিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, এত উচ্চ ও সুবৃহৎ ও প্রস্তর কারুকার্য্যখচিত মন্দির ভারতে অভগ্ন অবস্থাতে

(পর পৃষ্ঠাদ্রষ্টব্য)

কেন, তাঁহার হস্তে কমল ফুল্ল রাখিয়া ভক্তি প্রীতি মাখা কমনীয় মূর্ত্তিতে কমলা নাম দিয়াই

আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। এই সুবৃহৎ প্রস্তর মন্দিরের গাত্রে সংলগ্ন বাহিরের চারিদিকে অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের মূর্ত্তি সকল ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুতে এবং তৎসহ আনীত বর্ষাকালের বৃষ্টিধারাতে অনেক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তর এবং পূর্ব্বদিকের মূর্ত্তি সকল এখনও তাদৃশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল ইহা দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে, কত সহস্র বৎসরের বৃষ্টি পাতে বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি সকলকে এই ভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় করিয়াছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সেতুদ্বীপে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"সেতুমধ্যে মহাদেবং লিঙ্গরূপধরং হরং। ঈশানং কৃত্তিবসনং গঙ্গাচন্দ্রকলাধরং॥
রামো বৈ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গমনুত্তমম্। লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ সাম্বমীশ্বরং॥
লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ। প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ বরমুত্তমম্॥
সর্ব্বলোক শরণ্যায় রাঘবায় মহাত্মনে। ত্বয়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং যে পশ্যন্তি রঘুদ্বহ॥
মহাপাতক যুক্তাশ্চ তেষাং পাপং প্রণশ্যতি॥" (স্কন্দপুরাণ)

বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী একটি গিরিগুহা, যাহাকে "এলিফেন্টা কেভ্" নামে ইংরাজ গ্রন্থকারগণ আখ্যাত করিয়াছেন, এই প্রসিদ্ধ পর্ব্বত গুহার স্থানে স্থানে সংযুক্ত শিবশক্তির প্রস্তর খোদিত অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দশহাত উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তির এক অর্দ্ধে শিব এবং অপর অর্দ্ধে শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাক্তার ও, এ, ওয়াল এম, ডি, কৃত SEX WORSHIP গ্রন্থ হইতে এই সম্মিলিত শিবশক্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In one of the compartments of the hewn cave temples of Elephanta, near Bombay, there are a great many figures of ancient workmanship, representing Siva with his Sakti or wife, Parvati, as one being of an hermaphrodite nature. One of these figures is about sixteen feet high, having both of male and female parts, or being half male, half female."

এলিফেন্টা কেভের ন্যায় পর্ব্বত গাত্রে খোদিত আরও অনেক প্রাচীন গুহায়, দেবমন্দিরে শিবশক্তির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে এই গুলিকে বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত এবং পরে, বৌদ্ধ রাজশক্তি বিলোপের পরে, তাহাতে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদেব মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে মনে করেন; কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার ফারগুসন এই সকল পরিদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন, বৌদ্ধ গুহামন্দির এবং হিন্দু গুহামন্দির বিভিন্ন প্রণালীতে নির্ম্মিত। বৌদ্ধদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের গুহাশিল্পেরও প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"One more illustration must conclude what we have at present to say of Hindu rock-cut temples. It is found near Poonah, and is very little known, though much more appropriate to cave architecture than most examples of its class. The temple itself is a simple pillared hall, with apparently ten pillars in front, and probably had originally a structural sikra built on the upper plateau to mark the position of the sanctury. The most

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহার পূজা করা হউক, আর ত্রিশূল হস্তে দিয়া অসুর কুল নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহাকে

---

original part of it, however, is the Nundi pavilion, which stands in the court yard in front of the temple." (WOODCUT NO. 247)

এই সকল পর্ব্বতগুহামন্দিরেই যে প্রস্তর খোদিত মহাদেবের নন্দী বৃষের বৃহৎ মূর্ত্তিতে উহার প্রাচীনত্ব ও হিন্দু রাজ শক্তির কৃতিত্ব সপ্রমান করিয়া দিতেছে তাহা নহে, দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রাচীন মন্দিরের শিবলিঙ্গাকার গঠনে এবং উহার মধ্যে স্থাপিত কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গে এবং বাহিরে রক্ষিত কৃষ্ণ প্রস্তরের বিশাল বৃষের মূর্ত্তিতে ঐ সকলকে শিব-শক্তির পূজার স্থান নিঃসংশয় রূপে প্রতিপাদন করিতেছে। তাঞ্জোরের শিব মন্দির সম্মুখে রক্ষিত ক্ষুদ্র পাহাড় সদৃশ এক নন্দীর মূর্ত্তি অদ্যাপি অনেক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের বিস্ময় উৎপন্ন করিতেছে। রামেশ্বর সেতুবন্ধের যেরূপ বিশাল প্রস্তর মন্দির মধ্যে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতে ঐ আদর্শের বৃহদাকার শিব মন্দির এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মধ্যে তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের কথা এখানে উল্লেখ যোগ্য। এই প্রাচীন শিবমন্দিরের বর্ণনা করিবার সময়ে সার জেমস্ ফারগুসন তাঁহার কৃত HISTORY OF INDIAN AND EASTERN ARCHITECTURE গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"When we turn from these few scattered rock-cut examples to the great structural temples of the style, we find their number is so great, their extent so vast, and their variety so perplexing, that it is extremely difficult to formulate any distinct ideas regarding them." * * * * * * * * *

তাঞ্জোরের এই বিরাট শিব মন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত একটি প্রস্তর খোদিত বৃহৎ নন্দীর কথা যাহা অতি অল্প পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নন্দী মূর্ত্তি সম্বন্ধে এখানে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। নন্দী বৃষ মন্দিরদ্বার মুখে হাটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে, এমন ভাবে এক খণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মন্দির দর্শন সময়ে দেখা গিয়াছিল, নন্দী মূর্ত্তির পাদমূলে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকায় পুরুষ উর্দ্ধে দক্ষিণ বাহু তুলিয়া চেষ্টা করিয়াও উপবিষ্ট নন্দীর কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহা হইতে এই নন্দীর আকার যে কত উচ্চ এবং আয়তন কত বৃহৎ, তাহা অতি সহজে অনুমান করা যাইতে পারিবে। তাঞ্জোরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এইরূপ কৃষ্ণ প্রস্তরের পর্ব্বত নাই, সুদূর স্থান হইতে এত বড় এক খণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর কি উপায়ে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে এবং কি উপায়ে তাহা এরূপ উচ্চ বেদিতে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা অনেক প্রবীন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার বহু চিন্তা করিয়াও অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। মন্দিরের বাহিরের গাত্রে প্রথম তালা হইতে এরূপ দশ তালা পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তির সংখ্যা দশ হাজারের অধিক ভিন্ন অল্প হইবে না। কত কালে কত কারিগরে কত অর্থ ব্যয়ে এই সকল মূর্ত্তি ও মন্দির প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতেও আমাদের দুর্ব্বল চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। সার জেমস্ ফারগুসন তাঁহার ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"All that millions of hands working through centuries could do, has been done, but with hardly any higher motive than to employ labour and to conquer difficulties, so as to astonish by the amount of the first and the cleverness with which the second was overcome—and astonished we are."

ঐ গ্রন্থে তাঞ্জোর শিব মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর নানা কার্য্যের ইতিহাস এবং এইরূপ মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপনের রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"One of the peculiarities of the Tanjore temple is that all the sculptures on the gopuras belong to the religion of Vishnu, while everything in the courtyard is dedicated to the worship of Siva. At first I felt inclined to believe it had been erected wholly in honour of the firstnamed divinity, but am now more inclined to the belief that it is only an instance of the extreme tolerence that prevailed at the age at which it was erected before these religions became antagonistic."

দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের ন্যায় অতি উচ্চ ও অতি বৃহৎ না হইলেও তিরুভালুর মন্দিরের অন্যরূপ বিশেষত্ব আছে। এখানে এক মন্দিরে এক শিবলিঙ্গে শিবশক্তির পূজার পরিবর্ত্তে পাশাপাশি দুইটি সমান আকারের মন্দিরে শিবশক্তির পূজা হইয়া থাকে। চিলাম্বরম্ শিবমন্দিরের প্রস্তর কারুকার্য্যের সহিত মূল্যবান্ সুবর্ণপাত ইত্যাদি বিজড়িত থাকাতে লোকচক্ষে উহাকে অধিক সম্মানিত করিয়া রাখিয়াছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনা যায় পূর্ব্বে হীরা, মুক্তা, চুনি ইত্যাদি মূল্যবান্ প্রস্তরে ইহার সমস্ত অভ্যন্তর সুসজ্জিত ছিল। এখন তাহা দেখা যায় না। কিন্তু মন্দির হইতে হীরা, মুক্তা অপহৃত হইলেও হিন্দু জনসাধারণের ভক্তি আজিও এই প্রাচীন মন্দির হইতে অপহৃত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের এই সকল বহু ব্যয়ে, বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত অতি প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরে এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত শক্তি সংযুক্ত শিবলিঙ্গে এবং তৎপ্রতি লোকের বহু পুরুষ পরম্পরা হইতে আগত অটল ভক্তিতে ইহাই সপ্রমান করিয়া দিতেছে যে বৌদ্ধ তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া পরিব্রাজক বৌদ্ধ লামাগণের সহিত শিবশক্তি পূজা চীন, তিব্বত হইতে এ দেশে আইসে নাই।

দক্ষিণ ভারতের প্রস্তর নির্ম্মিত পর্ব্বতাকার প্রাচীন শিবমন্দির সকল আকাশে শির তুলিয়া শিবশক্তি পূজার প্রাচীনত্ব যেরূপ ঘোষণা করিতেছে, উত্তর ভারতের, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের অসংখ্য শিবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে দিবারাত্রি সকলকে সেইরূপ সেই কথাই বলিয়া দিতেছে। বৈদ্যনাথের বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির, নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির, কাশ্মীরের অমরনাথের মন্দির সেই একই কথা বলিতেছে যে, শিবশক্তি পূজা শাশ্বত সনাতন। ঈশ্বরকে পিতামাতা ভাবে ডাকার ব্যবহার সার্ব্বভৌম। চীন, জাপান ও তিব্বত হইতে এ দেশে শিবশক্তি পূজা আমদানি হয় নাই। মৃত্তিকা খনন করিতে যে সকল পুরাতন শিবলিঙ্গ নানা স্থান হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহাতেও এই সত্যই ঘোষণা করিতেছে। পক্ষান্তরে তিব্বত ও চীনের দেবদেবীর নামের মধ্যে "মহাকাল," "মহাকালী" "তারা" প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ থাকায় একটি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভাবের প্রভাব তাঁহার কোমল কমলারূপেও যেমন সদা বিদ্যমান আছে, তাঁহার প্রচণ্ড দুর্দ্দণ্ড চণ্ডিকা বা চামুণ্ডারূপেও তেমনি সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে।

চিন্তার বিষয় সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যে দেবদেবীর নাম কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ সময়েই হউক কিম্বা তৎপরে কোন সময়েই হউক, এ দেশ হইতে ঐ সকল দেবদেবীর উপাসনা প্রথা ঐ সকল দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকা অসম্ভব নহে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার, চীন, জাপান, তিব্বতাদি দেশে সংঘটিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু আর এক দৃষ্টিতেও এ রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহা এই,—যে স্বাভাবিক কারণে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, ভারতবাসীর নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও সকল দেশের সভ্য অসভ্য মানুষে, পালন শক্তিকে "মা" বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই একই কারণে "কাল," "কালী," "তারা," "উমা" প্রভৃতি ডাক চীন তিব্বতের লোকের কণ্ঠে আসিয়া প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের মানুষকে প্রথমে "তারা" বা "রা" বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে কে শিক্ষা দিয়াছিল? সুদূর মাইকা দেশের লোককেই বা কে পুরাকালে তারা বা তেরা দেবতার পূজা করিতে দীক্ষিত করিয়াছিল?

"Tarah the maker of images were the Kabeiri gods and we see them worshipped by Micah, by the Danities and others." (ISIS UNVEILED)

দক্ষিণ রুষিয়া এবং উত্তর পোলাণ্ডের কতগুলি অধিবাসীকে যে এখনও কালীয়-য়া-দ্বোকীর উপাসক বলা হয়, তাঁহাদিগের উপাস্য দেবীর নাম কে তাঁহাদের কর্ণে দিয়াছিল?

"They were called Kali-a-Dovki, a word the correct etymology of which we are unable to give." (ঐ গ্রন্থ)

বাইবেলেই বা "কাল" দেবতাকে "বাল" দেবতা নামান্তরিত করিয়া কে রাখিয়াছে? এইরূপ শত শত স্থানের দেবদেবীর নামের উচ্চারণের সহিত এ দেশের দেবদেবীর নামের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ভারতবর্ষ কিম্বা চীন তিব্বত হইতে তাঁহারা ঐ সকল দেবদেবীর নাম অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এরূপ হাস্যোদ্দীপক সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। নানা দেশের দেবদেবীর নামগত সৌসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া শিবশক্তি সম্মিলিত শিবলিঙ্গ পূজার বিশ্বব্যাপকতা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা এখানে বলিয়া এই স্থানে এই আলোচনার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এইচ, ডি, উইলম্যান গ্রাবোস্কা ভারতের নানা স্থান স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান ভারতে শিব পূজার বহু প্রচার সর্ব্বত্র দেখিয়া ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"Just as along the roads of Greek and Roman antiquity there might be seen images of Priapus at every field's end, in otherwords, practically everywhere, so in India today we may come upon those little cylendrical boundry marks, more or less ornamented which are the *lingas*" * * * "Even in our day and inspiteof the dicay of the traditions the *linga* has not lost its esoteric symbolical character.'

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

ডাক্তার ও, এ, ওয়াল তাঁহার SEX বিষয়ক পুরাতত্ত্ব মূলক গ্রন্থে শিবশক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"Siva and his wife Parvati are the most important deities in India at the present time."

ঐ গ্রন্থের আর এক স্থানে শিবলিঙ্গের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বিশ্বের সৃষ্টি ক্রিয়ার মূল পরিজ্ঞাপক ভাবে শিবলিঙ্গকে অদ্যাপি এশিয়ার ত্রিশ কোটিরও অধিক অধিবাসী ভক্তির দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে।

"It is reverenced as the visible representation of the Creator by more than three hundred millions of Asiatic people today."

ডাক্তার ওয়ালের উপর উদ্ধৃত মন্তব্য পড়িলে মনে হয় তিনি শিবলিঙ্গ উপাসনা কেবল এশিয়াতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ইহাই মনে করেন, তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক নহে।

"These two were not peculiarly Scythian, but were common to all Iranians, or the inhabitants of Iran or what is now Persia, Beluchistan, and from Kurdistan to Afghanistan. These deities were purely ideal, no shape being ascribed to them, and they were not represented by images or symbols of any kind."

যে আকারের প্রস্তরখণ্ডকে শিবলিঙ্গ বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়; ঐরূপ প্রস্তরখণ্ড সম্মুখে না থাকিলেও সৃষ্টিশক্তির পূজা সম্ভবিতে পারে। উপরোদ্ধৃত বিবরণে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"As with all the representations of deities, the older forms, before art had advanced far enough to produce more perfect forms, were of this primitive and crude type ; and as art developed, the forms of the deities became more beautiful."

এই স্থানে গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন, সকল দেশেই প্রথমে সামান্য প্রস্তরখণ্ডে দেবদেবীর পূজা করা হয়; ক্রমে দেশের লোক যত শিক্ষিত ও উন্নত হইতে থাকে ততই দেবদেবীরমূর্ত্তির পারিপাট্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। এ দেশের পক্ষে এ কথা ঠিক নহে। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা প্রযুজ্য হইতে পারে।

"In Great Britain many stones were erected by the ancient Druids. Some of these were supposed to male, others female."

ইংলণ্ডে এইরূপ প্রস্তর খণ্ডের কোনোটিকে পুরুষ দেবতা কোনোটিকে স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিবার ব্যবহার ছিল। গ্রন্থকার ইহা লিখিয়া পরে বলিতেছেন—এসিয়া মাইনরের অধিবাসীগণ অনেক সময়ে স্থান বিশেষের প্রস্তর থামকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। ঐ দেশের সুপ্রসিদ্ধ "বাল" দেবতাকেও প্রস্তর থাম আকারে পূজা করা হইত তথাপি তাঁহারা শিবলিঙ্গে মহাকালের পূজা করিতেন একথা বলা হইবে না! ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ মিঃ হারলড বেলী তাঁহার কৃত LOST LANGUAGE OF SYMBOLISM গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে),

"A conical stone was emblem of Bel, and at EMESA the Roman worshipped the sun under the name of ELEGABALUS in the form of a black, conical stone, which it was believed had fallen from Heaven."

শিবলিঙ্গাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড স্বর্গ হইতে ভূতলে পড়িয়াছে বলিয়াই পূজ্য হউক বা যে কারণেই হউক, এখনও অনেক দেশে, লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থ হইতে মুসলিমদিগের প্রধান তীর্থ মক্কার পবিত্র শিলাখণ্ড সম্বন্ধীয় উল্লেখ এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য,—

"The sacred stone at Mecca is termed the Kaabeh."

প্রস্তর থামে "বাল" দেবতার পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে ডাক্তার ও, এ, ওয়াল কৃত SEX গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে

"So also in Asia Minor, among the Phoenicians, Philistines and other neighbors of the Jews, the gods were symbolized as pillars, or trees, etc- ; Baal, for instance, was represented as a pillar of stone."

পুরাকালে প্রস্তর থামে দেবদেবীর পূজার আলোচনা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া সমগ্র জগতে সম্মানিত ইংলণ্ডের প্রধান চর্চ্চে (উপাসনা মন্দিরে) পুংচিহ্ন ও স্ত্রীচিহ্ন বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড কি ভাবে সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The western tower of St. Paul's Cathedral, London," says the author of The Rosicrucians, "is one of the double lithoi placed always in front of every temple, Christian as well as heathen." More over, in all Christian Churches, "particularly in Protestan Churches, where they figure most conspicuously, the two tables of stone of the Mosaic Dispensation are placed over the alter side by side, as a united stone, the tops of which are rounded.........The right stone is masculine, the left feminine."

(ISIS UNVEILED Vol II)

অতীত সময়ে কোন্ দেশের লোকে কি ভাবে মূর্ত্তিশূন্য প্রস্তরখণ্ডে দেবতার পূজা করিতেন সে কথার আলোচনা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য য়ুরোপে কৃশ্চিয়ান চর্চ্চ বা উপাসনা গৃহে দেবীমূর্ত্তি কি ভাবে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকেন, তৎবিষয়ে গ্রন্থকারের মন্তব্য সমধিক চিত্তাকর্ষক। তিনি লিখিয়াছেন,—

"In modern Christian religions, the two branches of the Catholic Church, the Roman and the Greek, permit the use of images in their church services ; these are not to be considered as idols, any more than the ancient Greek figures of gods and goddesses."

ইংলণ্ডের বিশেষতঃ দক্ষিণ য়ুরোপ খণ্ডের অনেক রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চ বা উপাসনা গৃহে ঈষুকৃষ্ট, হোলিগোষ্ট এবং মাতা মেরীদেবীর বা মাদোনা দেবীর ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই ত্রিমূর্ত্তির মাদোনা সহিত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৮৩ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

মহামাতৃকার, হোলিগোষ্ট সহিত মহাকালের এবং ঈষুকৃষ্ট সহিত বিষ্ণুর তুলনা করিয়া থাকেন। ধূপদীপ পুষ্পাদিদ্বারা প্রতিদিন এই সকল মূর্ত্তির পূজা করা হয়। মাতা মেরী দেবী বা মাদোনা দেবীকে পূজা করিবার কারণ এই যে, বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, মাতৃরূপে ঈষুকৃষ্টকে ইনিই ভূতলে জন্ম দান করিয়াছেন এবং পালন করিয়াছেন। কৃশ্চিয়ানদিগের গৃহে অসংখ্য স্থানে চিত্রিত ধাতু নির্ম্মিত এবং প্রস্তর খোদিত মাদোনা দেবীর মূর্ত্তি ভক্তিভাবে রক্ষিত ও পূজিত হইতে দেখা যায়। ক্রোড়ে শিশু সন্তান ধারিণী প্রাচীনা স্ত্রী মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে যেখানে যাহা আবিস্কৃত হইতেছে তাঁহাকে মাদোনা দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া, কেহ বা মহামাতৃকা দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে নিম্নে যে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল তাহাতে মাদোনা দেবীর প্রাচীনত্বের পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে,—

"Quite recently some valuable finds were made in some underground temples in Sardinia. Among them were bronze figures of a woman and child. These figures may have been votive offerings, but if, as is more likely, they represented a mother deity, then it is the oldest madonna-worship of which we know, as these figures are estimated to be about ten thousand years old, or about six thousand years older than the Assyrian goddess of maternity who had before this find been supposed to be the oldest maddona idol; and it is five or six thousand years older than the Egyptian Isis worship, of which we have many figures and representations."

মহামাতৃকারূপা মা-দোনা দেবীর আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The words "Ma donna" are Italian and mean "my lady." The madonna is generally represented in altar sculptures as holding her child, more rarely as nursing it; she is sometimes crowned, even with a real jeweled crown in richer churches, and is called "Qeen of Heaven."

রোমানগণের উপাস্যা মা-দোনা দেবীর এই সকল অতি প্রাচীন কালের মূর্ত্তিতে সম্মিলিত শিবশক্তি ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই, স্থান সংকীর্ণতা সত্ত্বেও এই স্থানে ইংরাজ গ্রন্থকারগণের উপরি উক্ত মন্তব্য সকল সযত্নে উদ্ধৃত করা হইল। মা-দোনা দেবীর ক্রোড়ে শিশু সন্তান রহিয়াছে হেতুতে শিবশক্তিভাববোধের ব্যাঘাত হইতেছে না। যে মহাকালকে বিশ্বসৃষ্টি আরম্ভ সময়ে, মহামাতৃকা দেবীর পতি স্বরূপে একাঙ্গভূত অবস্থাতে পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই মহাকালকে পুরাণের অন্য স্থানে মহামাতৃকা দেবীর সন্তানরূপে তাঁহার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। মানুষের চক্ষু লইয়া আমাদের পতি ও পুত্রকে যেরূপ পৃথক ভাবে আমরা দেখিয়া থাকি, মহামাতৃকা দেবীর পতি পুত্র সেরূপ নহে।

কিছু পূর্ব্বে উদ্ধৃত ইংরাজী কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে যেমন জানা যাইতেছে, সারডিনিয়া জঙ্গলের ভূগর্ভে প্রোথিত প্রাচীন ভগ্নমন্দির মধ্য হইতে ক্রোড়ে শিশু সন্তান সহ বহুকালের পুরাতন মহামাতৃকা দেবীর মূর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮৩ সংখ্যক টীকা চলিতেছে).

তদ্রূপ কিম্বা তদপেক্ষা আরও অনেক অধিক প্রাচীন কালের মাতৃকা মূর্ত্তি প্রাচীন ট্রয় নগরের ভগ্ন মন্দির স্তূপ মধ্যে এবং ত্রোগলোদিতিস গিরিগহ্বরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই দুই মূর্ত্তি সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"This drawing (Fig' 267) shows the figure of an idol found by Schliemann in the ruins of the ancient city of Troy; it is probably over 4000 years old. Note the triangle, and the Swastika symbol in the triangle. Compare this figure with the one of Ishtar (page 468).

উদ্ধৃত ইংরাজিতে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত দেবী মূর্ত্তিতে "স্বস্তিক" চিহ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে। য়ুরোপের ভগ্নস্তূপ এবং ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত এইরূপ পুরাতন দেবীমূর্ত্তিগাত্রে শিবশক্তির সম্মিলন ভাব পরিজ্ঞাপক তান্ত্রিক "স্বস্তিক" চিহ্ন দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, তদপেক্ষা অনেক অধিক বিস্ময়ের বিষয় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে,—উন্নত জার্ম্মেন জাতির বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ব প্রধান নেতা মিঃ হিটলার কর্ত্তৃক সম্প্রতি জার্ম্মেনীর পারলিয়ামেণ্ট প্রাসাদ চূড়ায় পুরাতন পতাকা খুলিয়া সেই স্থানে "স্বস্তিক" চিহ্ন যুক্ত পতাকা স্থাপন করিবার আদেশ প্রচার! এই অভিনব আদেশের কথা উল্লেখ করিয়া "অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"Is Germany reverting to oriental barbarism? Many things of modern Germany, now famous throughout the world, bear names curiously oriental, e. g. Nazi. Swastika."

(AMRITA BAZAR PATRIKA. June 30, 1933.)

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে ত্রিশ হাজার বৎসরের পুরাতন দেবী মূর্ত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"A similar figure was found among the carvings of the troglodites, the ancient primitive cave dwellers in Southern Europe to which an age of about 30,000 years is attributed."

ভূমধ্যসাগরতীরের যে পর্ব্বতগুহা মধ্যে মাতৃকাদেবীর এই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কোন কার্য্যে পাথর ভাঙ্গিবার সময়ে, তাহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া যাইলে গুহার মধ্যস্থ এবং মূর্ত্তি আচ্ছাদিত কাঙ্কর ঝিনুকাদি বিমিশ্র প্রস্তর স্তর পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ত্রিশ হাজার বৎসরে সম্ভবতঃ গুহার সমুদ্রদিকের আবরক এই সকল প্রস্তর স্তর সংগঠিত হইয়াছে। ঐরূপ প্রস্তর আবরণ গঠনের বহু পূর্ব্বে এই পর্ব্বত গুহাতে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তির অবস্থা দৃষ্টেও উহা বহু পূর্ব্বকালের বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তিব্বতের বৌদ্ধ লামাগণ কর্ত্তৃক এদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহামাতৃকা পূজা প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা কি অতঃপর ইহাও বলিবেন যে য়ুরোপের এই সকল পর্ব্বত গুহাতে যে তান্ত্রিক "স্বস্তিক" চিহ্ন যুক্ত মাতৃকা মূর্ত্তি এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, সেই সকল মাতৃকামূর্ত্তিও কোন এক বৌদ্ধ লামা ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া তথাতে নিশ্চয়ই লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন! এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তান্ত্রিক স্বস্তিক চিহ্ন কি? এবং জার্ম্মেনীতে এই চিহ্নের এত সমাদর কেন? প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর সার মনিয়ার উইলিয়ম সম্পাদিত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে এইরূপ প্রদান করিতেছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

"Svastika. It is used in fumigating the image of Durga and is said to symbolize the linga."

চারি দিকের এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে যে কেহ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহা পরিব্যাপ্ত তাহাকে এক দেশ হইতে অন্য দূর দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হয় না। সূর্য্যকিরণকে চীন হইতে আয়ারল্যাণ্ডে আমদানি করিতে হয় না। চন্দ্রের রশ্মিকেও ভারত হইতে জাপানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয় না। সেইরূপ, মহামাতৃকা দেবীকে "মা" এবং "মাউৎ" বলিয়া ডাকিবার কথা চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত হইতে লোক যাইয়া ইজিপ্টবাসীগণকে শিক্ষা দিতে হয় নাই। প্রাচীন রোম গ্রীস দেশে যাইয়া তাঁহাকে "মাইয়া" বলিয়া সম্বোধন করিতে, অন্য দেশের লোকে কখনই উপদেশ করেন নাই। ফরাসী দেশে এখনও যে "মায়েই" কিম্বা ইংলণ্ডে "মেরানী" (May queen) নামে সেই সকল স্থানের কৃষকেরা মাতৃকা দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, তাহাও চীন তিব্বত কিম্বা ভারতের ইঙ্গিত মূলে নহে। বস্তুত মানব বুদ্ধির অগম্য যে প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর সকল স্থানের লোকে নিজ নিজ দেশের উপাস্য ঈশ্বরকে মাতৃভাবে মা বলিয়া চিন্তা করিতে এবং "মা" ইত্যাদি নামে ডাকিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই কারণেই তাঁহার স্ত্রী ও পুং ভাব বোধক দেব মূর্ত্তি বা লিঙ্গ মূর্ত্তি সকল পৃথিবীর সৃষ্টি কাল হইতে নানা দেশে নানা ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। লোকের শিক্ষা দীক্ষা ও চিত্ত বৃত্তির অবস্থানুসারে কেহ এই মহামাতৃকা দেবীকে হৃদয় মধ্যে তাঁহার চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে, কেহ বা পাষাণে বা ধাতুতে বা কাষ্ঠে নির্ম্মিত লিঙ্গ মূর্ত্তিতে, কেহ বা নানা বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিতা হস্তপদ বিশিষ্টা দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভূজা বা দশভূজা স্ত্রী মূর্ত্তিতে, কেহ বা তাঁহার সৃষ্টি ক্রিয়া'র ভাব পরিজ্ঞাপক অঙ্গ বিশেষকে মাতৃ অঙ্গ বুঝিয়া একাগ্র চিত্তে পূজা করিতে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। শেষোক্ত প্রণালীর মহামাতৃকা পূজার এই অতি উচ্চ এবং পবিত্র ভাবটিকে কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য, এদেশের একটি প্রধান তীর্থ কামাখ্যা পীঠস্থানের কিম্বা জাপানের সিকোকু দ্বীপের প্রসিদ্ধ আইও তো-জিন্‌জা দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই দেবীমন্দিরের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"তস্মিংস্তু কুব্জিকাপীঠে সত্যাস্তদ্ যোনিমণ্ডলম্। পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া ব্যলীয়ত॥

* * * * * * * *

এবং পুণ্যতমে পীঠে কুব্জিকা পীঠসংজ্ঞকে। নীলকূটে ময়াসার্দ্ধং দেবীরহসি সংস্থিতা॥

* * * * * * * *

কামেশ্বর শিলাসক্তা কামাখ্যা সংজ্ঞিতা সদা। পূর্ব্বভাগেন সংসক্তা যোনেস্তু পরভাগতঃ॥

কামকামাখ্যয়োর্মধ্যে কালরাত্রির্ব্যবস্থিতা॥ * * * *

কামাভৈরবয়োর্মধ্যে স্বয়ং দেবী সুরাপগা। হিতায় সর্ব্বজগতাং দেব্যাস্তু প্রীতয়ে স্থিতা॥

সদ্যোজাতাহ্বয়ং শীর্ষং পীঠে তাম্রাতকেশ্বরম্। ভৈরবাখ্যে গহ্বরেতু স্থিতং দেবর্ষি সেবিতম্॥" (কালিকাপুরাণ)

জাপানের পিতৃমাতৃরূপা বা শিবশক্তিরূপা জিন্‌জা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা ASIATIC MYTHOLOGY তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

"We read in the *Fuso-rijakki*, a historical work dating from the year 939 of our era, that the Japanese worshipped deities in the shape of male and female genital organs. * * * To day the authorities have issued orders to remove the emblems of this cult into unfrequented spots to avoid shocking peoples susceptibilities. But in the popular belief this cult is maintained and temples cousecrated to this deity are still found.

পণ্ডিত আর্থার এভালোনের তত্ত্বাবধানে তিব্বতের বৌদ্ধতন্ত্র "দেমচোগের" যে ইংরাজি অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিব্বতের বৌদ্ধ মাতৃকা দেবীর ও হেরুকার (হরের বা মহাকাল দেবের) সম্মিলিত ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"She has two hands. With the left holding a human skull full of blood, She embraces the Male, denoting that She confers Supreme Bliss." * * *

"Then the consort of the external Heruka is absorbed in the male * * * The consort of this Deity, too, sinks into the male. Then gradually the male figure itself sinks back into the "Hum." This process is likened to that of meteoric lights dissolving into each other."

শিবশক্তির মহাসম্মিলনে, পরস্পর মধ্যে উভয়ের লয় দ্বারা মহা প্রলয় কি ভাবে সংঘটিত হয়, বৌদ্ধ লামাগণ তাহাই সম্ভবতঃ "দেম-চোগ" তন্ত্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যে আয়ারল্যাণ্ডে কৃষ্ণবর্ণা আনা দেবীর অর্চনা এখনও প্রচলিত আছে, সেই আয়ারল্যাণ্ডে শিবলিঙ্গ পরিজ্ঞাপক প্রস্তর খণ্ডের পূজার প্রাচুর্য্য আছে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই বিষয়ে আয়ারল্যাণ্ডের পুরাতত্ত্ব অনুশীলন সভার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট রেভারেণ্ড ক্যানন জে ফ্রেঞ্চ কৃত PREHISTORIC FAITH AND WORSHIP পুস্তকের এক স্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"These holed stones are very numerous in Ireland, and although doubtless numbers of the minor ones heve beee distroyed, and numbers have not yet been recorded, numbers still remain, and we may take it that the symbolism is in all places the same. India supplies us with the best-field of research for interpreting this symbolism."

এ দেশে যেমন শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিয়া "শপথ" করিবার প্রথা অনেক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, আয়ারল্যাণ্ডে নানা স্থানে সংস্থাপিত এই সকল শিবলিঙ্গ ভাববোধক প্রস্তর খণ্ড স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। তাহার প্রমাণ এই,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

"There is another use attached to these stones which should also be mentioned, and that is the use which was made of them for the purpose of sanctifying an oath. Once granted that there was a Spirit of God dwelling within the stone, nothing could be more reasonable than that they should be used for sanctifying an oath, and particularly that most important of all oaths, the marriage covenant."

(PRE HISTORIC FAITH AND WORSHIP)

দেবী চণ্ডিকার যে বিশ্বমাতৃকা বা মহামাতৃকা ভাবের এক কণিকা মাত্র হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া, স্বর্গলোকের অধিপতি ইন্দ্রদেব দেবীস্তুতির ইতিতে ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের অমৃতময়ী ভাষার মধ্যে তাহার আভাস পরিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেবী চণ্ডিকার বিশ্বমাতৃকা ভাবের অনুভূতি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ঘটিত আচরণ মধ্যে, অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিলাম, পরমা প্রকৃতির সেই বিশ্বমাতৃকা ভাবটিকে ইদানিং য়ুরোপের আধুনিক গ্রন্থকারগণ মধ্যেও অনেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মর্ত্তমান সময়ের একজন চিন্তাশীল ইংরেজ গ্রন্থকার এবং ভারতের সৈন্যবিভাগের সুবিখ্যাত কর্ম্মচারী সর্ ফ্রান্‌সিস্ ইয়ং হাজবেণ্ড তাঁহার রচিত MOTHER-WORLD গ্রন্থের এক স্থানে, এই গুরুতর বিষয়ে নিজের মন্তব্য যে সুবর্ণ উজ্জ্বল ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা এস্থানে সাদরে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য,—

"And by Mother World I mean that great whole, the entire universe. We each of us belong to a world of our own. We each have our own private world. But our particular world merges and mingles with many other worlds, and is finally included in that all embracing common world which I here call Mother World, because from her our own world and all other worlds have sprung." * * * * *

"And besides worlds of this unimaginable vastness there is the atomic world of equally unimaginable smallness. For atoms are ultraminute solar systems, each with a nucleus like the sun and electors swiching round it.

It is all these worlds, infinitely large, infinitely small, overlapping one another woven into each other, but all embrached in one mighty common world that I mean when I speak of Mother World. And the common world is a world without end—without beginning or end from everlasting to everlasting. There was never a time when it was not. It always was and it always will be. The present is the sum of the whole of the past and the promise of the whole of the future. And it never stands still : it moves and changes unceasingly."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যানের ৩৮২ সংখ্যক টীকা চলিতেছে)

হেলেন, এ, ক্লার্ক কৃত GUIDE TO MYTHOLOGY গ্রন্থে আমেরিকার আদিম বাসিগণের মধ্যে নিম্ন স্তরের মাতৃকা পূজার বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে.—

"Among the primitive people of America the Earth Mother is a personage of much importance. The Pemvians worshipped her as Mama Pacha or Mother Earth. The Caribs, when there was an earthquake, said it was their Mother Earth dancing and signifyin g to them to dance and make merry likewise, which accordingly they did. Among the North American Indians, the Comanches call on the earth as their mother, while they regard the Great Spirit as their father.

"In the mythology of the Finns, Lapps and Esths, the Earth Mother is a divinely honored personage. One of the most primitive forms of the Earth Mother is that of the Zulus."

ঐ গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে, ম্যাক্সিকোর আদিমবাসিগণ মধ্যে দেবী টেটিও ইনানকে সমস্ত দেব দেবীর মাতা বলিয়া পূজা করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইঁহাকে তাহরা পৃথিবীমাতার হৃদয় বলিয়া পুজা করে।

"The worship of mother-goddesses among the ancient Mexican Indians was prominent. Hymns descriptive of two are given here. The first is to the goddess Teteoinan, the "Mother of the Gods." She was also called Soci, "Our Mother," and also by another name which signified "The Heart of the Earth."

প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ মরিস, এ, ক্যানে তাঁহার সংগৃহিত ধর্ম্মকোশ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আমেরিকার মায়ান জাতীয় অধিবাসীদের সর্ব্বোপরি দেবীর নাম "ম"। ইঁহাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দেবী বলিয়া সে দেশের লোকে পূজার সময়ে স্তুতি করেন। ঐ গ্রন্থে এসিয়া মাইনরের স্থান বিশেষের লোককে "মা" দেবীর উপাসক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা

"MA A goddess said to have worshipped in Asia Minor. She seems to have been equivalent to the nature goddess Atargatis."

য়ুরোপের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনকারী সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া মহামাতৃকা দেবী সম্বন্ধে উপরে তাঁহাদের যে সকল মহামূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল. তাহা হইতে অতি সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে মহামাতৃকা দেবীর পূজা এবং উপাসনা বহু পূর্ব্বকাল হইতে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে, বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন শক্তিকে কেহ বা পরমাপ্রকৃতি, কেহ বা পরমাশক্তি, কোন স্থানে ঈশ্বরী, কোথাও বিশ্বেশ্বরী, কোথাও বিশ্বমাতা (Universal Mother), কোথাও মহামাতা (Great Mother), কোথাও জগৎমাতা (World

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Mother), কোথাও পৃথ্বী মাতা (Earth Mother), প্রভৃতি নানা নামে, নানা জনে, নানা স্থানে প্রসিদ্ধা করিয়া রাখিলেও, মূলে তাঁহার মহামাতৃকা ভাবটিকে যে, সকল স্থানের সকল লোকেই সৃষ্টির আদি কাল হইতে উপলব্ধি এবং তাঁহার কোন না কোনও ভাবে পূজা করিয়া আসিতেছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের স্থল নাই। আরও সুখের বিষয়, "সেকেলে ধারণা"কে হৃদয় হইতে উচ্ছেদ করিয়া ইদানিং য়ুরোপের অনেক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরমেশ্বরের স্ত্রীত্ব ভাবের অর্থাৎ মাতৃকা ভাবের সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যও বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানের প্রাচীন মন্দিরে পৃথ্বী মাতা দেবীর বা জগৎমাতা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে বা মাসিক পত্রের প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নানা রূপ নূতন চিন্তার ধারা ইদানিং প্রবাহিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে উড়িষ্যার বালেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বিমস্এর নাম উল্লেখ কর যাইতে পারে। তিনি বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বড়লতারি পাহাড়ের কোপারি জঙ্গলে ভগ্নমন্দিরস্থিতা জগৎমাতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন এই মূর্ত্তিখানিকে গ্রামের লোকেরা লক্ষ্মীমাতা বলিয়া পূজা করেন; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ইঁহাকে বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন। বিমস্ সাহেব ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। জঙ্গল মধ্যে ভাঙ্গামন্দিরে স্ত্রীমূর্ত্তি থাকিলেই বুদ্ধের মাত সিদ্ধান্ত করিবার দিন এখন অতীত হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র অদ্য জীবিত থাকিলে, পশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের নূতন আলোক চক্ষু সম্মুখে ধরিয়া হয়ত সিদ্ধান্ত করিতেন. ঐ মন্দিরে প্রাপ্ত অস্পষ্ট শ্লোকের "মা" অক্ষর মায়াদেবী জ্ঞাপক নহে, উহা বিশ্বমাতারই স্তুতি পরিজ্ঞাপক। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণলে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের VOL XL ২৪৭ পৃষ্ঠাতে মিঃ বিমস্ লিখিত কোপারি ভগ্নস্তুপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। হরিদ্বারে মাতাদেবীর মন্দির সম্বন্ধেও এখানে দুই একটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। সে স্থানে কেহ কেহ ইঁহাকে মায়াদেবী বলেন, কেহ কেহ মাতা দেবী বলেন। পূর্ব্বে অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার ইঁহাকে বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিতেন। এখন সে সংশয় দূর হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হরিদ্বারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্যে লিখিত হইয়াছে —

"The temple of 'Maya-devi,' which is entirely built of stone and from the remains of an inscription over the entrance doorway it appears to be as old as the tenth or eleventh century. The principal statue which is called Maya-devi, is a three-headed and four armed female in the act of killing a prostrate figure. This is certainly not the figure of Maya-devi, the mother of Buddha."

কোনও কোনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে যে "মহামায়াকে" বুদ্ধদেবের মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মহামায়া বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের গর্ভধারিণী মাতা নহেন, পরন্তু বুদ্ধদেবের উপাস্যা দেবী মহামাতার নামান্তর মাত্র, ইদানিং অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এরূপও সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে তুমি অবস্থান কর বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছেন। ৩৩৫ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর এই বিশ্বব্যাপিকা "ভ্রান্তি" ভাবের উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ মধ্যে নাগোজী ভট্ট "ভ্রান্তি" শব্দের যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে কেহই আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি লিখিয়াছেন,—"ভ্রান্তিরতদ্বতি তদ্বৎপ্রত্যয়ঃ" মিথ্যাতে সত্যবৎ প্রতীতি হইলে সেই ভ্রমমূলক ধারণাকে সচরাচর সকলেই "ভ্রান্তি" বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। ভ্রান্তি শব্দের অন্যরূপ অর্থও কোন কোন টীকাকারগণ প্রদান করিয়াছেন এই সকল অর্থ মধ্যে দেবীভাষ্যে প্রদত্ত অর্থকে নূতনত্বে প্রথম স্থান প্রদান করা যাইতে পারে। দেবী ভাষ্যকার "ভ্রান্তি" শব্দের নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত সহজ অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে, "ভ্রান্তি—মোক্ষহেতু হইলে তাহা সাত্ত্বিকী।" শাস্ত্রানুশীলনকারী পণ্ডিত মাত্রেই বলিয়া থাকন জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য পথ নাই। অজ্ঞান মোক্ষ প্রাপ্তির হন্তারক। অজ্ঞান ও মোহে মানব হৃদয়ে ভ্রান্তিকে আনয়ন করে। ইহা সত্য হইলে, মোক্ষোৎপাদক যে 'ভ্রান্তি' তাহা সাত্ত্বিক 'ভ্রান্তি' এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আদৌ কোন স্থল থাকে না। যেমন "সাত্ত্বিক পাপ কার্য্য" হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক ভ্রান্তিও হইতে পারে না। মায়া এবং মোহের নামান্তর এই "ভ্রান্তি"দ্বারা জগৎ সংসার সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণের মায়া মোহের আবরণ যেমন উন্মোচন করা যাইতে পারে, সেইরূপ সেই জ্ঞানদ্বারা ভ্রান্তির আবরণও আমরা উন্মোচন করিতে পারি। যে মহামায়া এক সময়ে আমাদের হৃদয়ে মায়ামোহ ঢালিয়া দিয়া আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকেন, সেই মহামায়াই অন্য সময়ে আমাদের মায়া মোহ দূর করিয়া আমাদের জ্ঞান দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া থাকেন। (চণ্ডী মাহাত্মের ৫৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ যে মহামায়া তাঁহার ভ্রান্তিরূপে "ভ্রান্তি" দ্বারা সর্ব্বভূতকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মহামায়াই তাঁহার চিতিরূপে জীবহৃদয়ের আবরক অজ্ঞানতামূলক ভ্রান্তিকে বিদূরিত করিয়া দিয়া থাকেন (৩৮৩)। এই ভাবে তাঁহার শান্তি ও ভ্রান্তিরূপের বিশ্বব্যাপিকা ক্রীড়া বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

---

(৩৮৩) ভাগবতের এক স্থানে দেবী মহামায়ার নিজ মুখের উক্তিতে জানা যাইতেছে, তিনিই বিদ্যা, তিনিই অবিদ্যা, অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই অজ্ঞান।

"অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্ত্তির্মতিঃ স্মৃতিঃ। শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষমাক্ষমা॥
কান্তিঃ শান্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রাতন্দ্রা জরাজরা। বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিশ্চাশক্তিরেব চ॥"

যিনি জীবের ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপা, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করিতেছি বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তুতি করিয়াছেন, ৩৩৬ সংখ্যক শ্লোকে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানের "ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে একটু গোলে পড়িতে হয়। অনেক টীকাকারকেই এস্থানে গোলে পড়িতে হইয়াছে। এই স্তুতির একস্থানে ইতিপূর্ব্বে দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে তুমি সর্ব্বভূতে চেতনারূপে অবস্থান কর বলিয়াছেন। ভাগবত পুরাণে দেখা যাইতেছে দেবী চণ্ডিকা ব্রহ্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজমুখে বলিয়াছেন,— আমি জীবদেহে বসা, মজ্জা, ত্বক্ ও দৃষ্টি ইত্যাদি রূপে অবস্থান করিয়া থাকি (৩৮৪)। যিনি জীবের সমস্ত দেহেই অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে আবার জীবের ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলাহইল কেন? কোন টীকাকার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে অমাদের দেহের অবস্থা ঘটিত কিঞ্চিৎ জ্ঞান, শাস্ত্রগ্রন্থ সাহায্যে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে যোগ এবং তন্ত্র শাস্ত্রে অনেক বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। তন্ত্র শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই মানব দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। এই দেহ মধ্যে চতুর্দ্দশলোক বিরাজ করিতেছেন (৩৮৫)। শাস্ত্রের উক্তিমূলে মানব দেহে যেমন চতুর্দ্দশ লোক বিরাজ করিতেছেন সেইরূপ মানব দেহের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাও চতুর্দ্দশ (৩৮৬)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা,—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা,

---

(৩৮৪) "বসামজ্জা চ ত্বক চাহং দৃষ্টির্ব্বাগ নৃতানৃতা। পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাড্যোহহং বিবিধাশ্চ যাঃ॥ ইত্যাদি (ভাগবত)

(৩৮৫) "পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি নবগ্রহাঃ। ভূরাদি সপ্তস্বর্গাশ্চ নাগশ্চ সর্ব্বদেহিনাম্॥
পিণ্ডমধ্যে স্থিতাঃ সর্ব্বে স্থানং তেষাং বদামি তে। পাদাধস্তাত্তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলস্তথা॥
জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব অতলং সন্ধিরন্ধ্রকে। তলাতলং গুদমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্॥
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্ বুধঃ। ভূর্লোকো নাভিদেশে চ ভুবর্লোকস্তথা হৃদি॥
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে চ মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি। জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোক ললাটকে॥
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥" (শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী তন্ত্র)

"প্রকৃতি পুরুষোদেহে ব্রহ্মাবিষ্ণুঃ শিবস্তথা। নদ্যশ্চৈব সমুদ্রাশ্চ ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে॥" (তত্ত্বসার)

(৩৮৬) "তত্র তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ যথা—কর্ণঃ ১ ত্বক্ ২ চক্ষুঃ ৩ জিহ্বা ৪ নাসিকা ৫। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ যথা বাক্ ১ পাণিঃ ২ পাদঃ ৩ পায়ুঃ ৪ উপস্থঃ ৫। অন্তরিন্দ্রিয়াণি চত্বারি—মনঃ১ বুদ্ধিঃ২ অহঙ্কারঃ৩ চিত্তম্৪। মনস্তাব-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এতদ্ভিন্ন চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় যথা,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। মানব দেহের জীবিতাবস্থাতে এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া চর্তুর্দ্দশ দেবতা অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা চতুর্দ্দশ দেবতার নাম এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—কর্ণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আকাশ, সেইরূপ ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, রসনার প্রচেতা, ঘ্রাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের শঙ্কর ও চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইতেছেন অচ্যুত। কোন কোন শাস্ত্র গ্রন্থে এমন কথাও কথিত হইয়াছে যে, মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক একটি গ্রহ থাকেন; এইরূপে মানব দেহের নয়টি স্থানে নবগ্রহ সদা

দিন্দ্রিয়াণাং নিয়ামকম্। চতুর্দ্দশদেবাঃ চতুর্দ্দশেন্দ্রিয়নিয়ন্তারঃ। তত্র শ্রোত্রস্য দেবতা দিক্। ত্বচো বাতঃ। চক্ষুষঃ সূর্য্যঃ রসনায়াঃ প্রচেতাঃ। ঘ্রাণস্যাশ্বিনৌ। বাচো বহ্নিঃ। হস্তস্য ইন্দ্রঃ। পাদস্য বিষ্ণুঃ। পায়োর্ম্মিত্রঃ। উপস্থস্য প্রজাপতিঃ মনসশ্চন্দ্র। বুদ্ধেশ্চতুর্ম্মুখঃ। অহঙ্কারস্য শঙ্করঃ। চিত্তস্যাচ্যুতঃ।" ইতি (বেদান্তঃ)

মানব দেহ স্থিত কোন্ ইন্দ্রিয়ের কিরূপ ধর্ম্ম বা কার্য্য, এ বিষয়ে বিশ্বসার তন্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। চক্ষুষো রূপমাখ্যাতং কর্ণয়োঃ শব্দমেব চ।
গন্ধস্তু নসি বিজ্ঞেয় স্বচি স্পর্শ উদাহৃতঃ। আদানং ভুজযুগ্মেষু জিহ্বায়াং রস উচ্যতে॥
গুহ্যে বিসর্গো বিজ্ঞেয় আনন্দঃ স্যাদুপস্থকে। গমনং পাদযুগ্মে চ কথনং মুখপঙ্কজে॥"

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকে আমাদের দেহের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কি প্রকারের কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্রের উক্তি এই—

"শিব উবাচ। অস্থিমাংসনখাশ্চৈব নাড়ী ত্বক্ চেতি পঞ্চমঃ। পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
মলং মূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ। তোয় পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
হাস্যো নিদ্রা ক্ষুধা চৈব ভ্রান্তিরালস্যমেব চ; তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ প্রসবস্তথা। বায়ু পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্ত্রপা মোহশ্চ পঞ্চমঃ। নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥" (ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র)

"পূর্ব্বে যে আমাদের হৃদয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই হৃদয়ের পাঁচটি ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্রগুলির আবার এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

"ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাস্থানে বর্ত্ততে সততং শিবা। চিচ্ছক্তিঃ পরমাদেবী মধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
মায়াশক্তির্ল্ললাটাগ্রভাগে ব্যোমাম্বুজে তথা। নাদরূপা পরাশক্তির্ল্ললাটস্য তু মধ্যমে॥" (যোগশিখোপনিষৎ)

অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন (৩৮৭)। কোন কোনও শাস্ত্র গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদের শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন (৩৮৮)।

আমাদের এই ক্ষুদ্র মানব দেহটিকে কত দেবতা কত ভাবে সদা সর্ব্বদা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, আমাদের নিজ ইচ্ছা মত আমাদের হস্তপদদ্বারা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি আমাদের যে বড়ই অল্প ইহা জানিয়া আমাদিগকে নিতান্ত বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের অন্তঃকরণের এই বিষণ্ণ ও অবসন্ন ভাবকে দূর করিবার জন্য এবং দেহে ও মনে কার্য্য শক্তি প্রদান করিবার জন্য, মহামাতৃকা দেবী চণ্ডিকা স্বয়ং "ইন্দ্রিয়াণা-মধিষ্ঠাত্রী" দেবীরূপে আসিয়া আমাদের দেহাস্থিত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় মধ্যে নিজের শাসন সংরক্ষণের আসন সংস্থাপন করিয়া আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত অন্যান্য দেবতা, গ্রহ নক্ষত্রগণের দেহের উপরের কার্য্য সকল সদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এরূপ মনে করিতে বাধা কি? এইরূপ চিন্তাদ্বারা এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। একটি লৌকিক দৃষ্টান্তকে সম্মুখে ধরিয়া আমাদের দেহে একই সময়ে নানা দেবতার এবং দেবী চণ্ডিকার অবস্থিতির গূঢ় রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। কলিকাতা বা দিল্লী নগরীতে রাজ শক্তির ক্ষুদ্রাবতার পুলিশ চৌকীদার হইতে ডিপুটি, সবডিপুটি এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারাদি কতই বিভিন্ন বেশ ভূষাতে ভূষিত রাজ কর্ম্মচারী সদা অধিষ্ঠিত থাকিয়া নগরের শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাই বলিয়া সে স্থানে রাজ শক্তির পূর্ণাধার রাজা স্বয়ং আসিয়া অবস্থান করিতে না

---

(৩৮৭) "নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ। লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা॥
উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈব চ। নাভিস্থিতোঽথ মন্দো বৈ মুখে রাহুস্তথা স্থিতঃ॥
পাদে পাণৌ চ কেতুশ্চ শরীরে তীর্থমণ্ডলম্॥" (শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী)

(৩৮৮) "অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা। মৃগশিরস্তথার্দ্রা চ পুনর্বসুরতঃ পরম্॥
পুষ্যাশ্লেষা মঘা চৈব পূর্ব্বফল্গুন্যতঃ পরম্। উত্তরফল্গুনী চৈব হস্তা চিত্রা ততঃ পরা॥
স্বাতী বিশাখানুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা ততঃ পরা। পূর্ব্বাষাঢ়া চোত্তরা চ শ্রবণাভিজিতস্তথা॥
ধনিষ্ঠা শতভিষা চৈব পূর্ব্বভাদ্রপদা তথা। উত্তরভাদ্রপদা চৈব রেবত্যন্তাঃ সমীরিতাঃ॥
মূর্দ্ধ্নি ভ্রূযুগলে চাক্ষোঃ কর্ণয়োর্নাস গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠয়োর্দন্তপংক্তৌ চ জিহ্বায়াং গ্রীবমূলকে॥
স্তনদ্বন্দ্বে তথা বক্ষঃ পার্শ্বয়োর্নাভিদেশকে। নিতম্বে চ তথা পৃষ্ঠে গুহ্যে চ পাদয়োঃ পুনঃ॥
পাদমেকং দ্বিনক্ষত্রং রাশীনাং পরিণামকৃৎ॥" (বিশ্বসার তন্ত্র)

পারিবেন কেন? সেইরূপ মানব দেহের নানা স্থানে নানা কার্য্যে নানা দেবতা সদা অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরমা মাতা "ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী" দেবীরূপে আসিয়া মানব দেহের ইন্দ্রিয় সকল মধ্যে তাঁহার পালন কার্য্যের একখানি আসন সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন শুনিলে আমরা বিস্মিত হইব কেন?

সুদীর্ঘ দেবীস্তুতির পরিসমাপ্তিতে, দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকাকে তুমি চিতিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াছেন। ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত এই "চিতি" শব্দের একটি অর্থ, নাগোজী ভট্ট অতি সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"চিতিঃ চিচ্ছক্তিঃ।" চিতি শব্দের অর্থে চিৎশক্তি বলাতে আপত্তি করিবার স্থল কিছুই নাই, কিন্তু সূর্য্য অর্থ জ্যোতিঃ বলিলে যেমন আপত্তি করিবার কারণ না থাকিলেও ঐ অর্থকে পর্য্যাপ্ত বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ এখানে দেবীর চিতিরূপের অর্থে কেবল মাত্র তিনি চিৎশক্তি এই দুই কথা বলিয়া অর্থব্যাখ্যাকার্য্য শেষ করা সঙ্গত হইতে পারে না। দেবীভাষ্যকার এই শ্লোকের সুদীর্ঘ অর্থব্যাখ্যা সময়ে লিখিয়াছেন—"চিতিঃ পরমাত্মা; তদ্রূপেণ তৎস্বরূপেণ বা।" তাঁহার প্রদত্ত এই অর্থ গ্রহণের প্রধান বাধা হইতেছে যে পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার অর্থ যাঁহার রূপ নাই। যাঁহার রূপ নাই এমন পরম ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া দেবী জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন বলিলে ঐরূপ বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। সম্ভবতঃ এই বিবেচনায় দেবী ভাষ্যকার অতঃপর লিখিয়াছেন "চিতিঃ পুরুষঃ। যা চেতনাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরিতি সাংখ্যাং।" (৩৮৯) দুইটি অর্থ ই দুর্ব্বোধ্য। এ জন্য ঐরূপ দার্শনিক বিচার আবরণে আচ্ছাদিত দুর্ব্বোধ্য অর্থ গ্রহণ করা অপেক্ষা দংশোদ্ধার টীকাতে যে সহজ বোধ্য একটি অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই সাধারণে আয়ত্ত করিতে পারিবেন মনে হয়। দংশোদ্ধার টীকাকার প্রদত্ত সহজ অর্থ এই "চিতি জীবচৈতন্যম্।" কিন্তু অভিধানে চিতি শব্দের

---

(৩৮৯) সাংখ্যদার্শনিক পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ কেবল পুরুষকেই চৈতন্যময় বলিয়া থাকেন আর প্রকৃতিকে তাঁহারা চেতনা শূন্য জড় শ্রেণী ভুক্ত করিয়া থাকেন। সেই চৈতন্যময় পুরুষদ্বারা প্রতিবিম্বিতা বা অধিষ্ঠিতা হইয়া জড় প্রকৃতি দেবী চণ্ডিকা সমগ্র জগৎকে চৈতন্যরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছেন ব্যাখ্যা করিলে এই শ্লোকের অর্থ সরল সহজ বোধ্য

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অর্থে চৈতন্য লিখিত হইলেও এস্থানে ঐ অর্থ নির্ভয়ে গ্রহণের পক্ষে একটু অসুবিধার কারণ ইহাই উপস্থিত হইয়াছে যে, এই স্তুতির অন্য এক স্থানে, অতি অল্প পূর্ব্বে, তুমি চৈতন্যরূপে

হওয়া দূরে থাকুক, বরং অর্থব্যাখ্যার জটিলতা আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য গল্প স্মরণ হওয়ায় তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কোন রাজবাড়ীতে রামায়ণ-পাঠ সময়ে বৃদ্ধ রাজ-পুরোহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে "ধারক" পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন রামায়ণ শুনিলে? সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ তো?" ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে, সমস্তই বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল একটি স্থানে একটু গোল রহিয়াছে।" জ্যেষ্ঠতাত গোলের স্থান জানিতে চাহিলে ভ্রাতুষ্পুত্র হাবাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বারংবার "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ডাকিয়াছেন; তাহা হইলে রামচন্দ্র লব-কুশের পৈতৃক সম্বন্ধে দাদা হইলেন কি পিসি হইলেন—আমি এ বিষয়টি চিন্তা করিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না।" বৃদ্ধ রাজপুরোহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সন্ধ্যা হইল; বাছা, এখন তুমি বাড়ী যাও।" এই গল্পোক্ত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শোনার পর রামকে লব-কুশের পিসি সিদ্ধান্ত করাও যাহা, আর দেবী চণ্ডিকাকে জড়পদার্থ সিদ্ধান্ত করাও তাহাই! মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চৈতন্যময়ী দেবীমাহাত্ম্যের ৩৩৯ টি শ্লোকের অর্থব্যাখ্যার পরে হঠাৎ দেবী চণ্ডিকাকে সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্তমূলে টানিয়া আনিয়া "জড়" পদার্থের স্তরে নামাইয়া দেওয়া একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। দেবী-ভাষ্যকার নিজে দেবী চণ্ডিকাকে "জড়পদার্থ" বলেন নাই বরং আদি-অন্ত চৈতন্যময়ীই বলিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের নামে ঐরূপ একটি ভুল সিদ্ধান্তকে নিজকৃত ব্যাখ্যা-মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন না করিয়া তিনি যে নির্ব্বাক রহিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ন্যায় অসাধারণ জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে একটি নিদারুণ ভ্রমমূলক কার্য্য হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে তিনি দেবীর প্রতি জড়তা-আরোপসূচক সাংখ্য-দার্শনিকগণের ঐরূপ উক্তিকে, কুম্ভকারের বাড়ীর কাঁচা মাটির থালিকে আঙ্গুলের আঘাতে ভাঙ্গার ন্যায়, অতি সহজে শতখণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র টীকার এই একটিমাত্র পৃষ্ঠা দার্শনিক বিচারের স্থল নহে। কিন্তু অতি অল্প কথাতে পরমাপ্রকৃতি যে চৈতন্যবিহীনা জড়বস্তু নহেন; ইহা এই ভাবে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, সাংখ্য-দার্শনিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমাত্মাকে বা পরমপুরুষকে সর্ব্বময় বা সর্ব্বব্যাপী বলা হয়। তাঁহাকে আরও চৈতন্যময় বলা হয়। তাহা হইলে চৈতন্যবিহীন জড় বলিয়া জগৎসংসারে আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। পরমাপ্রকৃতি পরমপুরুষ হইতে বিভিন্ন নহেন, বলা হয়। ইহা সত্য হইলে, পরমাপ্রকৃতিকে জড় বলিবার আর কোনই স্থল থাকে না। এই দৃষ্টিতে পরমপুরুষ চৈতন্যময় হইলে পরমাপ্রকৃতিও চৈতন্যময়ী; অথবা প্রকৃতিকে জড়-পদার্থ বলিতে হইলে পরমপুরুষকেও জড়পদার্থ বলিতে হয়। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়,—মূল সাংখ্যদর্শন এখন এ দেশে অপ্রাপ্য এবং বিলুপ্ত। এই দর্শনকে বহুকাল পূর্ব্বে নষ্ট করা হইয়াছে। কে নষ্ট করিয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেমন কোনও কোনও গ্রন্থকে seditious বলিয়া রাজনৈতিক কারণে পোড়াইয়া নষ্ট করা হইতেছে এবং যাহার গৃহে ঐরূপ দোষজনক গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে তাহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হইতেছে, সেইরূপ এদেশে এক সময়ে শক্তি-বিদ্বেষী ভারতের রাজ্যশাসকগণ প্রকৃতি-পুরুষের বিস্তৃতবিবরণ-মূলক সাংখ্যদর্শনকে এই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বভূতে অবস্থান কর বলিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। এক স্তুতির মধ্যে একই কথা পুনরাবৃত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ এখানে দেখা যাইতেছে না। কাজেই

থাকিবেন। পরবর্ত্তী সময়ে মূল সাংখ্যদর্শন না দেখিয়াই তাহার অর্থাৎ ঐ লুপ্ত গ্রন্থের যে সকল ভাষ্য ও টীকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তৎকালের রাজার সন্তোষবর্দ্ধনার্থে তাহাতে পুরুষকে "চৈতন্যময়" এবং প্রকৃতিকে "জড়পদার্থ" সংজ্ঞাতে রক্ষা করা অসম্ভব নহে। কোনও কোনও টীকাতে পরমাপ্রকৃতিকে পরিষ্কার কথাতে "জড়" বলা হয় নাই।[৩] সাংখ্য-দর্শনের প্রধান টীকা "সাংখ্যকারিকা" গ্রন্থখানিও এখন এদেশে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে চীনদেশে চীন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। এতদ্‌সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The Sankhya-Karika with a commentary was translated into Chinese about 560 A. D. See S. Beal, 'The Buddhist Tripitaka,' P. 84. I owe the date, and the fact that the translation, 'the Golden Seventy Shaster,' agrees with Colebrooke's text, to a private communication from Mr. S. Beal. The author is said to have been Kapila. Originally, it is stated towards the end of the book, there were 60,000 gathas, composed by Pankasikha (Kâpileyo), the pupil of Asuri, the pupil of Kapila ; and afterwards a Brahmana, Iswara Krishna, selected 70 out of the 60,000 gathas, and published them as the Suvarna-Saptati-sâstra."

(ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION By F. Maxmüller)

এ দেশে যদিও এখন মহর্ষিকপিল-কৃত সাংখ্যদর্শনের মূলগ্রন্থ একখানিও পাওয়া যায় না, কিন্তু চীন এবং তিব্বতে সম্পূর্ণ গ্রন্থ না হইলেও উহার অংশবিশেষ বা তিব্বতীয় ভাষায় উহার কোন কোন অংশের অনুবাদগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র জর্ণেলে তিব্বত দেশে প্রকাশিত দর্শন গ্রন্থ সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তি দেখিলে জানা যাইতে পারিবে যে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সাংখ্যদর্শনের, বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনোক্ত পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতির এখনও কিরূপ সম্মান এবং সমাদর আছে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লামাগণের মধ্যে অনেকে যে পরমাপ্রকৃতি প্রধানাকে জড়পদার্থ মনে করেন না এবং তাঁহাকে পরমপুরুষ হইতেও প্রধানা মনে করেন, তাহাও ইহা হইতে জানা যাইবে।

"The ancient philosophical sects in India mentioned frequently, and partly described in the Tibetan books, especially in the Stan-gyur volumes are as follows:

"Grangs-chen-pa (Sankhya in Sanskrit)—The Buddhists have adopted much of this school."

তৎপর তিব্বত দেশের নিম্নলিখিত প্রধান চারি শ্রেণীর বৌদ্ধের উল্লেখ আছে,—

"Those that take Skyes-bu (Parusha), for the first principle.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"চিতি" শব্দের এখানে "চৈতন্য" ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ হইতে পারে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

Those that take of g Tsovo (Prodhana), for the first principle.

Those that take time (Kála), for the first principle.

Those who are atomists or they that take rdul-phran the atoms for the first principle of the existence of the world. There are yet some other also."

উদ্ধৃত ইংরেজি অংশ হইতে দেখা যাইতেছে, তিব্বতের এক সম্প্রদায় লোক যেমন পরমপুরুষকে সৃষ্টির কারণ বলেন, অন্য সম্প্রদায় আবার তেমনি প্রকৃতিদেবীকে আদিকারণ বলেন। কেহ কালকে, কেহ পরমাণুকে আদিকারণ বলেন।

মহর্ষি কপিলকৃত যে সাংখ্যদর্শনের মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না এবং যাহার প্রধান টীকা আসুরি-কৃত "সাংখ্যকারিকা" গ্রন্থখানিও খণ্ডিত অবস্থাতে এখন দেখা যাইতেছে, তাহার নাম ব্যবহার করিয়া পরমাপ্রকৃতি দেবীকে "জড়পদার্থ" লিয়বা ঘোষণা করা কত দূর সঙ্গত কার্য্য, ইহা সহজে বিবেচনা করা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনকে ইতিপূর্ব্বে এদেশের অনেক লোকে তান্ত্রিকদর্শন বলিত। অন্ততঃ আকবর পাতসাহের সময়ে রচিত আইন-আকবরী নামক সুপ্রসিদ্ধ, পারস্য ভাষাতে লিখিত, ভারত-ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যাইতেছে,—সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যাটখানি তন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

"The first teacher of this science was Kapel (Kapila) * * * *
The doctrines of this sect are contained in sixty books, which they call Tunter (*Tantra*)."

(AYEEN AKBERY—Translated by Francis Gladwin)

তন্ত্রশাস্ত্রের কোন স্থানে চৈতন্যময়ী পরমাশক্তিকে জড়পদার্থ বলা হয় নাই। বরং পুরুষ-প্রকৃতিবোধক শিব-শক্তিকে সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় বলা হইয়াছে। কাজেই মনে করা যাইতে পারে, পূর্ব্বকালে এ দেশে সাংখ্যদর্শনের যে লস কগ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল তাহাতেও প্রকৃতি পুরুষকে চৈতন্যময় বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকিবে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্যারিস নগরীতে ফরাসী পণ্ডিত মুসো জি, পৌথিয়ার ফরাসী ভাষাতে সাংখ্যকারিকার যে একখানি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত প্রাচীন গ্রন্থেও পরমাপ্রকৃতিকে তিনি "জড়পদার্থ" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। এই মূল্যবান গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য এই লেখকের হয় নাই, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরেস্ হেসেন উইলসন তাঁহার ইংরাজি ভাষ্য গ্রন্থে ঐ গ্রন্থের অনেকস্থানের যে অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহা দৃষ্টেই উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি। সাংখ্যকারিকার এই ইংরাজি ভাষ্যের এক স্থানে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"The term *Chetana*, from *Chit* 'to reflect,' means in general reason, intelligence; but it is here applied to the possession or exercise of every faculty proper to a sentient and thinking being."

মহর্ষিকপিল-কৃত শিব-শক্তির স্তুতিমূলক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলিয়াই স্তুতি করা হইয়াছে। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, মহর্ষিকপিল-কৃত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শাস্ত্রগ্রন্থে নানা স্থানে নানা অর্থে "চিতি" বা "চিৎ" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ-বেদান্তাদিতে পরমব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দ" বলা হইয়াছে। রূপগুণাদি বিহীন পরমব্রহ্মকে সৎস্বরূপ, চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ না বলিয়া মানবীয় ভাষাতে আর কি বলিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতে পারে? কেহ এই স্থানের "চিৎ"কে চৈতন্য-ভাবজ্ঞাপক না বলিয়া জ্ঞানভাব-প্রকাশক অর্থেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জ্ঞান আর চৈতন্যের মধ্যে শব্দার্থগত পার্থক্য বেশী নাই। কোনও কোনও অভিধানে "চিৎ" অর্থে "পরমব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। অমরকোষে "চিৎ" শব্দের অর্থে "জ্ঞান" লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "চিৎ" শব্দ স্থানগত ব্যবহারভেদে—চিন্তা করা, উপলব্ধি করা, মন-সংযোগ করা, লক্ষ্য করা, সংকল্প করা, চিন্তা, বুদ্ধি, পরমাত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে (৩৯০)। "চিৎ"বস্তু এই সকল মধ্যে যাহাই হউক না কেন, আমরা জীবিত অবস্থাতে মানব-চিত্তে তাহার অবস্থান উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এজন্য "চিৎবস্তু"র কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করিলে, মানবের চিত্ত কি? এবং তাহার কার্য্য যে চিন্তা তাহাই বা কি? এই দুইটি বিষয়ের মূলকে আশ্রয় করিয়া "চিৎ"কে অনুসন্ধান করিতে হইবে। চিত্ত শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার সময় বেদান্ত বলিতেছেন, উহা "অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তিঃ"। অন্যান্য অভিধানকার "চিত্ত" শব্দের ইহা অপেক্ষা আরও ব্যাপক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। "চিন্তা"শব্দের অর্থে কেহ লিখিয়াছেন,—"স্মৃতি, আধ্যান, ধ্যান" ইত্যাদি (৩৯১)। উপনিষদে "চিত্ত" শব্দের সুবিস্তৃত আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হইয়াছে। "চিৎ" শব্দের অর্থবোধের সুবিধার্থে ঐ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

মূল সাংখ্যদর্শনের কোনস্থানে, বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্যের প্রধান কর্ত্রী পরমাপ্রকৃতিকে তিনি চৈতন্যবিহীন জড়পদার্থ বলিয়া কখনই উল্লেখ করেন নাই। উহা পরবর্ত্তী কালের টীকা ও ভাষ্যকারগণের কপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে হয়।

(৩৯০) সার মনিয়ার উইলিয়ম সম্পাদিত সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে "চিৎ," "চিতি," "চিত্ত" প্রভৃতি শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"To perceive, be attentive, observe, to resolve, know : Thinking, thought, intellect, spirit, soul, Brahma, the heart, mind, memory, intelligence, reason, wisdom, intention, devotion" &c.

(৩৯১) "স্মৃতিঃ আধ্যানম্" অমরকোষ। "ধ্যানং" শব্দরত্নাবলী।

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদের স্থূলমর্ম্ম এই—দেবর্ষি নারদ এক সময়ে মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট প্রশ্ন করিলেন—"নাম অপেক্ষা বড় আর কিছু আছে কি না ?" উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন, "বাক্যকেই বড় বলিতে হইবে; তাহার কারণ বাক্য ভিন্ন কেবল গ্রন্থপত্রে লিখিত নামের কার্য্যকারিতা নাই।" নারদের দ্বিতীয় প্রশ্ন—"মনে বা মুখে উচ্চারিত নাম অপেক্ষা উচ্চ আর কিছু আছে কি না ?" সনৎকুমারের উত্তর—"চিন্তাশক্তি। কারণ আমাদের মনের বা চিত্তের চিন্তাদ্বারাই আমরা দেবলোক উপলব্ধি করিয়া থাকি।" সনৎকুমার আরও বলিলেন, "চিন্তাশক্তি হইতেও ইচ্ছাশক্তিকে প্রধান বলিতে হইবে; তাহার কারণ, চিত্তে অগ্রে ইচ্ছা না জন্মিলে চিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য সকল ক্রিয়ার মূলস্বরূপ ইচ্ছা বা সংকল্পকে উচ্চে স্থান দিতে হইবে। বিচার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্য করিবার সংকল্প করা হয়। এজন্য চিত্তের বিচারশক্তির স্থানও অতি উচ্চে। চিন্তা অপেক্ষা "ধ্যান" উচ্চতর। কারণ ধ্যান দ্বারা আমরা পরমাত্মাতে সংযুক্ত হইতে পারি।" ফলতঃ চিন্তা, বিচার, ইচ্ছা, সংকল্প ও ধ্যান এ সমস্তই চিন্তাসূত্রে গ্রথিত একটি মাল্যের ন্যায় আমাদের অন্তঃকরণে অবস্থান করে (৩৯২)।

---

(৩৯২) ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল। মূল সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গলা অনুবাদ সহজবোধ্য হইবে বিবেচনায় বাঙ্গালা অনুবাদের চুম্বক উদ্ধৃত হইল।

নারদ বলিলেন—"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিতবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, শিক্ষা-কল্পপ্রভৃতি বেদের ছয়টি অঙ্গবিদ্যা, পঞ্চভূতের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, ধনুর্ব্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্প-চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং নানাবিধ সূক্ষ্ম শিল্পবিদ্যাও অধ্যয়ন করিয়াছি। * * * কিন্তু দেব, এত জানিয়াও আমার এ সকল না জানার মতই হইয়াছে; আমি আত্মতত্ত্বের আলোচনা করি নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের অর্থ শিখিয়াছি মাত্র।" * * * সনৎকুমার নারদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা কিছু জানিয়াছ, সেগুলি কেবল কতকগুলি বিকারাত্মক শব্দসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। * * * এক পরমাত্মাই সত্য; আর সমস্তই বিনাশশীল; অতএব যেমন প্রতিমাকে দেবতা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাক, সেইরূপ এই নামগুলিকেও পরমাত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিতে পার।" * * * এই কথা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, নামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" সনৎকুমার উত্তর দিলেন—"হাঁ, নামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছে।" নারদ বলিলেন, "তবে দেব, আমাকে তাহাই বলুন।" * * * সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন, "বৎস, পূর্ব্বোক্ত শব্দসমষ্টি অপেক্ষা আমাদের এই বাগিন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমরা ইহারই সাহায্যে শব্দাক্ষরগুলিকে উচ্চারণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, ধনুরাদি বিদ্যা, দ্যুলোক, ভূলোক, আকাশ, জল, বায়ু, অগ্নি, দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত এই নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারিতেছি যে, পুরাকালে ঋষিগণ মানব-হৃদয়ের চিন্তাশক্তিকে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির একটি

ঐ সকল শব্দসাহায্যে আমরা এই বাক্যের দ্বারাই বুঝিতে পারি।" * * * নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন — "বাক্যের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" সনৎকুমার উত্তর দিলেন, "হাঁ, আছে; বাক্যের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে।" নারদ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তবে দেব, আমাকে তাহাই উপদেশ দিন।" * * * সনৎকুমার বলিলেন, "দেখ বাক্য অপেক্ষা আমাদের মানসিক চিন্তাশক্তিই বড়; কারণ দুইটি কুল, আমলকী বা বহেড়াকে আমরা যেমন একটমাত্র মুষ্টির মধ্যেই অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি, সেইরূপ বাক্য এবং শব্দসমষ্টিও আমাদের এক চিন্তাশক্তির মধ্যেই গৃহীত হইয়া রহিয়াছে। তাই লোকে, "এই মন্ত্রগুলি আমি এখন পড়িব" মনে মনে এইরূপ নিরূপণ করিয়া তবে তাহা পড়িতে আরম্ভ করে। সেইরূপ, "আমি কর্ম্ম করিব," "আমি পুত্র ও পশু সম্পদ্ লাভ করিব," "আমি ইহলোক ও পরলোক জয় করিব" মনে মনে এইরূপ আগে চিন্তা করিয়া তবে তাহা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই মনই আত্মা, কারণ কর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণগুলি আত্মার নিকট হইতেই মন পাইয়াছে। আবার এই মন আছে বলিয়াই স্বর্গাদি লোকের অনুভূতি হইয়া থাকে। অতএব মন ব্রহ্মও বটে; সেইজন্য তাহাকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতেও উপাসনা করিবে।" * * * সনৎকুমার আরও বলিলেন, "দেখ, আমাদের মনের চিন্তাশক্তি অপেক্ষা তাহার ইচ্ছাশক্তিই শ্রেষ্ঠ; কারণ কোন কিছু করিতে হইলেই সেই বিষয়ে আমাদের ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক; ইচ্ছা হইলে তবে আমরা তাহা চিন্তা করিয়া নিরূপণ করি। চিন্তা করার পর তাহা কথায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। প্রথমতঃ আমরা সাধারণ শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করি; পরে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়া তবে কর্ম্মটি সম্পন্ন করিয়া থাকি। * * * উর্দ্ধে সমুন্নত দ্যুলোক, নিম্নে তাহার সুবিস্তৃতা ধরিত্রী; আর মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও সলিলরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত; এই সমগ্রকে ব্যাপিয়া আবার অনন্ত নভোমণ্ডল নিত্যবিরাজিত। ইহারা প্রত্যেকেই যুগ যুগ ধরিয়া নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। যেন ইহারা কোন একদিন দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাই কিছুতেই ইহা হইতে আর বিরত হইতেছে না। ইহাদের কর্ম্মধারার অখণ্ড প্রবাহে ঋতুচক্র ঘুরিতেছে; প্রাবৃটসমাগমে বৃষ্টিধারা অবিশ্রান্ত ঝরিয়া ধরণীতল সিক্ত করিতেছে; তাহাতে ধান্য-ধনে পৃথ্বীতল ভরিয়া উঠিতেছে; সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া জগতের জীবনিবহ নিত্য প্রাণশক্তি লাভ করিতেছে; তাহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হইতেছে। তাহারই ফলে স্বর্গাদি লোক সকল লাভ করিতেছে। এইরূপে এক সংকল্প বলেই বিপুল বিশ্ব নিত্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অতএব এই মহিমান্বিত সংকল্পকে বা ইচ্ছাশক্তিকে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করিবে।" * * * সনৎকুমার তৎপরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ইচ্ছাশক্তি হইতে, আমাদের মনের যে পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা, তাহাই বড়; কারণ দেখা যায়, কেহ কিছু করিতে হইলে আগে তাহা পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখে, তাহার পর সেই বিষয়ে তাহার ইচ্ছা হয়; ইচ্ছা হইলে পর তবে উহা কেমন করিয়া করিলে ভাল হইবে তাহা চিন্তা করিতে থাকে; তাহার পর কথায় তাহা প্রকাশ করে। প্রথমতঃ সাধারণ শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া পরে বিশেষ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তবে কর্ম্মটি নিষ্পন্ন করে। * * * আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির প্রতিষ্ঠাভূমিও আমাদের অন্তঃকরণস্থিত এই পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা। * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রধান সহায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন নাই, পরন্তু জগৎ-সংসারে জীবহৃদয়ের চিন্তাকেই সকলের সকল প্রকার কার্য্যের মূল-উৎস স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। সেই চিৎ বা চিন্তাশক্তিরূপে দেবী চণ্ডিকা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া সকল জীবহৃদয়ে সদা অবস্থান করিতেছেন জানিয়া দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তবের পরিসমাপ্তিতে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন (৩৯৩)।

এই চিত্ত অর্থাৎ বিচারণা-শক্তিই ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলির একমাত্র প্রলয়ভূমি। ইহাদের প্রতিষ্ঠাভূমিও উহাই। উহাই আবার ইহাদের স্বরূপ। * * * যে ব্যক্তি এই চিত্ত অর্থাৎ বিচারণা-শক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি * * * ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন।"

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ শর্ম্মা সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করভাষ্যানুযায়ী বাঙ্গালা অনুবাদ)

(৩৯৩) কেহ কেহ এইরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারেন,—চিন্তা করিবার শক্তি কেবল মানুষে দেখিতে পাওয়া যায়; পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গের ভাষা নাই, কাজেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন জীব-জন্তুর মনের মধ্যে ধারাবাহিক চিন্তা চলিতে পারে না। এজন্য চিন্তারূপে দেবী জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন না বলিয়া চৈতন্যরূপে দেবী জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন অর্থ করাই সঙ্গত। এ কথার উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চিন্তাবিহীন চৈতন্য এবং চৈতন্যবিহীন চিন্তার পরিচয় কোনও জীবদেহে কদাপি দেখা যায় না। দ্বিতীয় কথা,—পশুপক্ষীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই মনে করা নিতান্তই ভুল। যুবা এবং বৃদ্ধ মানুষের ন্যায় ভাষা-জ্ঞানপরিশূন্য অতি শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে শয়ান অবস্থাতে চিন্তা ক্রিয়ার পরিচয় দিয়া স্বপ্নে হাসিতে ও কাঁদিতে দেখা যায়। পশুপক্ষীর কার্য্যেও তাহাদের চিন্তা করিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

একাধারে দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার চিন্তাসম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—পশুপক্ষিগণও চিন্তা করিতে পারে ও চিন্তা করিয়া থাকে।

"Some philosophers, as you know, hold that men, like animals, though they possessed no language might still sit silent and think. * * * Des Cartes, when discussing his fundamental principle, Cogito ergo sum, did the same; but, as an honest philosopher, he warned us that he used cogitare in that widest sense, so as to include sensation, perception, memory, imagination, and all the rest. If the meaning of to think is avowedly stretched to that extent, no one would dream of denying that animals, though speechless, can think."

(NATURAL RELIGION By F. Max Muller)

মুখে কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ না করিয়া মনের চিন্তা কেবল মানুষ নহে, পশুপক্ষীরাও যে একে অন্যের অন্তঃকরণ মধ্যে প্রসারিত বা প্রেরণ করিতে পারে, এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন—

"But surely, it is said, men communicate, and animals too communicate, without language. Yes, they certainly do, we all do, some more, others less successfully."

(NATURAL RELIGION By F. Max Muller)

এখানে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—ছান্দোগ্যোপনিষদে চিত্তকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; অথচ এখানে "চিত্ত" অপেক্ষা চিৎ বা চিন্তাশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই দেবীস্তুতির পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে, দেবী চক্ষুরূপে, কর্ণরূপে, নাসিকারূপে, জিহ্বারূপে জীবদেহে অবস্থান করেন না বলিয়াই, তাঁহাকে জীবদেহের ঐসকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে বনর্ণা করা হইয়াছে। যে কারণে ৩৩৬ সংখ্যক শ্লোকে, চক্ষুরূপে না বলিয়া চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবীকে বলা হইয়াছে, যে কারণে ২২৭ সংখ্যক শ্লোকে পাকস্থলীরূপে না বলিয়া "ক্ষুধা" রূপে বলা হইয়াছে, সেই একই কারণে "চিত্ত' রূপে না বলিয়া চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী চিৎ বা চিন্তাশক্তিরূপা দেবী বলিয়া দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে। যেমন পাকস্থলীর কার্য্য ভোজনদ্বারা ক্ষুধা নিবারণ এবং তাহার ফলে দেহের পুষ্টিসম্পাদন, সেইরূপ চিত্তের কার্য্য চিন্তাদ্বারা অসৎকে ছাড়িয়া সৎকে নির্ব্বাচন এবং তাহার ফলে সৎকে ধরিয়া নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন। কেবল সৎপথে চালিত চিন্তাদ্বারাই দেবীস্তুতিতে ইতিপূর্ব্বে কথিত বুদ্ধি, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি প্রভৃতি চিত্তের যাবতীয় সৎবৃত্তি সকল এবং লোকবাঞ্ছনীয় বস্তু সকল আমরা আয়ত্ত ও রক্ষা করিতে পারি; এজন্য মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের এবং তাহার রক্ষাকর বস্তু "চিন্তার" ন্যায় আর অন্য কিছু অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাদ্মোত্তর খণ্ডের একস্থানে কথিত হইয়াছে,—"যথা চিন্তামণিংস্পৃষ্ট্বা লৌহকাঞ্চনতাং ভজেৎ।" এই শ্লোকার্দ্ধের চিন্তামণি বাক্যটি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হউক না কেন, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, মানবচিত্তস্থিত চিন্তারূপ মহামণির স্পর্শনে ও ঘর্ষণে কেবল লৌহ বা প্রস্তর নহে, ত্রিলোকে এমন কিছু নাই, যাহা স্বর্ণ হইতেও সহস্রগুণ অধিক দীপ্তপ্রপ্ত না হইতে পারে। কেবল ত্রিলোকের বস্তু নহে, সর্ব্বলোকে সংস্থিতা চিতিরূপা মহামাতৃকা দেবীকেও কেবল এই চিন্তাদ্বারাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবচিত্তের দেবমন্দিরে আনিয়া এবং সেখানে স্থাপন করিয়া তাঁহার সচেতন মূর্ত্তিকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া দার্শনিকের জড় ও মায়া বাদকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারি। দেবী চণ্ডিকা আমাদের হৃদয়ে সেই চিন্তারূপে বা চিতিরূপে বিনা আবাহনে অবস্থান করিয়া ভক্তহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বাসনা সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া থাকেন জানিয়া, দেবী-স্তুতির পরিসমাপ্তিতে দেবতাগণ তাঁহার "চিতি"রূপকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন।

ঋষিরুবাচ ॥৩৪২॥

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥৩৪৩॥

সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।
শরীর কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥৩৪৪॥

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥৩৪৫॥

শরীরকোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥৩৪৬॥

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৩৪৭॥

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৩৪৮॥

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৩৪৯॥

নৈব তাদৃক্ কচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চা সুরেশ্বর ॥৩৫০॥

স্ত্রীরত্নমতি চার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥৩৫১॥

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৩৫২॥

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাত তরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥৩৫৩॥

বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভুতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৩৫৪॥

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৩৫৫॥

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৩৫৬॥

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥৩৫৭॥

নিশুম্ভস্যাব্ধি জাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নির(শ্চা)পি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৩৫৮॥

এবং দৈত্যেন্দ্ররত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥৩৫৯॥

৩৪২ হইতে ৩৫৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

এইরূপ স্তবাদিতে দেবতাগণ যে সময়ে তন্ময় হইয়া রহিয়াছিলেন, সেই সময়ে পর্ব্বত-বাসিনী দেবী চণ্ডিকা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আসিয়া দেবতাগণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে কি জন্য কাঁহার স্তব করিতেছ ?" দেবতাগণের নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই দেবীর শরীর হইতে শিবা অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আভির্ভূতা হইয়া চণ্ডিকা দেবীর ঐ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন—"দেবতাগণ শুম্ভকর্ত্তৃক বিতারিত এবং নিশুম্ভকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন।" দেবী চণ্ডিকার দেহরূপ কোষ হইতে উত্তরদাত্রী দেবী নিঃসৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া অতঃপর তিনি (অম্বিকা) "কৌষিকী" নামে সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধা হইয়া রহিলেন। সেই কৌষিকী দেবী কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় হিমাচলের সেই স্থানে দেবী কৌষিকীর সুমনোহর অপূর্ব্বরূপ সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরমাসুন্দরী এই দেবীর রূপের কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন—"এরূপ রূপবতী নারী কেহ কুত্রাপি দর্শন করেন নাই, আপনি ইঁহার বিষয় অবধান করুন এবং ইহাকে গ্রহণ করুন। এই পরমাসুন্দরী স্ত্রীরত্ন নিজ দেহের রূপে দশদিক্ উজ্জ্বলিত করিয়া হিমাচলে বিরাজ করিতেছেন। ইনি আপনার দর্শনের যোগ্যা। ত্রিলোকের দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন, অশ্বগজাদি সমস্ত আপনার গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, ইন্দ্র হইতে আনীত গজরত্ন ঐরাবত, বৃক্ষসমূহের মধ্যে রত্নস্বরূপ পারিজাত পুষ্পতরু এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন এক্ষণে আপনারই হইয়াছে; ব্রহ্মার হংসসংযুক্ত বিমান এক্ষণে আপনার অঙ্গন সুশোভিত করিতেছে, কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম নামক নিধিও আপনি আনয়ন করিয়াছেন, সমুদ্র আপনাকে অম্লান পদ্মমালা সমর্পণ করিয়াছেন, বরুণদেব হইতে আনীত সুবর্ণবর্ষণকারী মহামূল্যবান ছত্র এবং যে যুদ্ধরথ এক দিন প্রজাপতির ব্যবহার্য্য ছিল তাহাও এখন আপনার অধিকৃত হইয়াছে। সলিলরাজের পাশ এবং সমুদ্রজাত সমস্ত রত্ন আপনার ভ্রাতা অধিকার করিয়াছেন এবং যমরাজের উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি-অস্ত্রও আপনি হস্তগত করিয়াছেন। অগ্নি-

দেবও নিজ তেজদ্বারা নির্ম্মল করিয়া আপনাকে অঙ্গাবরণ অমূল্য বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন; এইরূপ বিশ্বের সমস্ত রত্নই আপনার আয়ত্ত হইয়াছে। এই কল্যাণকারিণী স্ত্রীরত্ন আপনি এখনও গ্রহণ করিতেছেন না কেন?"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

সুদীর্ঘ স্তুতিদ্বারা দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকার অর্চ্চনা সমাপ্ত করিয়া, দৈত্যদের দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন জানাইয়া দেবীর নিকটে কাতরভাবে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনা করিলে, দেবী চণ্ডিকা জাহ্নবী নদীতে স্নান করিয়া উঠিয়া দেবতাগণকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেন। এই ঘটনা ৩৪৩ হইতে ৩৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শ্লোক মধ্যে একটি কথা লইয়া চিন্তা করিবার একটু বিষয় রহিয়াছে। এজন্য এই সকল শ্লোকের অন্যান্য সাধারণ কথার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ৩৪৩ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "জাহ্নবী" বাক্য সম্বন্ধে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সত্যযুগে যে সময়ে এই ঘটনা হয়, তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রামচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন। কাজেই যে সময়ে গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে আদৌ আবির্ভূতা হন নাই, সেই সময়ে দেবী চণ্ডিকা গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই একটি কঠিন প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে। এই গুরুতর প্রশ্নের সমস্যা-সমাধান করিতে উপস্থিত হইয়া কেহ বলিয়াছেন, জাহ্নবী অর্থে এখানে গঙ্গা মনে না করিয়া জাহ্নবী নামে অন্য একটি নদী মনে করা যাইতে পারে। কেহ বলিয়াছেন,—স্তব করিবার সময়ে দেবতাগণের চক্ষু হইতে যে ভক্তিভাব-মূলক প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়াছিল, তাহাকেই জাহ্নবী-জল বুঝিতে হইবে (৩৯৪)। এই শ্রেণীর দার্শনিক বা কবিকাল্পনিক ব্যাখ্যাদ্বারা প্রশ্নের

(৩৯৪) সুচতুর প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট এই জটিল প্রশ্ন উত্থাপনও করেন নাই এবং তাহার উত্তর দানেরও কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। তিনি মাত্র লিখিয়াছেন—"পার্ব্বতী জাহ্নব্যাস্তোয়ে স্নাতুমিব স্বীয় স্তবাদিযুক্তানাং অভিসম্মুখং যযাবিত্যর্থঃ।" উদ্ধৃত অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—পার্ব্বতী জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া নিজ স্তুতিকারী দেবতাগণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবী-ভাষ্যকার এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরদানের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এতদ্‌সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কাঠিন্য কিছুমাত্র বিদূরিত হইতেছে না। কাজেই এই সকল ব্যখ্যাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত সুদূরে রক্ষা করিয়া এই শ্লোকে লিখিত গঙ্গাকে নিঃসংশয়ে পরমপবিত্রা গঙ্গা নদী বলিয়াই আমাদের অন্তঃকরণে ধারণা করিতে হইবে এবং এই গঙ্গা, রাজা ভগীরথকর্ত্তৃক ত্রেতাযুগে মর্ত্ত্য-লোকে আনীত হইবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গোলকে, ব্রহ্মলোকে এবং শিবলোকে বিশাল-আয়তন নদীরূপে অবস্থান করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, নানাস্থানের পুরাণের উক্তিদ্বারা ইহা হৃদয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে (৩৯৫)। অতঃপর আর একটি চিন্তনীয় বিষয়,—হিমালয় পর্ব্বতে দেবতাগণকে

"জাহ্নব্যাস্তোয়ে জাহ্নবী তন্নাম প্রসিদ্ধা তন্মন্বন্তরীয়া কাচিন্নদী, ন তু ভাগীরথী—বৈবস্বতমন্বন্তরে তদবতরণাৎ। যদ্বা জাহ্নবীবদাচরন্ত্যাঃ জাহ্নবী শব্দদ্বিবন্তাৎ কিপিক্তেরূপং। যত্রেদানীং জাহ্নবী দৃশ্যতে তত্র পূর্ব্বমন্বন্তরীয়া স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহত, সৈব বর্ত্তমানা ভাগীরথী সমানস্থানত্বাদিনা তৎসদৃশী। জাহ্নব্যা ইতি পঞ্চম্যন্তং বা। পঞ্চমী যবলোপে, জাহ্নবীমপহায়েতি তদর্থঃ, তোয়ে যত্রকুত্রচিৎ সলিলে। জাহ্নব্যপরনাম ব্রহ্মকমণ্ডলুসংস্থিতগঙ্গাজলং ব্রহ্মণা স্বয়ং স্নানার্থমুপকল্পিতং পরিত্যজ্য শরণাগতদীনার্ত্তত্রাণপরায়ণা পার্ব্বতী দৈত্যনির্জ্জিতা দুরদৃষ্টোপহতা দেবা মামস্য নিরীক্ষ্য কৃতার্থা ভবন্ত্বিতি যত্রকুত্রচিদপ্সু নিস্নাতুমভ্যাগমদিত্যাশয়ঃ।"

উদ্ধৃত-অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—জাহ্নবীজলে উক্তনামপ্রসিদ্ধ কোনও নদীতে কিন্তু গঙ্গা নয়, কারণ বৈবস্বত মন্বন্তরে গঙ্গার অবতরণ। অন্যার্থভাবেও বলা হইতেছে, জাহ্নবীপ্রায় আচরণ কিন্তু গঙ্গা নহে, যেখানে এখন গঙ্গা দৃশ্যা হইতেছেন. সেখানে পূর্ব্বমন্বন্তরীয় স্বচ্ছজলস্রোতঃ-শালিনী নদী ছিল, সেই এখন বর্ত্তমান ভাগীরথী, অর্থাৎ সমানস্থানত্বপ্রযুক্ত তাঁহার সদৃশী।

-গঙ্গা ভিন্ন জাহ্নবী নামে নদীর যে-কোনস্থানস্থিত জলে। জাহ্নবী গঙ্গার অপর নাম, ব্রহ্মকমণ্ডলুসংস্থিত গঙ্গা জলময়ী দেবতা—যাঁহাকে স্বয়ং ব্রহ্মা স্নানকার্য্যের জন্য কল্পনা করিয়াছেন; এই গঙ্গার্থ পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত দরিদ্রদিগের ত্রাণকারিণী দেবী পার্ব্বতী "দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরাভূত মন্দভাগ্য দেবগণ আজ আমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হউক মনে করিয়া যে কোনও জলে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এইরূপ ব্যাখ্যাকে, সুপবিত্র গঙ্গার ভাদ্র মাসের গঙ্গাজল হইতেও অধিক "ঘোলা" করায়, সাধারণের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বোধ্য করা হইয়াছে।

চতুর্ধরী টীকাতে লিখিত হইয়াছে—"জাহ্নব্যা গঙ্গায়া ইত্যর্থ"। ইহা অপেক্ষা সরল অর্থ প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন। কিন্তু এই সকলের কোনটিই সন্দেহনিবারক অর্থ নহে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের একজন ব্যাখ্যাকার এই স্থানের "জাহ্নবী" শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন—"স্তবাদি পাঠকালে সত্যসম্বেদনযুক্ত দেবতাবৃন্দের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলে চিত্ত আর্দ্র ও নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়াছিল, উহাই জাহ্নবী-তোয়।" (সাধনসমর)

(৩৯৫) "যজ্জন্ম সৃষ্টেরাদৌ চ গোলকে রাসমণ্ডলে। সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥

* * * • * • • *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দণ্ডায়মান রাখিয়া দেবী চণ্ডিকা শিবলোকে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আবার তন্মুহূর্ত্তেই হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন কেন? এ "কেন"র উত্তর দেবী ভিন্ন অন্যের প্রদান করিবার সামর্থ্য নাই। তবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে,—এ উক্তির মধ্যে অযৌক্তিক কথা কিছুই নাই (৩৯৬)। আর একটি প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। সৃষ্টি সময় হইতে শিবলোকে গঙ্গা

ত্রিংশল্লক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণী ততঃ। আবৃতা শিবলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥

* * * * * * * * *

সত্যে যা ক্ষীরবর্ণা চ ত্রেতায়ামিন্দুসন্নিভা। দ্বাপরে চন্দনাভা যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥"

উপর-উদ্ধৃত বাক্যসকল স্বয়ং নারায়ণের মুখনিঃসৃত উক্তি এবং ইহা দেবর্ষি নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে—"সৃষ্টির আদিতে গোলকে রাসমণ্ডলে শঙ্করের সন্নিধানে যে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে. তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি" ইত্যাদি বলিয়া নারায়ণ গঙ্গাদেবীকে একসময়ে স্তুতি করিয়াছিলেন। নারায়ণ আরও বলিয়াছিলেন—"ত্রিশলক্ষযোজন প্রশস্ত এবং তাহার চতুর্গুণ দীর্ঘ এমন যে গঙ্গানদী শিবলোকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। যে গঙ্গানদী সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা এবং দ্বাপরে চন্দনাভ সেই গঙ্গাকে আমি প্রণাম করিতেছি।" নারায়ণের মুখের এইরূপ উক্তি দ্বারা সত্যযুগেও যে গঙ্গানদীর অস্তিত্ব ছিল তাহা নিঃসংশয়রূপে জানা যাইতেছে।

(৩৯৬) হিমালয়ের যে স্থানে অবস্থান করিয়া দেবী চণ্ডিকা দেবতাগণের নিবেদন শুনিতেছিলেন, তথা হইতে গমন করিয়া শিবলোকস্থিত গঙ্গাতে স্নান করিয়া চক্ষুর্নিমেষে আবার হিমালয়ে প্রত্যাগত হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হয়?—এরূপ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় তিলপরিমাণেও নাই। দেবী চণ্ডিকাকে অনেকস্থলে জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতির গতি যে কত দ্রুত, তাহা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত বলিলেও দোষের হইবে না। পাশ্চাত্য স্থূল-বিজ্ঞান অঙ্ক কষিয়া আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে,—সূর্য্যমণ্ডল হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল পথ চলিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হয়। যথা—

"For all practical purposes, the speed of light may be assumed as 186000 miles, or 3,00,000 Kilometres per second." (PHYSICS by Jay. L. B. Taylor)

বেতার বার্ত্তাবহযন্ত্রের সাহায্যে আজ-কাল লণ্ডন হইতে গায়ককণ্ঠে উচ্চারিত যে গান কাশীনগরীর এই ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া আমরা শুনিতেছি, তাহাও প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০,০০,০০০ মিটার পথ চলিয়া. পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া, আমাদের কর্ণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

"One complete cycle of a current is called a wave and a radio wave travels at the rate of 3,00,000,000 metres per second." (THE RADIO TIMES, June 1933)

হিমালয়পর্ব্বত-চূড়া হইতে শিবলোক কত মিটার দূরে তাহা নিরূপণ করিবার যন্ত্র যদিও এখনও আবিস্কৃত হয় নাই এবং ভূলোক হইতে শিবলোক বহুদূরবর্ত্তী স্থল হইলেও দেবী চণ্ডিকার পক্ষে চক্ষুর নিমেষে শিবলোকে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া হিমালয় পর্ব্বতচূড়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যে কোন অংশেই একটি বিস্ময়জনক ব্যাপারমধ্যে গণনীয় হইতে পারে না —একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

প্রবাহিতা থাকিলেও জহ্নুমুনি যে অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক ইহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য গঙ্গার "জাহ্নবী" নামটিও অনেক পরবর্ত্তী কালের মনে করিতে হইবে। এ অবস্থাতে দেবী চণ্ডিকা শুম্ভ-নিশুম্ভবধ সময়ে জাহ্নবীজলে স্নান করিবেন কিরূপে? এ কথার উত্তর এই যে; পুরাণে গঙ্গার অনেক নামের উল্লেখ দেখা যায়। শ্লোকের ছন্দভঙ্গ নিবারণের জন্য "গঙ্গা" শব্দের পরিবর্ত্তে "জাহ্নবী" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে। এই শ্লোক-মধ্যেই সুরথ রাজাকে "নৃপনন্দন" বলিয়া মুনি সম্বোধন করিয়াছেন। সুরথ নিজেই নৃপ। তথাপি "নৃপনন্দন" শব্দ এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে কেবল শ্লোকের ছন্দভঙ্গ-দোষ নিবারণের জন্য। মেধস মুনি সুরথ রাজাকে শ্লোকলিখিত কথা যে সময় বলিয়াছিলেন, তাহার অনেক পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া গঙ্গা "জাহ্নবী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজেই মুনির যে নাম সে সময়ে মনে আসিয়াছিল তিনি তাহাই বলিয়া থাকিবেন। পুরাণে কার্ত্তিক মাসের সূর্য্যকেই "ভাস্কর" বলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের এই "ভাস্কর" নামটি কার্ত্তিকের পূর্ব্বমাসেও যে ব্যবহার করা হয় না, এরূপ নহে।

৩৪৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—দেবতাগণের স্তবাদিযুক্ত অর্চ্চনার পরিসমাপ্তিতে তাঁহাদের নিকটে অসুরগণের নিদারুণ অত্যাচার-কথাসকল শুনিয়া দেবী চণ্ডিকা চক্ষুর্নিমেষে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। এই সময়ে তাঁহার হঠাৎ গঙ্গাস্নান করিবার কারণ কি উপস্থিত হইয়াছিল?—অনেকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। কোন টীকাকারই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। পুরাণোক্ত দেবীর অনেক কার্য্য মানুষের অবোধ্য। তথাপি হইতে পারে, দেবাসুর-যুদ্ধরূপ কর্ম্ম-যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে, স্নান করিয়া আসিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইতে হয়—ইহাই লোককে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি স্বয়ং স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। চণ্ডমুণ্ডবধ প্রসঙ্গে ৪৩৬ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি" দ্রষ্টব্য। লোকশিক্ষাদান জন্যই হউক্ অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক্, তিনি শিবলোকস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আসিয়া দেবতাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি জন্য কাঁহার স্তব করিতেছ?" দেবতাগণের মুখ হইতে উত্তর নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিজ দেহ হইতে ক্রিয়াশক্তিরূপা শিবা আবির্ভূ্তা হইলেন, এবং তিনি "স্বগত" বাক্যের ভাষাতে বলিলেন—"শুম্ভ নিশুম্ভকর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সমবেত দেবতাগণ বিপদুদ্ধারের জন্য আমাকেই স্তুতি করিতেছেন।" চণ্ডীমাহাত্ম্যবর্ণনার এই স্থানের ভাব-গাম্ভীর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য কোন টীকাকার বা ভাষ্যকার যত্ন করেন নাই। এস্থানে দেবী নিজেই প্রশ্নকর্ত্রী এবং নিজেই

দেবতাগণের মুখে তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য কিছু মাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া, নিজেই প্রতিকারের পথ বাহির করিলেন। ইহার ফলে, এই সময়ে নিজ দেহ-কোষ হইতে "কৌষিকীদেবী" নিষ্ক্রান্তা হইলেন। নিজ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্তা সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবী অসুরকুল ধ্বংসের জন্য তথায় বিরাজিতা রহিলেন। তাঁহার ঐ সংহার-ক্রিয়া-সাধিকা কৃষ্ণবর্ণা মূর্ত্তি "কালিকা" নামে তদবধি সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধা হইয়া রহিলেন (৩৯৭)। এই

উত্তরদাত্রী। দেবী চণ্ডিকা তৎপরে

(৩৯৭) কালিকা শব্দের সহিত অনেকেই আলুথালুকেশা, পাগলিনীবেশা, বিকটদশনা, জিহ্বাললনভীষণা এক ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিকে বিজড়িত করিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কালিকাদেবীর এইরূপ মূর্ত্তি সময়বিশেষের জন্য ভিন্ন সর্ব্বসাময়িক নহে। এইরূপ বিকটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের সহচর দৈত্যেরা শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকটে যাইয়া হিমালয়চূড়ায় এক পরমাসুন্দরী নারী দেখিয়া আসিলাম বলিয়া বর্ণনা করিবেন কিরূপে?—এইরূপ চিন্তা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। ৩৪৭ সংখ্যক শ্লোকের কৃষ্ণবর্ণা কালিকাদেবীকে এজন্য অনেকে এস্থানের চিন্তা হইতে সুদূরে রাখিয়া কৌষিকীদেবী নামে অন্য এক দেবীকে পরমমনোহররূপধারিণী রমণীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া লইয়া থাকেন। কৌষিকী দেবীর ধ্যানে তাঁহাকে যে কৃষ্ণবর্ণা বলা হইয়াছে, ইহা তাঁহারা হয়ত অবগত নহেন। টীকাকারগণের মধ্যেও অনেকে শ্লোকের প্রকৃত ও সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া এইরূপ অর্থব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

"ততঃ প্রাদুর্ভাবান্তরং পরমত্যুৎকৃষ্টং অতিমনোহরংরূপং বিভ্রাণাং ধারয়ন্তীম্ অম্বিকাং কৌষিকীং চণ্ডোমুণ্ডশ্চ দদর্শ।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, পার্ব্বতী এক দেবী, তাঁহার শরীর হইতে নিষ্ক্রান্তা শিবা আর এক দেবী, কৌষিকী আর এক দেবী, কালিকা আর এক দেবী, এবং অম্বিকা আর এক দেবী। যথা—

"ইহ মহামায়া দেবকার্য্যার্থং বিষ্ণু যোগনিদ্রাভূৎ, ততঃ সর্ব্বদেবতেজোময়ী শিবাভূৎ, ততঃ পার্ব্বত্যভূৎ, ততঃ কৌষিক্যভূৎ দেবকৃতস্তুতিমঙ্গীকর্ত্তুং ততঃ কালিকাভূৎ।" ইত্যাদি (শান্তনবী টীকা)

কিন্তু এস্থানের শ্লোকের অর্থ হইতে পাঁচটি বিভিন্ন দেবীর আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাগতা পার্ব্বতীর দেহ হইতে যিনি শিবা নামে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন তাঁহাকেই পরবর্ত্তী শ্লোকে কৌষিকী বলা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পার্ব্বতীর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে সেই পার্ব্বতী দেবী কিম্বা কৌষিকী দেবী কৃষ্ণবর্ণা কালিকাদেবী নামে আখ্যাতা হইয়া হিমালয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন—তাহা স্থির করিবার জন্য টীকাকারগণ নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সেই কালিকা-নামে খ্যাতা অম্বিকাদেবীই অতঃপর পরমাসুন্দরী সুমনোহরা স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে দৈত্যগণের দৃষ্টিকে যে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যথা—

"তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী। কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্। দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥" (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

এখানে আর একটি কথা বলিবার রহিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণা অম্বিকাদেবী "সুমনোহরা" রূপে দৈত্যগণের নিকটে প্রতীয়মানা না হইতে পারিবেন কেন? গৌরবর্ণদেহবিশিষ্টা হইলেই পরমাসুন্দরী আর কৃষ্ণবর্ণা হইলেই তাঁহাকে অতি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কালিকা বা কালী নাম, বহুকাল পরে হিমালয়রাজকন্যারূপে যখন দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালিকাপুরাণে চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়ে "কালীহরসমাগমো" অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত দেবী চণ্ডিকার মহামাতৃকাভাবের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এই স্থানে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অন্য কোন স্থানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিপদাপন্ন সন্তানের বিষাদমলিন মুখ দর্শনে নিজ মনে তাঁহার কারণানুসন্ধান, নিজ মনোমধ্যে তাহার প্রতিকারপথ চিন্তা ও তাহা নিরূপণ এবং নিজ-নির্দ্দিষ্ট সেই পথ ধরিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার প্রতিকার চেষ্টাতে কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে দৃঢ়পদবিক্ষেপে পদার্পণ করিতে হয়, জগন্মাতা তাঁহার এইস্থানের আচরণদ্বারা জগজ্জনকে তাহা চিরকালের জন্য শিক্ষাদান করিয়া রাখিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সুগভীর একটি শিক্ষণীয় তত্ত্বও তাঁহার এই আচরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই শ্লোকার্থের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সেই বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

কুৎসিৎ মনে করিতে হইবে কেন? দ্রৌপদী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন; কিন্তু মহাভারতে তাঁহাকে পরমা সুন্দরী বলা হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যে তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ ছিলেন, ইহা মহাভারত হইতেই জানা যাইতেছে। দ্রৌপদীর এক নাম ছিল "কৃষ্ণা"। কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কেহই ত্যাগ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের ষোড়শসহস্র গোপরমণীর নিকট হইতে পরমাদরের "কালাচাঁদ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ধ্যায়ন্তী চরণাম্ভোজং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ। * * * *
রাধিকায়াঃ প্রিয়তমাঃ গোপীনাং প্রবরা যযুঃ। তাসাং পশ্চাদ্ যযুর্গোপ্যস্তাসাং সংখ্যা নিবোধমে॥
সমা বেশেন বয়সা রূপেণ চ গুণেন চ। যযুঃ সুশীলাসঙ্গেন সহস্রানি চ ষোড়শ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পুরাণের শত শত স্থান এইরূপ কৃষ্ণবর্ণের দেবদেবীর রূপের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এতদবস্থাতে,
"তস্যাং বিনির্গতায়াম্ভ কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী। কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্। দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥"

চণ্ডীমাহাত্ম্য-গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া শান্তনবী টীকাকারগণের ন্যায় কাহারই চিন্তাকুল হইবার কোন কারণ নাই। প্রাচীন টীকাকার পূজ্যপাদ নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকের সহজ ও সরল অর্থ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ততস্তদনন্তরং চণ্ডোমুণ্ডশ্চ অম্বিকাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ। অম্বিকাং কীদৃশীং পরং কৃষ্ণং মনোহরং অতিশয় মনোহারিণং রূপং সৌন্দর্য্যং বিভ্রাণাং ধারয়ন্তীম্।"

কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালিকাদেবীকে যে ভীষণমূর্ত্তিবিশিষ্টা এক ভয়ঙ্করা দেবী বলিয়া অনেকে মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, পুরাণের বর্ণনাতে তাহা সমর্থিত হয় না। তাঁহার কোমল মূর্ত্তির বর্ণনাও পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কথার সমর্থক "কালিকাপুরাণ" হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"নানা-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মধুর সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সুদূরস্থিত মধুমক্ষিকা সকল যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, অথবা যেমন দীপালোকে পতঙ্গকুল আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ অত্যুচ্চ হিমালয়-চূড়াতে সমাসীনা ঈষদ্ধাস্যবদনা দেবী কৌষিকীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যচ্ছটাতে আকৃষ্ট হইয়া দেব-নিপীড়নকারী অসুরেরা দলে দলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই মহাদৈত্য আসিয়া দেবীকে ঐ অবস্থাতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদের কর্ত্তা শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাইয়া পর্ব্বতচূড়ায় এই পরমাসুন্দরী দেবীর আবির্ভাবের সংবাদ দান করিল। মহিষাসুর-নিপাতের বহু সহস্র বৎসর পরে দেবাসুর যুদ্ধের ভীষণ আগুন এই ভাবে আবার কৌষিকী দেবীর কৌতুকবাক্য হইতে এইখানে জ্বলিয়া উঠিল।

এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৪৮ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতপুরাণে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৭৮ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত স্থানের মধ্যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং দেবীর নিকটে দূতের যাতায়াত, দেবীকে লইয়া যাইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে রাখিবার প্রস্তাব উত্থাপন ও তৎপরে দেবীর নিকটে দূতের ভয় এবং প্রলোভন প্রদর্শক নানাপ্রকারের উক্তি এবং দেবীর উপহাসসূচক প্রত্যুত্তর দান ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল স্থানে শ্লোকের শব্দার্থের জটিলতা কিম্বা ভাবার্থের গভীরতা লইয়া আলোচনা করিবার বিশেষ বিষয় কিছুই নাই দেখিয়া দেবী-ভাষ্যকার এই স্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রদানের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ৩৭৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত দেবীর প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ব্যাখ্যাতে তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেবী-ভাষ্যকার পূজনীয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরাও এই সকল শ্লোকলিখিত কথার অর্থব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া ৩৭৮ সংখ্যক শ্লোকে কথিত দেবী চণ্ডিকার বিচিত্র প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

রত্নময় দিব্য-অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শম্ভু, জগতের হিতের নিমিত্ত, দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জগন্মাতা জগৎস্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতিস্বরূপা বিদ্যাস্বরূপা পরমামূর্ত্তি এবং ব্রহ্মাণ্ড ও স্বর্গের অন্তকারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে * * হরকে মোহিত করিয়া * * * তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।"

(বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

ঋষিরুবাচ ॥৩৬০॥

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥৩৬১॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সম্প্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥৩৬২॥
স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতি শোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়াগিরা ॥৩৬৩॥

দূত উবাচ ॥৩৬৪॥

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন তৎসকাশমিহাগতঃ ॥৩৬৫॥
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥৩৬৬॥
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৬৭॥
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥৩৬৮॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভুতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রব সসংজ্ঞং তৎপ্রণিপত্য সমর্পিতম ॥৩৬৯॥

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষুরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥৩৭০॥

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥৩৭১॥

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভুতাসি বৈ যতঃ ॥৩৭২॥

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥৩৭৩॥

ঋষিরুবাচ ॥৩৭৪॥

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৩৭৫॥

দেব্যুবাচ ॥৩৭৬॥

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভোনিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥৩৭৭॥

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥৩৭৮॥

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥৩৭৯॥

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্নাতু মে লঘু ॥৩৮০॥

৩৬০ হইতে ৩৮০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি কহিলেন—চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া দূতস্বরূপ সুগ্রীব নামক মহা-অসুরকে শুম্ভ দেবীর সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ দূতের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, তুমি যাইয়া আমার কথা প্রীতিকর ভাষাতে দেবীকে বলিবে এবং তিনি যাহাতে আমার এই স্থানে আগমন করেন তাহা করিবে। কৌষিকী দেবী অতি শোভাকর যে শৈল দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় গমন করিয়া সুমধুর বাক্যে দেবীকে সম্বোধন করিয়া দূত কহিতে লাগিলেন,—"দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ—যিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর—তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া দূত ভাবে আমি আপনার নিকটে এইখানে আসিয়াছি। সমস্ত দেবতাগণ যাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সেই দেববিজয়ী মহারাজ শুম্ভ যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এই অখিল ত্রিলোক আমার অধিকৃত, দেবতাগণ আমার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী,—দেবতাগণের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ এক্ষণে আমিই উপভোগ করিতেছি, ত্রিলোকের যত উৎকৃষ্ট রত্ন তাহা সমস্তই আমার হস্তগত এবং দেবেন্দ্র-বাহন ঐরাবত হরণের পরে সমস্ত গজরত্নই আমার অধিকৃত। ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক যে অশ্বরত্ন পাওয়া গিয়াছিল, দেবতাগণ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহা আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। হে শোভনে! দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং নাগগণের যাহার নিকটে যে মূল্যবান রত্ন ছিল তাহা এক্ষণে আমার হইয়াছে। হে দেবি! আমরা আপনাকে ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করি, আপনি আমাদের নিকটে আগমন করুন, যেহেতু আমরাই রাজা, এজন্য রত্নভোগের অধিকারী একমাত্র আমরাই। হে চঞ্চলে! (লক্ষ্মীর অপর নাম চঞ্চলা) আপনি হয় আমাকে কিম্বা আমার ভ্রাতা পরম বিক্রম-শালী নিশুম্ভকে আশ্রয় করুন, যেহেতু আপনিও শ্রেষ্ঠ রত্নবিশেষ। আমাকে পরিগ্রহণ করিলে অতুল পরমৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইতে পারিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে আশ্রয় করুন।"

ঋষি বলিলেন—দূতের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী, যিনি দুর্গা, ভগবতী ও ভদ্রা এবং যিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সকলই খুব সত্য, শুম্ভ-নিশুম্ভ সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র মিথ্যা বল নাই; শুম্ভ-ত্রিভুবনের একাধিপতি এবং নিশুম্ভও তাদৃশ ইহাও সত্য, তথাপি বালস্বভাব-

সুলভ অল্পবুদ্ধি বশতঃ পূর্ব্বকালে আমি যে এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিতে পারিবেন এবং যিনি আপনাকে আমার সমতুল্য বলশালী বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা (অর্থাৎ ভরণ-পোষণকারী) হইতে পারিবেন—সে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিব কেমন করিয়া? অতএব মহাসুর শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ যুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিবার জন্য এইস্থানে আগমন করুন; আর কালবিলম্বের আবশ্যকতা কি? শীঘ্রই আমাকে পরাজয় করিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করুন।"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

দেবী চণ্ডিকার এই বিচিত্র প্রতিজ্ঞার কথা ৩৭৯ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভের আদেশে শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত সুগ্রীব নামক এক অসুর দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুম্ভ বা নিশুম্ভের পরিবারস্থ হইবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, দেবী উত্তরে হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমাকে যিনি যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করিবেন, যিনি আপনাকে আমার সমতুল্য বলশালী প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণ-পোষণকারী হইতে পারিবেন। দেবীমুখনিঃসৃত এই অদ্ভুত উক্তির শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বিস্ময়জনক অর্থ সকল প্রদান করিয়াছেন (৩৯৮)। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থের স্থানে স্থানে গভীর দার্শনিক এবং

(৩৯৮) "অস্য গূঢ়ার্থো বর্ণ্যতে। তত্রমামিত্যদৃষ্টপ্রাধান্যমবিদ্যাপ্রাধান্যং প্রকৃতিপ্রাধান্যং কর্ম্মাদিপ্রাধান্যং বাভিপ্রেত্য। সংগ্রামে তত্ত্বজ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানয়োর্বিরোধে জয়তি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দগ্ধবীজবদফলীকরোতি আলোকেনান্ধকারমিবাপসারয়তি বা। জয় পর্য্যন্তাসামর্থ্যেঽপি যো মে দর্পং নিষ্প্রতিবন্ধমোহনজনিতবলবত্তাভিমানং ভক্তিযোগেন তত্ত্বজ্ঞানজননযোগ্যতয়া ব্যপোহতি শময়তি, তত্রাসমর্থো বা যো মে প্রতিবলঃ রাগদ্বেষলক্ষণমদ্বলপ্রতিপক্ষ-ফলাভিসন্ধিরহিতকর্ম্মযোগবলোপেতঃ স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি—ভর্ত্তৃসদৃশো ভবিষ্যতি; অদৃষ্টসমষ্টিভর্ত্তা পরমাত্মা অদৃষ্টসমষ্টিসহকারেণ পরমাত্মনো জগদুৎপাদকত্বাৎ তদধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ ভর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ তৎসদৃশঃ দুঃখাভাববত্ত্বেন তত্তুল্যঃ ভবিষ্যতীতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ। ভর্ত্তা নতু মদ্‌ভৃত্যঃ, মৎকৃতকর্ম্মণা পুষ্টিবিরহাৎ, সংসারী পুরুষঃ প্রকৃতের্ভৃত্যবত্তিষ্ঠতি মুক্তস্তু তদ্ভাবমপজহদ্ভর্ত্তেত্যুচ্যতে ইতি সাংখ্যাঃ। ভর্ত্তাশুদ্ধচেতনঃ, অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ রক্ষক ইতি বেদান্তিনঃ। অধিষ্ঠাতেতি মীমাংসকাদয়ঃ। শিব ইতি শৈবাঃ। প্রকারান্তরেণ গূঢ়ার্থস্বভিধীয়তে, মামিতি মহামায়াস্বরূপনির্দ্দেশঃ। জয়তি ভক্ত্যধীনং করোতি। সংগ্রামে সুখদুঃখাদিবিরুদ্ধভাবসংঘর্ষবহুলে সংসারে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কবি-কাল্পনিক অতি মূল্যবান উক্তি সকল থাকিলেও ঐ সকল বাক্যদ্বারা রণক্ষেত্রে পদার্পণোদ্যতা দেবী কালিকার হাস্য-বীররস-বিমিশ্র বিরাট মূর্ত্তির দীপ্তি প্রদীপ্ত না করিয়া বরং সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবীর চারি পার্শ্বে দুর্ব্বোধ্য অর্থব্যাখ্যার এক রাশি কুজ্ঝটিকাকে আনিয়া একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ দেবীর এই প্রতিজ্ঞার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা বেদান্তের, সাংখ্যদর্শনের এবং ন্যায়দর্শনের প্রখর দীপালোক সম্মুখে আনিয়া শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এখানে এ সকল কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, কারণ একটি বাক্যদ্বারাই এই স্থানের সকল চিন্তাকে অতি সহজে দূর

এতেন ভক্তিযোগসিদ্ধো মোক্ষাধিকারিত্বেন অভ্যনুজ্ঞায়তে। যো মে প্রতিবল ইতি মৎস্বরূপেণাত্মানমুপাসীনো ধ্যানযোগসিদ্ধোঽপি মোক্ষাধিকারিত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে। যো মে দর্পমিতি। কিং বহুনা, মে মম, দর্পং মৎকর্তৃকং স্বস্যাভিমানং ব্যপোহতি অন্যেনাপ্যুপায়েন নিষ্কামকর্ম্মযোগাদিনা দূরীকরোতি। এতেন কর্ম্মযোগাদিসিদ্ধোঽপি মোক্ষাধিকারিত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে। ভর্ত্তা ভবিষ্যতি শিববত্তত্ত্বজ্ঞো মুক্তো বা ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যম্। ইত্যনেন নৈয়ায়িকসম্মতেনার্থান্তরেণ তৈর্থিকান্তরসম্মতমর্থান্তরমূহনীয়ম্। সিদ্ধান্তিনস্তু "ভরতে বিশ্বমীশ" ইতি শ্রুতেরখিলভর্ত্র্যা মহামায়ায়া ভর্ত্তৈব ন সম্ভবতীতি বেদার্থং বৃণোতি—যো মামিতি। যো মাং জয়তি, যো মে প্রতিবলোভবতি, যো মে দর্পং ব্যপোহতীত্যর্থক্রমেণান্বয়াৎ পক্ষত্রয়প্রতিপত্তিঃ। যো মাং জয়তীত্যনেন মদভ্যধিকো ভবতীতি, যো মে প্রতিবল ইত্যনেন চ মৎসমো ভবতীত্যায়াতি। তদুভয়ঞ্চ "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যত" ইত্যেকয়ৈব শ্রুত্যা প্রতিসিদ্ধম্। মা ভূদভ্যধিকঃ মমো বা মদহেতুকপ্রভবাদিমত্ত্বেনৈশ্বর্য্যং সঙ্কোচয়ন্ মদ্দর্পব্যাপোহকো ভবতু, তদপি ন সম্ভবতি "য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চে"ত্যাদি শ্রুতেঃ। ন খলু কশ্চিদপ্যেতেষু ত্রিষু পক্ষেষ্বেকত্রান্তর্ভবিতুমীষ্টে, কো নাম মদ্ভর্ত্তেতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ। যদ্বা মতান্তরোক্তরীত্যা ভক্তিযোগাদিকমেব জয়তীত্যনেন বিবক্ষিতম্, স মে ইত্যত্র ষষ্ঠী তু রাহোঃ শির ইতিবদভেদার্থা। তথাচ মদাত্মকভর্ত্তা ভবিষ্যতীতি সিদ্ধান্তঃ। স মে মদীয়ঃ মৎপ্রিয়ঃ সন্ ভর্ত্তা মৎস্বরূপেশ্বরো ভবিষ্যতীতি বার্থঃ। স্বমতে মহামায়াত্মকত্বস্যৈব কৈবল্যরূপত্বাদিতি প্রাহুঃ।"

(দেবীভাষ্য)

"পুরুষত্বং প্রাপ্তায়াঃ স্বস্যা এব রূপং পাঠান্তরেণ বর্ণয়তি। যো মাং জয়তীতি। সৃষ্টিকৃত্যোপাধিকঃ পরশিবো ভব ইত্যুচ্যতে। তদ্বদাচরিষ্যন্ ভবিষ্যন্ লোকো জনঃ শিব এব। তস্মিন্ তৎসংঘমধ্যে "অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা" ইতি শ্রুত্যাং তেষাং বহুত্বাত্তেষন্যতমো ভর্ত্তাস্তীত্যর্থঃ। সংগ্রামদর্পশব্দৌ গ্রাম্যধর্ম্মকন্দর্পব্যঞ্জকৌ। গ্রামে সম্যক্কৃত্য তদ্ধর্ম্মস্যৈব পৌষ্কল্যাত্মকত্বাৎ। গ্রামশব্দোঽয়ং বহ্বর্থ ইতি মহাভাষ্যাৎ সাংগ্রহণীং নির্বপেদ্ গ্রামকাম ইতি বশীকারার্থে প্রয়োগাৎ তস্য চ পরস্পর সামরস্য এব পর্য্যবসানাৎ। "কন্দর্পো দর্পকোঽনঙ্গঃ" ইতি কোষাৎ। প্রতিবলঃ প্রত্যগাত্মা॥" (গুপ্তবতী)

"যঃ সংগ্রামে মাং জয়তি জেষ্যতি যশ্চ মে মম দর্পং গর্ব্বং ব্যপোহতি নাশয়িষ্যতি যশ্চ লোকে মে মম প্রতিবলস্তুল্যবলঃ স মম ভর্ত্তা স্বামী ভবিষ্যতি। সংগ্রামে জয়াদেব দর্পব্যপোহসম্ভবে পুনরুপাদানং নিরুৎসাহীকরণ সূচনায়। প্রতিবল ইত্যনেন ব্যাজজয়ো নিরস্তঃ যদৃচ্ছাবৃত্তিবাক্যভেদাৎ॥" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

করা যাইতে পারে। সেই কথাটি আর কিছুই নহে, কেবল—"ইহা দেবীর কৌতুক বাক্য।" দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভের দূতের প্রস্তাবের উত্তরে কৌতুক করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—"আমি শৈশবে চিন্তা না করিয়া এই একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছি যে, যিনি যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিবেন তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।" এইরূপ কৌতুককর বাক্য কেবল দেবী চণ্ডিকার মুখ হইতেই নিঃসৃত হয় নাই, রামায়ণের একস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের মুখেও এইরূপ কৌতুক-উক্তি শুনা গিয়াছে (৩৯৯)।

দেবস্তুতির আলোচনা শেষ করিয়া এবং দেবীর প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থোদ্ধার চেষ্টার পরিসমাপ্তি করিয়া, টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের সহিত আমাদিগকে এক্ষণে দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পরবর্ত্তী চিত্রে অঙ্কিত, দেবাসুর যুদ্ধের ভীষণ রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইতেছে। তৎপূর্ব্বে, এই অবসরে, দেবস্তুতির মধ্যে নিহিত টীকাকারগণের অনালোচিত আরও দুই একটি কথার অর্থ বুঝিতে এখানে আমরা চেষ্টা করিতে পারি।

দেবী পরমাপ্রকৃতিকে কখনও ক্রিয়াময়ী মহামাতৃকাদেবী, কখনও বা ক্রীড়াময়ী (লীলাময়ী) মহামাতৃকাদেবী বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন। এ দুইটি বাক্যই তাঁহার প্রতি সমান সসম্মানে প্রযোজ্য হইতে পারে। তাঁহার এই ক্রিয়াময়ী বা ক্রীড়াময়ী মূর্ত্তির তিনটি অবস্থা তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ঘটিত ত্রিবিধ কার্য্যের মধ্যে সদা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, দর্শন প্রভৃতি সমস্তই এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কথাতে পরিপূর্ণ। দেবতাগণকৃত যে দুর্ব্বোধ্য স্তুতির অর্থবোধের চেষ্টা আমরা এইখানে করিতেছি, সেই স্তুতির

---

(৩৯৯) শ্রীরামচন্দ্র বিবাহপ্রার্থিনী শূর্পনখাকে কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মণের বিবাহ হয় নাই, তুমি লক্ষ্মণের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন কর।"

"তান্তু শূর্পনখাং রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্। স্বচ্ছন্দাং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্ব্বমথাব্রবীৎ॥
কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম। তদ্বিধানান্তু নারীনাং সুদুঃখা সসপত্নতা॥
অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণোনাম বীর্য্যবান্॥
অপূর্ব্বোভার্য্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ। অনুরূপশ্চ তে ভর্ত্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি।
এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরং মম॥" (বাল্মীকি রামায়ণ)

মৎস্যপুরাণের একস্থানে দেখা যাইতেছে, এক সময়ে মহেশ্বর হিমালয়রাজকন্যা পার্ব্বতীকে কৌতুক করিয় বলিয়াছিলেন,—"আমি শ্বেতবর্ণ, তুমি কৃষ্ণবর্ণা। শ্বেতচন্দন বৃক্ষে যেমন কৃষ্ণবর্ণ সাপ জড়াইয়া থাকে, তেমনি আমার শ্বেতদেহে তুমি কৃষ্ণবর্ণা হইয়া শোভা পাইতেছ।" মহেশ্বরের এই কৌতুক-উক্তিতে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা হইয়া গৌরীদেহ প্রাপ্তির জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে, কুমারসম্ভব ইতিহাসে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মধ্যে তিন স্থানে তিনটি শ্লোকের ভাবার্থের মধ্যে তাঁহার এই ত্রিবিধ কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি বিচিত্রভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। ৩২৩ সংখ্যক শ্লোকে তাঁহার স্মৃতিরূপের কথার, ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে তাঁহার মাতৃরূপের কথার এবং ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে তাঁহার "চিতি" বা চিন্তারূপের কথার উল্লেখ আছে। স্মৃতিই হইতেছে সৃষ্টির বীজস্বরূপ। প্রলয়ের পূর্ব্বের অবস্থা দেবীর স্মৃতিতে উদয় হইবার পরে, সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁহাতে জন্মিয়াছিল। কাজেই তাঁহার পূর্ব্বকালের স্মৃতিকেই বর্ত্তমান সৃষ্টিক্রিয়া-বৃক্ষের বীজস্বরূপ বলা যাইতে পারে (৪০০)। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলে,

---

(৪০০) দেবী চণ্ডিকার "স্মৃতি"রূপকে কেবল বিশ্বসৃষ্টির মূল-কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না। দেবীর পূর্ব্বকল্পের স্মৃতি হইতে যেমন এই কল্পের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার স্মৃতিরূপাশক্তি বিশ্বব্যাপিয়া কার্য্যকরী থাকাতেই বিশ্বসংসারের স্থিতি এখনও রহিয়াছে এবং জগৎপালনকার্য্য সুচারুরূপে এখনও চলিতেছে। মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যদি সর্ব্বপ্রকারের স্মৃতিকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই মানুষ পশুত্বে নামিয়া পড়িবে বরং হয়ত পশু হইতেও নিম্নে (কারণ পশুপক্ষীতেও স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়) বৃক্ষলতাগুল্মের অবস্থাতে মানুষকে নামিয়া পড়িতে হইবে। স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই মানুষ চিন্তা করিতে পারে এবং কেবল সুপথে চালিত চিন্তার সাহায্যেই মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সুদূর মুক্তিস্থানে যাইয়া পৌছিতে পারে। এজন্য স্মৃতিকে যেমন বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ বলা যায়, তেমনি স্মৃতিকে জীবের জগতে স্থিতি এবং পরমাশক্তিতে লয়ের কারণও বলা যাইতে পারে। ফলতঃ স্মৃতির প্রভাবেই আমাদের উৎপত্তি, স্মৃতির প্রভাবেই আমাদের স্থিতি এবং স্মৃতির অভাবেই আমাদের ইতি, বলিতে বাধা নাই। স্মৃতির প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকার্দ্ধ এই স্থানে স্মরণ পথে আমরা আনয়ন করিতে পারি—"স্মৃতিভ্রংসাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" গীতার এই মহা মূল্যবান উক্তির মধ্যে যে মহান্ সত্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বব্যাপী সত্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা যেমন প্রযুজ্য, বিশাল রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উহা তেমনই প্রযুজ্য। যে কোন মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হইলে সে বুদ্ধিহারা হইয়া যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, রাজ্য-শাসনকর্ত্তার ঐতিহাসিক স্মৃতি বিলুপ্ত হইলে সেইরূপ তাঁহাকেও যাইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হয়। কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরেজ এ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই তাঁহাদের মুখে সময়ে সময়ে এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যশাসন-ব্যাপারে আমেরিকা হইতে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা এ সময়ে বিস্মৃত হইলে সমূহ অনিষ্টসংঘটনের সম্ভাবনা। এ সময়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণের পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া ইঁহারা ভাল কিম্বা মন্দ কার্য্য করিতেছেন, ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ ইতিহাসই কেবল এ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে সমর্থ। ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি হারাইয়া বর্ত্তমান সময়ের ফরাসী ও জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশের অবস্থা এখন যেমন হইতেছে, জাপানের প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যাইতেছে যে সে দেশের রাজ্য-রক্ষক সামরিয়াদিগের দেশের পুরাতত্ত্বে স্মৃতির দৃষ্টি ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকায় জাপানে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পের স্মৃতিকে তাঁহার নিজের মনে আনয়ন করিয়া বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যে যে ব্রতী হইয়াছিলেন—ইহা ৩৭৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা-টীকাতে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-কল্পের স্মৃতির সূত্র হারাইলে ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এই দৃষ্টিতে, সৃষ্টিকার্য্যের মূলে দেবীর স্মৃতিরূপা শক্তিকেই সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিতে হইবে। সংসারের স্থিতি বা পালন কার্য্যে দেবীর বিশ্বব্যাপী মাতৃভাবটি ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এবং তাঁহার ঐ মাতৃভাবেরই অনুরূপ বিকাশ তাঁহার লক্ষ্মীরূপের কথাতে ৩২৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোকার্থব্যাখ্যার প্রতি একটু নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করিলে, জগন্মাতা কি ভাবে যে জগৎ-সংসার পালন করিতেছেন, তাহা বুঝিবার পথ, পথভ্রষ্ট বালকের পক্ষেও খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর হইবে না। ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত দেবীর "চিতি"রূপ মধ্যে দেবীর লয়ক্রিয়াঘটিত নিগূঢ়তত্ত্ব কি ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে চাহিলে অনেকগুলি দার্শনিক কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে; এ জন্য ঐ দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত একটি মাত্র উক্তিকে আশ্রয় করিয়া "লয়" এবং "চিন্তা" শব্দের মধ্যে যে কিরূপ সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে তাহাই দেখাইতে এখানে আমরা চেষ্টা করিব। গীতার অষ্টম

তৎপরে নূতন হাতামোতোছ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া জাপানে কি ভাবে নূতন সামাজিক সমস্যা আনয়ন করিয়াছে, জাপানের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এদেশের লোকেরও পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন স্মৃতি নষ্ট হইবার পর হইতে আমরা কিরূপ নিম্নগামী স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, স্রোতে প্রবাহিত তৃণের ন্যায় তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। তাহা বুঝিতে না পারিলেও পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে পৃথিবীর তৎকালের অন্যান্য সজীব জাতি সকলের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির বিলোপই যে ভারতবাসীর অধঃপতনের ও রাজনৈতিক মরণের প্রধান কারণ হইয়াছিল তাহা হয়তঃ একদিন দেখাইয়া দিবে। এইস্থানে এই প্রসঙ্গে আর একটি মর্ম্মান্তিক দুঃখেরকথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের প্রাচীন স্মৃতি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের দৃষ্টিশক্তিও ইতিমধ্যে এতদূর শোচনীয় অবস্থাতে আসিয়া নামিয়া পড়িতেছে যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই প্রায় সকল বিষয়ে বিষম দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই এদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সমস্তই নিরতিশয় কালিমাখা কুৎসিৎরূপে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ মাতৃরূপা কালী প্রতিমা দর্শন করিয়া তাহাতেও অশ্লীলতার বিভীষিকা দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গীতার উক্তিমূলে এই সকল ক্ষেত্রে "স্মৃতিভ্রংশ" ও তৎপরবর্ত্তী "বুদ্ধিনাশ" অবস্থার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া এখন কেবল "সমূলে বিনাশপ্রাপ্তি" মাত্র কার্য্যে পরিণত হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে।

অধ্যায়ে ৬ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, মানুষ যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, পরে সেইরূপ ভাবই অর্থাৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

বিশ্বের মহাপ্রলয় সময় উপস্থিত হইলে যেমন সমস্ত বিশ্ব পরমাপ্রকৃতিতে যাইয়া লয়-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র প্রলয়কালে অর্থাৎ যখন দেহের প্রলয় বা মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহার চিত্ত যেরূপ চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া থাকে মৃত্যুর পরে সেই অবস্থাতেই সে যাইয়া উপস্থিত হয়। যিনি দেবী পরমাপ্রকৃতির মহান্ ভাবকে চিন্তা করিতে অভ্যস্থ থাকেন, তাঁহার জীবাত্মা তাঁহার দেহত্যাগকালে পরমাপ্রকৃতির উচ্চভাবে ভাবান্বিত হইয়া পরমাপ্রকৃতিতে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। মহাপ্রলয়সময় উপস্থিত হইবার বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বেও এই ভাবে যে কোন মানুষের আত্মা পরমাপ্রকৃতিতে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইতে পারে। দার্শনিকের ভাষাতে ইহাকেই "সাযুজ্য মুক্তি" বলা হয় (৪০১)। এই দৃষ্টিতে জীবের

---

(৪০১) "মুক্তি" অর্থে নৈয়ায়িক দার্শনিকেরা বলেন,—"আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিঃ।"

বৈদান্তিক দার্শনিকেরা বলেন,—"নিত্যসুখাব্যাপ্তি।"

টীকাকার শ্রীধরস্বামী কর্তৃক ভগবানের উক্তি অবলম্বন করিয়া পাঁচ প্রকার মুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—(১) সালোক্যং ময়াসহ একস্মিন্ লোকে বাসম্। (২) সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যম্। (৩) সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বম্। (৪) সারূপ্যং সমানরূপতাম্। (৫) একত্বং সাযুজ্যম্। (একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ)।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের মুক্তিসম্বন্ধীয় সমুদ্র সমান আলোচনার মধ্য হইতে এক অঞ্জলি এখানে তুলিয়া দিতে ক্ষতি নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম মতে ৪৬ প্রকার মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

"Clearly, then, the principal lines of Buddhist moral teaching all converge to one focus—to the perfected Arhat or rather to a still brighter point of light in the perfect Buddha waiting for his reward—the nectar of the eternal state of complete Nirvana.

And this compels us to attempt some explanation of Nirvana. In the first place forty-six synonyms of it are given in the Abhidhanappadipika, e.g. Mokkha or Mutti, 'deliverance,' 'Nirodha,' 'Cessation,' Tanhakkhaya (trishna-kshaya), 'destruction of lust,' 'Arupa,' Khema, Kevala, Apavagga, 'emancipation,' Nibbuti (nirvriti), 'quietude,' Amata (Amrita), 'deathless nectar." (BUDDHISM by Sir Monier Williams)

অন্তঃকরণের সুচিন্তাকেই জীবের লয়ের বা মুক্তির পথনির্দ্দেশক বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর একটি কথা এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য হইবে। চিন্তামাত্রেরই এমন শক্তি নাই যে, জীবের আত্মাকে পরমাপ্রকৃতিতে লয় করিতে পারে। চিন্তার স্তরভেদ আছে। নিজের দেহগত সুখ-সম্পদ্ অর্জ্জনের চিন্তাতে কিম্বা বৈরনির্য্যাতনচিন্তাতে অর্থাৎ নিম্নস্তরের চিন্তাতে চিত্তকে সদা নিযুক্ত করিয়া রাখিলে, ঐরূপ চিন্তার অনুকূল বস্তুসকল পাইবার সুবিধা ঘটিয়া থাকে। উচ্চমুখী মধ্যস্তরের চিন্তাতে চিত্তকে স্থাপন করিতে পারিলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সম্পদ্ প্রাপ্তি ঘটে। দশের বা দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে ঐ চিন্তাকে নিয়োজিত করিতে পারিলে সে চিন্তা কখনই নিষ্ফলা হয় না। মধ্যস্তরের এইরূপ চিন্তাদ্বারা মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি-প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতেও উচ্চভাবের চিন্তা আছে। নিষ্কাম চিন্তাকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর চিন্তা বলা হইয়াছে। এইরূপ কামনাশূন্য চিন্তাকে চিত্তে ধারণা করিয়া তদ্দ্বারা দেবী পরমাপ্রকৃতিকে ধ্যান করিতে পারিলে, তবেই দেবী পরমাপ্রকৃতিতে জীবের লয়প্রাপ্ত হইবার পথ পরিষ্কৃত এবং প্রসারিত হইতে পারে। ইহাই জীবের মুক্তির পথ। এজন্য এখানে সুচিন্তাকেই লয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতেছে। ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর যে "চিতি" রূপের কথা কথিত হইয়াছে, সেই চিতিরূপে তিনি জীবচিত্তে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া, যে মুক্তি পাইবার যোগ্য তাহার মুক্তির বা লয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য-গ্রন্থে এই ত্রিবিধ চিন্তা-ধারার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য-গ্রন্থ পাঠের প্রারম্ভে অর্গলাস্তুতিতে যে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি" ইত্যাদি প্রার্থনা-মূলক চিন্তাধারা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সাধারণ জনগণের জন্য নির্দ্দেশিত বলা যাইতে পারে। সুরথ রাজা তাঁহার শত্রুগণ কর্ত্তৃক ছলে, বলে, কৌশলে অপহৃত সাম্রাজ্য-উদ্ধারের জন্য এবং প্রজাপীড়নকারী ঘোরতর অত্যাচারীদের পীড়ন হইতে রাজ্যের প্রজাকুলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিন বৎসর ব্যাপিয়া যে অসাধরণ চিন্তা এবং দেবী চণ্ডিকার ধ্যান-ধারণা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহাকেই মধ্যস্তরের চিন্তার সংজ্ঞা মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর সমাধি নামক বৈশ্য নিজের বৈষয়িক উন্নতি কিম্বা কোনরূপ সুখ-সম্পদ্ প্রাপ্তির কামনা না করিয়া, কেবল নিজের জীবত্মার মুক্তিলাভের জন্য তিন বৎসর কাল নির্জ্জন নদীপুলিনে বসিয়া যে চিন্তাতে নিযুক্ত ছিলেন সেইরূপ সাত্ত্বিক চিন্তাকেই সর্ব্বোচ্চ চিন্তাস্তর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে কথিত চিন্তাকে নিম্নস্তরের চিন্তা বলা হইল, একথা কেবল আমরাই যে এখানে বলিতেছি

তাহা নহে, পুরাকালের ঋষিগণ এবং বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল পাশ্চত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন (৪০২)। মধ্যস্তরের চিন্তাকে আমরা অসম্মানের স্থান দিতে পারি না। তাহার কারণ—বেদে, পুরাণে, স্মৃতিতে, তন্ত্রে হিন্দুর সর্ব্ববিদ্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে এইরূপ চিন্তা দ্বারা নিজের এবং দশের ও দেশের মঙ্গলসাধন করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-হোম হইতে তান্ত্রিক পূজার্চ্চনার মূলে এই সাধনা-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; এ অবস্থায় ইহা প্রমাণের জন্য অন্য শাস্ত্রীয় বচন এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তৃতীয় স্তরের চিন্তা অর্থাৎ মুক্তিপথপ্রদর্শক নিষ্কাম চিন্তার মাহাত্ম্য গান করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "গীতা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদান্তদর্শনাদি প্রাচীন গ্রন্থসকল এবং উপনিষৎ সমূহ নিষ্কামচিন্তা-মূলক সাধনারই সম্পূর্ণ সমর্থক। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ তাঁহার উপদেশ উক্তিতে সকলকেই বেদোক্ত ভক্তি এবং কর্ম্মকাণ্ডের সকাম উপাসনার পথ উপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন এবং একমাত্র এইরূপ নিষ্কাম চিন্তাকেই আশ্রয় করিয়া চলিতে পারিলে সকল জীবের জন্যই নির্ব্বাণ বা লয়প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত পথ যে উন্মুক্ত রহিয়াছে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদে ও পুরাণে অধিকারীভেদে এই পথ অনুসরণের বা পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে অধিকারী-অনধিকারী ভেদাভেদ বিচার না করিয়া সকলের জন্যই এই নির্ব্বাণ-মুক্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই "নির্ব্বাণ" বা "লয়" কিরূপ বস্তু তাহা বুঝাইবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের "চিন্তা" শব্দের অর্থনির্ণয়-ব্যাপারেও মত-ভেদ আছে। এস্থলে একটি চিন্তার বিষয়,—বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য কাহাকে চিন্তা কিম্বা কি চিন্তা করিতে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন? ব্রহ্ম চিন্তা নহে;

---

(৪০২) "Men have heretofore conceived of the Supreme Power of the world as a personal being like themselves; and they have had so slight a notion of the order of nature and the fixity of nature's laws that they have thought they might pray to him and ask him to do for them what they could not do for themselves."

(ETHICAL RELIGION By W. M. Salter)

"মূঢ় গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের শ্রীধরস্বামী এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ় গ্রাহেণাঽবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে, পরস্যোৎসাদনার্থং বাঽন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতম্ কথিতম্॥"

কারণ তিনি আদৌ পরমব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত হয়। আত্ম-চিন্তাও নহে; কারণ তিনি জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কোনও একটা কিছুকে ধরিয়া চিন্তা না করিলে কোন চিন্তা করা যায় না। অথচ বুদ্ধদেব চক্ষু মুদিয়া তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল যে ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা নানাদেশে রক্ষিত প্রস্তরনির্ম্মিত লক্ষ লক্ষ চক্ষুমুদিত "ধ্যানিবুদ্ধ" মূর্ত্তি সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। বুদ্ধদেব কাহাকে ধ্যান করিতেন? তিনি দেবদেবীর অস্তিত্ব মানিতেন; "বুদ্ধকারিতা" গ্রন্থেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চীন বা জাপানী ভাষাতে রচিত বহুতর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই, এজন্য দুই চারিখানি প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা এদেশে এক্ষণে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য লইয়াই বুদ্ধদেবের ধ্যানের বস্তু কি ছিল তাহার অনুসন্ধান আমাদিগকে করিতে হইবে। এইরূপ একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের নাম—"প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র।" এই গ্রন্থের একটি শ্লোকে দেখা যাইতেছে—

"যদ্বুদ্ধা লোকগুরবঃ পুত্রাস্তব কৃপালবঃ। তেন ত্বমপি কল্যাণি সর্ব্বসত্ত্বপিতামহী॥"

এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—সর্ব্বলোকহিতৈষী, সর্ব্বলোকের গুরু যে বুদ্ধ আপনি তাঁহার মাতা, এইজন্য আপনি সর্ব্বলোকের কল্যাণকারিণী এবং পিতামহী। ঐ বৌদ্ধ-সূত্রগ্রন্থের আর একটি শ্লোক এই—

"বুদ্ধৈঃ প্রত্যেকবুদ্ধৈশ্চ শ্রাবকৈশ্চ নিষেবিতা। মার্গস্ত্বমেকো মোক্ষস্য নাস্ত্যন্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই—বুদ্ধ, পরবর্ত্তী প্রত্যেক বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণ আপনার সেবা করেন। আপনিই একমাত্র মোক্ষের পথ। আপনি ভিন্ন মোক্ষের আর অন্য পথ নাই—ইহা সুনিশ্চিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য মহা-মাতৃকাদেবীকেই ধ্যান করিতেন (৪০৩)।

---

(৪০৩) বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে "মায়া" এবং "মহামায়া" শব্দ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি শব্দের বিষয় ব্যাখ্যা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইতিহাস লেখকগণ বড়ই গোল করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের মাতারই একটি নাম "মায়া" ছিল, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখা যায় বুদ্ধদেবের পিতার নাম ছিল রাজা শুদ্ধোধন। মাতার নাম রাণী মায়াদেবী লিখিত থাকিলে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিবার স্থান থাকিত না। তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধ গ্রন্থে মহামায়া শব্দ ব্যবহার দেখিলে, এই মহামায়া শব্দ রাণী মায়াদেবীর পরিবর্ত্তে কেন এবং কোন সময় হইতে ব্যবহার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখানে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—চণ্ডীব্যাখ্যামধ্যে বেদনিন্দুক দেবদ্বেষী বুদ্ধ-

হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান-ইচ্ছা স্বভাবতঃই মনে জাগ্রত হয়। ইহার সদুত্তর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব তাঁহার গর্ভধারিণী মহামায়ার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে একথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু "প্রজ্ঞাপারমিতা" বৌদ্ধগ্রন্থ এরূপ সন্দেহজনক সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে স্থানদান করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। "শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" হইতে নিম্নে যে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে—এই মহামাতাকে সর্ব্বতথাগত-জননী, বোধিসত্ত্বদের জননী, প্রত্যেক জিন ও শ্রাবকের জননী এবং দেব-মানুষ-অসুর-গন্ধর্ব্বগণের পূজিতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বসুখবিধায়িনী এবং ধর্ম্মমুদ্রা ও ধর্ম্মনেত্রবিশিষ্টা ইত্যাদি বলিয়াও বর্ণিতা হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের গর্ভধারিণী মানবী মাতা মায়াদেবী সম্বন্ধে এই সকল উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। "শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" হইতে উদ্ধৃত উক্তি এই—

"সর্ব্বতথাগতজননী বোধিসত্ত্ব-প্রত্যেক জিনশ্রাবকাণাং মাতা ধর্ম্মমুদ্রা ধর্ম্মোল্কা ধর্ম্মনাভির্ধর্ম্মভেরী ধর্ম্মনেত্রী ধর্ম্মরত্ননিধানমক্ষয়োধর্ম্মচিন্তাদ্ভুতদর্শন নক্ষত্রমালা স দেবমানুষাসুরগন্ধর্ব্বলোকবন্দিতা সর্ব্বসুখহেতুরিতি।"

অন্যদিকে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে দেখা যাইতেছে—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা, নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিল দেবমহর্ষি পূজ্যাং, ভক্ত্যানতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥"

চণ্ডিমাহাত্ম্যের আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

"কিং বর্ণয়াম তবরূপমচিন্ত্যমেতৎ, কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি, সর্ব্বেষু দেব্যসুর দেবগণাদিকেষু॥"

দেবী মহামায়া যে মানুষকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তিনিই যে বন্ধন খুলিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন, তাহাও চণ্ডিমাহাত্ম্য গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। যথা—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতু ভূতা সনাতনী। সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"

এই দৃষ্টিতে হিন্দুর উপাস্যা পরমা শক্তির এবং বৌদ্ধদের উপাস্যা মুক্তিদায়িনী প্রজ্ঞা শক্তির কার্য্যের ও নামের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, বৌদ্ধগ্রন্থ "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে" বর্ণিতা প্রজ্ঞা দেবীকে, চণ্ডীমাহাত্ম্যে বর্ণিতা মহামায়ার সহিত অভিন্না জ্ঞান করিতে কোনই বাধা নাই।

পালি এবং সংস্কৃত ভাষার বহুতর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়া সার মনিয়র উইলিয়মস্ নিশ্চয় করিয়াছেন,—বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সমস্ত দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। যথা—

"As to the gods, bear in mind that Buddhism recognized most of the deities of Hinduism." (BUDDHISM By Sir Monier Williams)

বৌদ্ধধর্ম্মের "নির্ব্বাণমুক্তি" সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত রবার্ট আরনেষ্ট হিউম তাঁহার কৃত THE WORLD'S LIVING RELIGIONS গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবের ধ্যানের বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা কি ছিল ? এ কথার উত্তর এই,—

"Nirvana: The technical term in Buddhism which has become most familiar in English is probably the word Nirvan. This is represented as "the highest happiness." But scholars disagree on the question whether Nirvana involves complete annihilation. An utter extinction of personality and consciousness would seem to be implied by the fundamental principles of Buddhism and also by explicit statements of Buddha, such as ;

"Those whose minds are disgusted with a future existence, the wise who have destroyed the seeds of existence, and whose desires do not increase, go out like this lamp."

এখানে প্রদীপ-নির্ব্বাণের সহিত মানুষের নির্ব্বাণ-মুক্তির তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু অন্য স্থানে, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, এমন কথাও আছে।

নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, বুদ্ধদেবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পরে তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। এ অবস্থাতে মাতার মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণে রাখা কিম্বা সেই মূর্ত্তির ধ্যান করা বুদ্ধদেবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ব্রহ্মা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন—এই বর্ণনাদ্বারা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয়া মাতা মহাপ্রজাপতিদ্বারা তিনি লালিত পালিত হইয়াছেন—এ উক্তিটিও এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"He was born under a Sal tree and the god Brahma received him from his mother's side. His mother, Māyā, died seven days afterwards, and the infant was committed to her sister Mahaprajapati, a second wife of Suddhodana."

(BUDDISM By Sir Monier Williams)

বুদ্ধদেব "নির্ব্বাণ" প্রাপ্ত হইয়াও অনেক কাল জীবিত ছিলেন, ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের ভাষাতে, তাঁহার "পরিনির্ব্বাণ" অবস্থাপ্রাপ্তি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব্বে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে—যাহা আসিবে তাহা যাইবে। অর্থাৎ যাহার সৃষ্টি আছে, তাহারই লয় বা ধ্বংস আছে।

"Behold now, O monks, I exhort you. Everything that cometh into being passeth away ; work out your own perfection with diligence."

(BUDDHISM By Sir Monier Williams)

এই উপদেশ প্রদান করিয়া জীবন্মুক্ত বুদ্ধদেব "পরিনির্ব্বাণ" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার বর্ণনা এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে—

"Not long after his last utterances the Buddha who had before through intense meditation attained Nirvana or extinction of the fire of desires, passed through the four

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বুদ্ধদেব বেদনিন্দুক ছিলেন না, দেবদ্বেষীও ছিলেন না (৪০৪)। ভাবে-ভঙ্গিতে, আকারে-ইঙ্গিতে, লতা-পাতাতে মহামাতৃকাদেবীর পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকেন বলিয়া কত বন্য বর্ব্বরজাতির নাম

---

stages of meditation till the moment came for his Pari-nirvana whereby the fire of life also was extinguished."
(BUDDHISM, By Sir Monier Williams)

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, পুরাকালের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ জীবন্মুক্তি হইতে পরামুক্তির অবস্থাকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গ্রহণ করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও দেখা যাইতেছে, শক্তিসাধক মহামাতৃকাদেবীতে চিত্ত সংযুক্ত বা লয় করিয়া, বুদ্ধদেবের ন্যায়, দেহ ধারণ করিয়াও জীবন্মুক্ত অবস্থাতে উপনীত হইতে পারেন।

(৪০৪) সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থকার হিউয়েন সিয়াঙ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে "সি-উ-কি" নামক যে ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অধ্যাপক স্যামুয়েল বিল কৃত তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে তাহা দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, দেবরাজ ইন্দ্র এক সময়ে মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে তাঁহার গন্তব্য পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। যথা—

"Then Lord Sakra (Ti-shih), king of Dêvas, changing his appearance into that of a Manava (Ma-na-p'o) youth, with a crown upon his head and his hair bound up, in his left hand holding a golden pitcher and in his right a precious staff, he walked above the earth four fingers high, leading Buddha along the road in front, in the midst of the vast assembly."

ঐ গ্রন্থের আর একস্থানে প্রদত্ত বুদ্ধদেবের জন্মের বিবরণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এক দেবর্ষি স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদনের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজাদ্বারা তাঁহার তথাতে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে স্বর্গাগত ঐ ঋষি বুদ্ধদেবের মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব সংক্রান্ত অনেকগুলি জানিবার যোগ্য কথা বলিয়াছিলেন। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"At this time the Rishi Asita, coming from afar, stood before the door, and requested to see the king. The king overjoyed, went forth to meet and reverence him, and requested him to be seated on a precious chair; then addressing him he said, "It is not without an object that the Great Rishi has condescended to visit me this day." The Rishi said, "I was quietly resting (or, observing the summer rest) in the palace of the Devas, when I suddenly saw the multitude of the Devas dancing together for joy. I forthwith asked why they rejoiced in this extravagant way, on which they said, 'Great Rishi, you should know that to-day is born in Jambudwipa, of Maya, the first queen of Suddhodana-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬০

এবং তাহাদের মাতৃপূজাপদ্ধতির বিবরণ এই আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেব সেই মহামাতৃকাদেবীরই উপাসক ছিলেন (৪০৫)। কেবল মানসিক ধ্যানদ্বারা তিনি মহামাতৃকা

---

raja of Sakya line, a royal son, who shall attain the complete enlightenment of *sambodhi*, and become all-wise.' Hearing this, I have come accordingly to behold the child."

বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র স্বর্গের দেবতাগণ মহা আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন—"সুওনিপাত" বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেও এই কথাটি উক্ত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ-বারি দ্বারা বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধদেবের জন্মের পরে তাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন ('কো-সো হিং-ষ্টানৃকিং' নামক বুদ্ধদেবের জীবনচরিতসম্বন্ধীয় চীনগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধদেব যে স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে মানবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনা বৌদ্ধগ্রন্থ "ধম্মপদ" মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনে বুদ্ধদেব "মার" বা কামদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনাও ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। "বিনয়" নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,—এক সময়ে স্বর্গলোক হইতে সমাগত ব্রহ্মা বুদ্ধদেবকে মর্ত্ত্যলোকের জীবের উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে অনুরোধ করায় বুদ্ধদেব ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয়, পালি ভাষাতে এবং চীন ও তিব্বতীয় ভাষাতে লিখিত, অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অনেক সময় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বুদ্ধদেবের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে দেবতাগণ ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই সকল অবস্থা আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবকে দেবদ্বেষী বলা যাইতে পারে না। তিনি বেদদ্বেষীও ছিলেন না। বুদ্ধদেব যে উপনিষদ্‌কথিত জ্ঞানমার্গের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪০৫) বুদ্ধদেবকে মহামাতৃকাদেবীর উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করা অপেক্ষা তাঁহাকে মহামাতৃকাদেবীর ধ্যানে রত সাধক বলিয়া বর্ণনা করাই সঙ্গত। কারণ, কোনওরূপ কামনা বা প্রার্থনার সহিত উপাসনাকার্য্য সংযুক্ত থাকে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কামনা-প্রার্থনা ভিন্নও ধ্যান হইতে পারে। পুরাকালে ঋষিগণ বেদমাতা গায়ত্রীর ধ্যান করিতেন। সেইরূপ ধ্যানী বুদ্ধদেব, নামে "বেদমাতা" কিম্বা "গায়ত্রীমাতা" শব্দ ব্যবহার না করিয়াও কার্য্যতঃ পুরাকালের যোগী-ঋষিগণের ন্যায় যে বেদমাতার নামান্তর মহামাতার ধ্যান করিতেন ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বানুসন্ধানকারী কোনও কোনও পাশ্চাত্য গ্রন্থকার অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ম্যাডাম্ ব্ল্যাভেস্কির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি তাঁহার কৃত ISIS UNVEILED গ্রন্থের এক স্থানে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধদেবের সাধনাক্রম ঋষিগণের সাধনাক্রমের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল সপ্রমাণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"When we use the term *Buddhists*, we donot mean to imply by it either the exoteric Buddhism instituted by the followers of Goutama Buddha, nor the modern Buddistic religion, but the secret philosophy of Sykyamuni, which in its essence is certainly identical with the ancient wisdom-religion of the sanctuary, the pre-Vedic Brahmanism."

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এদেশের জনসাধারণের যে কতই ভ্রমধারণা রহিয়াছে তাহা পরবর্ত্তী ৪০৬ সংখ্যক টীকাতে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। সুতরাং অতি উচ্চভাবের পরমাপ্রকৃতিদেবীর একজন প্রধান সাধক ও উপাসক বুদ্ধদেবের নাম এখানে উল্লেখ করাতে কোনরূপ দোষের কারণ হইতে পারে না (৪০৬)। দেবী মহামায়ার ভক্ত ছিলেন বলিয়া মহিষাসুর তাঁহার চরণতলে স্থানপ্রাপ্ত

---

(৪০৬) বৌদ্ধমত সম্বন্ধে একটি গুরুতর ভ্রমাত্মক ধারণা অনেকে দীর্ঘকালযাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। য়ুরোপের আধুনিক ইতিহাসলেখকগণকে এই ভ্রমধারণার জন্মদাতা না বলিলেও, তাঁহারা যে ইহার পালকপিতা, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। ইঁহারাই বহুকাল হইতে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ মধ্যে, ইচ্ছা করিয়াই হউক্ বা অজ্ঞতা হেতুতেই হউক্, "হিন্দুধর্ম্ম" আর "বৌদ্ধধর্ম্ম" বলিয়া দুইটি পৃথক নামের ব্যবহার করিয়া এই গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। স্কুল-কালেজপাঠ্য পুস্তক মধ্যে এইরূপ ভ্রম-উক্তিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই গোলযোগটিকে আরও পরিপুষ্ট এবং দেশময় পরিব্যাপ্ত করিয়া উঠান হইয়াছে। নানা কারণে অনেকে চীন, তিব্বত এবং জাপান বাসিগণকে হিন্দু আখ্যা দিতে চাহেন না। বস্তুতঃ, যে বৌদ্ধমত শাক্যসিংহ তাঁহার জীবন-কালে প্রথমে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনও কোনও অংশ সাধারণ দৃষ্টিতে বেদোক্তির কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও, মোটের উপরে তাঁহার নির্দ্দেশিত প্রজ্ঞানসাধনার পথকে মহর্ষি কপিল কণাদ প্রভৃতির প্রদর্শিত পথের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের সীমার বাহিরে স্থিত একটা নূতন ধর্ম্মমত বলিয়া কিছুতেই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। অশোকের রাজ্যশাসনকালের পরে, ভারতের প্রবলপ্রতাপশালী বৈষ্ণবরাজগণের অভ্যুদয় সময়ে; বর্ত্তমান সময়ের "সিডিসন" পুস্তকের ন্যায় বৌদ্ধমতের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল, এমন কি বৌদ্ধদর্শনখানি পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক কারণে রাজার আদেশে নষ্ট করা হইয়া থাকিবে। নতুবা চীন, তিব্বত প্রভৃতি সুদূর দেশে যে সকল বৌদ্ধমতের সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহা অপ্রাপ্য হইবে কেন? অধুনা ম্যাক্স্ মুলার, রয়েস্ ডেবিড্স্, স্যামুয়েল বিল, জেকোবী, লেগ্‌গী, ওল্‌ডেনবার্গ প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রবীণ পণ্ডিতগণ চীন, জাপান এবং তিব্বত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ বহু অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জার্ম্মেণী, ফরাসী, ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় তাহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সেই সকল গ্রন্থ দেখিয়া বৌদ্ধমত সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আমাদের এক্ষণে জানিবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে এক্ষণে জানিতে পারা যাইতেছে,—

(১) প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে, পুরাণবর্ণিত দেবদেবীর উল্লেখ আছে।

(২) প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্বর্গ-নরকের অনেক কথা আছে।

(৩) মহাভারতে কথিত যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমনের ন্যায় বুদ্ধদেব স্বয়ং স্বর্গে যাইয়া তাঁহার মাতা বলিয়া বর্ণিতা মহামায়া দেবীর নিকটে তিন মাস কাল অবস্থান করিয়া বৌদ্ধমত প্রচারের জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনাও বৌদ্ধগ্রন্থে আছে।

(৪) তীর্থাদি পবিত্রস্থানের উল্লেখ বৌদ্ধগ্রন্থে আছে। কাশী, গয়া, গঙ্গা প্রভৃতিকে বৌদ্ধগণ পুরাকাল হইতে তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছেন।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়াছেন; সেইজন্যই অদ্যাপি মহিষাসুর, দুর্গা পূজার সময়ে, হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন; আর সাধকাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী জগজ্জননী দেবী মহামায়াকে

---

(৫) পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ ও জন্মান্তরগ্রহণ দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি এবং পিতৃলোকে স্থিতির কথা বৌদ্ধ-গ্রন্থে থাকায়, তাহার ফলে চীন, জাপান এবং তিব্বতের অধিবাসিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য নিয়ত শ্রাদ্ধ-তর্পণের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। চীন-জাপানের অধিবাসিগণ এবং ভারতবাসিগণের ভিতরে ভিন্ন, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণের এত প্রচার দেখা যায় না।

বৌদ্ধমত সম্বন্ধে এই সকল নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইউরোপের পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, হিন্দু ও বৌদ্ধগণেরমধ্যে ধর্ম্মাচরণঘটিত পার্থক্য বিশেষ কিছুই লক্ষিত হয় না। কেহ কেহ বলিতেছেন, বৌদ্ধমতকে আদৌ কোন একটা ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ উহা শাক্যসিংহের প্রবর্ত্তিত কতকগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং উপদেশ-বাক্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কৃতভাষাবিৎ সার মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"Buddhism, at least in its earliest and truest form, is no religion at all, but a mere system of morality and philosophy founded on a pessimistic theory of life."

আর এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মেনজিস্ তাঁহার কৃত HISTORY OF RELIGION গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Though for historical purposes we may class it as a religion.........it comes short of the notion of a religion, and is not properly entitled to that name."

শাক্যসিংহের প্রবর্ত্তিত যে মতকে বৌদ্ধধর্ম্মমত বলা হয়, বাহিরে হিন্দুধর্ম্ম হইতে শাখার পাতার বর্ণে কিছু বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও, মূলে এবং ভিতরে উহা একেবারেই যে অভিন্ন এমন কথাও অনেক ইংরাজ ও জর্ম্মান পণ্ডিতগণ এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সার মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Certainly Buddhism continues to be little understood by the great majority of educated persons. Nor can any misunderstanding on such a subject be matter of surprise, when writers of high character colour their discription of it from an examination of one part of the system only without due regard to its other phases. * * *"

ঐ গ্রন্থের অন্য একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"Yet some of its root ideas were after all mere modifications of the Sankhya, Yoga and Vedanta systems of philosophy."

ইহার কিছু পরে, গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন,—

"Moreover the Buddha's method of clothing old truths in a new dress * * * had in it something very attractive to all Indian minds. * * * The Buddha,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হৃদয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহারই কৃপাতে মুনিজনবাঞ্ছিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াও কি তাঁহার নামটিকে চণ্ডীব্যাখ্যার এক কোনে একটু স্থান পাইবার যোগ্য করিতে পারেন নাই?

---

like all Indians, was by nature a metaphysician. He had great sympathy with the philosophy of Upanishads."

ম্যাক্স্ মূলার তাঁহার কৃত বহু গবেষণাপূর্ণ NATURAL RELIGION গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"How often have I been asked, do you call Buddha's religion a religion."

বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত মত বা চিন্তাপদ্ধতিকে আদৌ "ধর্ম্ম" শব্দের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে বহু আলেচেনা করিয়া ঐ গ্রন্থের একস্থানে তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

"If religion is defined as a modus cognoscendi et colendi Deum, even Buddhism would not be a religion."

ইহার পরে আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"If you tried, for instance, to bring Buddhism within the compass of any of the definitions hitherto examined, you would find it impossible to do so, and yet, as you know the largest number of human beings have trusted to Buddha's teaching as their only means of salvation,"

উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত ম্যাক্স্ মূলার, বুদ্ধদেবের উপদেশকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন ইহা দেখিয়াও বুদ্ধদেবের সেই উপদেশ-বাক্যসকলকে ধর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্ভূত করিতে না পারিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছেন; কিন্তু চীনদেশের অধিবাসিগণ নিজেরাই চীন ভাষাতে বৌদ্ধমতকে বৌদ্ধধর্ম্ম না বলিয়া বুদ্ধদেবপ্রবর্ত্তিত আইন বা বিধান বলিয়া আখ্যা দেওয়ায় পণ্ডিতপ্রবর নিরুপায় হইয়া তাঁহার ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"To Buddhism the character Fa is commonly given, meaning 'Law.' Fo Fa, 'the law of Buddha,' is Buddhism."

তৎপরে পণ্ডিত ম্যাক্স্ মূলার তাঁহার ঐ গ্রন্থের অন্য একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দুর বেদান্তশাস্ত্রই বৌদ্ধমত বা বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের জীবনীশক্তির মূল উৎস।

"Historically this Vedanta Philosophy supplied the life-spring of the Buddhist religion in its philosophical aspect."

পণ্ডিত ম্যাক্স্ মূলার তাঁহার এই গ্রন্থে চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পূর্ব্বপুরুষগণের উপাসনাই হইতেছে চীনদেশের ধর্ম্মের এবং গবর্ণমেণ্টের মূলভিত্তিস্বরূপ।

"A belief in ancestral spirits, therefore, may easily become the foundation of a system of morality, or, at all events, of Law. With the Chinese, Filial Piety or reverence

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নির্ব্বাণ বা লয় তত্ত্বের কথা বুদ্ধদেবের উপদেশসংগ্রহ পালিভাষার প্রাচীনগ্রন্থ "ধম্মপাদে" এবং "সুত্তনিপাতে" যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন স্থানে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

for parents and ancestors has been recognised from the earliest times as the root of all religion and government. The Hsiao King or 'Classic of Filial Piety' is one of their most sacred books."

প্রাচীনগ্রন্থে লিখিত বর্ণনা হইতে বুদ্ধদেব-ঘটিত যে সকল নূতন তত্ত্ব এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহার সমর্থক-চীন ও তিব্বতের প্রাচীনমন্দিরগাত্রে, প্রস্তরে খোদিত ইতিহাসে এবং মন্দিরমধ্যে রক্ষিত অতি পুরাতন মূর্ত্তি সকল হইতেও অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ফটোগ্রাফযন্ত্র এই সকল দূরের বস্তুর প্রতিরূপ এক্ষণে আমাদের চক্ষুর সমীপবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে। তিব্বতের সেরা নামক স্থানের প্রাচীন দেবমন্দিরে বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বুদ্ধদেব অসুরকে কোন এক সময়ে পরাজিত ও ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ঐ মূর্ত্তির সহিত সংলগ্ন একপার্শ্বের এক মূর্ত্তিতে ষড়্ভুজ ভৈরব এবং অন্য পার্শ্বের মূর্ত্তিতে কালিকাদেবীর ভীষণভাববিকাশক রূপ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে,—

"At Sera (P. 442) he saw images of the Buddha in his character of 'demon vanquisher,' along with Maitreya, Avalokitesvara, the six-armed Bhairaba, the goddess Kali, Dolkar Vajra-Varahi, the sixteen Sthaviras, and a great variety of others."

(BUDDISM, By Sir Monier Williams)

বুদ্ধদেবের অনেক প্রতিকৃতির সঙ্গে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বুদ্ধদেবকে রক্ষা করিতেছেন, এইরূপ ভাব ঐ সকল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে।

"In harmony with these ideas Indra and Brahma are sometimes represented in Buddhistic sculptures standing one on each side of the Buddha, and protecting him. They were also present at his birth (see p, 483 and engraving opposite P. 477)"

(BUDDHISM, By Sir Monier Williams)

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক হোইন শুং যে সময়ে ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে রচিত তাঁহার গ্রন্থে তিনি সাঙ্কস্যা নগরীতে বুদ্ধদেবের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তির বর্ণনার সঙ্গে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ সিঁড়ির উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিচিত্র রত্নবিনির্ম্মিত সিঁড়ির বর্ণনা উপলক্ষ্যে সার মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"It appears that when Buddha was about to return to earth from the god Indra's heaven, the god reflected that, although Buddha had ascended in three steps, his discent ought to be celebrated 'with special honours.' He therefore caused a ladder of gold to extend from the mountain Meru to Sankasya 80,000 yojanas in length. The steps were

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই জন্যই এই স্থানে "লয়ের" কথা প্রসঙ্গে বৌদ্ধদার্শনিক মতের দুই একটি কথা লইয়া কিছু আলোচনা করিতে হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বের কথাতে যেমন পুরাণ সকল পরিপূরিত, স্থিতি বা

---

alternately of gold, silver, coral, ruby, emerald and other gems. At the right side of the ladder he created another, also of gold, by which Indra, blowing the conch descended, accompanied by his own gods ; and on the left another ladder of silver, by which Brahma and the Brahma-gods descended, holding umbrellas over the Buddha. The three flights of steps appeared to the people of the earth like three rainbows. When Buddha commenced his discent all the worlds were illuminated by the light from his body."

বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় এই সকল উক্তি নিবিষ্ট চিত্তে পড়িয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে, আধুনিক কোন কোন ইংরাজিইতিহাসে অন্যরূপ লিখিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে বুদ্ধদেব স্বয়ং আস্তিক হিন্দু ছিলেন। বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী কিম্বা বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূল মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডকে বুদ্ধদেব হতাদর করিয়াছেন ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণদেবের নিজমুখের উক্তিতেও এক স্থানে এরূপ একটু হতাদর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।" * * * * (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অঃ)

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না. গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ম অঃ)

পূর্ব্বশ্লোকের অর্থব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—

"ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎ সাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্য বিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ স কামা যেহধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধ প্রতিপাদকাঃ বেদাঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব।"

স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির জন্য বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে। জ্ঞানমার্গের নিষ্কাম সাধকের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনাভাব। এই দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণদেব যেমন তাঁহার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে অল্পসুখকর স্বর্গাদি-প্রাপ্তির অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে এইস্থানে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবও কিয়ৎপরিমাণে সেইভাবে তাঁহার শিষ্যগণকে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব যে বেদবিরোধী ছিলেন না, দেবদ্বেষী ছিলেন না, পরন্তু দেবীর সাহায্য লইয়া অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অর্থাৎ বেদের উপনিষদ্ভাগকে যে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত সার মনিয়ার উইলিয়মস্ কৃত BUDDHISM গ্রন্থের একস্থানের উক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের বেদ এবং দেববিদ্বেষ সম্বন্ধীয় যে একটি ভুল ধারণা এদেশের জনসাধারণ মধ্যে বহুকাল হইতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ধারণা বা কুসংস্কারকে মহিষাসুরের খুরক্ষোণিত দশদিগ্ব্যাপী ধুলারাশির সহিত তুলনা করিলে অসঙ্গত হইবে না। মহিষাসুরনিপাতের শ্লোকার্থব্যখ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী এই কুসংস্কাররূপ ক্ষুদ্র একটা অসুরকে দেশান্তরিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না ; এই বিবেচনাতে বুদ্ধদেবপ্রদর্শিত মুক্তিপথসম্বন্ধীয় এই আলোচনার আয়তন একটু বিস্তৃত করিতে হইল।

পালনের কথাতে যেমন স্মৃতিশাস্ত্র সকল পরিপূর্ণ, সেইরূপ লয় বা মুক্তির কথার আলোচনাতে উপনিষৎ এবং তাহা হইতে সমুদ্ভূত প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের পৃষ্ঠা সকল পরিপুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতিলয়ঘটিত এই তিনটি নিগূঢ় তত্ত্বকে ভাল করিয়া যিনিই আয়ত্ত করিতে চাহিবেন, এই তিনটি পথপ্রদর্শকের আশ্রয় গ্রহণ তাঁহাকে করিতেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত, দেবীর তিনটি চরিত্রের বিচিত্র চিত্রমধ্যে কিরূপ সুকৌশলে জীবপ্রকৃতির ত্রিমুখী কর্ম্মধারার বিশ্বব্যাপী বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তদ্‌সম্বন্ধেও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত দেবীর প্রথম চরিত্রচিত্রে ভয়ঙ্কর ক্ষুধাতুর মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ধরিয়া কি ভাবে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা দেখান হইয়াছে (৪০৭)। দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণিত দ্বিতীয় চরিত্রে, ভীষণ কামাতুর পশুপ্রকৃতি মহিষাসুরের পাশব কামান্ধতার একটি বিকটচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে (৪০৮)।

---

(৪০৭) মধুকৈটভ যে অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া ব্রহ্মাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ-মধ্যে পরিষ্কার ভাষাতে ইহা বর্ণিত না হইলেও, পুরাণের অন্যস্থানে ইহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশিষতঃ, বিষ্ণুর দেহ হইত নিষ্কাসিত বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে বিশ্বে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও মৎস্যাদি জীবজন্তু কিছুই ছিল না। ফলমূল, বৃক্ষলতা, ঘাসপাতাও ছিল না। কেবল উপরে অনন্ত আকাশ আর নীচে অনন্ত কারণবারি মাত্র বর্ত্তমান ছিল। সে সময়েও দেবী মহামায়া নিদ্রারূপে বিষ্ণুর হৃদয়ে এবং ক্ষুধারূপে মধুকৈটভের উদরে অবস্থান করিতেছিলেন। মধুকৈটভ কাজেই উদরের ক্ষুধাতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই ধরিয়া আহার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টিতে মধুকৈটভকে ভয়ঙ্কর ক্ষুধাতুর বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হইতে পারে না।

(৪০৮) চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে মহিষাসুরের ভীষণ কামান্ধতার কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাগবতে এবিষয়ের উল্লেখ আছে। মহিষাসুর চণ্ডিকাদেবীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা—

"প্রীতিযুক্তা সমায়াতি যদি সা মৃগলোচনা। রসভঙ্গো যথা ন স্যাত্তথা কুরু মমেপ্সিতম্।
শ্রবণান্মোহিতোঽস্ম্যস্য তস্যারূপস্য সম্পদা॥" (ভাগবত)

মহিষাসুরের প্রেরীত দূত দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন,—

"শ্রুত্বা ত্বাং সমুপায়াতাং চারুবেষাং মনোহরাম্। দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা মে মহিষো নাম পার্থিবঃ।
মানুষং রূপমাদায় ত্বৎসমীপং সমেষ্যতি॥ যথা রুচ্যেত চার্ব্বঙ্গি তথা মন্যামহে বয়ম্।
তর্হ্যেহি মৃগশাবাক্ষি সমীপং তস্য ধীমতঃ॥ নোচেদিহানয়াম্যেনং রাজানং ভক্তিতৎপরম্।
তথা করোমি দেবেশি যথা তে মনসেপ্সিতম্॥" (ভাগবত)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণিত দেবীর তৃতীয় চরিত্র চিত্রে বিলাসব্যসনে বিভোর শুম্ভ-নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাৎসর্য্যবিহ্বলতার অপরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে (৪০৯)। এই তিন ভাবের তিনটি চিত্রে

এই দূত অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইলে, তৎপরে তাম্রাসুর নামক আর এক দূতকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিলে, দেবী যে উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা এই—

"ব্যাস উবাচ। তন্নিশম্য বচস্তস্য তাম্রস্য জগদম্বিকা। মেঘগম্ভীরয়া বাচা হসন্তী তমুবাচ হ॥"
"দেব্যুবাচ। গচ্ছতাম্রপতিং ব্রূহি মুমূর্ষুং মন্দচেতসম্। মহিষং চাতি কামার্ত্তং মূঢ়ং জ্ঞানবিবর্জ্জিতম্॥
যথাতে মহিষী মাতা প্রৌঢ়া যবসভক্ষিণী। নাহং তথা শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী॥
নকাময়েঽহং দেবেশং নৈব বিষ্ণুং ন শঙ্করম্। ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং ন চ পাবকম্॥

* * * * * * * *

নাহং পতিম্বরা নারী বর্ত্ততে মে পতিঃ প্রভুঃ। সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী হ্যকর্ত্তা নিঃস্পৃহঃ স্থিরঃ॥" ইত্যাদি (ভাগবত)

কামোন্মত্ত মহিষাসুর ইহাতেও নিরস্ত হইতে না পারিয়া আবার দেবীর নিকট বাস্কল নামক আর এক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাস্কল দেবীকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ রোচক বাক্যদ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া মহিষাসুর নিকটে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

"দেবি দেবাজিতা যেন মহিষেণ মহাত্মনা। বরয় ত্বং বরারোহে সর্ব্বদৈত্যাধিপং নৃপম্॥
স কৃত্বা মানুষং রূপং সর্ব্বলক্ষণ সংযুতম্। ভূষিতং ভূষনৈর্দিব্যৈস্ত্বামেষ্যতি রহ কিল॥
ত্রৈলোক্য বিভবং কামং ত্বমেষ্যসি শুচিস্মিতে। মহিষে পরমং ভাবং কুরু কান্তে মনোগতম্॥
কৃত্বাপতিং মহাবীরং সংসার সুখমদ্ভুতম্। ত্বং প্রাপ্স্যসি পিকালাপে যোষিতাং খলু বাঞ্ছিতম্॥" (ভাগবত)

দেবী চণ্ডিকা তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিশূলদ্বারা মহিষাসুরের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার হৃদয়ের কুবাসনা কি ভাবে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন তাহা দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

(৪০৯) পত্নীরূপে দেবীকে পাইবার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভের ব্যগ্রতাকে, শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত দেবীচণ্ডিকার মহাযুদ্ধের মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত দেবী সম্বন্ধে চণ্ডমুণ্ডের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে ৩৫১ হইতে ৩৫৯ সংখ্যক পর্য্যন্ত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভ-নিশুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"ত্রিলোক মধ্যে যত মূল্যবান রত্ন, গজ, অশ্বাদি বিভব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রের ঐরাবত, পারিজাত পুষ্পতরু, ব্রহ্মার হংসের বিমান, দুষ্প্রাপ্য মহাপদ্ম ইত্যাদি মহা মূল্যবান বস্তু সকল আপনাদের গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। যে স্ত্রী রত্নের কথা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম তাহা আপনার গৃহে আনিতা হইলে আপনার গৃহের রত্নশোভার অপূর্ণতা দূর হইতে পারে। আপনি এই স্ত্রীরত্নকে প্রাপ্ত হইতে কি জন্য ইচ্ছা করিতেছেন না?" এই সকল উক্তি দ্বারায় পরিষ্কার জানিতে পারা যাইতেছে, কামাতুর হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবী চণ্ডিকাকে তাঁহাদের গৃহে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন নাই। শুম্ভ দূতদ্বারায় দেবীর নিকটে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"আপনি আমাদের গৃহে আসিয়া আমাকেই হউক কিম্বা আমার ভ্রাতা নিশুম্ভকেই

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিশ্বব্যাপী জীবপ্রকৃতির আহার, বিহার এবং বাসের সংস্থান ঘটিত ত্রিমুখী কর্ম্মধারার বিকাশ কি ভাবে হইয়া থাকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্য মধ্যে জীবের আহার, বিহার এবং বাসেরসংস্থান ঘটিত ত্রিবিধ স্বাভাবিক কার্য্যের যে তিনটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে অন্যান্য পুরাণে, রামায়ণে এবং মহাভারতে এই ব্যাপারের কথাই আর এক প্রকারে আরও বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যযুগে অমৃত লইয়া দেবাসুরের মহাযুদ্ধ, ত্রেতাযুগে সীতাদেবীকে লইয়া রামরাবণের মহাযুদ্ধ এবং দ্বাপরযুগে একটু বাসস্থানের কথা লইয়া কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধের অন্তঃস্থলে ঐ আহার, বিহার এবং বাসের সংস্থানের কথাই ডুবিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও অসভ্য জাতিদের মধ্যে শিকার লইয়া সর্ব্বত্র যুদ্ধ হয়, ইহাকেও আহার ঘটিত যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে স্পার্টান্ এবং ট্রজানদের মধ্যে পরমাসুন্দরী হেলেনকে লইয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাকে বিহার বাসনা বা কামবৃত্তি মূলক যুদ্ধ বলিতে দোষ নাই। আধুনিক জার্ম্মাণ-ফরাসী-ইংরেজ মহাযুদ্ধকে, কৈসরের মুখনিঃসৃত ভাষাতে "একটু সূর্য্য কিরণ পাইবার স্থানের সংস্থান লইয়া যুদ্ধ" বলিতেও বাধা নাই। ফলতঃ সকল কালে, সকল দেশে, সকল অবস্থার, সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যেই আহার, বিহার এবং বাসের সংস্থান লইয়া চিরব্যাপী তিনটি কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কেবল দেবদানবমানবগণের আচরণ মধ্যেই যে এই ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। মানুষের বাস গৃহের সন্নিকটে যে সকল পশুপক্ষী স্বাধীন ভাবে অবস্থান ও বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের আচরণ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। চড়াই, শালিক, কাক, কবুতর প্রভৃতি

হউক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।" কামাতুরের মুখের এরূপ উক্তি হইতে পারে না। পরমা সুন্দরী স্ত্রী লাভের চেষ্টাতে ভ্রাতৃ বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে দেবী চণ্ডিকাকে লাভ করিবার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভ মধ্যে ভ্রাতৃ বিরোধ হইবার কোন কথাই দেখা যাইতেছে না। বরং "আমাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করিয়া গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করুন"—এই ভাবের উক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত শুম্ভের নারী-আশক্তি অপেক্ষা, সম্পদ বিহ্বলতারই অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। দেবীর নিকট শুম্ভের শেষ নিবেদন যে শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে ঐ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ চণ্ডীমাহাত্ম্যের দেবীভাষ্যের নিম্নে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

"আমাদের পরিবারস্থা হইলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। এই সকল বিষয় নিজ বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করতঃ আমার আশ্রিতা হউন।"

কোনও ধনকুবের বৃদ্ধ বয়সে পরমাসুন্দরী যুবতী রমণীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনয়ন করিলে, যেমন কামবৃত্তি প্রশমন অপেক্ষা, সম্পদের মত্ততা চরিতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার ঐরূপ আচরণ, ইহাই মানুষে মনে করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে শুম্ভের আচরণও কতকটা তদ্রূপ মনে করিতে বাধা কি ?

পাখিগুলিকে প্রথমতঃ তাহাদের আহার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আহার দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবা মাত্র বিহার চেষ্টাতে তাহাদিগকে ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পুরুষজাতীয় পাখিগুলি স্ত্রীজাতীয় পাখীর অন্বেষণে এবং স্ত্রীজাতীয় পাখিগুলি পুরুষজাতীয় পাখীর অন্বেষণে চারিদিকে এই অবস্থাতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। বিহারবাসনা চরিতার্থের পরে উহারা উহাদের বাসস্থান নির্ব্বাচন কার্য্যে যত্নবান হয়। তৃণকুটা সংগ্রহ করিয়া চড়াই পাখীর বাসা নির্ম্মাণ করা কার্য্য যাহা, ইট পাথর আনিয়া ধনবানের প্রাসাদ নির্ম্মাণ চেষ্টাও তাহাই; আবার পূণ্যবানের স্বর্গলোকে একটু স্থান পাইবার জন্য দান ধ্যানের অনুষ্ঠানও তাহাই; এই তিনই মূলে এক, কেবল আকার প্রকার ব্যবহারে বিভিন্ন। অনেক পশুমধ্যেও তাহাদের আহার, বিহার এবং বাসস্থান নির্ম্মাণ কার্য্যে এইরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে তাহাদেরও আহার, বিহার এবং গৃহ নির্ম্মাণ ঘটিত ব্যাপারে এইরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। জীব প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী এই আচরণ দৃষ্টে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, জীবমাত্রেরই জন্মিবার পরে তাহাদের প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়, জীবনরক্ষাকর আহার্য্য বস্তুর অনুসন্ধান, তৎপরে দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়, স্ব-বংশধারা রক্ষাকর স্ত্রিপুরুষে মিলন বা বিহার কার্য্য সংসাধন, তৎপরে তৃতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহাদের দেহ রক্ষাকর বাসোপযোগী গৃহ-দ্বার বা বাসস্থানের সংস্থান। জীব প্রকৃতির এই ত্রিবিধ প্রধান কর্ম্মধারাই তাহাদের আত্ম-রক্ষার চেষ্টা মূলক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতি প্রদত্ত স্বভাবজাত সংস্কার মূলে জীব মাত্রেই যথাকালে এই ত্রিবিধ কার্য্যের উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জীবের এই ত্রিবিধ কর্ম্মধারা যখন সুপথে পরিচালিত হয় তখন তাহা তাহাদের জীবন রক্ষাকর হয়, আর যখন উহা বিপথে পরিচালিত হয় তখন তাহাই তাহাদের ধ্বংশের পথকে প্রশস্ত করে। সুপথে পরিচালিত এই ত্রিবিধ কর্ম্মধারাকে ধরিয়া মানব, দেব পদবীতে উন্নীত হইতে পারে; আবার কুপথে চালিত এই ত্রিমুখী কর্ম্মধারাকে আশ্রয় করিয়া মানব, ক্রমে নিম্নে নামিয়া দৈত্য-দানব-রাক্ষস কুলের সমতুল্য কিম্বা তাহা হইতেও ঘৃণ্য হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ তাঁহার অমৃতময়ী উক্তিতে অর্জ্জুনকে একটি চিরস্মরণীয় উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন—

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্ত স্বপ্নাঽববোধস্য যোগভবতি দুঃখহা ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, যথাযুক্ত আহার, যথাযুক্ত বিহার, যথাবিধি নিদ্রা বা বিশ্রাম এবং যথা-বিধি কর্ম্ম চেষ্টাতে যিনি আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন তাঁহাকে কখনও দুঃখ পাইতে হয়

না (৪১০)। যথাবিধি কর্ম্ম অর্থে এখানে পারলৌকিক মঙ্গলকর বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। এই মহাবাক্যমধ্যে নিহিত মহোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুধিত মধু-

(৪১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রদত্ত এই মহোপদেশ পূর্ণ একটি শ্লোকের অভ্যন্তরে সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব সুকৌশলে সন্নিবেশ করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বলিতে কোনই বাধা নাই। মনু, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক, অত্রি, দক্ষ, বৃহস্পতি পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ সঙ্কলিত প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর প্রতি পৃষ্ঠা মানুষের দেহ-পুষ্টিকর, চিত্তের-হিতকর এবং বংশ ধারা রক্ষাকর আহার বিহারাদির ব্যবস্থাতে পরিপুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পুরাণ গ্রন্থে প্রদত্ত ইতিহাস এবং আখ্যায়িকা সকলও ঐ সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মানবদেহ রক্ষার জন্য কোন্ সময়ে কিরূপ আহার গ্রহণের প্রয়োজন, যথাযুক্ত আহার কি, অযুক্ত আহারই বা কি, এবং কিরূপ বৈধ বিহারদ্বারা বংশধারা রক্ষার অনুকূল সবল সুস্থ সন্তানসন্ততি উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং দিবার কার্য্যাবসানে প্ররিশ্রান্তদেহকে বিশ্রাম ও শান্তি প্রদান করিবার জন্য কি ভাবে শয্যায় শয়ন এবং নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এই সকল প্রয়োজনীয় কথার পর্য্যালোচনাতে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল সদা সযত্নে আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মানুষের সদা প্রয়োজনীয় আহার বিহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা দান কার্য্য লইয়াই হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র-নিয়ামক ঋষিগণের অধিকাংশ জীবন কাল অধিকৃত হইয়া রহিয়াছিল। কেবল হিন্দু শাস্ত্রকারগণেরই নহে, য়ুরোপের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিও বহুকাল হইতে এদিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে আতোয়ার, রুবনের এবং ভয়েদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বিভিন্ন জীব জন্তুর জীবন ধারণ জন্য যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের প্রয়োজন, মানুষের মধ্যেও সেইরূপ তাঁহাদের নিজ নিজ অবলম্বিত কার্য্যোপযোগী বল সংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য সামগ্রীর একান্ত আবশ্যক। আমেরিকার প্রোফেসার চিতেনডন্, পাঁচ জন সুস্থদেহী কালেজের প্রফেসার, তের জন সবল সৈনিক কর্ম্মচারী এবং আট জন বলিষ্ট পালওয়ানকে পৃথক ভাবে রখিয়া এবং বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য বস্তু খাইতে দিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী পরীক্ষাদ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানসিক শ্রমে নিযুক্ত লোকের জন্য ঘৃত মাখন বী চর্ব্বি এবং মিষ্টরস প্রধান খাদ্য বস্তুর অধিক আবশ্যক, সৈনিকদিগের জন্য মদ্য মাংস প্রধান আহার্য্য বস্তুর এবং দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিরত পালওয়ান এবং শ্রমজীবিদের জন্য Protein food শ্রেণীর খাদ্য বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন। ডাক্তার চেলমারস্ ওয়াট্‌সন্ কতগুলি মাংসাহারী পশুকে এবং মানুষকে অধিক পরিমাণে এবং কতগুলিকে অল্প পরিমাণে মাংস খাইতে দিয়া দেখিয়াছেন, অতিশয় অধিক পরিমাণে যাহাদিগকে মাংস খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের দেহের thyroid gland, যকৃত এবং মূত্রাশয় কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল এবং তাহারা নানা পীড়াতে অতি সহজে আক্রান্ত হইয়া পড়িত। ভোজন বিচার সম্বন্ধীয় গভীর গবেষণার ফল, সুপণ্ডিত মিঃ নেলসন্ নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি মধ্যে অতি সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন

"Probably the greatest advantages which accrue from the use of a vegetarian regime lie in the fact that such a dietary is a valuable corrective of over eating. Vegetable foodstuffs are on the whole much less appetising, and the vegetarian feeder is less likely to indulge

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কৈটভ অভক্ষ্য ব্রহ্মাকে ধরিয়া আহার করিতে যাইয়া অকালে কালকবলে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন। কামান্ধ মহিষাসুর দেবী চণ্ডিকাকে মাতৃরূপে এক সময়ে পূজা করিয়া তাঁহাকেই আবার পত্নীরূপে

---

to excess, The lacto-vegetarian diet is the only one that can be commended as a most useful form of diet in many diseased states. In later life especially it is a wise rule gradually to more and more restrict the rich animal protein foods and approximate to a lacto-vegetarian regime, and in desease the therapentic advanteges of a carefully planned more or less strict lacto-vegetarian diet are very great."

উপরে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, ইদানিং য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মধ্যেও অনেকে নিরামিষ আহারের উপকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিগত বিংশতি বর্ষ মধ্যে ইংলণ্ডে, ফরাসী এবং জর্ম্মান দেশে এ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের এই সকল বিষয়ে আরও নূতন তত্ত্ব জানিবার ঔৎসুক্য থাকে তাঁহারা মিঃ ওয়াটসন্ কৃত food and feeding গ্রন্থ কিম্বা হরিসন্ কৃত food and Principles of Dieteries গ্রন্থ দেখিতে পারেন। সংক্ষেপে আলোচিত অল্পায়তন খাদ্যাখাদ্য বিষয়ক পুস্তিকা সকল মধ্যে মহামণ্ডল প্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা সুরমা দেবী সঙ্কলিত "ভোজন-বিচার" গ্রন্থখানিরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ সকল আলোচনা দ্বারা একটি বিষয় নিঃসংশয় রূপে আমরা জানিতে পারি। এক ভোজন সামগ্রী সকলের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। এক সময়ে এক অবস্থাতে যে আহার্য্যবস্তু যাহার পক্ষে হিতকর, অন্য সময়ে অন্য অবস্থাতে সেই আহার্য্য বস্তুই তাহার পক্ষে অতিশয় অহিতকর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যথাযুক্তাহার বা যথা উপযোগী আহার্য্যবস্তু গ্রহণের ব্যবস্থা মানবগণ প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, স্বাত্বিক ব্রাহ্মণের জন্য দুগ্ধ ঘৃতাদি সত্ত্বগুণ প্রধান খাদ্য বস্তু, রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রজোগুণপ্রবর্দ্ধক মাংসাদি এবং তমোগুণ প্রধান লোকের পক্ষে তমোগুণ প্রবর্দ্ধক পচা মৎস্য মাংস এবং প্রর্য্যুসিত খাদ্য সামগ্রী সকল প্রকৃতি দেবী যেমন মুখ রোচক করিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়াছেন তেমনি ঐ সকল বস্তু তাহাদের অবস্থার উপযোগী করিয়াও তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ত্রিবিধ আহার্য্য সামগ্রীর উল্লেখ এই ভাবে করিয়া রাখা হইয়াছে—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারো রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥"

হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে আহার বিচার লইয়া যত কথার আলোচনা করা হইয়াছে, বিহার বিচার লইয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আলোচনা করা হইয়াছে। জীবজন্তুর পাশব বিহার প্রবৃত্তিকে সুসংযত ও নিয়মিত করিবার জন্যই মানব সমাজে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিবাহ প্রথাকে পূর্ব্বকালের হিন্দুসমাজে যত উচ্চ ও উন্নত স্থানে আনিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন মানব সমাজে কখনও সেরূপ চেষ্টার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় ইদানিং য়ুরোপের সুসভ্য সমাজের অনেক স্থানে সমাজ রক্ষাকর সেই বিবাহ প্রথার দৃঢ় বন্ধনকে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে আনয়ন করিয়া দেবীর হস্তের ত্রিশূলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বক্ষস্থল হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইয়াছিলেন, আর ত্রিলোক বিজয়ী মহাবলী শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবী মহালক্ষ্মীকে কেশে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের গৃহের শোভা-লক্ষ্মী করিবার অসঙ্গত বাসনা অন্তঃকরণে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বস্বান্ত এবং শেষে জীবনান্ত পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কুপথে পরিচালিত কর্ম্মধারা, কোন্ সূত্রে কি ভাবে কোথায় আনিয়া জীবকে নিপাতিত করে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যে এই তিনটি মহাপরাক্রমশালী দৈত্যের জীবন চরিত্র চিত্রিত করিয়া, তাহাই বিশ্ব প্রদীপ্তকর উজ্জ্বল আলোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবাসুর যুদ্ধের ইতিহাস দ্বারা জন সাধারণকে এই মহান্ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই তিনটি চিত্রকে যথাক্রমে পরে পরে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে ক্ষুধাতুর মধুকৈটভকে, তৎপরে কামাতুর মহিষাসুরকে, তাহার পরে বিলাসবিমুগ্ধ শুম্ভ-নিশুম্ভকে চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণনার ত্রি-অঙ্কে পরিসমাপ্ত নাট্য প্রদর্শণীর, ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত, দৃশ্যপট সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, জীবের স্বকৃত কর্ম্মফল প্রাপ্তি ঘটিত একটি সার্ব্বভৌম সত্যকে জগতের নরনারীগণের চক্ষুসম্মুখে আনিয়া খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুর্ব্বোধ্য জীব-কর্ম্মফলের নিগূঢ় রহস্যকে যেরূপ সহজে, স্বল্পায়াসে এবং স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করিতে পারি, এরূপ আর কোন উপায়েই আমাদের পক্ষে তাহা করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বলা যাইতে পারে, সুপথ প্রদর্শক পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী মধ্যে এই দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থ খানি কেবল দার্শনিক বিচার সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় এবং অতুলণীয় স্থান অধিকার করিয়া রহে নাই; ইহাতে প্রদত্ত উপদেশ যেমন লোক শিক্ষাকর তেমনই জীবের জীবন রক্ষাকর, আবার তেমনই ইহা সর্ব্বলোকের সর্ব্বসাময়িক কল্যাণকর বস্তুরূপে যুগযুগান্তকাল ব্যাপিয়া বিশ্বসংসারে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

শিথিল করিয়া পাশব বিহার বাসনা চরির্থাতের প্রশ্রয় দান করা হইতেছে। ইহার কুফলও ইতি মধ্যেই অনেকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু সমাজে গৃহীত আহার বিচারের ন্যায়, বিহার বিচারেরও পক্ষপাতী দিন দিন অনেকেই হইয়া উঠিতেছেন। য়ুরোপের অনেক সমাজ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, এক বংশের নিকট সম্পর্কীত যুবক যুবতীর বিবাহে পিতামাতার পীড়া সন্তানে সংক্রমিত হইবার যত সম্ভাবনা, সুদূরবংশে বিবাহে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। বিবাহ সম্বন্ধে রুগ্ন বরকন্যা পরিবর্জ্জনীয়। বয়ঃ কনিষ্ঠ স্বামীও সন্তানের আয়ু নষ্টকর হয়।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশের ঋষিগণের দৃষ্টি-সম্মুখে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার উপযুক্ত আহার বিহার বিচার সম্বন্ধে এইরূপ যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণার ফলে তাহাই এতদিনে সমর্থিত ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন?

দূত উবাচ ॥৩৮১॥

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবী ব্রূহিমমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৩৮২॥
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেমিকা ॥৩৮৩॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবস্তস্থূর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্ ॥৩৮৪॥
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥৩৮৫॥

দেব্যুবাচ ॥৩৮৬॥

এবমেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥৩৮৭॥
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তন্তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥৩৮৮॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীদূতসংবাদঃ ॥

---

৩৮১ হইতে ৩৮৮ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবীর মুখের এই সকল কথা শুনিয়া দূত বলিলেন,—"দেবি! গর্ব্বে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার সম্মুখে এরূপ অসঙ্গত কথা সকল আপনি বলিবেন না। ত্রিলোকমধ্যে এমন পুরুষ কে আছে, যিনি শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন? শুম্ভ-নিশুম্ভ তো দূরের কথা, অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখেও সমস্ত দেবতাগণ তিষ্ঠিতে পারেন নাই। আপনি একে স্ত্রীলোক, তাহার উপর আবার একাকিনী; ইন্দ্রাদি দেবতা সকল যে শুম্ভাদির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তও

দাঁড়াইতে পারেন নাই, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে কিরূপে যুদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইবেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয় পরিহার করুন এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। কেশাকর্ষণে অসম্মানিতা হইয়া তাহাদের নিকট গমন করিবার আবশ্যকতা কি আছে?" দেবী কহিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে তাহা তো সমস্তই সত্য। শুম্ভ-নিশুম্ভ অতিশয় বলী এবং বীর্য্যবান, কিন্তু আমি কি করিব? আমি পূর্ব্বে এই সকল বিষয় চিন্তা না করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি তাঁহাদের নিকটে প্রত্যাগমন কর এবং আমার এই সকল উক্তি অসুরেন্দ্র শুম্ভকে জ্ঞাপন করাও। তিনি যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন।"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৩৮১ হইতে ৩৮৮ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে এমন কোন দুর্ব্বোধ্য শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, যাহার অর্থ নিষ্কাশন কার্য্যে শাস্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে। কেবল একটি স্থানে লিখিত "আমি পূর্ব্বে আলোচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি" এই দেবী বাক্যের অর্থ উদ্ধার করিতে যাইয়া দেবীভাষ্যকার যে ইহার একটি "গূঢ় অর্থ" প্রদান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"আলোচিতেত্যস্য গূঢ়ার্থস্তু—আলোচনম্ ইদং কর্ত্তব্যং নবেতি বিচারঃ, তদন্তরেণ পূর্ব্বসর্গানুসারেণ উচ্চারিতা। ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ। প্রযত্নমন্তরেণ নিশ্বাসবদুৎপন্নত্বাদনালোচিতেতি বেদান্তিনঃ। নিত্যত্বাদনালোচিতেতি মিমাংসকাঃ।"

"পূর্ব্বে আলোচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি" এই দেবী বাক্যের গূঢ় অর্থ উদ্ধারের জন্য এ স্থলে এত দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া, প্রাচীন ভাষ্যকার নাগোজী ভট্ট কৃত অতি সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও ক্ষতি ছিল না। নাগোজী-ভট্ট লিখিয়াছেন—"দেব্যুবাচ,—এবমেতদিতি সোপহাসম্।" দেবী যে উপহাস স্থলে শুম্ভ-নিশুম্ভের দূতকে এইরূপ অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, ইহা একটু চিন্তা করিলে অতি সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। তাহার কারণ, বিচার না করিয়া এইরূপ একটা উৎকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি, এমন অনুতাপ মূলক উক্তি দেবীর মুখে আদৌ শোভা পায় না। দেবীর প্রতিজ্ঞা করার কথাটিও যে কৌতুক ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বে ৩৭৭ সংখ্যক টীকাতে "প্রতিজ্ঞা" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

উত্তরচরিত্রম্।

(শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধবিবরণম্।)

ঋষিরুবাচ ॥৩৮৯॥

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥৩৯০॥
তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥৩৯১॥
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৩৯২॥
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদিবোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষোগন্ধর্ব্ব এব বা ॥৩৯৩॥

ঋষিরুবাচ ॥৩৯৪॥

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥৩৯৫॥
স দৃষ্ট্বা তাং ততোদেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৩৯৬॥
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৩৯৭॥

---

৩৮৯ হইতে ৩৯৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি বলিলেন, সেই দূত দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দৈত্য রাজের নিকটে দেবীর উক্তি সবিস্তারে নিবেদন করিল। অনন্তর অসুর রাজ সেই দূতের

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে দৈত্যাধিপতি ধূম্রলোচনকে বলিলেন, হে ধূম্রলোচন। তুমি শীঘ্র নিজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করিয়া বলপূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন কর। যদি তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য অপর কেহ উদ্যত হয়, তবে সে দেবতা, যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্ব হইলেও তাহাকে তুমি বধ করিবে। ঋষি কহিলেন, সেই ধূম্রলোচন নামক দৈত্য তৎপর অসুররাজকর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া ষষ্টি সহস্র অসুর সেনা পরিবৃত হইয়া দ্রুত ধাবিত হইল। তৎপরে সেই ধূম্রলোচন দেবীকে হিমালয়ে অবস্থিতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিল, "হে দেবি। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে যাও। যদি স্বেচ্ছায় অদ্য আমার প্রভুর নিকট না যাও তবে, এইক্ষণেই আমি বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা তোমাকে লইয়া যাইব।"

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

পূর্ব্বে বর্ণিত উত্তরচরিত্রে শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধের পূর্ব্বাভাস নামে প্রখ্যাত, দেবী চরিত্রচিত্রের শেষ ভাগে, অসুরাধিপতি শুম্ভনিশুম্ভের প্রেরিত দূতের সহিত হিমালয় পর্ব্বতশিখরে সমাসীনা দেবীমহামায়ার কথোপকথনের অন্তরালে দেবীর কৌতুকপ্রিয়তার যে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা এখানের বর্ণনাতে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ৩৯০ এবং ৩৯১ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাগত দূতের মুখে দেবীর উক্তির বিচিত্র ভঙ্গী শুনিয়া দেবীর আস্পর্দ্ধা সূচক বাক্যে অসুররাজ শুম্ভ ক্রোধে কম্পিত হইয়া তাঁহার ধূম্রলোচন নামক সেনাধিপতি প্রতি আদেশ করিলেন,—"তুমি তোমার সৈন্যদলবলকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া এখনই ঐ দুষ্টা রমণীকে কেশে ধরিয়া টানিয়া এখানে আমার নিকট আনয়ন কর।" যদিও শুম্ভ ক্রোধে অতিশয় অধীর হইয়া সে সময়ে ধূম্রলোচন প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শী শুম্ভ তখনই নিজ অন্তঃকরণ মধ্যে ইহাও বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, অরণ্যবাসিনী এই যুবতী রমণী কখনই সামান্যা রমণী নহেন। তাহার কারণ এই যে সামান্য একটি যুবতী হইলে, তাহাকে কেশে ধরিয়া আনিবার জন্য বহু সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং সেনাপতিকে তাঁহার নিকট যুদ্ধের বিরাট আয়োজন সঙ্গে লইয়া যাইবার কোনই প্রয়োজন হয় না। পরবর্ত্তী ৩৯৩সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—এই রমণীকে রক্ষা করিবার জন্য দেবতা হউক্, যক্ষ হউক্, গন্ধর্ব্ব হউক্, যেই সে স্থানে থাকুক না কেন, আবশ্যক হইলে তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া

এই রমণীকে আমার নিকট আনয়ন করিবে। "যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারিলে তোমাদের অসুররাজ শুম্ভ নিশুম্ভ আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন"—এরূপ স্পর্দ্ধা মূলক উক্তি কোন যুবতী নারীর মুখে তবেই শোভা পায় যদি তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে কোন প্রবল পরাক্রমশালী বীরপুরুষ দণ্ডায়মান থাকেন। ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ শুম্ভ এখানে তাঁহার সেনাপতিকে উপদেশ দিবার সময়ে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির কথা উত্থাপন করিয়া থাকিবেন। অসুররাজের এইরূপ আদেশ পাইয়াই সেনাপতি ধূম্রলোচন ষাইট হাজার পরাক্রমশালী অসুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া দেবীকে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩৯৫ সংখ্যক শ্লোকে ধূম্রলোচনের এইভাবে বিরাট আয়োজনে যুদ্ধযাত্রার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ৩৯৬ এবং ৩৯৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, হিমালয়ে সংস্থিতা দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এবং দেবীকে সেখানে একাকিনী দর্শন করিয়া ধূম্রলোচন গর্ব্বিত স্বরে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "দেবি! ভাল ভাবে আমার অধিপতি শুম্ভ নিশুম্ভ সমীপে গমন কর, নতুবা কেশাকর্ষনে বিহ্বল অবস্থাতে আনয়ন করিয়া বলপূর্ব্বক তোমাকে সেখানে আমি লইয়া যাইব।" এই স্থানের "বিহ্বল" শব্দের অর্থ লইয়া টীকাকারগণ মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীভাষ্যকার তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদে "বিহ্বল" শব্দের অর্থে "বিহ্বল" লিখিয়া রাখিয়াছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকার লেখক "বিহ্বল" শব্দের অর্থে "ব্যাকুল" লিখিয়াছেন নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,—"বিহ্বলামাকুলাম্"। শান্তনবী টীকাতে "কেশাকর্ষণাবিহ্বলাম্" শব্দের বিচিত্র ব্যাখ্যাতে "দেবীর কেশ" অর্থে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (৪১১)।

(৪১১) "বিহ্বল" শব্দের অর্থ প্রদান উপলক্ষ্যে শান্তনবী নাম্নী টীকার লেখক পূর্ব্ববর্ত্তী "কেশাকর্ষণ" শব্দের একটি বিচিত্র ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ কশ্চ ব্রহ্মা অশ্চ বিষ্ণুঃ ঈশশ্চ মহেশ্বরঃ কেশাঃ তেষামাত্মশক্তেরাত্মমহামায়া কেশাৎ সকাশাৎ জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারিণী। তত্তদবসরেষু চিত্তেষ্বাকর্ষণং কেশাকর্ষণং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাকর্ষণং স্বমায়াবলেণ ব্রহ্মাদি প্রকটীকরণং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাহ্বানং তত্রবিষয়ে বিশেষণ হ্বলতি চলতি বিজৃম্ভতে চেষ্টতে বা কেশাকর্ষণ বিহ্বলা তাং দেবীম্।"

"কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্" শব্দের এইরূপ উৎকট অর্থ ব্যাখ্যাতে দেবীর চুল ধরিয়া তাঁহাকে রণক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া নামাইবার আসুরিক চেষ্টা হইতেও হাস্যজনক একটা ভুল সিদ্ধান্তকে টানাটানি করিয়া ব্যাখ্যান ক্ষেত্রে আনিবার একটা অমানুষিক চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর মহামায়ার কেশ এবং সেই কেশগুলিকে টানিয়া আনিলে সঙ্গে সঙ্গে মহামায়াও ব্যাকুল হইয়া আসিবেন মনে করা অত্যদ্ভুত কল্পনার কার্য্য! সুখের বিষয় নাগোজী ভট্ট প্রভৃতি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে বিহ্বল শব্দের অর্থে "ভয়াদিনাভিভূত" লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ সকলের কোন একটি অর্থে বিহ্বল শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয় না। মানুষ কামে বিহ্বল হইয়া থাকে, ক্রোধে বিহ্বল হইয়া থাকে, গর্ব্বে বিহ্বল হয়, ভয়েও বিহ্বল হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ সকলেই অবগত আছেন। এই ভাবেই সচরাচর "বিহ্বল" শব্দের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। এই সকল স্থানে, কেবল কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, ভয় জনিত মানসিক আবেগে মানুষের আত্মহারা বা হিতাহিত জ্ঞানহারা ভাবটিকেই বুঝাইয়া থাকে। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে রাবণ কামে বিহ্বল হইয়া সীতা হরণ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধন গর্ব্বে বিহ্বল হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। এ স্থানেও সম্ভবতঃ ঐরূপ সহজ বোধ্য অর্থেই "বিহ্বল" শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দেবীকে কেশে ধরিয়া লাঞ্ছিত, ব্যথিত ও হীন

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারিগণ এ দুর্গম পথে না যাইয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম পথ ধরিয়া "বিহ্বলা" শব্দের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। তদপেক্ষাও স্থানোপযোগী বিহ্বলা শব্দের আর একটি অর্থ সার মনিয়ার উইলিয়ম কৃত সংস্কৃত অভিধান অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। তাহা এই,—"Afflicted."

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে "সাধনসমর" নামক বাঙ্গলা গ্রন্থের লেখক "শান্তনবী" টীকাকারের কল্পনাশক্তিকেও অতিক্রম করিয়া "কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্" বাক্যের এইরূপ একটি বিচিত্র অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রথমতঃ কেশাকর্ষণ শব্দটির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। (ক+অ+ঈশ) ক শব্দের অর্থ ব্রহ্মা অকারের অর্থ বিষ্ণু এবং ঈশ শব্দের অর্থ মহেশ্বর। এইরূপ একাক্ষর কোশ অভিধান অনুসারে অর্থ করিয়া এই যে একটা কষ্ট কল্পনা করা, ইহা শুধু আমাদের উদ্ভাবিত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণই ইহার পথ প্রদর্শক। কালীর ধ্যানে-"মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" পদের অর্থ করিতে গিয়া কোন টীকাকার বলিয়াছেন, "মুক্তাঃ কেশাঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ যয়া সা মুক্তকেশী।" * * * "যাহা হউক্ ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিত্যাদি শক্তিত্রয়ই মায়ের কেশ শব্দের অর্থ। এই তিন শক্তিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিলেই চিতিশক্তি হীনবল হইয়া পড়িবে, তখন আর তাঁহার আত্মানুভূতি পর্য্যন্ত থাকিবে না। সুতরাং বিনষ্টগৌরবা হইয়া পড়িবেন। দূত এইরূপ চিন্তা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।"

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—"বিহ্বলাং ব্যাকুলাম্।" মানুষে কখনও কোন স্থানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, কেহ বা ক্ষুধাতুর হইলে কিছু খাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এস্থানে দেবী মহামায়া নিশ্চয়ই শুম্ভ নিশুম্ভ নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন নাই, অথবা কিছু আহারের জন্যও তিনি সে সময়ে ব্যাকুল ছিলেন না। শুম্ভ নিশুম্ভ দর্শন জন্য ধূম্রলোচনদ্বারা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া আনিবার চেষ্টা করাও সম্ভবিতে পারে না। এই দৃষ্টিতে, এখানে "ব্যাকুল" অর্থে "বিহ্বল" শব্দ যে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এস্থানে শুম্ভ নিশুম্ভের উক্তিতে দেবীকে কেশাকর্ষণদ্বারা লাঞ্ছিতা অবমানিতা এবং সংজ্ঞাহীনা করিয়া আনিবার কঠোর আদেশ ধূম্রলোচন প্রতি প্রদত্ত হইয়াছিল ইহাই মনে করিতে হইবে।

চৈতন্য করিয়া আনয়ন করিবার আদেশ দেওয়া ভিন্ন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া আনিবার আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।

৩৯৬ সংখ্যক শ্লোকে যে শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই শুম্ভ নিশুম্ভ কিরূপ অসুর ছিলেন? চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যেরূপ রণক্ষেত্রে মহিষাসুরের সৈন্যদলের উপস্থিতি সময় হইতে মহিষাসুরের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে, মহিষাসুরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সেখানে কিছুই প্রদত্ত হয় নাই, সেইরূপ তৃতীয় খণ্ডে বা উত্তর চরিত্রেও শুম্ভ নিশুম্ভের পূর্ব্বের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল যুদ্ধারম্ভের সময় হইতে শুম্ভ নিশুম্ভের কথার সূত্রপাত করা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিত্য পাঠের সুবিধার্থে দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আয়তন সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে যদিও পূর্ব্বের ইতিহাস অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেবাসুর যুদ্ধ-সাময়িক বর্ণনা, মাহাত্ম্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই ব্যাখ্যান পুস্তিকাখানি এক্ষণে শাস্ত্রতত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন-সমুৎসুক আধুনিক শিক্ষিত পাঠকগণের সম্মুখে সংস্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাতে এক্ষেত্রে, গ্রন্থ আয়তন সঙ্কোচের ঐরূপ কোনই আবশ্যক দেখা যায় না; কাজেই শুম্ভ নিশুম্ভ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কি অবস্থাতে কোথায় ছিলেন, কোথায় কি ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কি উপায়ে অসাধারণ দৈহিক শক্তি আয়ত্ত করিয়া দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইত্যাদি শুম্ভ নিশুম্ভ সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি নানা পুরাণ ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সযত্নে সঙ্কলন করিয়া ইতি পূর্ব্বে ২৬১ সংখ্যক শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং এখানেও আরও কিঞ্চিৎ বিশদ ভাবে সন্নিবেশের চেষ্টা করা যাইতেছে। চিত্রপটের কোন মূর্ত্তির ভাবকে সমুজ্জ্বল করিতে হইলে যেমন পটের পৃষ্ঠদেশের বৃক্ষলতা বা অট্টালিকাদির সৌন্দর্য্য রক্ষার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হয়, সেইরূপ যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিক বর্ণনাকেও পরিস্ফুট করিতে হইলে, সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ প্রধান দেবদানবগণের জীবননাট্যের পূর্ব্ব ঘটনারও কিঞ্চিৎ বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়। এই বিবেচনাতে শুম্ভ নিশুম্ভের এবং তাঁহাদের পার্শ্বচর রক্তবীজাদি দৈত্যের জীবনচরিতের পূর্ব্বকালীন ঘটনাবলী হইতে দুই চারিটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে।

২৬১ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতি পূর্ব্বে বামনপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে,—শুম্ভ নিশুম্ভ মহামুনি কশ্যপের পুত্র ছিলেন। অগ্নিপুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভকে প্রহ্লাদের পৌত্র এবং গবেষ্ঠির পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইরূপ উক্তির

সামঞ্জস্য রক্ষা কিরূপে হইতে পারে তাহার চেষ্টাও ঐ স্থানে করা হইয়াছে, এজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় শক্তি উপাসক মধুকৈটভ নারায়ণ হস্তে নিহত হইবার সময়ে তাঁহাদের উপাস্যা দেবী পরমাশক্তিকে স্মরণ করিয়া দেবীর নিকট অতি কাতরভাবে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন যে—নারায়ণ হস্তে বধ হওয়াতে অন্তিমকালে দেবীর সম্মুখে দেবীর হস্তে দেহপাতের বাসনা তাঁহাদের পরিপূর্ণ হইল না ইহাই তাঁহাদের দুঃখ রহিল। সেই সময়ে দেবী ঐ অসুরদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে; শুম্ভ নিশুম্ভ নামে তোমরা আবার জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সেই সময়ে আমার হস্তে তোমাদের নিহত হইবার বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। কোনও কোনও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে নারায়ণ হইতে ঐরূপ বর তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৪১২)।

শুম্ভ নিশুম্ভ পাতাল নিবাসী দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও শৈশবকাল হইতে দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন এবং যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে যোগাবলম্বন করিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যাতে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরম পবিত্র পুষ্করতীর্থে অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া অযুত বর্ষ তপস্যানুষ্ঠানের ফলে তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন (৪১৩)। ব্রহ্মার নিকট তাঁহারা অমর হইবার বরপ্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"ত্রিলোক মধ্যে কেহই কাহাকেও অমর করিতে সমর্থ নহেন। জীবমাত্রকে জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (৪১৪)। শুম্ভ নিশুম্ভের অন্তঃকরণের অন্তরালে দেবী হস্তে নিহত হইবার উচ্চ বাসনা যে লুক্কায়িত ছিল, তাহারই কারণে তাঁহারা তখন ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন যে—দেবতা, দানব, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি কোন পুরুষ দেহ-ধারীর হস্তে তাঁহাদের মৃত্যু না হয় ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা। তথাস্তু বলিয়া অসুর ভ্রাতৃদ্বয়ের বাসনা

(৪১২) ৩১৩ সংখ্যক টীকাতে উদ্ধৃত মৎস্যপুরাণের উক্তি দ্রষ্টব্য।

(৪১৩) ৩১১ সংখ্যক টীকাতে উদ্ধৃত ভাগবতপুরাণের উক্তি দ্রষ্টব্য।

(৪১৪) "ব্রহ্মোবাচ। কিমিদং প্রার্থনীয়ং বো বিপরীতন্তু সর্ব্বথা। অদেয়ং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেভ্যো ভুবনত্রয়ে॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। মর্য্যাদা বিহিতা লোকে পূর্ব্বং বিশ্বকৃতা কিল॥
মর্ত্তব্যং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্নাত্র সংশয়ঃ। অন্যং প্রার্থয়তং কামং দদামি যচ্চ বাঞ্ছিতম্॥"
"তদাকর্ণ্য বচস্তস্য সুবিমৃশ্য চ দানবৌ। উচতুঃ প্রণিপত্যাথ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্॥
পুরুষৈরমরাদ্যৈশ্চ মানবৈর্মৃগপক্ষিভিঃ। অবধ্যত্বং কৃপাসিন্ধো দেহি নৌ বাঞ্ছিতং বরম্॥" (ভাগবত)

পূর্ণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন (৪১৫)। এক্ষণে দেববলে মহা বলীয়ান্ দৈত্যদ্বয় তাঁহাদের গুরু ভৃগুমুনি সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, ভৃগুমুনি তাঁহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ শুম্ভকে স্বর্ণময় রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন (৪১৬)। শুম্ভ দানবকুলের অধিপতি পদ অধিকার করিলে নানা স্থান হইতে মহাবল দৈত্যগণ আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল এবং অধীনতা স্বীকার করিল। মহিষাসুরের অনুরক্ত ভক্ত ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দৈত্যগণ, যাঁহারা এতদিন লুক্কায়িত ছিল তাহারা বহুকাল পরে পাতাল পুরি হইতে উঠিয়া আসিয়া এই সময়ে শুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল (৪১৭)। কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় রক্তবীজ দৈত্য মহিষাসুরের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন (৪১৮)।

শুম্ভনিশুম্ভ সম্বন্ধে বামনপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—শুম্ভনিশুম্ভের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রথম যুদ্ধের অবসানে যখন দেবতাগণ পরাজিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রস্থান করিলেন, তখন কোন এক স্থানে রক্তবীজ দৈত্যের সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রক্তবীজ শুম্ভ নিশুম্ভের বীরত্ব দেখিয়া চমকিত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনারা উভয়ে কাহার

---

(৪১৫) "ব্যাস উবাচ। ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্। ব্রহ্মা প্রসন্নমনসা জগামাথ স্বমালয়ম্॥"

(৪১৬) "গতেঽথ ভবনে তস্মিন্ দানবৌ স্বগৃহং গতৌ। ভৃগুং পুরোহিতং কৃত্বা চক্রতুঃ পূজনং তদা॥
শুভে দিনে সুনক্ষত্রে জাতরূপময়ং শুভম্। কৃত্বা সিংহাসনং দিব্যং রাজ্যার্থং প্রদদৌ মুনিঃ॥" (ভাগবত)

(৪১৭) "শুম্ভায় জেষ্ঠভূতায় দদৌ রাজ্যাসনং শুভম্। সেবনার্থং দদৈবাশু সম্প্রাপ্তা দানবোত্তমাঃ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ ভ্রাতরৌ বলদর্পিতৌ। সম্প্রাপ্তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ রথবাজিগজান্বিতৌ॥
ধূম্রলোচননামা চ তদ্রূপশ্চণ্ডবিক্রমঃ। শুম্ভঞ্চ ভূপতিং শ্রুত্বা তদাগাদ্ বলসংবৃতঃ॥
রক্তবীজস্তথা শূরো বরদানবলাধিকঃ। অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তস্তত্রৈবাগত্য সঙ্গতঃ॥
তস্যৈকং কারণং রাজন্ সংগ্রামে যুধ্যতঃ সদা। দেহাদ্রুধিরসম্পাতস্তস্য শস্ত্রাহতস্য চ॥
জায়তে চ যদা ভূমাবুৎপদ্যন্তে হ্যনেকশঃ। তাদৃশাঃ পুরুষাঃ ক্রূরা বহবঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥
সম্ভবন্তি তদাকারাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥" (ভাগবত)

(৪১৮) "মহিষী সা পতিং দৃষ্ট্বা চিতায়াং রোপিতং তদা। প্রবেষ্টুং সা মতিং চক্রে পতিনা সহ পাবকম্॥
বার্য্যমাণাপি যক্ষৈঃ সা প্রবিবেশ হুতাশনম্। জ্বালমালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভম্॥
মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ। রক্তোপ্যন্যদ্বপুঃ কৃত্বা নিঃসৃতঃ পুত্রবৎসলঃ॥
রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাতো মহিষোঽপি মহাবলঃ। অভিষিক্তস্তু রাজ্যেঽসৌ হয়ারিরসুরোত্তমৈঃ॥
এবং স মহিষো জাতো রক্তবীজশ্চ বীর্য্যবান্। অবধ্যস্তু সুরৈর্দ্দৈত্যৈর্মানবৈশ্চ নৃপোত্তম॥" (ভাগবত)

তনয় ? আপনাদের বাসস্থান কোথায় ? এবং আপনাদের পরিচয় জানিবারই বা উপায় কি ? আপনাদিগের এরূপ অসাধারণ বলবীর্য্য এবং প্রভাবই বা কি প্রকারে আপনারা আয়ত্ত করিলেন?" রক্তবীজ কর্ত্তৃক এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া শুম্ভ তাহার আত্ম পরিচয় তৎকালে যেরূপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ঐ পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; শুম্ভ কহিলেন,— আমি দনুর পুত্র। শুম্ভ নামে আমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আর ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার নাম নিশুম্ভ। এই নিশুম্ভের হস্তেই দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হইয়াছেন এবং দিবাকর প্রভৃতি দেবতাগণ ইহার নিকটেই বহুবার সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কত যে বীর-শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ যুদ্ধে এই নিশুম্ভের নিকটে নতমস্তক হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রক্তবীজ, তুমি যে বলিলে তুমি পুরাকালে মহিষাসুরের একজন পার্শ্বচর ছিলে সেই মহিষাসুর যে দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং যে দেবী কর্ত্তৃক তোমরা দেবলোক হইতে নিস্কাষিত হইয়া পাতাল পুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই মহিষমর্দ্দিণী দেবীকে আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাঁহাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে পরাস্ত করিব (৪১৯)। ইহার পরে চণ্ডমুণ্ডও আসিয়া সেই স্থানে রক্তবীজের সহিত সম্মিলিত হইল এবং শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে হিমালয় অবস্থিতা কৌশিকী দেবীর অসামান্য রূপযৌবনের বিবরণ প্রকাশ করিল (৪২০)।

---

(৪১৯) "শুম্ভনিশুম্ভাবূচতুঃ। অহং শুম্ভ ইতি খ্যাতো দনোঃ পুত্রস্তথৌরসঃ। নিশুম্ভোঽয়ং মম ভ্রাতা কনীয়াঞ্ছক্রদর্পহা ॥
অনেন বহুশো দেবাঃ সেন্দ্ররুদ্রদিবাকরাঃ। সমেত্য নির্জিতা বীরা যে চান্যে বলবত্তরাঃ।
তদুচ্যতাং কথং দৈত্যো নিহতো মহিষাসুরঃ। যাবত্তান্ ঘাতয়িষ্যাবঃ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ ॥
ইত্থং তয়োস্তু বদতোর্নর্ম্মদায়াস্তটে মুনে। জলবাসাদ্বিনিক্রান্তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ চ দানবৌ ॥
ততোঽভ্যেত্য সুরেশ্রেষ্ঠৌ রক্তবীজং সমাশ্রিতৌ। উচতুর্বচনং শ্লক্ষ্ণং কোঽয়ং তব পুরঃসরঃ ॥
স চোভৌ প্রাহ দৈত্যোঽসৌ শুম্ভো নাম সুরার্দ্দনঃ। কনীয়ানস্য চ ভ্রাতা দ্বিতীয়ো হি নিশুম্ভকঃ ॥
এতাবাশ্রিত্য তাং দুষ্টাং মহিষঘ্নীং ন সংশয়ঃ। অহং বিবাহয়িষ্যামি রত্নভূতাং জগত্ত্রয়ে ॥" (বামনপুরাণ)

(৪২০) "চণ্ড উবাচ। ন সম্যগুক্তং ভবতা রত্নার্হোঽসি ন সাম্প্রতম্। যঃ প্রভুঃ স্যাৎ স রত্নার্হস্তস্মাচ্ছুম্ভায় যোজ্যতাম্ ॥
তদা চচক্ষে শুম্ভায় নিশুম্ভায় চ কৌশিকীম্। ভূয়োঽপি তদ্বিধাং জাতাং কৌশিকীং রূপশালিনীং ॥
ততঃ শুম্ভো নিজং দূতং সুগ্রীবং নাম দানবম্। দৈত্যঞ্চ প্রেষয়ামাস সকাশং বিন্ধ্যবাসিনীম্ ॥
স গত্বা তদ্বচঃ শ্রুত্বা দেব্যাগত্য মহাসুরঃ। নিশুম্ভশুম্ভাবাহেদং মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥
সুগ্রীব উবাচ। যুবয়োর্ব্বচনাদ্দেবী প্রদিষ্টা দৈত্যনায়কৌ। গতবানহমত্রৈব তামহং বাক্যমব্রুবম্ ॥
যথা শুম্ভোঽতি বিখ্যাতঃ ককুদং দানবেষ্বপি। স ত্বাং প্রাহ মহাভাগে প্রভুরস্মি জগত্ত্রয়ে ॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হিমালয় শিখরে অবস্থিতা অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না দেবীর কথা চণ্ডমুণ্ড মুখে শুনিয়া অসুররাজ শুম্ভ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণের যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন এবং দূতের সহিত দেবীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল এবং তৎপরে দেবীর সহিত যে ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এজন্য অন্যান্য পুরাণ হইতে ঐ সম্বন্ধীয় ইতিহাস এখানে সংগ্রহ করা অনাবশ্যক। এই ঘটনার পূর্ব্বে শুম্ভনিশুম্ভ সহিত দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরও যে সকল ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল স্কন্দপুরাণে ও বামনপুরাণে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সিদ্ধিদাতা গণেশের সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের ভীষণ যুদ্ধে প্রিয় বাহন মুষিকের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে গণেশের রোদন এবং রণভূমি হইতে পলায়নের বিবরণ অন্যান্য পুরাণে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নের টীকাতে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল (৪২১)। মহাদেবের সহিতও এক সময়ে শুম্ভ নিশুম্ভের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে দুষ্টবুদ্ধি নিশুম্ভ মহাদেবকে পার্ব্বতীর দুর্দ্দশা দেখাইয়া ব্যথিত করিয়া পরাস্ত করিবার জন্য রোরুদ্যমানা কৃত্রিম পার্ব্বতীকে রথে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে থাকায় মহাদেব তদ্দৃষ্টে শুম্ভনিশুম্ভের দুষ্ট রণকৌশল বুঝিতে পারিয়া অসুরদ্বয় প্রতি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, "তোরা আজি পার্ব্বতীর কৃত্রিম মূর্ত্তি লইয়া উহাতে আঘাত করিয়া যেরূপ কৌতুক করিতেছিস্, তেমনি এক দিন

যানি স্বর্গে মহাপৃষ্ঠে পাতালে চাপি সুন্দরি। রত্নানি সন্তি তাবন্তি মম বেশ্মনি নিত্যশঃ॥
ত্বমুক্তা চণ্ডমুণ্ডাভ্যাং রত্নভূতা কৃশোদরী। তস্মাদ্ ভজস্ব মাং বা ত্বং নিশুম্ভং বা মমানুজম্॥
সা চাহ মাং বিহসতী শৃণু সুগ্রীব মদ্বচঃ। সত্যমুক্তং ত্রিলোকেশঃ শুম্ভো রত্নার্হ এব চ॥
কিং ত্বস্তি দুর্বিনীতায়া হৃদয়ে মে মনোরথঃ। যো মাং বিজয়তে যুদ্ধে স ভর্ত্তাস্যান্মহাসুরঃ॥"
"ময়া চোক্তাবলিপ্তাসি যো জয়েৎ সসুরাসুরান্। স ত্বাং কথং ন জয়তে সা ত্বমুত্তিষ্ঠ ভামিনী॥
সাথ মাং প্রাহ কিং কুর্ম্মো যদনালোচিতঃ কৃতঃ। মনোরথস্তু তদ্ গচ্ছ শুম্ভায় ত্বং নিবেদয়॥
তয়ৈবমুক্তস্ত্বভ্যাগাৎ ত্বৎসকাশং মহাসুরঃ। তাং চাগ্নিকোটিসঙ্কাশাং মত্বৈব কুরু যৎক্ষমম্।
প্রাহ দূতং ত্বিদং শুম্ভো দানবং ধূম্রলোচনম্॥" (বামন পুরাণ)

(৪২১) "অথ শুম্ভো গণেশশ্চ রথমূষকবাহনৌ। যুধ্যমানৌ শরব্রাতৈঃ পরস্পরমবিধ্যতাম্॥
গণেশস্তু তদা শুম্ভং হৃদি বিব্যাধ পত্রিণা। সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে॥
ততোঽতিক্রুদ্ধঃ শুম্ভোঽপি বাণষষ্ঠ্যা গণাধিপম্। মূষকঞ্চ ত্রিভির্বদ্ধা ননাদ জলদস্বনঃ॥
মূষকঃ শরভিন্নাঙ্গশ্চচাল দৃঢ়বেদনঃ। লম্বোদরশ্চ পতিতঃ পদাতিরভবন্নৃপ॥" (স্কন্দপুরাণ)

পার্ব্বতীর হাতের অস্ত্রাঘাতেই তোদের মরণ হইবে” (৪২২)। ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবে বলিয়াই মহাদেবের মুখে এইরূপ উক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল কিম্বা মহাদেবের মুখেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল বলিয়াই দেবীহস্তে শুম্ভনিশুম্ভনিপাত হইয়াছিল, এ প্রশ্নের সুমীমাংসা সাধারণ মানুষের করিবার সামর্থ্য নাই।

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। বামনপুরাণ হইতে নিম্নের টীকাতে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে, চণ্ডমুণ্ড আসিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ নিকটে হিমালয় শেখরে অবস্থিতা যে অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না রমণীর কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, “কৌশিকী” নামেই তিনি সেই রমণীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে ৩৪৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—চণ্ডিকার দেহরূপ কোষ হইতে কৃষ্ণবর্ণা যে দেবী নির্গতা হইয়াছিলেন, তাঁহাকে “কৌশিকী” নামে সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধা করা হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের প্রায় সকল টীকাকার এবং ব্যাখ্যা কর্ত্তাগণ কৃষ্ণবর্ণা কৌশিকীর আবির্ভাবের কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন আর সুমনোহররূপা নবযৌবনসম্পন্না রমণীমূর্ত্তিতে অম্বিকা তথাতে বিরাজ করিতে লাগিলেন লিখিয়াছেন। চণ্ডমুণ্ড এই অম্বিকাকেই দেখিয়া অম্বিকারই অসামান্য রূপের কথা শুম্ভনিশুম্ভকে জানাইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহারা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিয়া ৩৯৭ সংখ্যক টীকাতে অম্বিকাই কৌশিকীদেবী এবং তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইলেও চণ্ডমুণ্ডের চক্ষে পরমা সুন্দরীরূপে প্রতীয়মানা হইয়াছিলেন লিখা হইয়াছে। বামনপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে চণ্ডমুণ্ডের মুখে “কৌশিকী” নামের উল্লেখ থাকায় এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে।

চণ্ডমুণ্ড দৈত্যের মুখে হিমালয় সংস্থিতা কৌশিকীদেবীর অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ দেবাসুর যুদ্ধে বিজয়ী গর্ব্বিত শুম্ভ তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শুম্ভ নিশুম্ভ কৌশিকীদেবীকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া লাভ করিবার জন্য প্রথমে যখন ষাইট হাজার দৈত্য সহ ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করেন এবং পরে রক্তবীজাদি মহাশক্তিমান্ দৈত্যগণের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যকতা যখন উপলব্ধি করিয়াছিলেন তখন ইহাও বুঝিতে হইবে, স্বর্গ বিজয় হইতেও এই দেবীকে আয়ত্ত করা তিনি মনে মনে অতিশয় দুষ্কর কার্য্য

---

(৪২২) “নারদ উবাচ। ততো জলন্ধরো দৃষ্ট্বা রুদ্রমদ্ভুতবিক্রমম্। চকার মায়য়া গৌরীং ত্র্যম্বকং মোহয়ন্নিব ॥
রথোপরি চ তাং বদ্ধাং রুদন্তীং পার্ব্বতীং শিবঃ। নিশুম্ভপ্রমুখাদ্যৈশ্চ বধ্যমানাং দদর্শ সঃ ॥
গৌরীং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা শিবোঽপ্যুদ্বিগ্নমানসঃ। অবাঙ্মুখঃ স্থিতস্তূষ্ণীং বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমম্ ॥
ততঃ শাপং দদৌ রুদ্রস্তয়োঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ। মম যুদ্ধাদপক্রান্তৌ গৌর্য্যা বধ্যৌ ভবিষ্যথঃ ॥” (স্কন্দপুরাণ)

বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি ইহার পূর্ব্বে অনেক বার ইন্দ্রের সহিত কখন বা কার্ত্তিক গণেশের সহিত, কখন বা মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের অসাধারণ তপস্যাসঞ্জাত বিপুল বলে অল্পায়াসে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন (৪২৩)। মহাদেবের সহিত যুদ্ধ সময়ে শুম্ভনিশুম্ভ দানবীয় ধূর্ত্ত বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত যে যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ পরাজিত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ সহিত মিলিত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন আবার কোন পুরাণে এরূপও বর্ণিত হইয়াছে যে স্বর্গ বিজয়ের পরে রক্তবীজ ও চণ্ডমুণ্ডাদি দৈত্যগণ সহ শুম্ভ নিশুম্ভের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল (৪২৪)। পুনঃ পুনঃ স্বর্গ আক্রমণ করিয়া শেষ যুদ্ধে শুম্ভ নিশুম্ভ স্বর্গ বিজয় করিয়া দেবতাগণকে

---

(৪২৩) "ভগ্নাং গণভয়াৎ সেনাং দৃষ্ট্বামর্ষযুতা যযুঃ। নিশুম্ভশুম্ভৌ সেনান্যৌ কালনেমিশ্চ বীর্য্যবান্॥
ত্রয়স্তে বারয়ামাসুর্গণসেনাং মহাবলাঃ। মুঞ্চন্তঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃষীব বলাহকাঃ॥
ততো দৈত্যশরৌঘাস্তে শলভানামিব ব্রজাঃ। রুরুধুঃ খং দিশঃ সর্ব্বা গণসেনামকম্পয়ন্॥
গণাঃ শরশতৈর্ভিন্না রুধিরাসারবর্ষিণঃ। বসন্তে কিংশুকাভাসা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ভিন্নাশ্ছিন্নাস্তদা গণাঃ। ত্যক্ত্বা সংগ্রামভূমিন্তে সর্ব্বেঽপি বিমুখাঽভবন্॥" (স্কন্দপুরাণ)
"নারদ উবাচ। তে গণাধিপতীন্ দৃষ্ট্বা নন্দীভমুখষণ্মুখান্। অমর্ষাদভ্যধাবন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধায় দানবাঃ।
নন্দিনং কালনেমিশ্চ শুম্ভো লম্বোদরং তথা। নিশুম্ভঃ ষণ্মুখং বেগাদভ্যধাবত দংশিতঃ॥
নিশুম্ভঃ কার্ত্তিকেয়স্য ময়ূরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ। হৃদি বিব্যাধ বেগেন মূর্চ্ছিতঃ স পপাত চ॥
ততঃ শক্তিধরঃ শক্তিং যাবজ্জগ্রাহ রোষিতঃ। তাবন্নিশুম্ভো বেগেন স্বশক্ত্যা তমপাতয়ৎ॥" (স্কন্দপুরাণ)

(৪২৪) শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যগণের সম্মেলন কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবী মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—শুম্ভনিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়, মহাবল রক্তবীজ এবং চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিয়া আমাদিগকে স্বর্গ হইতে বহিস্কার করিয়া দিয়াছে। যথা—

"অদ্য শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ঘোরদর্শনৌ। উৎপন্নৌ বিঘ্নকর্ত্তারাবহন্তৌ পুরুষৈঃ কিল॥
রক্তবীজশ্চ বলবাংশ্চণ্ডমুণ্ডৌ তথাসুরৌ। এতৈরন্যৈশ্চ দেবানাং হৃতং রাজ্যং মহাবলৈঃ॥
গতিরন্যা ন চাস্মাকং ত্বমেবাসি মহাবলে। কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ দুঃখিতানাং সুমধ্যমে॥" (ভাগবত)

বামনপুরাণের উক্তি কিছু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে জানা যাইতেছে, রক্তবীজ সহিত প্রথম পরিচয় সময়ে শুম্ভ বলিয়াছিলেন, এই নিশুম্ভ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং এই নিশুম্ভের হস্তেই দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ঐতিহাসিক বর্ণনা বিরোধের স্থল দূর হইতে পারে। শুম্ভ নিশুম্ভ কেবল দেবতাগণ সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দেহ ত্যাগ এবং পুনঃ পুনঃ নরদেহ গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণের অশান্তি উদ্ভব করিয়াছেন, ইহাও পুরাণের বর্ণনা দৃষ্টে জানিতে পারা যাইতেছে (৪২৫)।

দেবতাগণ পরাজিত হইয়াছেন। এমত অবস্থাতে রক্তবীজ এবং চণ্ডমুণ্ডাদি দৈত্যগণের সাহায্যে শুম্ভনিশুম্ভ আমাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত এবং স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের এরূপ উক্তির এবং শুম্ভের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা কিরূপে হইতে পারে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে,—রক্তবীজের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে একবার শুম্ভনিশুম্ভ কর্ত্তৃক দেবতাগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, রক্তবীজাদির সহিত পরিচয়ের পরে তাহাদের সহিত একত্রিত হইয়া আবার স্বর্গ আক্রমণ করিয়া শুম্ভনিশুম্ভ স্বর্গবিজয় এবং দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। শুম্ভনিশুম্ভ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বারম্বার যে দেবতাগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পুরাণের বর্ণনা দৃষ্টে তাহা নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যাইতেছে।

(৪২৫) কাহারও কাহারও মনে একটা সন্দেহ মূলক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় একবার নারায়ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা আবার শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যরূপে দেবীহস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন কিরূপে? পুরাণে দেবী মহামায়ার নিজ মুখের উক্তিতেই এরূপ প্রশ্নের সমাধান হইয়া রহিয়াছে। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—দেবী এক সময়ে মহিষাসুরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, আদি সৃষ্টিতে আমি উগ্রচণ্ডা দেবীরূপে তোমাকে একবার নিহত করিয়াছিলাম। তৎপরে দ্বিতীয় বারে ভদ্রকালীরূপে আমি আর একবার তোমাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আবার দুর্গারূপে আমি তোমাকে বিনাশ করিব। যথা—

"আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডামূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা। দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ॥
দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগম্। কিন্তু পূর্ব্বং ন গৃহীতস্ত্বং ময়া পাদয়োস্তলে॥
অধুনা প্রার্থিতবরো গৃহীতঃ পূর্ব্বকাময়োঃ॥" (কালিকাপুরাণ)

মধুকৈটভ নিজেও ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, একবার নিহত হইয়া আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুগে যুগে আমরাই ধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া থাকি এবং লোকের অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকি। যথা—

"মধুকৈটভাবূচতুঃ। নাবয়োঃ পরমং লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামতে। আবাভ্যাং ছাদ্যতে বিশ্বং তমসা রজসাথ বৈ॥
রজস্তমময়োবাবামৃষিণামবিলঙ্ঘিতৌ। ছাদ্যমানৌ ধর্ম্মশীলৌ দুস্তরৌ সর্ব্বদেহিনাম্॥
আবাভ্যামুহ্যতে লোকো দুষ্করাভ্যাং যুগে যুগে। আবামর্থশ্চ কামশ্চ যজ্ঞঃ স্বর্গপরিগ্রহঃ॥
সুখং যত্র মুদা যুক্তং যত্র শ্রীঃ কীর্ত্তিরেব চ। যেষাং যৎ কাঙ্ক্ষিতঞ্চৈব তত্তদাবাং বিচিন্তয়॥" (মৎস্যপুরাণ)

দেবদেবী হস্তে নিহত হইয়া মহিষাসুর মুক্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ জগতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে, নারায়ণ হস্তে নিপাত হইয়া, মধুকৈটভ মুক্তিপথ পাইবার পরেও আবার শুম্ভ নিশুম্ভ হইয়া বিশ্বসংসারে আসিয়া আবির্ভূত হইতে না পারিবেন কেন? শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে রাবণের বধ হওয়াতে যে রাবণ মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই মুক্ত রাবণ আবার কংস রূপে মথুরাতে আসিয়া অসুরকুলে আবির্ভূত হইলেন কিরূপে? এইরূপ পুরাণ বর্ণিত শত শত ঘটনাদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে,—শুম্ভনিশুম্ভরূপে মধুকৈটভের যুগযুগান্ত পরে জগতে পুনরাবির্ভাব হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ব্যাপার নহে।

দেব্যুবাচ ॥৩৯৮॥

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥৩৯৯॥

ঋষিরুবাচ ॥৪০০॥

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥৪০১॥
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥৪০২॥
ততো ধূতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥৪০৩॥
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান স মহাসুরান্ ॥৪০৪॥
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥৪০৫॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ ॥৪০৬॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥৪০৭॥

৩৯৮ হইতে ৪০৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবী বলিলেন,—তুমি দৈত্যেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, বলবান্ এবং সৈন্যবেষ্টিত। যদি এই ভাবে আমাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাও তাহা হইলে আমি কি করিব? ঋষি বলিলেন— সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সেই দেবীর দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর দেবী অম্বিকা হুঙ্কারদ্বারাই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অসুরদিগের মহা সৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী অম্বিকাকে তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি এবং কুঠারদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তদনন্তর দেবীর নিজ বাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ অসুর সেনার মধ্যে লম্ফ দিয়া পতিত হইল। কোন কোন দৈত্যকে কর প্রহারদ্বারা, অপর কাহাকে কাহাকে মুখদ্বারা এবং অন্যান্য মহাসুরদিগকে অধরদ্বারা আক্রমণ করিয়া সেই সিংহ বধ করিয়া ফেলিল। সেই সিংহ নখদ্বারা কোন কোন অসুরের কোষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, সেইরূপ চপেটাঘাতে মস্তক সমূহ (দেহ হইতে) পৃথক করিয়া ফেলিল। অপর কতকগুলি দৈত্যের বাহু এবং শির সিংহকর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইল.এবং কেশর কম্পিত করিয়া সেই সিংহ অপর কতকগুলি দৈত্যের উদর হইতে রক্ত পান করিতে লাগিল। সেই দেবীবাহন মহাত্মা সিংহ অতিশয় কুপিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত অসুর সৈন্য ক্ষয় করিয়া ফেলিল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪০১ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী অভিমুখে ধাবিত ধূম্রলোচন দৈত্য পথি মধ্যে দেবীর হুঙ্কার শব্দেই, মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া গেল, কথিত হইয়াছে। কেবল কাহারও কণ্ঠ নিঃসৃত হুঙ্কার শব্দে কোনও দেব দানব মানব কিম্বা. পশুপক্ষী কখনও ভস্ম হইতে পারে কি? কেহ কেহ বলিবেন, না ইহা একেবারেই অসম্ভব। অনেকেরই নিকটে ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বর্ণনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বেদে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, পুরাণে নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছে, শব্দ শক্তিতে অনেক অসামান্য কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। শব্দ বিশেষের প্রভাবে নির্ব্বাত আকাশে প্রবল ঝটিকা বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। শব্দ শক্তিতে নির্ম্মল আকাশে মেঘের বিকাশ হইয়া বৃষ্টিপাত সংসাধিত হইতে পারে এবং শুষ্ক কাষ্ঠাদিতে অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহাকে মুহূর্ত্তে ভস্মস্তূপে পরিণত করিতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল তত্ত্ব এক্ষণে অল্প বিস্তর উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইথার প্রকম্পনে মেঘ আনয়ন করিতে পারে। ইথার শব্দের আধার। তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এদেশের ঋষিগণ "শব্দের" এবং তাহারই প্রকারান্তর "নাদের" এবং তাহারই প্রকারান্তর "মন্ত্রের" এইরূপ অনেক কার্য্যকরী শক্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা ভাবে তাঁহারা তাহার উল্লেখ রাখিয়া গিয়াছেন। শব্দের কার্য্যকরী শক্তিতে অবিশ্বাসী আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণের ভুল ধারণা চিত্ত হইতে বিদূরিত করিবার জন্য ব্যাখ্যার আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কা সত্ত্বেও এখানে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

ইতি পূর্ব্বে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের মহিষাসুর বধ আখ্যায়িকার অন্তর্ভূত ৩৩৬ সংখ্যক শ্লোকের "নাদ" শব্দার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে বেদের ও তন্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেবীর হুঙ্কার নাদের সহিত ওঙ্কার শব্দের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। চণ্ডী গ্রন্থের শক্রাদি-স্তুতি মধ্যে চণ্ডিকা দেবীকে "তুমি শব্দাত্মিকা দেবী" বলিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন, ইহাও ঐ স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। "অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্" ইত্যাদি শ্লোকে চণ্ডী গ্রন্থের মহিষাসুর বধ উপাখ্যানে দেবী চণ্ডিকাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নির এক নাম কালী। দেবী কালীরও এক নাম অগ্নিজিহ্বা।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥" (মুণ্ডক)

যিনি স্বয়ং শব্দরূপা, যিনি স্বয়ং ওঙ্কাররূপা, যিনি স্বয়ং হুঙ্কাররূপা বলিয়া বেদ, পুরাণের নানা স্থানে বর্ণিতা হইয়াছেন, তাঁহার অগ্নিময়ী হুঙ্কাররূপে তিনি এক্ষেত্রে প্রকটিতা হইয়া দৈত্য ধূম্রলোচনকে গ্রাস করিলেন বা তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন এরূপ বর্ণনা পড়িয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। কেবল যে বেদ, পুরাণের এবং তন্ত্রের নানা স্থানে লিপিবদ্ধ ঋষি বাক্য দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের এ স্থানের লিখিত দেবীকর্ত্তৃক হুঙ্কার নাদে দৈত্যকে ভস্মীভূত করিবার বর্ণনাকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে তাহাই নহে, পরন্তু ইয়োরোপীয়ান্ পুরাতত্ত্ববিৎ গ্রন্থকার-গণের লিখিত অনেক পুস্তকে এবং পূর্ব্ব ও মধ্য এসিয়াখণ্ডের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের সমাদৃত প্রাচীন

ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত নানা স্থানের উক্তিতে ও চণ্ডীগ্রন্থের এইরূপ বর্ণনার অন্তর্নিহিত সত্যকে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করিতেছে (৪২৬)।

---

(৪২৬) সার মনিয়ার উইলিয়াম্, তাঁহার সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে হুঙ্কার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"Hunkar—uttered with mystical sound, pronounced as an incantation."

"Incandescence" শব্দের অর্থে COLLIN'S GRAPHIC ENGLISH DICTIONARY গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"A white heat or the glowing whiteness of a body caused by intense heat."

এই দুইটি উক্তিকে একত্রিত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কোন দেহের শুক্লবর্ণ অত্যধিক তাপকে যে মানব বুদ্ধির অগোচর একরূপ শব্দ বিশেষ উচ্চারণ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বা পরিস্ফুট করিয়া উঠান হয় তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় স্থল বিশেষে "হুঙ্কার" শব্দে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। সার মনিয়ার উইলিয়াম্ আরও লিখিয়াছেন,—কোন কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে "শব্দকে" সাত শ্রেণীতে, কোন গ্রন্থে আট শ্রেণীতে, কোন গ্রন্থে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

"Sound is supposed to be sevenfold or eightfold or tenfold."

প্রাচীন কালে য়ুরোপে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বায়ুকে শব্দের জন্মদাতা সিদ্ধান্ত করিতেন। এখন তাহা আর কেহ করেন না। এখন বায়ুকে শব্দবাহক বলা হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর গতি প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইলের অধিক দেখা যায় না সে স্থলে ইথার তরঙ্গ আশ্রয় করিয়া শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইলেরও অধিক হয় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাম্র লৌহাদি ধাতু মধ্য দিয়াও বায়ু হইতে অনেক দ্রুতবেগে শব্দ যাতায়াত করিতে পারে। পৃথিবীর চারিদিকে বেষ্টিত বায়ুর গভীরতা (Homogeneous atmosphere) গড়ে পাঁচ মাইলের অধিক নহে কিন্তু শব্দের গতি ইহার বহুশত গুণ উর্দ্ধে উঠিতে পারে ইহাও বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে এখন আর বায়ুকেই একমাত্র শব্দবাহক বলা চলে না। এক্ষণকার বৈজ্ঞানিকগণ বলেন "ইথার" নামক অবোধ্য এক বস্তুতে কেবল ভূমণ্ডল নহে, সমস্ত বিশ্বকে সদা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার তরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া শব্দ যত দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতায়াত করিতে পারে এরূপ আর কিছুতেই নহে। এই ইথার তরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি তরঙ্গিত অবস্থাতে সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকে। এই তরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ঋষি কণ্ঠ নিঃসৃত প্রণব শব্দ চক্ষুর নিমেষে পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে যাইয়া পৌঁছিতে পারে জানিয়াই হয়ত পুরা কালের ঋষিগণ প্রাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য মুখী হইয়া এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে পশ্চিমদিকে সূর্য্য মুখী হইয়া প্রণব যুক্ত বেদমন্ত্রধ্বনিতে সূর্য্যদেবের স্তব করিতেন। প্রণব ধ্বনিতে যেমন সূর্য্যাদি দেবতাগণকে প্রসন্ন করা যাইতে পারে সেইরূপ "হুঙ্কার" ধ্বনিতে দৈত্য দানবগণকে অপ্রসন্ন ও অস্থির করিয়া উঠান যাইতে পারে জানিয়াই হয়ত তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা যাগ যজ্ঞ সময়ে হুঙ্কার শব্দ সংযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত, অপদেবতাগণকে অর্চ্চনা স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেন। এক এক প্রকার শব্দ উচ্চারণদ্বারা এক এক শ্রেণীর জীব জন্তুকে যে মোহিত এবং বিচলিত করা যাইতে পারে, ইহা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবীর বিশ্বভীতিকর হুঙ্কার নাদে ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইবার পরে, মহাবলী অসুর সৈন্যগণ এই ব্যাপারে ভীত না হইয়া বরং আরও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীর প্রতি ধাবমান হইল।

আধুনিক বিজ্ঞানেও স্থির করিয়াছে। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের আবিষ্কৃত শব্দতত্ত্ব বিস্তারিত রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Helmholtz কৃত Sensations of Tone গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

কোনও শ্রেণীর শব্দ কোমল বা শীতল ভাব বিকাশক, কোন শ্রেণীর শব্দ ভীষণ উগ্র বা উষ্ণ ভাব উদ্ভাবক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা শব্দকে যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নাম "বুদ্ধিহেতুকোঽবুদ্ধিহেতুকশ্চেতি।" অর্থাৎ বুদ্ধি বা জীবের বোধশক্তিমূলক শব্দ আর অবুদ্ধিমূলক শব্দ। "তত্রাবুদ্ধিহেতুকো মেঘাদিশব্দঃ" অর্থাৎ অবুদ্ধি হেতু জাত শব্দ মেঘাদির শব্দ। "বুদ্ধিহেতুকশ্চ দ্বিবিধঃ স্বাভাবিকঃ কাল্পনিকশ্চেতি।" কেহ কেহ এভাবে শব্দের শ্রেণী বিভাগ চেষ্টা না করিয়া অন্য পথ ধরিয়া শব্দকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—(১) পরা (২) পশ্যন্তি (৩) মধ্যমা (৪) বৈখরী। পরা বাক্ অর্থাৎ "পরাখ্য সূক্ষ্মতারস্বর।" "বাগ্ বৈ ব্রহ্ম, ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্ণা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে, পরা বা বাক্ শব্দ পরব্রহ্ম হইতে প্রণবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। প্রণবকে মূল ধরিয়া যে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ সন্ধ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় বা তেজোময় রূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও শব্দরূপা বা নাদরূপা পরমাশক্তিকে তেজোময়ী দেবীরূপে ধ্যান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী। সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥"

"মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে হুং-ফট্-কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।
মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নুতামাশ্রয়ে॥" (নীলতন্ত্র)

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রীর অন্তর্গত ভর্গ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ ভর্গঃ স উচ্যতে॥

শারদাতিলক গ্রন্থে লক্ষ্মণাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ। শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা॥"

কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"আসীদ্বিন্দুস্ততোনাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা। নাদরূপা মহেশানী চিদ্রূপা পরমা কলা॥"

তন্ত্রশাস্ত্রে (১) পরা (২) পশ্যন্তি (৩) মধ্যমা এবং (৪) বৈখরী নামধেয় চতুর্ব্বিধ শক্তিরূপা শব্দের স্থান আমাদের দেহের চারি প্রদেশে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"পরা বাঙ্‌মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা। হৃদি সা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা॥"

প্রপঞ্চসার গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তভাবঃ পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গা বুদ্ধিযুঙ্‌ মধ্যমাখ্যাঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্নাবদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘঃ॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তখন দেবী বাহন সিংহ কেশর কম্পিত করিয়া ভীষণ নিনাদে অসুর সেনাগণ মধ্যে যাইয়া লাফাইয়া পড়িলেন। ৪০৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত শুম্ভনিশুম্ভরণভূমে, এই প্রবল পরাক্রম-

---

তন্ত্রশাস্ত্রে, নাদ বা শব্দশক্তি মানবাদি জীবের নাভি হইতে হৃদয় পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইয়া কি ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানাদ্ মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ। নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শব্দবীজ নাদ যেরূপ আমাদের চৈতন্যময় দেহের নাভিদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হৃদয়পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইয়া পরে আবার কণ্ঠদেশে আসিয়া শব্দরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টির বীজ প্রণব শব্দ ও পরমাশক্তির নাভি মূল বা দেহ মূল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং পরমব্রহ্মের চৈতন্য ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া প্রথমতঃ বেদরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ক্রমে তাহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতা সকল এবং জল, স্থল, সাগর, নগর, গ্রাম, বন, উপবন, ভূচর, খেচর, জলচর জীবজন্তুরূপে উদ্ভাসিত হইয়া ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। এজন্য প্রণব শব্দকেই বিশ্ব সংসার সৃষ্টির মূল বলা হইয়া থাকে। যে ওঙ্কার নাদ বিশ্ব সৃষ্টির মূল, সেই ওঙ্কার নাদই হুঙ্কার নাদরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় কালে বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাকেন। দেবীর যে হুঙ্কার নাদে এক সময়ে সমগ্র বিশ্বসংসার বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে দেবীর সেই হুঙ্কার নাদের এক কণিকা ধ্বংস শক্তি তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া একটা ক্ষুদ্র দৈত্য ধূম্রলোচনকে ভস্মীভূত করিতে দেখিলে বা তাহারই বর্ণনা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে পাঠ করিলে আমরা বিস্মিত হইব কেন ?

দেবী চণ্ডিকা হুঙ্কার নাদে দৈত্য ধূম্রলোচনকে ভস্ম করিয়া দৈত্য নাশের সঙ্গে ঐ কার্য্যদ্বারা সর্ব্বলোকে শব্দ শক্তির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। শব্দ শক্তিদ্বারা সৃষ্টি, ধ্বংস এবং সংসারের নানা কার্য্য সাধন হইয়া থাকে তাহা ঋষিগণ জানিতেন, কিন্তু জনসাধারণে তাহা তখনও সম্যক্ জানিত না, এখনও জানিতে পারে নাই। এ দেশের সংগীতশাস্ত্রবিৎগণ জানিতেন কণ্ঠের কোন্ সুরে নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার করান যাইতে পারে, কখন বা শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা যাইতে পারে। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, পুরাকালের সংগীতগায়কগণ মেঘমল্লাররাগের গান গাহিয়া বর্ষা আনয়ন করিতে পারিতেন, কেহ বা দীপক রাগের গানের শক্তিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিতেন।

যে কোন সংগীত গায়ক যে মল্লার রাগের একটি গান গাহিয়াই বর্ষা আনয়ন বা দীপক রাগের গান গাহিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিতেন, এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। ঐরূপ কার্য্যোপযোগী কণ্ঠনাদকে আয়ত্ত করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার আবশ্যক হইত। ঋষিগণও তপস্যাদ্বারা এরূপ শব্দ শক্তিকে কণ্ঠে আনয়ন করিতে পারিতেন যে ইচ্ছামাত্রই মুখ হইতে অভিসম্পাত বাক্য বাহির করিয়া তাহাদ্বারা যাহা কিছু ভস্মীভূত করিতে পারিতেন। মহর্ষি কপিল, কেবল তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য বলে সগররাজের পুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন, এ কথা বাল্মিকী-রামায়ণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

"পৃথিব্যামস্যা অবতরণকারণং। সগররাজস্য সুতান্ কপিলশাপেন ভস্মীভূতানুদ্ধর্ত্তুং ভগীরথরাজঃ পৃথিব্যাং গঙ্গা-নয়নায় তপস্তেপে।"

সঙ্গীত সাধকগণের এরূপ অসাধারণ শক্তি ছিল না। তথাপি তাহারা শব্দশক্তির মাহাত্ম্য জানিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎগণ শব্দকে প্রধানতঃ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, নামে তাহাদের নামকরণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শালী দেবীবাহন সিংহের আবির্ভাবের কথা প্রথমে এই স্থানেই উত্থাপিত হইয়াছে। চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের টীকাকার ও ব্যাখ্যা কর্ত্তাগণ মধ্যে প্রায় সকলেই দেবীবাহন সিংহকে কেবল

করিয়া রাখিয়াছেন। রাগরাগিণীগণকে শব্দেরই সুরবোধক সংজ্ঞা প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণ শব্দের শক্তিকে আরও সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিয়া শব্দের সাধারণ সুর নাদ প্রকাশক ভাবকে অতিক্রম করিয়া উহাকে বর্ণেরও জন্মদাতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ন্যায়গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—

"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ। কণ্ঠাদিযোগজন্মানো বর্ণাস্তাঃ কাদয়ো মতাঃ॥"

শব্দজ্ঞানবাহক চিহ্নকে "ককারাদি বর্ণ" সংজ্ঞাতে আনয়ন করিয়া শাস্ত্রকারগণ জীব দেহে উহার আটটি উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠশিরস্তথা। জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালুকে॥"

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিতে বলিয়া থাকেন, ককারাদি বর্ণ বোধক শব্দের উৎপত্তি স্থান অনেক হইলেও এক "অ" বর্ণই সকল বর্ণের মূল. কাজেই উহাদের উৎপত্তি স্থান লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন বেদের উক্তি "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্"দ্বারা আমাদের চিন্তার পথ সুগম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি।" ইহাতে "অ" অক্ষরের প্রাধান্য প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন, বিভিন্ন স্থান হইতে উচ্চারিত শব্দের বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সাধন শক্তির অভাব প্রমাণিত হইতেছে না। দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শব্দ নিঃসৃত হয়, তাহাদের উচ্চারণ ঘটিত অবস্থার তারতম্যানুসারে এবং একের সহিত অন্যের সংযোগ বিয়োগ প্রক্রিয়ার গুণে এক এক প্রকার কার্যোসাধনোপযোগী শক্তি সমুদ্ভব হইয়া থাকে। ইহাকেই ঋষিগণের উক্তিতে "মন্ত্র" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধকগণ. এইরূপ এক একটি শব্দ এবং শব্দবোধক চিহ্ন বা বর্ণকে, শব্দসমষ্টিকে বা বর্ণসমষ্টিকে "বীজমন্ত্র" আখ্যা দিয়া রাখিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকগণ "অ" ইত্যাদি স্বর এবং "ক" ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেকটির এক এক প্রকার কার্য্য সাধন শক্তি উপলব্ধি করিয়া পঞ্চাশ বর্ণকে পঞ্চাশ মাতৃকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তন্ত্রোক্ত পূজায় বর্ণ মাতৃকার ধ্যানে তাঁহাদের কথা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্য বক্ষঃস্থলাম্।"

"শব্দ ব্রহ্ম" বাক্য, শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বাক্যের সম্যক্ অর্থবোধ অল্প লোকেই করিতে পারেন। পুরাণাদিতে ও ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥" (ভাগবত)

শব্দশক্তি সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিয়াছেন,—

"শব্দশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যানুগম্যতে। প্রত্যেকং প্রস্ফুরত্যন্তরপ্রদর্শিতরূপয়া॥"

"অথানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিনীম্। ঈড়ে সকলসম্পত্ত্যৈ জগৎকারণমম্বিকাম্॥

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থেও দেখা যাইতেছে—শব্দের সহিত অগ্নিকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধ পর্ব্বতশেখরে অবস্থান করিয়া এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সিংহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল দেবীভাষ্য লেখক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিয়াছেন,—"দেব্যাঃ স্ববাহনঃ স্বীয়োঽনন্যসাধারণো বাহনঃ"। কেন এই দেবাসুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে

"Every thing, O Monks, is burning * * * Sounds are burning."

(BUDDHISM by Sir Monier Williams)

বিনয়পত্রি নামক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে বুদ্ধদেবের আদেশে এক মুষ্টি গুড় বা শর্করা জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে হুঙ্কার শব্দ এবং ধূম নির্গত হইয়াছিল।

যিষু কৃষ্টের চক্ষু হইতে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা নির্গমের কথা বাইবেলের অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে। (Revelation 114, 218, 1912, দ্রষ্টব্য) বাইবেলের Old Tastament অংশে দুষ্টকে দমন জন্য "আমি অগ্নিকে প্রেরণ করিতেছি" উক্তি অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবীর কণ্ঠ নিঃসৃত যে নাদের অসাধারণ শক্তি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই নাদকে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া যে পুরাণ লেখকগণ বর্ণনা করিবেন ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" (ভাগবত)

নাদের উচ্চভাব চিন্তাতে বিভোর নারদাদি ঋষিগণ, নাদের গুণাবলী কিরূপ উন্মুক্ত কণ্ঠে নিনাদ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে,—

"যদুক্তং ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যো মতঃ। তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্বহ্নিসমুদ্ভবঃ॥
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে॥ ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥ ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ॥"

ওঙ্কারকেই সর্ব্ব শব্দের মূল বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কার্যক্ষেত্র হইতে ঐ শব্দ শক্তি অন্তর্ধান হইলে শিবের শিবত্ব, হরির দেবত্ব, সূর্য্যের গতি, বহ্নির জ্যোতি, জ্ঞানীর জ্ঞানভাতি, সঙ্গীতের মধুরশ্রুতি, জগতের স্থিতি সমস্তই তৎসঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তখন প্রাণ শূন্য দেহের ন্যায় সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এজন্য শব্দকে বা নাদকে জগৎপ্রাণ বলিয়া আখ্যাত করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।

এখানে কাহারও অন্তঃকরণে এমন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই সকল উদ্ধৃত বচন দ্বারা শব্দ শক্তির অতুল মাহাত্ম্য প্রমাণিত হইলেও "হুঙ্কার" শব্দে যে দেবীর ধ্বংস কার্য্যকরী শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা জানিতে পারিবার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি? যথেষ্ট আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এপ্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছে। তাহা এই,—

"ক্রোধাখ্যো হুং তনুত্রঞ্চ শস্ত্রাদৌ রিপুসংজ্ঞকঃ। অপি চ, ব্যোমস্থং তালুজজ্ঞাস্থং নাদবিন্দুবিভূষিতং॥
কূর্চ্চং কালো মহাকালঃ ক্রোধবীজং নিরঞ্জনম্॥"

তান্ত্রিক সন্ধ্যাপূজানুষ্ঠানকারী মাত্রেই অবগত আছেন, অঙ্গন্যাস করন্যাস সময়ে "হুং" উচ্চারণ করিবার ব্যবহার আছে। এই সময়ে "হুং" শব্দোচ্চারণ বা নিনাদ দ্বারা পূজানুষ্ঠানের অদৃশ্য বাধাকারিগণকে বিদূরিত করা হয়। লক্ষ লক্ষ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অবতীর্ণ দেবী বাহন সিংহকে "অনন্যসাধারণ" বিশেষণে বিভূষিত করা হইল, ভাষ্যকার তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইয়া স্কন্দপুরাণের এক স্থানে দেবী বাহন সিংহের উৎপত্তি বিবরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাইলাম,—এক সময়ে কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী গৌরীরূপ প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। বরদান সময়ে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন, আপনি গৌরীরূপা হইবেন কিন্তু কিছুকাল পরে আপনার বাঞ্ছিত ঐ রূপ আপনি প্রাপ্ত হইবেন। ব্রহ্মার এই প্রকার উক্তিতে পার্ব্বতী অপ্রসন্না হইয়া হুঙ্কার করিলেন। দেবীর মুখ হইতে নির্গত হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে এক ভয়ঙ্কর সিংহ আবির্ভূত হইয়াছিল। দেবীর ক্রোধ অবস্থা দূর হইলে ব্রহ্মা দেবীকে শান্ত্বনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—দেবি! আপনার ক্রোধ হইতে অদ্য যে সিংহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই সিংহ একদিন রণ ক্ষেত্রে আপনার যুদ্ধের প্রয়োজন সাধন জন্য আপনার বাহক হইবে (৪২৭)

হিন্দু নরনারী প্রত্যহ পূজা সময়ে ক্ষুদ্র "হুং" নিনাদে যে কার্য্য সম্পন্ন করেন, দেবী কণ্ঠের বৃহৎ "হুঙ্কার" নাদেও এক্ষেত্রে বৃহদাকারে সেইরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। যে চণ্ডিকা দেবী তাঁহার "হুঙ্কার নাদে" ধূম্রলোচনকে ভস্ম করিতে পারিলেন, তিনি রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতিকে এই সহজ উপায়ে বিনাশ না করিয়া তাহাদিগের সহিত অস্ত্র শস্ত্র ও দেব দলবল লইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী মহাযুদ্ধ করিলেন কেন? ইন্দ্রাদিদেবস্তুতির যে অংশে ২৩৬ সংখ্যক শ্লোক লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতেই এই প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেই শ্লোকটি এই—

"দৃষ্ট্যৈব কিং ন ভবতি প্রকরোতি ভস্ম সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি সাধ্বী॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ আলোচনা সময়ে লিখা হইয়াছে,—চণ্ডিকার কোপ দৃষ্টিতে অসুরগণ ভস্মীভূত হওয়াত সামান্য কথা, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারিত, সে স্থলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য অবশ্যই অন্য কিছু ছিল। সে উদ্দেশ্য ছিল লোক শিক্ষা দান। অত্যাচারীর পাশব অত্যাচার সময়ে মানুষকে, পশু প্রকৃতিতে নামিয়া দল বলে বলীয়ান্ ও সমবেত হইয়া কি ভাবে শত্রু দমন করিতে হইবে, তাহাই মানব মূর্ত্তিতে রণ ক্ষেত্রে নামিয়া, মানুষকে তিনি শিক্ষা দান করিয়াছেন।

বেদ উপনিষদ্ হইতে তন্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা সংস্কৃত গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তি, শব্দের গতি ও স্থিতি, শব্দের নিত্যানিত্য বিচার প্রভৃতি শব্দশক্তি সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অল্প পরিশ্রমে এই সকল সম্বন্ধে আরও তত্ত্ব জানিতে উৎসুক, তাঁহারা "শব্দকৌস্তভ" "মহাভাষ্য" "প্রদীপ" "স্ফোট-চন্দ্রিকা" আনন্দবর্দ্ধনের "ধ্বন্যালোক" প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পারেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৬৮১ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্ত্রমূলক শব্দ শক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪২৭) "এবং ভবিষ্যতীত্যাহ ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ। কিয়তা চৈব কালেন বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহিষাসুর পরাজয় প্রসঙ্গে, তৎকালে যে সিংহ দেবীর বাহনরূপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণ এবং দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উক্তিদ্বারা যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় সে স্থলে নারায়ণ স্বয়ং সিংহরূপে দেবীর বাহন হইয়াছিলেন (৪২৮)। দেবী বাহন সিংহের উৎপত্তি বিবরণ নানা পুরাণে নানারূপ থাকিলেও নানা সময়ের নানা রণক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে দেবীবাহন সিংহ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মনে করিতে কোনই বাধা নাই। দেবীপুরাণের একস্থানে আমরা দেবীবাহন সিংহ উৎপত্তির আর একটি ইতিহাস পাইতেছি। তাহাতে জানা যাইতেছে দেবী বাহন সিংহ বস্তুতঃ সাধারণ বন্য পশু সিংহ নহে, এই দেবী বাহন সিংহের গ্রীবামূলে স্বয়ং বিষ্ণু এবং মস্তক মধ্যে স্বয়ং মহাদেব অবস্থান করিয়া ইহাকে অসামান্য শক্তি সম্পন্ন দেবী বাহনরূপে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই সিংহের চক্ষুর্দ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গণ্ডস্থলে যম, জিহ্বাতে বরুণ, দন্তপংক্তিতে বসুগণ এবং এইরূপে ইন্দ্রাদি নানা দেবতা এই সিংহের বিশাল দেহের নানা স্থানের এক এক অংশে অধিষ্ঠান করিয়া ইঁহাকে পরম পরাক্রমশালী দেবী বাহনে পরিণত করিয়াছিলেন (৪২৯)। কাজেই সকল দেবতার সমবেত বলে মহা বলীয়ান্ হইয়া যে

গৌরীনাম্না তু তে মূর্ত্তি কান্ত্যা দীপ্তা ভবিষ্যতি। এতচ্ছ্রুত্বা ত্বয়া বাক্যং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
ক্রুদ্ধা ত্বং গিরিজেঽত্যর্থং কালেঽভীষ্টং ভবিষ্যতি। ক্রোধাৎ সিংহঃ সমুদ্ভূতো বদনাত্তে ভয়াবহঃ॥
* * * * * * * * *
য এব সিংহঃ সম্ভূতস্তব ক্রোধাৎ সুতো যতঃ। ততোঽসৌ বাহনো দেবি ভবিষ্যতি ন সংশয়॥" (স্কন্দপুরাণ)

(৪২৮) চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ১৮৪ হইতে ১৮৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত মহিষাসুর সহ যুদ্ধ সময়ে দেবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সিংহের রণক্ষেত্রে অবতরণের কথা প্রসঙ্গে ঐ স্থানের সিংহ শব্দার্থ ব্যাখ্যাতে এবং ২১২ সংখ্যক টীকাতে কালিকাপুরাণের এবং দুর্গামঙ্গলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, দেবীবাহন ঐ সিংহ নারায়ণেরই নামান্তর এবং রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৪২৯) "ব্রহ্মোবাচ। সর্ব্বদেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বদেবাস্তয়া সহ। সর্ব্বদেবময়ঃ কৃত্বা বাহনা হরিদর্পহা॥
তথা তং কেশবো দেব বয়ং কেশবমূলতঃ। বিষ্ণুঃ স্থাস্যতি গ্রীবায়াং সর্ব্বলোকাশ্চ তদ্বপুঃ॥
শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ। ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী॥
ষণ্মুখো মনিবন্ধেষু নাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ। কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষোঃ শশিভাস্করৌ॥
দন্তেষু বসবঃ সর্ব্বে জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ। হুঙ্কারে চর্চ্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ॥
সন্ধ্যাদ্বয়ং তথৌষ্ঠাভ্যাং গ্রীবায়ামিন্দ্র আশ্রিতঃ। গ্রীবাসন্ধিষু ঋক্ষাণি সাধ্যাশ্চোরসি সংস্থিতাঃ॥" (দেবীপুরাণ)

সিংহ, দেবী জগন্মাতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সিংহ অসংখ্য অসুর সৈন্য মধ্যে যাইয়া লাফাইয়া পড়িয়া একাকীই কাহাকেও করাঘাতে, কাহাকেও নখাঘাতে, কাহাকেও দন্তাঘাতে, কাহাকেও চর্ব্বন করিয়া, কাহাকেও গ্রাস করিয়া যে আক্রমণকারী বিপুল অসুর সৈন্য দলকে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কৌশিকী দেবীর হুঙ্কারেই ধূম্রলোচন ভস্মীভূত আর তাঁহার বাহন এক সিংহের আক্রমণেই সমস্ত অসুর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন, পরাভূত ও রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত হইবার সংবাদ পাইয়া অসুররাজ শুম্ভ এই অসামান্য সিংহকে হত্যা করিবার জন্য এবং জীবিত অবস্থাতে সেই "দুষ্টা" দেবীকে ধরিয়া আনিতে না পারিলে অগত্যা তাঁহাকেও হত্যা করিয়া তাঁহার মৃত দেহ আনিবার জন্য বিশ্বস্ত সেনাপতি চণ্ডমুণ্ড প্রতি এ ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠুর উপদেশ দান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ৪০৮ হইতে ৪১২ সংখ্যক শ্লোকে তাহা কথিত হইয়াছে। ইহাতেও শুম্ভের দূরদর্শিতার এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বন্য সিংহ যাঁহার বাহন এবং কুক্কুর মার্জ্জারের ন্যায় সেই সিংহকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে যিনি সমর্থা, মুখের হুঙ্কার শব্দে যিনি মহাবলী অসুর সেনাপতিকে ভস্মীভূত করিতে পারিলেন, তাঁহাকে কেশাকর্ষন করিয়া আনয়ন করা সহজ কার্য্য নহে এবং জীবিতাবস্থাতে তাঁহাকে লাভ করিবার আশা করাও দুরাশা মাত্র চিন্তা করিয়া, স্ত্রীহত্যা কাপুরুষের কার্য্য জানিয়াও স্ত্রীহত্যা করিয়া অসুরকুল রক্ষা করিবার আদেশ, বীরদর্পে দর্পিত গর্ব্বিত অসুররাজ শুম্ভ, অবনত মস্তকে তাঁহার সেনাপতি চণ্ডমুণ্ড প্রতি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিজের জীবনকে আর স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কার্য্যকেই কুকার্য্য বলিয়া মনে করিতে হয় না।

দেবীযুদ্ধ বিবরণের এই অংশে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। গজ, অশ্ব, রথাদি যান বাহন থাকিতে দেবী বন্য সিংহের পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন কেন? পাশব বলে বলীয়ান্ দুর্দ্দান্ত দানবগণকে পরাজিত করিবার জন্য পশুরাজ সিংহকে বাহন করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই শোভনীয়; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আরও দেখা যাইতেছে, দেবতাগণের সমবেত শক্তিদ্বারা গঠিত বাহনে আরোহন করিয়া রণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, দেবী যুদ্ধ ক্ষেত্রে লোকশিক্ষাদান করিবার একটি স্থল এখানে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আরও একটি কথা বলিবার আছে। এ দেশে পুরাকালে চণ্ডিকা দেবীই যে কেবল সিংহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন তাহাই নহে, ইজিপ্ট, এসেরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া

প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ইতিহাসেরও অনেক স্থানে পুরাকালে সিংহ বাহনে দেবীর দুষ্টদমন জন্য মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় (৪৩০)।

(৪৩০) প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া নিনিপ্ নামক যে দেবতার প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে ব্রিটিশ মিউসিয়মে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছে, ঐ মূর্ত্তির একখানি ফটো নকল Myths of Babylonia গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইহা দৃষ্টিতে জানিতে পারা যায়, ব্যাবিলোনিয়ায় নিনিপ্ দেবতা আমাদের এদেশের পুরাণোক্ত নরসিংহ মূর্ত্তির ন্যায় সিংহের মস্তক বিশিষ্ট নর মূর্ত্তি ধরিয়া অসুর নাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইবে, সে দেশের মহামাতৃকা দেবী তাঁহার অনুচর সিংহকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

"The symbolic decorations include the lion-headed eagle, which was probably a form of the spring god of war and fertility, the lion, beloved by the Mother goddess, and deer and ibexes, which recall the mountain herds of Astarte."

তিব্বত দেশে এখনও সিংহ পৃষ্ঠে আরূঢ়া বু মো দেবীর যে পূজা হইয়া থাকে, তাহা চণ্ডী গ্রন্থের ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত মাতৃ শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে ৩৮০ সংখ্যক টীকাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া দেশের পুরাতত্ত্বমূলক ইতিহাস হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"He was the King of death, husband of Eresh-ki-gal, queen of Hades. As a war god he thirsted for human blood, and was depicted as a mighty lion."

(MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA By Donald A Mackenzie)

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের পিরামিড মন্দির গাত্রেও সিংহ মস্তক বিশিষ্ট দেবতা মূর্ত্তির অপ্রতুল নাই।

"The dog-faced ape was a form of Thoth; the lion was a form of Aker, an old, or imported, earth god." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND By Donald A. Mackenzie)

ঐ গ্রন্থের আর এক স্থান হইতে নিম্নে আরও কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল—

"Amon's wife was Mut, whose name signifies "the mother," and she may be identical with Apet. She was "queen of the gods" and "lady of the sky." Like Nut, Isis, Neith, and others she was the "Great Mother" who gave birth to all that exists. She is represented as a vulture and also as a lioness. The vulture is Nekhebet, "the mother" and the lioness, like the cat, symbolizes maternity."

ডোনেল্ড ম্যাকেন্‌জি কৃত প্রাচীন এছেরিয়ান জাতির পৌরানিক ইতিহাস হইতে নিম্নে যে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করাযাইতেছে তাহা হইতে জানিতে পারা যাইবে সে দেশেও পুরাকালে সিংহের মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেবতার বিশেষ সমাদর ছিল,—

"Layard excavated the emperor's palace and dispatched to London, among other treasures of antiquity, the sublime winged human-headed lions which guarded the entrance, and many bas reliefs."

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥৪০৮॥
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥৪০৯॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥৪১০॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যহতাম্ ॥৪১১॥
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে॥
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥৪১২॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
ধূম্রলোচনবধঃ ॥

---

৪০৮ হইতে ৪১২ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দৈত্যাধিপতি শুম্ভ, সেই অসুর ধূম্রলোচন দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে এবং দেবীর সিংহকর্ত্তৃক তৎপরে সমগ্র অসুর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া কুপিত হইলেন এবং অধর কম্পিত করিয়া চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে এই আদেশ প্রদান করিলেন,—হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেখানে যাও এবং যাইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে লইয়া আইস, কেশে আকর্ষণ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া কিম্বা যদি তোমাদের যুদ্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তবে অসংখ্য আয়ুধ পরিবৃত সমস্ত অসুরগণ সহায়ে তাঁহাকে হত্যা কর। সেই দুষ্টা নিহত হইলে এবং সিংহ নিপাতিত হইলে সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া গ্রহণ করতঃ শীঘ্র আগমন কর।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪১১ এবং ৪১২ সংখ্যক শ্লোকের ভাষার ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার উহার বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। শ্লোকের শব্দ গত সাধারণ অনুবাদ এই ভাবে করা যাইতে পারে—কেশে আকর্ষণ করিয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা যুদ্ধ করিয়া জীবিতাবস্থাতে আনয়ন করিবার কার্য্যে সংশয় উপস্থিত হইলে দুষ্টাকে হত্যা করিয়া এবং সিংহকে নিপাত করিয়া বন্ধন করিয়া আনয়ন করিবে। এ স্থলে দেবীকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়ার পরে আবার তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিবার আদেশের সার্থকতা কি? ইহার সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ দেবী ভাষ্যের অনুবাদক বলিয়াছেন,—তাৎপর্য্যার্থ এই যে প্রাণে না মারিয়া দেবীকে বাঁধিয়া আনিতে হইবে (৪৩১)। পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র কবিভূষণের প্রদত্ত অর্থের মর্ম্ম এই,—"আবশ্যক হইলে হত্যা করিয়াও দেবীর মৃত দেহ আনয়ন করিতে হইবে।" এইরূপ অর্থই স্থানোপযোগী বিবেচনা করিয়া শ্লোকের এই অর্থই সাদরে গ্রহণ করিলাম। তাঁহার প্রদত্ত অর্থের মধ্যে "তোমাদের মাতৃরূপা দেবীকে ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর" লিখিত থাকায় শব্দার্থের ভাব গাম্ভীর্য্য ও অর্থ গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকে "অম্বিকা" শব্দ থাকায়, লেখক উহা হইতে মাতৃরূপা অর্থ নিস্কাশন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে শক্র, মুখের হুঙ্কারে সেনাপতি ধূম্রলোচনকে ভস্ম করিতে পারিয়াছেন, সেই অসামান্যশক্তিসম্পন্না দেবীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার মৃতদেহ রণভূমে ফেলিয়া আইসা নিরাপদ নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ মৃতদেহ বাঁধিয়া আমার নিকট আনয়ন করিবে, চণ্ডমুণ্ড প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করা দূরদর্শী শুম্ভের পক্ষে অসম্ভব নহে।

---

(৪৩১) "সেই দুষ্টা নিহতা ও সিংহ নিহত হইলেই অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। অথবা (যদি সংশয় বোধ না কর) সেই রমণীকে বন্ধন করিয়া লইয়া সত্বর আসিবে। ফলে জীবিতাবস্থায় বন্ধন করিয়া আনিবার পক্ষেই প্রযত্ন রাখিবে ইহা বুঝাইবার জন্যই বন্ধন পূর্ব্বক আনয়নের আদেশ পুনর্ব্বার হইল।" (দেবীভাষ্য সহিত প্রদত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ)

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে প্রদত্ত অর্থ এই,—

"তস্যাং দুষ্টায়াং অতিবলাৎকৃতায়াং হতায়াং হতপ্রায়ায়াং সত্যাং সামর্থ্যনিরাকরণাৎ সিংহে চ বিনিপাতিতে মারিতে সতি অনন্তরং তামম্বিকাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা শীঘ্রমাগম্যতাম্।"

"সিংহ নিহত এবং সেই দুষ্টা ক্ষীণ বল হইলে, তোমাদের মাতৃরূপা তাঁহাকে ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া শীঘ্র আগমন কর। অথবা সেই দুষ্টা নিহত ও সিংহ বিনষ্ট হইলে, (যদি জীবিতা আনিতে পার, তবে) তাঁহাকে বন্ধন করিয়া, শীঘ্র আসিবে অর্থাৎ মৃতা কি জীবিতা তাঁহাকে মৎসমীপে আনয়ন কর।" (পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্রকবিভূষণ সঙ্কলিত চণ্ডীমাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য)

উত্তরচরিত্রম্।

(চণ্ডমুণ্ডবধ বিবরণম্)

ঋষিরুবাচ ॥৪১৩॥

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥৪১৪॥

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥৪১৫॥

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৪১৬॥

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥৪১৭॥

ভ্রুকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৪১৮॥

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৪১৯॥

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥৪২০॥

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥৪২১॥

৪১৩ হইতে ৪২১ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি বলিলেন, তদনন্তর চণ্ডমুণ্ডপুরোগামী দৈত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া চতুরঙ্গবলযুক্ত এবং অস্ত্র উদ্যত করিয়া যাত্রা করিল। তাহার পর তাহারা মহান্ কাঞ্চনময় গিরিরাজশৃঙ্গে সিংহোপরি উপবিষ্টা ঈষদ্ধাস্যমুখী দেবীকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। সেই প্রকারে অন্যান্য (অসুরগণ) বাণ আকর্ষণ করতঃ এবং অসিধারণ পূর্ব্বক সেই দেবীর সমীপবর্ত্তী হইল। তদনন্তর অম্বিকা দেবী সেই শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করিলেন। তখন কোপে তাঁহার বদন মসীবর্ণ ধারণ করিল এবং তাঁহার ভ্রুকুটিকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত করালবদনা অসি এবং পাশ যুক্তা, বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিতা, শুষ্কমাংসা অতি ভৈরবরূপিণী, অতি বিস্তৃত বদনা, জিহ্বাললনভীষণা, নিমগ্নারক্তনয়না কালিকা দেবী নিঃসৃতা হইয়া তদীয়া নাদে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া মহাসুরগণকে নিহত করিতে করিতে সেই অসুর সৈন্য মধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এই ভাবে সেই কালিকা দেবী অসুর সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪১৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—শুম্ভ নিশুম্ভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া চতুরঙ্গ বল সমন্বিত হইয়া দৈত্য চণ্ডমুণ্ড রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন। "চতুরঙ্গ"বল অর্থে গজ, অশ্ব, রথাদিতে আরূঢ় সৈন্যদল না লিখিয়া কোনও কোনও টীকাকার গজ, অশ্বাদি সৈন্যের বাহনকেই চতুরঙ্গ বলের লক্ষ্যভূত বস্তু স্থির করিয়াছেন (৪৩২)। এইরূপ অর্থ না করিয়া যুদ্ধের অঙ্গীয় চতুর্বিধ

---

(৪৩২) দেবীভাষ্যের বাংলা অংশে লিখিত হইয়াছে,—"চণ্ডমুণ্ড প্রমুখ অসুরগণ চতুরঙ্গ অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসেনা পরিবৃত ও উদ্যতাস্ত্র হইয়া দেবী উদ্দেশে অভিযান করিল।" অনেক টীকাকারই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্যপদবাচ্য নহে। চতুর্ব্বিধ সৈন্য অর্থাৎ হস্তী-আরূঢ় সৈন্যদল, অশ্ব-আরূঢ় সৈন্যদল, রথ-আরূঢ় সৈন্যদল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পায়ে হাটিয়া চলে এরূপ সৈন্যদল সংযুক্ত যে যুদ্ধবল, তাহাকেই এদেশে পুরাকালে "চতুরঙ্গ বল" বলা হইত। বর্ত্তমান সময়েও য়ুরোপের যুদ্ধের সৈন্যবল চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। Infantry (পদাতি সৈন্য দল), Cavalry (অশ্বারোহী সৈন্যদল), Artillery (গাড়ীতে বাহিত কামান চালক সৈন্যদল) এবং রথারূঢ় সৈন্য দলের স্থলে এক্ষণকার বিমানপোত আরোহী সৈন্যদল (Air-auxiliary) লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের চতুরঙ্গ সৈন্যবল (field

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সৈন্য বল যুক্ত হইয়া বা চতুরঙ্গ বল সমন্বিত হইয়া চণ্ডমুণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অর্থ করিলে কোনরূপ দোষের কারণ হইবে না। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে "শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে" লিখিত থাকায়, তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার অর্থ করিয়াছেন,—"কাঞ্চন শব্দস্য রজতাদৌ পাঠো বক্তব্যঃ।" দেবীভাষ্যকার তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকারের প্রদত্ত এই অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন,—"কাঞ্চনদ্যুতিশালিনি বা মহতি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে।" দেবীভাষ্যকার কাঞ্চন সদৃশ সমুজ্জ্বল পর্ব্বতচূড়া যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত হইয়াছে মনে হয় (৪৩৩)। ৪১৫ সংখ্যক শ্লোকে, সেই সময়ে ঈষৎ হাস্যমুখে দেবী সিংহ পৃষ্ঠে উপবিষ্টা ছিলেন, বর্ণিত হইয়াছে। দেবী ভাষ্যের বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে—"তিনি ঈষৎ হাস্য করিতেছিলেন। এই ঈষৎ হাস্য অবজ্ঞার লক্ষণ" বস্তুতঃ দেবীর এ ঈষৎ হাস্য অসুর সৈন্যদল প্রতি অবজ্ঞা পরিজ্ঞাপক হাস্য কিছুতেই হইতে পারে না। অবজ্ঞা স্থলে মানুষের মুখে ঈষৎ মধুর হাস্য বিকসিত হইতে দেখা

---

force) গঠিত হইয়া থাকে। পরিচালক সৈন্যবিহীন কেবল যুদ্ধের ঘোড়াকে, যুদ্ধের হাতীকে বা যুদ্ধের কামানের গাড়ীকে সৈন্যবল বলা হয় না। সম্ভবতঃ ভারতের পুরাকালের চতুরঙ্গ সৈন্যবলেরই ছায়া গ্রহণ করিয়া জার্ম্মেন দেশের আধুনিক Military corps গঠন করা হইয়াছে। জার্ম্মেন দেশে যাহাকে Army corps বলা হয় তাহার এক একটিতে নিম্ন লিখিত সৈন্যবলের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"The German army corps may be taken as a type. Its component parts are the general staff, 2 infantry divisions (to which cavalry and artillery are attached), I battalion of rifles, 1 telegraph section, 1 corps bridge train, 1 division machine guns 1 company pioneers, 6 supply columns, 7 supply parks, 12 ammunition columns, 2 field bakery columns, 12 field hospitals, 2 horse depots; or a total of 41,000 men, 13,000 horses, 144 guns, and 2,000 vehicles."

বিমান পোতের সংখ্যা এই তালিকাতে ভুক্ত করা হয় নাই। জার্ম্মেন দেশের আধুনিক Army corps বা চতুরঙ্গ বলের সৈন্য সংখ্যা হইতে এ দেশের পুরাকালের চতুরঙ্গ বলের সৈন্য সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। পুরাণে এবং মহাভারতে চতুরঙ্গিণীসেনাবলের পরিমাণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—"চতুরঙ্গিণীসেনাদলে ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী, ২১৮৭০ হস্তিচালক ও ২১৮৭০ রথচালক—মোট ২,১৮,৭০০ সৈন্য থাকে।"

(৪৩৩) প্রাতঃ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলিত বরফাবৃত হিমালয়ের উচ্চ চূড়াগুলিকে সুদূর দেশ হইতে স্বর্ণবিমণ্ডিত বিশাল মন্দিরচূড়া সদৃশ দেখা যায়। এজন্য এখনও নেপাল, ভুটান এবং দার্জিলিং প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী সাধারণ লোকে হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর নামে খ্যাত অত্যুচ্চ পর্ব্বতচূড়াকে কাঞ্চনজীংগা বা কাঞ্চনজঙ্ঘা নাম দিয়াছেন এবং ইংরাজ ভৌগোলিকগণ ভুগোল মানচিত্র প্রস্তুত কালে ইহাকে "Kinchinginga" নামেই অভিহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

যায় না। শান্তনবী টীকাতে দেবীর গর্ব্বভাব মূলক এ হাস্যের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাও স্থানোপযোগী নহে (৪৩৪)। অতি শিশু বালক বালিকা, মাতার দিকে কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে আঘাত করিবার জন্য যখন হেলিয়া দুলিয়া টলিতে টলিতে ধাবিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া স্নেহাধার মাতার মুখে সে সময় যে মধুময় ঈষৎ হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, দেবীর এ সময়ের এই ঈষৎ হাস্যের তুলনা কেবল তাহার সহিতই কিয়ৎপরিমাণে হইতে পারে। অসুর সৈন্যদল দূর হইতে "মার মার" করিয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া জগদম্বার মুখে আনন্দের হাসিই শোভা পায়' অবজ্ঞার বা গর্ব্বের হাসি আদৌ শোভা পায় না।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৪১৭ হইতে ৪২১ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত স্থানে, অসুর বিনাশ সাধন জন্য দেবী কৌশিকীর ভ্রুকুঞ্চিত ললাট হইতে কালী কিরূপ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানের কালীরূপের সুকোমল রৌদ্রভাব বিকাশক বর্ণনা দৃষ্টে যেমন উচ্চ মানব কল্পনাও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তেমনি আবার তাঁহার রূপ বর্ণনার শব্দ বিন্যাসের জটিলতাতে ও তাহার ভাবার্থ নিষ্কাসকগণকে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই এই কয়েকটি শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করিবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পথে যাইয়া নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। দৈত্য সৈন্যগণের আচরণ দৃষ্টে কোপে চণ্ডিকা দেবীর মুখমণ্ডল মসীবর্ণ হইল, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া, দেবীভাষ্যকার তাঁহার প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"ইচ্ছাবশে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ না হইয়া মসীবর্ণ হইল" এখানে "ইচ্ছাবশে" শব্দব্যবহারের সার্থকতা কি তাহা বুঝা যাইতেছে না, বিশেষতঃ সংস্কৃত শ্লোকে "ইচ্ছাবশতঃ" শব্দ নাই। বিশ্বের সমস্তইত তাঁহার ইচ্ছাবশেই সম্পন্ন হইতেছে। এ অবস্থাতে তাঁহার ইচ্ছাবশে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল এ কথা না লিখিলেও ক্ষতি ছিল না। এখানে আরও যে একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তা উল্লেখও করেন নাই এবং তাহার কোনরূপ উত্তর দানেরও চেষ্টা কেহ করেন নাই। তন্ত্রে দেবী কৌশিকীর ধ্যানে যে তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা ইতি পূর্ব্বে ৩৯৭ সংখ্যক টীকাতে, তদ্বিষয়ক প্রমাণ স্বরূপ পুরাণের সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণা কৌশিকী দেবীর

---

(৪৩৪) "দেবীমীষদ্ধাসামদ্রাক্ষুরিতি যত্নেন যথা প্রাগধূম্রলোচনদর্শনস্য ফলং সসৈন্যঃ প্রাপ তথা অসাবপি চণ্ডমুণ্ডাদিরবাপ্স্যতাদিতি দেব্যাঃ সোৎপ্রাসো হাসো বর্ণিতঃ।" (শান্তনবী)

মুখমণ্ডল ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইল এরূপ বর্ণনার রহস্য উদ্ঘাটন করা সহজ ব্যাপার নহে। এক নিমেষ পূর্ব্বে হাস্য মুখে দেবী সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা ছিলেন, চক্ষুর পলক পতন কাল মধ্যে তাঁহার হাস্যযুক্ত সেই মুখমণ্ডল ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইল কেন? ইহার উত্তরে পুরাণের সহায়তায় অনেক কথা বলা যাইতে পারে। সেরূপ চেষ্টা না করিয়া সংক্ষেপে ইহার একটি উত্তর যেরূপ হইতে পারে, তাহাই এখানে বলা যাইতেছে। দেবী কৌশিকীর মুখের ঈষৎ হাস্যের মনোহর শোভাতে তাঁহার মুখমণ্ডলের চন্দ্রালোক সদৃশ সৌন্দর্য্যছটা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং সেই কারণে তৎকালে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ ও বসন ভূষণ সমস্তই সমুজ্জ্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই মুখে ক্রোধের সঞ্চার হইবা মাত্র মুখের কোমল শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ অন্তর্হিত হইল এবং তখন দেবী কৌশিকীর মুখের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ সৌন্দর্য্যশোভা আবার প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িল। দেবীর এই অবস্থাতে তাঁহার ভ্রুকুটি কুঞ্চিত ললাট হইতে প্রলয় ক্রিয়া সাধিনী সাক্ষাৎ ধ্বংসরূপিণী কালিকা দেবী অসুর বধের জন্য খড়্গ হস্তে বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। চণ্ডী গ্রন্থের প্রাচীন ব্যাখ্যা কর্ত্তা পূজনীয় নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,—চণ্ডমুণ্ডাদি অসুর তামস প্রকৃতির জীব ছিলেন, এজন্য তাহাদের বধকার্য্য সাধনার্থ দেবীকে তামসীরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণারূপে আবির্ভূতা হইতে হইয়াছিল (৪৩৫)। মহিষাসুর তামস প্রকৃতির জীব ছিলেন; তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য চণ্ডিকাকে তৎকালে কৃষ্ণবর্ণা হইবার প্রয়োজন হয় নাই। কাঞ্চনবর্ণা দশভুজা দুর্গারূপেই তিনি মহিষাসুরকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছিলেন। কাজেই তামস প্রকৃতির চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিবার জন্য কৃষ্ণবর্ণা কালীরূপে দেবীকে আবির্ভূতা হইতে হইয়াছিল এমন কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। নাগোজী ভট্ট, কালীরূপ বর্ণনার আরম্ভে, দেবীর কৃষ্ণবর্ণারূপে আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় কার্য্যে যে ভুল পথ ধরিয়াছেন, সেই ভুল পথে চলিয়া, পরে স্তরে স্তরে আরও রাশীকৃত ভুল সিদ্ধান্তকে একত্রীভূত করিয়া পরবর্ত্তী টীকাকারগণের গন্তব্যপথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণা হইলেই তামসী দেবী আর শ্বেতবর্ণা হইলেই সাত্ত্বিকী দেবী সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ নাই। তমোগুণাত্মক শিব শ্বেতবর্ণ এবং সত্ত্বগুণাত্মক রাম শ্যামবর্ণ ছিলেন স্মরণ রাখিতে বাধা নাই। দেবীর রূপ বর্ণনা মধ্যে যে স্থলে লিখিত হইয়াছে "নিমগ্নারক্তনয়না" সে স্থানে নাগোজী ভট্ট অর্থ করিয়াছেন "নিমগ্নানি নিম্নপ্রবিষ্টানি।" তাঁহার এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া দেবীভাষ্যকার তাঁহার প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ মধ্যে লিখিয়াছেন,—"নয়ন কোটর প্রবিষ্ট এবং

(৪৩৫) "অনেন চণ্ডাদীনামতিতামসত্বং সূচিতম্। অতস্তদ্বধার্থং তামসীপ্রাদুর্ভাবমাহ তত ইতি।" (নাগোজীভট্ট)

আরক্ত।" অন্যান্য টীকাকারগণ মধ্যেও অনেকে "নিমগ্ননয়না" অর্থে কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট নয়না লিখিয়া এ স্থানের অর্থ বোধের দুর্গমতা আরও বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন (৪৩৬)। তাঁহারা এখানে একটি সাধারণ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই যে, ক্রোধে কাহারই চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট হয় না বরং চক্ষে রক্তাধিক্য হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ এবং স্ফীত হইয়া চক্ষুকক্ষ হইতে উহা কিছু বাহির হইয়াই পড়িয়া থাকে। ভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষু ভিতর দিকে যাইয়া থাকে। ভয়ে অনেকের চক্ষু মুদিত হইতে দেখা যায়। ভয় প্রাপ্ত কচ্ছপের কেবল চক্ষু ও মুখ নহে, হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অনাহারে, দুশ্চিন্তাতে এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে মানুষের চক্ষুর্দ্বয় যে অন্তঃপ্রবেশমুখী হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এক্ষেত্রে দেবীর অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হয় নাই এবং অনাহারে বা দুশ্চিন্তাতেও কোটরগত চক্ষু হইবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই "নিমগ্ননয়না" শব্দের এরূপ অসঙ্গত অর্থ ব্যাখ্যা গ্রহণ যোগ্য নহে। এই শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লিখিত "জিহ্বাললনভীষণা" শব্দের অর্থে দেবীর জিহ্বা ওষ্ঠাধরের বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়া লক্‌লক্ করিতেছে বুঝা যায়। ক্রোধে কেবল মানুষের নহে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর জিহ্বাও বাহির হইয়া পড়ে। দেবীর যে ক্রোধে জিহ্বা বাহির হইয়া লম্বমান হইয়াছে, সেই ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ভিতরে গিয়াছে অর্থাৎ কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে মনে করা সঙ্গত হয় না। এ স্থানে এরূপ অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয় যে, দেবী

---

(৪৩৬) "নিমগ্নে গম্ভীরে আরক্তে ঈষল্লোহিতে নয়নে যস্যাঃ।" (পণ্ডিত কীর্ত্তিরবিকর)
"নিমগ্নানি কোটরীভূতানি আরক্তানি চ নয়নানি যস্যাঃ সা॥" (চতুর্ধরী)
"নিমগ্নে নিতরামন্তর্লীনে অন্তর্গতে আরক্তে আসমন্তাৎ লোহিতে নয়নে যস্যাঃ সা নিমগ্নারক্তনয়না।" (শান্তনবী)
"নিমগ্নানি নিম্নপ্রবিষ্টানি আরক্তানি নয়নানি যস্যাস্ত্রিনেত্রত্বাৎ।" (নাগোজী ভট্ট)
"জিহ্বায়া ললনেন চালনেন অবলেহনেন বা ভীষণানি মগ্নানি কোটরীভূতানি আরক্তানি নয়নান্যস্যাঃ।" (দংশোদ্ধার)

টীকাকারগণের "নিমগ্ননয়না" শব্দের অর্থালোচনার পরে, একজন ভিন্নদেশীয় সংস্কৃত ভাষাবিৎ সুপণ্ডিত "নিমগ্ন" শব্দের কিরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিতেও বাধা নাই। Sir Monier Williams সঙ্কলিত সুবৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে "নিমগ্ন" শব্দের বহুবিধ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি অর্থ এই,—

"To cause to penetrate into battle, lead into the thick of a fight."

নিমগ্ন শব্দের আর একটি অর্থ ঐ অভিধানে লিখিত হইয়াছে,—

"Penetrated or fixed into" অর্থাৎ অভিনিবেশ করা। সার মনিয়র উইলিয়ম প্রদত্ত শেষ অর্থটিই এ স্থানের উপযোগী অর্থ বলিয়া মনে হয়।

আরক্ত চক্ষুতে সমাগত অসুর সৈন্যগণ প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। চিন্তামগ্ন বা ধ্যানমগ্ন মানুষে একদৃষ্টে এক দিকে যে চাহিয়া থাকেন তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এ সকল স্থানে নিমগ্ন বা মগ্ন শব্দের অর্থে কোটরে প্রবিষ্ট হওয়া কিম্বা নিম্নে নামিয়া পড়া কেহই মনে করিতে পারেন না। জলে নিমগ্ন হওয়া শব্দের অর্থে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি ধ্যানে নিমগ্ন থাকা কিম্বা চিন্তাতে মগ্ন বাক্য স্থলে নিমগ্ন শব্দের সেরূপ অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। এখানেও এই কারণে "নিমগ্ননয়না" শব্দে দেবীর চক্ষুর্দ্বয় কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না।

কালিকা দেবীর রূপ বর্ণনা মধ্যে তাঁহাকে যে স্থানে, "শুষ্কমাংসাতিভৈরবা" বলা হইয়াছে, সে স্থানের অর্থ নিষ্কাসন করিতে উপস্থিত হইয়াও ব্যাখ্যাকর্ত্তা এবং টীকাকারগণ দুর্ব্বোধ্য শব্দকে অবোধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। নাগোজীভট্ট শুষ্কমাংস তিভৈরবা অর্থে লিখিয়াছেন,—"কঙ্কালপঞ্জরং"। পরবর্ত্তী টীকাকারগণও নাগোজী ভট্টের প্রদত্ত অর্থকে অনুসরণ করিয়াছেন (৪৩৭)। "শুষ্কমাংস" অর্থে এখানে অস্থিচর্ম্মসার নরকঙ্কালবৎ দেবী কালিকার রূপ বুঝিতে হইবে না। ক্রোধাবতার মূর্ত্তিতে দেবীদেহের কমনীয়তা এবং চাকচিক্য বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ নানা পুরাণ এবং তন্ত্রে দেবী কালিকা মূর্ত্তির যে সকল ধ্যান ও স্তবাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে নরকঙ্কালরূপা বলিয়া কুত্রাপি বর্ণিতা হইতে দেখা যায় না (৪৩৮)। "শুষ্কদেহ"

---

(৪৩৭) "শুষ্কমাংসা নির্ম্মাংসদেহা।" (নাগোজী ভট্ট)

"শুষ্কমাংসা নির্ম্মাংসদেহা।" (চতুর্ধরী)

"শুষ্কমাংসা নির্ম্মাংসা অস্থিচর্ম্মমাত্রশরীরা।" (শান্তনবী)

(৪৩৮) তন্ত্রসারে, কালীতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত কালী দেবীর রূপের বর্ণনা যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, তাঁহাকে "পীনোন্নত পয়োধরা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালদেহের বক্ষস্থলে দুগ্ধে পরিপুষ্ট স্ফীত ও উন্নত স্তনদ্বয় কখনই সম্ভবে না, কাজেই এ স্থানের "শুষ্কমাংস" শব্দে "নরকঙ্কাল" বুঝিতে হইবে না। পণ্ডিত রবিকর প্রভৃতি লিখিত "শুষ্কমাংসা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা" অর্থও এ স্থলে গ্রহণযোগ্য নহে। দেবীর রূপ বর্ণনার ঐ স্থানে আরও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—"বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা টীকাকারগণের বর্ণিত দেবী কালীর কোটরগর্ত্তে লুক্কায়িত চক্ষুর পরিবর্ত্তে বরং ক্রোধাগ্নিতে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট বড় বড় তিনটি বাল সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত চক্ষুদ্বারা তিনি সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত অসুরদল এক মনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইহাই জানা যাইতেছে। সার মনিয়র উইলিয়ামস্ সঙ্কলিত সংস্কৃত অভিধানে নিমগ্ন শব্দের যে "fixed into" অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই মন নিবেশ করা অর্থটিও উপরে উদ্ধৃত তন্ত্রোক্ত বচনের সহিত সমভাবাপন্ন হইতেছে। কেহ বলিতে পারেন দেবীর এক নাম যখন

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শব্দের অর্থ দেহের জলীয় ভাগ হ্রাস ঘটিত অবস্থা। "শুষ্ককবিতা" বাক্যে রসশূন্য কবিতা আমরা বুঝিয়া থাকি। কাহাকেও "তোমার মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে" বলিলে, তাহার মুখে মাংস নাই কেবল কঙ্কাল মাত্র আছে না বুঝিয়া, মুখের লাবণ্য এবং সরস অবস্থা হ্রাস হইয়াছে ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। দেবীর রূপ বর্ণনার এ স্থানে দেবীর দেহের শুষ্কমাংস অর্থে ক্রোধে দেবীদেহের কমনীয়তা, চাকৃচিক্য এবং সরসতা হ্রাস হইয়া প্রস্তরবৎ বা লৌহবৎ তাহা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। শ্লোকের "নরমালা বিভূষণা" শব্দে কেহ কেহ নরদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কতগুলি হস্তের দ্বারা গ্রথিত মালা কটিদেশে রক্ষিত হইয়া তাহার বস্ত্রাবরণের কার্য্য সাধন করিতেছে এরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। অনেকে দেবীপূজা সময়ে প্রতিমার কটিদেশে এইরূপ নরহস্তে গাঁথা মালার আবরণ দিয়া থাকেন। সুখের বিষয় নাগোজী ভট্ট এরূপ কদর্থ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার টীকাতে লিখিয়াছেন,—"নরশব্দস্তু মুণ্ডে লাক্ষণিকঃ।" অর্থাৎ নরমালা শব্দে নর মুণ্ডমালা বুঝিতে হইবে। "শুষ্কমাংসাতিভৈরবা" বাক্যের ভৈরবা শব্দের অর্থে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে "অতিভৈরবা অতি ভয়ানকা" লিখিত হইয়াছে। দেবীভাষ্যের বাংলা অংশেও ভৈরবার "অতি ভীষণ" অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। ভৈরব শিবেরই অবস্থা বিশেষের একটি নাম। সকল অবস্থায় শিব যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েন না, সেইরূপ সকল অবস্থাতেই ভৈরবদেব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শনদান করেন না। বঙ্গদেশের শারদীয়া দুর্গা পূজার সময়, অষ্টভৈরবের পূজা করিবার বিধি আছে। ইঁহাদের নাম—(১) মহাভৈরব, (২) সংহারভৈরব, (৩) অসিতাঙ্গভৈরব, (৪) রুরুভৈরব, (৫) কালভৈরব, (৬) ক্রোধভৈরব, (৭) তাম্রচূড়ভৈরব, (৮) চন্দ্রচূড়ভৈরব। পুরাণের এই

"কঙ্কালিকা" দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাকে অস্থিচর্ম্মসার বলিতে বাধা কি? মহাদেবের এক নাম আছে,—"কঙ্কালমালী"। দেবী চণ্ডীরও আর এক নাম আছে,—"কঙ্কালিকা"। কিন্তু এই নাম দ্বারা তাঁহাদিগকে নর কঙ্কালবৎ আকৃতিবিশিষ্ট দেবতা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; নরকপাল বা নরকঙ্কাল করে ধারণ দ্বারা তাঁহাদের এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিব্বত ও চীন দেশের অনেক দেবীমূর্ত্তির কণ্ঠে মাংস বিহীন কেবল অস্থিময় নরমুণ্ডমালা দোদুল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। দরভাঙ্গার মহারাজা দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার রাজনগর রাজধানীতে শ্বেতবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ মন্দিরে কঙ্কালিকা দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ঐ কঙ্কালিকা কালী মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত কালী মূর্ত্তি হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে। এই কঙ্কালিকা দেবী কণ্ঠে নরাস্থির মালাও নাই। কেবল কয়েকখানি হাড়ে সংগঠিত চণ্ডী টীকাকারগণের আবিস্কৃত অস্থিচর্ম্মসার কালী মূর্ত্তি ভারতের কোন স্থানের কোন কালী মন্দিরে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই সকল বিষয় প্রতি প্রণিধান করিলে, চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণিত "শুষ্কমাংসাতিভৈরবা" উক্তিতে অস্থিচর্ম্মসার ভীষণ কালী মূর্ত্তি সিদ্ধান্ত করিবার কোনই স্থল থাকে না।

অষ্টভৈরবের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপবর্ণনা, ধ্যান ও স্তব প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে উপরে লিখিত অষ্টভৈরবের কোন ভৈরবকে লক্ষ্য করিয়া ভৈরব নাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। উহা জানিবার উপায় না থাকায়, এখানে মহাভৈরবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। মহাভৈরবের রূপবর্ণনা কালিকাপুরাণে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে ভীষণ বা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেবতা বলা যাইতে পারে না। সংহার ক্রিয়া সাধক দৈব মূর্ত্তি মাত্রকেই যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেবতা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, শাস্ত্রে এরূপ কোন বিধান নাই। পালন কর্ত্তা বিষ্ণুদ্বারাও অনেক সময়ে অনেক স্থানে অসুর সংহার কার্য্য সংসাধন হইয়াছে। নিম্নের টীকাতে উদ্ধৃত মহাভৈরব মূর্ত্তির স্তুতিতে বিষ্ণুর কোমল মূর্ত্তির ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেবী কালিকার অসুর সংহার সাধন সময়ে, বিষ্ণুর পালন ভাব পরিজ্ঞাপক ভৈরব মূর্ত্তির দয়ার কার্য্য, দেবীর দক্ষিণ হস্তে, মরণোন্মুখ অসুরগণ প্রতি অভয় দানে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে শ্লোকের এই স্থানের "ভৈরব" শব্দের অর্থে "ভীষণ" সিদ্ধান্ত না করিলেও দোষের কারণ হইবে না (৪৩৭)।

---

(৪৩৭) "ভৈরবঃ পাণ্ডুনাথশ্চ রক্তগৌরশ্চতুর্ভুজঃ। গদাং পদ্মঞ্চ শক্তিঞ্চ চক্রঞ্চাপি করেণ চ॥
বিভ্রদ্দেব্যাঃ পুরোভাগে পূজ্যোঽয়ং বিষ্ণুরূপধৃক্॥" (কালিকাপুরাণ)

শান্তনবী টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—

"অতিতরাং ভৈরবী অতিভৈরবী অতিভয়ঙ্কররূপা অতিক্রান্তা ভৈরবী অতিভৈরবী। অতিভয়ঙ্কররূপা অতিক্রান্তা ভৈরবান্ ভয়ঙ্করান্ পুরুষান্ অতিভৈরবী ইতি চ পাঠঃ।"

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, কোন কোন চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে যখন অতিভৈরবী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিষ্ণুরূপবিশিষ্ট মহাভৈরব দেবমূর্ত্তির কথা ত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্করা ভৈরবী মূর্ত্তিরই এখানে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর একদেশ দর্শী উক্তিরও বিশেষ কোনই মূল্য নাই। কারণ চতুর্দ্দশ ভৈরবী মধ্যেও কোমল মূর্ত্তিবিশিষ্টা শান্তিপ্রদা ভৈরবীদেবীরও অপ্রতুল নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে চতুর্দ্দশ ভৈরবীর নাম এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে,—(১) ত্রিপুরাভৈরবী, (২) সম্পৎপ্রদাভৈরবী, (৩) কৌলেশভৈরবী, (৪) ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবী, (৫) সকলসিদ্ধিদাভৈরবী, (৬) চৈতন্যভৈরবী, (৭) কামেশ্বরীভৈরবী, (৮) ষট্কূটাভৈরবী, (৯) নিত্যাভৈরবী, (১০) রুদ্রভৈরবী, (১১) ভুবনেশ্বরীভৈরবী, (১২) ত্রিপুরবালাভৈরবী, (১৩) নবকূটাভৈরবী, (১৪) অন্নপূর্ণাভৈরবী। ইঁহাদের নামের মাধুর্য্য সহিত ধ্যানমন্ত্র, স্তব রূপবর্ণনা সমস্তেরই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কোন একটিকেও বিকটাকারা কিম্বা ভয়ঙ্করা ভৈরবী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

"ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বম্ ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ বগলা ত্বং চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আলোচ্য শ্লোক মধ্যে "কালী করালবদনা" বলিয়া যে স্থানে "করাল" শব্দকে কালীর বদনের বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই স্থানের "করাল" শব্দের অর্থে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে "ভীষণবদনা" লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থানে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন জন্য মেদিনীকোষ হইতে এই এক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—"করালং দন্তুরে তুঙ্গে ভীষণে চাভিধেয়বৎ।" অভিধানে "করাল" শব্দের কেবল একটি অর্থ "ভীষণ" দেওয়া হয় নাই, পরন্তু ঐ শব্দের "বৃহৎ" এবং "মহৎ" অর্থও যে হইতে পারে, তাহাও কথিত হইয়াছে। এ স্থানে ভীষণ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ব্যাপক বা বৃহৎ অর্থ গ্রহণ করিতেও কোন বাধা দেখা যায় না। পরবর্ত্তী ৪২২ এবং ৪২৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—এই যুদ্ধক্ষেত্রে চালক সহ যুদ্ধের হস্তী এবং সারথি এবং অশ্ব সহ যুদ্ধের রথ সকল দেবী নিজহস্তে তুলিয়া তাঁহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া দন্তে চর্ব্বন করিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। যে বিরাট মুখ ব্যাদান করিয়া বৃহৎ হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চক্ষু নিমেষে নিক্ষেপ করা ও চর্ব্বন করিয়া গলাধঃকরণ করা সম্ভবে, দেবীর সেই মুখখানি যে অতিশয় বৃহৎ ছিল, ইহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। কাজেই ৪১৮ সংখ্যক শ্লোকের "করালবদনা" শব্দার্থে "বৃহৎবদনা" অর্থ গ্রহণ করিতে কোনই বাধা নাই। প্রশ্ন হইতে পারে মুখব্যাদান করিয়া দেবীর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যক কি ছিল? দেবীর কার্য্যের রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তবে আমরা পুরাণে দেখিতে পাইতেছি পুরাকালে অনেক সময়ে অসুর এবং রাক্ষসগণ মুখব্যাদান করিয়া শত্রুকে ধরিয়া গ্রাস করিত। বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে

মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা, ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥"
(শঙ্করাচার্য্যকৃত কালীস্তব)

"নমস্তে চণ্ডিকে চণ্ডি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি। নমস্তে কালিকে কালমহাভয়বিনাশিনি॥" (কালীস্তব)

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে সাধকের চক্ষে কালিকা দেবী মূর্ত্তির ভীষণ ভয়ঙ্কর ভাব অপেক্ষা শান্তিপ্রদ কমনীয় ভাব অধিক পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

"তাবায়াস্তৌ ততো রৌদ্রী দৃষ্ট্বা ক্রোধপরিপ্লুতা। ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং চক্রে চকার পরমেশ্বরী॥
ভ্রূকুটিকুটিলাদ্দেব্যা ললাটফলকাদ্রুতম্। কালী করালবদনা নিঃসৃতা যোগিনী শুভা॥
খট্বাঙ্গমাদায় করেণ রৌদ্রমসিঞ্চ কালোগ্রমকোশমুগ্রম্। সংশুষ্কগাত্রী রুধিরাপ্লুতাঙ্গী নরেন্দ্রমূর্দ্ধ্না স্রজমুদ্বহন্তী॥"
(বামনপুরাণ)

বামনপুরাণ হইতে যে শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, কল্যাণদায়িনী যোগিনীরূপা করালবদনা দেবী কালিকা পরমেশ্বরীললাট হইতে নিঃসৃতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার রৌদ্র মূর্ত্তি মধ্যে শান্তির উজ্জ্বল প্রভা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

ধরিয়া গ্রাস করিয়াছিলেন (ভাগবতে ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যাইবে রামের বনবাস সময়ে রামের প্রতি কামাতুরা শূর্পনখা সীতাকে গ্রাস করিবার জন্য সীতার দিকে মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। পৌরানিক দৃষ্টিতে এখনও আকাশে রাহু মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত দেখা যায়। আসুরিক রোগের আসুরিক চিকিৎসাই আবশ্যক। অসুরদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসুরদের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া নাচিতে নাচিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই দেবীর পক্ষে শোভনীয় এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নানা তন্ত্রে ও পুরাণে দেবী কালিকার স্তবের অনেক স্থানে "করালে" বলিয়া দেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে ভীষণ বদনা অর্থের পরিবর্ত্তে "বৃহৎবদনা" বা "প্রকটিতবদনা" অর্থেই ঐ করাল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৪৪০)। পুরাণের অনেক স্থানে যে কালিকা দেবীকে দেবতাগণ "মহাভয় বিনাশিনী" বলিয়া বারম্বার স্তুতি করিয়াছেন, সেই বিশ্বজননীর মুখখানিকে "ভয়ঙ্কর" দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার বিরাট দেহের উপযুক্ত বৃহৎ আকারে দর্শন করিতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। "দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা" বলিয়া ৪১৯ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বীপি শব্দের একটি অর্থ ব্যাঘ্র। এজন্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা বলিয়া টীকাকারগণ এই স্থানে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। দ্বীপি অর্থে হস্তীকেও বুঝায়। এ অবস্থাতে এ ক্ষেত্রে হস্তীকে হতাদর করিয়া ব্যাঘ্রকে সমাদর করা অপেক্ষা দ্বীপি অর্থের মধ্যে যখন সমুদ্রকেও অভিধান

---

(৪৪০) "করাল—Opening Wide"
(Sir Monier William's SANSKRIT ENGLISH DICTIONARY)

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে প্রদত্ত দেবী কালিকার রূপ বর্ণনা ঘটিত কয়েকটি শ্লোকের যেরূপ অর্থ টীকাকারগণ প্রদান করিয়াছেন, ভাগবত, বামনপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির ঐ সংক্রান্ত উক্তি সকল প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে অবস্থা অন্যরূপ হইত।

"নিষ্ক্রান্তা চ তদা কালী ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা ক্রুরা গজচর্ম্মোত্তরীয়কা॥
মুণ্ডমালাধরা ঘোরা শুষ্কবাপীসমোদরা। খড়্গপাশধরাতীব ভীষণা ভয়দায়িনী॥
খট্টাঙ্গধারিণী রৌদ্রা কালরাত্রিরিবা পরা। বিস্তীর্ণবদনা জিহ্বাং চালয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ॥" (ভাগবত)

উপরে ভাগবত হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা দৃষ্টে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, নর কঙ্কালের দৃষ্টান্ত আনিয়া তাহার সহিত দেবীদেহের তুলনা না করিয়া, টীকাকারগণ পক্ষে জল শুষ্ক সরোবরের সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া দেবীর উদরের অপূর্ণা অবস্থার চিত্রাঙ্কণ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিলেই চলিতে পারিত এবং তাহা সাধারণের সহজে বোধগম্য হইত।

কর্ত্তাগণ উপস্থিত করিয়াছেন, তখন সমুদ্রকে সম্মুখে লইয়া অর্থ বিস্তারের চেষ্টাও আমরা করিতে পারি। সমুদ্র যেমন অসীম, আকাশ যেমন অসীম, দিগম্বরী দেবীর বসনও সেইরূপ দশদিগ ব্যাপি অর্থাৎ সীমাহীন (৪৪১)।

৪২০ সংখ্যক শ্লোকে "অতিবিস্তারবদনা" পরে "জিহ্বাললনভীষণা" লিখিত হইয়াছে। ভীষণ শব্দের ভয় উৎপাদক অর্থ লইয়া "ভীষণ" শব্দে "ভয়ঙ্কর" যাঁহারা টীকাতে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ রূপ ব্যাখ্যা যদিও দোষজনক হয় নাই, তথাপি একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক মনে করিতেছি যে, দেবী কালিকার আরক্ত নয়ন, বিস্তারবদন, নরমুণ্ডকণ্ঠভূষণ, হস্তে খড়্গধারণ প্রভৃতি যত কিছু ভয় ভাব প্রদর্শনের বর্ণনা এখানে দেখা যাইতেছে, এ সমস্তই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত অসুর সেনাগণের চিত্তে ভীতি সঞ্চার জন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ এই সকল উক্তির একটি শব্দ মধ্যেও এমন এক বিন্দু ভয় উৎপাদক বস্তু কোন আস্তিক হিন্দুতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইবেন না, যাহাকে ধরিয়া দেবীর রূপ বর্ণনা মধ্যে "ভীষণ" বা "ভয়ঙ্কর" ভাবার্থকে টানিয়া আনিবার স্থল তাঁহারা পাইতে পারেন। কালীরূপ বর্ণনাতে দুইটি ভাব পরিস্ফুট করিয়া রাখা হইয়াছে,—একটি দেবীর ভয়ঙ্কর ভাব অসুরদিগের জন্য, আর একটি প্রশান্ত ভাব তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত সাধকগণের জন্য। ইতি পূর্ব্বে মহিষাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে ১৪০ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ আলোচনা সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাকে স্মরণে আনয়নের জন্য নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে (৪৪২)।

---

(৪৪১) "দ্বীপি—Sea or River"
(Sir Monier William's SANSKRIT DICTIONARY)

(৪৪২) "দেবীর একই হুঙ্কারনাদে সত্ত্বগুণ প্রধান দেবতা এবং মুনি ঋষিগণের একই সময়ে অন্তকরণে আনন্দ এবং উৎসাহের প্রবল তরঙ্গ উদ্ভাসিত হইল, আর একদিকে তমোগুণ প্রধান দৈত্যদানবের হৃদয়ে ভীষণ অশান্তি এবং ভীতির সঞ্চার হইল। কেবল ইহাই নহে। এই সময়ে দেবতাগণ দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা কোমল মূর্ত্তি ধারিণী বিশ্বজননী মহামায়া দেবী সকলকে অভয়দান করিতেছেন। আর মহিষাসুর প্রমুখ অসুরগণ দেখিলেন, ভীষণ মূর্ত্তি ধারিণী এক নারী তাঁহার সহস্র বাহুতে সহস্র অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে সুসজ্জিতা হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। চণ্ডীর এই বর্ণনাতে দেখা যাইতেছে, একই স্থানে একই সময়ে বিশ্বের মাতৃস্থানীয়া দেবী মহামায়া একই নারীমূর্ত্তিতে এক শ্রেণীর দর্শকের সম্মুখে তাঁহাদের রক্ষক ভাবে আর এক শ্রেণীর দর্শকের সম্মুখে তাঁহাদের শত্রু বা ভক্ষক ভাবে প্রকটিতা হইয়াছিলেন।"

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥৪২২॥

তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥৪২৩॥

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ং ॥৪২৪॥

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥৪২৫॥

বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥৪২৬॥

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥৪২৭॥

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥৪২৮॥

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥৪২৯॥

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥৪৩০॥

ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥৪৩১॥
উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥৪৩২॥
অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥৪৩৩॥
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥৪৩৪॥
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥৪৩৫॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥৪৩৬॥

ঋষিরুবাচ ॥৪৩৭॥

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥৪৩৮॥
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥৪৩৯॥
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ডবধঃ ॥

৪২২ হইতে ৪৩৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

হস্তীর পার্শ্বরক্ষক, অগ্ররক্ষক যোদ্ধা এবং ঘণ্টা সমন্বিত হস্তিসমূহকে এক হস্তের দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ অশ্বের সহিত অশ্বারোহীকে, সারথির সহিত রথকে মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ দন্ত সমূহদ্বারা অতি ভীষণ ভাবে চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কাহাকেও কেশে ধরিয়া, অপর কাহাকেও গ্রীবায় ধরিয়া এবং অন্য কাহাকেও পদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া (তাহাদিকে বলি স্বরূপ) গ্রহণ করিলেন এবং অন্য কাহাকেও বক্ষে চাপিয়া নিষ্পেষিত করিলেন। সেইরূপে সেই সকল অসুরনিক্ষিপ্ত শস্ত্র এবং মহাস্ত্রগুলিও দেবী ক্রোধে মুখের দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং দন্ত সমূহ দ্বারা মথিত করিয়া মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিলেন; দেবীকালিকা, বিশালকায় এবং বলবান্ অসুরদিগের সেই সমস্ত সৈন্যও মর্দ্দন এবং ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অন্যগুলিকে তাড়াইয়া দিলেন। কোন কোন অসুর অসি দ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ খট্টাঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ বা দন্তাগ্রাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে অসুরদিগের সেই সমস্ত সৈন্য নিহত হইতে দেখিয়া চণ্ডাসুর সেই অতিভীষণা কালীর প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাসুর চণ্ড অতি ভয়ানক শরবর্ষণদ্বারা সেই ভীমনয়না কালীকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং মুণ্ডাসুরও বহু সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিয়া সেই দেবীকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দেবীর মুখ মধ্যে সেই সকল চক্র অস্ত্র প্রবেশ করিয়া মেঘের অভ্যন্তরস্থ বহু রবিবিম্বের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তদনন্তর ভৈরবনাদিনী ভীষণানন-মধ্যস্থ-দুর্দ্দর্শনীয়-দশনোজ্জ্বলা কালী অতিশয় ক্রোধে অট্টহাস্য করিলেন এবং মহাসিংহের উপর উত্থিত হইয়া চণ্ডাসুরকে কেশে ধরিয়া সেই অসিদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর মুণ্ড, চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। দেবী তাহাকেও খড়্গাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ মহাবীর্য্যশালী মুণ্ডকে এবং চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া ভয়াবিষ্ট হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিল। অনন্তর কালী চণ্ডের ও মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার নিকটে আসিয়া প্রচণ্ড অট্টহাস্যমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন—যুদ্ধযজ্ঞে আমি তোমাকে মহাপশু চণ্ডমুণ্ড উপহার দিলাম। তুমি স্বয়ং শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিবে। ঋষি কহিলেন, অনন্তর দেবী কল্যাণী চণ্ডিকা সেই চণ্ডমুণ্ড মহাসুর দ্বয়ের মস্তক আনীত দেখিয়া দেবী কালীকে এই মধুর বাক্য বলিলেন,—

হে দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড এবং মুণ্ডের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ সেই হেতু জগতে তুমি চামুণ্ডা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইবে।

চণ্ডমুণ্ডবধ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪২২ এবং ৪২৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, পরিচালক সহ হস্তীগুলিকে, আরোহি-সহিত অশ্বগুলিকে এবং অশ্ব ও সারথিসহিত যুদ্ধের রথ সকল এক হাতে তুলিয়া মুখে নিক্ষেপ করিয়া দন্তে চিবাইয়া দেবী কালিকা সেই সমস্ত বস্তু উদরস্থ করিতে লাগিলেন। কালিকা দেবীর বিরাট মূর্ত্তি বর্ণনার বিকাশ এই দুইটি শ্লোকে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৪১৮ হইতে ৪২০ সংখ্যক শ্লোকে যেরূপ করা হইয়াছে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের অন্যত্র তেমন করা হয় নাই। পূর্ব্ব প্রদত্ত শ্লোকের "ভীষণা" "ভৈরবা" "করালবদনা" প্রভৃতি শব্দে বা তাহার টীকা ব্যাখ্যাতে দেবী কালিকা মূর্ত্তির কেবল উগ্র ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। দেবীর উগ্র ভাবের বিকাশ মধ্যেও যে একটি কোমল মধুর ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, তাহা টীকাকারগণ পরিস্ফুট করিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। কেহ কেহ এই বর্ণনা সকল পড়িয়া এমন কথাও বলিতে পারেন যে, ইহাকে কাব্যের উৎপ্রেক্ষা বর্ণনার চরম দৃষ্টান্ত স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানবের চক্ষুর চসমা লইয়া দেব দানবের কার্য্য দেখিতে, বুঝিতে বা আলোচনা করিতে যাওয়া বৃথা। এজন্য দেবীর যে কোনও কার্য্য আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষুতে অতি অস্বাভাবিক মনে হয়, তাহা প্রজ্ঞান-প্রদীপ্ত উচ্চদৃষ্টিতে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই কেবল এদেশে নহে, পুরাকালের ইজিপ্ট, এসেরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ সকল দেশের কোনও কোনও দেবদেবীর আচরণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে কালিকা দেবীর অশ্ব, গজ, রথ ভক্ষণ হইতেও বিস্ময় জনক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সে সকলের মধ্যে ওএকটি মধুর ভাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় (৪৪৩)। অতঃপর ৪২৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে

(৪৪৩) প্রাচীন ইজিপ্টের দেবী মহামাতাকে এদেশের উপাস্যা কালিকা দেবীর ন্যায় এক সময়ে একাধারে অতি দয়াবতী এবং অতি নির্দ্দয়া বলিয়া কেবল বর্ণনা করা হয় নাই, পরন্তু তাঁহাকে পরমাসুন্দরী এবং অতি ভয়ঙ্করী দেবী বলিয়াও অনেকস্থানে স্তুতি করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙক্তিতে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪৩৪ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত স্থানে অসুরগণের সহিত দেবী কালিকার যুদ্ধ বর্ণনা মধ্যে এমন কোন দুর্ব্বোধ্য কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না যাহার অর্থ ব্যাখ্যা চেষ্টা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ

"An Egyptian Great Mother, who was as much dreaded as the Scottish Hag was Sekhet, the lioness-headed de ty, who was the wife of Ptah." * * "Thus a Philæ text states in reference to Isis-Hathor, who there personified all goddesses in one : 'kindly is she as Bast, terrible is she as Sekhet' As the conqueror of the enemies of the Egyptian gods, Sekhet carried a knife in her hand, for she it was who, under the name of the 'Eye of Ra,' entered upon the task of destroying mankind." * * * * *

(EGYPTIAN MYTH & LEGEND By Donald A. Mackenzie)

ইজিপ্ট দেশের মহামাতৃকা দেবী মূর্ত্তিতে যে ভীষণ ভীতিপ্রদ ভাববিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ অগ্রে প্রদান করিতেছি তৎপরে তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিব। ডোনেল্ড্এ ম্যাকেন্জি কৃত ঐ পুস্তক হইতে নিম্নে আরও কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"Against whom", cried the Hebrew prophet, "do ye sport yourselves ? against whom make ye a wide mouth and draw out the tongue ?"

শেষের উদ্ধৃত দুই পঙ্‌ক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সাধককবির স্তুতি গীতিতে দেবীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কাহার প্রতিকূলে আপনার এ লীলাখেলা চলিয়াছে, কাহাকে গ্রাস করিবার জন্য 'বিস্তৃতবদনা' ও "জিহ্বাললন ভীষণা" হইয়া আপনি রহিয়াছেন ? চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থে কালিকাদেবীর রূপবর্ণনা সহিত এই দেবীর রূপবর্ণনার কত সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা সহজেই সকলে দেখিতে পাইবেন। ঐ গ্রন্থের জ্যোতিদেবীর স্তুতিগীতির ইংরাজি অনুবাদ হইতে নিম্নে আরও কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"Now heaven rains, and trembles every star
With terror, bowmen scamper to escape ;
And quakes old Aker, lion of the earth,"
* * * * *
"For Unas rises and in heaven appears."
* * * * *
"Unas arises now to take his meal
Men he devours ; he feasts upon the gods
This lord who reckons offerings : he who makes
Each one to bow his forehead, bending low.
Unas, the Power, is the Power of Powers !
Unas, the mighty god, is the god of gods !
Voraciously he feeds on what he finds".
* * * * *
"Unas is now the eldest over all—
Thousands he ate and hundreds he did burn."
* * * * *
"He swallowed up the White Crown and the Red,"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই কারণেই দেবীভাষ্যকার পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে একটি

And fat of entrails gulped ; the secret Names
Are in his belly and he prospers well
Lo ! he devoured the mind of every god,
And so shall live for ever and endure
Eternally, to do as he desires"

ইজিপ্টদেশে পুরাকালে একই দেবীকে তাঁহার উগ্রমিষ্টকার্য্যানুসারে কখনও স্ত্রী ভাবে কখনও বা পুরুষ ভাবে উল্লেখ এবং স্তুতি করা হইত।

Osiris বা Orion দেবেরই নামান্তর উনাস। উনাস পরমাশক্তি স্বরূপা। ঐ গ্রন্থের আর একস্থানে খেপেরা দেবীর কথা আছে। পতঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া খেপেরাদেবী সূর্য্যমণ্ডলকে এক সময়ে তাঁহার সম্মুখস্থ দুইখানি পদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া কি ভাবে সূর্য্যদেবকে বিপন্ন করিয়াছিলেন তাহা নিম্ন উদ্ধৃত এক পঙ্ক্তি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে,—

"Khepera is depicted in beetle form holding the sun disk between two legs".

ব্যাবিলোনিয়ার পুরাকালের দগ্ধ ইষ্টক ফলকে খোদিত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ডোনেলড্-এ-ম্যাকেনজি কৃত ব্যাবিলোনিয়ার পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"Indeed, in the narrative of the Creation Tablets of Babylon, which will receive full treatment in a later Chapter, Tiamat, the great mother, is the controlling spirit. She is more powerful and ferocious than Apsu, and lives longer".

ঐ পুস্তকে টিয়ামাত এবং ইস্তার দেবীকে অভিন্ন বর্ণনা করিয়া শেষোক্ত শক্তিকে মহাযুদ্ধের দেবী এবং সমস্ত দেবদেবীর উপরে অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"Like Tiamat, Istar is also a great battle heroine, and in this capacity she was addressed as "the lady of majestic rank exalted over all gods".

Donald. A. Mackenzie সংকলিত Babyloniaর পুরাতত্ত্ব ঘটিত ইতিহাসে তায়মাত নামক মহামাতাকেই বিশ্বপরিচালিকা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি আপস্যু হইতেও অসাধারণ শক্তি সম্পন্না এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্টা। চণ্ডিকাদেবী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও যুদ্ধ করিয়া অসুর কুল ধ্বংস করিবার জন্য যেমন তাঁহার দেহ হইতে নিঃসৃতা কালিকাদেবী নামে আর এক শক্তিকে ঐ কার্য্যসাধনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন, ব্যাবিলোনিয়াতেও তেমনি বিশ্বমাতা তায়মাত ঈশতার দেবীকে যুদ্ধকার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ঈশতার দেবীর স্তুতির ইংরাজি অনুবাদ ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

HYMN TO ISHTAR.

"To thee I cry, O lady of the gods,
Lady of ladies, goddess without peer,
Ishtar who shapes the lives of all mankind,
Thou stately world queen, sovran of the sky"

* * * * *

"Thy hand is violent, thou queen of war
Girded with battle and enrobed with fear
Thou sovran wielder of the wand of Doom,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কথা. ভিন্ন এই অংশের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। যে কথাটি লইয়া

The heavens and earth are under thy control."
* * * * *
"At thought of thee the world is filled with fear,
The gods in heaven quake, and on the earth
All spirits pause, and all mankind bow down
With reverence for thy name......O Lady Judge,
Thy ways are just and holy ; thou dost gaze
On sinners with compassion, and each morn
Leadest the wayward to the rightful path".
.................Oh ! how long
Shall these my foes parsue me, working ill,
And robbing me of joy ?...Oh how long
Shall demons Compass me about and cause
Affliction without end ?"

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার ঈশতারদেবীর স্তবের সহিত চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থোক্ত দেবীস্তবের কত অংশে কত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চণ্ডমুণ্ড বধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা কালিকাদেবীর মুখমণ্ডলের যে বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ বর্ণনার সহিত ব্যাবিলোনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্যকারিণী দেবীর মুখমণ্ডলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ গ্রন্থে তাঁহার মুখমণ্ডলের বর্ণনা এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে।

"She was depicted with lidless staring eyes, broad flat nose, mouth gaping horribly and showing tusk-like teeth, and with high cheek bones, heavy eyebrows and low bulging forehead".

উপরে উদ্ধৃত ব্যাবিলোনিয়া দেশের করালবদনা দেবীর মুখমণ্ডলের বর্ণনার বাংলা মর্ম্মানুবাদ এই,—তিনি কটমটে দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চক্ষের পাতা নাই। তাঁহার নাসিকা অতিশয় প্রশস্ত অর্থাৎ চেপ্টা। তাহার মুখ ভয়ঙ্কর ভাবে হাঁ করিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সেই হাঁকরা মুখের মধ্যে হাতীর দাতের ন্যায় বৃহৎ দন্তশ্রেণী লম্বমান দেখা যাইতেছে। তাঁহার চিবুকের অস্থি বাহিরে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার চক্ষুর ভ্রূযুগল অতিশয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার ললাটদেশ নিম্নগামী হইয়াও মধ্যে স্ফীত হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে, কালিকাদেবীর মুখমণ্ডলের এইরূপ বর্ণনা দেখিলে, টীকাকার এবং ভাষ্যকার মহাশয়গণ মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দোয়াত কলম ফেলিয়া দিয়া প্রাণভয়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে দৌড়াইয়া পলাইতেন। ব্যাবিলোনিয়ার পুরাণ গ্রন্থলেখকগণ এ ভীষণরূপ বর্ণনা সময়ে মূর্চ্ছিত হয়েন নাই কেন? এ কথার উত্তর এই যে, তাঁহারা অসুরবিধ্বংসকারিণী দেবীর ভীষণ মূৰ্ত্তি মধ্যেও দেবীর ত্রিলোক রক্ষা কারিণী কোমলমূর্ত্তির নির্ম্মল জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাইতেন। ভীতির সহিত প্রীতির পবিত্র ধারার সঙ্গম মহাতীর্থে তাঁহাদের হৃদয়কে স্নান করাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়কে সদা সুস্থ ও সবল রাখিতে জানিতেন এবং পারিতেন।

ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যাইতেছে মহামাতৃকাদেবীর অসুর ধ্বংস সাধন কার্য্যের অবসানের সঙ্গে তাঁহার নানাবিধ ভীষণমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার জীবমঙ্গলদায়িনী কোমল প্রকৃতি ও মূৰ্ত্তিসকল পরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তিনি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ৪৩২ সংখ্যক শ্লোকের "উত্থায় চ মহাসিংহং" বিষয়ক

তাহার বিস্তারিত বিবরণ ইজিপ্টের পিরামিড গাত্রে প্রস্তর মূর্ত্তির অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ, ম্যাকেনজি কৃত Egyptian Myth গ্রন্থে ও প্রদত্ত হইয়াছে।

"As a goddess of maternity the Great mother was given different forms. Isis was a woman, the Egyptianized Hathor was a cow". * * *

"The popular Isis ultimately combined the attributes of all the great Mothers, who were regarded as different manifestations of her, but it is evident that each underwent, for prolonged periods, separate development, and that their particular attributes were emphasized by local and tribal beliefs" (EGYPTIAN MYTH &LEGEND by Donald-A-Mackenzie)

ব্যাবিলোনিয়ার মহামাতাদেবীকে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্রী, সর্ব্বসুখসম্পদ্দানকর্ত্রী, সর্ব্বলোকরক্ষাকর্ত্রী এবং সর্ব্বধ্বংসকর্ত্রী বলিয়াও অনেক স্থানে স্তুতি করা হইয়াছে।

"Like other agricultural communities they were worshippers of the "World Mother" the creatrix, who was the giver of all good things, the "Preserver" and also the "Destroyer". (MYTHS OF BABYLONIA by Donald-A-Macknzie)

ব্যাবিলোনিয়ার উপাস্যাদেবী মহামাতার সৃষ্টিস্থিতিপালন ও ধ্বংসক্রিয়া সাধক ত্রিবিধ শক্তির কথার আলোচনার সঙ্গে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ব্রহ্মাকৃত চণ্ডীস্তবের এই শ্লোকটি একবার স্মরণ করিতে বাধা নাই—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

ইজিপ্ট দেশের উপাস্যাদেবী আদ্যাশক্তি, যিনি Isis নামে ইজিপ্টের পুরাতত্ত্বে খ্যাতা হইয়া রহিয়াছেন, দেবী চণ্ডিকার ন্যায় তাঁহার বুদ্ধির ও অন্ত নাই এবং তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। সার জেম্‌স্ ফ্রেজার তাঁহার Golden Bough গ্রন্থে লিখিয়াছেন—কোনও স্থানে ঈসিসদেবী শতনামে, কোনও স্থানে সহস্র নামে পূজিতা হইয়া থাকেন।

"Her attributes and epithets were so numerous that in the hieroglyphics she is called "the many named" 'the thousand named" and in Greek inscriptions "the myriad named" * * * Amongst the epithets by which Isis is designated in the inscriptions are "creatress of green things", "Green goddess, whose green colour is like into the greenness of the earth".

কালিকাদেবীর গাত্রের নবদূর্ব্বাদলসম শ্যাম বা নীলরংয়ের সহিত ইজিপ্টের আশীশ বা ঈশীশ দেবীর অঙ্গের সবুজ বা নীলরংয়ের বর্ণনার কি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও একটি চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

কালিকাপুরাণে, কালিকাদেবীর গাত্রের বর্ণ নীলোৎপল সদৃশ শ্যামবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উক্তি। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"দেবীকালী আসিংহং সিংহপ্রমাণপর্য্যন্তং সিংহোল্লম্ফন

"নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা। খট্বাঙ্গং চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে॥
বামে চর্ম্ম চ পাশঞ্চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ। দধতীং মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরাং বরাম্॥"

কৃষ্ণবর্ণাদেবীর কথা যে কেবল ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশেই আমরা শুনিতে পাইতেছি তাহা নহে, ইংলাণ্ড, স্কটলাণ্ড প্রভৃতি দেশেও এই দেবী সংক্রান্ত অনেক উক্তি অনেক আধুনিক পুস্তক মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"Her face was blue-black of the lustre of coal,
And her bone-tufted tooth was like red rust.
In her head was one deep pool-like eye
Swifter than a star in a winter sky."

(West Highland Tales, by Campbell.)

"One of the least known, but not the least important, of Great Mothers of Europe is found in the Highlands of Scotland."

"She is called Cailleach Bheur, and is evidently a representative survival of great antiquity. In Ireland she degenerated, as did other old gigantic deities, into a historical personage. An interesting Highland folk-tale states that she existed "from the long eternity of the world." She is described as "a great big old wife." Her face was "blue-black," and she had a single watery eye on her forehead, but the sight of it was as swift as the mackerel of the ocean."

(EGYPTIAN MYTH & LEGEND By Donald A. Mackenzie)

প্রাচীন ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলোনিয়ার ন্যায় প্রাচীন গ্রীস, এবং রোমেও অসুর-সহিত যুদ্ধকারিণী ভীষণ মূর্ত্তিধারিণী দেবী ক্রমে লোকরক্ষাকারিণী পরমাসুন্দরী যুবতীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছেন।

"The beautiful northern goddess of the Greek sculptors was a poetic creation of post-Homeric times, when her benevolent character only was remembered. Still, Rhea ever retained her lion, which crouched beside her throne,—a faint memory of her ancient savage character."

(PRE-HELLENIC EUROPE)

দেবীর সিংহবাহিনী অর্দ্ধউলঙ্গিনী মূর্ত্তিও য়ুরোপের কোন কোন স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

"The great goddess was depicted wearing a flounced gown suspended from her slim waist, round which a girdle is clasped. The upper part of the body is bare, and she has enormous breasts. Sometimes she stands on a mountain top, guarded by two great lions."

ইংলণ্ডে এবং স্কটলণ্ডে এখনও "ভয়ঙ্করী মাতা"র বাসস্থান কোনও কোনও পর্ব্বত গুহা মধ্যে স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্থানপর্য্যন্তং বা উত্থায় উল্লম্ফ্যেত্যর্থঃ।" দেবীভাষ্যে প্রদত্ত বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে— "দেবী কালিকা সিংহ প্রমাণ উল্লম্ফন করতঃ চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন।" প্রাচীন টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তীও এই স্থানের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (৪৪৪)। টীকাকার

"The ferocious mother-goddesses of England and Scotland, as is shown (Chapter III) were cave-dwellers." (PRE-HELLENIC EUROPE)

এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া য়ুরোপের পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে বাধ্য হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে, যে এই একই মহামাতৃকাদেবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও নামে প্রকটিতা হইয়া রহিয়াছেন।

"It is possible that the mother was supposed to manifest herself in different forms, at different seasons, and in different districts." (ঐ গ্রন্থ)

দৈত্যদলনী দেবীর আকৃতি প্রকৃতি এবং তাঁহার কার্য্যঘটিত বর্ণনার সৌসাদৃশ্য নানা দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ রহিয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার গাত্রের বর্ণ যে প্রায় সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেই কৃষ্ণ বা গাঢ় নীল বা ঘোর সবুজ বলিয়া বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত উক্তিসকল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইজিপ্ট ব্যাবিলোনিয়া পারশ্য সিরিয়া, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতার আকর স্থানের পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থেই তাঁহাকে সিংহারূঢ়া রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃতীয় লক্ষ্যের বিষয় ঐ সকল দেশের প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেই তাঁহার অসুর সংহারকারিণী ভীষণ উগ্রমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লোকরক্ষাকর একটি কোমল মধুর স্নেহময় ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই বিপরীতমুখী দুই বিভিন্নভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলন এবং সৌন্দর্য্যবিকাশ যেমন চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের মহিষাসুরমর্দ্দন ইতিহাস মধ্যে এবং চণ্ডমুণ্ড দৈত্যদলন প্রসঙ্গ মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্য কোন দেশের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে সেরূপ এপর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সকল গুরুতর তত্ত্ব, বিশেষতঃ এদেশের জনসাধারণের আরাধ্যা কালিকাদেবীকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের উপাস্যাদেবী জ্ঞানে কি চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এখনও তাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাহার কিঞ্চিৎ তথ্য এ দেশের নব্যশিক্ষিত যুবকযুবতীগণের দৃষ্টিসম্মুখে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে, ৪২২ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ-ব্যাখ্যা আলোচনার আয়তন এখানে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল।

(৪৪৪) "দেবী কালী হুম্ ইতি কোপাহ্বানশব্দং কৃত্বা মহাসিং মহাখড়্গম্ উত্থায় উর্দ্ধীকৃত্য চণ্ডং চণ্ডাসুরমধাবত।" (গোপালচক্রবর্ত্তিকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

"মহা + অসি = মহাসি" অর্থ টানিয়া বাহির করিয়া সিংহের "হং" অক্ষরকে পৃথক করিয়া এবং "হং" অর্থে চিৎকার সিদ্ধান্ত করিয়া এরূপ কষ্টসাধ্য অর্থ উদ্ধার চেষ্টা না করিলেও ক্ষতি ছিল না।

"দেবী কালী আসিংহং সিংহপ্রমাণপর্য্যন্তং সিংহোল্লম্ফন-স্থানপর্য্যন্তং বা উত্থায় উল্লম্ফ্যেত্যর্থঃ। অতএব কাল্যাঃ সিংহবাহনত্বাভাবেঽপি ন ক্ষতিঃ।" (দেবীভাষ্য)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গণের এইরূপ কষ্টসাধ্য অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হয়ত এই কারণে উপস্থিত হইয়া থাকিবে যে, দেবী চণ্ডিকা যুদ্ধারম্ভের প্রথম হইতেই সিংহারূঢ়া হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া যখন বর্ণিতা

সিংহের দেহ প্রমাণ দীর্ঘ একটি লম্ফ প্রদান করিয়া দেবী রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন বলিলে দেবীকে বড়ই ক্ষুদ্র করা হয়, কারণ যে দেবী অশ্ব, গজ এবং রথ গ্রাস করেন, তাঁহার লম্ফ উচ্চ পর্ব্বত হইতেও অধিক উচ্চ হওয়াই স্বাভাবিক ও শোভনীয়।

"উত্থায় চেতি উত্থাপ্যেত্যর্থঃ। মহাসিং মহাখড়্গং হুম্ ইতি কোপোক্তিঃ।" (গুপ্তবতী)

"মহাসিং মহাখড়্গাম্ উত্থায় উদ্যম্য হুমিতি রোষোক্ত্যনুকারঃ......অপর আহ মহাসিংহম্ উত্থায় আরুহ্য ইতি এতদসঙ্গতম্। কাল্যাঃ সিংহবাহনত্বাভাবাৎ।" (চতুর্ধরী)

"উত্থায় চ মহাসিংহং দেবীতি পাঠে মহান্তং কেশরিণং সিংহমুত্থায় আরুহ্য দেবী চণ্ডমধাবতেতি সম্বন্ধঃ।" (শান্তনবী)

"মহাসিং মহাখড়্গাম্ উত্থায় উত্থাপ্য... হুমিত্যুক্ত্বা দেবী চণ্ডমধাবত।" (নাগোজীভট্ট)

"মহাসিং হুং মহাখড়্গাম্ উত্থায় উদ্যম্যাধাবত......হুমিতি রোষাবেশসূচকং শব্দং কৃত্বেত্যধ্যাহার্য্যম্।" (দংশোদ্ধার)

টীকাকারগণের প্রদত্ত যে সকল অর্থ উপরে উদ্ধৃত হইল, ইহার কোনটিকেই ব্যাকরণবিরুদ্ধ অর্থ বলিয়া যদিও উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, কিন্তু দেবীকালিকাও সিংহোপরি আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এরূপ অর্থও এক্ষেত্রে অসঙ্গত মনে হয় না। চতুর্ধরী টীকাকারের ন্যায় কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালিকার ধ্যানে কালীকে সর্ব্বত্র শববাহনা বলা হইয়াছে; সিংহবাহনা যখন কুত্রাপি বলা হয় নাই, তখন তিনি সিংহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতেছে। এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনই স্থল নাই, কারণ পুরাণে সিংহবাহনা কালীমূর্ত্তি বর্ণনার অপ্রতুল নাই। কালিকা পুরাণে দেবীর সিংহোপরি দক্ষিণপদ বিন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মানা থাকিবার সুদীর্ঘ বর্ণনা যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। খড়্গাং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবরং স্বধঃ॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতীং। খং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ং॥
মুণ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্ব্বদা। বক্ষসা নাগহারন্তু বিভ্রতীং রক্তলোচনাং॥
কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতাং। বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদং॥
বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম্। সাট্টহাসমহাঘোররাবযুক্তাতিভীষণা॥
চিন্ত্যোগ্রতারা সততং ভক্তিমদ্ভিঃ সুখেপ্সুভিঃ॥" (কালিকাপুরাণ)

কালিকাপুরাণের আর একস্থানে দেখা যাইতেছে বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কালিকাদেবীকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একস্থানে তিনি দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জহস্তা মুক্তকচোৎকরা" ইত্যাদি। সে সময়েও কালিকাদেবী সিংহোপরি সংস্থিতাই ছিলেন।

সিংহের উপরে সংস্থিতা কালিকা দেবীর রূপ বর্ণনা পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ জানিতে পারা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করা হইল, এক্ষণে ইজিপ্টের পিরামিড্ গাত্রে সিংহের উপরে দণ্ডায়মানা করে সংহার অস্ত্র ধারিণী

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়াছেন, এইরূপ স্থলে তাঁহাকে সিংহ হইতে নামাইয়াদিয়া, দেবী কালিকা সিংহের উপরে উঠিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে তাঁহারা সাহস করেন নাই। কাজেই দেবী কালিকা, সিংহের লম্ফের পরিমাণ একটী উচ্চ লম্ফপ্রদান করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন, এইরূপ দুইকুল রক্ষাকর একটা অযৌক্তিক অর্থ প্রদান করাই তাঁহারা সঙ্গত মনে করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ এক সিংহ পৃষ্ঠে দেবী চণ্ডিকা (রণক্ষেত্রে যিনি দেবী কৌষিকী নামে বর্ণিতা হইয়াছেন) অবস্থান করা সত্ত্বেও আর এক সিংহ পৃষ্ঠে পদ প্রদান করিয়া দেবী কালিকা যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসে অবতীর্ণা হইতে পারিতেন এবং সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল মনে করিতেও ক্ষতি নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এক দেবীর দেহ হইতে যদি নানা অস্ত্রধারিণী নানা দেবদেবী আবির্ভূতা হইতে পারেন, তাহা হইলে বিষ্ণু-অবতার দেবীবাহন এক সিংহের দেহ হইতে প্রয়োজন স্থলে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আর একটি সিংহ আবির্ভূত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। পুরাণের বর্ণনাতে জানা যাইতেছে,— হিরণ্যকশিপু অসুরকে বধ করিবার সময়ে সিংহাবতার নরসিংহ মূর্ত্তিধারী বিষ্ণু হইতে আর এক ভীষণ সিংহ বাহির হইয়া অসুর সৈন্যদল দলন করিয়াছিলেন (৪৪৫)। এ অবস্থাতে,

---

উলঙ্গিনী যে কৃষ্ণবর্ণা প্রস্তরে খোদিত দেবীমূর্ত্তির আবিষ্কার হইয়াছে, এবং যাহাকে কালীমূর্ত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট হেতু আছে সেই কালিকামূর্ত্তি সম্বন্ধে নিম্নে একখানি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The Egyptians depicted her as a goddess; standing nude on the back of a lioness, which indicated that she was imported from the Hittites, in one hand she carries lotus flowers and what appears to be a mirror, and in the other, two serpents."

(EGYPTIAN MYTH AND LEGEND By Donald A Mackenzie)

মহিষাসুরের যুদ্ধারম্ভ সময়ে, বিষ্ণু তাঁহার চক্র হইতে আর একটি চক্র বাহির করিয়া দেবীকে উপহার দিয়াছিলেন, ঐরূপ শিব তাঁহার ত্রিশূল হইতে আর একখানি ত্রিশূল এবং ইন্দ্র তাঁহার বজ্র হইতে আর একটি বজ্র অস্ত্র বাহির করিয়া দেবীকে উপহার দিয়াছিলেন (চণ্ডীমাহাত্ম্যের ১২৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে দেবী কৌষিকী এবং কৌষিকীর দেহ হইতে দেবী কালী নিসৃতা হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনাপ্রতি দৃষ্টি করিয়া এরূপ অনুমান করিতে কোনই বাধা নাই যে দেবীবাহন সিংহ শরীর হইতে আর একটি সিংহ নিসৃত হইয়া দেবী কালিকার চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং খড়্গধারিণী দেবীকালিকা তাহার মস্তকে বা পৃষ্ঠে পদস্থাপন করিয়া রণক্ষেত্রে চণ্ডমুণ্ড অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন।

(৪৪৫) নানা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, নারায়ণ কেবল হিরণ্যকশিপুর উদর এবং হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন নাই, পরন্তু শুম্ভনিশুম্ভের সহিত দেবীর মহাযুদ্ধের ন্যায় হিরণ্যকশিপুর অসংখ্য সৈন্য-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্লোকমধ্যে পরিষ্কার ভাষাতে বর্ণিত না হইলেও, দেবী চণ্ডিকার বাহন সিংহের দেহ হইতে আর একটি সিংহ বাহির হইয়া দেবী কালিকার চরণতল আশ্রয় করিয়া রণভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে কোনই বাধা নাই।

৪৩৫ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, দেবী কালিকা চণ্ডমুণ্ডের ছিন্নমুণ্ড তুইটি তুই হস্তে ধারণ করিয়া প্রচণ্ড অট্টহাস্য করিতে করিতে চণ্ডিকা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—এই যুদ্ধ যজ্ঞে চণ্ডমুণ্ড মহাপশুদ্বয়ের মুণ্ড এই গ্রহণ কর, ইহা আমি তোমাকে উপহার প্রদান করিতেছি, আর শুম্ভ নিশুম্ভকে তুমি স্বয়ং হত্যা করিবে, এজন্য তাহাদিগকে তোমার ঐ কার্য্য সাধন জন্য আমি বধ না করিয়া জীবিত রাখিয়া আসিয়াছি। এই স্থানের এইরূপ সহজ অর্থ প্রদান না করিয়া, অর্থ উদ্ধারকার্য্যে কোন কোন টীকাকার কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন (৪৪৬)। তাঁহাদের প্রদত্ত জটিল অর্থ গ্রহণ না করিয়া শ্লোকের সরল অর্থ যাহা তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

সামন্ত সহিত নারায়ণের ও একটি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে নারায়ণ দেহ হইতে সিংহমূর্ত্তিধারী মহাপরাক্রমশালী অনেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া অসুর সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

"অনুহ্রদাদয়ঃ পুত্রা অন্যে চ শতশোঽসুরাঃ। নৃসিংহদেহসম্ভূতৈঃ সিংহৈর্নীতা যমক্ষয়ম্॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে হিরণ্যকশিপু তাঁহার সৈন্যগণ প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন বন্যসিংহ অবধ্য হইলেও ইহাকে বধ করিতে হইবে।

"মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতামেষ অপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ। যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্বধ্যতাং বনগোচরঃ॥
তে দানবগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্। পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা॥" (মৎস্যপুরাণ)

* * * * * "অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরোত্তমঃ॥" (ঐ)

সিংহের সর্ব্বাঙ্গে শরবৃষ্টি হইল কিন্তু সিংহের মৃত্যু হইল না।

* * * "তস্য শরীরে শরবৃষ্টিভিঃ। অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন ব্যথাং চক্রুরাহবে॥
এবং ভূয়োঽপরান্ ঘোরানসৃজন্ দানবেশ্বরাঃ। মৃগেন্দ্রস্যোপরি ক্রুদ্ধা নিঃশ্বসন্ত ইবোরগাঃ॥ (ঐ)

* * * * * "মৃগেন্দ্রায়াসৃজন্নাশু জ্বলিতানি সমন্ততঃ।" (ঐ)

এক সময়ে ব্রহ্মা মহাশক্তিসম্পন্ন মহাসিংহদেবকে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন—

"নমোঽস্তুতে দিব্যবরৈকসিংহ নমোঽস্তুতে যোগগুহৈকসিংহ।
নমোঽস্তুতে সিংহবৃষৈকসিংহ নমোঽস্তু নীলাচলশৃঙ্গসিংহ॥
নমোঽস্তু দুঃখার্ণবপারসিংহ নমোঽস্তু তেজোময় দিব্যসিংহ।
নমোঽস্তু চিত্রাকৃতিচিত্রসিংহ নমোঽস্তু তে ক্লেশবিমুক্তিসিংহ॥" (স্কন্দপুরাণ)

(৪৪৬) "মুণ্ডং সশিরস্কং সদেহমিত্যর্থঃ।" (নাগোজী) (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪৩৫ এবং ৪৩৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, দেবী কালিকা হাসিতে হাসিতে চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন,—এই যুদ্ধযজ্ঞে তোমাকে এই মহাপশু চণ্ডমুণ্ডের মস্তক উপহার দিলাম। দেবীর এই উক্তিমধ্যে কোনরূপ অর্থের জটিলতা না থাকিলেও যে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। বিলাতের এবং এদেশের আধুনিক শিক্ষিতগণ মধ্যে অনেকে একটি ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, অল্পকাল যাবৎ তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায় এদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজাতে পশু বলিদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যজ্ঞে পশু হনন করিবার সাধারণ আচরণ না থাকিলে, দেবী কালিকার মুখে এখানে এমন ভাবের কথা শোভা পাইত না যে,—"এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে চণ্ডমুণ্ড দুইটা মহাপশুর মস্তক ছেদন করিয়া তোমাকে নিবেদন করিয়া দিতেছি।" বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কার্য্যে সত্যযুগ হইতে এদেশে মুনিঋষি এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পশু হনন করিতেন। ইহাকে "বৈধহিংসা" বলা হইত। যজ্ঞে পশুহনন করিবার প্রথা যে প্রচলিত ছিল, বেদের মন্ত্রেও ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। সত্যযুগের একটি প্রামাণ্য ঘটনার চিত্র শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যেও দেবী কালিকার মুখের উক্তিদ্বারা বলি প্রদান প্রথার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পূজাতে পশু বলি প্রদান কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উহার সমর্থক শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক উক্তি সকল উপস্থিত করিবার একটি সুপ্রশস্ত স্থল, ৬৮৩ সংখ্যক শ্লোকে সুরথরাজার নিজ গাত্রের রক্তদ্বারা এবং পশু পুষ্পাদি উপকরণ দ্বারা দেবী চণ্ডিকার পূজা করিবার কথাপ্রসঙ্গে পরে পাওয়া যাইবে, এজন্য এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

নাগোজী ভট্ট মুণ্ড অর্থে দেহ সহিত মস্তক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অন্যান্য টীকাকারগণ অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"কালী চণ্ডস্য শিরঃ, মুণ্ডং লক্ষণয়া মুণ্ডাসুরস্য মুণ্ডমিত্যর্থ; যদ্বা সুপাং সুবিতি ব্যবস্থয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া, মুণ্ডস্য চ শির ইত্যর্থঃ।" (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)

"মুণ্ডমিত্যেব লক্ষণয়া মুণ্ডস্য মুণ্ডমিত্যভিপ্রেয়তে।" (চতুর্দ্ধরী)

"চণ্ডস্য অসুরস্য শিরশ্চ তথা মুণ্ডস্যাসুরস্যেদং মৌণ্ডং শিরশ্চ তয়োর্মস্তকদ্বয়ং গৃহীত্বা...প্রাহ" (শান্তনবী)

"শির ইতি। মুণ্ডমিত্যেক্যলক্ষণয়া মুণ্ডস্য মুণ্ড মিত্যর্থঃ" (দংশোদ্ধার)

"কালী, চণ্ডের মস্তক ও (সমস্তক) মুণ্ডকে লইয়া চণ্ডিকার নিকট গমনপূর্ব্বক প্রচণ্ড হাস্য সহকারে কহিলেন॥" (পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্রকৃত চণ্ডীমাহাত্ম্যের ব্যাখ্যার বাঙ্গালা)

উত্তরচরিত্রম্

(রক্তবীজবধ বিবরণম্)

ঋষিরুবাচ ॥৪৪০॥

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥৪৪১॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥৪৪২॥
অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতি নির্যান্তু স্ববলৈর্ব্বৃতাঃ ॥৪৪৩॥
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধূম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৪৪৪॥
কালকা দৌহৃর্দা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্য্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৪৪৫॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতঃ ॥৪৪৬॥
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্ ॥৪৪৭॥
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তন্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৪৪৮॥

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥৪৪৯॥

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥৪৫০॥

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥৪৫১॥

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥৪৫২॥

৪৪০ হইতে ৪৫২ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

অনন্তর চণ্ডদৈত্য নিহত হইলে, মুণ্ডদৈত্য বিনিপাতিত হইলে এবং বহুল সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অসুরেশ্বর প্রতাপশালী শুম্ভ ক্রোধবশীভূতচিত্ত হইয়া (প্রধান) দৈত্যগণের প্রতি সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে এইভাবে আদেশ প্রদান করিলেন। অদ্য ছিয়াশী জন প্রধান দৈত্য তাহাদের (অধীনস্থ) সমস্ত সৈন্য লইয়া এবং কম্বুবংশজাত চৌরাশী জন দৈত্য তাহাদের স্বকীয় সৈন্যগণ সহ যুদ্ধে যাত্রা করুক। কোটিবীর্য্যনামক পঞ্চাশৎসংখ্যক অসুর সম্প্রদায়, ধূম্রবংশীয় শতসংখ্যক অসুর সম্প্রদায় আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করুক। কালবংশীয়, দৌর্হৃদবংশীয়, মুরবংশীয় ও কালকেয় অসুরগণ সত্বর সসজ্জ হইয়া আমার আদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হউক্। অসুরপতি ভৈরবশাসন শুম্ভ এই আজ্ঞা দিয়া বহুসহস্র মহাসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। চণ্ডিকা দেবী সেই অতি ভীষণ সৈন্য সমাগত দেখিয়া জ্যাশব্দে পৃথিবী ও আকাশমার্গ পরিপূরিত করিলেন। হে রাজন্! তাহার পর সিংহ অতি ভীষণ গর্জ্জন করিল; এবং ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা অম্বিকা সেই শব্দকে পরিবর্দ্ধিত করিলেন। ধনুর্জ্যা, সিংহ এবং ঘণ্টার শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ও বদন বিস্তার করিয়া দেবী কালী যে ভীষণ নিনাদ করিলেন সেই শব্দ

দ্বারা শত্রুবর্গ অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া দৈত্যসৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কৌশিকী দেবী, সিংহ এবং কালীকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। হে রাজন্! এই সময়ে অসুরদিগের বিনাশের জন্য এবং দেবশ্রেষ্ঠদিগের কল্যাণের জন্য, ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের অতিবীর্য্যবলান্বিতা ক্রিয়াশক্তি সকল শরীর হইতে বিনিক্রান্তা হইয়া সেই সেইরূপে চণ্ডিকার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

দেবীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ বিবরণ ঐ গ্রন্থের যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, মধুকৈটভবধ কিম্বা মহিষাসুর মর্দ্দন উপাখ্যানে তাহার একচতুর্থাংশ স্থানও গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই দৃষ্টিতে শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধকেই এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনা বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাতটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধ ইতিহাস মধ্যে আবার রক্তবীজ সহিত দেবীর যুদ্ধ এবং সেই মহাসুর বধ বিবরণে পরিপূর্ণ এই অধ্যায়কেই সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। এই অধ্যায়কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইদানিং যে সকল মুদ্রিত চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রক্তবীজবধ উপাখ্যানকে অষ্টম অধ্যায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইরূপ চণ্ডিমাহাত্ম্যের এই রক্তবীজ বধ অধ্যায় কোন কোনও শক্তিসাধকের নিকট সমধিক সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের রক্তবীজবধ ঘটিত এই আখ্যায়িকা শ্রবণ শেষ হইলে, রাজা সুরথ মহামুনি মেধসকে বলিয়াছিলেন,—

"বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম। দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে। চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ॥"

রাজা সুরথের মুখে এরূপ উক্তি আর কোন স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। রাজা সুরথ যাহাকে "বিচিত্রমিদমাখ্যাতং" বলিয়াছেন, বস্তুতই চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত পৌরাণিক অত্যদ্ভূত আখ্যায়িকাসকলমধ্যে তাহা "বিচিত্র আখ্যান" নাম পাইবারই সম্পূর্ণ যোগ্য। যে পাঁচটি বিশেষ কারণে এই আখ্যায়িকা "বিচিত্র" বিশেষণে বিভূষিত হইবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে তাহা এই,—

(১) রক্তবীজ অসুরের দেহের অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তপাত হইতে সমবলসম্পন্ন অসংখ্য রক্তবীজ অসুরবীর মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎপত্তির বিবরণ, বিচিত্রতা সম্বন্ধে অতুলনীয়।

(২) যে দেবী, তাঁহার কেবল হুঙ্কার শব্দে সেনাপতি ধূম্রলোচনকে চক্ষুর নিমেষে ভস্মীভূত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, সেই কৌষিকী দেবীকে, রক্তবীজ বধ করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধে প্রকম্পিত মুখমণ্ডল এবং ভ্রুকুঞ্চিত ললাটফলক হইতে, ধ্বংস-ক্রিয়া-সাধিনী হস্তে শানিত-খড়্গধারিণী বিরাটরূপা কালিকাদেবীকে নিঃসৃত করিতে হইয়াছিল। এই স্থানের কালিকা দেবীর রূপবর্ণনাও বিচিত্র এবং বিশ্ববিস্ময়কর।

(৩) দেবী কৌষিকী, তাঁহার নিজ দেহ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতার ক্রিয়াশক্তিগণকে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বসনভূষণ বাহন সহ নিস্কাসন করিয়া রণভূমে সমবেত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে এবং দেবী কালিকাকে সহযোগিনী করিয়া দেবী কৌষিকী রক্তবীজের বধসাধনজন্য স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাও অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার।

(৪) যে দুর্দ্দান্ত দেবশত্রু শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিবার জন্য দেবীকে এত আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার হস্তে যাহাদের বধ অনিবার্য্য তিনি জানিয়াছিলেন, এ হেন মহাশত্রু প্রতিও কৃপা করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে পালাইয়া পাতাল পুরীতে যাইয়া আশ্রয় লইতে উপদেশ করিয়া তাহাদের নিকটে দেবী শিবকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবীচরিত্রচিত্রের এই অংশে যুদ্ধসময়ে তাঁহার ভীষণ ক্রোধের উচ্ছ্বাস মধ্যেও তাহার এইরূপ অসাধারণ দয়ার বিকাশকে বস্তুতই একটি বিচিত্রব্যাপার বলিয়া আমাদিগকে মনে করিতে হয়। চণ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীজ বধ সময়ে তাঁহার দয়া এবং স্নেহের আরও পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) রক্তবীজের উৎপত্তি যেরূপ বিস্ময়জনক, রক্তবীজের বিনাশ বিবরণও সেইরূপ কিম্বা ততোধিক বিস্ময়কর ও বিচিত্র।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত রক্তবীজ অসুর বধ ইতিহাসের মধ্যে প্রদত্ত উপরিউক্ত পাঁচটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা না করিয়া যে সকল টীকাকার এবং ভাষ্যকার কেবলমাত্র শ্লোকের শব্দার্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য অপূর্ণ রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। এই অভাব পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, এই অধ্যায়ের স্থানে স্থানে শ্লোকের শব্দার্থের ব্যাখ্যা বিরোধ সমাধানের চেষ্টাতে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, উপরি উক্ত পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। এখানে পরে পরে

যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত সূচী এই,—

(১) রক্তবীজ উৎপত্তি বিবরণ।

(২) কালিকামূর্ত্তি প্রকাশের ইতিহাস।

(৩) যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য দেবদেবীর আবির্ভাব ইতিহাস।

(৪) রক্তবীজাদি প্রতি দেবীর দয়া প্রকাশ।

(৫) রক্তবীজবধবিবরণ।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী কালিকার আবির্ভাবের কথা প্রথমে উত্থাপন না করিয়া, ঘৃণিত রক্তবীজ অসুরের উৎপত্তির ইতিহাস কেন সর্ব্বাগ্রে দেওয়া হইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই,—

জগতে মহাসুর রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে কৌষিকী এবং কালিকা দেবীর আবির্ভাবের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল। রক্তবীজের জন্যই দেবীর এই ভাবের অবতার মূর্ত্তি ত্রিজগতের লোকে দেখিতে, জানিতে এবং অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তির পূজা সর্ব্বত্র সকল লোকে করিতে পারিতেছেন।

সৃষ্টিপ্রারম্ভে সর্ব্বব্যাপী অন্ধকার ছিল। তাহা দূর করিবার জন্যই সূর্য্যদেবের আবির্ভাব।

গ্রীষ্মের নিদারুণ যন্ত্রণা দূরীকরণ জন্যই বর্ষার আগমন চিন্তা করিয়া লোকে গ্রীষ্মের পরে বর্ষার উপস্থিতিতে আনন্দিত হয়।

পূর্ব্বে পিপাসার কষ্টভোগ ভিন্ন পরে সুশীতল জল পানের আনন্দ উপভোগ হয় না।

অত্যাচারী রাবণের জন্ম গ্রহণ পরে, তাহার নিধনসাধনজন্য নারায়ণের রামাবতার গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল।

দুর্দ্দান্ত চণ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীজাদি অসুর বধের জন্যই রণক্ষেত্রে কালিকা দেবীর আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে রক্তবীজ অসুর কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি পাইবার পাত্র, রক্তবীজ আমাদের ঘৃণার পাত্র নহেন।

১। রক্তবীজ উৎপত্তি বিবরণ।

প্রথমতঃ রক্তবীজ অসুরের উৎপত্তিকথা বলা যাইতেছে। রক্তবীজ অসুরের উৎপত্তি এবং তাঁহার বহু সহস্র বৎসর কাল ব্যাপী অসাধারণ তপস্যাদ্বারা অসাধারণ দৈবশক্তি আয়ত্ত করিবার কথা সকল জানিতে চাহিলে, মার্কণ্ডেয়পুরাণবর্ণিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভিন্ন অন্যান্য পুরাণে প্রদত্ত

আলোকের কিঞ্চিৎ সহায়তা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বামনপুরাণে রক্তবীজের উৎপত্তির যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি,— রক্তবীজের মাতা দেবর্ষি কশ্যপের কন্যা ছিলেন। রক্তবীজের পিতা, রম্ভ অসুর কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও একজন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন। পিতামাতার উভয়দিকের সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফল স্বরূপ, অগ্নির বরপুত্র রক্তবীজ, মাতার চিতার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে ভীষণ রৌদ্র মূর্ত্তিতে শানিত অসি হস্তে লইয়া পিতৃবৈরী নির্য্যাতন জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (৪৪৭)। ইহাই রক্তবীজ উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

---

(৪৪৭) রক্তবীজ মহাসুরের পিতার কঠোর তপস্যার কিঞ্চিৎ বিবরণ ভাগবত হইতে ইতিপূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া ১৬৫ সংখ্যক টীকাতে মহিষাসুর জন্ম বৃত্তান্তে কথাপ্রসঙ্গে প্রদান করা হইয়াছে। তৎপরে ৩১২ সংখ্যক টীকাতেও ঐ পুরাণ হইতে রক্তবীজ সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ তথ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ৪১৮ সংখ্যক টীকাতে মাতৃচিতানল মধ্য হইতে রক্তবীজের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে বামন পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে ঐ সংক্রান্ত আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"স চ দৈত্যেশ্বরো যক্ষৈর্মালবটপুরঃসরৈঃ। চিতামারোপিতঃ সা চ শ্যামা তঞ্চারুহৎ পতিম্॥
ততোঽগ্নিমধ্যাদুত্তস্থৌ পুরুষো রৌদ্রদর্শনঃ। ব্যদ্রাবয়ৎ স তান্ যক্ষান্ খড়্গপাণির্ভয়ঙ্করঃ॥
ততো হতাস্ত মহিষাঃ সর্ব্বএব মহাত্মনা। বিনা সংরক্ষিতারং হি মহিষং রম্ভনন্দনম্॥
স নামতঃ স্মৃতো দৈত্যো রক্তবীজো মহামুনে। যোঽজয়ৎ সর্ব্বতো দেবান্ সেন্দ্ররুদ্রার্কমারুতান্॥
এবংপ্রভাবো দনুপুঙ্গবোঽসৌ, তেজোধিকস্তত্র বভৌ হয়ারিঃ।
রাজ্যেভিষিক্তশ্চ মহাসুরেন্দ্রৈ, র্বিনির্জিতৈঃ শম্বরতারকাদ্যৈঃ॥
অশক্নুবদ্ভিঃ সহিতৈশ্চ দেবৈঃ, সলোকপালৈঃ সহুতাশভাস্করৈ।
স্থানানি মুক্তানি শশীন্দ্রভাস্বরৈ,— স্তমশ্চ দূরে প্রতিযোজিতঞ্চ॥

স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত রক্তবীজের মাতার প্রতি তাঁহার মাতার অর্থাৎ দেবর্ষি কশ্যপ পত্নী দিতির উপদেশ উক্তিতে জানা যাইতেছে, তিনি কন্যাকে ত্রিলোক বিজয়ী পুত্রলাভার্থে তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন,—

"পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দেবৈর্নাশিতপুত্রিণী। দিতিঃ প্রোবাচ তনয়ামাত্মনঃ শোকমোহিতা॥
দিতিরুবাচ। যাহি পুত্রি তপঃ কর্ত্তুং তপোবনমনুত্তমম্॥ পুত্রার্থং তব সুশ্রোণি নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়া।
ইন্দ্রাদয়ো ন শিষ্যেরন্ যেন পুত্রেণ বৈ সুরাঃ॥ উদিতা তনয়া চৈবং জনন্যা তাং প্রণম্য সা।
স্বীকৃত্য মাহিষং রূপং বনং পঞ্চাগ্নিমধ্যগা॥ তপোঽতপ্যত সা ঘোরং তেন লোকাশ্চকম্পিরে।
তস্যাং তপঃ প্রকুর্ব্বন্ত্যাং ত্রিলোক্যাসীদ্ভয়াতুরা। ইন্দ্রাদয়ঃ সুরগণা মোহমাপুর্দ্বিজোত্তমাঃ॥"

এই সকল পুরাণের উক্তি মূলে যাহা জানা যাইতেছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—পুরাকালে রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই মহাপরাক্রমশালী দৈত্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অসুর হইলেও রম্ভ এবং করম্ভ ভ্রাতৃদ্বয় ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২। কালিকামূর্ত্তি প্রকাশের ইতিহাস।

রক্তবীজের উৎপত্তি বিবরণ যেরূপ বিস্ময় জনক, রক্তবীজের যুদ্ধ পদ্ধতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দেহনিপাতের ইতিহাসও তেমনি বিচিত্র। কিন্তু এখানে রক্তবীজের মৃত্যুর ইতিহাস

পুত্রলাভ কামনায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব তাঁহাদের মধ্যে করম্ভকে ছলনা করিয়া বধ করিলে, করম্ভের ভ্রাতা রম্ভ নিজ শিরশ্ছেদ করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে অগ্রসর হইলেন। তখন অগ্নিদেব উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রম্ভ, দেব বিজয়ী পুত্রকামনা করিলে অগ্নিদেব প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই বর প্রভাবে রম্ভের গর্ভবতী পত্নী বন্যমহিষশৃঙ্গাঘাতে নিহত মৃত স্বামীর সহিত সহমরণ উদ্দেশ্যে চিতা আরোহণ করিলে রম্ভের মৃত পত্নীর উদর বিদীর্ণ হইয়া তাহা হইতে এক মহিষ দেহধারী ভয়ঙ্কর দৈত্য উৎপন্ন হইল। তাহারই নাম হইয়াছিল মহিষাসুর। ঐ সময়ে ঐ দগ্ধ মাতৃদেহের চিতাঙ্গার পূর্ণ প্রজ্জলিত কুণ্ড হইতে ভীষণ খড়্গধারী আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই পরে বহু সহস্র বৎসর ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া রক্তবীজ মহাসুর নামে তিনি খ্যাত হইয়াছিলেন। এই কারণে রক্তবীজকে মহিষাসুরের ভ্রাতা এবং অগ্নির বরপুত্র এবং অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন মহাসুর বলিয়া আখ্যাত করা হইয়া থাকে। এই রক্তবীজ মহাসুরের সহায়তাতেই মহিষাসুর, ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহিষাসুর দেবীকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা রক্তবীজ জীবনরক্ষার জন্য চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি সহচরগণ সহিত পাতালপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবল পরাক্রান্ত শুম্ভনিশুম্ভের স্বর্গবিজয়সংবাদ পাইয়া রক্তবীজ সদলবলে শুম্ভনিশুম্ভনিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় বার স্বর্গ আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণকে স্বর্গ হইতে বহিস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তদনন্তর রক্তবীজ মহাসুর শুম্ভনিশুম্ভের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ মন্ত্রী এবং সেনাপতি হইয়া সুদীর্ঘকাল ত্রিলোকে পূর্ণাধিপত্য করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের আসুরিক দম্ভে তাঁহার কুনীতির কুচালে অসুরকুলের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার আশ্রয় দাতা শুম্ভনিশুম্ভের এবং আপনার পতন এবং মরণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। দেবী প্রেরিত শিবরূপদূত, শুম্ভকে পাতালে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলে এবং নিশুম্ভ তাহাই উচিত বলিয়া সমর্থন করিলে, দাম্ভিক রক্তবীজ শুম্ভকে যুদ্ধ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া এবং নিজে সমর ক্ষেত্রে যাইয়া চক্ষু নিমিষে অসুর শত্রু দেবীকে বধ করিয়া অসুরকুল রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায়, শিবরূপ দূত নিস্ফল হইয়া দেবীর নিকট প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। রক্তবীজ মহাবীর ছিলেন এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রক্তবীজ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, তাঁহার শত্রুসামর্থ্যপরিমাপ করিবার শক্তি ছিল না। তিনিই চণ্ডমুণ্ড দ্বারা দেবীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুম্ভনিশুম্ভনিকট প্রথমে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যেমন সূর্পনখা, রূপবতী পরমসতী সীতার সংবাদ রাবণের নিকট প্রদান করিয়া রাবণের মৃত্যুর এবং রাক্ষসকুলধ্বংসের মূলকারণস্থানীয়া হইয়াছিলেন, সেইরূপ সত্যযুগে রক্তবীজ, পরমা সুন্দরী দেবী কৌষিকীর একাকিনী অরণ্যে অবস্থিতির সংবাদ শুম্ভনিশুম্ভনিকট প্রেরণ করিয়া শুম্ভনিশুম্ভ সহ অসুরকুল ধ্বংসের নিমিত্ত কারণ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ দৃষ্টির এবং পশ্চাৎ চিন্তার এই একটি ভুলে, তিনি অসুরকুলকে প্রায় সমূলে নির্মূল করিবার কারণ স্থানীয় হইয়াছিলেন।

প্রদানের পূর্ব্বে, যে দেবীর হস্তে, রণক্ষেত্রে রক্তবীজের জীবন নাট্যের শোচনীয় পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, সেই কালিকা দেবীর রণক্ষেত্রে আবির্ভাব সংক্রান্ত দুই চারি কথা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক মনে করিতেছি। বন্য ব্যাঘ্রের ভীষণাকৃতি, রাত্রের ঘোর অন্ধকারে নিবিড় অরণ্য মধ্যে ভালরূপ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু মধ্যদিবার সূর্য্যালোকে, উন্মুক্ত ময়দানে, শীকার অনুধাবনে ব্যাকুল সময়ে, ব্যাঘ্রের আকৃতি প্রকৃতি অতি সুন্দর ভাবে লক্ষিত হয়। সেইরূপ, রণক্ষেত্রে কালিকা দেবীর বিশ্বপ্রসারিত জিহ্বাগ্রে অসুর সেনাপতি রক্তবীজের এবং তাহার রক্তধারা হইতে সমুদ্ভূত অসংখ্য অসুরের দেহ বিনষ্ট হইবার বর্ণনা যেরূপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, কালিকা দেবীর বিরাট রূপ বর্ণনার সূর্য্যরশ্মি দূরে রাখিয়া কেবল অন্ধকারে রক্তবীজের মৃত্যুকালের বর্ণনা প্রদান করিলে সে সৌন্দর্য্য-বিকাশ সম্পূর্ণই নষ্ট করা হয়। এ রণক্ষেত্রে, বিশ্ব-প্রসারিত-জিহ্বা কালিকা দেবীর বিরাট রূপ বর্ণনাই রক্তবীজের ভয়ঙ্কর আসুরিক শক্তিকে সমধিক প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে বলা যাইতে পারে। দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে কৌষিকী দেবীর ক্রোধে কুঞ্চিত ললাট ফলক হইতে কালিকা দেবীর উৎপত্তি বিবরণ এবং কালিকা দেবীর রূপ বর্ণনা যেরূপ সংক্ষিপ্ত ভাষাতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই ঐ সকল বিষয় জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বরং এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে ঐ সকল তত্ত্ব জানিবার বাসনা অনেকের অন্তঃকরণে অনেক সময়ে আরও প্রবল হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কৌষিকী দেবীর আবির্ভাবের কথাও দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে অতি স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এ কারণ, এ সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে অন্যান্য পুরাণের কিঞ্চিৎ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কালিকা পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধারম্ভের বহু সহস্র এমন কি বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে, বিশ্ব সৃষ্টির প্রায় প্রারম্ভসময়ে সৃষ্টিস্থিতি বিলয় কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য ব্রহ্মা আরাধনা করিয়া মাতৃরূপা কালিকা দেবীকে পৃথিবীতে প্রথমে আনয়ন করিয়াছিলেন (৪৪৮)।

---

(৪৪৮) জ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতা কৃষ্ণবর্ণারূপে এবং কালী নামে খ্যাতা হইয়া হিমালয় গিরিরাজ গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যা ভাবে জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দক্ষরাজ গৃহে প্রথমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ কালিকাপুরাণে কিরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পরে দেখা যাইবে। মহামায়া দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বে অবতীর্ণা না হইলে সৃষ্টিস্থিতি পালন ও ধ্বংস কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। তাহার কারণ ধ্বংসকর্ত্তা শিব তখন উদাসীন ভাবে রহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পদোচিত কার্য্যে ব্রতী না হওয়ায় বিশ্বের ত্রিবিধ কার্য্য চক্র জটিল এবং রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা বুঝিয়া

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একদিকে ব্রহ্মার প্রার্থনা, অন্য দিকে বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী দক্ষরাজার কঠোর তপস্যার প্রভাবে, দেবী দক্ষ রাজ গৃহে তাঁহার কন্যারূপে প্রথমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই ঘটনার বহুকাল

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবীকে এক সময়ে যে ধ্যান ও সুদীর্ঘ স্তুতি করিয়াছিলেন তাহার দুইটি মাত্র শ্লোক কালিকাপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ব্রহ্মোবাচ। একশ্চরতি ভূতেশো ন দ্বিতীয়ং সমীহতে। তং মোহয় যথা দারান্ স্বয়ং স চ জিঘৃক্ষতি॥
ত্বদৃতে তস্য নো কাচিদ্ ভবিষ্যতি মনোহরা। তস্মাত্ত্বমেকরূপেণ ভবস্য ভব মোহিনী॥"

ইহার পরে পরমা প্রকৃতি দেবী ব্রহ্মার সদনে সংহারক্রিয়াসাধিনী যে মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে—

"এবং সংস্তূয়মানা সা যোগনিদ্রা বিরিঞ্চিনা। আবির্ব্বভূব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
স্নিগ্ধাঞ্জনদ্যুতিশ্চারুরূপোত্তুঙ্গাচতুর্ভুজা। সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জহস্তা মুক্তকচোৎকরা॥
সমক্ষমথ তাং বীক্ষ্য স্রষ্টা সর্ব্বজগদ্গুরুঃ। ভক্ত্যা বিনম্রতুষ্টাং স স্তুষ্টাব চ ননাম চ॥" (কালিকাপুরাণ)

তখন ব্রহ্মা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—শিব একাকী বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন। আপনি স্বয়ং স্ত্রীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া শিবকে স্বামিভাবে গ্রহণ করিয়া আমাদের সৃষ্টিস্থিতিসংহার কার্য্যের সহায়তা করুন। দেবী পরমা প্রকৃতি ব্রহ্মার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মতা হইয়াছিলেন। দক্ষও বহু সহস্র বৎসর এজন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবী দক্ষরাজকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেবী দক্ষরাজগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে দক্ষরাজ স্বপনে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—আপনি যদি আমাকে বরদান করেন তবে আমার কন্যা হইয়া আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করুন। এই প্রার্থনা কেবল আমার বাসনা পূর্ণ জন্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এবং ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে আপনার নিকট আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা,—

"দক্ষ উবাচ। জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম। তদা মম সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবাধুনা॥
মমৈষ ন বরো দেবি কেবলং জগতামপি। লোকেশস্য তথা বিষ্ণোঃ শিবস্যাপি প্রজেশ্বরী॥" (কালিকাপুরাণ)

দক্ষরাজার এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া দেবী, রাজাদক্ষকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—

"দেব্যুবাচ। অহং তব সুতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা। হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে॥
যদা ভবান্ময়ি পুনর্ভবেন্মন্দাদরস্তদা। দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যথ বেতরা॥" (কালিকাপুরাণ)

দক্ষরাজগৃহে দেবী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, দক্ষরাজ এই ভাবে দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন,—

"দক্ষ উবাচ। শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী। যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্॥
যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ। স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ।
শম্ভুরন্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্॥" ইত্যাদি (কালিকাপুরাণ)

দক্ষরাজার স্তব শুনিয়া দেবী, অন্যের অবোধ্য উক্তিতে দক্ষকে বলিলেন,—"মুনিবর! তুমি যে প্রার্থনা করিয়া আমাকে আনিয়াছ, তোমার সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যই আমি আসিয়াছি" ইহাই বলিয়া দেবী মায়াদ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়া সদ্যঃপ্রসূত বালিকার ন্যায় তখন কাঁদিয়া উঠিলেন এবং জননীর স্তনের দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরে, আবার তিনি গিরিরাজ গৃহে গিরিরাজকন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার কৃষ্ণবর্ণারূপের এবং কালীনামের প্রথম পরিষ্কার উল্লেখ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

"দেব্যুবাচ। অহমারাধিতা পূর্ব্বং যদর্থং মুনিসত্তম। ঈপ্সিতং তব সিদ্ধং তদবধারয় সাম্প্রতম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমুক্ত্বা তদা দেবী ক্ষণঞ্চ নিজমায়য়া। আস্থায় শৈশবং ভাবং জনন্যগ্রে রুরোদ সা॥

ততস্তাং বীরিণী যত্নাৎ সুসংস্কৃত্য যথোচিতম্। শিশুপালেন বিধিনা তস্যৈ স্তন্যাদিকং দদৌ॥" (কালিকাপুরাণ)

দক্ষরাজগৃহে দেবীর কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ, শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধন এবং দক্ষযজ্ঞে পিতার মুখে শিবের নিন্দা শ্রবণে অগ্নিকুণ্ডে দেবীর দেহ বিসর্জন ইত্যাদি ঘটনার ইতিহাস এদেশের বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন, এজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি বিষয় যাহা অনেকে অবগত নহেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। লোক শিক্ষাদানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়া লোককে কুশিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না। পিতাই তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। দক্ষ বলিয়াছিলেন, অযোগ্য পাত্রে তোমা হেন কন্যা সমর্পন করিয়া আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এজন্য আমি অনুতপ্ত। শিবসংস্পর্শে তোমার দেহ মলিন হইয়াছে। এই মলিন দেহ ত্যাগ করিয়া তুমি সুস্থ হও। অভিমানে দুঃখে, ক্রোধে দেবী প্রপীড়তা ছিলেন। পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে দেবী তখন প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন। তথাপি পিতৃ মুখে শিব নিন্দা শ্রবণে অভিমানে, দুঃখে, ক্রোধে দেবী সে সময়ে কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছিলেন। এরূপ বর্ণনাও কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া কিছুকাল পরে ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনাতে যদিও আবার নর শরীর পরিগ্রহ করিয়া দেবী হিমালয় রাজগৃহে গিরিরাজ নন্দিনীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবীর অতীত অবতারের শোক, দুঃখ, স্মৃতি কালিমা তাঁহার চিত্ত হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে না দেওয়াতেই বোধ হয় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণা হইয়া তিনি গিরিরাজ গৃহে গিরিরাজ কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকিবেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় পরমা সুন্দরীর দেহের বর্ণ কৃষ্ণ দেখিয়া গিরিরাজ গৃহে স্থিত আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনগণ তাঁহাকে তাঁহার শৈশব অবস্থাতেই "কালী" নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। বহু আরাধনাতে প্রাপ্ত স্নেহময়ী এই কন্যার গাত্রবর্ণ কাল দেখিয়া গিরিরাজের এবং রাজমহিষীর মনে একটু বিষণ্ণ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকিলেও তাহা বিস্ময়কর নহে। রাজমহিষী মেনকা একদিন কন্যাকে হঠাৎ চতুর্ভুজারূপে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া রাজাকে বলিলেন "এ কি ব্যাপার?" রাজাও বিস্মিত হইলেন। কন্যা পার্ব্বতী পিতা গিরিরাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পিতা গিরিরাজকে একদিন তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তৎকালে গিরিরাজ তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীকে পরমেশ্বরী জ্ঞানে যে স্তুতি করিয়াছিলেন পুরাণ হইতে নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"হিমবানুবাচ। কা ত্বং দেবি বিশালাক্ষি শশাঙ্কাবয়বাঙ্কিতে। ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবদ্‌ব্রূহি পৃচ্ছতে॥

গিরীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী। ব্যাজহার মহাশৈলং যোগিনামভয়প্রদা॥

শ্রীদেব্যুবাচ। মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াং। অনন্যামব্যয়ামেকাং যাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ॥

অহং হি সর্ব্বভাবানামাত্মা সর্ব্বাত্মনা শিবা। শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকা॥

অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নিম্নের টীকাতে উদ্ধৃত পুরাণের উক্তি মূলে জানিতে পারা যাইতেছে,—সৃষ্টিপ্রারম্ভে, সত্যযুগের প্রভাত কালে, যে সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রার্থনাতে দেবী পরমা শক্তি, সংহার অস্ত্র করে

এতাবদুক্ত্বা বিজ্ঞানং দত্ত্বা হিমবতে স্বয়ম্। স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং তৎ পরমেশ্বরং॥
কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলং। জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্॥
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতং। ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়ানকম্॥
প্রশান্তং সৌম্যবদনমনন্তাশ্চর্য্যসংযুতম্। চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাণং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরুপশোভিতম্। দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
শঙ্খচক্রধরং কাম্যং ত্রিনেত্রং কীর্ত্তিবাসসম্॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

গিরিরাজ কন্যা পার্ব্বতীর এই সময়ের রূপবর্ণনার সহিত কালিকা দেবীর ধ্যানের অনেক বিষয়ে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। দেবীর এতাদৃশ বিরাট রূপ দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল গিরিরাজ দেবীকে যুক্তকরে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহার বিশ্বরূপকে সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতরাজকন্যা পার্ব্বতীরূপে প্রকটিতা হইলেন। যথা—

"দৃষ্ট্বা ত্বদীদৃশং রূপং দেব্যা মাহেশ্বরং পরং। ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্টমানসঃ॥
আত্মন্যাধায় চাত্মানমোঙ্কারং সমনুস্মরন্। নাম্নামষ্টসহস্রেন তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্॥

* * * * * * * *

যদেতদৈশ্বরং রূপং ঘোরং তে পরমেশ্বরি! ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥
এবমুক্ত্বাথ সা দেবী তেন শৈলেন পার্ব্বতী। সংহৃত্য দর্শয়ামাস স্বংরূপমপরং পুনঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

বিশ্বরূপ সম্বরণ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে দেবীকে যখন গিরিরাজ অনুরোধ করিতে লাগিলেন তখন দেবী বিশ্বরূপ সম্বরণ করিয়া স্বরূপে পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তাহা দেখিয়া গিরিরাজ আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হইলেন। দেবীর স্বরূপের সেই শোভাও মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তথাপি কূর্ম্মপুরাণে, দেবীর এই সময়ের রূপের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এই ভাবে প্রদান করা হইয়াছে,—

"নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্॥
রক্তপাদাম্বুজতলং সুরক্তকরপল্লবম্। শ্রীমদ্‌বিলাসসদ্‌বৃত্তং ললাটতিলকোজ্জ্বলম্॥
ভূষিতং চারুসর্ব্বাঙ্গং ভূষণৈরতিকোমলম্। দধান মনসা মালাং বিশালাং হেমনির্ম্মিতাম্॥
ঈষৎস্মিতং সুবিম্বোষ্ঠং নূপুরারাবসংযুতম্। প্রসন্নবদনং দিব্যমনন্তমহিমাস্পদম্॥
তদীদৃশং সমালোক্য স্বরূপং শৈলসত্তমঃ। ভীতিং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাত্মা বভাষে পরমেশ্বরীম্॥
হিমবানুবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ। যন্মে সাক্ষাৎ ত্বমব্যক্তা প্রপন্না দৃষ্টিগোচরম্॥" (ঐ)

দেবী পার্ব্বতীর স্বাভাবিক রূপ বর্ণনাতে তাঁহার দেহের বর্ণ "নীলোৎপল" সদৃশ বলা হইয়াছে। এ সময়ে তিনি আর "ত্রিনেত্রা" "চতুর্ভুজা" রূপে আপনাকে প্রকটিতা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে শিবের মুখে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণদেহসংক্রান্ত কৌতুকের উক্তি শুনিয়া দেবী আবার ত্রিনেত্রা এবং চতুর্ভুজা হইয়াছিলেন। শিবমুখের এই

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ধারণ করিয়া চতুর্ভুজামূর্ত্তিতে ব্রহ্মার সম্মুখে আসিয়া প্রথমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তৎকালের তাঁহার রূপবর্ণনাতে কালিকাদেবীপ্রকৃতির কোমলতাবিমিশ্র কঠোর ভাবের প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত

কৌতুকের উক্তি এবং দেবী পার্ব্বতীর গৌরবর্ণপ্রাপ্তিজন্য তপস্যার ইতিহাস বামনপুরাণে বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী পার্ব্বতীর দেহ হইতে কৌষিকী দেবী মূর্ত্তি নিঃসৃত হইবার কিরূপ বিচিত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে কেবলমাত্র ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে,—যুদ্ধ প্রারম্ভে চণ্ডিকার দেহকোষ হইতে যিনি নির্গতা হইয়াছিলেন, তিনি দেবী কৌষিকী নামে খ্যাতা হইয়া রহিয়াছেন। বামনপুরাণে কৌষিকী দেবীর কৃষ্ণবর্ণারূপে বিশ্বে আবির্ভাবের ইতিহাস যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে,—হিমালয়গিরিরাজকন্যা কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী তাঁহার দেহে স্বর্ণসম গৌরবর্ণ প্রাপ্তির জন্য যে সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর দান দ্বারা গৌরবর্ণাতে পরিণত করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর কৃষ্ণবর্ণ দেহকোষ হইতে তৎক্ষণাৎ আর একটি দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব, দেবী পার্ব্বতী নিকট বলিলেন, "মাতঃ! আপনার পরিত্যক্ত দেহ হইতে সমুদ্ভূতা এই দেবীকে আমায় প্রদান করুন। আমি আমার ভগিনী স্বরূপা এই দেবীকে লইয়া যাইয়া বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ইন্দ্রদেব পার্ব্বতী হইতে এই কন্যাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত চূড়াতে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেবি! আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন এবং এই স্থানে থাকিয়া আমাদের শত্রু সংহার করুন; এখানে দেবতাগণ আসিয়া সর্ব্বদা আপনার পূজা করিবেন। আপনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে এখানে খ্যাতা ও পূজিতা হইবেন।" ইন্দ্র তথায় এই ভাবে দেবী কৌষিকীকে স্থাপন করিয়া তাঁহার বাহনের জন্য একটি বিরাটদেহ সিংহ দেবীচরণে সমর্পণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এই সম্বন্ধে বামনপুরাণের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তথেত্যুক্তা গতো ব্রহ্মা পার্ব্বতী চাভবত্ততঃ। কোষং কৃষ্ণং পরিত্যজ্য পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা ॥
তস্মাৎ কোষাচ্চ সা জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী মুনে। তামভ্যেত্য সহস্রাক্ষঃ প্রতিজগ্রাহ দক্ষিণাম্।
প্রোবাচ গিরিজাং দেবো বাক্যং স্বর্গায় বাসবঃ ॥
ইন্দ্র উবাচ। ইয়ং প্রদীয়তাং মহ্যং ভগিনী মেঽস্তু কৌষিকী। ত্বৎ কোষসম্ভবা চেয়ং কৌষিকী কৌষিকোঽপ্যহম্ ॥
তাং প্রাদাদিতি সংশ্রুত্য কৌষিকীং রূপসংযুতাম্। সহস্রাক্ষোঽপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগাম চ ॥
তত্র গত্বা ত্বথোবাচ তিষ্ঠ চাত্র মহাচলে। পূজ্যমানা সুরৈর্নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী ॥
তত্র স্থাপ্য হরির্দেবীং দত্ত্বা সিংহঞ্চ বাহনম্। ভবামরারিহন্ত্রী চেত্যুক্ত্বা স্বর্গমুপাগমৎ ॥" (বামন পুরাণ)

উপরে উদ্ধৃত বিবরণ পাঠ করিয়া কাহারো কাহারো মনে এমন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে,—শুম্ভনিশুম্ভ বধের কিছু পূর্ব্বে চণ্ডিকাদেবীর দেহ হইতে যে কৌষিকী উৎপন্না হইলেন বলিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৩৭৬ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিতা হইয়াছেন, সেই কৌষিকীদেবী বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যাতে রতা পার্ব্বতীদেহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন, বামন পুরাণে দেখা যাইতেছে। এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে করা যাইবে? পার্ব্বতীর দেহ কোষ হইতে কৌষিকী উৎপন্না হইয়া যিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিই আসিয়া যুদ্ধারম্ভ সময়ে চণ্ডিকার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়াছিল। তৎপরে যে সময়ে তিনি সংহার কার্য্য সাধক শিবের সহযোগিনী হইবার জন্য দক্ষদুহিতারূপে মানবদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তৎকালের তাঁহার রূপ বর্ণনাতে, কালিকাদেবী-প্রকৃতির কোমল কঠোর ভাবের সৌন্দর্য্য আরও প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে গিরিরাজগৃহে, গিরিরাজকন্যা হইয়া তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কালিকা রূপের সহিত তাঁহার কালিকা নাম আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল। মহিষাসুরের তপস্যা সময়ে, তিনি যখন ভদ্রকালীরূপে মহিষাসুরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহিষাসুরকে বরদান করিয়াছিলেন, (২৩৪ এবং ২৪২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য) তখন তাঁহার কালিকা মূর্ত্তির দয়াবিমিশ্র নির্দয় ভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল। এইরূপে নানা স্থানে, লোকরক্ষাকর নানা কার্য্য সাধন জন্য, নানা ভাবের নানা অবতারে, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, বহু সহস্র বৎসরকাল ব্যাপিয়া তাঁহার কালিকা মূর্ত্তির সুপ্রকাশ নানা পুরাণের বর্ণনাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। রক্তবীজ বধ সময়ে দেবাসুর রণক্ষেত্রে, কালিকা দেবীর ত্রিলোকবিস্ময়োৎপাদক বিরাট ভীষণ মূর্ত্তির বর্ণনা যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অন্যস্থানে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার স্তবে, কালিকা মূর্ত্তির কমল-কলিকা প্রথমে লোকলোচনের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, রক্তবীজ-বধ রণক্ষেত্রে তাহা প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মপুষ্পে পরিণত হইয়া ত্রিলোকবাসী দেব দানব মানব সকল জীবকুলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। রক্তবীজ-বধ-রণক্ষেত্রে কালিকা দেবী যে দৈত্যসংহারিণী এবং লোকরক্ষাকারিণী মূর্ত্তিতে, এক হস্তে রক্তাক্ত খড়্গ, অন্য হস্তে অপ্রার্থিত অভয়দানকে লইয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব রূপের ছায়া অদ্যাপি কত ভাগ্যবান্ নরনারী হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া এবং দেবীর উচ্চ মাতৃভাবকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত করিয়া নিম্ন মানবস্তর হইতে অত্যুচ্চ দেবস্তরে সমুন্নত হইতে পারিতেছেন। এই দৃষ্টিতে, বহুকাল গত হইল

ললাট হইতে নিঃসৃতা না হইতে পারিবেন কেন? এই যুদ্ধ সময়ে যাঁহার দেহ হইতে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশক্তিরূপা-দেবীসকল অস্ত্রধারণ করিয়া বাহনসহিত বাহির হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ হইতে যুদ্ধসময়ে অসুরবধকার্য্যসাধন জন্য কৌষিকী এবং কালিকাদেবী সশস্ত্রে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন শুনিলে বিস্মিত হইবার বিশেষ কোনই কারণ নাই। কালিকাদেবী বিন্ধ্যাচল হইতে তাহার সিংহ বাহনকে সঙ্গে লইয়া এখানে আগমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কালিকাদেবীও চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিবার অনেক পূর্ব্বে অনেক স্থানে অনেকবার অনেক কার্য্য সাধন জন্য তাঁহার অসুরসংহারিণী মূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। নানা পুরাণে কালিকাদেবীর সেই সকল সময়ের মূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাদেবীর ঐ সকল সময়ের, ঐ সকল মূর্ত্তির বর্ণনার আলোক সম্মুখে ধরিয়া, এই স্থানের কালিকাদেবীর রূপ বর্ণনার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমাদের কার্য্য অপেক্ষাকৃত কিছু সহজ হইতে পারে।

রক্তবীজ নিপাত হইলেও, এখনও সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে দেবী কর্ত্তৃক মানুষ্ হৃদয়ের অসংখ্য কুবাসনা-অসুরের বিনাশ সাধন এবং সুপথগামিগণের গন্তব্য পথ প্রদর্শন ক্রিয়া এখনও অহর্নিশি সমভাবে চলিতেছে, এরূপ চিন্তা করা যাইতে পারে।

কালিকা দেবীর রূপবর্ণনার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি জ্ঞাতব্য কথার উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবীর নিকট ব্রহ্মার প্রার্থনার বিষয় এবং ধ্বংস অস্ত্র হস্তে লইয়া ব্রহ্মার সম্মুখে দেবীর প্রথম উপস্থিতির বর্ণনামধ্যে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাও এখানে আমাদিগকে একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে বাধা নাই। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস ত্রিবিধ কার্য্যমধ্যে সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা জন্য কিম্বা পালনকার্য্যের সহায়তা জন্য দেবীকে জগতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা না করিয়া শিবের ধ্বংসকার্য্যের সহায়তা জন্য দেবীকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে প্রার্থনা করা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতে পারে, যাহা আছে, তাহা লইয়াই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যাহা নাই, তাহা সৃষ্টি করিবার শক্তি ব্রহ্মারও নাই। বৃক্ষের বীজ আছে, মৃত্তিকা আছে, জল আছে, এই সকল স্থিত বস্তুকে একত্রিত করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন কার্য্যের সহায়তা করা যেমন উদ্যানপালকের কার্য্য, তেমনি সৃষ্টির উপাদান সকল একত্রিত করিয়া প্রজাপালক ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে। পঞ্চভূতাদি দেবীর সৃষ্টবস্তু লইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করাই হইতেছে ব্রহ্মার কর্ত্তব্যকার্য্য। যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে বা যে জীব উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে তাহার স্বভাবে রক্ষা করা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণনীয়। কালরূপী সংহারকর্ত্তা শিবের কর্ত্তব্য কার্য্য—কাল উপস্থিত হইলে জীবের এবং তাহার আধার ভাণ্ডের সংহার সাধন করা অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চমুখী মূর্ত্তিতে মৃতদেহের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের পঞ্চভূতাত্মক অংশ সকল গ্রাস করিয়া নিজ দেহে তাহা সন্নিবেশ করা এবং সৃষ্টিকালে আবার সে সকল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার করে সমর্পণ করা। শিব নিজের পরমাত্মারূপ অনন্ত-অতল-সাগরসলিলে যখন জীব দেহ হইতে জীবাত্মা সকল টানিয়া লইয়া ঢালিয়া মিশাইয়া দিয়া থাকেন, তখন তাঁহার সেইরূপ কার্য্যকে মহাসংহার বা মহাপ্রলয় বলা হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপ্রলয়কর্ত্তাকে মহাকাল এবং তাঁহার ঐ কার্য্যের সহযোগিনীকে মহাকালী নামে আখ্যাত করা হয়। এজন্য শিবের সংহারকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন জ্ঞানে শিবের সংহার কার্য্যের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্য দেবীর নিকট ব্রহ্মা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং দেবীও

ব্রহ্মার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রথমেই সংহারাস্ত্র করে ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। লোকচক্ষুতে গ্রহণোপযোগি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর জগতে অবতরণ আরম্ভ সময় হইতেই তাঁহার এই দুষ্টদমন এবং শিষ্টপালন ভাবটি সকল সময় সকল অবস্থাতেই তাঁহার মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে যখন দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিতে জগতে অবতীর্ণা হইবার জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করাতে তিনি ব্রহ্মার প্রার্থনা পূরণার্থে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাকে চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মুখে ঈষদ্ধাস্য এবং একহস্তে সংহারাস্ত্র ও অন্যহস্তে অভয়দানপরিচায়ক একটি মধুর কোমল ভাব বিদ্যমান ছিল। তৎপরে দক্ষকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তপস্যারত দক্ষরাজকে স্বপ্নে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে খড়্গহস্তা কৃষ্ণবর্ণা এবং বরাভয় ভাবযুক্তা মূর্ত্তিতেই দক্ষ দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কালিকা মূর্ত্তিরই আভাস দক্ষরাজ সম্মুখে প্রথমে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল (৪৪৯)। পার্ব্বতীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, দক্ষের ন্যায় গিরিরাজও দেবীকে স্বপ্নে দর্শন পাইবার সময়ে; সিংহবাহনে স্থিতা তাঁহার চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে সংহারাস্ত্র এবং বরাভয়ের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইরূপে পরে পরে ক্রমেই তাঁহার অবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার দুষ্টদমন, কঠোর শাসন এবং সস্নেহলোকরক্ষাকারী ভাবের বিকাশ পরিস্ফুট হইতে দেখা যাইতেছে। এই ভাবে তাঁহার কার্য্যধারা চলিতে থাকিয়া শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দুষ্টদমনকারিণী সংহারাস্ত্রধারিণী ভীষণ মূর্ত্তির সহিত তাঁহার

---

(৪৪৯) দক্ষরাজের তপস্যাসময়ে যে মূর্ত্তিতে আসিয়া দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, কালিকাপুরাণে সেই দেবীমূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"ততো নিয়মযুক্তস্য দক্ষস্য মুনিসত্তমাঃ। যোগনিদ্রাং পূজয়তঃ প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা ॥
ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্। কৃতকৃত্যমথাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥
সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্। চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্ ॥
বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সর্ব্বগুণান্বিতাম্। আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্।
দৃষ্ট্বা দক্ষোঽথ তুষ্টাব মহামায়াং প্রজাপতিঃ। প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥

শিবের সংহারক্রিয়া সাধনের সহায়তা করিবার জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে যে দেবী কন্যারূপে দক্ষরাজগৃহে অবতীর্ণা হইবেন, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কার্য্যের ছায়া প্রদর্শনার্থে তাঁহার এইরূপ আরক্তনয়না কৃষ্ণবর্ণা খড়্গধারিণী-রূপে দক্ষরাজকে দর্শন দান করাই শোভনীয়।

ত্রিলোকরক্ষাকারিণী বরাভয়প্রদায়িনী দয়াময়ী ভাবের যেরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থমধ্যে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ আর কোন পুরাণের কোন স্থানের দেবীরূপ বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু কালীনামের এবং কালীরূপের বর্ণনা পুরাণের অতি প্রাচীন ঘটনার ইতিহাস মধ্যেও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৪৫০)। এইজন্য ভয়ঙ্কর-অত্যাচারী দৈত্য-দানব অসুরদিগের রূপ বর্ণনামধ্যে যেমন মহাসুর রক্তবীজের বর্ণনা, বিচিত্রতা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তেমনি আবার অন্য দিকে দুষ্টদলনী অসুরমর্দ্দিনী দেবীগণের রূপবর্ণনা মধ্যে ভীষণমূর্ত্তিধারিণী সর্ব্বদেবপূজ্যা দেবীকালিকার কোমলকঠোর বিমিশ্রভাবের রূপ-বর্ণনা ত্রিলোকবিস্ময়কর হইয়া রহিয়াছে। দেবীর এই দুই ভাবের ক্রিয়াসাধিনী কালিকা মূর্ত্তির সংহারশক্তি বিকাশক অংশকে কেহ মারী, কেহ মহামারী, কেহ উগ্রচণ্ডী, উগ্রতারা ইত্যাদি নাম দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার সংরক্ষিণী শক্তি বিকাশক মূর্ত্তিকে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ মিত্র ভাবে, কেহ সখীভাবে, কেহ কন্যা ভাবে ধ্যান করিয়া থাকেন। দেবীর এই উভয় ভাবকে একাধারে সমাবেশ করিয়া কেহবা কালিকা নামে চণ্ডিকা দেবীর সাধনা ভজনা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে হইলেও সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া

---

(৪৫০) চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ বধ সময়ে যে মূর্ত্তিতে দেবী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ঠিক সেই মূর্ত্তিতে প্রকটিতা কালিকাদেবীর রূপ বর্ণনা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর না হইলেও কালীনামের উল্লেখ পুরাণের বহুপূর্ব্বের ঘটনা মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা এক সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবীর "কালী" নাম ধারণের কারণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"কালী দক্ষাপমানেন সর্ব্বশত্রুনিবর্হণী। কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে॥ (দেবীপুরাণ)

দেবীর ভদ্রকালী নাম হইবার কারণ এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"ত্রুট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশ্চান্তে বিনাশনে। ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ॥ (দেবীপুরাণ)

এক সময়ে মহেশ্বর কালিকাদেবীকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন দেবীপুরাণ হইতে সেই স্তুতির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"জয় কালদেহরূপিণি ক্ষণাদিকল্পান্তসংস্থিতাবয়বৈর্ব্বিদ্যাগুহ্যজ্ঞানং নিয়ামসে নিয়তিরূপিণি নমস্তে॥ * * *

"জয় শক্রশ্চাভিমুখং দংষ্ট্রাধরমুক্তশস্ত্রহুঙ্কারম্। রিপুভয়দাভয়দভক্তামৃতমূর্দ্ধান্তর নমস্তে॥

"...শূলিনি দুর্গে গৌরি চণ্ডি প্রসীদ মাং দেবি। অভিবাঞ্ছিতঞ্চ সিধ্যতু মম দেবি তব প্রসাদেন॥

উপরে উদ্ধৃত মহেশ্বরমুখনিঃসৃত কালিকাদেবীর স্তুতির উচ্চ ভাব এবং শব্দবিন্যাস হইতে দেখা যাইতেছে, মহেশ্বর কালিকাকে, চণ্ডিকাকে, শূলিনীকে, দুর্গাকে, এবং গৌরীকে এক এবং অভিন্ন জ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন এবং তিনি কালদেহধারিণী দেবী, এজন্য তাঁহাকে কালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

তাঁহার পূজা অর্চ্চনা যে সমভাবে চলিয়াছে, তাহা এদেশের শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রপুরাণে এবং অন্যান্য দেশের নানা সম্প্রদায়ের নানা ধর্ম্ম-ইতিহাস গ্রন্থের উক্তিতে এবং লোকাচারে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

যে কালিকা দেবীর পূজার্চ্চনা কেবল ভারতে নহে, এখনও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও প্রকারভেদে প্রচলিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই কালিকা দেবীর পৃথিবীতে মানবদেহে আবির্ভাবের ইতিহাস, দক্ষকন্যারূপে দক্ষরাজগৃহে তাঁহার জন্মগ্রহণ সময় হইতে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। তাহার কিছুকাল পরে গিরিরাজ গৃহে কালীনামে এবং কৃষ্ণবর্ণারূপে তাঁহার জন্মগ্রহণকে ঐ ইতিহাসের দ্বিতীয় অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকলের বহুকাল পূর্ব্বে, যখন চন্দ্রসূর্য্যবিহীন বিশ্বসংসার ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত ছিল, সেই সময়ে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের হৃদয় হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে কালিকা দেবীর প্রথম প্রকাশ প্রাপ্তির বর্ণনা কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই অব্যক্তরূপা দেবীর ব্যক্তরূপে বা দেহধারিণী দেবীরূপে বিশ্বে আবির্ভাবের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনার বীজাঙ্কুর বলা যাইতে পারে। শিবমুখে ব্যক্ত এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেবীপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে সন্নিবেশ করা যাইতেছে। দেবীপুরাণের মূল শ্লোক হইতেও কিঞ্চিৎ নিম্নের টীকাতে সন্নিবিষ্ট করা হইল (৪৫১)। এক সময়ে গৌরী শিবকে জিজ্ঞাসা

---

(৪৫১) "দেব্যুবাচ। কুতোঽহং কস্য বা দেব উৎপন্নাস্মি কথং প্রভো। ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চৈতৎ কুত এতদ্ ব্রবীহি মে॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব স্বজনান্ বান্ধবানপি। এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং কথয়স্ব মহেশ্বর॥
শ্রীভগবানুবাচ। ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সুন্দরি। ত্রৈলোক্যজ্ঞানসম্পন্নে তয়া জিজ্ঞাসিতোঽস্ম্যহম্॥
অথবা শৃণু ধর্ম্মং তং পৃষ্টোঽহং যত্ত্বয়া শুভে। উৎপত্তিঞ্চ প্রভাবঞ্চ তব বক্ষ্যামি সুব্রতে॥
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ন দেবা দানবা বাপি ন ভূমির্নানিলোঽনলঃ। ন সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বাপি নাকাশং সলিলং তথা॥
বিষ্ণুঃ প্রজাপতির্বাপি ব্রহ্মা নৈব তু জায়তে। * * * * *
সৃষ্ট্বৈতা দেবতা দেবি নাহং প্রীতিমুপাগতঃ। ততোঽহং চিন্তয়ন্ ভূয়ঃ স্বাং তনুং স্বেন তেজসা॥
ততশ্চিন্তয়মানস্য প্রোদ্ভূতমর্চ্চিমণ্ডলম্। প্রোদ্ভূতস্য মম ধ্যানাদ্ঘোররূপং ভয়াবহম্॥
দুর্দ্দর্শং ব্রহ্মবিষ্ণুভ্যামনিলানলয়োস্তথা। ততস্তাং দেবদেবেশি জ্বালামালান্তরে স্থিতাম্॥
পশ্যামি পরয়া দৃষ্ট্যা জ্বলন্তীং স্বেন তেজসা। কালরাত্রিং মহামায়াং শক্তিশূলাসিধারিণীম্॥
সর্ব্বায়ুধধরাং রৌদ্রীং খেটপট্টিশধারিণীম্। করালদংষ্ট্রাং বিম্বোষ্ঠীং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিয়াছিলেন, এখন তো আমি গিরিরাজকন্যা পার্ব্বতী নামে খ্যাতা, কিন্তু প্রভো! আমার মূল জন্মদাতা বা প্রথম পিতা কে? এবং ইতিপূর্ব্বের মাতাই বা কে? এবং কোথা হইতে আমি আসিয়াছি? কি ভাবে কোথা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমি কে এবং কাহার? এই সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব আপনি আমার নিকট প্রকাশ করুন। মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—ত্রিলোকের কোন তত্ত্বই আপনার অবিদিত নাই। কিন্তু আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বলিতেছি। প্রথম যখন বিশ্ব সৃষ্টি কামনা আমার চিত্তে উদ্ভাসিত হইল, তখন আমি চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাকে উদ্ভব করিয়াছিলাম। তখন তাহাতে

সূর্য্যকোটিসহস্রেণ অযুতাযুতবর্চ্চসা। বিচিত্রাভরণোপেতাং দিব্যকাঞ্চনভূষিতাম্॥
দিব্যাম্বরধরাং দীপ্তাং দীপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ীং দেবীং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্॥
লীলাধারাং মহাকায়াং প্রেঙ্খৎকাঞ্চীগুণস্রজাম্। খড়্গমেকেন হস্তেন করেণান্যেন খেটকম্॥
ধনুরেকেন হস্তেন শরমন্যেন বিভ্রতীম্। তর্জ্জয়ন্তীং ত্রিশূলেন জ্বালামালাকৃতিপ্রভাম্॥" (দেবীপুরাণ)

অতঃপর মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা কালিকা দেবীকে যে সুদীর্ঘ স্তুতি করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"নমোঽস্তু তে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি। সাংখ্যযোগোদ্ভবে বীরে বরদে দেবপূজিতে॥
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী। কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয়করী ধ্রুবা॥"

* * * * * * *

"দেবদানবমর্ত্ত্যেষু তির্য্যগযোনিগতেষু চ। ন তৎ পশ্যামি দেবেশি যত্ত্বয়া রহিতং ভবেৎ॥
অহং তব পিতা দেবি! ত্বন্তু মাতা মম স্মৃতা॥ অহং ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ বন্ধুর্গোপ্তা তথৈব চ।
ত্বন্তু মে ভগিনী দেবি! পত্নী চ পরিকীর্ত্ত্যসে॥"

* * * * * * *

"অহং সর্ব্বমিদং ভূতং ত্বঞ্চ দেবি ন সংশয়ঃ। ত্বয়া ময়া চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ॥
একধা বহুধা চৈব তথা শতসহস্রধা। দেবদানবমর্ত্ত্যেষু সকলেষু বিশেষতঃ॥
নিষ্কলেষু চ সর্ব্বেষু অবুধেষু বুধেষু চ॥ অহং ত্বঞ্চ বিশালাক্ষি সততং সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্নৌ সর্ব্বপ্রাণিস্ববস্থিতৌ॥" (দেবীপুরাণ)

"কৃষ্ণাম্বরধরা কৃষ্ণা শার্ঙ্গায়ুধধনুর্দ্ধরা। ত্রাসনী মোহনী চৈব মৃত্যুরূপা ভয়াবহা॥
ভীষণা দানবেন্দ্রাণাং তথা চৈব ভয়ঙ্করী। অভয়া সর্ব্বদেবানাং পিতৃণাং মানুষামপি॥" (দেবীপুরাণ)

"বীরভদ্রা সুভদ্রা চ মম দেহাদ্বিনিঃসৃতা। শ্মশানে বসসে নিত্যং প্রদীপ্তচিতিসঙ্কুলে॥
কপালহস্তা খট্টাঙ্গী সর্ব্বলোকভয়াবহা। কান্তারবাসিনী দেবী বিমানে চারুশোভনে॥" (দেবীপুরাণ)

আমার বাসনা পরিতৃপ্ত না হওয়ায়, আমি পুনর্ধ্যানমগ্ন হইলাম। তখন সংহার ও পালনক্রিয়া সংসাধিনী খড়্গত্রিশূলাদি অস্ত্র করে ধারণ করিয়া কোটিসূর্য্যসম প্রভাবিশিষ্টা ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা দেবীরূপে আপনি আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তখন আমরা আপনার বিচিত্র-রূপের এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া আপনাকে স্তুতি করিয়াছিলাম।" মহাদেব কৃত কালিকাদেবীর এই সুদীর্ঘ স্তব দেবীপুরাণের একশতের অধিক শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানে শিবকৃত কালিকাস্তবের মধ্যে দেবীর প্রশ্নের কিঞ্চিৎ উত্তর পাওয়া যাইতেছে। এখানে শিব বলিয়াছেন,—আপনি অবস্থান করেন আমার হৃদয়পদ্মে, কিন্তু আপনি সদা বিচরণ করেন শ্মশানে আর কান্তারে। আপনার স্থিতি সর্ব্বস্থানে। আমিই আপনার পিতা, কিন্তু আপনিও আমার মাতা। আমি আপনার ভ্রাতা, আপনি আমার ভগিনী, আপনি আমার পত্নী এবং আপনি আমার দেবী। এইরূপে আপনাতে আমাতে উভয়ে সর্ব্বক্ষণ সংযুক্তভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া আমরা বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি (৪৫২)।

---

(৪৫২) মহেশ্বর মুখের এই সকল বিচিত্র উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহার সিদ্ধিপানপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়া হাস্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য কেবল এদেশের পুরাণেই এইরূপ বর্ণনা নাই, প্রাচীন গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখা যাইতেছে, ওসিরিস্, ঈশীশ দেবীর পুত্র ছিলেন এবং পিতা ও স্বামীও ছিলেন। দেব দেবীগণের সম্বন্ধ আর মানবের সম্বন্ধ একপ্রকারের নহে। প্রাচীন রোম, গ্রীস্, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের সুসভ্য অধিবাসিগণ ইহা জানিতেন, এজন্য সে সকল দেশের দেব দেবীর আচরণ লৌকিক আচার ব্যবহার হইতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইতে দেখিলে তাঁহারা বিস্মিত হইতেন না।

"The Cretan god was the son of the Great Mother who has been identified with Rhea. Apparently he also became her husband. Osiris was the son of Isis, and he was also at once the husband and father of Isis."

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE)
By Donald A. Mackenzie.

এদেশের পুরাণে কথিত দেবদেবীর ন্যায় প্রাচীন গ্রীসের দেবদেবীগণও কখনও কেবল জ্যোতির্ম্ময়রূপে, কখনও নরনারী মূর্ত্তিতে, কখনও বা অন্য আকারে জগতে অবতীর্ণ হইতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"Proclus says, in reference to the Greek mysteries : "The gods assume many forms and change from one to another ; now they are manifested in the emission of shapeless light, now they are of human shape and anon appear in other and different forms." ঐ গ্রন্থ।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার জন উড্রফ্ এদেশের শক্তি উপাসনার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার কৃত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই স্থানে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক উপলব্ধি করিতেছি। সর্ব্বজ্ঞা দেবীর নিজের জন্মবৃত্তান্ত শিবমুখে শুনিবার বাসনা হইল কেন? এই নিগূঢ়তত্ত্বের কিঞ্চিৎ রহস্য শিবমুখে ত্রিলোকের জীবকে জানাইবার অভিপ্রায়ে এস্থানে এই বিষয়ের অবতারণা অসম্ভব নহে। জীবদেহ ধারণ করিবার পরে, রামচন্দ্র যে স্বয়ং নারায়ণ তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থে চীন দেশের প্রাচীন "তাও" ধর্ম্মমতের কথা উথাপন করিয়া লিখিয়াছেন,—"Tao is thus the mother of all that exists." এই বিশ্বমাতৃরূপা তাও দেবী তাঁহার ক্রিয়াশক্তি "তেই" দেবতাতে সংস্থাপন দ্বারা বিশ্বসৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন;—

It is to "Tei" the virtue or Power which "Tao" emits from itself that we should attribute what is apparently material. But the two are one just as Shiva, the possessor and Sakti or power are one and this being so distinctions are apt to be lost."

তাও দেবী ও তেই দেব অভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া তৎপরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—

"From Tao emanated the producing universal Power or Shakti, which again produced all beings without self-exhaustion or fatigue. The one having put forth its Power, the latter acts according to two alternating modalities of going forth and return."

এদেশের পুরাণে বর্ণিত হর-গৌরী সহিত চিনদেশের উপাস্য তাও—তেই-র কত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরে উদ্ধৃত উক্তি সকল হইতে সহজেই যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাও—তেই-র মহা আলিঙ্গনে যেমন অশ্লীলতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, হর গৌরীর সংযুক্ত মূর্ত্তিতেও সেইরূপ এক পরমাণু পরিমাণেও কুৎসিত ভাব স্থান পাইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে ৩৭৯ সংখ্যক টীকাতে দেবীপুরাণ হইতে শিবকৃত যে কালিকা স্তবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐ স্তবের অন্য স্থানে শিব কালিকাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—আপনিই চণ্ডিকা, চণ্ডকারী ও চণ্ডরূপা। আপনিই মাতঙ্গী, কৌষিকী এবং ব্রহ্মবাদিনী। ইত্যাদি

"চণ্ডিকা চণ্ডকারী চ চণ্ডরূপা চ কীর্ত্ত্যসে। ঘণ্টারবা বিরূপাক্ষী শিখিপিচ্ছধ্বজপ্রিয়া।
শঙ্খশূলগদাহস্তা মহিষাসুরমর্দ্দিনী।" মাতঙ্গী মত্তমাতঙ্গী কৌষিকী ব্রহ্মবাদিনী॥" (দেবীপুরাণ)

এইরূপ নানা পুরাণের নানা স্থানে কালিকা, চণ্ডিকা, কৌষিকী ও অম্বিকা প্রভৃতি নানা নাম একই দেবীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। কেবল কাল ও কার্য্যভেদে একই দেবীকে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের নানা স্থানে, নানা নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এ নিগূঢ় তত্ত্ব ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার এক্ষণে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু এ দেশের সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণমধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। ইংরাজ গ্রন্থকারগণ মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডোনেল্ড্ এ, ম্যাকেন্জির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"Ambica the same goddess was a sister of Rudra, or his female counterpart,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রামায়ণে এ কথার উল্লেখ আছে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে, অর্জ্জুন নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণের মুখে আবার গীতার অধ্যাত্মতত্ত্ব শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণ একটু চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—সে সকল কিছুই এখন আমার মনে আসিতেছে না, আমি সে সময়ে ব্রহ্মের আবেশে তন্ময় থাকিয়া তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এখন আমি স্মরণে আনিতে পারিতেছি না। এই দুইটি পৌরাণিক ঘটনার ইতিহাস সম্মুখে ধরিয়া দেবীর নিজ পূর্ব্ব অবস্থা ঘটিত শিব প্রতি তাঁহার বিচিত্র প্রশ্ন এবং শিব কর্ত্তৃক দেবীর নিকট সে প্রশ্নের অর্দ্ধ পরিস্ফুট উত্তর দানের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে পৌরাণিক

Rudra taking the place of Purusha, the first man. Parvati was another form of the manysided goddess. Shiva taunted her for being black, and she went away for a time and engaged in austerities, with the result that she assumed a golden complexion.

"A trinity of goddesses is formed by Saraswati, the white one, Lakshmi, the red one, and Parvati the black one. The three were originally one—a goddess who came into existence when Brahma, Vishnu, and Shiva spoke of the dreaded Asura, Andhaka."

(INDIAN MYTH & LEGEND by Donald A. Mackenzie.)

উক্ত গ্রন্থকার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা কালিকাদেবীর এইরূপ বিচিত্র রূপবর্ণনা, তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে প্রদান করিয়াছেন,—

"As Kali, she is the black earth-mother, and as Jagadgauri, the yellow woman, the harvest bride. Armed with Celestial weapons, Durga is a renowned slayer of demons. In her Kali form she is of hideous aspect. Sculptors and painters have depicted her standing on the prostrate form of Shiva and grinning with outstretched tongue. Her body is smeared with blood because she has waged a ferocious and successful war against the giants. Like Shiva, she has a flaming third eye on her forehead. Her body is naked save for a girdle of giants' hands suspended from her waist; round her neck she wears a long necklace of giants' skulls: like the Egyptian Isis, Kali can conceal herself in her long and abundant hair. She has four arms: in one she holds a weapon, and in another the dripping head of a giant; two empty hands are raised to bless her worshippers. Like the Egyptian Hathor or Sekhet, she goes forth to slay the enemies of the gods, rejoicing in slaughter." (INDIAN MYTH & LEGEND by Donald A. Mackenzie.)

উপরি উদ্ধৃত ইংরাজি মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যাইতেছে, গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন—কৃষ্ণবর্ণা কালী পরে হরিদ্রাবর্ণা গৌরী হইয়াছিলেন এবং তিনিই দুর্গারূপ ধারণ করিয়া বহু অসুর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তিনিই কালী মূর্ত্তিতে পরে আরও অনেক অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উক্তির অর্থ অনুসন্ধান কার্য্য অনেক সহজ হইতে পারিবে। এই সুগম পথের আশ্রয় ধরিয়া চলিলে কেবল এই স্থানের নহে, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের লৌকিক দৃষ্টিতে অসংলগ্ন অনেক দুর্ব্বোধ্য কথার অর্থবোধ ঘটিত আমাদের কষ্ট ও ক্লান্তি, ভুলসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি, অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারিবে।

শাস্ত্রতত্ত্বানুসন্ধানশীল আর একটি প্রবীণ ইংরেজ লেখক, যাঁহার শক্তি-সাধনাবিষয়ক গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্ব্বে কয়েক স্থানে কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার ঐ গ্রন্থের একস্থানে দেবী পরমাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাতা হইবার কারণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"The Devine Mother first appears in and as Her worshipper's earthly mother, then as his wife; thirdly as Kalika, She reveals Herself in old age, disease and death. It is she who manifests, and not without a purpose, in the vast outpouring of Sanghara-Shakti which is witnessed in the great world-conflict of to-day. The terrible beauty of such forms is not understood. And so we get the recent utterance of a Missionary Professor at Madras who being moved to horror at the sight of (I think) the Chamunda-murti called the Devi, a "She-Devil." Lastly she takes to Herself the dead body in the fierce tongues of flame which light the funeral pyre."

(SHAKTI & SHAKTA by Sir John Woodroffe.)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজির বাঙ্গালা মর্ম্মার্থ এইভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে—

পরমা মাতা প্রথমে মাতৃরূপে, পরে স্ত্রীরূপে এবং তৎপরে কালিকারূপে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংহার শক্তিরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ কার্য্য সাধন করেন, তাহা পৃথিবীর সংগ্রামক্ষেত্রে সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এইরূপের ভীষণ সৌন্দর্য্য সাধারণের উপলব্ধিযোগ্য নহে। মান্দ্রাজের একজন ক্রীশ্চিয়ান মিশনারী অধ্যাপক সেখানে কোন মন্দিরে দেবী চামুণ্ডার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয় পাইয়া দেবীকে "সি ডেবিল" আখ্যা দিয়াছিলেন। শেষে আর একটি তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যখন প্রজ্জলিত চিতানলে অগ্নিশিখাময়ী তাঁহার জিহ্বা বিস্তার করিয়া তিনি তাঁহার সন্তানের মৃত দেহ আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া থাকেন।

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বিস্তার করিয়া নানা ঘটনার ইতিহাস প্রদান করিয়া দেবী চরিত্রের যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, একজন আধুনিক ইংরেজ গ্রন্থকার কেবলমাত্র পাঁচসাত পংক্তিতে অতি সুন্দর ভাবে অতি সংক্ষেপে তাহারই সারতত্ত্ব এখানে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টি নাট্যের প্রথম অঙ্কে পরমাশক্তি মাতৃরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে কন্যারূপে দক্ষরাজ গৃহে ও গিরিরাজগৃহে তাঁহার প্রকাশ লোকনয়নগোচর হইয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে তিনি পত্নীরূপাশক্তিমূর্ত্তিতে শিবের গৃহিণী সাজিয়া ছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে সংহাররূপিণী চণ্ডিকামূর্ত্তিতে তিনি দেবাসুররণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। পঞ্চম অঙ্কে প্রলয়-কার্য্য-সাধিনী অগ্নিময়ী ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্বসংসার ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। ইংরেজ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য দেবদেবীর আবির্ভাব ইতিহাস।

দেবী কৌষিকীর ললাট হইতে খড়্গধারিণী কালিকা দেবী নিঃসৃতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরে, দেবী কৌষিকী, তাঁহার নিজ দেহ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয় এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবশক্তি স্ত্রীমূর্ত্তিসকলকে তাঁহাদের নিজ নামোপযোগী বসন ভূষণে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা এবং স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়া অবস্থাতে বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে অসুরগণ সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অসুর সেনাগণকে বিধ্বস্ত করিলেন কিন্তু কেহই মহাসুর রক্তবীজকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। ৪৫২ হইতে ৪৯১ সংখ্যক শ্লোকে এই ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজ-দেহ হইতে রক্তপাত হইবামাত্র, ভূমিতে পতিত রক্ত হইতে শত সহস্র কোটি কোটি রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া অল্পক্ষণ মধ্যে সমস্তপৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ অতিশয় ভীত, বিপন্ন ও বিষণ্ণ হইলেন। তখন দেবী কৌষিকী, কালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তুমি বদন বিস্তার কর এবং রক্তবীজ অসুরকে তুমি তোমার মুখমধ্যে গ্রহণ কর। কালী, কৌষিকী দেবীর উপদেশ মত কার্য্য করিলেন। কালী সমস্ত পৃথিবীতে জিহ্বা বিস্তার করিয়া রক্তবীজের রক্ত পান করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই মহাসুর রক্তবীজকে ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে এবং

গ্রন্থকার প্রজ্বলিত চিতা-অগ্নি মধ্যে, দেবী তাঁহার পুত্র অর্থাৎ নিজ গর্ভোৎপন্ন বস্তুসকলকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন বর্ণনা করিয়া তাঁহার মন্তব্যের শেষোক্ত ভাবটীকে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেবী পরমাশক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত উক্তিতে, দেবীর সৃষ্টি-পালন-সংহার-ক্রিয়া-সাধক বিশ্বব্যাপী পঞ্চাঙ্ক নাট্যাভিনয়ের পুরাণোক্ত কথা সহজবোধ্য সরল ভাষাতে কথিত হইয়াছে দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন ?

রঙ্গভূমে একই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কে, ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পট-সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন বেশে উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে যেমন একই অভিনেতা কখনও রাজা, কখনও যোদ্ধা, কখনও বিদূষক, কখনও ভিক্ষুক মূর্ত্তিতে সময়োপযোগী কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া অদৃশ্য হয়েন, রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অভিনেতার আসল নাম এবং আসল দেহ পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ দেবী মহামায়া তাঁহার অসংখ্য রঙ্গভূমিতে অসংখ্যরূপে, অসংখ্য নামে, অসংখ্য বারে এবং অসংখ্য কার্য্যসাধন জন্য অবতীর্ণা হইলেও তাহাতে তাঁহার মূল নাম ও রূপ কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি যে মহামায়া সেই মহামায়াই থাকেন ও আছেন। এই সারতত্ত্ব ইংরেজ গ্রন্থকার সার্ জন্ উড্‌রোপ, হৃদয়ে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থে দেবী মহামায়া সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চভাবের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ-মাল্য পাইবার যোগ্যপাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

অন্যান্য পরাক্রান্ত অসুরকে উদরসাৎ করিয়া দেবী কালিকা এইরূপে বিচিত্রভাবে শুম্ভপ্রধান দেবাসুর যুদ্ধের প্রধান অঙ্কের পরিসমাপ্তি করিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের এই সকল বর্ণনার মধ্যে একটি গুরুতর চিন্তনীয় বিষয় নিমজ্জিত রহিয়াছে। দেবী কৌষিকী জানিতেন, ব্রহ্মার প্রদত্ত বরে রক্তবীজ দুর্জ্জেয়। রক্তবীজের দেহ হইতে ভূমিতে রক্তের পতন মাত্র অসংখ্য নব রক্তবীজ যখন জন্মিবে, তখন ভূমিতে রক্ত পতন নিবারণ করিতে না পারিলে রক্তবীজের বিনাশসাধন অসম্ভব। দেবী কালিকা ভিন্ন তাঁহার বিশ্বব্যাপি জিহ্বা বিস্তার করিয়া রক্তবীজের দেহের সমস্ত রক্ত জিহ্বাগ্রে ধারণ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন এবং এই উপায়ে রক্তবীজের বিনাশসাধন করিতে ত্রিলোকমধ্যে অন্য কেহই সক্ষম নহেন। দেবী কৌষিকী যখন ইহা জানিতেন এবং ইহা জানিয়া যখন তিনি কালিকাকে স্বীয় ললাট হইতে নিষ্ক্রান্তা করিয়াছিলেন, তখন কালিকা দেবীর উপস্থিতিসত্ত্বেও অন্যান্য দেবতাগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর, দেবী কৌষিকীই দিতে সমর্থা। সাধারণ মানুষের সে শক্তি নাই। কেহ কেহ বলেন, দেবতাগণের গর্ব্বচূর্ণ করিবার জন্যই দেবী কৌষিকী এইরূপ কৌতুককর ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। কারণ শুম্ভনিশুম্ভ, দেবতাগণকে পরাজিত এবং স্বর্গ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া বহু পূর্ব্বেই দেবতাগণের গর্ব্বচূর্ণ করিয়াছিলেন। দেবী, চূর্ণিতকে চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিবেন কেন? লোকশিক্ষাদান উদ্দেশ্যে দেবীর এইরূপ আচরণ সম্ভব হইতে পারে। দেবীযুদ্ধের এই অংশের ইতিহাস হইতে আমরা যে একটি গুরুতর বিষয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতে পারি তাহা এই— দেবাসুর যুদ্ধে পরাজিত এবং স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবতাদের আত্মরক্ষাকরী ক্রিয়াশক্তি ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহা একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া যায় নাই। দেবী কৌষিকী দেবশরীরের অধিষ্ঠাত্রী নিদ্রিত সেই ক্রিয়াশক্তিসকলকে দেব অন্তঃকরণ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাই ৪৫২ হইতে ৪৭৮ সংখ্যক শ্লোকের যুদ্ধ বর্ণনামধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রেও আর এক ভাবে ইহার বিকাশ অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের হৃদয়ে যে সাহস, সাধনা, উদ্যম, উৎসাহ এবং আত্মরক্ষাকরী ক্রিয়াশক্তি নির্ব্বাণপ্রায় অবস্থাতে লুক্কায়িত থাকে, সময়ে সময়ে একজন ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ দেশমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল লুক্কায়িত বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া আনিয়া এবং একত্রীভূত করিয়া তদ্দারা সমাজ ও

দেশোদ্ধারঘটিত অসামান্য কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। এইভাবে জগতে অনেক গুরুতর কার্য্য হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। মানুষের জ্ঞান চক্ষুসম্মুখে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া লোকশিক্ষাদান জন্য দেবীর এক্ষেত্রে এইরূপ আচরণ অসম্ভব নহে। আরও একটি বিষয় আমরা এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শুম্ভ নিশুম্ভাদি অসুর ভয়ে নিজ বাসস্থান স্বর্গ পরিবর্জ্জন করিয়া মর্ত্যলোকের নিবিড় অরণ্যে, পাহাড়ে, পর্ব্বতগুহাতে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সকল দেবতার হৃদয়পদ্মস্থিত চৈতন্যময়ী ক্রিয়াশক্তি আবার এ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভাদি মহা অসুরগণ সহ মহাযুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপযুক্ত পরিচালক অভাবে তাঁহাদের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। উপযুক্ত পরিচালিকা কৌষিকী দেবীকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহারা চিত্তের সাহস ও দেহের বল পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন সম্মিলিত দেবশক্তি অসুরগণ সহিত আবার সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে এভাবে দেবী আচরণের অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষেও একটু বাধা আছে। তাহার কারণ, যাঁহারা এরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য, এ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি কোন দেবতাই নিজমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে সাহস করেন নাই। ব্রহ্মাণী ইন্দ্রানী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী দেবীর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ঐ সকল দেবতার পত্নী কিনা এবিষয়েও মতভেদ আছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের কোনস্থানে ইহাদিগকে ইন্দ্রাদি দেবতার পত্নী বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কোনও কোনও পুরাণে লিখিত হইয়াছে, ইহাঁরা মাতৃরূপা দেবী। ইহাঁরা ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তির মূলকারণস্বরূপা শক্তি, এজন্যই ইঁহাদিগকে মাতৃরূপা শক্তি বলা হইয়াছে, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। পুরাণের এইরূপ উক্তি দৃষ্টে কেহ কেহ ইহাও মনে করিয়া থাকেন যে, ইঁহাদের দেহনিহিত আকৃতি প্রকৃতির মূল বা বীজ শক্তি হইতেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন জন্য সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাদিগকে পুরাণে মাতৃশক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে কিনা তাহা নির্ণয় করাও সুকঠিন। বিশেষতঃ যে ভাবে এই সকল মাতৃশক্তির আবির্ভাবের কথা চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে এই সুকঠিন কার্য্যকে আরও অধিক কঠিন করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রহ্মার পত্নী ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী এইরূপ সাধারণ শব্দার্থ গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য পুরাণের নানা স্থানে

যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূ´তা ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী মাহেশ্বরী নামধেয় মাতৃকাদেবীগণের আবির্ভাবের ইতিহাস কিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এ সময়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বাধা নাই। পরবর্ত্তী ৪৫৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এতৎ সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় পুরাণ উক্তি কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া মাতৃকা শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৪৫১ এবং ৪৫২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত উক্তির ভাবার্থ এই,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিক এবং ইন্দ্রাদি দেবের ক্রিয়াশক্তি সকল ঐ ঐ দেবতার রূপ ধারণ করিয়া অসুরকুল ধ্বংসকার্য্য সংসাধন জন্য শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া চণ্ডিকাসম্মুখে আবির্ভূ´তা হইলেন। এই স্থানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে,—কাঁহার শরীর হইতে তাঁহারা প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে কিম্বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণের দেহ হইতে? টীকাকারগণমধ্যে অনেকে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই এবং এ প্রশ্নের উত্তর-দানেরও চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু কেহ কেহ লিখিয়াছেন, শরীর অর্থে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবগণের দেহ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা ঐ সকল দেবতার স্ত্রীশক্তিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের পূর্ব্বাপর বর্ণনা প্রতি দৃষ্টি করিলে, দেবী চণ্ডিকাদেহ হইতেই সে সময়ে তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন মনে করিতে হয়। দেবীর দেহ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সম্বলিত অসংখ্য দৈবশক্তির উৎপত্তির কথা ইতিপূর্ব্বে মহিষাসুরযুদ্ধ সময়ে ১৫৮ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সহ শত সহস্র স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী দেবী নিষ্ক্রান্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এবং অসুরগণ সহিত তাঁহারা ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নিশুম্ভ নিহত হইবার পরে, শুম্ভ দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে মানিনি। আপনি যখন পরবল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তখন আপনার গর্ব্ব করা শোভা পায় না।" শুম্ভ মুখে এইরূপ ব্যঙ্গ উক্তি শুনিয়া দেবী বলিয়াছিলেন,—"মূর্খ, তুমি দেখিতেছ না, এ সমস্তই যে আমি, এই দেখ আমার দেহমধ্যে এই সকল দেবীমূর্ত্তিকে আমি আবার গ্রহণ করিতেছি।" এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির নারীমূর্ত্তিধারিণী ঐ ঐ নামে পরিচিতা কার্য্যশক্তি সকল দেবীচণ্ডিকাদেহমধ্যে তৎক্ষণাৎ লীন হইয়া গেলেন (৪৫৩)।

(৪৫৩) "নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্। হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥ (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতাগণের স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী কার্য্যশক্তি সকল, দেবী চণ্ডিকার ইচ্ছাতে দেবী চণ্ডিকাদেহ হইতে নিঃসৃত হইলেই, দেবীর ইচ্ছামাত্র দেবীচণ্ডিকাদেহে তাঁহাদের পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার বর্ণনা শোভনীয় হয়। উৎপত্তি সময়ে যদি তাঁহারা ব্রহ্মাদিদেবগণ দেহ হইতে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইলে, দেবী চণ্ডিকার আদেশ পাইবামাত্র তাঁহারা নিজ নিজ উৎপত্তি স্থানে, যে নামে যিনি পরিচিতা সেই দেবদেহে যাইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হইতেন; দেবী চণ্ডিকার দেহ মধ্যে যাইয়া সে সময়ে তাঁহাদের প্রবিষ্ট হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলে, দেবী চণ্ডিকা দেহ হইতে এই সকল দেবশক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভাব এবং তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলে দেবী চণ্ডিকাদেহে তাঁহাদের পুনঃ তিরোভাব বা লয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কোনই স্থল থাকে না। এখানে আর একটি বিষয় প্রতি দৃষ্টি করা যাইতে পারে। ৪৫১ এবং ৪৫২ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—অতঃপর দেবশক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ঈশানদেব চণ্ডিকাকে বলিলেন, আমার প্রীতির জন্য আপনি শীঘ্র এই অসুরগণকে বধ করুন। এখানে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রের ইন্দ্রানীর ন্যায় ঈশানের ঈশানী শক্তির আবির্ভাবের কথা নাই; এখানে বর্ণিত হইয়াছে, স্বয়ং ঈশান, দেবী দেহ হইতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া দেবীকে শীঘ্র অসুর বধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই ঈশান সম্বন্ধে দেবী ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"ঈশানঃ শিবশরীরাবচ্ছিন্নঃ পরমাত্মা।" তখন দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে শত শত শৃগাল সহ অতি ভীষণা আর এক সংহারশক্তি বাহির হইলেন (৪৫৪)। যে চণ্ডিকাদেবীর দেহ হইতে স্বয়ং ঈশান বাহির হইতে পারিলেন, যে দেবীর দেহ হইতে ভীষণ চিৎকারকারী শত শত শৃগালকে সঙ্গে লইয়া আর এক ভয়ঙ্করা দেবী বাহির হইতে পারিলেন, তাঁহার দেহ হইতে ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী নামে পরিচিতা শক্তি সকল অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া বাহির হইতে না পারিবেন কেন? দেবী চণ্ডিকা

দেব্যুবাচ। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥ (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

(৪৫৪) দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে এই শক্তির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"মহাদেব এইরূপ বলিলে, তৎক্ষণাৎ দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতে অতি ভীষণ ক্রোধসমুদ্দীপিত তদীয় শক্তি বিনিক্রান্তা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে শত শত শিবাগণ (শৃগাল) উৎপন্ন হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল।"

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবগণের ধ্বংসকার্য্য সাধিনী ক্রিয়াশক্তি সকল আকর্ষণ করিয়া নিজ দেহে লইয়া সেই সকল শক্তিকে নিজ অতুল তেজদ্বারা প্রদীপ্ত, সবল ও প্রবল-ক্রিয়াশক্তি সম্পন্না করিয়া নিজ দেহ হইতে তাঁহাদিগকে নিঃসৃত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধসময়ের প্রয়োজনীয় কার্য্য সংসাধন পরে রণক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিজ দেহমধ্যে লইয়াছিলেন, পূর্ব্বাপর বর্ণনার ধারা দৃষ্টে এরূপ অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্মাদি দেবগণের অন্তঃকরণ হইতে আকৃষ্ট হইয়া যে সকল দেবী-শক্তি চণ্ডিকাদেবীতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে চণ্ডিকাদেবীদেহ হইতে নিঃসৃতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৪৫৪ হইতে ৪৬০ শ্লোকে সেই সকল দেবীশক্তির নাম এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী এবং ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রানী। রক্তবীজ বধ সময়েই যে এই সকল দেবী প্রথমে এইভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে। বরাহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, কোন সময়ে অন্ধক অসুর সহ মহাদেবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; অন্ধকের সহিত দীর্ঘকালব্যাপি মহাযুদ্ধে মহাদেব ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাদেব, মহামাতৃকা দেবীকে ধ্যান করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাদেবের মুখ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী এক দেবী নিঃসৃতা হইয়াছিলেন। মহাদেবের যোগ বা ধ্যান হইতে আবির্ভূতা সেই দেবীকে দেবতা প্রভৃতি ত্রিলোকের অধিবাসিগণ "যোগেশ্বরী" আখ্যা দিয়াছেন। এই সময়ে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দেবী যোগেশ্বরী আরও আটটি মাতৃকাদেবীকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহামাতৃকাদেবী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের উৎপত্তির কথা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের আকৃতি প্রকৃতি লইয়া এক এক দেবী মূর্ত্তিতে অষ্টমাতৃকা প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে অষ্টমাতৃকা বলিয়া বরাহপুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে (৪৫৫)। উপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে

---

(৪৫৫) "তদ্রূপধারিণী দেবী যা তাং যোগেশ্বরীং বিদুঃ। স্বরূপধারিণী চান্যা বিষ্ণুনাপি বিনির্ম্মিতা॥
ব্রহ্মণা কার্ত্তিকেয়েন ইন্দ্রেণ চ যমেন চ। বরাহেণ চ দেবেন বিষ্ণুনা পরমেষ্ঠিনা॥
পাতালোদ্ধারণং রূপং তস্যা দেব্যা বিনির্ম্মমে। মাহেশ্বরী চ মাহেন্দ্রী ইত্যেতা অষ্টমাতরঃ॥
কারণং যস্য যৎ প্রোক্তং ক্ষেত্রজ্ঞেনাবধারিতম্। শরীরং দেবতানান্তু তদিদং কীর্ত্তিতং ময়া॥"

নাগোজী ভট্ট ৪৭৯ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তন্ত্র হইতে এই আটটী অষ্টমাতৃকার নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন,—
"ব্রহ্মাণ্যাদ্যা অষ্টমাতরঃ "ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃস্মৃতাঃ॥"

রক্তবীজ বধসাধন সময়ে, সাতমাতৃকা দেবীর নাম চণ্ডীগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ৪৬২ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাদেহহইতে অবশেষে উগ্রাচণ্ডিকা শক্তির আবির্ভাবের কথাও লিখিত হইয়াছে। উগ্রাচণ্ডী শক্তিকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকা শক্তির সহিত সংযোগ করিয়া অষ্টমাতৃকা-শক্তি সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারে। পুরুষ দেবতাগণ যখনই অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দেবী চণ্ডিকাকে দেবকুল রক্ষা করিবার জন্য আকুল ব্যাকুল হইয়া স্তুতি করিয়াছেন, তখনই দেবী স্বয়ং একাকিনী উপস্থিত হইয়াছেন, কখনও বা অষ্টমাতৃকাগণকে সহযোগিনী করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। পুরাণে যে সকল দেবাসুর যুদ্ধ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনস্থানে কোনও সময়ে দেবী চণ্ডিকা অষ্টমাতৃকাকে সহযোগিনী করিয়া, কখনও বা বত্রিশ কিম্বা চৌষট্টি মাতৃকা সঙ্গে লইয়া কিম্বা অসংখ্য মাতৃকা পরিবেষ্টিতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, জানিতে পারা যাইতেছে। এই সকল মাতৃকাদেবী নানা স্থানে, নানা সময়ে, নানা নামে আখ্যাতা হইলেও বস্তুত ইহারা সকলেই চণ্ডিকাদেবী হইতে সমুৎপন্না, তাঁহারই নামান্তর, রূপান্তর বা অংশ বিশেষ বলিয়া পুরাণে বর্ণিতা হইয়াছেন এবং ত্রিলোকবাসী দেবদানবমানবগণকর্তৃক পূজিতা হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। দুর্গাপূজা সময়ে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চৌষট্টি মাতৃকা বা চৌষট্টি যোগিনীর পূজা করিবার প্রথা এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে (৪৫৬)

---

(৪৫৬) "চৌষট্টিমাতৃকা—ভগবত্যাঃ সখীরূপা আবরণদেবতা। সা কোটিবিধা। তাসাং মধ্যে চতুঃষষ্টিঃ প্রধানাঃ যথা নারায়ণী ইত্যাদি" (বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি)।

এই চৌষট্টি মাতৃকাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে যেকেহ সিদ্ধা লক্ষ্মীদেবীকে করে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যথা—

"ধন্যা চ সততং দত্তে সর্ব্বত্র বিজয়াদিকম্। শত্রুভ্যো রক্ষতে নিত্যং মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ॥
* * * * যস্য তুষ্টা ভবেৎ সিদ্ধা লক্ষ্মীস্তস্য করেস্থিতা॥
সঙ্কটাসঙ্কটং দত্তে তুণ্ডক্তে ধান্যধনাদিকম্। সৈব ভাব্যা সদা নিত্যং গৃহী কৃষ্ণঃ ফণী যথা॥" (যোগচন্দ্রিকা)

নানা পুরাণে এই চৌষট্টিমাতৃকাদেবীর রূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, ঐতিহাসিক অংশের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় কেবল ইহাঁদের মধ্যে এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রধান পরিচালিকা কৌশিকী মাতৃকার রূপ বর্ণনা, কালিকাপুরাণ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,—

"যা কায়কোষান্নিঃসৃতা কালিকায়াস্তু ভৈরব। সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুরূপা মনোহরা॥
নিঃসৃতা হৃদয়াদ্দেব্যা রসনাগ্রেণ চণ্ডিকা। নৈতস্যাঃ সদৃশী মূর্ত্যা চারুরূপেণ বিদ্যতে॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আর একটি চিন্তাধারা ধরিয়া আমরা দেবীর রণক্ষেত্রের এই বিচিত্র আচরণ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। দেবতাদানবের আচরণকে অলৌকিক এবং মানবীয় আচরণকে লৌকিক আচরণ বলা হয়। লৌকিক আচরণের দৃষ্টি লইয়া অলৌকিক আচরণের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এমন কতগুলি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দেবদানবের আচরণ এবং মানবের আচরণ মধ্যে তুল্যভাবে অবস্থান করে। যেমন, আগে কিছুর সৃষ্টি না হইলে পরে তাহার সংহার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। দেব-দানব-মানব-পশু-পক্ষী সকলকেই এ নিয়মের অধীন থাকিতে হয়। সেইরূপ দেবীচরিত্রে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-মূলক কার্য্যশক্তি রহিয়াছে, তাহার অল্প বিস্তর পরিচয় আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘ-বৃষ্টি হইতে মাটিতে স্থিত পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা সকলের মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে দেখিতে পাওয়া

ত্রিষু লোকেষু কান্ত্যা বা নাস্যাস্তুল্যা ভবিষ্যতি। যোগনিদ্রা মহামায়া যা মূলপ্রকৃতির্মতা।
তস্যাঃ প্রাণস্বরূপেয়ং দেবী যা কৌশিকীস্মৃতা॥" * * * *
"কৌশিকীমন্ত্রতন্ত্রোহয়ং সর্ব্বকামার্থদায়কঃ। তস্যাস্তু সম্প্রবক্ষ্যামি যা মূর্ত্তিরিহ ভৈরব॥
শৃণুষ্বেকমনা ভূত্বা জগদাহ্লাদকারকম্। ধম্মিল্লসংযতকচাং বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্॥
কেশান্তে তিলকস্যোর্দ্ধে দধতী সুমনোহরা। মণিকুণ্ডলসংঘৃষ্টগণ্ডা মুকুটমণ্ডিতা।
সজ্জ্যোতিঃ কর্ণপূরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সঙ্গতা। সুবর্ণমণিমাণিক্যনাগহারবিরাজিতা॥
সদা সুগন্ধিভিঃ পদ্মৈরম্লানৈ রতি সুন্দরী। মালাং বিভর্ত্তি গ্রীবায়াং রত্নকেয়ূরধারিণী॥
মৃণালায়তবৃত্তৈস্তু বাহুভিঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ। রাজন্তী কঞ্চুকোপেতপীনোন্নতপয়োধরা॥
ক্ষীণমধ্যা পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রখ্যভূষিতা॥ শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ।
দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা॥ গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম্ম শঙ্খং তথৈব চ।
ঊর্দ্ধাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ। সিংহস্যোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্ম্মাণি কৌষিকী।
বিভ্রতী রূপমতুলং সসুরাসুরমোহনম্॥" (কালিকাপুরাণ)

এখানে কৌষিকীদেবীর রূপ বর্ণনা পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিবার অন্য একটি কারণও আছে। ৪৯৯ সংখ্যক শ্লোকে চতুর্ভুজা কৌষিকীদেবী, শূল, বজ্র, বাণ, (•বাণ থাকিলেই ধনুকধারণের প্রয়োজন হয়) অসি (এক হস্তে অসি রাখিলেই অন্য হস্তে চর্ম্ম বা ঢাল রাখিবার আবশ্যক হয়) খড়্গ এবং ঋষ্টি অস্ত্রদ্বারা রক্তবীজকে নিহত করিলেন, পাঠ করিয়া কোন কোন টীকাকার দেবীর হস্তের সংখ্যা হইতে তাঁহার হস্তে ধৃত অস্ত্রের নামসংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে দেখিয়া কিছু বিপন্ন হইয়াছেন।

"দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈ রসিভি ঋষ্টিভিঃ। জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্॥" (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যায়। জড় বলিয়া কথিত বৃক্ষ-লতা, মাটি হইতে যে শক্তিতে রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে, নিজের দেহ-রক্ষাজন্য যাহা প্রয়োজন তাহা রাখিয়া, সেই শক্তি বলেই তাহারা অবশিষ্টকে বিকর্ষণ বা পরিত্যাগ করে। কাযেই প্রকৃতির এই আকর্ষণ বিকর্ষণ ঘটিত আচরণ সার্ব্বভৌম বলা যাইতে পারে। একখণ্ড চুম্বকলৌহের সহিত সাধারণ অন্য লৌহকে সংযুক্ত করিলে কিছুক্ষণ পরে সেই সাধারণলৌহ চুম্বকলৌহের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবী চণ্ডিকা অন্য দেবতাদের ক্রিয়াশক্তি নিজদেহে আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে অধিক ক্ষমতাপন্ন করিয়া নিজদেহ হইতে বাহির করিয়া যুদ্ধকার্য্য সাধনজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত করিলে, তাহাকে দেবীর অলৌকিক কার্য্য বলা যাইতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক কার্য্য বলা যাইতে পারে না (৪৫৭)।

এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকাকার লিখিয়াছেন,—

"দেবী কৌষিকী শূলেন বজ্রেণ বাণৈঃ শরৈঃ অসিভিঃ খড়্গৈঃ ঋষ্টিভিঃ খড়্গবিশেষৈঃ রক্তবীজং জঘান। কীদৃশম্। চামুণ্ডাপীতশোণিতম্-চামুণ্ডয়া পীতঃ শোণিতং যস্য।" (গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

বস্তুতঃ এখানে চিন্তাকুল হইবার কোন কারণ নাই, কারণ কালিকাপুরাণ হইতে উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে, দেবী কৌষিকী চতুর্ভুজা ছিলেননা, তিনি দশভুজা মূর্ত্তিতে বহু অস্ত্রধারিণী দেবীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্জ্জুন যে সময়ে মাতৃগণকে স্তব করিয়াছিলেন, তখনও তিনি দেবীর দশহস্তে দশ অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৪৫৭) ইতিপূর্ব্বে শিবের সংহারক্রিয়া সাধন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার সংহরণ এবং সম্প্রসারণ শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সদাশিবের সর্ব্বকালব্যাপি সংহরণ এবং সম্প্রসারণ ক্রিয়াকে, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাতে প্রাকৃতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। শিব-সহধর্ম্মিণী প্রকৃতিদেবীরই নামান্তর চণ্ডিকা দেবী। চণ্ডিকার যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যে, এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়াশক্তির বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেবী চণ্ডিকা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতার দেহ হইতে তাঁহাদের নিদ্রিতাকার্য্যশক্তি সকল আকর্ষণ করিয়া লইয়া এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা কি ভাবে পুনঃ সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ৪৫২ হইতে ৪৫৮ শ্লোকের যুদ্ধবর্ণনাতে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন; অন্যান্য দেবশক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন এবং নিজ ললাট ফলক হইতে কালিকা দেবীকে নিঃসারণ কার্য্য বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে,—দেবী কৌষিকী নিজ দেহস্থিতা সংহারশক্তিকে নিজ দেহ হইতে বাহির করিয়া তদ্দ্বারা দুঃসাধ্য রক্তবীজ বধকার্য্য সুসিদ্ধ করিবেন অভিপ্রায়েই হয়ত তিনি এরূপ আচরণ করিয়া থাকিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার আচরণের অনুসরণ করিতে দেবতাগণকে উপদেশ দান ছলেও নিজ সংহারশক্তিরূপা কালিকা দেবীকে তিনি নিজ দেহ হইতে প্রথমে নিঃসৃত করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহার অভিপ্রায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা বড়ই কঠিন। তাঁহার মোহিনী মায়াজালে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখানে আর একটি কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি। দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, এমন হিন্দু নরনারী মাত্রেই অবগত আছেন, পূজা সময়ে উপাস্য দেবদেবীকে আবাহন বা আকর্ষণ করিয়া নিজ দেহমধ্যে আনয়ন করিতে হয়, আবার পূজা অন্তে দেবদেবীকে বিসর্জ্জন দিতে হয় বা সংহার মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া বিদায় দিতে হয়। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

তাহা সদা আবরিত। তাহা সম্যক্ উৎঘাটিত করিবার সামর্থ্য তাঁহার ভিন্ন আর কাহারই নাই. একথা পুনঃ পুনঃ আমরা বলিয়াছি। পুরাণের বর্ণনা দৃষ্টে জানিতে পারা যাইতেছে, দেবী পরমাশক্তি এক এক কার্য্য সাধন জন্য, এক এক সময়ে, এক এক রূপে তিনি আপনাকে অশরীরীকী অবস্থা হইতে সাকারা অবস্থাতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং কখনও বা তাঁহার এক মূর্ত্তি হইতে অন্য ভাবের আর এক দেবী মূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন. কখনও বা বহু দেবীমূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন. কখনও বা সে সমস্ত আবার আপনার দেহে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। কখনও বা নিজেই যাইয়া শিবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কখনও বা শিবদেহের অর্দ্ধেক নিজে গ্রাস বা আত্মদেহভুক্ত করিয়া, কখনও বা শিবদেহে সংযুক্ত হইয়া, অর্দ্ধ শিব অর্দ্ধ গৌরী রূপের বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিশ্বসংসারকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ এবং অপ্রকাশ বা নিজ দেহে বিলুপ্ত করিবার বিবরণ চণ্ডিমাহাত্ম্যগ্রন্থের নানাস্থানে নানা ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল তাঁহার কালিকামূর্ত্তি শিবমূর্ত্তিতে সম্মিলিত হইয়া হরগৌরিরূপ ধারণের বিচিত্র আখ্যান চণ্ডিমাহাত্ম্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দেবী পরমাশক্তির নিজ দেহঘটিত কার্য্যের প্রণালী, পদ্ধতি বা ক্রীড়া-কৌতুক বুঝিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে বিবেচনায় কালিকা-পুরাণ হইতে ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ঋষয় উচুঃ। বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ব্রহ্মণ কালীহরাগমম্। পুণ্যং পাপহরং নিত্যং শ্রুতিসৌখ্যপ্রদং বরম্॥
ভূয়ঃ কথয় শর্ব্বস্য কালীতর্দ্ধমুত্তমম্। কথং জহার গৌরী বা কথন্তূতাথ কালিকা॥
কেন বা কারণেনাশু কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা। তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম॥"

রাজা সগর, ঔর্ব্বঋষিকে কালিকাদেবীর শিবদেহে সংযুক্তা হইয়া অর্দ্ধ শিব অর্দ্ধ গৌরিমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় ঋষি বলিয়াছিলেন, গিরিরাজকন্যা কালী এবং মহেশ্বর এক সময়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তৎকালে দেবীর রূপবর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"বিভাতি জলদাপূর্ণে কালিকেব তড়িদ্গণৈঃ। সর্ব্বৈর্দিব্যৈরলঙ্কারৈর্নানারত্নৈ সদংশুকৈঃ॥
সম্পূর্ণমণ্ডিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকুর্ব্বের্দধৌ। এবং সদা সানুরাগস্তস্যাং শম্ভুর্জগৎপতিঃ॥
জগদ্ধিতায় চিক্রীড় কাল্যা দয়িতয়া সহ। কালী চ জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী॥
যোগনিদ্রা জগদ্বৃদ্ধি বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাখিলা। প্রকৃতিঃ পরমা মূর্ত্তিঃ সর্গান্তস্থিতিকারিণী॥" ইত্যাদি।

এই সময়ে মহেশ্বর কৌতুক করিয়া পার্ব্বতীকে কৃষ্ণবর্ণা ইত্যাদি বলিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। দেবী নিজদেহের কৃষ্ণবর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া গৌরবর্ণা হইবার জন্য বনে যাইয়া শতবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ বিবরণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নরনারীগণ পূজাসময়ে প্রত্যহ যদি আকর্ষণ করিয়া স্বর্গ হইতে উপাস্য দেবতাকে নিজ দেহ মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন এবং পূজা অন্তে বিদায় দিতে পারেন, তবে ত্রিলোকের ঈশ্বরী মহামায়া তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্য সাধন জন্য অন্য দেবতাগণের ক্রিয়া শক্তিরূপিনী দেবীগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে না পারিবেন কেন ?

ইতিপুর্ব্বে ৩২৩ সংখ্যক টীকাতে দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মার বরে দেবী গৌরবর্ণা হইয়া শিব সমীপে প্রত্যাগতা হইলে শিবের কৃপায় তিনি তখন নিজের যে রূপ দেখিলেন তাহার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে—

"যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাম্বিকাম্। প্রথমং দর্শয়িত্বা তু তস্যাঃ প্রকৃতিরূপতাম্॥
পশ্চাৎ সা পার্ব্বতীত্যেব ক্রমাত্তস্যা অদর্শয়ৎ॥ তপসা সম্ভৃতেনাশু জ্ঞানমাসাদ্য পার্ব্বতী॥
অন্তর্দৃষ্ট্যা বহির্দৃষ্ট্যা তত্ত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্। শম্ভুং জগন্ময়ং মেনে তথাত্মানং জগন্ময়ীম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরশ্চাপি ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী॥"

এই সময়ে শিব দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ দেহের শ্বেতবর্ণকে মেঘবর্ণে পরিণত করিলেন। দেবী, নিজ দেহের এবং শিবদেহের অভিন্ন ভাব উপলব্ধি করিয়া শিবকে আনন্দে আলিঙ্গন করিবামাত্র উভয়ে সম্মিলিত হইয়া হরগৌরী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। এই মূর্ত্তিতে তাঁহারা আনন্দধাম কৈলাসে পরমানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে কালিকাপুরাণে আরও লিখিত হইয়াছে,—

"অথ স্থিতা তদা ভর্গঃ কাল্যা সহ চিরং তদা। পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ রুচা॥
কালী ভূত্বা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধঞ্চ শাঙ্করম্। প্রাপ্তমোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী॥
এবং যদা শরীরার্দ্ধমাদায় পরমেশ্বরী। রহস্যে তিষ্ঠতি তদা রাজতেঽতীবশোভনা॥"

* * * * *

"এবমর্দ্ধং তথা জাতং যোষিল্লক্ষণসংযুতম্। অপরং বলবস্তূরি সুগূঢ়ং পুরুষাকৃতি॥
এবমর্দ্ধং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী। হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা॥
তস্যাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতবর্দ্ধসংযুতম্। যেনোপমেয়ং তন্নাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে॥"

কেবল যে এ দেশের পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে, লোকশিক্ষাদানার্থে, অর্দ্ধদেহ পুরুষ অর্দ্ধদেহ নারীমূর্ত্তিতে পরপিতা ও পরামাতা হর-গৌরী নামে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে, চীন, জাপান, এসেরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, ইজিপ্ট এবং পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন জ্ঞানচর্চ্চার আকর দেশসমূহের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ একাধারে সংযুক্ত অর্দ্ধপুরুষ অর্দ্ধস্ত্রীমূর্ত্তি দেবদেবীর পূজার্চ্চনা প্রথা যে একরূপে প্রচলিত ছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইজিপ্ট দেশের প্রাচীন পিরামিড মধ্য হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তর খোদিত স্ত্রী এবং পুরুষ দুইমস্তকবিশিষ্ট এক দেবমূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন, প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের লোকেও অতি পূর্ব্বকালে এ দেশের হরগৌরীর ন্যায় সম্মিলিত দেবমূর্ত্তির পূজা করিতেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত এক দেবীদেহ হইতে বহু দেবদেবীর প্রকাশ পাইবার কথাও ঐ সকল দেশের

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাদেবীর নাম দেখিয়া, কোনও কোনও টীকাকার ব্যাকরণের নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রহ্মাণী অর্থে ব্রহ্মার পত্নী, ইন্দ্রাণী অর্থে ইন্দ্রের পত্নী ইত্যাদি মনে করিয়া সেই ভাবের শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণেও এই সকল নামের এইরূপ

অনেক প্রাচীন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকখানি ইংরাজী পুরাতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকের মন্তব্য হইতে এই সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। এই সকল পুরাকালের জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে, এ দেশের হরগৌরী মূর্ত্তি পূজার মূল ভাবকে নূতন ভাষাতে, নূতন বেশে ঢালিয়া যে একটি অভিনব ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মেরি বেকার এড্ডি নাম্নী এক ধর্ম্মপরায়ণা শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলা তাঁহার কৃত Rudimental Divine Science গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মহামাতা এবং মহাপিতার সম্মিলন শক্তির নামই GOD এবং সেই শক্তির বিকাশ বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া পরস্পর প্রতি অনুরাগ আকারে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত। তাঁহার গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"I mean the infinite and divine Principle of all being, the ever present I AM, filling all space, including in itself all Mind, the one Father mother GOD. Life, Truth and Love are this trinity in unity, and their universe is spiritual peopled with perfect beings, harmonious and eternal, of which our material universe and men are the counterfeits."

বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বমূল পিতৃশক্তি এবং মাতৃশক্তির সম্মিলন ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি সম্ভবে না এই মূল সিদ্ধান্তকে ধারণ করিয়া ইজিপ্টের প্রাচীন মহাপুরুষগণ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন—ক্লেপ। নেন এবং প্তা হইতেছেন মাতা, পিতা এবং তাঁহাদের সম্মিলন হইতে সঞ্জাত সে দেশের আদিম ঋষি সন্তানগণ। এই ত্রিবিধ দেবতার নামান্তর হইতেছে—প্তা, আম্মন্ এবং নন্‌ছ।

"The starting point of the Egyptian Mythology," says Champollion, "is a triad .... namely, Kneph, Neith, and Phtah; and Ammon, the male, the father; Muth, the female and mother; and khons, the sons."

(ISIS UNVEILED By BLAVATSKY).

ব্যাবিলোনিয়ার পালনকারিণী এবং ধ্বংসকারিণী মাতৃশক্তি দেবীর অঙ্গের ছায়া স্বরূপ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সদা একএকটি পুরুষ দেবমূর্ত্তি সংযুক্ত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ব্যাবিলোনিয়ার পুরাতত্ত্ববিৎ ডোনেলড্ এ, ম্যাকেন্‌জি লিখিয়াছেন—

"Other forms of the creatrix included Mama, or Mami, or Ama, "mother," Aruru, Bau, Gula, and Zer-panitum. These were all "Preservers" and healers. At the same time they were "Destroyers," like Nin-sun and the Queen of Hades, Eresh-kigal or Allatu. They were accompanied by shadowy male forms."

(MYTHS OF BABYLONIA. By Donald A. Mackenzie).

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থই বুঝিয়া থাকেন। দেবীপুরাণের উক্তিতে এই সকল নামার্থ সম্বন্ধে সাধারণের ভুল ধারণা পোষণের স্থল বিদুরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বয়ং ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশ, কুমার কার্ত্তিকেয়ের মাতৃস্বরূপা বলিয়া দেবীর নাম হইয়াছে

ঐরূপ পুরুষ-দেব মহা-পিতার সঙ্গে তাঁহারই নিজ দেহ ছায়া স্ত্রী-দেবী সদা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন যথা—

"Similarly Great Father deities had vaguely defined wives. The "Semitic" Baal, "the lord" was accompanied by a female reflection of himself."

(MYTHS OF BABYLONIA. By Donald A. Mackenzie.)

ইজিপ্টের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া ঐ গ্রন্থকার জানিতে পারিয়াছেন, ইজিপ্ট দেশে এক মূল মাতা দেবী বা পিতা দেবতা হইতে দেব দেবী সকল প্রয়োজন অনুসারে অঙ্কুরিত ও নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

"But some of these are but differentiated forms of a single god or goddess, whose various attributes were symbolized, so that deities budded from deities; others underwent separate development in different localities and assumed various names."

(EGYPTIAN MYTH By Donald A. Mackenzie.)

ইজিপ্ট দেশের এই সকল দেবতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রাচীন ধর্ম্ম ইতিহাসের গভীর অনুশীলন কার্য্যে যিনি আত্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সেই মহা প্রতিভাশালিনী ম্যাডাম ব্লাবাটস্কি তাহার Isis Unveiled গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"In this class we may include the double-sexed first creators, of every cosmogony. The Greek Zeus-Zen and Chthonia and Metis his wives; Osiris and Isis-Latona ... ... union of the male active principle with the female passive eliment, which become the parents of their tillurian child, cosmic matter, the prima meteria whose spirit is ether, the Astral Light!

ঐ গ্রন্থে যে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া পরমা মাতৃশক্তির এবং পরম পিতৃশক্তির এক দেহে এক সময়ে সম্মিলিতভাবে অবস্থিতির কথা ইজিপ্ট দেশের ধর্ম্মগ্রন্থের পরম পবিত্র একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"Who so wishes to have an insight into the sacred unity, let him consider a flame rising from a burning coal or a burning lamp. He will see first a two-fold light—a bright white, and a black or blue light; the white light is above, and ascends in a direct light, while the blue or dark light is below, and seems as the chair of the former, yet both are so intimately connected together that they constitute only one flame."

(ISIS UNVEILED By BLAVATSKY.)

উপরে উদ্ধৃত অংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—যিনি এই পরম পবিত্র সম্মিলন তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন,

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কৌমারী, সেইরূপ বিষ্ণুর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া বৈষ্ণবী, ইন্দ্রের মাতৃস্থানীয়া বলিয়া ইন্দ্রাণী নাম হইয়াছে। এইরূপে আটটি দেবতার মাতৃস্থানীয়া এই অষ্টমাতৃকার নামোৎপত্তির কারণ জানিতে হইবে (৪৫৮)।

দেবীপুরাণ হইতে উদ্ধৃত ব্রহ্মার উক্তিতে আরও জানা যাইতেছে, দেবী চামুণ্ডাকে এই অষ্টমাতৃকামধ্যে প্রধানমাতৃকা বলিয়া দেবতাগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন (৪৫৯)। কালিকা-পুরাণে, মাতৃকাগণের সংখ্যা "অষ্টমাতৃকা" শব্দমধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। শিবদূতী নাম্নী মাতৃকার সঙ্গে তাঁহার সহচরীভাবে দ্বাদশ মাতৃকা সর্ব্বদা বিচরণ করেন কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও মাতৃকা দেবীর নাম কালিকাপুরাণে উল্লেখ করা হইয়াছে (৪৬০)।

তিনি একটি দীপাধারে প্রজ্জলিত দীপ রক্ষা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। তিনি দেখিতে পাইবেন, দীপ শিখার উর্দ্ধ ভাগে উজ্জল শ্বেতবর্ণের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। সেই দীপশিখার নিম্নভাগে নীলবর্ণ কিম্বা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ শিখা যেন সিংহাসন স্বরূপ হইয়া উপরের উজ্জল শ্বেতবর্ণ শিখাকে মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই দীপশিখা দুই বিভিন্ন বস্তু নহে, দ্বিবিধ বর্ণের জ্যোতি সম্মিলিত হইয়া একটি উজ্জল দীপশিখা আকারে অবস্থান করিয়া একই দীপদেহ হইতে চতুর্দ্দিকে দীপ্তি দান করিতেছেন।

(৪৫৮) "কুমাররূপধারী চ কুমারজননী তথা। কুমাররিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা॥
শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুমাতা তথারিহা। বিষ্ণুরূপাথবা দেবী বৈষ্ণবী তেন গীয়তে॥
বরাহরূপধারী চ বারাহো যঃ স উচ্যতে। বারাহজননী চাথ বারাহী বরবাহিনী॥
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্রী শক্রপরাক্রমা। বজ্রাঙ্কুশকরা দেবী বজ্রী তেনোপগীয়তে॥ (দেবীপুরাণ)

(৪৫৯) "চামুণ্ডা কীর্ত্তিতা দেবৈর্ম্মাতৃণাং প্রবরা তু সা। একা গুণাত্মা ত্রৈলোক্যে তস্মাদেকা স উচ্যতে॥" (দেবীপুরাণ)

(৪৬০) যে স্থানে শিবদূতী আগমন করেন, সেই স্থানেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা দ্বাদশমাতৃকা উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম কালিকাপুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"মহাদেবী মহামায়া তদাস্যাঃ কায়তঃ স্মৃতাঃ। দূতং প্রস্থাপয়ামাস শিবং শুম্ভায় সাত্ত্বিকা।
তেন সা শিবদূতীতি দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রগীয়তে॥ ক্ষেমঙ্করী চ শান্তা চ বেদমাতা মহোদরী।
করালা কামদাদেবী ভগাস্যা ভগমালিনী। ভগোদরী ভগারোহা ভগজিহ্বা ভগা তথা॥
এতা দ্বাদশযোগিন্যঃ পূজনে পরিকীর্ত্তিতা। এতা দ্বাদশ যোগিন্যঃ শিবদূত্যাঃ সদৈব হি।
বিচরন্তী স্বয়ং দেবী যত্র তত্রৈব গচ্ছতি॥"

রক্তবীজ বধ যুদ্ধক্ষেত্রে যে কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মানী ইন্দ্রানী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন কিম্বা দেবী শিবদূতী সহ তাঁহার সহচরী দ্বাদশমাতৃকামাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ নাই।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৪৬১ এবং ৪৬২ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ঈশানদেব চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে অসুর বধ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন দেবী তাঁহার নিজ দেহ হইতে অতি-উগ্রা-চণ্ডিকাশক্তিনামে এক দেবীকে শতশৃগালে পরিবেষ্টিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত করিলেন। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টমাতৃকার সংখ্যা পূর্ণ হইল। ঈশান যখন শুম্ভনিশুম্ভ নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেবী চণ্ডিকাকে জানাইলেন, ইন্দ্রাদিদেবগণকে স্বর্গ সমর্পণ করিয়া শুম্ভনিশুম্ভ পাতালে প্রস্থান করিতে সম্মত নহেন, তখন তাহা শুনিয়া দেবী চণ্ডিকা, স্থির-গম্ভীরভাবে অষ্টমাতৃকাদেবীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

রক্তবীজযুদ্ধক্ষেত্রে, এই দেবীগণ যে সময়ে অসংখ্য অসুরসৈন্য নিপাত করিতেছিলেন, তখন সেই বিষয়ের বর্ণনা স্থলে ৪৭৯ সংখ্যক শ্লোকে এই দেবীগণকে "দেবপত্নীগণ" না বলিয়া "মাতৃগণ" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থের ৫০২ সংখ্যক শ্লোকে রক্তবীজ বধ হইবার পরে, অসুররক্তপানে প্রমত্ত "মাতৃগণ" রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতেও দেখা যাইতেছে, দেবীপুরাণে সংহারশক্তিরূপিণী মাতৃগণের যে আকৃতি প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, রক্তবীজ রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা মাতৃগণকে তাহা হইতে বিভিন্না মনে করিবার কোনই কারণ নাই। বিশেষতঃ ৪৫৬ সংখ্যক শ্লোকে গুহরূপিনী দেবীকে

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে, গ্রন্থের আয়তন হ্রাস করিবার জন্য এ ক্ষেত্রে চৌষট্টি মাতৃকার নাম উল্লেখ না থাকিলেও মহামাতৃকাদেবী সঙ্গে যখন এই চৌষট্টিযোগিনী বা চৌষট্টিমাতৃকা সর্ব্বদা বিচরণ করেন, তখন এ যুদ্ধক্ষেত্রেও চৌষট্টিমাতৃকা অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন এবং অসুর সংহার কার্য্যে তাঁহারা সকলেই ব্রতী ছিলেন স্থির করিতে হইবে।

কালিকাপুরাণ হইতে চৌষট্টিমাতৃকার নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মাণী চণ্ডিকা রৌদ্রী গৌরীন্দ্রাণী তথৈব চ। কৌমারী বৈষ্ণবী দুর্গা নারসিংহী চ কালিকা ॥
চামুণ্ডা শিবদূতী চ বারাহী কৌশিকী তথা। মাহেশ্বরী শাঙ্করী চ জয়ন্তী সর্ব্বমঙ্গলা ॥
কালী কপালিনী মেধা শিবা শাকম্ভরী তথা। ভীমা শান্তা ভ্রামরী চ রুদ্রাণী চাম্বিকা তথা ॥
ক্ষমা ধাত্রী তথা স্বাহা স্বধাপর্ণা মহোদরী। ঘোররূপা মহাকালী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ॥
ক্ষেমঙ্করী চোগ্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডী মহামোহা প্রিয়ঙ্করী ॥
কলবিকারিণী দেবী বলপ্রমথিণী তথা। মদনোন্মথিনী দেবী সর্ব্বভূতস্য দামনী ॥
উমা তারা মহানিদ্রা বিজয়া চ জয়া তথা। পূর্ব্বোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদ্যা যোগিন্যষ্টৌ চ যাঃ ক্রমাৎ ॥
তাভিরেভিশ্চ সহিতা চতুঃষষ্টিশ্চ যোগিনীঃ।" (কালিকাপুরাণ)

সুস্পষ্টাক্ষরে "অম্বিকা" বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি অন্যান্য দেবীকেও অম্বিকাপদবাচ্যা করা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। এখানে আরও একটি কথা বিবেচনা করিবার রহিয়াছে। রাম অবতারের ন্যায় বরাহ অবতারে বিষ্ণু বিবাহ করেন নাই। নৃসিংহ অবতারেও তাঁহার স্ত্রীগ্রহণের ইতিহাস নাই। কিন্তু বিষ্ণুর সকল অবতারেই সংহার রূপিণী মাতৃশক্তির ইচ্ছা হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে জানা যাইতেছে। এজন্য বারাহী, নারসিংহী দেবী প্রভৃতিকে দেবীপুরাণের উক্তি অনুসারে মাতৃরূপা শক্তি জ্ঞান করাই সঙ্গত। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৫০২ সংখ্যক শ্লোকে অতি পরিস্কার ভাষাতে উল্লেখ করা হইয়াছে,—দেবতাগণের মাতৃরূপা দেবীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন (৪৬১)। আর একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিবার স্থল রহিয়াছে। ঈশানদেব যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা দেবীচণ্ডিকাকে শীঘ্র অসুর বধ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু অসুরকুল ধ্বংস করিবার বিপুল সামর্থ্যসত্ত্বেও ত্রিশূলাস্ত্রধারী ঈশানদেব এক্ষেত্রে একটি অসুরকেও স্বহস্তে বধ করেন নাই। এরূপ ঘটিবার কারণ কি ? টীকাকারগণ মধ্যে কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, দেবী চণ্ডিকা ঈশানরূপী মহাদেবকে অসুর নাশক যুদ্ধে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক সময়ে আরও অনেক স্থানে সিংহবাহিনী দেবী চণ্ডিকা অসুরগণসহ যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইয়া মহাসমরক্ষেত্রে রুদ্রদেবকে স্মরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক দেবাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে, দেবীর আহ্বানে রুদ্রদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেবী চণ্ডিকা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"আপনাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, আমিই অসুর ধ্বংস করিব। আপনি কেবল আমার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিবেন (৪৬২)। রক্তবীজবধক্ষেত্রেও দেবী চণ্ডিকা সেইভাবে ঈশানদেবকে সন্নিধানে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াই সম্ভবতঃ ঈশানদেবকে আহ্বান করিয়া থাকিবেন। ঈশানদেব, চণ্ডিকাদেহ হইতে নিঃসৃতা উগ্রচণ্ডীর অনুরোধে শুম্ভনিশুম্ভ নিকটে দেবীর দূতস্বরূপ গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেবীর নিকট শুম্ভের উক্তি জ্ঞাপন করিয়া তিনি যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, চণ্ডীমাহাত্ম্য-

---

(৪৬১) "ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ। তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ॥"

(৪৬২) "ভূত্বা বিংশভুজা দেবী সিংহমাস্থায় * * *। সস্মার রুদ্রং দেবেশং রৌদ্রং সংহারকারণম্॥
ততো বৃষধ্বজঃ সাক্ষাৎ রুদ্রস্তত্রৈব আযযৌ। তয়া প্রণম্য বিজ্ঞপ্তঃ সর্ব্বান্ দৈত্যান্ জয়াম্যহম্॥
ত্বয়ি সন্নিধিমাত্রে তু দেবদেব সনাতন॥" (বরাহ পুরাণ)

গ্রন্থে এমন কথা লিখিত নাই; এজন্য মনে করিতে হইবে, স্বয়ং যুদ্ধ না করিলেও তিনি যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত দেবীসন্নিধানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এভাবে উপস্থিত থাকিবার কারণ কি? দেবীকে অভয়দান জন্য? "ধন্য ধন্য" "সাধু সাধু" নিনাদ দ্বারা দেবীকে উৎসাহিত করিবার জন্য? অথবা অসুর আক্রমণ হইতে দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য? কিম্বা একজন দর্শকের ন্যায় যুদ্ধ দেখিবার জন্য? না, ইহার কোন কারণেই ঈশাননামধারী মহাদেবকে দেবী চণ্ডিকা সন্নিধানে এখানে এভাবে উপস্থিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তবে কি কারণে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন? দেবীহস্তে শুম্ভনিশুম্ভ বধ সময়ে এ প্রশ্নের উত্তর পরিস্ফুট হইয়াছে।

৪। রক্তবীজাদিপ্রতি দেবীর দয়াপ্রকাশ।

মূর্ত্তিময়ীরূপে কালিকাদেবীর বিশ্বে প্রকাশপ্রাপ্তির প্রথম বর্ণনা পুরাণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীং প্রস্তরধাতু বা মৃন্ময়ী কালিকা মূর্ত্তিতে যেখানে তাঁহার পূজার্চ্চনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই সকল স্থানে এবং সকল সময়ে তাঁহার সংহারক্রিয়া-সাধিনী মূর্ত্তির সহিত তাঁহার দয়াময়ী মূর্ত্তির সংমিশ্রন ভাবটী পূর্ণ প্রদীপ্তাবস্থাতে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চতুর্ভুজারূপবর্ণনাতে, একহস্তে রক্তরঞ্জিত খড়গধারণ, অন্য হস্তে শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমান অভয়দান, তাঁহার প্রকৃতির এই দ্বিমুখী বিচিত্র ভাবকে সদা পরিস্ফুট করিয়া রাখিয়াছে। রক্তবীজযুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত অসুর রক্তবীজের প্রতি দেবীর আচরণেও তাঁহার এই দয়াময়ীমাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মহাদেবের রুদ্রাবতার ঈশানদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে সময়ে দেবী চণ্ডিকাকে অবিলম্বে অসুরবধ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন দেবী ঈশানদেবের সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া রক্তবীজবধ কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া এবং তাঁহার অনুরোধবাক্যের কোনরূপ উত্তরদান না করিয়া বরং নিবৃত্তিপথে তাঁহাকে শুম্ভনিশুম্ভনিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন এবং সেই অসুরদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে পাতালপুরে যাইবার কথা দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন। শুম্ভনিশুম্ভ পাতালে প্রস্থান করিলে রক্তবীজাদি অসুর সেনাপতিগণ শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে পাতালপুরীতে যাইয়া তাহাদেরও জীবনরক্ষা করিতে পারিবে, সম্ভবতঃ এইরূপ চিন্তা করিয়াই দেবী সর্ব্বসংহারক রুদ্রাবতার ঈশানকে দূতস্বরূপ শুম্ভনিশুম্ভনিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশানদেবকে সর্ব্বসংহারক বলা হইল কেন? রামায়ণে, মহাভারতে, বেদে,

পুরাণে, তন্ত্রে সকল স্থানেই ঈশানকে সর্ব্বসংহারক দেব বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে (৪৬৩)। সর্ব্বসংহারক রুদ্রাবতার ঈশানকে, দেবী চণ্ডিকা, অসুরজীবনরক্ষাকার্য্যের চেষ্টাতে নিয়োজিত করিয়া, দেবী তাঁহার অন্তঃকরণের অন্তস্তলে অপার করুণার শতমুখী প্রস্রবণধারা কত প্রবলবেগে সদা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই ত্রিলোকস্থিত দেবদানবমানব সকলকে উপলব্ধি করিবার এখানে একটি অতি সুন্দর সুযোগদান করিয়া রাখিয়াছেন।

দেবীর, দেব-শত্রু দৈত্যদানবগণ প্রতি দয়ার কার্য্যের পরিচয় এই প্রথম পাওয়া যাইতেছেনা, মহিষাসুর নিপাত সময়েও দেবীর দয়ার কার্য্য দেখিয়া দেবতাগণ বিস্মিত হইয়া দেবীকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে ২৪৮ সংখ্যক টীকাতে স্কন্দপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সময়ে দেবী চণ্ডিকা স্বর্গ হইতে সমাগত দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন,—আমার হৃদয়ে, মহিষাসুরের কাতর উক্তিতে, তাহার প্রতি দয়া হইতেছে, তাহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; কিন্তু তোমাদের ভয় দূর করিতেছি, মহিষাসুরকে প্রাণে না মারিলেও তাহার কেশগুচ্ছ করে ধরিয়া আমি তাহাকে চিরকাল আমার পদাশ্রয়ে রক্ষা করিব। মধুকৈটভ যখন দেবী চণ্ডিকার ইচ্ছাতে নারায়ণের হস্তে ছিন্নমস্তক হইতেছিল, তখন মধুকৈটভ দেবীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, আমাদিগকে এভাবে মরিতে হইল তাহাতে দুঃখ নাই, মরণ অনিবার্য্য, কিন্তু আপনার হস্তে মরিবার বাসনা ছিল, সে বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন অপার দয়ার আধার দেবী মধুকৈটভকে আশ্বাসবাক্য দান করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব; শুম্ভনিশুম্ভ হইয়া তোমরা পৃথিবীতে যখন আবার আসিবে, তখন আমি স্বহস্তে তোমাদের বধ সাধন করিয়া তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব

---

(৪৬৩) ঈশান মহাদেবেরই নামান্তর (অমরকোষ দ্রষ্টব্য) একাদশরুদ্রান্তর্গতরুদ্রবিশেষঃ। শিবাষ্টমূর্ত্ত্যন্তর্গতসূর্য্যমূর্ত্তিঃ। (শব্দকল্পদ্রুম) ঈশানদেবের কার্য্য সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত হইয়াছে—

"অনন্তর অনাদিনিধন অক্ষর নিত্য ব্রহ্মা যেরূপে জন্তুসকলের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, সেই সংহার আপনাকে আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহীপাল! ভগবান্ অব্যক্ত ব্রহ্মা নিশাকালে স্বপ্নদর্শন করতঃ প্রাণিগণের পরমায়ুদিনের ক্ষয়কাল উপস্থিত জানিয়া সংহারার্থ অহঙ্কারাভিমানী মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন। তদনন্তর সেই মহারুদ্র, অব্যক্ত ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলসম দ্যুতিশালী শত সহস্রাংশু সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় শরীর দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ তেজোদ্বারা তৎক্ষণাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাত দগ্ধ করিয়া থাকেন।" (মহারাজ বর্দ্ধমানের উদ্যোগে অনুবাদিত মহাভারত শান্তিপর্ব্ব বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত।)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩৯৬ শ্লোকের শুম্ভনিশুম্ভ উৎপত্তি ইতিহাসে এই ঘটনার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।) এই সকল পৌরাণিক ঘটনার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যাইতেছে,—দেবী চণ্ডিকা যেমন দুষ্টদলনে তৎপরা, তেমনি কাতরে দয়া বিতরণেও সদা মুক্তহস্তা।

শুম্ভনিশুম্ভ প্রতি স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পাতালপুরে যাইয়া অবস্থিতি করিবার উপদেশ-দান, দেবীর একমাত্র দয়ার পরিচায়ক কার্য্য বলা যাইতে পারেনা। দেহের একবিন্দু রক্তপাত না করিয়াও রক্তবীজকে ধূম্রলোচনের ন্যায় কেবল ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা তিনি অনায়াসে ভস্মীভূত করিতে পারিতেন। চণ্ডিকা দেবী কালিকাদেবী প্রতি উপদেশ করিলেও কালিকা দেবী রক্তবীজের মস্তক ধরিয়া তাহাকে সমুদ্রমধ্যে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত রাখিয়া তাহার জীবননষ্ট করিতে পারিতেন। অথবা কেবল কিছুক্ষণ গলা চাপিয়া ধরিয়া, নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া, বিনা একবিন্দু রক্তপাতে, রক্তবীজকে নিপাত করাও দেবী কালিকার পক্ষে কিছুমাত্র শ্রমসাধ্য কার্য্য ছিলনা। পাশজালে জড়াইয়া ব্যাধের পশুপক্ষী বা মৎস্য ধরিবার ন্যায় রক্তবীজকে জালে আবদ্ধ করিয়া কিম্বা তাহার হাত, পা স্কন্ধ ভাঙ্গিয়া শূন্যমার্গে ঝুলাইয়া রাখিয়া অনাহারে তাহার জীবননষ্ট করাও দেবী কালিকার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য ছিলনা। এই সকল সহজসাধ্য যে কোন একটি উপায়দ্বারা রক্তবীজকে বধ করিলে, বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাতের সৌভাগ্যলাভ হইতে রক্তবীজ বঞ্চিত হইতেন। বীর এবং

কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—শিব যে সময়ে রুদ্রনামে বর্ণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রলয় কার্য্যসাধক সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তেজ তাঁহার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। রুদ্রদেবকে ঈশান, শর্ব্ব, ভব ইত্যাদি আরও সাতটি নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে যথা—

"সংস্রাদিত্যসঙ্কাশো যুগান্তদহনোপমঃ। রুরোদ সস্বরং ঘোরং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ॥

* * * * * *

অন্যানি সপ্তনামানি পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ শাশ্বতান্। স্থানানি চৈষামষ্টানাং দদৌ লোকপিতামহঃ॥

ভবঃ শর্ব্বস্তথেশানঃ পশূনাম্পতিরেব চ। ভীমশ্চোগ্রো মহাদেবস্তানি নামানি সপ্ত বৈ॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

ঋগ্‌বেদোক্ত ঈশান বা রুদ্রদেবসম্বন্ধীয় একটি স্তুতির ইংরাজি অনুবাদ INDIAN MYTH হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে, সর্ব্বসংহারক রুদ্রদেবকে ঋষিগণ সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বলিয়াও অনেক সময়ে স্তুতি করিয়াছেন,—

"Rudra, thou smitter of workers of evil,
The doers of good all love and adore thee.
Preseive me from injury and every affliction—
Rudra, the nourisher". Rigveda II, 33.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সাধক এবং তপোবলসম্পন্ন রক্তবীজকে, মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবরের হস্তে জালে ধৃত মৎস্যবধের ন্যায় বধ করিতে ইচ্ছা না করা, রক্তবীজপ্রতি দেবী চণ্ডিকার অসাধারণ অনুগ্রহপ্রদর্শনকর কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

৫। রক্তবীজবধ বিবরণ।

রক্তবীজবধঘটিত পৌরাণিক ইতিহাসে, দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যসকল বর্ণনা-বৈচিত্র্যে অতুলনী। এই জন্যই রাজা সুরথ, মহামুনি মুখে রক্তবীজবধ-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া মহামুনি মেধস্‌কে বলিয়াছিলেন,—

"বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্॥"

কতবার কতস্থানে কত শত সহস্র অসুর সহিত দেবতাগণের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, কতবার দেবী চণ্ডিকাই দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য মহাপরাক্রমশালী দৈত্যবীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে নিপাত করিয়া দেবতাগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু রক্তবীজকে বধ করিবার সময়ে দেবীকে যে অভিনব প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, এরূপ আর কোনও স্থানে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এজন্য এ যুদ্ধকে বিচিত্র যুদ্ধ আখ্যা দান করা রাজা সুরথের পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনাতে কিম্বা মহাভারতে অর্জ্জুনের সহিত নিবাতকবচের যুদ্ধ কিম্বা ভীমের

পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তার মরিস্ জাষ্ট্রো তাঁহার HISTORY OF RELIGIONS গ্রন্থের একস্থানে বেদবর্ণিত রুদ্রদেবের কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "তিনি একদিকে দয়ার আধার, তিনি জীবের সকল প্রকার পীড়ার কষ্ট নিবারণ করেন, আবার অন্য দিকে তাঁহাকে সর্ব্বসংহারক বলা হয়। যথা—

"Hence is he preeminently, on the one hand, the kindly god who averts disease, and, on the other, of destruction in every form."

বেদ পুরাণাদি বহু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলনের পরে, ঈশান, রুদ্র, শর্ব্ব এবং শিবাদি আটটি প্রধান নামে একমাত্র মহাদেবকেই বুঝায় সিদ্ধান্ত করিয়া লিডেন ইউনিভারসিটির পুরাতত্ত্বের বক্তা তথাকার সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক টিলি তাঁহার HISTORY OF RELIGION গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—রুদ্রমূর্ত্তিতে তিনি অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেব। কিন্তু তিনি সর্ব্বোপরি সংস্থিত। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল,—

"At the same time with Vishnu, perhaps even before him, Rudra also, whose worship had made such advances in the previous period, was raised, under his euphemistic

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সহিত হিরিম্ব রাক্ষসের যুদ্ধ বর্ণনাতে কিম্বা রামায়ণে রামের সহিত রাবণের যুদ্ধবর্ণনাতে, এক শত্রুকে আহত করিয়া তাহার দেহের রক্তধারা হইতে তুল্য আকৃতি প্রকৃতিবিশিষ্ট কোটি কোটি শত্রু উৎপন্ন হইয়া রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল কোনও যুদ্ধের ইতিহাসে কিংবা আর কোন দেশের কোনও যুদ্ধ ইতিহাসে কুত্রাপি এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে এইরূপ অসামান্য এক দেবশত্রু দৈত্যকে নিহত করিবার জন্য দেবী চণ্ডিকাকে তাঁহার নিজ দেহ হইতে কেবল মহাপরাক্রমশালী সাতটি মাতৃকাদেবীকে বাহির করিতে হয় নাই, পরন্তু আর এক ভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডিকা দেবীকেও শত সহস্রনিনাদকারিণী শৃগালপত্নীতে পরিবৃতা করিয়া নিঃসৃতা করিতে হইয়াছিল। এরূপ অপরূপ যুদ্ধবর্ণনাকে রাজা সুরথ "বিচিত্র" আখ্যা না দিয়া আর কি বলিবেন? কিন্তু দেবী চণ্ডিকার এ সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন অনুষ্ঠান রক্তবীজের বধসাধনকার্য্যে বৃথা চেষ্টাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। শত সহস্র শৃগাল রক্তবীজকে চারিদিক্ হইতে কামড়াইয়া তাঁহার সুন্দর দেহখানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার মৃত্যুকে একপদও নিকটবর্ত্তী করিতে পারে নাই। বরং রক্তবীজকে

---

name of Siva, to the position of supreme deity (Mahadeva). His character is not to be reproduced in a single word. As Rudra his nature is violent and dreadful; he lives in the wilderness on the loftiest mountains, in asceticism, and, therefore, in power, he surpasses all other beings. * * * But the worship of Mahadeva as the supreme god must be the oldest."

অথর্ব্ববেদান্তর্গত অথর্ব্ব-শির উপনিষদে রুদ্রদেব এবং তাঁহার নামান্তর ঈশানদেব এবং ঈশানী শক্তি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মূলশ্লোক এবং তাহার ভাষ্য অনেকের পক্ষে কঠিন বোধ্য হইতে পারে বিবেচনায়, "বসুমতী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত উহার বঙ্গানুবাদ হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—"একাদশ প্রশ্ন এই যে, সেই পরম পুরুষ "রুদ্র"শব্দে অভিহিত হন কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু কেবল পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণই তাঁহাকে বিদিত আছেন, অন্য কেহ সেই মহাপুরুষকে জানিতে সমর্থ নহে, এই জন্য সেই পরমদেবতাকে "রুদ্র" বলা যায়॥ দ্বাদশ প্রশ্ন এই যে, তাঁহার "ঈশান" নাম হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—তিনি ঈশানী শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেববৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জননীশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম "ঈশান"।

মহাদেবের যে ভীষণ ঈশান মূর্ত্তিকে দেবদানবমানব সকলে সর্ব্বসংহারক দেব বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই ঈশানদেবকে দেবী চণ্ডিকা, দেবশত্রু শুম্ভনিশুম্ভের জীবনরক্ষার্থে সৎপরামর্শ দান করিবার জন্য তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া, দেবী এই বিচিত্র আচরণ দ্বারা যেমন একদিকে তাঁহার হৃদয়ের অপার দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহারা কোটি কোটি রক্তবীজোৎপত্তির সহায়তা করিয়াছিল। মাতৃগণ চারিদিক্ হইতে রক্তবীজপ্রতি নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া রক্তবীজকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত করিতে পারেন নাই পরন্তু রক্তবীজপ্রতি নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রাণীর বজ্রাঘাতে, মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে এবং বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে রক্তবীজের সর্ব্বাঙ্গ হইতে অসংখ্য রক্তধারা প্রবাহিত করিয়া কোটি কোটি রক্তবীজ উৎপন্ন করিয়াছিল এবং অসংখ্য রক্তবীজে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা দেখিয়া তখন দেবতাগণ ভীত হইলেন, ঋষিগণ চিন্তিত হইলেন, পৃথিবীর নরনারী জীবজন্তু সকলেই আতঙ্কিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী কর্ত্তৃক রক্তবীজ বধের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণের ভয়, মুনি ঋষিগণের চিন্তা এবং জীবজন্তুর আতঙ্ক সমস্তই বহুকাল

সেইরূপ অন্যদিকে দুর্দ্দান্ত শত্রুপক্ষ প্রতি যুদ্ধসময়ে কিরূপ রাজনৈতিক আচরণ করিতে হয় তাহারও একটি শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে অসুরকুল নির্ম্মূল কার্য্যে সদা অগ্রবর্ত্তিনী চণ্ডিকাকে একটি উগ্রমূর্ত্তিধারিণী অতি নির্দ্দয়া কঠোর ভাবাপন্না দেবী বলিয়াই অনেকে মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ মধ্যে তাঁহার অপার করুণার পরিচয় সর্ব্বদা যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কোন দেবদেবীর আচরণে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার হৃদয়ের এই স্বাভাবিক দয়ার পরিচয় যেরূপ স্কন্দপুরাণের প্রলয় বর্ণনা স্থানে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিকাদেবী সম্বন্ধে সাধারণের একটা ভ্রম ধারণা দূরীভূত করিবার জন্য এবং রক্তবীজবধ সময়ের তাঁহার দয়ার আচরণকে আরও প্রদীপ্ত করিবার [জন্য স্কন্দপুরাণের ঐ ইতিহাস হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"মহাদেবস্ততো দেবীমাহ পার্শ্বে স্থিতাং তদা। সংহরস্ব জগৎ সর্ব্বং মা বিলম্বস্ব শোভনে॥
ত্যজ সৌম্যমিদং রূপং সিতচন্দ্রাংশুনির্ম্মলম্। রৌদ্রং রূপং সমাস্থায় সংহরস্ব চরাচরম্॥
রৌদ্রৈর্ভূতগণৈর্ঘোরৈর্দেবি ত্বং পরিবারিতা। জীবলোকমিমং সর্ব্বং ভক্ষয়স্বাদ্যুজেক্ষণে॥
ততোঽহং মর্দ্দয়িষ্যামি প্লাবয়িষ্যে তথা জগৎ। কৃত্বা চৈকার্ণবং ভূয়ঃ সুখং স্বপ্স্যে ত্বয়া সহ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

নাহং দেব জগচ্চৈতৎ সংহরামি মহাদ্যুতে। অম্বা ভূত্বা বিচেষ্টং ন ভক্ষয়ামি ভৃশাতুরম্॥
স্ত্রীস্বভাবেন কারুণ্যং করোতি হৃদয়ং মম। কথং বৈ নির্দ্দহিষ্যামি জগদেতজ্জগৎপতে॥"

উপরে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই—সর্ব্বধ্বংসকর্ত্তা মহেশ্বর দেবীকে বলিলেন, এক্ষণে আপনি বিশ্বসংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন্। সমস্ত জীবলোককে গ্রাস করুন। দেবী উত্তরে, কাতরভাবে, মহেশ্বরকে বলিলেন, আমি বিশ্বের মাতা, আমার দ্বারা বিশ্বকে নষ্ট করা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? স্ত্রীস্বভাবের করুণাকে আমার হৃদয় হইতে আমি দূর করিতে পারিতেছি না। আপনার কথায় আমার হৃদয়ে কষ্ট হইতেছে। আমি কিরূপে নির্দ্দয়া হইয়া সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট করিব?

গত হইল বিদূরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যানলেখক-গণের চিত্তক্ষেত্র হইতে একটি কুচিন্তার কুজ্ঝটিকা অদ্যাপি দূর হইতেছেনা। সে চিন্তার বিষয়টি এই,—শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধসময়ে রক্তবীজের উপস্থিতির ন্যায়, মহিষাসুরসহিত দেবগণের যে সময়ে স্বর্গে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তখনও রক্তবীজ সে যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তখনও রক্তবীজদেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন এবং সে আঘাতে রক্তবীজ দেহ হইতে তখনও রক্তপাত হইয়াছিল। রক্তবীজ দেহ হইতে নির্গত রক্তধারা হইতে সেই সময়েও অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (৪২৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই সকল রক্তবীজ এ সময়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নাই কেন? এ প্রশ্নের তিনটি উত্তর হইতে পারে। (১) সেই সকল রক্তবীজ দেবকন্যা বিবাহ করিয়া হয়ত স্বর্গবাসী কিম্বা পাতাল-পুরবাসী হইয়া নিশ্চিন্তে রহিয়াছেন, এ যুদ্ধের সংবাদ তখনও তাঁহাদের নিকট যাইয়া পোঁছে নাই। (২) দেবাসুর যুদ্ধপরে তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া বহু শতসহস্র বৎসর যাবৎ নিদ্রিত অবস্থাতে রহিয়াছেন। (৩) রক্তবীজ দেহের রক্তধারা হইতে সৃষ্ট রক্তবীজসকল যুদ্ধের অন্তে, মূলরক্তবীজদেহে যাইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। শেষোক্ত সমাধান সম্ভবপর হইলে তাঁহারাই এক্ষণে আবার রক্তবীজদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক সমস্যার সমাধানকার্য্যে যুক্তিহীন অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এজন্য এ প্রশ্নের উত্তরদানে আমরা অসমর্থ, একথা স্বীকার করাই সঙ্গত। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, এক্ষেত্রে কি ঘটিয়াছে, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত না হইলেও অনেক পুরাণে, এমন কি অন্যান্য দেশের অনেক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। এক দেবতার দেহ হইতে অন্য দেবতার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায়, এক দৈত্য দেহ হইতে তাঁহাদের প্রয়োজন অনুসারে অনেক দৈত্যদানবমূর্ত্তির সৃষ্টি এবং তাহাতে যাইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার কথা এই সকল গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম এবং পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের বর্ণনা সহিত এদেশের পুরাণে কথিত দেবদানবগণের আকৃতি প্রকৃতির এবং কার্য্যপদ্ধতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য থাকা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় (৪৬৪)।

---

(৪৬৪) এক সময়ে অন্ধক নামক এক মহাসুরের সহিত মহাদেবের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাদেবের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষতদেহ অন্ধকাসুর নিজ দেহ হইতে অসংখ্য অন্ধকাসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীর প্রাচীন জাতিসমূহের পুরাতত্ত্বানুশীলনকারী পণ্ডিতগণমধ্যে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের নাম সুপরিচিত। ইনি এবং পরবর্ত্তী আরও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত

অন্ধক দেহহইতে উৎপন্ন অন্ধকসমূহে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধক হইতে সমুদ্ভূত অসংখ্য অন্ধককে সংহার করিবার জন্য মহাদেব নরসিংহমূর্ত্তিধারী নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ আসিয়া নিজ জিহ্বা হইতে দেবী বাণীশ্বরীকে এবং নিজ দেহের অস্থি হইতে দেবী কালিকাকে নিঃসৃত করিলেন। তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত অন্ধক অসুর উদরস্থ করিয়া অন্ধকসংহারকার্য্য সংসাধন করিলেন। যথা—

"অন্ধকাশ্চ সমুৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। তেষাং বিদার্য্যমাণানাং রুধিরাদপরে পুনঃ॥
বভূবুরন্ধকা ঘোরা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ॥ * * *
এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ নরসিংহবপুর্দ্ধরঃ। সসর্জ্জ দেবো জিহ্বায়াস্তদা বাণীশ্বরীং হরিঃ॥
হৃদয়াচ্চ তথা মায়া গুহ্যাচ্চ ভবমালিনী। অস্থিভ্যশ্চ তথা কালী সৃষ্টা পূর্ব্বং মহাত্মনা॥
যয়া তদ্রুধিরং পীতমন্ধকানাং মহাত্মনাম্। যা চাস্মিন্ কথিতা লোকে নামতঃ শুষ্করেবতী॥"

যে সময়ে হিরণ্যকশিপু অসুরের সহিত নরসিংহমূর্ত্তিধারী নারায়ণের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে নরসিংহদেব নিজ দেহ হইতে অসংখ্য সিংহ সমুৎপন্ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিতেছেন দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অসুরও সিংহমস্তকবিশিষ্ট কতকগুলি অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছিলেন। নানাবিধ পশু-আকৃতি এই সকল বিকটদর্শন অসুরের রূপবর্ণনা মৎস্যপুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাশীবিষাননাঃ। ঈহামৃগমুখাশ্চান্যে বরাহমুখসংস্থিতাঃ॥
বালসূর্য্যমুখাশ্চান্যে ধূমকেতুমুখাস্তথা। অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধবক্ত্রাশ্চ অগ্নিদীপ্তমুখাস্তথা॥
হংসকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ। সিংহাস্যা লেলিহানাশ্চ কাকগৃধ্রমুখাস্তথা॥
দ্বিজিহ্বকা বক্ত্রশীর্ষাস্তথোল্কামুখসংস্থিতাঃ। মহাগ্রাহমুখাশ্চান্যে দানবা বলদর্পিতাঃ॥
শৈলসংবর্ষ্মণস্তস্য শরীরে শরবৃষ্টিভিঃ। অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন ব্যথাং চক্রুরাহবে॥
এবং ভূয়োঽপরান্ ঘোরানসৃজন্ দানবেশ্বরাঃ। মৃগেন্দ্রস্যোপরি ক্রুদ্ধা নিঃশ্বসন্ত ইবোরগাঃ॥"

আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতের পুরাণের স্থানে স্থানে অসুরদিগের যেরূপ অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশু মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ইজিপ্টের এবং রোম ও গ্রীসের অনেক দেবমন্দিরে এবং প্রাচীন গ্রন্থে অনেক দেবমূর্ত্তির বর্ণনাতেও সেইরূপ ভয়ঙ্কর বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ একখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই সকল দেবমূর্ত্তিও এক দেবদেহ হইতে অন্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া অনেক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

"In every temple there were images of these deities, and many of them looked very absurd. Some had human bodies with the heads of beetles, of birds like the ibis or falcon, of cows, jackals, rams, serpents, or crocodiles. Gods with human heads, like Ptah and Osiris, had green or black faces." (ANCIENT EGYPT By Donald A. Mackenzie)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিয়াছেন, আর্য্যজাতির শিক্ষা ও সভ্যতার চিন্তাধারা পুরাকালে ভারত হইতে জার্ম্মেনী

"If your history books speak of a hydraheaded conspiracy, you will remember the heads of the Hydra which Hiracles slew, how, for every head that he destroyed, two fresh ones grew, and you will see that a hydra-headed conspiracy is one in which the conspirators were so many that, as fast as the Government discovered and imprisoned some, others sprang up to carry on the plot."

(GODS & HEROES By P. C. Sands M. A.)

উপরে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে এমন একটি অসুরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার এক মস্তক ছেদন করিলে দুইটি অসুর উৎপন্ন হইতেন। তাহাকে ছেদন করিলে আরও দুই অসুর জন্মিতেন। এইভাবে অসংখ্য অসুর আবির্ভূত হইতেন।

"Serpents figure prominently in the winged disk of Horus, suggesting the fusion of the falcon and serpent clans of Egypt. The young god was usually depicted with a falcon's head and a human body, and he was an eponymous ancestor. In the bull-headed Minotaur, therefore, it would appear that we have a survival of an early form of a Cretan Osiris or Horus, the link between the bestial deity and human beings.

The Minotaur, however, was not the only man monster who received recognition in Crete. At Zagros Mr. Hogarth discovered a large number of clay sealings depicting man-stags, man-lions, man-goats, eagle-women, goat-women, and so on. One of the form of the Sumerian Tammuz-Ningirsu was a lion-headed eagle."

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE
By Donald A. Mackenzie).

পুরাণে এদেশের দৈত্যদানবগণের যেমন আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের দেবদেবীগণের আকৃতি প্রকৃতির সেইরূপ বর্ণনা দেখিয়া বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হয়। পারস্য, ইরাণ এবং প্রাচীন ন্যাসেরিয়া প্রভৃতি দেশের দেবদেবীর নামের সহিত এদেশের দৈত্যদানবগণের নামের শব্দ উচ্চারণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ততোঽধিক বিস্মিত হইতে হয়। পারস্যদেশে দেবতাকে "অহুর" বা অসুর বলা হয় এবং সে দেশের দৈত্যদানবগণকে "দেও" বলিয়া আখ্যাত করা হয়। এরূপ ঘটিবার কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ডোনেল্‌ড্‌ এ, ম্যাকেন্‌জি তাঁহার রচিত INDIAN MYTH গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"How the gods of the Indian Aryans became the demons of Persia and the demons of Persia became the gods of India is a problem for which a solution has yet to be found."

তিনি তাঁহার ঐ গ্রন্থ মধ্যে আর একস্থানে আরও লিখিয়াছেন,—"In the old Persian language, which, like Greek, places "h" before a vowel where "s" is used in Sanskrit, Ahura (=Asura) signifies "god." The Zoroastrian chief god is called Ahura-Mazda, "the wise Lord." * * * * * * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এবং ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি দেশে আনীত হইয়াছিল। এই কারণে ভারতের পুরাণে বর্ণিত দেবদানবসম্বন্ধীয় অনেক ধারণার ছায়া এখনও ঐ সকল দেশের লোকের আচার ব্যবহার এবং

"On the other hand "daeva" in the Iranian dialect, which is cognate with Sanskrit "deva", "god" came to mean "demon."

উক্ত গ্রন্থকার ভারতের নিকটবর্ত্তী পারশ্য, ইরাণ প্রভৃতি স্থানের দেবদেবীর বর্ণনার সহিত পুরাণবর্ণিত দেবদেবীর আকৃতি প্রকৃতির ভাব উল্লেখ করিয়া ভারত হইতে বহুদূরে স্থিত আয়ার্লণ্ডের দেবদেবীর বর্ণনার সহিত ভারতের দেবদেবীর বর্ণনার অনেক স্থানে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন,—

"The Irish gods and the celestial Rishis of India take the form of swans, like the "swan maidans," when they visit mankind. In the Assyrian legend of Ishtar the souls of the dead in Hades "are like birds covered with feathers."

ঐ গ্রন্থের আর একস্থান হইতে আয়ার্লণ্ডের দেবদেবীর সহিত মহাভারতে বর্ণিত দেবদেবীর সৌসাদৃশ্য থাকিবার কথা নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"In Le Cycle Mythologique Irlandais et la Mythologie Celtique, the late Professor D'Arbois de Jubainville has shown that these Ages are also a feature of Celtic (Irish) mythology. Their order, however, differs from those in Greek, but it is of special interest to note that they are arranged in exactly the same colour order as those given in the Mahabharata."

ইহার পরে গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন,—

"There are many interesting points of resemblance between certain of the Irish and Indian legends."

গ্রন্থকার এই সকল বিষয়ের সুদীর্ঘ আলোচনা অন্তে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের এবং আয়ার্লণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের লোকাচার এবং ধর্ম্মমত বিশ্বাসের মূলে স্থানে স্থানে এখনও যে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে স্থির করা যাইতে পারে,—মানুষের মুখের ভাষা এবং হাতের অস্ত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু মনের চিন্তাধারার পুরাতন পথকে মানুষ ভিতরে ভিতরে আঁটিয়া ধরিয়া থাকে, তাহাকে ছাড়িতে পারে না।

"In this connection it is of interest to refer to immemorial beliefs and customs which survive in representative districts in Britain and India where what may be called Pre-Aryan influences are most pronounced. A people may change their weapons and their language time and again and yet retain ancient modes of thought."

"Max Muller, the distinguished Sanskrit authority, who in the words of an Indian Scholar "devoted" his life-time to the elucidation of the learning, literature, and religion of ancient India, abandoned Bopp's patrictic term "Indc-Germanic" and adopted Aryan, which he founded on the Sanskrit racial designation "Arya."

(INDIAN-MYTH & LEGEND by Donald A. Mackenzie.).

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ধর্ম্মবিশ্বাসমধ্যে অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন, কারণ পৃথিবীর নানা দেশে, যেখানে আর্য্যজাতির শিক্ষাসভ্যতার আলোক রেখা কখনও একবিন্দু পরিমাণেও প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, এমন সকল অর্দ্ধসভ্য এবং অসভ্যনামে পরিচিত দেশেও দৈত্যদিগের সহিত দেবতাদের যুদ্ধের অনেক কথা প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল অবস্থাপ্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়, হিতকারিণী অদৃশ্য শক্তিকে দেবতা এবং অহিতকারিণী অদৃশ্য শক্তিকে ভূতপ্রেত দৈত্যদানব নামে ধারণা করিয়া, তাহা হইতে নানা স্থানে, নানা মূর্ত্তিতে বিকাশপ্রাপ্ত দেবদানবের যুদ্ধঘটিত একটা দৃঢ় সংস্কার, মানুষের আহারবিহার নিদ্রার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ বস্তুর মতন হইয়া রহিয়াছে; কাজেই উহা সর্ব্বদেশব্যাপী এবং সর্ব্বকালব্যাপী হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। পুরাকালের জার্ম্মেনীদেশবাসিগণ ভারত হইতে শুম্ভনিশুম্ভের সহিত দেবী চণ্ডিকার মহাযুদ্ধের ইতিহাস শুনিয়া না যাইয়াও তাঁহাদের দেশের দেবতা থোর (ইন্দ্রদেবের ন্যায় বজ্রধারী দেবতা) সহিত হ্যাগের মহা যুদ্ধবিবরণ কিম্বা আয়ার্লণ্ডের দেবতা কুচুলাইন সহিত মহিষ, সর্প ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তিধারী লোচের ভীষণ যুদ্ধের কথা তাহাদের পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহারা অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা এমন সভ্য বা শিক্ষিত লোকসমাজ নাই, যেখানে পুরাকালের দেবাসুর যুদ্ধের ইতিহাস গদ্যে, পদ্যে, গানে, গল্পে বা লোকমুখেকথিত উপন্যাসে এখনও অল্পবিস্তর সজীব হইয়া না রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কেহ বলিতে পারেন,—

পৃথিবীর নানা দেশে নানারূপ অদ্ভূত উপন্যাস-কথা লোকমুখে সদা শুনিতে পাওয়া যায়।

"The study of Mythology has assumed an entirely new character, chiefly owing to the light that has been thrown on it by the ancient Vedic Mythology of India."

(WHAT CAN INDIA TEACH US by F. MAX MULLER.)

"We may go back even further into antiquity, and still find strange coincidences between the legends of India and the legends of the West, without as yet being able to say how they travelled, whether from East to West, or from West to East." (ঐ গ্রন্থ)

"Even the study of fables owes its new life to India, from whence the various migrations of fables have been traced at various times and through various channels from East to West." (ঐ গ্রন্থ)

"In 1808, Schlegel published his 'Language and Wisdom of the Hindus' and urged the theory that India was the home of an ancestral race and a group of languages that were progenitors of various European ones."

(INDIAN MYTH & LEGEND by Donald A. Mackenzie.)

তাহাই বলিয়া সে সকল যে সত্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি? তাঁহারা বলিতে পারেন,—আরব্য উপন্যাসগ্রন্থের হিমাদ্রিচূড়াসম অতি উচ্চ কল্পনাকেও যে রক্তবীজ দৈত্যের আখ্যায়িকা, অসম্ভব বর্ণনা গুণে, একটা ক্ষুদ্র উইপিপিলিকার ঢিপি হইতেও খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে, সেই কালিকা-রক্তবীজ মহাযুদ্ধ যে সত্য সত্যই সত্যযুগের কোন এক সময়ে এদেশে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। এবম্বিধ উক্তির উত্তরে আমাদের যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

কোন একটি ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে তিনটি মাত্র প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। (১) দশজন সাক্ষীর উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন। (২) পূর্ব্বাপর এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার ফল গণনা করিয়া সত্যনির্দ্ধারণ। (৩) ধ্যানযোগে সত্যাসত্য নির্ণয় করণ। শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া পুরাকালের মুনিঋষিগণ অতি সহজে সত্য নির্ণয় করিতে পারিতেন। সে পথ এক্ষণে আমাদের পক্ষে রুদ্ধ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই পথে যাইতে হইলে বিপুল গবেষণা, গণনা এবং শাস্ত্রানুশীলনপরিশ্রম প্রয়োজন। প্রথম পথটি অন্য দুই পথ হইতে সহজ কিন্তু কাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য বা অযোগ্য ইহা স্থির করা অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে কিছু কঠিন হয়। পূর্ব্বকালে বেদের উক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই প্রথম পথ ধরিয়া সত্য নির্ণয় করিবার একটি সহজ উপায় ছিল। সে পথ আমরা নিজ ভাগ্যদোষে বা নিজ বুদ্ধিদোষে এখন প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। দ্বিতীয় পথ সদা সকলের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এখানে প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞান দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, করে দীপালোক ধরিয়া, সকলকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত দেবাসুরযুদ্ধ এবং তাহার অঙ্গীভূত রক্তবীজের উৎপত্তি এবং বধ ইতিহাস মধ্যে কি পরিমাণ সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা এই তিনটি পথ ধরিয়াই জানিবার উপায় আছে। চারি বেদে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে দেবাসুর যুদ্ধের অনেক তথ্য আছে। অষ্টাদশ পুরাণ দেবাসুর যুদ্ধ বিবরণে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানের লোকমুখে দেবাসুর যুদ্ধ কথা শুনা যাইতেছে। যেমন দুইটা দুইয়ের পূরণফল চারি হয়, সেইরূপ বিশ্বে সৎ ও অসৎ দুইটা শক্তি যখন আছে, তখন সময়ে সময়ে তাহাদের সংঘর্ষণ হইতেই হইবে। ঐ সংঘর্ষণ হইতে পূরণফল স্বরূপ দেবাসুর যুদ্ধ সংঘটন অনিবার্য্য। চিন্তাদ্বারাও এই যুদ্ধের অবোধ্য অংশ কিছু পরিস্কার হইতে পারে। অন্য দুই পথ ধরিয়া

যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোক চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমরা চেষ্টা করিব। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানে এক সময়ে এক দৈত্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডের রক্তধারা হইতে অসংখ্য সর্প উৎপন্ন হইয়াছিল (৪৬৫)। আধুনিক বিজ্ঞানে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, জীবদেহমধ্যে অনুকুল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে একটি কীটাণু হইতে এক মুহূর্ত্তকালমধ্যে কোটি কোটি তত্তুল্য ক্ষমতাশালী জীব উৎপন্ন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে (৪৬৬)। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট

---

(৪৬৫) এক দৈত্যদেহহইতে নিপতিত রক্তবিন্দুহইতে নূতন দৈত্যের উৎপত্তিঘটিত বর্ণনা কেবল এই দেশের প্রাচীন পুরাণগ্রন্থেই যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মেতিহাসেও সে দেশের Medusa দৈত্যের ছিন্নমস্তকের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য ভীষণ সর্প দৈত্যের এবং নানা প্রকার নব নব দৈত্যের উৎপত্তির ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ;—

"The drops of blood which fell from the head of Medusa brought into being the snakes which long infested the desert of Libya. Her blood also created chrysaor with the golden sword, who became the father of the monster Gerion. From Medusa's blood sprang also the winged horse Pegasus. He flew at once towards the summit of Mount Helicon, and striking the ground with a hoof caused a well to spring up which was called Hippocrene (horse spring).

(৪৬৬) এই দেশের পুরাণ এবং প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মেতিহাস হইতেও সমধিক বিস্ময়জনক বর্ণনা এসময়ের জীবতত্ত্বঘটিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তার ডি, ষ্ট্রাক্ মরের কৃত "Man's Microbic enemies" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে,—

"Man's imagination has at all times filled the invisible air with a great variety of creatures—fairies, goblins, spirits, and ghosts—themselves for the most part as invisible as the air they inhabit or visible only under certain circumstances. In reality, however, these creatures of the imagination are nothing compared with the real and living things that fill the air and cover the earth, yet remain unseen by the eye of man. It is a fact that all around us—in the air, in water, in dust, on our bodies, clothes and furniture—are millions of minute living creatures whose presence has been revealed to man only in comparatively recent times."

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজির বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই—মানুষে চিরকাল নানা প্রকারের ভূত, প্রেত, পরী প্রভৃতির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা সাধারণতঃ মানবচক্ষে অদৃশ্য জীব বলিয়া কথিত হয়েন, কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানে যে এক শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাঁহাদের অবস্থা অধিক বিস্ময়কর। ইহারা

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পোকার বংশবৃদ্ধি জন্য প্রকৃতিদেবী যে বিস্ময়জনক ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কোন শ্রেণীর দৈত্যদানবের জন্য সেরূপ কোন একটা ব্যবস্থা যে তিনি কখনও করিতে পারেন না, এমন কথা কে বলিবেন ?

যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তবীজ যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যে সকল অস্ত্র হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। সেকালের যুদ্ধে অগ্নি-অস্ত্র বরুণাস্ত্রাদি

বাতাসে, জলে, স্থলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। ইহাদের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে,—"Bacteria, microbes, germs, or organisms, as these creatures are variously called, are so small that only under the magnifying power of a microscope can they be seen at all. Yet each is capable of living, of using up food-material, of multiplying, of producing poison, and even of killing men."

এই জীবের উৎপত্তি এবং অদ্ভুত সংখ্যাবৃদ্ধির কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"If, however, even a single germ is left alive in such a fluid, or allowed to enter it, microbic growth will at once commence and proceed at a rate that is more than astonishing. The more common organisms grow at such a rate that they become, in the mass, clearly visible in twenty-four hours. * * * * *
This means that, under ideal conditions, a single bacillus would in eight hours produce 16,000,000 descendants."

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজীর বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই,—একটি এইরূপ বীজাণু বা কীটাণু যে ভাবে উহার বংশধারা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ তাহা বিস্ময় হইতেও বিস্ময়কর। এইরূপ একটি জীব আটঘণ্টা সময় মধ্যে এক কোটি সাইট লক্ষেরও অধিক তাহাদের সমতুল্য জীব উৎপন্ন করিতে পারে।

উপরে লিখিত এই জীবাণু সমষ্টি মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্লেগাদি নানা পীড়া সৃষ্টি করিয়া মানুষকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

"Of all diseases handed on by insects the most deadly—and indeed one of the worst of all infections—is Plague. This is carried by fleas. It is caused by the Bacillus pestis."

যদি একটিমাত্র বেসিলাস্ মানবদেহে কোনক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া নিজেকেই নিজে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরে উহারা আবার সম্মিলিত হইয়া এরূপ দ্রুতগতিতে সেস্থানে আপন বংশ বিস্তার করিতে পারে, যাহার তুলনায় পুরাণ বর্ণিত রক্তবীজ অসুরের সংখ্যাবৃদ্ধির বর্ণনা নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুরাণের বর্ণনাকে প্রলাপোক্তি বলা যাইতে পারে কি ? যদি বেসিলাস্ নামক একটি ক্ষুদ্র জীববিশেষকে এরূপ অসাধারণ সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার শক্তি প্রকৃতিদেবী দিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে রক্তবীজ দৈত্যের দেহের রক্ত হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইবার বরদান করা ব্রহ্মার পক্ষে অসম্ভব নহে।

ব্যবহৃত হইত। রক্তবীজ সেরূপ কোন অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন, তিনি ব্রহ্মা হইতে নিজ তপস্যাবলে এবং বুদ্ধিবলে যে বর পাইয়াছিলেন, সেই বরেই তাঁহাকে কার্য্যতঃ অমর এবং বিশ্ব-বিজয়ী করিয়া রাখিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ তাঁহার বলবৃদ্ধির কারণ, ইহা জানিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, যুদ্ধে পরাজয় তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাঁহার বুদ্ধি-অস্ত্রবল অতুলনীয় ছিল। কিন্তু দেবী চণ্ডিকা যে এ যুদ্ধক্ষেত্রে আরও অধিক বুদ্ধিবল প্রয়োগ করিতে পারিবেন তাহা রক্তবীজ মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। এই বুদ্ধিবলের মহাযুদ্ধক্ষেত্রে, দেবী কালিকার অভাবনীয় রণকৌশলে এবং অসুররক্তপান এবং অসুরমুণ্ডচর্ব্বণ-ব্যাপারে নির্ভীক অসুরদল ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভয়ে পরাজয়কে সত্বর আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। এইভাবে এই মহাযুদ্ধক্ষেত্রে মহাসুর রক্তবীজের পতন ও মরণ সংঘটিত হইয়াছিল।

রক্তবীজের পতন এবং প্রাণত্যাগ সময়ের একটি অভাবনীয় ঘটনার ইতিহাস এস্থানে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ না থাকিলেও অন্যান্য পুরাণে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তবীজ মৃত্যুসময়ে, মাতৃরূপা চণ্ডিকা দেবীকে তাঁহার মস্তক সন্নিকটে সংহার অস্ত্রধারিণী উগ্রা মূর্ত্তির পরিবর্তে অতি কোমলমূর্ত্তিতে দয়াদৃষ্টিতে তাহার প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভক্ত রক্তবীজ মাতৃমুখ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন (৪৬৭)। দেবীর সদা করুণারসে দ্রবিতচিত্ত, শত্রুমিত্র সর্ব্বজীবে কিভাবে সমাবিষ্ট রহিয়াছে,রক্তবীজ বধের বিচিত্র ইতিহাস সকলকে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।

---

(৪৬৭) "রক্তবীজ আয়ুশেষে দেখিল সে অনিমেষে
জননী দাঁড়ায়ে পাশে ত্রিনয়নী তারা!
উল্লাসিত সুর যত, সেই সুর শক্তিজাত
দানবদলনী দল অমৃতে বিহ্বল,
ওঙ্কার হুঙ্কারে আসি নাচে যত মুক্তকেশী,
চক্রে চক্রে সুষুম্নায় উথান কেবল॥" (শ্রীমৎ কুমারনাথ সুধাকর সঙ্কলিত মধুময়ী চণ্ডী)

দেবীর সর্ব্বজীবে এইরূপ সমান মাতৃস্নেহ দেখিয়াই একসময়ে নারায়ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—
"শ্রীনারায়ণ উবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি জগন্মাতুর্বিচেষ্টিতম্। অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায়া বিচিত্রং মোক্ষদায়কম্॥
যদ্যচ্চরিত্রং শ্রীদেব্যাস্তৎ সর্ব্বং লোকহেতবে। নির্ব্যাজয়া করুণয়া পুত্রে মাতুর্যথা তথা॥"
(ভাগবত)

৭৫

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥৪৫৩॥

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥৪৫৪॥

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥৪৫৫॥

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥৪৫৬॥

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥৪৫৭॥

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥৪৫৮॥

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥৪৫৯॥

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥৪৬০॥

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥৪৬১॥

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥৪৬২॥

৪৫৩ হইতে ৪৬২ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে দেবতার যে রূপ, ভূষণ এবং বাহন, সেই দেবতার সেই মাতৃশক্তি সেইরূপে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে হংসযুক্তবিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া অভিহিতা হয়েন। বৃষে আরূঢ়া এবং ত্রিশূল ও বর ধারণ করিয়া, মহাসর্পরূপ বলয়ে এবং চন্দ্ররেখায় বিভূষিতা হইয়া মাহেশ্বরী শক্তি আগমন করিলেন। হস্তে শক্তি-অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং শ্রেষ্ঠ ময়ূরে আরোহণ করিয়া কার্ত্তিকেয়রূপিণী কৌমারী অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের মাতৃশক্তি দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। সেইরূপ বৈষ্ণবীশক্তি গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ এবং খড়্গ হস্তে ধারণ করতঃ আগমন করিলেন। অতুলনীয় যজ্ঞবারাহরূপধারী হরির শক্তিও বারাহীতনু ধারণ করিয়া সেখানে আগমন করিলেন। নারসিংহী শক্তি নৃসিংহের তুল্য শরীর ধারণ করিয়া জটাবিক্ষেপে নক্ষত্রমণ্ডল আবৃত করিয়া সেখানে আগমন করিলেন। ঐন্দ্রীশক্তি সেইরূপে বজ্রহস্তে গজরাজ ঐরাবতে সমারূঢ়া হইয়া ইন্দ্রেরই ন্যায় সহস্রলোচনসমন্বিতা হইয়া আগমন করিলেন। তদনন্তর ঈশান সেই সমস্ত দেবশক্তিসমূহদ্বারা পরিবৃত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন; আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র অসুরগণকে বিনাশ করুন্। অনন্তর দেবীশরীর হইতে অতি ভীষণা, শিবাশতনিনাদিনী, অত্যুগ্রা-চণ্ডিকাশক্তি বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪৫৩ হইতে ৪৬২ সংখ্যক শ্লোকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, উগ্রচণ্ডী প্রভৃতি মাতৃশক্তিগণ, কিরূপ বেশভূষা, অস্ত্রশস্ত্র এবং বাহনে সুশোভিতা হইয়া, দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং ঈশানদেব সেই সময়ে মাতৃশক্তিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীকে শীঘ্র অসুরগণকে বধ করিতে যেভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের মধ্যে এমন কোন

কঠিন ভাবার্থ বা শব্দবিন্যাসজটিলতা নাই যাহার বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেবল এই সকল শ্লোকোক্ত মাতৃকাগণসম্বন্ধে কিছু বলিবার কথা আছে। মাতৃকাগণ যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেব-শরীর হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন না, পরন্তু তাঁহারা দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতেই ঐ বেশে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন, এই একটি বিষয়ে কোন কোন টীকাকার যে ভুল ধারণা পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা দূরীকরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি (৪৬৮)। ইতিপূর্ব্বে "যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য দেবদেবীগণের আবির্ভাব ইতিহাস" মধ্যে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। তৎকালে ৪৬২

---

(৪৬৮) টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং চতুর্মুখশিবকার্ত্তিকেয়হরীণাম্, তথা ইন্দ্রস্য, চকারাৎ বরাহনৃসিংহয়োশ্চ। যদ্বা বিষ্ণুপদেন তয়োরপি গ্রহণং বস্তুভেদাৎ। শক্তয়ঃ সামর্থ্যরূপা দেব্যঃ অর্থাত্তেষাং শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য নিঃসৃত্য তদ্রূপৈ র্ব্রহ্মাদীনামাকৃতিভিরুপলক্ষিতাঃ সত্যঃ চণ্ডিকাং যযুঃ প্রাপ্তবত্যঃ।" (গোপালচক্রবর্ত্তিকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

"হে রাজন্, এই সময়ে অসুরগণের বিনাশার্থ এবং দেবগণের কল্যাণার্থ ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের মহাবীর্য্য ও বলসম্পন্ন শক্তিগণ তত্তদ্দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই সেই রূপে অম্বিকার নিকট আগমন করিলেন। (বিষ্ণু শব্দে বরাহ নৃসিংহও বুঝিতে হইবে) (কবিভূষণ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা)

"ভূপতে! এই সময়ে অসুরগণের বিনাশ এবং দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের অতিবীর্য্যবলান্বিত শক্তিসমূহ তাঁহাদিগের শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া তত্তদ্রূপে চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন।" (দেবীভাষ্যকারপ্রদত্ত বাঙ্গালা অংশ)

"ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথা ইন্দ্রস্য চ পঞ্চাপি চ পঞ্চানাং তেষাং শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য বিনির্গত্য তদ্রূপৈ-র্ব্রহ্মাদিরূপৈঃ তদা মহেশ্বরশ্চ গুহশ্চ কুমারঃ বিষ্ণুশ্চ নারায়ণঃ ইন্দ্রশ্চ বজ্রী এতেষাং তনুভ্যো বিনির্গত্যৈকৈকাঃ শক্তিদেবতাশ্চণ্ডিকাং যযুঃ। ব্রহ্মণঃ শরীরাৎ ব্রহ্মাণী নির্গতা মহেশ্বরস্য শরীরাৎ মাহেশ্বরী কুমারস্য শরীরাৎ কৌমারী বিষ্ণোঃ শরীরাদ্ বৈষ্ণবী ইন্দ্রস্য শরীরাৎ ঐন্দ্রী এতাস্ততো বিনির্গত্য তদ্রূপৈঃ চণ্ডিকাং দেবীং চ যযুরিত্যর্থঃ।" (শান্তনবী)

অতঃপর পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে মাতৃকাগণের উৎপত্তির কথা কিরূপ জানিতে পারা যায়, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক্,—

ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মার প্রতি দেবীর উক্তি হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"হে ব্রহ্মণ্! আমি গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, শিবা, বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী ও বাসবী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি।"— "গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী॥
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্॥"

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সংখ্যক শ্লোকে লিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হওয়ায়, এই শ্লোকে যে লিখিত আছে, দেবীর শরীর হইতে নিনাদকারিণী শতশিবাসমন্বিতা অতি উগ্রা চণ্ডিকা-শক্তি বাহির হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। "ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা" উক্তিতে দেবী চণ্ডিকার নিজ শরীর হইতে যে ভীষণা দেবী নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিবার আর স্থল রাখা হয় নাই। সর্ব্বশেষে উগ্রা দেবীর নাম উল্লেখ করিয়া চণ্ডিকা দেবীর শরীর হইতে তাঁহার বাহির হইবার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই স্থির করা যাইতে পারে, তৎপূর্ব্বে যে সকল মাতৃকা দেবীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাও দেবীর শরীর হইতেই প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে কেবল "শরীর" হইতে মাতৃগণ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন লিখিত থাকা দেখিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হইবার সিদ্ধান্ত করা যে সঙ্গত হয় নাই, তাহা অন্যান্য পুরাণে এই মাতৃগণের উৎপত্তির বর্ণনা দেখিলেও অতি সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে

ঐ পুরাণের আর একস্থানে দেবীর উক্তিতে দেখা যাইতেছে,—

"যখন দেবগণের দৈত্যভয় উপস্থিত হইবে, তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী, শচী ও শিবা প্রভৃতি মদীয় শক্তি সকল উৎপন্ন হইয়া, তোমাদের ঐ ভীতি হরণ করিবে।"

"যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ভবিষ্যতি। শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ॥"

দুর্গমাসুরের সহিত যে সময়ে দেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি শতাক্ষী দেবী বলিয়া আখ্যাত হইয়া নিজ দেহ হইতে আরও বত্রিশটি মাতৃশক্তিকে নিঃসৃত করিয়াছিলেন। ঐ পুরাণ হইতে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

"ততো দেবীশরীরাত্তু নির্গতাস্তীব্রশক্তয়ঃ। কালিকা তারিণী বালা ত্রিপুরা ভৈরবী রমা।
বগলা চৈব মাতঙ্গী তথা ত্রিপুরসুন্দরী। কামাক্ষী তুলজা দেবী জম্ভিনী মোহিনী তথা।
ছিন্নমস্তা গুহ্যকালী দশসাহস্রবাহুকা। দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়শ্চান্যাশ্চতুঃষষ্টিমিতাঃ পরাঃ।
অসঙ্খ্যাতাস্ততো দেব্যঃ সমুদ্ভূতাস্তু সায়ুধাঃ॥ মৃদঙ্গশঙ্খবীণাদিনাদিতং সঙ্গরস্থলম্।
শক্তিভির্দৈত্যসৈন্যে তু নাশিতেঽক্ষৌহিণীশতে॥" * * *

ঐ গ্রন্থে অষ্টমাতৃকার পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ॥
অষ্টমী তু মহালক্ষ্মীর্নাম্না প্রোক্তাস্তু মাতরঃ॥ ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং সমাকারাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ।
জগৎকল্যাণকারিণ্যঃ স্বস্বসেনাসমাবৃতাঃ॥"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পারেন, দেবী ব্রহ্মাণীকে ব্রহ্মার পত্নী এবং দেবী ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রের পত্নী বলিলে ক্ষতি কি এবং ইঁহাদিগকে দেবপত্নী না বলিয়া দেবমাতৃকা সপ্রমাণ করিবার জন্য এত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিবারই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। আধুনিক কাপুরুষ বীরগণের ন্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবতাগণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সাহসী না হইয়া, তাঁহাদের পত্নীগণকে শুম্ভনিশুম্ভসহ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিতে হইলে, ঐ সকল দেবতাকে লোকচক্ষুসম্মুখে অতি হীন ও হাস্যাস্পদ করা হয়। ঐ সকল দেবতার মাতৃরূপা শক্তিগণ মহামাতৃরূপা মহাশক্তি দেবী চণ্ডিকার আহ্বানে তাঁহার দেহে আসিয়া সেই দেহ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে তাঁহারা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবারও সেইরূপ রক্তবীজবধযুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বলিলে যেরূপ তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করা হয়, সেইরূপ তৎসঙ্গে সত্যবর্ণনার মর্য্যাদাও পূর্ণমাত্রায় রক্ষা হয়। সত্যের মূল ধরিয়া পুরাণের বর্ণনার ভাবার্থ ও শব্দার্থ নিষ্কাসন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

পুরাণের এই সকল বর্ণনাদৃষ্টে পরিষ্কার জানা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকা নানা সময়ে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ দেহ হইতে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি মাতৃকাগণকে নিঃসৃত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অসুরবধকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। রক্তবীজবধযুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার যুদ্ধকার্য্যের সেই সনাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া মাতৃগণকে নিজ দেহ হইতে নিঃসৃত না করিয়া, অন্য দেবতাগণের দেহে প্রবেশ করাইয়া তথা হইতে মাতৃগণকে বাহির করিয়া এখানে আনিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ এস্থলে উপস্থিত নাই। যে সকল টীকাকার ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শব্দের এইরূপ অর্থ নিষ্কাসন করিয়াছেন, তাঁহারা পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া কেবল ব্যাকরণ সূত্রের সাহায্য লইয়া সম্ভবতঃ ঐরূপ শব্দার্থ প্রদান করিয়া থাকিবেন, মনে করা যাইতে পারে। এখানে "পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ" শব্দ লিখিবার কারণ এই যে, কেবল পুরাণে বা তন্ত্রে নহে, মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থেরও অনেক স্থানে দেবতাগণের এক দেহ হইতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অন্য দেবতার প্রকাশ এবং কখনও তাহাতে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দেবতাদের নহে, কোন কোন স্থানে এক মানুষের দেহ মধ্যে অন্য মানুষে যাইয়া প্রবেশ করিবার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধাবসানে বিদুর এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দেহমধ্যে যাইয়া বিলীন হইয়াছিলেন এমন কথাও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরোঽহমস্মীতি বাক্যমুক্ত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ। বিদুরস্তু শ্রবে রাজা তঞ্চ প্রত্যভ্যপূজয়ৎ॥ ততঃ সোঽনিমিষো ভূত্বা রাজানং তমুদৈক্ষত। সংযোজ্য বিদুরস্তস্মিন্ দৃষ্টিং দৃষ্ট্যা সমাহিতঃ॥ বিবেশ বিদুরো ধীমান্ গাত্রৈর্গাত্রাণি চৈব হ। প্রাণান্ প্রাণেষু চ দধদিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েষু চ॥ স যোগবলমাস্থায় বিবেশ নৃপতেস্তনুম্। বিদুরো ধর্ম্মরাজস্য তেজসা প্রজ্বলন্নিব॥"

(মহাভারত, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।)

অতঃপর মাতৃগণ যেরূপ বেশে ও যে বাহনে এবং যে সকল অস্ত্র করে ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের বর্ণনার মধ্যেও টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ কোন কোনও শব্দের অর্থ লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগ করিয়াছেন। ৪৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিতা দেবী মাহেশ্বরী "ত্রিশূলবরধারিণী" রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের ত্রিশূলবর শব্দার্থে নাগোজীভট্ট "ত্রিশূলবরং ত্রিশূলশ্রেষ্ঠং" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ মহেশ্বর বা মহেশ্বরীর হস্তের ত্রিশূলের "শ্রেষ্ঠ" বিশেষণ অনাবশ্যক; কারণ যে স্থানে নিকৃষ্ট ত্রিশূলের আশঙ্কা থাকিতে পারে সেই স্থানেই সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য "শ্রেষ্ঠ" বিশেষণ ব্যবহৃত হইতে পারে। এখানে সেরূপ আশঙ্কার কোন স্থল নাই। পরন্তু মহেশ্বরের ধ্যানমধ্যে দেখা যাইতেছে, তিনি "পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং"। এই স্থানের "বর" শব্দার্থে ভক্তজনের অভীপ্সিত বস্তুদানের যোগ্যতা মহেশ্বরের হস্তে রহিয়াছে বুঝাইতেছে। সেইরূপ ভক্তজনের প্রার্থিত বরদানক্রিয়া অর্থেই যে এই স্থানের "বর" শব্দের অর্থ করিতে হইবে তাহা যে কেহ অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ৪৫৭ সংখ্যক শ্লোকে বৈষ্ণবী মাতৃকাদেবী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, বর্ণনা করা হইয়াছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুহস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম থাকিবার কথা তাঁহার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। নাগোজীভট্ট এই শ্লোকের অর্থ করিবার সময়ে লিখিয়াছেন, "অত্র শার্ঙ্গপদেন বাণোঽপ্যুপলক্ষ্যতে"। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার, দেবীর কোনও হস্তে কেবল একটি বাণ ধারণ শোভা পায়না, এজন্য ধনুক ও বাণ লিখিয়াছেন। তাহাতে দেবী বৈষ্ণবীর হস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছয় বা আটখানি হস্তে তিনি আটপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, টীকাকারকে বাধ্য হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে (৪৬৯)। কোন টীকাকার দেবীর পৃষ্ঠে ধনুক এবং বগলে খড়্গাদি রাখিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

(৪৬৯) "তথৈব তদ্রূপেব বৈষ্ণবী বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তিঃ আভিমুখ্যেন উপ সমীপমাযযৌ। কীদৃশী? গরুড়স্যোপরি সম্যক্ স্থিতা, শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাঃ হস্তেষু যস্যাঃ। শৃঙ্গস্য বিষাণস্যায়ং শার্ঙ্গঃ, তন্ময়মুষ্টিত্বাৎ লক্ষণয়া খড়্গোঽপি শার্ঙ্গ উচ্যতে কৃষ্ণসারঙ্গপটবৎ, স চাসৌ খড়্গশ্চেতি। যদ্বা শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টন্ শার্ঙ্গঃ প্রধানশ্চাসৌ খড়্গশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ; ত্রিশূলবরবৎ। তথা চামরঃ,—"শৃঙ্গং প্রধানসান্বোশ্চেতি এবং চতুর্ভুজেয়ম্। যদ্বা অষ্টভুজেয়ং জ্ঞেয়া, দক্ষযজ্ঞাদৌ তদানীং ক্বচিৎ ক্বচিৎ অষ্টভুজবিষ্ণোরাবির্ভাবদর্শনাৎ; তথা শঙ্খসাহচর্য্যাৎ পদ্মং শার্ঙ্গং ধনুঃ তৎসাহচর্য্যাৎ শরশ্চ, খড়্গসাহচর্য্যাৎ চর্ম্ম চ গ্রাহ্যম্।" (গোপালচক্রবর্ত্তিকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

করিয়াছেন। বৈষ্ণবী মাতৃকদেবী যখন খড়্গ হস্তে লইয়া অবতীর্ণা হইয়াছেন, এই শ্লোকে দেখা যাইতেছে, তখন তিনি চতুর্ভুজা দেবী স্থলে অষ্টভুজা দেবীরূপে এক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিলেই বা দোষের কারণ কি হইতে পারে?

৪৫৬ সংখ্যক শ্লোকে গুহরূপিণী অম্বিকা ময়ূরবাহনে দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ দেবী ভাষ্যে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"অতঃপর কার্ত্তিকেয়-প্রতিকৃতি তদীয় শক্তি শক্তিহস্তে ময়ূরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে দৈত্যগণের সম্মুখে আগমন করিলেন।" এই অনুবাদে মূল শ্লোকে লিখিত "অম্বিকা" শব্দকে গোপন করা হইয়াছে কেন, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছে না। অম্বিকা, চণ্ডিকারই আর একটি নাম। অন্যান্য টীকাকারগণও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে "অম্বিকা" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, কেবল নাগোজীভট্ট লিখিয়াছেন,—"অম্বিকাপদেন গুহস্য শিববূ্যহত্বং সূচয়তি"। নাগোজী ভট্টের প্রদত্ত ব্যাখ্যাতে কষ্টবোধ্য শ্লোকার্থকে আরও অবোধ্য করিয়া রাখা হইয়াছে। কৌমারী দেবীকে কার্ত্তিকেয়ের পত্নী বলিলে, তাঁহাকে কার্ত্তিকেয়ের মাতা "অম্বিকা" বলা যায় না চিন্তা করিয়া টীকাকারগণ শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা সময়ে "অম্বিকা" শব্দটিকেই সম্ভবতঃ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। অম্বিকা হইতে অষ্টমাতৃকা, নামে ভিন্না হইলেও মূলে বিভিন্না নহেন। এই দৃষ্টিতে গুহরূপিনী মাতৃকার বর্ণনাতে "অম্বিকা" শব্দ যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী ইত্যাদির বর্ণনার শ্লোকেতেও সেইরূপ "অম্বিকা" শব্দ স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত না থাকিলেও ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, ইহা অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে। তাহার কারণ এক শ্রেণীর শ্লোকমধ্যে একস্থানে "অম্বিকা" শব্দ থাকিলে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অন্য শ্লোকেও তাহা অপরিস্ফুটভাবে সন্নিবিষ্ট আছে সিদ্ধান্ত করিতে বাধা হয় না। নিম্নের ৪৬৮ সংখ্যক টীকাতেও ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে "আমিই ইন্দ্রাণী, আমিই ব্রহ্মাণী" ইত্যাদি উক্তি দেবীর নিজমুখে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিলে, এস্থানে কৌমারী মাতৃকার রূপবর্ণনামধ্যে তাঁহাকে "অম্বিকা" শব্দে আখ্যাত করা হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবার আর কিছুমাত্র স্থল থাকে না।

৪৫৮ এবং ৪৫৯ সংখ্যক শ্লোকে বারাহী মাতৃকার এবং নারসিংহী মাতৃকার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির কথা কথিত হইয়াছে। ৪৫৯ সংখ্যক শ্লোকে নারসিংহী মাতৃকাদেবীর স্কন্ধস্থিত জটা বা কেশররাজির সঞ্চালনে আকাশের নক্ষত্র সকল আবৃত বা ম্লান হইয়াছিল, জানা

যাইতেছে। কিন্তু টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ শ্লোকের "ক্ষিপ্ত" শব্দের অর্থে নিক্ষেপ করা বুঝিয়াছেন এবং নারসিংহী মাতৃকা তাঁহার জটার আঘাতে নক্ষত্রমণ্ডল ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন লিখিয়া এখানে অনাবশ্যক অদ্ভুত রসের অবতারণা করিয়াছেন। দেবীভাষ্যের বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে,—"ইঁহার কেশররাজির আঘাতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন,—"সটাঃ স্কন্ধস্থদীর্ঘরোমাণি, তাসাং ক্ষেপশ্চালনং, তেন ক্ষিপ্তা ইতস্ততশ্চালিতা নক্ষত্রসংহতির্যয়া সা।" অন্যান্য টীকাকারগণও এই শ্লোকের প্রায় এইরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত অভিধানে ক্ষেপন শব্দে যেমন "নিক্ষেপ" অর্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ ঐ শব্দের আর একটি অর্থে "তিরস্কার" আছে তাহাও জানা যাইতেছে (৪৭০)। নারসিংহী মাতৃকাদেবীর স্কন্ধের কেশররাশি প্রকম্পনদ্বারা তৎকালে তাহা হইতে এরূপ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়াছিল যে তাহার তুলনাতে আকাশের নক্ষত্রসমূহের জ্যোতিঃ ম্লান বা তিরস্কৃত হইয়াছিল এমন অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে রমণীর মুখের শোভার তুলনায় চন্দ্রমা তিরস্কৃত হইয়া রহিয়াছেন, এরূপ উক্তি অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারগণমধ্যেও কেহ কেহ এই শ্লোকের "ক্ষিপ্ত" শব্দের নিক্ষেপ করা অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন (৪৭১)। নারসিংহী মাতৃকার জটার আঘাতে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল বলিলে, রক্তবীজ হইতেও নারসিংহীমাতৃকাকে বিশ্বের অধিক অনিষ্টকারিণী এক দেবী সিদ্ধান্ত করিতে হয়। প্রলয়কালে দেবীর যে বর্ণনা শোভা পায়, এ সময়ে তাঁহার কার্য্যে সেরূপ ভীষণ বর্ণনাকে টানিয়া আনয়ন করা সঙ্গত হয় না। টীকাকারগণের প্রদত্ত এই সকল অর্থ গ্রহণযোগ্য নহে। তাহার কারণ, এই সকল অর্থ ব্যাখ্যাতে তাঁহারা সকলেই শ্লোকের "সট" শব্দার্থে জটা বা কেশরগুচ্ছ স্থির করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রী জাতীয় সিংহের স্কন্ধে আদৌ জটা বা কেশগুচ্ছ থাকে না। নারসিংহী মাতৃকাদেবী স্ত্রীসিংহ

---

(৪৭০) Sir Monier Williams তৎকৃত Sanskrit English Dictionaryতে ক্ষিপ্ ধাতুর একটি অর্থ 'disdain' লিখিয়াছেন। disdainএর বাংলা অর্থ তিরস্কার।

(৪৭১) "সটাঃ কেশরাঃ তাসাং ক্ষেপেণ ক্ষিপ্তা তিরস্কৃতা নক্ষত্রসংহতির্যয়া।" (চতুর্ধরী)

"সটাঃ স্কন্ধকেশরাঃ তাসামাক্ষেপেণ ইতস্ততঃ চালনেন ক্ষিপ্তাঃ তিরস্কৃতাঃ নক্ষত্রাণাং সংহতয়ঃ সমূহাঃ যয়া সা।"

(পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্রকবিভূষণকৃত চণ্ডীটীকা)

মূর্ত্তিধারিণী দেবী ছিলেন, কাজেই তাঁহার দেহে পুরুষ সিংহের জটা থাকিতে পারে না। নাগোজী ভট্ট প্রভৃতি কোন টীকাকারই এ বিষয়টি প্রণিধান করেন নাই। সংস্কৃত অভিধানে "সট" শব্দের জ্যোতিজ্ঞাপক আর একটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় (৪৭২)। এখানে "সট" শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, নারসিংহীদেবী রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাঁহার দীপ্তিময় দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত জ্যোতিতে আকাশে স্থিত অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইসটি নক্ষত্রদেবীর দেহজ্যোতিকে ম্লান ও লজ্জিত করিয়াছিলেন, এরূপ অর্থ করিলে স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী সিংহিনীর জটা লইয়া চিন্তা করিবার এখানে আর স্থল থাকে না (৪৭৩)। যে যুদ্ধক্ষেত্রে সকল দেবী উপস্থিত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রদেবীগণকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি নারসিংহী দেবীর এরূপ আচরণকে কেহ অসঙ্গত বলিতে পারিবেন না। এক্ষেত্রে আর একটি বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। বরাহপুরাণে বরাহদেবের বিরাটমূর্ত্তির যে বর্ণনা দেখা যাইতেছে, সেই বরাহমূর্ত্তির স্ত্রীরূপধারিণী দেবীকে আলোচ্য শ্লোকের বারাহী দেবী স্থির করিতে হইলে একটি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইবে। সে সমস্যাটি এই যে—নয়সহস্রযোজন বিস্তৃতা একা বারাহী দেবী চতুষ্পদে দাঁড়াইলে তাঁহার দেহখানি রাখিবার জন্য যে স্থানের আবশ্যক, মৃত অসুরদেহে পূর্ণ শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা সঙ্কুলান হওয়াই সুকঠিন ছিল (৪৭৪)। এই কারণে স্থির করিতে হইবে, বিষ্ণুর বরাহ অবতারে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপা যে মাতৃকাদেবী, অর্থাৎ যে মাতৃকাদেবী হইতে বরাহদেবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই মাতৃকাদেবী, পুত্রের আকৃতি প্রকৃতির বীরভাবকে কিঞ্চিৎ বিকাশ করিয়া, দেবী চণ্ডিকার ইচ্ছাবশে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া

---

(৪৭২) "সট—Light, Lustre" (Sir Monier William's Sanskrit English Dictionary)

(৪৭৩) স্কন্দপুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনাতে ব্রহ্মা যে সময়ে নরসিংহ দেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন তখন তাহার দীপ্তিতে বিশ্ব আলোকিত হইয়াছিল। যথা—

"ততঃ স ভগবান্ মন্ত্রমহিম্না নরকেশরী। ইন্দ্রদ্যুম্নাদিভিঃ সর্ব্বৈর্দদৃশেঽদ্ভুতদর্শনঃ ॥১॥
লেলিহানো জগৎসর্ব্বং সমন্তাজ্জ্বলজিহ্বয়া। কালাগ্নিরুদ্রসদৃশং গ্রসন্তমিব চোত্থিতম্ ॥২॥
রোদসীকন্দরং ব্যাপ্য তেজসা তপসাদ্ভুশম্। অনেকাক্ষিমুখগ্রীবা করপাদশ্রুতির্বিভুঃ ॥৩॥
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ো দেবঃ কেবলং তেজসো নিধিঃ। * * * ॥" (স্কন্দপুরাণ)

(৪৭৪) "এবমাশ্বাসয়িত্বা তু বসুধাং স চ মাধবঃ। রূপং সঙ্কল্পয়ামাস বারাহং সুমহোজসম্ ॥
ষট্সহস্রাণি চোচ্ছ্রায়ো বিস্তারেণ পুনস্ত্রয়ঃ। এবং নব সহস্রাণি যোজনানাং বিধায় চ।
বাময়া দংষ্ট্রয়াগৃহ্য উজ্জহার চ মেদিনীম্ ॥" (বরাহপুরাণ)

উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারসিংহী দেবী সম্বন্ধেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নরসিংহ এবং বরাহ এই দুই অবতারে, রাম অবতার সময়ের ন্যায় ইহাঁরা বিবাহ বা পত্নী গ্রহণ করেন নাই। একারণেও ইহাঁদের পত্নীরূপে না হইয়া বরং ইহাঁদের মাতৃস্থানীয়া দেবী আকারে নারসিংহী ও বারাহীদেবী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন মনে করিতে হইবে।

৪৬০ সংখ্যক শ্লোকে ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রী দেবীর রূপবর্ণনামধ্যে এমন কিছু বিশেষ কথা নাই যাহার অর্থব্যাখ্যা আবশ্যক। তৎপরবর্তী দুই শ্লোকে ঈশানদেবের এবং অতি উগ্রা চণ্ডিকাশক্তির উপস্থিতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঁদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, ইতিপূর্ব্বে দেবদেবীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভাবের কথার আলোচনামধ্যে এবং তৎসম্বন্ধীয় টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঐ দুই শ্লোক ঘটিত একটি গুরুতর বিষয়ের উত্তর তৎকালে দিতে চেষ্টা করা হয় নাই এবং এখানেও বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার সদুত্তর সংগ্রহ করিতে পারিতেছিনা। নিনাদকারিণী শত শত শৃগাল সঙ্গে লইয়া অতি উগ্রা চণ্ডিকাশক্তি, দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে এ সময়ে নিক্রান্তা হইয়াছিলেন কেন? (৪৭৫)। মৃত অসুরগণের ছিন্নভিন্ন দেহ ভক্ষণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিস্কার করিবার জন্যই কি এ সময়ে শত শত শৃগালের প্রয়োজন হইয়াছিল? না, তাহা নহে। কারণ চণ্ডী-গ্রন্থের এই যুদ্ধবর্ণনাতে দেখা যাইতেছে, জীবিত অসুরগণকে ধরিয়াইত দেবী কালিকা তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ উদরসাৎ করিয়াছিলেন। ক্ষুধিত শৃগালদলের ক্ষুধাশান্তি জন্য তাহাদের

---

(৪৭৫) "শিবানাং শৃগালানাং শতেন কৃতো নিনাদঃ শিবাশতনিনাদঃ সোঽস্ত্যস্যাঃ সা শিবাশতনিনাদিনী।"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকার্থ শান্তনবী টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইনি প্রকাশ করিতেছেন,—শতশৃগাল কর্তৃক যে শব্দ করা হইয়াছিল; তাহা যাহার আছে তিনি শিবাশত নিনাদিনী অর্থাৎ উগ্রচণ্ডিকা দেবী শতশৃগালের নিনাদের ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে আবির্ভূতা হইলেন। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

"শিবাশতনিনাদিনী.....................এতেন শতশঃ শিবাস্তয়া সহ বিদ্যন্তে, তা অপি তয়া সার্দ্ধং জাতা ইতি প্রতিপাদিতম্॥"

দেবীভাষ্যের বাংলা অংশে আলোচ্য শ্লোকের এইরূপ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে,—

"দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতে অতি ভীষণ ক্রোধসমুদ্দীপিত তদীয় শক্তি বিনিক্রান্তা হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে শত শত শিবাগণ উৎপন্ন হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল।"

শেষোক্ত শ্লোকার্থ স্থানোপযোগী, এজন্য তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম।

প্রতি দয়া করিয়া রক্তবীজের দেহের একবিন্দু রক্তও দেবী কালিকা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না। এ অবস্থাতে নিনাদকারিণী শিবাগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিবার কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল? কেহ বলিতে পারেন,—"শিবা" শব্দের পূর্ব্বে "নিনাদিনী" বিশেষণ দেওয়ায়, কেবল চারিদিক হইতে চিৎকার করিবার জন্যই শিবাগণকে রণক্ষেত্রে আনয়ন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এ উত্তর ঠিক্ নহে। কারণ অসুরগণ যদি দেবী নিকটে "স্বরাজ্য" পাইবার প্রার্থী থাকিতেন, তাহা হইলে সুদূর হইতে কেবল চিৎকারদ্বারা প্রার্থনার বলবৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারা এইরূপ একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিরাপদ পথ অবলম্বন করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে অসুরগণকেই যুদ্ধক্ষেত্রে শৃগাল আনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইত; এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ দেখা যাইতেছে। রামরাবণের যুদ্ধসময়ে, ভারতে অসংখ্য প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া যে নিগূঢ় রাজনীতি অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্র বনের বানর সঙ্গে লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই নীতির অন্য একভাবে বিকাশ, দেবীর এই আচরণ মধ্যে আমরা একটু দেখিতে পাইতেছি। প্রবল শত্রু সহিত যুদ্ধসময়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সাহায্য গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাও উপেক্ষা করিতে হয় না। রক্তবীজাদি প্রমুখ যে মহাবীর অসুরগণ পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার প্রাপ্ত হইয়াও ভীত হয়েন নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার জন্য নূতন একটা পথ বাহির করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। নাগোজীভট্ট এই শ্লোকের অর্থপ্রদান সময়ে বলিয়াছেন,—"শতশব্দোঽনন্তবাচী"। "নিনদদনন্ত-শিবাবৃতা"। শত শিবা অর্থে—অসংখ্য শৃগাল বুঝিতে হইবে। দিবালোকে অসংখ্য শৃগাল চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে থাকিলে, এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে অসুর-যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। ঘটনাও কতকটা এইপ্রকার হইয়াছিল। ৪৭৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। একদিকে দেবী শিবদূতীর ভীষণ অট্টহাস্য, অন্যদিকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ব্যাপিয়া অসংখ্য শৃগালজননীর অবিরত বিকট নিনাদ, অন্যদিকে দেবী চণ্ডিকার রথ অশ্ব গজাদি ধরিয়া চর্ব্বন ও ভক্ষনব্যাপার সন্দর্শনে এবং শ্রবণে অসুরসৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেন ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই অবস্থাতে অসুর-সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতেছেন দেখিয়া রক্তবীজ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতস্ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বংশুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৪৬৩॥

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥৪৬৪॥

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ংপ্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥৪৬৫॥

বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥৪৬৬॥

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥৪৬৭॥

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥৪৬৮॥

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥৪৬৯॥

সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়া ধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৪৭০॥

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা ॥৪৭১॥

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৪৭২॥

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৪৭৩॥

ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥৪৭৪॥

তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৪৭৫॥

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥৪৭৬॥

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৪৭৭॥

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥৪৭৮॥

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪৭৯॥

৪৬৩ হইতে ৪৭৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণজটাবিশিষ্ট ঈশানদেবকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি শুম্ভনিশুম্ভের নিকট দূতস্বরূপে গমন করুন। আপনি অতি গর্ব্বিত শুম্ভনিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে এবং যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অন্যান্য দানবগণকে বলুন,—"যদি তোমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তবে তোমরা পাতালে গমন কর। ইন্দ্রদেব ত্রৈলোক্যকর্ত্তৃত্বলাভ করুন্ এবং দেবগণ (যজ্ঞাঙ্গ) হবিঃ অর্থাৎ ঘৃত ভোজন অধিকার লাভ করুন। যদি বলগর্ব্ববশতঃ তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও তবে আগমন কর, তোমাদের মাংসদ্বারা আমার শিবাগণ তৃপ্তিলাভ করুক্। যেহেতু স্বয়ং শিব সেই দেবী কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই হেতু ইহলোকে এই দেবী শিবদূতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। সেই সমস্ত মহাসুর শর্ব্ব অর্থাৎ ঈশানদেব মুখে দেবীর উক্তি শ্রবণ করিয়া কোপপূর্ণ হইয়া যেস্থানে কাত্যায়নী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন সেইস্থানে আগমন করিলেন। তদনন্তর অসুরগণ প্রথমেই সম্মুখে শর, শক্তি এবং ঋষ্টি নামক অস্ত্রাদি বর্ষণদ্বারা অতিশয় কুপিত হইয়া দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। সেই দেবী অসুরনিক্ষিপ্ত সেই বাণ, শূল, চক্র এবং কুঠারসমূহ সশব্দধনুর্নিক্ষিপ্ত মহাবাণ সমূহদ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেইরূপে তখন দেবী কালিকা, দেবী কৌষিকীর সম্মুখে অসুরগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্টাঙ্গদ্বারা মর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণী যে যে দিকে ধাবিত হইলেন সেই সেই দিকের অসুরদিগকে কমণ্ডলু জলনিক্ষেপদ্বারা হতবীর্য্য এবং হতোদ্যম করিলেন। অতি ক্রুদ্ধা মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, সেইরূপ বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তি অস্ত্রদ্বারা দৈত্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাণীর বজ্রপাতে শত শত দৈত্যদানব রুধিরধারা বমন করিতে করিতে বিদীর্ণদেহ হইয়া ভূপতিত হইলেন। বারাহী শক্তি কাহাকেও তুণ্ডপ্রহারে বিধ্বস্ত করিলেন, দন্তাগ্রাঘাতে কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন, কেহবা সেই দেবীর চক্রে বিদীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। নারসিংহী দেবী সংগ্রামক্ষেত্রে স্বকীয় নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া অন্য কতকগুলি মহাসুরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিবদূতীর উৎকট হাস্যের দ্বারা কতকগুলি অসুর হৃতপরাক্রম হইয়া ভূপতিত হইল। সেই সকল ভূপতিত অসুরগণকে দেবী ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে বিবিধ উপায়ে ক্রুদ্ধ মাতৃগণ মহাসুরসমূহকে মর্দ্দন করিতেছেন

দেখিয়া দৈত্যসৈন্যগণ যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন করিল। মাতৃগণদ্বারা বিমর্দ্দিত দৈত্যসমূহকে পলায়নপর দেখিয়া রক্তবীজ মহাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪৬৩ হইতে ৪৬৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—দেবীর দূতস্বরূপ ঈশানদেব শুম্ভ-নিশুম্ভ নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবীর উপদেশানুসারে তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইয়া পাতালপুরে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন কিন্তু সেই সময়ে তিনি অসুরদ্বয়কে ইহাও বলিয়াছিলেন, যদি গর্ব্বান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেই তোমাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আইস, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও এবং তোমাদের মৃতদেহদ্বারা আমার শৃগালদল পরিতৃপ্ত হউক্। এই শ্লোকে লিখিত শিবা অর্থাৎ শৃগালী শব্দে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত শিবা শব্দে বনের সাধারণ শৃগাল পশু বুঝিতে হইবে না। শৃগাল-আকৃতি-বিশিষ্ট হইলেও ইহাঁরা দেবী চণ্ডিকার দেহসম্ভূত মাতৃকাগণের ন্যায় তাঁহারই দেহাংশ, এজন্য এই সকল শৃগালীকে দেবীস্বরূপা জ্ঞান করিতে হইবে। শৃগালী বা শিবা দেবীকে পূজা করিবার কথাও নানা শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় (৪৭৬)। বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি

(৪৭৬) প্রতিদিন শিবা পূজা করিলে বিশেষতঃ অমাবস্যা অর্দ্ধরাত্রে শৃগালসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের ভূত ভবিষ্যৎ জানিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। যথা—

"অনাগতাং তথা বার্ত্তাং ব্রূতে ষাণ্মাসিকীমপি। অতীতাং শতবর্ষীয়াং ব্রূতে নিত্যং মহেশ্বরী।
শিবানাং সর্ব্ববার্ত্তাঞ্চ স্বয়ং বোধয়তি ধ্রুবম্। প্রত্যহং প্রজপেত্তঞ্চ যত্নেন সামিষান্নকৈঃ।
স শ্রুত্বা ফেরুকাণাঞ্চ শব্দং প্রণতিমাচরেৎ॥" (কৃকলাসদীপিকা তন্ত্র)

তন্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার শান্তিকার্য্যে শিবা উদ্দেশে আহার্য্য নিবেদন করিয়া দিলে এবং শিবা তাহা গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে,—

"সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সমুত্থতেষু বলিঃ শিবায়া বিনিবেদনীয়ঃ।
গৃহ্নাতি যস্মিন্ বিষয়েঽভ্যুপেত্য দেবী বলিং জল্পতি তত্র সিদ্ধিম্॥
(বসন্তরাজসংগৃহীতশিবারুততন্ত্র)

"যঃ শিবাবিরুতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্। প্রণমেৎ সাধকো ভক্ত্যা তস্য কামাঃ করে স্থিতাঃ॥"
(কালিকাপুরাণ)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নানারূপে, অবতীর্ণ হইয়া, নানা সময়ে, নারায়ণ ত্রিলোকবাসী জনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শরভ (পতঙ্গ) রূপে মহাদেব এক সময়ে লোকরক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবী চণ্ডিকাও এক সময়ে অসংখ্য ভ্রামরীরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া দলবল সহিত ভীষণাকৃতি অরুণ নামক মহাদৈত্যকে বিনা অস্ত্রাঘাতে বিনাশ করিয়াছিলেন (৪৭৭)। পুরাণে বর্ণিত এই সকল ইতিহাসপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শৃগালীরূপে দেবীর এই যুদ্ধক্ষেত্রে

পশুরূপা শিবা দেবীকে যিনি নির্জ্জনে অর্চ্চনা না করেন শিবারবে অর্থাৎ শৃগালরবে তাহার সমস্ত কার্য্য বিনষ্ট হয়। যেখানে শিবা নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ আহার করেন, সেখানে সকল দেবতা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

"পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে। শিবারাবেণ তস্যাশু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্॥
জপপূজাবিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ। গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে॥
একয়া ভুজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ভৈরব। তত্রৈব সর্ব্বশক্তীনাং প্রীতিঃ পরমদুর্লভা॥"

(কুলচূড়ামণি তন্ত্র)

শৃগালের এক নাম ফেরু। "ফেৎকারিণী তন্ত্রে" শিবাসাধনাসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিত আছে। উল্কামুখি শৃগাল অর্থাৎ যাহার মুখ হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয় এরূপ শৃগালিনীকে আহ্বান করিয়া তাহাতে শিবাদেবীর পূজা করা প্রশস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, উল্কামুখি শৃগালের উল্লেখ চিন জাপান তিব্বতের ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিসাধনার তীর্থক্ষেত্র জাপানদেশে এখনও সে দেশের লোকে শৃগালকে কি চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে জানিতে পারা যাইবে।

"From ancient times to the present day foxes have played an important part in Oriental lore. A fox is supposed to live eight hundred years, and when it is three hundred it can take human shape. (THE LEGENDS OF THE FAR EAST By Berthalvm.)

"To the Japanese people the fox has two forms ; he is the messenger of Inari the Rice God, a beneficent spirit representing the great blessing of the earth, and also a wicked demon haunting and possessing men. (ঐগ্রন্থ)

এ দেশের লোকে বলিয়া থাকেন কোনও কোনও শৃগালের মুখ হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইয়া থাকে, জাপানের লোকের ধারণা শৃগালের লেজ হইতে জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

"Some believe the mysterious pearl they carry in their tail makes the fox-fire, kikune-bi." (ঐ গ্রন্থ)

(৪৭৭) ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের লোকরক্ষাকর কার্য্যসাধন জন্য নানা জীবজন্তু আকারে পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইবার বর্ণনা পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, নরসিংহাদি মূর্ত্তিতে অবতার গ্রহণের কথা হিন্দু নরনারী সকলেই অল্পবিস্তর যেরূপ অবগত আছেন, ঘোরাদি দৈত্যকে নিধন করিবার জন্য (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অবতীর্ণা হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর বিষয় বলিয়া মনে হইবে না। তন্ত্রে এবং পুরাণের অনেক স্থানে শিবা বা শৃগালজননী রূপধারিণী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা দেখিতে

মহাদেবের পতঙ্গমূর্ত্তি ধারণ বৃত্তান্ত অনেকেই সেরূপ অবগত নহেন। এজন্য কালিকাপুরাণ হইতে এই বিচিত্র ঘটনার ইতিহাস এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে,—

পৃথিবীর পাপভার লাঘবের জন্য বিষ্ণুর এক অংশ বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যে কার্য্যসাধন জন্য আগমন, তিনি স্বয়ং তাঁহার বিপরীত আচরণ করিয়া ঘোরাদি তিন দৈত্য পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ক্রমে তাহাদের বরাহরূপী অনেক সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইল। তাহাদের অত্যাচারে ত্রিলোক অতিশয় ব্যথিত দেখিয়া ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের প্রার্থনাতে বিষ্ণু বরাহদেহ হইতে নিজ তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং মহাদেব শরভ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। শরভমূর্ত্তির বর্ণনা মহাভারতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,— "অষ্টপাদূর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদচতুষ্টয়ঃ। সিংহং হন্তুং সমায়াতি শরভো বনগোচরঃ।"

কালিকাপুরাণে শরভের এইপ্রকার ভীষণ রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ততঃ শরভরূপং তং মহাদেবমুমাপতিম্। দদর্শ যজ্ঞপোত্রী স স্পৃশন্তং শিরসা বিধুম্॥
সুদীর্ঘনাসানখরকৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভম্। দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়মষ্টদংষ্ট্রাসমন্বিতম্॥
বিভ্রতং স সটং পুচ্ছং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্। চতুরঃ পৃষ্ঠতঃ পাদানধরে চতুরস্তথা।
কুর্ব্বন্তং ঘোরমারাবমুৎপতন্তং পুনঃ পুনঃ॥"

এই সময়ের সহস্রবৎসরব্যাপি শরভ-বরাহ-মহাযুদ্ধের বিবরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল পতঙ্গরূপী মহাদেবের অসাধারণ বীরত্বপ্রদর্শনার্থে কালিকাপুরাণ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্। একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্॥
তেষাং প্রহারৈর্ব্বেগৈশ্চ ভ্রমণৈশ্চ গতাগতৈঃ। আস্ফোটিতৈস্তথারাবৈর্দেহপাতৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
পাতালে পন্নগাঃ সর্ব্বে বিনেশুঃ কদ্রুজৈঃ সহ॥"

ব্রহ্মার প্রার্থনাতে শরভদেহ ত্যাগ করিয়া মহাদেব যখন কৈলাসে অন্তর্দ্ধান করিলেন তখন সেই বিরাট্ পতঙ্গ দেহের আটখানি পদ হইতে একখানি পদ আকাশে গমন করিল, অন্যখানি সূর্য্যে লীন হইল। তৃতীয় পদ চন্দ্রমণ্ডলে, চতুর্থ পদ অগ্নিতে, পঞ্চম পদ ক্ষিতিরূপে পরিণত হইল। আর একখানি পদ জলমূর্ত্তিতে, আর একপদ বায়ুতে এবং অষ্টমপদখানি যজমান বা হোতৃরূপমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া রহিল। মহাদেবের শরভমূর্ত্তির স্মৃতিচিহ্ন, মহাদেবের এই আটখানি চরণ, বিশ্বব্যাপী তাহার অষ্টমূর্ত্তিতে এখনও হিন্দু নরনারীগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র নিত্য পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে শরভরূপী মহাদেবের পূজার উপদেশ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তথা শরভপূজায়াং মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্। ত্বমষ্টপাদো বিভ্রষ্ট-চন্দ্রভাগসমুদ্ভব॥
অষ্টমূর্ত্তে মহাবাহো ভৈরবাখ্য নমোঽস্তুতে। যথা ভৈরবরূপেণ বারাহো নিহতস্ত্বয়া।
তথা শরভরূপেণ রিপূন্ বিঘ্নান্ নিসূদয়॥"

(কালিকাপুরাণ)

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, শৃগালিনীর নিনাদ শ্রবণান্তে যিনি দেবী শিবদূতীকে প্রণাম করেন, তিনি কাম্যবস্তু অনায়াসে করায়ত্ত করিতে পারেন। (৪৭৬ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)।

"ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরজ্যেষ্ঠস্য শঙ্করঃ। তত্যাজ শারভংকায়ং তোয়োপর্য্যেব তৎক্ষণাৎ ॥
ত্যক্তস্য তস্য দেহস্য শঙ্করেণ মহাত্মনা। অষ্টৌ পাদা অষ্টমূর্ত্তেস্তেষু চাষ্টসু ভেজিরে ॥
আদ্যন্তু দক্ষিণং পাদমাকাশমগমদ্রুতম্। তদ্বামং মিহিরং ভেজে পশ্চাদ্দক্ষিণঞ্চ বিধৌ ॥
বামন্তু জ্বলনং ভেজে পৃষ্ঠাগ্রং পদগতং ক্ষিতিম্। পৃষ্ঠাগ্রবামং সলিলং তৎপশ্চাদ্দক্ষিণং তথা ॥
বায়ৌ বামপদং ভেজে হোতারং সর্ব্বতোমুখম্। এবং তস্যাষ্টমূর্ত্তেস্তু অষ্টমূর্ত্তিষু তৎক্ষণাৎ।
অষ্টৌ পাদাস্তথা ভেজুঃ স্বং স্বং তেজো যযুঃ পদম্ ॥" (কালিকাপুরাণ)

পুরাণে যে কেবল মহাদেবেরই পতঙ্গমূর্ত্তি ধারণ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে, চণ্ডিকাদেবীও এক সময়ে ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর অত্যাচারী অরুণদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারও বিস্তৃত ইতিহাস ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"বরাভয়করা শান্তা করুণামৃতসাগরা। নানাভ্রমরসংযুক্তপুষ্পমালাবিরাজিতা ॥
ভ্রমরীভির্ব্বিচিত্রাভিরসংখ্যাভিঃ সমাবৃতা। ভ্রমরৈর্গীয়মানৈশ্চ হ্রীংকারমনুমন্বম্ ॥
সমন্ততঃ পরিবৃতা কোটিকোটিভিরম্বিকা। সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সর্ব্ববেদপ্রশংসিতা ॥
সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলরূপিণী। সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বজননী সর্ব্বা সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥"

ভ্রামরীদেবীকে দেবতাগণ এই সম্বোধনে প্রণাম করিয়াছেন,—

"নমঃ শ্রীকালিকে মাতর্নমো নীলসরস্বতি। উগ্রতারে মহোগ্রে তে নিত্যমেব নমো নমঃ ॥" (ঐ গ্রন্থ)

ভ্রামরী দেবী সহ অরুণদৈত্যের যুদ্ধবর্ণনা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"প্রেরয়ামাস হস্তস্থান্ ভ্রমরান্ ভ্রামরী তদা। পার্শ্বস্থানগ্রভাগস্থান্নানারূপধরাংস্তদা ॥
জনয়ামাস বহুশো যৈর্ব্যাপ্তং ভুবনত্রয়ম্। মটচীযূথবত্তেষাং সমুদায়স্তু নির্গতঃ ॥
তদান্তরীক্ষং তৈর্ব্যাপ্তমন্ধকারঃ ক্ষিতাবভূৎ। দিবি পর্ব্বতশৃঙ্গেষু দ্রুমেষু বিপিনেম্বপি ॥
ভ্রমরা এব সংজাতাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ। তে সর্ব্বে দৈত্যবক্ষাংসি দারয়ামাসুরুদ্গতাঃ ॥
নরং মধুহরং যদ্বন্মক্ষিকাঃ কোপসংযুতাঃ। উপায়ো ন চ শস্ত্রাণাং তথাস্ত্রাণাং তদাভবৎ ॥
ন যুদ্ধং নচ সম্ভাষঃ কেবলং মরণং খলু। যস্মিন্ যস্মিন্ স্থলে যে যে স্থিতা দৈত্যা যথা যথা।
তত্রৈব চ তথা সর্ব্বে মরণং প্রাপুরুৎস্ময়া ॥" (ভাগবত)

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের শেষভাগে ৬২৭ এবং ৬২৮ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকার ভ্রামরী মূর্ত্তি ধারণের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—

"যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্। ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যিনি শিবার যথাবিধি পূজা করেন তিনি ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। রক্তবীজ এবং শুম্ভনিশুম্ভবধযুদ্ধক্ষেত্রে শৃগালরূপে আবির্ভূতা দেবীগণ কি অসাধারণ কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলেন, তাহা এই যুদ্ধঘটিত বর্ণনাতে ক্রমে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

৪৬৮ এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে, দেবীপ্রেরিত দূতস্বরূপ ঈশানদেবতামুখে দেবীর বক্তব্য শুনিয়া অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কাত্যায়নী যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবী প্রতি চারিদিক্ হইতে অসুর সকল অস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে তিনটি লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে।

(১ম) দেবী চণ্ডিকা প্রথমে অসুরদেহের রক্তপাত করেন নাই। অসুরগণই প্রথমে চারিদিক্ হইতে সকলে মিলিয়া দেবীদেহে অজস্র অস্ত্রবর্ষণ করিয়াছিলেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দেবী চণ্ডিকা শুম্ভনিশুম্ভের বাসস্থানে যাইয়া আক্রমণ করেন নাই। অসুরগণই দেবীস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির নিয়ম দেবী রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। অসুরগণ সদাই নিয়ম ভঙ্গকারী, এজন্য অসুরগণ নিন্দিত ও ঘৃণিত ছিলেন। তাঁহাদের রণক্ষেত্রের কার্য্যও নিন্দনীয়।

(২য়) কাত্যায়ণীর নিকট অসুরগণের উপস্থিত হইবার কথা। এপর্য্যন্ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী কৌষিকী, দেবী কালিকা এবং দেবী শিবদূতীর উপস্থিতির উল্লেখ চণ্ডীগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ মহিষাসুর যুদ্ধসময়ের কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে উৎপন্না কাত্যায়নী দেবী এখানে কোন সময়ে উপস্থিত হইলেন, তাহার কোনই বিবরণ ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতঃপর ৪৯২ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকা কালিকাকে বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজদেহের রক্তধারা পান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী আর কয়েকটি শ্লোকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে "ভগবতী" "দুর্গা" "অম্বিকা" প্রভৃতি দেবীর উপস্থিতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ৪৯২ সংখ্যক শ্লোকে চণ্ডিকাকে কালী বলা হইয়াছে। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাত্যায়নী, কৌষিকী, চণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডিকা প্রভৃতি

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের সুপ্রসিদ্ধা খেপেরা দেবী পতঙ্গমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখস্থ দুইখানি পদদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলকে কি ভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৪৪৩ সংখ্যক টীকাতে ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উক্তি-সহকারে প্রদান করা হইয়াছে। পতঙ্গমূর্ত্তিধারিণী এবং শৃগালমূর্ত্তিধারিণী এবং মার্জ্জারমূর্ত্তিধারিণী দেবীগণের কথা ইজিপ্ট, আমেরিকা রোম ও গ্রীশের অনেক ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

নামে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকে, কেবল শ্লোক রচনার সুবিধার্থে একই মহামাতৃকা মহামায়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবহার নানা স্থানে করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিবার সুবিধার্থে কালিকা পুরাণে কথিত একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিম্বান্মরীচয়ঃ। দেব্যস্তথোগ্রচণ্ডাদ্যা মহামায়াশরীরতঃ॥"

কালিকাপুরাণোক্ত এই শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেমন সূর্য্যবিম্ব হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিনিয়ত নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহামায়া হইতে উগ্রচণ্ডিকাদি দেবী সকল প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এজন্য মূল হইতে তাঁহারা অভিন্না। শিবদূতী, উগ্রচণ্ডিকা, কালিকা প্রভৃতি নামের এবং রূপবর্ণনার সহিত চণ্ডিকাদেবীর রূপবর্ণনার পার্থক্য থাকিলেও ইঁহাদিগকেও মহামায়া দেবী হইতে অভিন্না জানিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধরিতে না পারিলে, শ্লোকের অর্থবোধ ব্যাপারে সময়ে সময়ে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে।

(৩য়) চিন্তনীয় বিষয়, ৪৭৫ সংখ্যক শ্লোকে বারাহীমাতৃকাদেবীর তুণ্ডাঘাতে এবং দন্তাঘাতে অসুরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবার বর্ণনার সঙ্গে তিনি চক্রের দ্বারাও অসুর বিধ্বস্ত করিয়াছেন, বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হওয়ায়, টীকাকার এবং ভাষ্যলেখকগণ কিছু বিপদে পড়িয়াছেন, দেখা যাইতেছে। বিষ্ণুর চক্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার সময়ে হস্তের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বরাহমূর্ত্তিতে চারিখানি পদ আছে একখানিও হস্ত নাই। বারাহী দেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে। এ অবস্থাতে বারাহী দেবী চক্র অস্ত্র ব্যবহার করিবেন কিরূপে? দেবীভাষ্যলেখক শাস্ত্রানুসন্ধানশীল সুপণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করেন নাই। নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত টীকাতে বলিয়াছেন, বারাহী দেবীর মুখখানি কেবল বরাহের মত ছিল, তদ্ভিন্ন তাঁহার হস্ত পদাদি সমস্তই মনুষ্যের হস্তপদাদির ন্যায় ছিল (৪৭৮)। বরাহপুরাণে বরাহ অবতারে বরাহদেবের রূপবর্ণনাতে তাঁহার দেহে হস্ত থাকিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণেও বরাহমূর্ত্তিবর্ণনাতে তাঁহার চতুষ্পদের উল্লেখ আছে, হস্তের উল্লেখ নাই। কালিকাপুরাণেও বরাহ

(৪৭৮) "বারাহী চাসৌ মূর্ত্তিশ্চ বারাহমূর্ত্তিস্তয়া চক্রেণেত্যনেন বারাহ্যা মুখমেব বরাহসদৃশং নত্বন্যৎ। এবং শক্তিমতো বরাহস্যাপি বোধ্যম্।" (নাগোজী ভট্ট)

দেবের পদের উল্লেখ আছে, হস্তের উল্লেখ নাই (৪৭৯)। এ অবস্থাতে নাগোজী ভট্ট মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। বন্যবরাহের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবার সুবিধা কখনও যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই অবগত আছেন, বরাহে মৃত্তিকানিম্নস্থিত কন্দমূলাদি আহার করিবার সময়ে তাহাদের তুণ্ড বা শুণ্ডের দ্বারা কূপের ন্যায় গোলাকৃতি

---

(৪৭৯) "দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্। নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্॥
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং শ্বেতং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্। বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্যসমতেজসম্॥
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্। পীনোন্নতকটীদেশং সুশ্লক্ষ্ণং শুভলক্ষণম্॥
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ। পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্॥
স বেদপাদ্যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ। অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ॥" (বায়ুপুরাণ)

উদ্ধৃত শ্লোকে বরাহদেবের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার হস্তের উল্লেখ আদৌ নাই। বাজারে বিষ্ণুর দশাবতারের যে সকল চিত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বরাহ অবতারের কোন কোন মূর্ত্তিতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ন্যায় চারি খানি হস্ত এবং ঐ চারি হস্তে ঐ সকল বস্তু বিন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে এবং দ্বারকাধামে বিষ্ণুমন্দিরে প্রস্তরে খোদিত যে সকল প্রাচীন বরাহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হস্তের কোনরূপ চিহ্ন থাকা দেখা যায় না। মথুরাধামে বিষ্ণুমন্দিরে সংস্থিত বরাহ দেবের মূর্ত্তি সম্বন্ধে তথাকার পাণ্ডাগণ যে ইতিহাস বলিয়া থাকেন তাহা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য। বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে সময়ে বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া গোলোকে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে পৃথিবীর প্রার্থনা মূলে বিষ্ণু পৃথিবীকে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছিলেন। বহুকাল পরে ইন্দ্রদেব পৃথিবীর নিকটে প্রার্থনা করিয়া সেই বরাহ প্রতিমূর্ত্তি স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ সেই বরাহ মূর্ত্তিখানি স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়া লঙ্কাপুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। রাবণকে বধ করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করেন, সে সময়ে বিভীষণের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া এই বরাহ মূর্ত্তিখানি সযত্নে অযোধ্যাতে লইয়া গিয়াছিলেন। ভরত এই বরাহ মূর্ত্তিকে লইয়া যাইয়া মথুরাধামে স্থাপন করেন। সেই অবধি এই বরাহ মূর্ত্তি মথুরাবিষ্ণুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতের হিন্দু জন সাধারণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। কালিকাপুরাণে এই পুরাতন ইতিহাসের কোন কোন অংশের উল্লেখ থাকা দেখা যায়। কালিকাপুরাণে, শরভ কর্ত্তৃক বরাহদেবদেহ ছিন্ন ভিন্ন হইবার পরে, বরাহদেবের দেহের নানা অংশ হইতে নানাবিধ বৈদিক যজ্ঞ উৎপন্ন হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার কপোল হইতে বহ্নিষ্টোম যজ্ঞ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ, জিহ্বামূল হইতে বৃহৎস্তোম যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ভব হইয়াছিল। খুর হইতে গোমেধ যজ্ঞ এবং লাঙ্গুল হইতে অগ্নীষোম যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ বরাহ দেবের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ উৎপন্নের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু এই স্থানের বর্ণনা মধ্যে তাঁহার দেহের হস্তের কথার উল্লেখ নাই এবং হস্ত হইতে যজ্ঞ উৎপন্নের কথাও নাই। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুর চারি হাতে যখন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম রহিয়াছে, তখন বিষ্ণু অবতার বরাহ দেবেরও ঐরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বরাহ দেবের চারি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ চক্রাকৃতি গর্ত্ত করিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে বন্যবরাহ প্রকৃতির অনুকরণে বারাহী দেবী, যুদ্ধে নিপাতিত অসুরদিগের বক্ষঃস্থল এবং উদর ঐ ভাবে নিজ তুণ্ডদ্বারা চক্রাকারে খনন বা বিদারণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রক্তমাংসবসাদি আহার করিয়াছিলেন মনে করিতে বাধা কি? আলোচ্য শ্লোকের "চক্রেণ চ বিদারিতা" শব্দে এই ভাবের অর্থগ্রহণ করিলে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকে এখানে লইয়া আসিবার জন্য বারাহী দেবীর অঙ্গে একখানি বাহু সংযোগ করিবার আর আবশ্যক থাকিবে না। ৪৮৮ সংখ্যক শ্লোকের অর্থপ্রদান সময়ে কোনও কোনও টীকাকার লিখিয়াছেন, বারাহী দেবী খড়্গদ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন। এখানে শব্দার্থনির্ণয় সমস্যা আরও কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে দেখা যাইতেছে। "শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।" শ্লোকার্দ্ধের কোনই অর্থ প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট মহাশয় প্রদান করিতে সাহসী হয়েন নাই। বিষ্ণু অবতার বরাহদেবের ক্রিয়াশক্তিস্বরূপা বারাহী দেবীর হস্ত না থাকায়, তাঁহার পক্ষে সুদর্শনচক্র ব্যবহার যেরূপ অস্বাভাবিক কার্য্য, খড়্গঅস্ত্র ব্যবহারও সেইরূপ কিম্বা ততোঽধিক অসম্ভব কার্য্য মনে করিয়া, হয়ত নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকার্দ্ধের কোনরূপ অর্থ প্রদান করা হইতে নিরস্ত রহিয়াছেন। কোন কৌতুকপ্রিয় শ্লোকার্থকারী এস্থানের অর্থসমস্যার সমাধান এই ভাবে করিতে পারিতেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭৭ সংখ্যক শ্লোকে যখন কথিত হইয়াছে, শিবদূতী উগ্রচণ্ডিকা দেবী কেবল অট্টহাস্য দ্বারা অসুরগণকে ভূমে নিপাতিত করিয়া তাহাদের দেহ ভক্ষণ করিতেছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে এখানে উগ্রচণ্ডিকা দেবীর হস্তের খড়্গ অকর্ম্মণ্য অবস্থাতে ছিল। কাজেই বারাহী দেবী উগ্রচণ্ডিকাদেবীর হস্তের খড়্গখানি স্বীয় দন্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া তদ্দ্বারা অসুরবধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকিবেন। এরূপ দূরকল্পনাজাত শ্লোকার্থকে চণ্ডীমাহাত্ম্যব্যাখ্যামধ্যে স্থান

হস্তেও, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম স্থাপন করা কেহ কেহ আবশ্যক মনে করেন। নাগোজী ভট্ট বরাহ দেবের একখানি হস্তে একটি চক্র মাত্র স্থাপন করিয়া তাঁহার আর তিনখানি হস্ত শূন্য রাখিয়াছেন। শঙ্খধ্বনিদ্বারা অসুর কুলকে আকুল করিবার কথা কিম্বা গদাঘাতে অসুরদিগকে নিপাত করিবার কথা এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বরাহ দেবের চারিখানি হস্ত থাকিলে সেই সকল হস্তে এই সকল অস্ত্র ধারণ এবং ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখও এখানে অবশ্যই থাকিত। তাহা নাই। পরন্তু পরবর্ত্তী ৫৪০ এবং ৫৪১ সংখ্যক শ্লোকে বারাহী দেবী কেবল তাঁহার তুণ্ড আঘাতে যুদ্ধ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। ভাগবতে বর্ণিত রক্তবীজ অসুর বধ উপাখ্যানে বারাহী দেবী কেবল তাঁহার তুণ্ডদ্বারা অসুর বধ করিয়াছিলেন লিখিত রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা চিন্তা করিলে নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত অর্থকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন।

দান করা সঙ্গত হয় না বিবেচনা করিয়াই, হয়ত নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকের কোনরূপ অর্থ প্রদানের চেষ্টা না করিয়া নীরব রহিয়াছেন। মহামায়া দেবীর দেহসম্ভূতা যে দেবমাতৃকা বারাহী দেবী ইচ্ছা মাত্র চক্ষুনিমেষে নিজ দেহ হইতে একখানি কেন সহস্র বাহু বাহির করিতে এবং পুনঃ দেহমধ্যে তাহা লুকায়িত করিতে সমর্থা, তিনি অসুরবিনাশকার্য্য সংসাধনজন্য বিষ্ণুর হস্তের সুদর্শন চক্র এবং কালিকার হস্তের অসি লইয়া এই যুদ্ধে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকিলেই বা তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কি আছে? কিন্তু এইভাবে এস্থানে অর্থোদ্ধার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অসি শব্দের এই স্থানোপযোগী অর্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেই বা ক্ষতি কি? বরাহদেবের স্তবমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বরাহদেবকে অসিদংষ্ট্র বলা হইয়াছে। ইহাতে অসির ন্যায় লম্বমান বক্রদন্তপংক্তিবিশিষ্ট বরাহ না বুঝিয়া অসির ন্যায় তীক্ষ্ণধারদন্তবিশিষ্ট বরাহ বুঝিতে হইবে। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় মুখের অংশ বিশেষকে, যদ্দ্বারা শত্রু আক্রমণ করা যাইতে পারে তাহাকেও অসি বলা হইয়া থাকে এবং যাহার দেহে ঐরূপ শত্রু-আক্রমণকারি অস্ত্র থাকে তাহাকেও অসিক বলা যাইতে পারে (৪৮০)। এই চিন্তাসূত্র ধরিয়া বারাহী দেবী তাঁহার

---

(৪৮০) সার মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে লিখিয়াছেন,—

"ASIKA the part of the face between the underlip and the chin.

বরাহ দেহেতে সংস্থিত প্রধানতঃ দন্ত এবং এই চিবুক বা তুণ্ড অস্ত্রদ্বারাই সচরাচর শত্রু সংহার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। বরাহদেব বদনমণ্ডলের এই অঙ্গ দ্বারাই শরভরূপী মহাদেবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ। তত্রৈবাধোগতা ভূমিঃ পাদবেগেন দারিতা॥

* * * * * * * * *

ততস্তে যুযুধুঃ সর্ব্বে পোত্রবাতেন পোত্রিণঃ। খুরপ্রহারৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রক্ষেপৈশ্চ দারুণৈঃ॥
শরভোঽপ্যথ দংষ্ট্রাগ্রৈর্নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খুরৈস্তথা। লাঙ্গুলস্য প্রহারৈস্তুতুণ্ডঘাতৈর্মহাস্বনৈঃ॥
চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্। একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্॥"

উপরে উদ্ধৃত শরভবরাহযুদ্ধবর্ণনাতে দেখা যাইতেছে, এই ভীষণ যুদ্ধ সময়ে শরভরূপী মহাদেব ত্রিশূল অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই এবং বরাহরূপী নারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রগণ সুদর্শনচক্র অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই, কেবল তাঁহাদের পশু ও কীট মূর্ত্তির উপযোগী দন্ত, পুচ্ছ, খুর এবং শুণ্ড ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আঘাত প্রত্যাঘাতদ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত মহিষাসুর যুদ্ধ বর্ণনাতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মহিষমূর্ত্তিতে

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেহস্থিত অসির সাহায্যে কি ভাবে অসুরনিপাত করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি।

৪৭৬ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—নারসিংহী মাতৃকা, রণক্ষেত্রে তাঁহার নখের দ্বারা মহাসুরগণের বক্ষঃস্থল ও উদর বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এই ভাবে তিনি রণক্ষেত্রে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নারসিংহী দেবীর সিংহনাদে আকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই স্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটি ইহাই রহিয়াছে যে,—বিষ্ণুঅবতার নরসিংহদেব কেবল হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া তাঁহার দেহের নাড়ি ভুঁড়ি নিজ অঙ্গে জড়াইয়া এবং তাহার দেহের রক্ত মাংস লেহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন না, পরন্তু শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধক্ষেত্রে নরসিংহ অবতারের বীজশক্তি নারসিংহী মাতৃকারূপে অবতীর্ণ হইয়া, অসংখ্য অসুরকে নিহত এবং ভক্ষণ করিয়া, অসুররক্তানুরক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় ধরাতলে প্রদান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নারায়ণ কেবল নিরামিষ নৈবেদ্যপ্রিয় এবং নারায়ণী কালিকা কেবল নরকপাল চর্ব্বনে তৎপরা বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের এই বিষম ভুল

মহিষাসুর যে সময় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সময়ে খুর, শৃঙ্গ লাঙ্গুলাদির সাহায্যেই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপরে যখন তিনি মনুষ্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল সেই সময়েই মনুষ্যের অস্ত্র অসি ধারণ করিয়া দেবী সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পুরাণ বর্ণনার সকল স্থানের এই প্রকার সাধারণ যুদ্ধপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল এই এক স্থানে বারাহী দেবী অসি এবং সুদর্শন চক্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ একটা উৎকট সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ উপস্থিত নাই।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে গণ্ডার পশুর এক নাম "খড়্গী" দেখা যায়; কিন্তু ইহাতে গণ্ডারকে খড়্গ-অস্ত্র-ধারী বুঝিতে হয় না, খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণধার তাহার মস্তকে অঙ্গ বিশেষ আছে বলিয়াই তাহাকে খড়্গী বলা হয়। সেইরূপ ৪৮৮ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত অসি শব্দে বারাহী দেবী অসিদ্বারা অসুর সংহার করিতেছেন বুঝিতে হইবে না, অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা তিনি অসুর সংহার করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। সেইরূপ ৪৭৫ সংখ্যক শ্লোকে "চক্রেণ চ বিদারিতা" শব্দার্থেও এখানে ছেদন করা বুঝাইতেছে না। বিদারণ বা ছেদন একার্থবাচক শব্দ নহে। নারায়ণ চক্রদ্বারা মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। নরসিংহমূর্ত্তিতে নারায়ণ হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ করিয়াছিলেন। এই দুই স্থানের বর্ণনাতে নারায়ণ চক্রে মুণ্ডচ্ছেদন এবং নখাঘাতে উদর বিদারণ বা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সকলে বুঝিয়া থাকেন। বিদারণ শব্দের অর্থ সার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

Vidārana—Rending, Lacerating, Piercing.

বারাহী দেবী তাঁহার তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা এবং কঠিন তুণ্ডদ্বারা চক্রবৎ গোলাকার গর্ত্ত করিয়া অসুরগণের বক্ষঃ স্থল এবং উদর বিদারণ করিয়া অসুরদেহস্থিত রক্তমাংসবসামজ্জাদি আহার করিয়াছিলেন, এরূপ সহজবোধ্য সিদ্ধান্ত করিলে চণ্ডীগ্রন্থের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণকে কষ্টকল্পনাজাত অযথা অর্থকে হস্তে লইয়া এভাবে বিড়ম্বিত হইতে হইত না।

৭৮

ধারণা দূরীকরণ করিবার একটি প্রশস্ত পথ, নারসিংহী মাতৃকার রণক্ষেত্রে এই বিচিত্র আচরণ দ্বারা আমাদের চক্ষু সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, মনে করিতে কোনই বাধা নাই (৪৮১)। আরও একটি বিষয় এখানে স্মরণ করিলে ক্ষতি নাই। তাহা এই যে, অসতের সংহার এবং সতের পালনকার্য্যে নারায়ণ এবং কালিকার আচরণের পার্থক্য কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। উভয়েই সদাসর্ব্বদা দয়াতে দ্রবীভূত, উভয়েই প্রয়োজনস্থলে অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দ্দয় এবং ক্রোধে অতি প্রদীপ্যমান, উভয়েই পুষ্পপত্রে পরম পরিতুষ্ট, উভয়েই পাপীর পাপকার্য্যে মহারুষ্ট, বস্তুতঃ উভয়ের নামে শব্দগত পার্থক্য কিঞ্চিৎ থাকিলেও তাঁহাদের আচরণে কার্য্যগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই। এই দৃষ্টিতে বিশ্বপালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে এবং বিশ্বপালনকর্ত্রী কালিকাকে অভিন্ন জ্ঞান করিতে কোনই বাধা নাই। উভয়েরই পালনকার্য্যসাধক প্রশান্ত ভাবের মধুর মূর্ত্তিতে স্থিত অবস্থাতে, ভক্তের প্রদত্ত নিরামিষ নৈবেদ্য উভয়েরই যেমন পরম প্রিয়, তেমনি আবার উভয়েরই সংহারকার্য্যসাধক ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণসময়ে, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, রাক্ষসের হৃৎপিণ্ড আর দৈত্যদানব দেহনিঃসৃত উষ্ণ রক্তধারা, উভয়েরই অতীব প্রীতিকর সামগ্রী। পুরাণের নানা স্থানের উক্তিসকল হইতে এই সারতত্ত্ব যিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন,

---

(৪৮১) ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রভৃতি নিরামিষ নৈবেদ্যপ্রিয় মাতৃগণের অসুর রক্ত পান এবং রণক্ষেত্রে মহানন্দে নৃত্য করিবার কথা চণ্ডীগ্রন্থে পড়িয়া যাঁহারা মনে মনে বিষণ্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা স্কন্দপুরাণে মাতৃকা দেবীগণের অদ্ভুত আহার বিহারের বর্ণনা দর্শন করিয়া হয়ত ভয়াকুল হইয়া পুরাণ পাঠ করাই বন্ধ করিবেন! ইহা পাঠ করিলে কাহারও হৃদয়বল বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইতেও পারে। এই বিবেচনায়, মাতৃকাদেবীগণের অপরূপ নৃত্য বর্ণনার কিঞ্চিৎ উক্ত পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো মাতৃসহস্রৈশ্চ রৌদ্রৈশ্চ পরিবারিতাঃ। কালরাত্রির্জগৎ সর্ব্বং হরতে দীপ্তলোচনা॥
ততস্তা মাতরো ঘোরা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ। বায়্বিন্দ্রানলকৌবেরা যমতোয়েশশক্তয়ঃ॥
স্কন্দক্রোড়নৃসিংহানাং বিচরন্ত্যো ভয়ানকাঃ। * * * *
তে গ্রস্তা মৃত্যুনা সর্ব্বৈর্ভূ তৈর্মাতৃগণৈস্তথা। মহাসুরকপালৈশ্চ মাংসমেদোবসোৎকটৈঃ॥
মহানাদপরৈর্ঘোরৈর্বারুণীগন্ধমোহিতৈঃ। জ্বালাসহস্রসংবীতা বিদ্যুজ্জ্বলিতকুণ্ডলা॥
রুধিরোদ্গারশোণাঙ্গী মহামায়া সুভীষণা। পিবন্তী রুধিরং তত্র মহামাংসবসাপ্রিয়া॥
কপালহস্তা বিকটা ভক্ষয়ন্তী সুরাসুরান্। নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ বিপরীতা মহারবা॥
* * * * * * * *
ততস্তালকসম্পাতৈর্গণৈর্মাতৃগণৈঃ সহ। সম্প্রনৃত্যতি সংহৃষ্টো মৃত্যুনা সহ শঙ্করঃ॥
খট্টাঙ্গৈরুল্মুকৈশ্চৈব পট্টিশৈঃ পরিঘৈস্তথা। মাংসমেদোবসাহস্তা হৃষ্টা নৃত্যন্তি সর্ব্বশঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে বারাহী মাতৃকার, নারসিংহী মাতৃকার এবং দেবী কালিকার আচরণ দেখিয়া কোনরূপ বিরক্তি ভাবকে হৃদয়ে একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থানদান করিতে পারিবেন না (৪৮২)।

---

(৪৮২) চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে মাতৃকাদেবীগণের অসুররক্তপানাসক্তির বর্ণনা দৃষ্টে যাঁহারা দুঃখিত এবং কি বলিয়া ইহার অন্য অর্থ করিবেন চিন্তাতে চিন্তিত, তাঁহারা অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত মাতৃকাদেবীগণের আচরণ দৃষ্টে হয়ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িবেন। অন্ধক অসুর সহ মহাদেবের মহা যুদ্ধ সময়ে, অসুর বধের সহায়তা জন্য, ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সকল মাতৃকা দেবীকে আনয়ন করা হইয়াছিল, যুদ্ধ অন্তে সেই সকল মাতৃকা দেবী, মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,— "আমাদের তৃপ্তি হয় নাই। আমরা ক্ষুধাতে ব্যাকুলা। আমাদিগকে আপনি অনুমতি দান করুন, আমরা এখন সমগ্র দেব দানব এবং মানব কুলকে ভক্ষণ করিব।" মৎস্যপুরাণে প্রদত্ত এই ঘটনার ইতিহাস হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল।

"ততো মাতৃগণাঃ সর্ব্বে শঙ্করং বাক্যমব্রুবন্। ভগবন্ ভক্ষয়িষ্যামঃ সদেবাসুরমানুষান্॥
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎ সর্ব্বং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।"

মাতৃগণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া মহাদেব বলিলেন—"ত্রিলোকের জীব সমস্ত রক্ষা করাই আপনাদের কার্য্য। আপনারা এইরূপ ভীষণ ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হউন।" মাতৃগণ, মহাদেবের এই বাক্যে নিরস্ত হইতেছেন না দেখিয়া তিনি নৃসিংহ মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। নৃসিংহদেব উপস্থিত হইয়া নিজ হৃদয় হইতে মায়া দেবী প্রভৃতিকে প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা মাতৃকাগণকে জগৎ ভক্ষণ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনার সম্মুখে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত মাতৃকাদেবীগণের অসুর বধ অন্তে রণক্ষেত্রে কিছুক্ষণ নৃত্য কিছুই নহে।

মাতৃকাদেবীগণ যে কেবল রণক্ষেত্রে দৈত্য হনন তৎপরা তাহা নহে, সকল সময়েই অতিশয় রক্তমাংসানুরক্তা এরূপ উক্তি নানা পুরাণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী পার্ব্বতীর বিবাহবাসরে হিমালয়রাজভবনে আমন্ত্রিত তাল, বেতাল, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীগণের জন্য বিরাট আয়োজনে যে মহা আনন্দভোজনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত মাতৃকাদেবীগণ এবং চতুঃষষ্টি যোগিনী দেবীগণ সে সময়ে কিরূপ আহার্য্য বস্তুতে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডে পার্ব্বতীবিবাহবর্ণনামধ্যে একস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে কয়েক পংক্তি সন্নিবেশ করা যাইতেছে,—

"তথা চণ্ডীগণাঃ সর্ব্বে বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ॥ বৈতালাঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ।
শাকিনী ডাকিনী চৈব যক্ষিণ্যো মাতৃকাদয়ঃ॥ যোগিন্যোঽথ চতুঃষষ্টির্যোগিনো হি তথা পরে।
দশকোট্যো গণানাঞ্চ কোট্যেকা চ মহাত্মনাম্॥ এবন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে তথান্যে বিবুধাদয়ঃ।
যোগিনো হি ময়া চান্যে কথিতাঃ পূর্ব্বমেব হি॥ যোগিন্যশ্চৈব কথিতাস্তাসাং ভক্ষ্যং বদামি বঃ।
খড়্গানাং কেচিদানীয় ক্রব্যং পবিত্রমেব চ॥ ভুঞ্জন্তি চাস্থিসংযুক্তং তথান্ত্রাণি বুভুক্ষিতাঃ।
আনীয় কেচিচ্ছীর্ষাণি মহিষাণাং গুরূণি চ॥" ইত্যাদি (স্কন্দপুরাণ)

কালিকা, কৌশিকী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইলেও যেমন তাঁহারা এক এবং অভিন্ন সেইরূপ নানা সময়ে নানা কার্য্য সাধন জন্য তাঁহাদের হইতে উৎপন্ন মাতৃকাদেবীগণ এবং যোগিনীদেবীগণও ও যে এক

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪৭৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, দেবী শিবদূতীর অট্টহাস্য শ্রবণেই অনেক অসুর সৈন্য মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলেন। দেবীর অট্টহাস্যে কিম্বা বিকটহাস্যে অসুরগণ কেবল এই যুদ্ধক্ষেত্রেই যে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, মহিষাসুর সহিত দেবীর যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে দেবীর মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে সমস্ত নভঃস্থল প্রতিধ্বনিত এবং পৃথিবীর সমস্ত লোক ভীত, স্তম্ভিত, সপ্তসমুদ্র এবং পৃথিবী প্রকম্পিত এবং মহিষাসুর এবং তাঁহার অসুরকুল "এ আবার কি ব্যাপার" বলিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (১৩৭ হইতে ১৪০ সংখ্যক শ্লোক এবং ঐ স্থানের টীকা দ্রষ্টব্য)। মুখের মৃদু মধুর হাস্য যেমন মানবাদি জীবের আনন্দবর্দ্ধক এবং চিত্তের শান্তিদায়ক হয়, তেমনি আবার বিকটহাস্য, বিশেষতঃ চামুণ্ডাদেবীর

তাহা মনে করিতে না পারিলে বড়ই গোলে পড়িতে হয়। এজন্য মাতৃকাগণের পরিচয় এখানে আরও কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে দেওয়া যাইতেছে।

কালিকাপুরাণে যোগিনী এবং মাতৃকাগণ অভিন্নভাবে বর্ণিতা হইয়াছেন। কালিকাপুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—মহামাতৃকা কৌষিকী দেবী প্রভৃতির প্রত্যেকেরই আটটি করিয়া সহচরী মাতৃকাদেবী আছেন। এই আটটি দেবীকে কোনও স্থানে মাতৃকাদেবী এবং কোন স্থানে যোগিনী দেবী বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিকাপুরাণে কৌষিকী দেবীর সহচরী আটটি মাতৃকাদেবীর নাম এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"সিংহস্যোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্ম্মাণি কৌষিকী। বিভ্রতী রূপমতুলং সসুরাসুরমোহনম্॥
এতস্যাঃ শৃণু বৎস ত্বং যাঃ পূজ্যা অষ্টযোগিনীঃ। তাঃ পূজিতাশ্চ কুর্ব্বন্তি চতুর্বর্গং নৃণাং সদা॥
ব্রহ্মাণী প্রথমা প্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী মতা। কৌমারী চৈব বারাহী বৈষ্ণবী পঞ্চমী তথা।
নারসিংহী তথৈবৈন্দ্রী শিবদূতী তথাষ্টমী। এতাঃ পূজ্যা মহাভাগা যোগিনীঃ কামদায়িনীঃ॥"

কালিকাপুরাণে তারাদেবীর সহচরী আটটি মাতৃকাদেবীর নাম এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে,—

"এষা তারাহ্বয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গীয়তে। এতস্যা যোগিনীশ্চাষ্টৌ পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্ যদি॥
ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কর্ত্রী হর্ত্রী বিধায়িনী। করালা শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

কালিকাপুরাণে শিবদূতী দেবীর সহচরী বারটি মাতৃকাদেবীর নাম এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"ক্ষেমঙ্করী চ শান্তা চ বেদমাতা মহোদরী। করালা কামদা দেবী ভগাস্যা ভগমালিনী।
ভগোদরী ভগারোহা ভগজিহ্বা ভগা তথা॥ এতা দ্বাদশযোগিন্যঃ শিবদূত্যাঃ সদৈব হি।
বিচরন্তী স্বয়ং দেবী যত্র তত্রৈব গচ্ছতি॥"

এইরূপ প্রধান শক্তিরূপা দেবী সকলেরই অনেক সহচরী শক্তি বা মাতৃকা নামে পরিচিতা দেবীগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। মাতৃকাগণের সংখ্যা গণনাদ্বারা শেষ হয় না এবং ইহাঁরা জীবরক্ষা ও জীবমঙ্গল সাধনজন্য সর্ব্বকালে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্তা হইয়া রহিয়াছেন এবং সৎকে রক্ষা করিবার জন্য আর অসৎকে সংহার করিবার বা অসৎকে গ্রাস করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছেন।

মুখের বিকটহাস্য সমস্ত জীবের, বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ দৈত্যদানবদিগের পক্ষে অতিশয় ভীতিপ্রবর্দ্ধক এবং উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। দেবীমুখের এই অট্টহাস্য শ্রবণে, রণক্ষেত্রে সমাগত অনেক দানব সৈন্য যে মূর্চ্ছিত, অচৈতন্য এবং জীবনশূন্য হইবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এখানে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোনও কোনও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত টীকাকার এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে যেরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কৃত টীকা গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিল কিরূপে? সুপ্রসিদ্ধ শান্তনবী টীকাকার লিখিয়াছেন,—"চণ্ডিকাশরীরাদ্ধি নির্গতা যা শক্তিঃ শিবং হতমকরোৎ সা শিবদূতী নাম দেবতা অভিদূষিতা দুষ বৈকৃত্যে বৈকৃত্যমবিবেকঃ।" নাগোজীভট্ট, শ্লোকের ঐরূপ অর্থ না করিয়া লিখিয়াছেন,—"শিবদূত্যভিদূষিতাঃ, ইতি তৃতীয়াসমাসঃ। প্রাপিতমূর্চ্ছা সা শিবদূতী ॥" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—"কেচিদসুরাঃ চণ্ডাট্টহাসৈরত্যদ্ভুতমহাহাসৈঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ শিবদূত্যা অভিদূষিতাঃ হৃতপরাক্রমাঃ মূর্চ্ছিতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ তাংশ্চ পতিতান্ সা শিবদূতী অনন্তরং তদা চখাদ খাদিতবতী ॥" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে "শিবদূত্যভিদূষিতাঃ"শব্দের অর্থে "শিবদূত্যা হৃতপরাক্রমাঃ মূর্চ্ছিতাঃ" যে লিখিত হইয়াছে, তাহাই স্থানোপযোগী অর্থ হইতে পারে এবং এজন্য এখানে তাহাই গ্রহণ যোগ্য। অসুর সৈন্যগণ অভিদূষিত হইয়াছিলেন অর্থে দুষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছিলেন, এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে। দেবী শিবদূতীর ভীষণ অট্টহাস্য শুনিয়া অনেক অসুরসৈন্য ভয়ে অবসন্ন এবং ভগ্ন উৎসাহ হইয়াছিলেন। অনেক যোদ্ধা কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ দিশেহারা হইয়াছিলেন, কেহ বা মৃত্যু দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সেই অর্দ্ধমৃত অসুরসৈন্যগণকে ধরিয়া দেবী ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য অসুরসৈন্য আরও ভয়াকুল হইয়াছিলেন। ৪৭৭ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্দ্ধে, দেবী শিবদূতী কর্ত্তৃক এই ভাবে অসুর সৈন্য ভক্ষণের ভয়ঙ্কর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে (৪৮৩)।

---

(৪৮৩) রণক্ষেত্রে মুহুর্মুহু বিকট শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে সবল হৃদয় বীরপুরুষগণও অনেক সময়ে যে অবসন্ন হইয়া পড়েন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অল্পদিন পূর্ব্বের য়ুরোপের জর্ম্মান ফরাসী মহাযুদ্ধে অবিরত কামানের ধ্বনিতে তথাকার সৈন্যগণের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনাতে পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মান ভাষাতে লিখিত ঐ যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ দেশের ইতিহাস গ্রন্থেও এ প্রমাণের অপ্রতুল নাই। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ সময়ে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে বাদিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ হইতে উৎপন্ন নাদ মাত্র শুনিয়াই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দলবল সকলে অর্থাৎ তাঁহার দলের যোদ্ধৃগণ এবং সৈন্যগণ সকলেই ক্ষণকালের জন্য অচেতন প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদ্রষ্টব্য)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম সহিত স্কটল্যাণ্ড বাসিগণের কিলিই-ক্রান্‌-কিই নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ দেশের একজন ভবিষ্যৎ বক্তা এইরূপ "ভবিষ্যৎ বাণী" করিয়াছিলেন যে সৈন্যবল যে পক্ষেরই যত থাকুক না কেন, এই যুদ্ধে যে দলের যুদ্ধ নিনাদ (War-cry) সুদূর স্থান হইতে অধিক সুস্পষ্ট শুনা যাইবে, সেই পক্ষ নিঃসন্দেহ যুদ্ধজয়ী হইবেন। ইহা শুনিয়া স্কটল্যাণ্ডের সেনাপতি ভাইকাউন্ট্ দণ্ডী, তাঁহার সৈন্যবল অধিক থাকায় হাস্য করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সৈন্যদল অল্প থাকিলেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অধিক উচ্চৈঃস্বরে জয় নিনাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেনাপতি দণ্ডী জয় লাভ করিবেন, এমন সময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সৈন্যগণ হস্তে স্থিত জয়কে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। (স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

এখনও সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য বলিয়া পরিচিত য়ুরোপের অনেক দেশের যোদ্ধৃগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই এক একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের সৈন্যগণ "সেণ্ট জর্জ্জ" বলিয়া চিৎকার করেন। স্পেনের সৈন্যগণ "স্যান জাগো" এবং ফরাসীদেশের সৈন্যগণ "মোণ্ট জোই সেণ্ট ডেনিস্" বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের এই সকল চিৎকারকে War cry বলা হয়। "ওয়ার ক্রাই" বা "যুদ্ধনাদ" সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এখনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। পশু পক্ষীকেও শিকার ধরিবার সময়ে গর্জ্জন করিতে দেখা যায়। পুরাকালের যুদ্ধক্ষেত্রে দেবদানবগণও মানবের ন্যায় সিংহনাদ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। চণ্ডীগ্রন্থের ৫২৮ সংখ্যক শ্লোকে শুম্ভাসুরের সিংহনাদে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইয়াছিল, বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ সময়ে দেবী চণ্ডিকার মুখ হইতে নিঃসৃত হুঙ্কার নিনাদে মহিষাসুরের সেনানায়ক চামর অসুরের নিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্রকে দেবী নিস্তেজ করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। তন্ত্রে "হুং" শব্দকে ক্রোধবীজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"ব্যোমস্থং তালজজ্ঘাস্থং নাদবিন্দুবিভূষিতম্। কূর্চ্চং কালো মহাকালঃ ক্রোধবীজং নিরঞ্জনম্॥"

দেবীর "হুং" নাদ "হুঙ্কার" নিনাদ, গর্জ্জন, অট্টহাস্য সমস্তই দেবীর একই উদ্দেশ্য সাধক কার্য্য। এজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী শিবদূতীর অট্টহাস্যকে এখানে তাঁহার "যুদ্ধনাদ" বলিয়া মনে করিতে বাধা নাই। দেবীবাহন সিংহের সম্মুখে বন্য মার্জ্জার উপস্থিত হইয়া লেজ স্ফীত করিয়া গর্জ্জন করিলে, সিংহের যদি হাস্য করিবার অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে, এ সময়ে সিংহ যেরূপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন, দেবী শিবদূতীর পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত অসুর সেনাপতিগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠাও বিচিত্র নহে। দেবীর উচ্চ হাস্যেরই নামান্তর "অট্টহাস্য"। মহাদেব এবং দেবী কালিকা ভিন্ন অন্য কাহারও হাস্যকে "অট্টহাস্য" বলা হয় না। যাহা হউক, "যুদ্ধনিনাদ" হউক বা উপেক্ষার উচ্চহাস্যই হউক, দেবীর এই বিকট অট্টহাস্যের ফলে, শুম্ভনিশুম্ভের প্রেরিত অসুর সৈন্যগণ যে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত সত্য। (৪৭৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ ॥৪৮০॥

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥৪৮১॥

কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥৪৮২॥

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥৪৮৩॥

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥৪৮৪॥

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতা সহস্রশঃ ॥৪৮৫॥

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥৪৮৬॥

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্‌ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥৪৮৭॥

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥৪৮৮॥

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪৮৯॥

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্জতশোঽসুরাঃ ॥৪৯০॥

তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৪৯১॥

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৪৯২॥

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥৪৯৩॥

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৪৯৪॥

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্ ॥৪৯৫॥

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্ ॥৪৯৬॥

ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্ ॥৪৯৭॥

যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ ॥৪৯৮॥
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্।
দেবী শূলেণ বজ্রেণ বাণৈরসিভি ঋষ্টিভিঃ ॥৪৯৯॥
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ ॥৫০০॥
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ ॥৫০১॥
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥৫০২॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
রক্তবীজবধঃ ॥

---

৪৮০ হইতে ৫০২ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ইঁহার শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হওয়া মাত্র, সেই ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে তৎপ্রমাণ অপর অসুর উৎপন্ন হয়। সেই মহাসুর গদাহস্তে ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐন্দ্রী নিজ বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। কুলিশ অস্ত্রে বিক্ষত রক্তবীজের দেহ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে তাঁহার ন্যায় আকৃতি এবং পরাক্রমবিশিষ্ট যোদ্ধৃবৃন্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর হইতে যে পরিমাণ রক্তবিন্দুসমূহ ভূমিতে পতিত হইল, তৎসদৃশ বীর্য্য, বল ও পরাক্রম বিশিষ্ট সেই পরিমাণ পুরুষ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সমস্ত রক্তসম্ভূত পুরুষ মাতৃকাশক্তিগণের সহিত সেখানে অত্যুগ্র শস্ত্রপাতদ্বারা অতি ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার বজ্রপাতে যখন রক্তবীজের মস্তকে ক্ষত

হইল এবং তাহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে সহস্র সহস্র অসুর পুরুষ উৎপন্ন হইল। যুদ্ধে বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রের দ্বারা আঘাত করিলেন এবং ঐন্দ্রীও সেই অসুরেশ্বরকে গদাদ্বারা আঘাত করিলেন। বৈষ্ণবীর চক্রে বিদারিত (রক্তবীজ মহাসুরের) রক্তস্রাবসম্ভূত তৎপরিমিত সহস্র সহস্র মহাসুরদিগের দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। রক্তবীজ মহাসুরকে কৌমারী শক্তি-অস্ত্রদ্বারা, বারাহী অসিদ্বারা, মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা আঘাত করিলেন। সেই রক্তবীজ মহাসুরগণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সকল মাতৃকাকেই পৃথক্ ভাবে আঘাত করিল। শক্তিশূলাদিদ্বারা বহুপ্রকারে সেই আহত রক্তবীজের (শরীর হইতে) ভূমিতে যে রক্তপ্রবাহ পতিত হইল, তাহা হইতে শত শত অসুর উৎপন্ন হইল। অসুররক্তসম্ভূত সেই সমস্ত অসুর দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইল। সেই সমস্ত অসুর হইতে দেবতাগণ অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন। চণ্ডিকা সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া, ত্বরান্বিতা হইয়া, কালিকাকে বলিলেন, হে চামুণ্ডে তুমি তোমার বদন বিরাট ভাবে বিস্তার কর। আমার শস্ত্রপাতসম্ভূত রক্তবিন্দু সকল এবং রক্তবিন্দু হইতে জাত মহাসুর সকল তুমি বেগে তোমার এই মুখের দ্বারা গ্রহণ কর। তদুৎপন্ন মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি রণক্ষেত্রে বিচরণ কর। এই ভাবে এই দৈত্য ক্ষীণ-রক্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তোমাদ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকিলে এই উগ্র অসুরগণ এবং অপর কেহ পুনরুৎপন্ন হইবে না। সেই কালিকাদেবীকে এই কথা বলিয়া, দেবী কৌশিকী সেই রক্তবীজকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন এবং কালী মুখদ্বারা রক্তবীজের রুধিরপান করিলেন। অনন্তর রক্তবীজ সেই যুদ্ধে গদাদ্বারা চণ্ডিকাকে প্রহার করিলেন। সেই গদাপ্রহার দেবীর বিন্দুমাত্রও বেদনা জন্মাইতে পারিল না। অসুরে আহত দেহের যেখান হইতে বহু রক্ত ক্ষরিত হইল, সেখান হইতেই চামুণ্ডা সেই শোণিত মুখদ্বারা নিঃশেষে পান করিতে লাগিলেন। এই দেবীর মুখে অসুররক্তপাত হইতে যে সমস্ত মহাসুর উৎপন্ন হইল, চামুণ্ডা দেবী তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজের শোণিতও পান করিলেন। অতঃপর এই ভাবে রক্তবীজের রক্ত চামুণ্ডা পান করিতে থাকিলে, দেবী রক্তবীজকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি এবং ঋষ্টিপ্রভৃতি-দ্বারা নিহত করিলেন। হে রাজন্! সেই রক্তবীজ মহাসুর শস্ত্রসমূহদ্বারা আহত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে রক্তশূন্য হইয়া পতিত হইল। হে রাজন্! অনন্তর সেই সকল দেবতা এবং তাঁহাদের মাতৃগণ অতুলনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং মাতৃগণ যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত দর্শনে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রক্তবীজবধ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৪৮০ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত স্থানে--চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের এই ২২টি শ্লোকে—রক্তবীজ দেহের রক্তধারা হইতে সমুৎপন্ন রক্তবীজসমতুল্য যোদ্ধা কোটি কোটি রক্তবীজ মহাসুরের সহিত মাতৃগণের মহাযুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে, এই যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া, সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে (৪৯১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এরূপ স্থলে এই বিশাল রণক্ষেত্রে রক্তবীজ জাতীয় অসুরগণের সহিত কেবল অষ্ট মাতৃকার, চণ্ডিকার এবং চামুণ্ডাদেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। এই পৃথিবীব্যাপি রণক্ষেত্রে, যুদ্ধার্থে কোটি কোটি মাতৃকাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, মনে করিতে হইবে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে পরিস্কার ভাষাতে এরূপ বর্ণনা না থাকিলেও, স্থান কালের এবং যুদ্ধের অবস্থানুসারে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। কোটি কোটি মাতৃকাদেবী যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে অনেক বার উপস্থিত হইয়া শত্রুগণ সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, ৪৬৮ সংখ্যক টীকাতে উদ্ধৃত পুরাণ উক্তিতে তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। ৪৮৯ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যাসময়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য মাতৃকাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ৪৮৯ সংখ্যক শ্লোকের এবং তৎপরবর্ত্তী ৪৯৮ সংখ্যক শ্লোকে কথিত চামুণ্ডাদেবীর মুখমধ্যে উৎপন্ন অসুরগণ সম্বন্ধে এবং ৫০২ সংখ্যক শ্লোকে কথিত মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া মাতৃগণের রণ ভূমে নৃত্য করা সম্বন্ধে টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ যে অতিশয় ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভুল সংশোধনজন্য দুই চারিটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার এখানে প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট শ্লোকের অর্থব্যাখ্যাসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এজন্য যুদ্ধ বর্ণনা ঘটিত সাধারণ বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ৪৮৯ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য রহিয়াছে তাহাই এক্ষণে নিবেদন করিতেছি,—

৪৮৯ সংখ্যক শ্লোকের যেরূপ বিচিত্র অর্থ প্রদান করিয়া কোনও কোনও চণ্ডী ভাষ্যকার ও টীকাকার তাঁহাদের উক্তিতে অনিচ্ছাকৃত করুণ ও হাস্য রসের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ অন্যত্র অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় (৪৮৪)। "স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎপৃথক্"।

---

(৪৮৪) দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-অংশে এই শ্লোকের যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বাক্যের টীকাকারগণপ্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, রক্তবীজ, মাতৃগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গদাদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, বলিতে হইলে, মাতৃগণকে এক স্থানে সমবেত ছাগ মেষাদি পশুপালের ন্যায় আত্মরক্ষাতে অক্ষম, অতি হীন, ক্ষীণ জীবের স্তরে নামাইয়া আনয়ন করিতে হয়। কারণ একটি একটি করিয়া ধরিয়া পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অনুকরণে পৃথক্ ভাবে বেত্রাঘাত করা কেবল এইরূপ স্থানেই সম্ভবপর হয়।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থলেখক মহর্ষি এরূপ কদর্য্য ভাবকে বিজড়িত করিয়া যে মাতৃকাদেবীগণ সম্বন্ধীয় এই শ্লোকটি রচনা করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। টীকাকারগণের এরূপ অযথা অর্থকে আশ্রয় না করিয়া, এখানে আমাদের এইরূপ সরল অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে যে,—রক্তবীজের দেহ হইতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রক্তধারা হইতে যে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই সকল রক্তবীজ, প্রত্যেকেই, হস্তে এক একখানি গদা লইয়া, প্রত্যেক মাতৃকাদেবীর সম্মুখীন হইয়া, গদাদ্বারা তাঁহাদিগকে আহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এখানে কেহ কেহ এরূপ একটি আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন,—আলোচ্য শ্লোকে দৈত্য শব্দ একবচন থাকায়, এক রক্তবীজ ভিন্ন বহু রক্তবীজকে এখানে আনয়ন করা যাইতে পারে না। এরূপ আপত্তিকারিগণকে ব্যাকরণসূত্র "জাতাবেকবচনম্" স্মরণ করিতে বলা যাইতে পারে। "কুসুমস্য সৌরভেন কাননমামোদিতম্" এরূপ কাব্যের ভাষায় কুসুমশব্দে একবচন থাকিলেও তাহাকে বহু বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ এস্থানে দৈত্যশব্দে রক্তবীজদৈত্যকুলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮৪ সংখ্যক শ্লোকে, রক্তবীজের রক্তসম্ভূত রক্তবীজ অসুরগণের সহিত মাতৃগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভের কথা লিখিত থাকায়, প্রত্যেক মাতৃকা দেবীকে পৃথক্ করিয়া দণ্ডায়মানা করিয়া, রক্তবীজ গদাঘাত করিতেছিলেন, এরূপ অর্থ কল্পনার মধ্যে আনয়ন করাও সঙ্গত নহে। এখানে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে,—রক্তবীজ

এই,—"তখন সেই মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধসমুদ্দীপিত হইয়া গদাদ্বারা প্রত্যেক মাতৃশক্তিকে পৃথক্ ভাবে আহত করিল। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে এইরূপ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে,—"স চ রক্তবীজো দৈত্যোঽপি কোপসমাবিষ্টঃ সন্ সর্ব্বা এব মাতৃঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং অহনৎ তাড়িতবান্ ত্রাতীতিবৎ গণব্যত্যয়াৎ হন্তেঃ শঙ্, যতো মহাসুরঃ দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ উচিত পদোপন্যাসঃ।"

"স চাপি রক্তবীজো মহাসুরঃ দৈত্যঃ কোপসমাবিষ্টো ক্রোধানলজ্বালাকুলঃ সন্ গদয়া আয়ুধেন সর্ব্বা এব মাতৃঃ ব্রহ্মাণ্যাদিশক্তীঃ পৃথক্ প্রত্যেকমহনদতাড়য়ৎ।" (শান্তনবী টীকা)

একটি একটি করিয়া গণনা করিয়া মাতৃকাদেবীকে এক একটি পৃথক্ গদাঘাতে ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিয়া চলিতেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্থিতা অন্যান্য মাতৃকাদেবীগণ তাহা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন এবং কালিকাদেবীও তাহা দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, এরূপ অসম্ভব দৃশ্য এ যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী নহে। যুদ্ধ বর্ণনার বহু স্থানে দেখা যায়, অসুর যোদ্ধৃগণ অস্ত্রশূন্য হইলে, অবশেষে মুদ্গর বা গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। (৫৬১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এ দৃষ্টিতে অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে, রক্তবীজের রক্ত হইতে সমুদ্ভব অসংখ্য রক্তবীজ, এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা অসংখ্য মাতৃকাদেবী সম্মুখে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই হস্তে গদা লইয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এক একটি রক্তবীজ এক একটি মাতৃকাদেবী সহ গদা হস্তে লইয়া পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে, এই সকল রক্তবীজের গদাঘাতে একটি মাতৃকাদেবীরও মস্তক ভগ্ন হইবার কথা নাই, কিম্বা তাঁহাদের ভূতলে পতনের কথাও নাই। পক্ষান্তরে, অসুরগণের এই সকল গদার প্রহার দেবীগণের দেহে যাইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গদাসহ রক্তবীজযোদ্ধৃগণ দেবী কালিকার বিরাটব্যাদানবদনমধ্যে গৃহীত হইয়া সে স্থানে নিরুপদ্রব মহানিদ্রার সুখ আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই পুরাণের উক্তিমূলে জানিতে পারা যাইতেছে।

অসুরসৈন্য সকল চারিদিকে পলায়ন করিতেছেন, দেখিয়া ক্রোধে কম্পিত মহাসুর রক্তবীজ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; তখন ঐন্দ্রী মাতৃকা তাঁহার প্রতি বজ্রাঘাত করিলেন। বজ্রাঘাত করিবামাত্র রক্তবীজের শরীর হইতে নিঃসৃত রক্তধারা হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহারা রক্তবীজের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবী মাতৃকা চক্রাঘাতে, মাহেশ্বরী মাতৃকা ত্রিশূলাঘাতে এবং অন্যান্য মাতৃকাদেবী নিজ নিজ অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজগণকে নিহত করিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত রক্তধারাতে উৎপন্ন অসংখ্য রক্তবীজে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ ভীত হইলেন। তখন চণ্ডিকা, চামুণ্ডাদেবীকে বদন বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত রক্তবীজদেহের শোণিত মুখে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ৪৯২ এবং পরবর্ত্তী ৪৯৩ এবং ৪৯৪ সংখ্যক শ্লোকে চামুণ্ডা দেবী প্রতি চণ্ডিকাদেবীর এই সংক্রান্ত উপদেশ উক্ত হইয়াছে। এই স্থানের বর্ণনাতে যে দুই একটি বিষয় অপরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহা কোন টীকালেখক বা ভাষ্যলেখক পরিস্কার করিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া, অসংখ্য কোটি রক্তবীজ এক্ষণে উপস্থিত, অতএব এ সময়ে সমস্ত পৃথিবী রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে এবং এই

পৃথিবীব্যাপি রণক্ষেত্রে অসংখ্য মাতৃকাদেবী অসংখ্য রক্তবীজ সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন, এখানে মনে করিতে হইবে। এ অবস্থাতে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কিম্বা পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া, চামুণ্ডাদেবী সমস্ত রক্তবীজদেহনিঃসৃত রক্ত পান করিবেন কিরূপে ? এ প্রশ্নের এক মাত্র এই উত্তর হইতে পারে যে,—"বিস্তরং বদনং কুরু" অর্থে এখানে চামুণ্ডাদেবীর পৃথিবীব্যাপক মুখব্যাদান করা কিম্বা পৃথিবীব্যাপক জিহ্বা বিস্তার করিবার অনুরোধ তাঁহার প্রতি করা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে, দেবী চামুণ্ডার পৃথিবীব্যাপক জিহ্বা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বিশ্বব্যাপক দেহ বিস্তার করিবারও প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহার এরূপ বিরাট মূর্ত্তি চিন্তাতে ধারণা করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, কাজেই টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ আলোচ্য শ্লোকের এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু দেবীর ইহা হইতেও ভয়ঙ্কর এবং বিরাটরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বে অবতীর্ণ হইবার বর্ণনা নানা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৪৮৫)। এ অবস্থাতে দেবী চামুণ্ডার বিশ্বব্যাপি বদন

---

(৪৮৫) শুম্ভনিশুম্ভবধযুদ্ধক্ষেত্রে দেবী চণ্ডিকা যে ভীষণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বর্ণনার ইহাই চূড়ান্ত সীমাস্থল মনে করিতে হইবে না। ইহা হইতেও বিরাট্ বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রমত্ত মাতৃকা দেবীগণসহ তিনি রক্তপূর্ণ নর-কপাল-পানপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে আরও অনেকবার অনেক সময়ে যে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এবং তাঁহার সহচারিণী মাতৃকাদেবীগণের ঐরূপ ভীষণ ক্রিয়া ঘটিত কিঞ্চিৎ বর্ণনা স্কন্দপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা। মুক্তকেশী বিশালাক্ষী কৃশগ্রীবা কৃশোদরী ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী। বৃশ্চিকৈরগ্নিপুঞ্জাভৈর্গোনসৈশ্চ বিভূষিতা ॥
ত্রৈলোক্যং পূরয়ামাস বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ। ভাস্বরাঙ্গা তু সংবৃত্তা কৃষ্ণসর্পৈককুণ্ডলা ॥
চিত্রদণ্ডোদ্যতকরা ব্যাঘ্রচর্ম্মোপসেবিতা। ব্যবর্দ্ধত মহারৌদ্রা জগৎসংহারকারিণী ॥

* * * * * * * *

জাতাট্টহাসা দুর্নাসা বহ্নিকুণ্ডসমেক্ষণা। প্রোদ্যৎকিলকিলারাবা দদাহ সকলং জগৎ ॥

* * * * * * * *

তত্র রৌদ্রোৎসবে জাতা রুদ্রানন্দবিবর্দ্ধিনী। বিহিংসমানা ভূতানি চর্ব্বমাণাচরানপি ॥
তত্তদ্‌গন্ধমুপাদায় শিবারাববিরাবিণী। গলচ্ছোণিতধারাভিমুখা দিগ্ধকলেবরা ॥
চণ্ডশীলাভবচ্চণ্ডী জগৎসংহারকর্ম্মণি। * * * *
একাপি নবধা জাতা দশধা দশধা তথা। চতুঃষষ্টিস্বরূপা চ শতরূপাট্টহাসিনী ॥
জজ্ঞে সহস্ররূপা চ লক্ষকোটিতনুঃ শিবা। নানারূপায়ুধাকারা নানাবাদনচারিণী ॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্তার কার্য্য কিছুমাত্র বিস্ময় জনক বলা যাইতে পারে না। দেবী চামুণ্ডার বিশ্বব্যাপি বদন মধ্যে নূতন রক্তবীজ উৎপত্তির কথা লইয়া কোনও কোনও টীকাকার বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪৮৬)। পৃথিবীতে রক্তবীজের দেহ নিঃসৃত রক্ত পড়িলে তাহা হইতেই নব রক্তবীজ উৎপন্ন হইবার কথা, সে স্থলে ৪৯৮ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চামুণ্ডার মুখ মধ্যে রক্তবীজ উৎপন্ন হইবার যে কারণ টীকাকারগণ প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ যোগ্য নহে। উহার কারণ নির্ণয় চেষ্টা অনাবশ্যক (৪৮৭)।

এবংরূপাভবদ্দেবী শিবস্যানুজ্ঞয়া নৃপ। দিক্ষু সর্ব্বাসু গগনে বিকটায়ুধশীলিনঃ॥
রুন্ধতো নশ্যমানাংস্তান্ গণা মাহেশ্বরাঃ স্থিতাঃ। বিচরন্তি তয়া সার্দ্ধং শূলপট্টিশপাণয়॥
ততো মাতৃগণাঃ কেচিদ্বিনায়কগণৈঃ সহ। ব্যবর্দ্ধন্ত মহারৌদ্রা জগৎসংহারকারিণঃ॥
ততস্তস্যা ব্যবর্দ্ধন্ত দংষ্ট্রাঃ কুন্দেন্দুসন্নিভাঃ। যোজনানাং সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ॥
দংষ্ট্রাবলিঃ কররুহাঃ ক্রুরাস্তীক্ষ্ণাশ্চ কর্কশাঃ। বিয়দ্দিশো লিখন্ত্যেব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্॥
তস্যা দষ্ট্রাভিসম্পাতৈশ্চূর্ণিতা বনপর্ব্বতাঃ। শিলাসঞ্চয়সঙ্ঘাতা বিশীর্য্যন্তে সহস্রশঃ॥
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো গন্ধমাদনঃ। মাল্যবাংশ্চৈব নীলশ্চ শ্বেতশ্চৈব মহাগিরিঃ॥
মেরুমধ্যমিলাপীঠং সপ্তদ্বীপঞ্চ সার্ণবম্। লোকালোকেন সহিতং প্রাকম্পত নৃপোত্তম॥

* * * * * * * *

রুধিরোদ্গারশোণাঙ্গী মহামায়া সুভীষণা। পিবন্তী রুধিরং তত্র মহামাংসবসাপ্রিয়া॥
কপালহস্তা বিকটা ভক্ষয়ন্তী সুরাসুরান্। নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ বিপরীতা মহারবা॥" (স্কন্দপুরাণ)

চণ্ডিকাদেবীর ঐ রূপ বর্ণনার নিকটে রক্তবীজবধযুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা চণ্ডিকার রৌদ্রমূর্ত্তিকে কোমলাতিকোমল বলা যাইতে পারে।

(৪৮৬) মুখে। অস্যাঃ কাল্যাঃ মুখে রক্তপাতাৎ যে মহাসুরাঃ সমুদ্ভূতাঃ সমুৎপন্নাঃ চামুণ্ডা তানসুরান্ চখাদ। অথ অনন্তরং তস্য শোণিতং চ পপৌ পীতবতী। অত্র যদ্যপি ক্ষিতাবেব রক্তপাতাৎ অসুরোৎপত্তেরুক্তত্বান্মুখে রক্তপাতাদসুরোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, তথাপি মূলপ্রকৃত্যংশভূতায়াং তস্যাং সকলকার্য্যাণাং সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানাৎ পৃথিব্যামেব রুধিরপাতোঽবিরুদ্ধঃ, অতএব মুখস্য পার্থিবত্বাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ। (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

(৪৮৭) তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার প্রভৃতির প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, দেবী মুখের মধ্যে রক্তবীজের রক্তে নব নব রক্তবীজ উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক, যেহেতু ৪৯৮ সংখ্যক শ্লোকে কিম্বা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের অন্য কোন শ্লোকে, দেবীমুখমধ্যে রক্তবীজজাতীয় অসুর উৎপত্তির কথা আদৌ লিখিত হয় নাই। অসুর উৎপত্তির কথামাত্র লিখিত আছে। পুরাণে নানা জাতীয় অসুরের উল্লেখ আছে। দেবী কালিকার জিহ্বাতে পঞ্চভূতের অন্তর্গত ক্ষিতির অংশ আছে, অতএব তাহাতে রক্তবীজের রক্ত পড়িবা মাত্র নব রক্তবীজ জন্মিতে পারে, এইরূপ বৃথা যুক্তি ধরিয়া

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪৯৯ সংখ্যক শ্লোকেবর্ণিত হইয়াছে, যে রক্তবীজের রক্ত চামুণ্ডা আনন্দে পান করিতেছিলেন, দেবী শূল, বজ্র এবং বহুবাণ, বহুশর, বহু অসি এবং বহু ঋষ্টি অস্ত্রাদি দ্বারা সেই রক্তবীজকে নিহত করিয়াছিলেন। এখানে এই শ্লোকের "দেবী" শব্দ কোন দেবী উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কেহ লিখিয়াছেন কৌশিকীদেবী, কেহ লিখিয়াছেন চণ্ডিকাদেবী, কেহ লিখিয়াছেন কালিকাদেবীকে এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে (৪৮৮)।

চিন্তা করিতে উপস্থিত হইলে, কালিকার জিহ্বা বিস্তার করিয়া তদুপরি রক্তবীজের রক্ত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা একেবারেই বৃথা হইয়া যায়। কারণ মাটিতে ও দেবীর জিহ্বাতে নূতন রক্তবীজ উদ্ভব হইবার সমান-অধিকার থাকিলে জিহ্বা বিস্তার করিয়া রক্তবীজের রক্ত গ্রহণ করিবার কোনই সার্থকতা থাকে না। স্মরণ করিতে হইবে, আলোচ্য শ্লোকে দেবীর মুখ মধ্যে অসুর উদ্ভব হইবার কথা বলা হইয়াছে, রক্তবীজ উদ্ভবের কথা বলা হয় নাই। অন্য অসুর উৎপন্নের জন্য দেবীর মুখে মৃত্তিকা খুজিয়া বাহির করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। দেবীর জিহ্বাতে জড়িত লালা হইতে নূতন এক প্রকার অসুর উৎপন্ন হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। মানুষের মুখে, দন্তপার্শ্বে, জিহ্বামূলে, কণ্ঠে কত কোটি কোটি কীটাণু প্রতিনিয়ত জন্মিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান গ্রন্থে ইহাদের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা গ্রন্থে দেখা যাইতেছে, ডিপথিরিয়া (Diptheria) রোগে আক্রান্ত মানুষের জিহ্বামূলে এবং কণ্ঠনালিতে Klebe Lobber Bacillus নামক এক প্রকার কীটাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দন্তমূলের পাইওরিয়া (Pyorrhea) পীড়াতে Streptcoccus এবং Staphylococcus নামক এক জাতীয় কীটাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার মুখের লালাতে উৎপন্ন হইয়া কতক উদরস্থ এবং কতক মুখের নিষ্ঠীবন সহিত বহির্গত হইয়া বিনষ্ট হয়। মানব দেহে উৎপন্ন কীটাণুর আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ৪৬৬ সংখ্যক টীকাতে প্রদান করা হইয়াছে। মানুষের মুখের মধ্যে কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দর্শনীয় লক্ষ লক্ষ বিকটাকার আকৃতি বিশিষ্ট কীটাণু উৎপন্ন হইয়া যদ্যপি তন্মুহূর্ত্তেই তাহারা লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিতে পারে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী চামুণ্ডার মুখ মধ্যে অসুর নামে খ্যাত আর এক শ্রেণীর জীবের উৎপত্তির এবং বিনাশের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেখিয়া কাহারই বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

এখানে কাহারও মনে এমন একটা চিন্তা উঠিতে পারে যে, এক দেবীর মুখ হইতে অন্য দেবীর উদ্ভব হইলে কোন কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু দেবীর মুখ মধ্যে অসুর উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এ কথার উত্তরে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, নারায়ণের কর্ণ মধ্যে মধুকৈটভ অসুর উৎপত্তির বিবরণ চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথমাংশে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণু অবতার বরাহদেব হইতে ঘোরাদি অসুর উৎপন্ন হইয়া কি ভাবে তাহারা ত্রিলোক বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস কালিকাপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল পৌরাণিক ইতিহাস প্রতি দৃষ্টি করিলে, দেবী কালিকার মুখ মধ্যে জাত অসংখ্য অসুর জন্মমাত্র চণ্ড চর্ব্বণে চূর্ণীকৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবার বর্ণনা চণ্ডীগ্রন্থে দেখিলে বিস্মিত হইবার বিষয় আর কিছুই থাকে না।

(৪৮৮) "দেবী কৌশিকী শূলেন বজ্রেণ বাণৈঃ শরৈঃ অসিভিঃ খড়্গৈঃ ঋষ্টিভিঃ খড়্গবিশেষৈঃ রক্তবীজং জঘান।"
(তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"দেবী চণ্ডিকা শূলেন চক্রেণ।" ইত্যাদি
(শান্তনবী)

তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তই সত্যমূলক, তাহার কারণ, এক দেবীকেই ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকে, ভিন্ন ভিন্ন নামে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ইতি পূর্ব্বে ৪৫২ সংখ্যক টীকাতে শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দেবী শূল, বজ্র, বাণ, অসি, ঋষ্টি প্রভৃতি বহু অস্ত্রদ্বারা রক্তবীজকে নিহত করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য রক্তবীজ উপস্থিত ছিলেন। দেবী কোন্ রক্তবীজকে নিহত করিলেন? সকল রক্তবীজকেই তিনি নিহত করিলেন কি? তাহা হইলে অন্যান্য মাতৃকাদেবী যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কি করিলেন? কালিকাদেবী কি কেবল জিহ্বা বিস্তার করিয়াই নিরস্ত ছিলেন? এইরূপ প্রশ্নসকল অনেকের চিত্তে উদ্ভব হইতে পারে। টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ এই সকল সুকঠিন প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর দানের চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সমস্ত মাতৃকাদেবী এবং কালিকাদেবী এবং চণ্ডিকাদেবী অভিন্না এবং ইঁহারা বিভিন্ন নাম ও মূর্ত্তিধারিণী হইলেও, এখানের শ্লোকে ব্যাকরণের "একবচন" থাকিলেও, এক "দেবী" শব্দে ইঁহাদের সকলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে স্থির করিতে হইবে এবং কেবল এইরূপ স্থির করিলেই অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য মাতৃকাদেবী কর্ত্তৃক বিশ্বব্যাপি রণক্ষেত্রের অসংখ্য রক্তবীজ নিহত হওয়া সম্ভবিতে পারে (৪৮৯)।

---

(৪৮৯) স্কন্দপুরাণে দেখা যাইতেছে, এক সময়ে মহাদেব অসুরগণ সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া, ভক্তিভরে দুই হস্ত সংযুক্ত করিয়া স্তুতি করিতে করিতে, দেবী চামুণ্ডাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই স্তুতিতে দেবীকে "কালী" "মহাকালী" "দুর্গা" "মহামায়া" ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। যথা—

"ততো দেবাঃ স্তুতিং চক্রুঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ। দেবা উচুঃ। জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ভীমরূপে শিবে বিদ্যে মহামায়ে মহোদয়ে।
মহাভাগে জয়ে জম্ভে ভীমাক্ষি ভীমদর্শনে॥ মহামায়ে বিচিত্রাঙ্গি গেয়নৃত্যপ্রিয়ে শুভে।
বিকরালি মহাকালি কালিকে কালরূপিণি॥ প্রাসহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমহস্তে ভয়াননে।
চামুণ্ডে জ্বলমানাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে। শবযানস্থিতে দেবি প্রেতসঙ্ঘনিষেবিতে॥"
"দেবনাথস্মৃতা দুর্গা চামুণ্ডা ভীষণাননা। আয়াতা ভীষণাকারা নানায়ুধবিরাজিতা॥
মহাদংষ্ট্রা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী লম্বকর্ণিকা। আদেশো দীয়তাং দেব কো যাস্যতি যমালয়ম্॥
ঈশ্বর উবাচ। পিবাস্য রুধিরং ভদ্রে যথেষ্টং দানবস্য চ। নিপতদ্রুধির ভূমৌ দুর্গে গৃহ্লীষ্ব মা চিরম্॥
নিহস্রি দানবং যাবৎ সাহায্যং কুরু সুন্দরি। এবমুক্তা তু সা দুর্গা পপৌ চ রুধিরং ততঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

উদ্ধৃত শ্লোকের শেষ চারি পঙ্ক্তিতে দেখা যাইতেছে, নানা অস্ত্র করে ধারণ করিয়া চামুণ্ডা দুর্গা উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন, কাহাকে যমালয়ে পাঠাইতে হইবে আদেশ করুন। আরও দেখা যাইতেছে, এই সময়ে মহাদেব দুর্গাদেবীকে দৈত্যরক্ত পান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫০০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—রক্তবীজ মহাসুর বহু অস্ত্রে আহত এবং নীরক্তদেহ হইয়া অবশেষে ভূতলে নিপতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের পতন হইতেই যেরূপ রামরাবণ-যুদ্ধের অবসান মনে করা হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কার্য্যতঃ পরিসমাপ্তি যেরূপ কর্ণের মৃত্যু হইতেই বিবেচনা করা হয়, সেইরূপ শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধের উপসংহার রক্তবীজবধ সময় হইতেই অনেকে গণ্য করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, রক্তবীজ বধের পরক্ষণ হইতে বুদ্ধিবলশূন্য, সৈন্যবলহীন, অর্থ ও সামর্থ্যে দীন শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুইটি মাত্র ভ্রাতা যে কিছুকাল দেবী সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যে কয়েকটি শ্লোক মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি অল্প, বিশেষতঃ উদ্দীপ্ত বীররসের পরিবর্ত্তে পরাজিতের মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তিতে দেবাসুরযুদ্ধের এই অংশ নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। রক্তবীজের পতন ইতিহাস, সম্মুখ যুদ্ধ করিতে করিতে অসি হস্তে রণক্ষেত্রে অন্য মহাবীরের পতনের ন্যায় বীররস-প্রধান ভাষাতে বর্ণিত হয় নাই। দাবানলমধ্যে পড়িয়া পঙ্গপালদগ্ধ হইবার ন্যায় রক্তবীজ-জাত অসংখ্য রক্তবীজ যোদ্ধা কালিকার মুখ মধ্যে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হইবার বর্ণনা, বীররসের পরিবর্ত্তে নিদারুণ করুণরস-উদ্ভাবক বলা যাইতে পারে। রক্তশূন্য দুর্ব্বল ক্ষীণদেহ ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর ন্যায় রক্তবীজ নীরক্ত হইয়া যে সময়ে ভূতলে ধীরে ধীরে নিপতিত হইলেন, তখন তাঁহার দেহ দূরে থাকুক্, তাঁহার মৃত্যুসংবাদটি পর্য্যন্ত বহন করিয়া শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে লইয়া যাইয়া

একই দেবী, কার্য্য ও কালভেদে, একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বসন, ভূষন, আসন এবং রূপ গ্রহণ করিয়াও যে প্রকটিতা হইয়া থাকেন, নারায়ণকৃত সন্ধ্যারূপা শ্রীদেবীর স্তুতিতে আরও পরিস্কার এবং অতি সুন্দর ভাবে তাহা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণকৃত শ্রীদেবীর এই স্তুতি ভাগবতে অমৃতময় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"নারায়ণ উবাচ। আদিশক্তে জগন্মাতর্ভক্তানুগ্রহকারিণি। সর্ব্বত্রব্যাপিকেঽনন্তে শ্রীসন্ধ্যে তে নমোস্তুতে॥
ত্বমেব সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সরস্বতী। ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তা শ্বেতা সিতেতরা॥
প্রাতর্বালা চ মধ্যাহ্নে যৌবনস্থা ভবেৎ পুনঃ। বৃদ্ধা সায়ং ভগবতী চিন্ত্যতে মুনিভিঃ সদা॥
হংসস্থা গরুড়ারূঢ়া তথা বৃষভবাহিনী॥" (ভাগবত)

উপরে উদ্ধৃত নারায়ণমুখনিঃসৃত এই উক্তিতে আরও জানা যাইতেছে, নারায়ণ, দেবী আদ্যাশক্তিকেই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী মাতৃকারূপে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন।

পুরাণের এই সকল দেব এবং ঋষিবাক্যপ্রতি একটু মনোনিবেশসহ দৃষ্টি করিলে, রক্তবীজবধযুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা চণ্ডিকা, কৌশিকী, কালিকা, অম্বিকা, শিবদূতী, দুর্গা এবং মাতৃগণ যে সকলেই মূলে এক এবং অভিন্না ইহা উপলব্ধি করিতে এবং ইঁহারা সকলেই যে রক্তবীজ-অসুর-কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কালবিলম্ব হয় না।

দেওয়ার উপযুক্ত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে কেহ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু একখানি চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদে দেখা যাইতেছে, শক্তিভক্ত রক্তবীজ, তাঁহার মৃত্যু সময়ে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাঁহার সম্মুখে জননীরূপিণী মহামায়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থে, কিম্বা কালিকাপুরাণে, কিম্বা দেবীপুরাণের কোন স্থানে এরূপ ঘটনার বর্ণনা অনুসন্ধান কৰিয়া আমরা প্রাপ্ত হই নাই। অন্য কোন পুরাণের কোন স্থানে হয়ত থাকিতে পারে নতুবা বাঙ্গালা চণ্ডীমাহাত্ম্য সঙ্কলয়িতা কল্পনা করিয়া ইহা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না (৪৬৬ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। সে যাহা হউক্ মহিষাসুরযুদ্ধ-অবসানে রক্তবীজ পূর্ব্বে একবার যেরূপ পলায়ন করিয়া নিজ জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, এ যুদ্ধক্ষেত্রে সেরূপ করেন নাই ; মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও বীরের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন,—ইহাই তাঁহার বীরত্বপরিচায়ক কার্য্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বারের যুদ্ধে তাঁহার পলায়ন করিবার স্থান ছিল না জানিয়াই তিনি পলায়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার দেহের রক্তের অনুসন্ধানে কালিকাদেবীর জিহ্বাগ্র সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। মহিষাসুর যেমন মৃত্যুসময়ে দেবী চণ্ডিকার পদানত হইয়া অমরবাঞ্ছিতপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহিষাসুরের ভ্রাতা শক্তিসাধক এই মহাসুর রক্তবীজও তাঁহার মৃত্যুসময়ে জননীরূপা মহামায়াকে সম্মুখে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

রণক্ষেত্রে অসুরসেনাপতি রক্তবীজ নিপতিত হইলে, স্বর্গস্থিত দেবতাগণ অতুল হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং রণভূমে প্রমত্ত মাতৃকাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন,—এইরূপ বর্ণনা ৫০১ এবং ৫০২ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকের "তেষাং" শব্দার্থ লইয়াই যত কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। "তেষাং" শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হইতেছে "তাঁহাদের"। পূর্ব্ব পংক্তিতে দেবতা গণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন বলা হইয়াছে, এই কারণে পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির "তেষাং মাতৃগণ" শব্দে তাঁহাদের মাতৃগণ অর্থাৎ দেবতাদের মাতৃগণ অর্থ করাই সঙ্গত ; কিন্তু তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার তাহা না করিয়া "তেষাম্ অসুরাণাম্ অসৃঙ্‌মদোদ্ধতো জাতো মাতৃগণ" অর্থ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত টীকাকার ইহা হইতেও উৎকট আর একটি অর্থ এই সঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই,—"তেষাং ত্রিদশানাং জাতঃ প্রাদুর্ভূতো মাতৃগণঃ অসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ অসৃক্ রক্তং মদ আসব ইব তেনোদ্ধতঃ সন্ ননর্ত্ত।" শান্তনবী লিখিয়াছেন "তেষাং রক্তবীজাদিনাং।" দেবী

ভাষ্যকার এই শ্লোকের কোনরূপ অর্থ প্রদানের চেষ্টা করেন নাই। এই শ্লোকের সহজ সং এবং ব্যাকরণ সিদ্ধ অর্থ "দেবতাদের মাতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিসেন" বলিলে ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী মাতৃকাগণকে ব্রহ্মার পত্নী ইন্দ্রের পত্নী সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন হয়, বিশেষতঃ বিষ্ণুর পত্নী বৈষ্ণবী মাতৃকাদেবী মৃত অসুর দেহ হইতে বিগলিত রক্ত পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অনেকের পক্ষে অতিশয় অপ্রীতিকর, এজন্য এই শ্লোকের অর্থ প্রদানের চেষ্টা হইতে বিরত থাকাই অনেক টীকাকার শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা যদি চিন্তা করিতে পারিতেন, এই শ্লোকের "মদ" শব্দে এখানে "আসব," "সুরা" বা "মদ্য" বুঝিতে হইবে না, রণক্ষেত্রে বিপুল রক্তস্রোত সংদর্শনে রজোগুণাধিক্য হওয়া দেবদানবমানব সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। রজোগুণে প্রদীপ্ত হইয়া দুষ্টদমনজাত হর্ষ এবং রণমত্ততা উপস্থিত হওয়াও স্বাভাবিক। এই ভাবকেই এখানে "মদ" বলা হইয়াছে এবং এই রূপ মদ বা মত্ততা হইতে উদ্ভব যে উদ্ধত ভাব সেই অতি উচ্চভাবে ভাবান্বিত হইয়া দেবী কালিকা রণক্ষেত্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। "মদ" শব্দের এই অর্থ এখানে গ্রহণ করিলে, অনেক গোল পরিস্কার হইতে পারিত(৪৯০)। দেবী কালিকার নৃত্য দেখিয়া

(৪৯০) "মদ" শব্দ হঠাৎ শুনিলেই অনেকের পক্ষে জলবৎ তরল বোতলে পূর্ণ নেসার সামগ্রীবিশেষ স্মরণ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু স্থান কাল পাত্রের অবস্থা এবং শাস্ত্রগ্রন্থলিখিত স্থানের পূর্ব্বাপর বর্ণনাপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের যে সকল টীকাকার, ৫০২ শ্লোকে লিখিত "মদ" শব্দ দেখিয়াই এখানে মাদকতা-উৎপাদক সুরা নিশ্চয় করিয়া মাতৃকাদেবীগণ মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছেন লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তির প্রশংসা এবং বিচার শক্তির নিন্দা না করিয়া থাকা কঠিন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আরও অনেক স্থানে "মদ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার কোন স্থানেই মদ্য অর্থে "মদ" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। (২০৯ সংখ্যক শ্লোকের "মদোদ্ধৃত" এবং ১৪ শ্লোকের "সদামদ" শব্দ দ্রষ্টব্য) আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, তাল, মধু প্রভৃতি নানা বস্তুজাত মদ্য প্রস্তুতের প্রকরণ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রক্ত হইতে মদ্য প্রস্তুতের কথা কোন স্থানেই নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রগ্রন্থে, তন্ত্রে এবং পুরাণে, অনেক প্রকার মদ্যের নামেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু অসুররক্তজাত মদ্য দূরে থাকুক, নররক্তজাত মদ্যের উল্লেখও কুত্রাপি দেখা যায় না। তন্ত্রোক্ত দ্বাদশ প্রকার মদ্যের নাম এই—

"মাধ্বীকং পনসং দ্রাক্ষং খর্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্। মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধুকং নারিকেলজম্॥
মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যানি দ্বাদশৈব চ॥"

এই দ্বাদশ প্রকার মদ্যের কোনটিই অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত এদেশে পুরাকালে দ্রাক্ষাজাত মদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি সকল যাহা দেখা যায় তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমস্ত মাতৃকাগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, মনে করিতে কোনই বাধা নাই। দেবীনৃত্য আর দানবীনৃত্য কিম্বা মানবীনৃত্য এক নহে (৪৯১)। দৈবী-পান-ভোজন-নর্ত্তন

"অপক্বং পনসঞ্চৈব আম্রঞ্চ বদরং তথা। স্থাপয়িত্বা ঘটে নিত্যং দদ্যাদামপয়ঃ পলম্॥
ত্রৈলোক্যবিজয়াঞ্চৈব মাতুলঙ্গং তথৈব চ। সমেহনি ততো দদ্যাৎ সপ্তমাৎ সত্ত্বমীরিতম্॥
দধি মধু ঘৃতঞ্চাপি মাঞ্জিষ্ঠং তিক্তকং তথা। অনুপানে তু দেবেশি দ্রাক্ষমদ্যং সুনিশ্চিতম্॥" (মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র)

আধুনিক বিলাতি মদ্য প্রস্তুত করিতে Distillery (বক যন্ত্রাদি) অনেক আয়োজন অনুষ্ঠান ও উপাদান সামগ্রীর প্রয়োজন হয়; অনাবশ্যকবশতঃ তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল না। কিন্তু এ কথা উল্লেখ করিতে বাধা নাই যে কৃশ্চিয়ান ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও মদ্যের উল্লেখ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রোম গ্রীসের পুরাকালের দেবদেবী-গণ দ্রাক্ষাজাত মদ্য পান করিতেন, তাঁহারা কখনও রক্তজাত মদ্য পান করিতেন বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই। বাইবেলেও দ্রাক্ষাজাত মদ্যেরই উল্লেখ আছে। রক্ত হইতে উৎপন্ন মদ্যের উল্লেখ বাইবেলে, কোরাণে বা কোন দেশের কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে বা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৪৯১) "নৃত্য" শব্দ শুনিলেই নর্ত্তনব্যবসায়ী হাট বাজারের নর্ত্তকীদের নানা রূপ অঙ্গভঙ্গীমূলক একটা অনর্থক কার্য্য সাধারণতঃ আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমরা অনেক সময়ে সেই কারণে নৃত্যমাত্রকেই অল্পাধিক অশ্লীলভাবসমুদ্দীপক কার্য্য জ্ঞানে হীনচক্ষে দেখিয়া থাকি। বস্তুতঃ নৃত্য কেবলমাত্র হাট বাজারের নর্ত্তকীদের নিজস্ব নহে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানের সর্ব্ববিধ শ্রেণীর নরনারীকেই কোন না কোনও অবস্থাতে কোন না কোনও রূপ নৃত্য করিতে বা অন্যের নৃত্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে দেখা যায়। পশুপক্ষিগণকে অনেক সময়ে নৃত্য করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ মানুষের নৃত্যকে মানুষের মনোভাবপ্রকাশক দশ শ্রেণীর নৃত্যে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) আনন্দের নৃত্য। (২) ক্রোধের নৃত্য। (৩) ধর্ম্মাবেশের নৃত্য। (৪) কামভাব-উত্তেজক নৃত্য। (৫) বীরভাবপ্রবর্দ্ধক যুদ্ধের নৃত্য। (৬) বিষাদের নৃত্য। (৭) উন্মত্তের নৃত্য। (৮) ব্যায়ামমূলক নৃত্য। (৯) বিদ্রূপের নৃত্য। (১০) ব্যবসায়ের নৃত্য। যুদ্ধ-অন্তে এক প্রকার নৃত্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে আনন্দের নৃত্যমধ্যেও গণ্য করিতে বাধা নাই। এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করা হইল না। ৫০২ সংখ্যক শ্লোকে কথিত মাতৃকাদেবীগণের নৃত্যকে অনেকে আনন্দের নৃত্য শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন এবং অনেক টীকাকার তদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এই নৃত্য উপরি উক্ত কোন শ্রেণীর নৃত্যমধ্যে গণনীয় হইতে পারে না। মহিষাসুরযুদ্ধাবসানে চণ্ডীমাহাত্ম্যের ২১৭ সংখ্যক শ্লোকে অপ্সরাদিগের যে নৃত্যের কথা আছে তাহাকে তাঁহাদের আনন্দের নৃত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই সময়ের অপ্সরাদিগের নৃত্য আর রক্তবীজনিপাতের পরে মাতৃকাদেবীগণের নৃত্য এক প্রকারের নৃত্য নহে। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যকে যেমন উপরি উক্ত দশ শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর নৃত্যমধ্যে অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে না, সেইরূপ মাতৃকাদেবীগণের নৃত্যকেও দশ শ্রেণীর নৃত্যের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে না। মাতৃকাদেবীগণের এ নৃত্যকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবের এবং সম্পূর্ণ পৃথক্-উদ্দেশ্যসাধক নৃত্য বলা যাইতে পারে। কোন রূপ আখ্যা দিতে হইলে ইহাকে কেবল "মাতৃগণের নৃত্য" আখ্যাই দিতে হইবে। উপরে যে দশবিধ নৃত্যের উল্লেখ করা হইল, সেই সমস্তের প্রকৃতি এবং পরিচয়

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমস্তই অলৌকিক। কাজেই এ সমস্ত, লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিবার বা বুঝিবার চেষ্টা...
ব্রহ্মাণী এবং বৈষ্ণবী মাতৃকা প্রভৃতি যাঁহারা সাধারণতঃ রক্তপানাসক্ত নহেন, বলিয়া অনেকে মনে...

কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলে, মাতৃগণের নৃত্য যে কি, তাহা পরে হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে আমাদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারিবে। এজন্য দশবিধ নৃত্য সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) আনন্দ নৃত্যের পরিচয়, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ২১৭ সংখ্যক শ্লোকে এবং ৫৭৪ সংখ্যক শ্লোকে অপ্সরাদিগের নৃত্যে আমরা পাইতে পারি। (২) ক্রোধের নৃত্য হাটে বাজারে সচরাচর অনেক স্থানেই অনেক সময়ে সাধারণ লোকের আচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) ধর্ম্মাবেশের নৃত্য, ভক্ত চৈতন্যদেব এবং তাঁহার সেবক ও শিষ্যগণ এদেশে প্রচলন করিয়াছিলেন। য়ুরোপের ইতিহাসেও ভক্ত ডেভিড্ আর্কের সম্মুখে ধর্ম্মাবেশের নৃত্য যে কিরূপ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এখনও ইহুদিগণ জেহোবার স্তুতিগীতির সঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকেন। য়ুরোপের অনেক উপাসনা গৃহে এখনও উপাসনাসময়ে নৃত্য করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইষ্টার উৎসব সময়ে এখনও অনেক স্থানে দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া Labergerette নৃত্য করা হইয়া থাকে। রুষিয়াদেশের কোন কোন স্থানের কৃষকগণ অদ্যাপি এ দেশের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ন্যায়, নানারূপ হস্তভঙ্গীর সহিত উপাসনাসময়ে মেরীদেবীর চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া এবং উচ্চৈস্বরে গান গাহিয়া থাকেন। মুসলিম সাধুগণের "দরবেশনৃত্য" অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

(৪) কামভাব-উত্তেজক নৃত্য। এ দেশের "খেম্‌টাওয়ালী" নামে পরিচিতা নর্ত্তকীদের নৃত্য যাঁহারা কখনও দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কামভাব-উত্তেজক নৃত্য যে কি সামগ্রী তাহা বুঝাইয়া বলিবার আর প্রয়োজন নাই। অন্যকে এ নৃত্য বুঝাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আধুনিক সভ্যসমাজ-অনুমোদিত সূক্ষ্ম বসনে অর্দ্ধ আবরিত অশ্লীলতাকে বিজড়িত করিয়া ইদানীং এই কদর্য্য নৃত্য শিক্ষিত সমাজেও প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। কাশীর এক প্রসিদ্ধ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীগণকে নটী-নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক শিক্ষিতের বাড়ীতে কন্যা এবং পুত্রবধূগণকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া খেম্‌টা নাচ শিক্ষাদান করা হয়। সমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উল্লেখ করিয়া সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি ঢাকা সুনীতি সঙ্ঘের অধিবেশনে যে একটি বক্তৃতা দান করিয়াছেন, ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র হইতে তাহার কিঞ্চিৎ, নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"The growing evil amongst our womanhood is the introduction of dancing in educational institutions and places of amusement. In European countries, dancing is a regular institution which has a code of morality and discipline that keep the institution within bounds of decency and propriety. But here in India our sisters imitate more frequently the dark and not the bright and salutary aspects of the art."

আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দেশের অর্দ্ধসভ্য এবং অশিক্ষিত কোল, ভীল, গারো, সাওতাল, আহোম, কুকী প্রভৃতি নরনারীগণমধ্যে কামভাব-উত্তেজক নৃত্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে কেবল বীরনৃত্য এবং হাস্যোদ্দীপক নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক ধর্ম্ম-উপাখ্যানকে জড়িত করিয়া তিব্বত দেশ বাসী এবং ভুটিয়াগণ যে "ডেভিল ডেন্স্" নামে আখ্যাত নৃত্য করিয়া থাকেন, সিকিম পাহাড়ের নানা স্থানে তাহা দেখিবার আমাদের সুযোগ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

...ও কালিকাদেবীর লাস্য নৃত্য দর্শনে তাঁহার সেই নৃত্যসহ যোগদান করাও হইয়াছিল, তাহাতেও অশ্লীলতা মূলক, কামভাব-উত্তেজক কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী আমরা দেখিতে পাই নাই। য়ুরোপের সভ্য সমাজে প্রচলিত Waltz কিম্বা Polka নৃত্যকে কামভাব-উত্তেজক নৃত্য না বলিলেও ক্ষতি নাই। কারণ স্ত্রী পুরুষে গলা ধরিয়া, পরস্পরের পদে পরস্পরকে বিজড়িত করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে পুরুষ নৃত্যকর্ত্তা যখন নারী নৃত্যকারিণীকে শূন্যে উঠাইয়া লইয়া থাকেন, তখন এ দেশের কোন দুর্ব্বলচিত্ত হিন্দু দর্শক সে স্থানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার হৃদয়ে "আতঙ্ককে" আসন দিয়া "কামভাব" ঊর্দ্ধশ্বাসে দূরে পলায়ন করে।

(৫) বীরভাবপ্রবর্দ্ধক নৃত্য। পৃথিবীর অর্দ্ধসভ্য এবং অসভ্য জাতির নরনারীগণমধ্যে এই নৃত্যের প্রভাব এবং প্রচার অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক সময়ে ভারতের পশ্চিমসীমাবাসী বেলুচীদের বীরনৃত্য দর্শন করিবার সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অন্ধকার রাত্রিতে প্রায় পাঁচ বিঘা স্থান বেষ্টন করিয়া একটি নৃত্য-রঙ্গভূমি প্রস্তত করা হইয়াছিল। মধ্যে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে, দূরে, দস্যু আকৃতি প্রায় এক শত বেলুচী বীরপুরুষ লম্বা লাঠী হস্তে অবস্থান করিয়া, বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে, একবার অগ্নিদিকে অগ্রসর, একবার পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং মধ্যে মধ্যে লম্ফ দানের সহিত ভীষণ বীরনাদ করিয়া চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই বীর নৃত্য এবং লম্ফ দর্শনে এবং যুদ্ধনাদ শ্রবণে শান্তি প্রিয় বাঙ্গালীর হৃদয়ও যে ক্ষণ কালের জন্য বীরভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, লেখক স্বয়ং তাহার সাক্ষ্যদান করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানের মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে মহরমাদি উৎসব সময়ে এখনও বীরনৃত্যের কিছু কিঞ্চিৎ অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার "রায়বাস" নামক নৃত্য বীরনৃত্যেরই নামান্তর মাত্র। সুসভ্য নামে পরিচিত য়ুরোপবাসী জন সাধারণ মধ্যে এখনও বীরনৃত্যের সমাদর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও ফরাসী দেশে, বীর নেপোলিয়ান প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে সৃষ্ট Catalan bail বীরনৃত্যের প্রতি সৈনিক বিভাগের অনেক লোকের অনুরক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্শা অস্ত্রের অগ্রভাগে ছিন্ন মুণ্ড সংলগ্ন করিয়া আসামের উত্তর প্রান্তবাসী অসভ্য কুকিগণ যে এখনও বীরনৃত্য করিয়া থাকেন, তাহার বর্ণনা আসামের কোন কোনও রাজকর্ম্মচারীর মুখে শুনা গিয়াছে। ফলতঃ, ভারতের রণক্ষেত্র এবং তৎসহ বীর পুরুষ বিলুপ্ত হইলেও এখনও "বীরনৃত্যের" ছায়া ভারতের বনে জঙ্গলে পল্লী প্রান্তরে মলিন মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বলা যাইতে পারে।

কামভাব-উত্তেজক নৃত্যের প্রতিকূলে যদিও আমরা এখানে অনেক অপ্রিয় কথা বলিলাম, কিন্তু সত্যের সম্মান রক্ষার্থে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি পুরাকালেও এ দেশের লোকের নিকট কামোদ্দীপক নৃত্য অপরিজ্ঞাত ছিল না। পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের অনেক স্থানে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গাধীনে, স্বর্গের অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারের কামোদ্দীপক নৃত্য-অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শুকদেবের তপস্যাভঙ্গের জন্য তাঁহার নিকট সিক্ত বসনে স্বর্গের নর্ত্তকী রম্ভার নৃত্যকে কামোদ্দীপক নৃত্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির নিকট রাজা অজ প্রেরিত পরমাসুন্দরী নর্ত্তকীদের হাবভাবযুক্ত নৃত্যকে কামোদ্দীপক নৃত্য না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। পুরাণে এরূপ অনেক ঘটনার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। রোম এবং গ্রীস্ দেশের প্রাচীন প্রস্তর চিত্রে রাজাদিগের সম্মুখে তদ্দেশীয় অর্দ্ধবিবসনা নর্ত্তকীদের হাবভাবপূর্ণ অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইজিপ্টের পিরামিড্ মন্দিরগাত্রেও এরূপ নগ্না নর্ত্তকী মূর্ত্তির অপ্রতুল নাই। মানব সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকরুচি যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপু অসুরকে হত্যা করিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তিধারী না

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীদের নৃত্য প্রথারও অনেক স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। চীন্, জাপান, ব্রহ্মদেশের আধুনিক নর্ত্তনকারী নরনারীগণের বসন ভূষণ ও নৃত্যকালীন সুমার্জ্জিত হাবভাব এবং অশ্লীলতা বর্জ্জিত নর্ত্তন পদ্ধতি এক্ষণে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত।

(৬) বিষাদের নৃত্য। বিষাদের নৃত্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা কিছু কঠিন। একটি শিশু তাহার হস্তস্থিত অর্দ্ধভুক্ত লাড্ডু হঠাৎ নলের ময়লা জলে পড়িয়া যাইলে, তাহা তুলিতে না পারিয়া সে যখন কাঁদিয়া উঠে, এবং শূন্য হস্তে লাফাইতে থাকে, তখন তাহাকে তাহার বিষাদের নৃত্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

(৭) উন্মাদের নৃত্য। রোগে উন্মত্ত, মদ্যপানে উন্মত্ত এবং ক্রোধে উন্মত্ত লোকের জগতে অপ্রতুল নাই। এই অবস্থাতে মানুষে সময় সময় তালশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য এবং অর্থশূন্য যে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাকেই "উন্মাদের নৃত্য" বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

(৮) ব্যায়ামমূলক নৃত্য। প্রত্যেক প্রকার নৃত্যেতেই দেহের অল্প বিস্তর শ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু যে নৃত্যের প্রধান লক্ষ্য দেহের ব্যায়াম দ্বারা দেহেতে ক্ষুধা সঞ্চার করা, তাহাকেই এখানে ব্যায়ামমূলক নৃত্য নামে আখ্যাত করা যাইতেছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, আহিরাদি জাতির বিবাহ উৎসবে, নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণ প্রত্যূষ হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ময়দানে লম্ফ ঝম্ফ ও নানা প্রকার নৃত্য করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। য়ুরোপিয়ান্ সম্ভ্রান্ত নর নারীগণও ভোজের সহিত "বলনৃত্য" বিজড়িত করিয়া, কিছুক্ষণ টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া, নানাবিধ উপাদেয় বস্তু পান আহার করিয়া আবার তৎপরেই কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়া, বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া, মুখে স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের উদরের ক্ষুধা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন। অনেক বার এইরূপ আচরণ করা হয়। এইরূপ উদ্দেশ্য সাধক নৃত্যের অনুষ্ঠান সভ্য ও অসভ্য অনেক জাতি মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভোজন সময়ে নর্ত্তন দূরে থাকুক, আসনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইবা মাত্র ভোজন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এ কারণ ভোজন সময়ে ব্যায়ামমূলক নৃত্য সুখভোগ হইতে সৃষ্টিকাল হইতে এ দেশের ব্রাহ্মণগণ বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন।

(৯) বিদ্রূপের নৃত্য। বিদ্রূপের নৃত্য এবং উন্মাদের নৃত্য কিয়ৎ পরিমাণে নিকট সম্পর্কিত হইলেও উন্মাদের নৃত্য দায়িত্ববোধশূন্য ও অর্থশূন্য। সে স্থলে বিদ্রূপের নৃত্য অন্যকে বোধদান করিবার জন্য এবং কোনও গভীর কৌতুক বা নিগূঢ় তত্ত্বের শিক্ষাদান অভিপ্রায়কে অন্তর্নিবিষ্ট রাখিয়া উহা সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ দেশের "ভাঁড়ের নৃত্য" এবং বিলাতের "প্যানটোমাইন্" নৃত্যকে ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে।

(১০) ব্যবসায়ের নৃত্য। ব্যবসায়ের নৃত্য উপরি উক্ত সকল প্রকার নৃত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং আদৌ নৃত্য মধ্যে উহা গণনীয় হইবার যোগ্য কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। তাহার কারণ, কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায়ী নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ কর্ত্তৃক প্রয়োজনানুসারে সকল প্রকার নর্ত্তনেরই অনুকরণ করিয়া উহাদের প্রদর্শনদ্বারা লোকতৃপ্তি সম্পাদন ও আপন উদরপুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। যেখানে ব্যবসায়ের সঙ্গে সমাজের মঙ্গলসাধনচেষ্টা মিশ্রিত থাকে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ক্রোধশূন্য ক্রোধের নৃত্য, ধর্ম্মভাবশূন্য ধর্ম্মাবেশের নৃত্য, এবং দুঃখবোধশূন্য বিষাদের নৃত্য প্রদর্শন আর প্রাণশূন্য দেহের নর্ত্তন প্রায় সমান। এজন্য ব্যবসায়ের নকল নৃত্যকে আসল নৃত্য শ্রেণীভুক্ত করা সুকঠিন। তাহা করিতে না পারিলেও এই শ্রেণীর নৃত্য অনুষ্ঠানদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে বলা যাইতে পারে এবং এই কারণে ইহার সমাজ মঙ্গল বা সমাজ অমঙ্গল সাধন শক্তি যে বিপুল ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

মু[illegible]লেন, সেই ভীষণ নৃত্যোতে সে সময়ে পৃথিবী টলটলায়মানা হইয়াছিল। সেই [illegible]রক্ত-পানে, আরক্ত-জিহ্বা ভীষণ নৃত্যকারিণী নৃসিংহ দেবের জননী নারসিংহী মাতৃকা এ রণক্ষেত্রে অন্যান্য মাতৃকাগণ-সহ একবার একটু নাচিয়া থাকিলে বিস্ময়ে আমাদের স্থির-চক্ষু হইবার কোনই কারণ নাই। তাণ্ডব নৃত্যকারী নটরাজ মহেশ্বরের জননী মাহেশ্বরী দেবীর রণ-রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিবার যে পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন ?

আলোচ্য শ্লোকের "মদ" শব্দার্থে মদ্য বা আসব বা সুরা স্থির না করিয়া রজোগুণাধিক্যে সঞ্জাত দৈহিক উচ্ছ্বাস ভাবটিকে এখানে গ্রহণ করিলে এবং সেই ভাবে উত্তেজিত হইয়া মাতৃকা-গণ রণক্ষেত্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন লিখিলে টীকাকারগণ ভাল কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ এই শ্লোকের অযথা অর্থ প্রদান করিয়া দেবগণের বিপুল আনন্দের দিনে, মানবগণের নিরতিশয় নিরানন্দের কারণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবীন পণ্ডিত নাগোজীভট্ট এবং দেবীভাষ্য লেখক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই দুই শ্লোকের কোনরূপ অর্থ প্রদান না করায়, অন্যান্য টীকাকারের প্রাপ্য নিন্দার অংশভাগী আপনাদিগকে তাঁহারা করেন নাই। শান্তনবী টীকাকার লিখিয়াছেন,—"তেন যুদ্ধাবসানে বীরপানং সূচিতম্"। "সাধনসমর" নামক চণ্ডীগ্রন্থের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা গ্রন্থে "বীরপানের পরিবর্ত্তে লিখিত হইয়াছে,—"ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃশক্তিগণও অসৃক্ মদোদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অসৃক্ শব্দের অর্থ রক্ত; তাহাই মদ—হর্ষ বা আনন্দ।" তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন,—"তেষাং ত্রিদশানাং জাতঃ প্রাদুর্ভূতো মাতৃগণঃ অসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ অসৃক্ রক্তং মদ আসব ইব তেনোদ্ধতঃ সন্ ননর্ত্ত।" কেহ বলিয়াছেন, এখানে মাতৃগণ শব্দার্থে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃকাগণকে লক্ষ্যীভূত করা হয় নাই। নিম্নস্তরের মাতৃকা বা যোগিনীগণকেই লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধান্তে তাঁহারাই মদ্য পানে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল উক্তির একটিও আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। রক্ত হইতে সুরা প্রস্তুত হইতে পারে না। পঁচা অন্ন হইতে যে সুরা প্রস্তুত হয় এ যুদ্ধক্ষেত্রে সেরূপ [illegible] প্রস্তুতজন্য সুরা-প্রস্তুত-কারক কেহই উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই মাতৃকাদেবীগণ এক্ষেত্রে অন্ন হইতে প্রস্তুত করা সুরা রক্তসহ পান করিবার অবসরও প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং সেরূপ সুরা পানও করেন নাই এবং তাঁহারা সেরূপ সুরা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্যও করেন নাই। এজন্য "মদ" অর্থে এখানে রজোগুণাধিক্যে চিত্তের যে উচ্ছ্বাস বা উদ্ধত ভাব উপস্থিত হয় এই অর্থ ই গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে।

রক্তবীজবধ-ইতিহাসের শেষ শ্লোকের শেষ বাক্য "উদ্ধত" শব্দের অ... মহজ্ঞানী টীকাকারগণ যেমন পাঠকগণকে নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, এরূপ আচরণ অল্প স্থলেই তাঁহারা করিয়াছেন। এই শ্লোকের "নৃত্য" অর্থে যেমন নটীনৃত্য নহে, "মদ" অর্থে যেমন নেশার সামগ্রী সুরা বা আসব নহে, সেইরূপ এ স্থানের "উদ্ধত" শব্দার্থেও "প্রমত্ত" বা "উন্মত্ত" নহে। শান্তনবী টীকাকার লিখিয়াছেন, "অসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ রুধিরপানমদোৎকটঃ অতএব মত্তো মদঘূর্ণিত মাতৃগণঃ।" আরও অনেক টীকাকার এইরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এখানে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। এখানে "উদ্ধত" শব্দে "উচ্ছলিত" বা "উৎলিয়া উঠা" অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে (৪৯২)।

---

(৪৯২) ৫০২ সংখ্যক শ্লোকের "উদ্ধত"শব্দার্থ ব্যাখ্যা লইয়াও ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ অল্প গোলযোগ সৃষ্টি করেন নাই। "মদ" শব্দার্থ ব্যাখ্যা হইতেও "উদ্ধত"কে তাঁহারা এখানে অধিক অর্থহীন উদ্দেশ্যবিহীন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। "উদ্ধত" শব্দে সচরাচর হিতাহিতবোধহীন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য মানুষকে বুঝায় "উদ্ধত" শব্দে সাধারণতঃ দুর্দ্দান্ত, উৎভ্রান্ত, দুরন্ত, দুর্বিনীত, উচ্ছৃঙ্খলাদি দুষ্ট বা উগ্রভাবপরিজ্ঞাপক অর্থ করা হয়। কিন্তু কালিকাদেবী প্রচণ্ডস্বভাবা বলিয়া পুরাণের নানা স্থানে বর্ণিতা হইলেও এ স্থানে এ সকলের কোন অর্থই তাঁহার কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সংহারক্রিয়াসাধিনী দেবী হইলেও কালিকাচরিত্রে, এ যুদ্ধক্ষেত্রে, চিন-তিব্বত-দেশের কালিকাসদৃশী গলে নরমুণ্ডমালাধারিণী লামোদেবী বা আয়ারল্যাণ্ডের কৃষ্ণবর্ণা আনাদেবীর ন্যায় অতি উগ্র ও উদ্ধত স্বভাবের কোন কার্য্যেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং দয়া এবং কোমলতা তাঁহার সকল কার্য্যেই বিজড়িত দেখা যায়।

লামোদেবীর পরিচয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ জে, হাকিন তাঁহার লিখিত THE MYTHOLOGY OF LAMAISM গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন—

"The goddess, with her body painted dark blue, wears a garland of several heads; she holds the skull and in her hair appear the goddess of the four seasons."

আয়ারল্যাণ্ডের ঘোর কৃষ্ণবর্ণা আনাদেবীর কথা ইতি পূর্ব্বে ১৫৪ সংখ্যক টীকাতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আনাদেবীও এ দেশের কালিকাদেবীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিপাত করিয়া নৃমুণ্ডমালা গলে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেন। নামের শব্দাক্ষরে সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে এই তিন দেবীর আচরণের বর্ণনাতে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের দেবী কালিকার বীরাচারী ভক্তসম্প্রদায়মধ্যে যেমন এখনও অনেক নরনারীকে পানাসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে রোমের অধিবাসী আনাদেবীর ভক্ত নরনারীগণমধ্যেও অনেককে সেইরূপ মদ্যপানাসক্ত ও অসংযতব্যবহারী দেখিতে পাওয়া যাইত। পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তার জে লেম্‌প্রিয়ারী সঙ্কলিত পুরাতত্ত্ব হইতে আনাদেবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কিন্তু রোমের ইতিহাসেও কালিকাদেবীস্থানীয়া রোমের আনাদেবীকে কিম্বা লামোদেবীকে রক্তজাতমদ্যপানে উন্মত্তা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিবার অত্যদ্ভুত বর্ণনা কুত্রাপি দেখা যায় না।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মুখরাঃ আহ্লাদিত মাতৃকাদেবীগণ মদ্য পানে বিহ্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছিলেন, এরূপ একটা কদর্য্য অর্থ প্রদান করিয়া ৫০২ সংখ্যক শ্লোকের অন্তর্নিহিত পবিত্রভাবকে যাঁহারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, এই আলোচনার উপসংহারে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে দুই একটি অপ্রিয় কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। বেদ তন্ত্র পুরাণ তিনেরই শব্দার্থ কেবল অভিধানের সাহায্যে পরিস্ফুত হয় না। পৃথিবীর মৃত্তিকাস্তরের ন্যায় স্থলবিশেষে পুরাণবর্ণনার ভাবার্থের বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ভূগর্ত্তনিহিত স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান্ ধাতুনিস্কাশনকারিকে প্রথমতঃ তৃণলতাগুল্মে আচ্ছাদিত স্থান পরিস্কার করিয়া মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিতে হয়। উপরের শুষ্ক মৃত্তিকার স্তর খনন হইবার পরে কর্দ্দমের স্তর, তৎপরে বালির স্তর আমাদিগকে খনন করিতে হয়। নানা বর্ণের নানা অবস্থার মৃত্তিকা স্তর খনন হইলে, বহু পরিশ্রমপরে, সৌভাগ্য থাকিলে, স্বর্ণাদি ধাতুমিশ্রিত মৃত্তিকাস্তর আমরা পাইয়া থাকি। পুরাণ-উক্তির অর্থনিষ্কাশনসম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা কতকটা এইরূপ। কেবল উপরের ঘাস পাতাতৃণগুল্মে আবরিত বাহিরের আচ্ছাদন জিহ্বার জোরে হঠাইয়া পুরাণ উক্তির অর্থ বুঝিতে চাহিলে, "ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ" বাক্যে দেবীগণের কেবল অসুররক্তের মদ্য পানে উন্মত্ত নৃত্যই অনেকে দেখিতে পাইবেন। কিছু দূরে নিম্নে নামিয়া অর্থানুসন্ধান করিলে, "মদের" স্থানে "আনন্দের মদ" আমাদের চক্ষুতে পড়িবে। আরও নিম্নে নামিলে, রজোগুণাধিক্যের মদ আমরা দেখিতে পাইব। পুরাণ উক্তির ভাবার্থ স্তরের আরও নিম্নে নামিতে পারিলে, স্বর্ণ রৌপ্য

"Her festivals were performed with many rejoicings, and the females often, in the midst of their cheerfullness, forgot their natural decency. They were introduced into Rome, and celebrated the 15th of March. The Romans generally sacrificed to her, to obtain a long and happy life :- and thence the words *Annare et perennare.* Some have supposed Anna to be the moon, *Quia mensibus impleat annum* ; others call her Themis, or Io, the daughter of Inachus, and sometimes Maia."

উপরে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে আরও দেখা যাইতেছে, পুরাকালে রোমে আনা বা আন্না দেবীর তুষ্টির জন্য তাঁহার নিকট পশু এবং নরবলি প্রদান করা হইত এবং অনেকে তাঁহাকে "মা" বা "মাইয়া" বলিয়াও সম্বোধন করিত।

Sir Monier Williams সঙ্কলিত SANSKRIT ENGLISH DICTIONARYতে উদ্ধত শব্দের অনেক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে Raised, abvated, puffed up, excited অর্থ এ স্থানের উপযোগী হইতে পারে। "উদ্ধত" শব্দের সহিত "উদ্ধার," "উচ্চে ধারণ," "স্ফীত হওয়া," "উচ্ছলিত হওয়া" প্রভৃতি উচ্চ ভাবের অর্থেরও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দুর্দ্দান্ত, দুরন্ত, উন্মত্ত, প্রমত্ত প্রভৃতি এ স্থানের অনুপযোগী অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল উচ্চ ভাবে এখানে "উদ্ধত" শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, স্থানোপযোগী শব্দার্থ ব্যাখ্যা করা সহজেই সুসম্পন্ন হইতে পারিত।

খনির স্তর আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতে পারে। ভাবার্থের স্বর্ণখনির স্তরে যাইয়া পৌ[illegible] পাইয়া আমরা দেখিতে পাইব, মাতৃকাদেবীগণ পরমাশক্তি হইতে পৃথক্ নহেন এবং অসুর যুদ্ধজয়ে পরমাশক্তি আহ্লাদে বিহ্বল হইবার পাত্রী নহেন। তাঁহার বিহ্বল হইবার কোনই কারণ নাই এবং তিনি বিহ্বলাও হয়েন নাই, রণক্ষেত্রে মদ্য আনয়ন করেন নাই, মদ্য পানও করেন নাই এবং মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া নৃত্যও করেন নাই। যাহাকে আমরা দেবীর নর্ত্তনক্রিয়া দেখিতেছি, বস্তুতঃ তাহা তাঁহার নৃত্য নহে, রক্তবীজ-অসুরকুলনির্ম্মূলকারিণী, সংহারক্রিয়াসাধিনী দেবীর অঙ্গের একটু স্পন্দন মাত্র; উহা তাঁহার অসুর-বিনাশক্ষেত্রে ভীষণ প্রলয়মূর্ত্তির এক কণিকা বিকাশ মাত্র। তাঁহার স্থিরগভীর প্রশান্ত চিত্তসাগরে মুহূর্ত্তের জন্য উত্থিত তাঁহার ক্রোধের একটু তরঙ্গমাত্র। রক্তবীজ অসুরকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, মেঘ সরিয়া গিয়াছে, ঝটিকা থামিয়া গিয়াছে, অতল সাগরের উদ্বেলিত অংশে যে একটু তরঙ্গাবশেষ এখনও দেখা যাইতেছিল, তাহাকেই আমরা মাতৃকাদেবীগণের মদোত্থিত নৃত্য মনে করিয়া শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি করিতে বসিয়াছি। যুদ্ধান্তে মাতৃকাগণের নর্ত্তন, পরমাশক্তির সংহার ক্রিয়াসাধিনী অঙ্গস্পন্দন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ভাবেই এই শ্লোকার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তৎসঙ্গে অস্ত্রশূন্য হস্তে ঈশানদেবের যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির ভাবে অবস্থান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য শৃগালীর ভীষণ নিনাদ কার্য্যের অর্থ নিষ্কাশন করিতেও আমাদিগকে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে না। আমরা বুঝিতে পারিব, শরভবরাহ যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বরাহ দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিয়া লইয়া বরাহকে যেমন নিস্তেজ করিয়াছিলেন এবং মহাদেবকর্ত্তৃক বরাহকে নিহত হইবার যোগ্য করিয়াছিলেন, ঈশানদেবও সেইরূপ এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, আদিতে মহাসাধক কিন্তু পরে মহা দুরাচারী মহাদুষ্কর্ম্মান্বিত রক্তবীজের দেহ হইতে তাঁহার অতুল তপোবল আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাঁহাকে নিস্তেজ এবং দেবীর ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে ভূতলে নিপাতের যোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। শৃগালীরূপধারিণীদেবীগণ চতুর্দ্দিকে এক যোগে ভীষণ চিৎকারধ্বনি উপস্থিত করিয়া, অসুর যোদ্ধৃগণের চিত্তকে বিচলিত এবং যুদ্ধক্রিয়া হইতে অন্যদিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। রক্তবীজকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার এই দুইটি প্রধান আয়ুধ ও উপাদান দুই পার্শ্বে আনয়ন করি[illegible] এবং সংহারক্রিয়াসাধিনী ভীতিপ্রদা তাঁহারই বিরাট কালিকামূর্ত্তিকে অসুরগণের দৃষ্টিসম্মুখে স্থাপন করিয়া দেবী পরমাশক্তি এই দেবাসুরযুদ্ধের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। দেবাসুরমহাযুদ্ধ অনেক সময়েই অনেক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ত্রিলোকমধ্যে অন্য কোন স্থানে অন্য কোনও কালে এরূপ বিচিত্র ভাবে আর কোনও দেবাসুরযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় নাই।

উত্তরচরিত্রম্

(নিশুম্ভবধ বিবরণম্)

রাজোবাচ ॥৫০৩॥

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥৫০৪॥

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥৫০৫॥

ঋষিরুবাচ ॥৫০৬॥

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥৫০৭॥

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥৫০৮॥

তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৫০৯॥

আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্ব্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥৫১০॥

---

৫০৩ হইতে ৫১০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার নিকট রক্তবীজবধসম্বন্ধীয় দেবীর এই বিচিত্র চরিত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। রক্তবীজ নিপাতিত হইলে, পুনরায় অতিশয় ক্রুদ্ধ শুম্ভ এবং

নিশুম্ভ যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ঋষি কহিলেন, রক্তবীজ এবং অন্যান্য অসুরগণ যুদ্ধে নিপাতিত এবং হত হইলে, শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভ অতুল কোপ করিয়াছিলেন। অনন্তর নিশুম্ভ মহাসৈন্যগণ হত হইতেছে দেখিয়া, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রধান অসুরসেনাসহ দেবী-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার অগ্রে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বদ্বয়ে মহাসুরগণ, ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে, দেবীকে বধ করিবার জন্য দেবীর সমীপস্থ হইলেন। মহাবীর্য্য শুম্ভও নিজসৈন্যপরিবৃত হইয়া, মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকোপে চণ্ডিকাকে নিধন করিতে আগমন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

রক্তবীজ নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেবীসহ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে ৫০৩ হইতে ৫১০ সংখ্যক শ্লোকে সংক্ষেপে এইমাত্র কথিত হইয়াছে। ভাগবতে শুম্ভ-নিশুম্ভযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে এখানে দেবীচরিত্রের অপার দয়ার চিত্র এবং শুম্ভনিশুম্ভের উচ্চ মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় আরও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের শুম্ভবধবিষয়ক কোন কোনও দুর্ব্বোধ্য স্থান ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সহজবোধ্য হইয়াছে। এজন্য এখানে ঐ পুরাণের কিঞ্চিৎ আশ্রয় গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না। ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে. যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত অসুরকে দুই হস্তে ধরিয়া, দেবী কালিকা, তাহাদের জীবিত অবস্থাতেই উদরস্থ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। দুই চারিটি অসুর, তাহাদের হস্তের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কেবল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া গৃহে যাইয়া শুম্ভনিশুম্ভনিকটে যুদ্ধক্ষেত্রের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা যখন কাঁদিয়া জানাইলেন, তখন শুম্ভ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দেবীসহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন (৪৯৩)। পাত্রমিত্রগণ শুম্ভকে বলিলেন,—এ অবস্থাতে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া

(৪৯৩) "রক্তবীজে হতে রৌদ্রে যে চান্যে দানবা রণে। পলায়নং ততঃ কৃত্বা গতাস্তে ভয়কম্পিতাঃ॥
হাহেতি বিক্রুবন্তস্তে শুম্ভং প্রোচুঃ সুবিহ্বলাঃ। রুধিরারক্তদেহাশ্চ বিগতাস্ত্রা বিচেতসঃ॥
রাজন্বিকয়া রক্তবীজোঽসৌ বিনিপাতিতঃ। চামুণ্ডা তস্য দেহাত্তু পপৌ সর্ব্বঞ্চ শোণিতম্॥
যে চান্যে দানবাঃ শূরা বাহনেনাতিরংহসা। সিংহেন নিহতাঃ সর্ব্বে কাল্যা চ ভক্ষিতাঃ পরে॥
বয়ং ত্বাং কথিতুং রাজন্নাগতা যুদ্ধচেষ্টিতম্। * * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাতালে প্রস্থান করাই এখন আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই উপায়ে এখন জীবন রক্ষা করিতে পারিলে, পরে সুবিধা ও সুসময় উপস্থিত হইলে, তখন আমরা আবার আসিয়া দেবতাগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে পারিব (৪৯৪)। শুম্ভ তাঁহাদের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। নিশুম্ভ বলিলেন, আপনি কেন একটা ক্ষুদ্র রমণীর সহিত যুদ্ধ করিতে স্বয়ং যাইবেন? আমিই তাহাকে এখনই ধরিয়া লইয়া আসিতেছি। এইরূপ বাক্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভকে সান্ত্বনা করিয়া নিশুম্ভ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কিন্তু শুম্ভ, ভ্রাতা নিশুম্ভকে যুদ্ধক্ষেত্রে একা পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত

"আশ্চর্য্যমেতদখিলং যন্নারী হন্তি রাক্ষসান্। রক্তবীজোঽপি নিহতঃ পীতং তস্যাপি শোণিতম্॥
অন্যে নিপাতিতা দৈত্যাঃ সংগ্রামেঽম্বিকয়া নৃপ। চামুণ্ডয়া চ মাংসং বৈ ভক্ষিতং সকলং রণে॥
বরং পাতালগমনং তস্যাঃ সেবাথবা বরা। ন তু যুদ্ধং মহারাজ কার্য্যমম্বিকয়া সহ॥" (ভাগবত)

(৪৯৪) "পলায়নং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বথা দেহরক্ষণম্। রক্ষিতে কিল দেহেঽস্মিন্ কালেঽস্মৎ সুখতাঙ্গতে॥
সংগ্রামে বিজয়ো রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। কালঃ করোতি বলিনং সময়ে নির্বলং কচিৎ॥
তং পুনঃ সবলং কৃত্বা জয়ায়োপদধাতি হি। দাতারং যাচকং কালঃ করোতি সময়ে ক্বচিৎ॥
ভিক্ষুকং ধনদাতারং করোতি সময়ান্তরে। বিষ্ণুঃ কালবশে ন্যূনং ব্রহ্মা বা পার্ব্বতীপতিঃ॥
ইন্দ্রাদ্যা নির্জরাঃ সর্ব্বে কাল এব প্রভুঃ স্বয়ম্। তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব বিপরীতং তবাধুনা॥
সম্মুখো দেবতানাঞ্চ দৈত্যানাং নাশহেতুকঃ। একৈব চ গতির্নাস্তি কালস্য কিল ভূপতে॥
নানারূপধরাপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং তস্য চেষ্টিতম্॥ * * * * *
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র বীক্ষ্য কালবশং জগৎ। পাতালং গচ্ছ তরসা জীবন্ ভদ্রমবাপ্স্যসি॥
মৃতে ত্বয়ি মহারাজ শত্রবস্তে মুদান্বিতাঃ। মঙ্গলানি প্রগায়ন্তো বিচরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥"
"শুম্ভ উবাচ। যূয়ং গচ্ছত পাতালং শরণং বা ভয়াতুরাঃ। হনিষ্যাম্যহমদ্যৈব তাঞ্চ তাশ্চ সমুস্থতঃ॥
জিত্বা সর্ব্বান্ সুরানাজৌ কৃত্বা রাজ্যং সুপুষ্কলং। কথং নারীভয়োদ্বিগ্নঃ পাতালং প্রবিশাম্যহম্॥
নিহত্য পার্ষদান্ সর্ব্বান্ রক্তবীজমুখান্ রণে। প্রাণত্রাণায় গচ্ছামি হিত্বা কিং বিপুলং যশঃ॥
মরণং ত্বনিবার্য্যং বৈ প্রাণিনাং কালকল্পিতম্। তদ্ভয়ং জন্মনোপাত্তং ত্যজেৎ কো দুর্লভং যশঃ॥
নিশুম্ভাহং গমিষ্যামি রথারূঢ়ো রণাজিরে। হত্বা তামাগমিষ্যামি নাগমিষ্যামি চান্যথা॥
ত্বন্তু সেনাযুতো বীর পার্ষ্ণিগ্রাহো ভবস্ব মে। তরসা তাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নারীং নয় যমালয়ে॥" (ভাগবত)

শুম্ভ এই সকল হিত বাক্য গ্রহণ না করিয়া বলিলেন,—হে মূঢ়গণ, মৃত্যুতে চিন্তা করিবার কিছুই নাই, রথ প্রস্তুত করা হউক, আমি এখনই যুদ্ধ যাত্রা করিব। যথা—

"কা চিন্তা মরণে মূঢ়া নিশ্চলে দৈবনির্ম্মিতে। মহীমহীধরাণাঞ্চ নাশঃ সূর্য্যশশাঙ্কয়োঃ॥
জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। অধ্রুবেঽস্মিন্ শরীরে তু রক্ষণীয়ং যশঃ স্থিরম্॥
রথো মে কল্প্যতাং শীঘ্রং গমিষ্যামি রণাজিরে। জয়ো বা মরণং বাপি ভবত্বদ্যৈব দৈবতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা সৈনিকান্ শুম্ভো রথমাস্থায় সত্বরঃ। প্রযযাবম্বিকা যত্র সংস্থিতা তুহিনাচলে॥" (ভাগবত)

থাকিতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহার পশ্চাতে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পাত্রমিত্রগণসহিত শুম্ভের যুদ্ধনীতি ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় যে সকল গুপ্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে। দেবী কৌশিকী বহুদূরে থাকিয়াও দৈবশক্তিতে তাঁহাদের এই সকল কথাবার্ত্তা সম্ভবতঃ শুনিতে পাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কালিকাদেবীকে এই সময়ে বলিয়াছিলেন,—"লোকে বিরোধক্ষেত্রে ভঙ্গদশাপ্রাপ্ত, সৈন্যহীন, সহায়হীন, পলায়ন-পরায়ণ এমন কি মুমূর্ষুপ্রায় হইলেও নিজ অবস্থা বুঝিতে পারে না এবং জয়াশাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। শুম্ভনিশুম্ভ জয়াশাতে বিমুগ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে এখানে আসিতেছে। তাহারা জানিতে পারিতেছে না যে তাহাদের উভয়েরই মৃত্যুসময় উপস্থিত" (৪৯৫)। দেবী কৌশিকী কালিকাকে এই কথা বলিতে না বলিতেই, নিশুম্ভ তাঁহার অগ্রে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে কয়েকটি অসুর সেনাপতি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতৃকাগণসহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডীগ্রন্থেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিশুম্ভের প্রথম আগমনকথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫০৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "সন্দষ্টৌষ্ঠ-পুটাঃ ক্রুদ্ধা" বাক্যের অর্থে নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,—"দন্তাভ্যামন্তঃসংধৃতৌষ্ঠাঃ।" ক্রোধ সময়ে কি মানুষে, কি দৈত্যদানবে, অনেক সময়ে নিজ উপরপংক্তির দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। দুর্গাপূজা সময়ের দেবীপদসংলগ্ন মহিষাসুরমূর্ত্তিতে মহিষাসুরের এইরূপ ক্রোধের ভাবই প্রকাশপ্রাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। নিম্নের দন্তপাটিদ্বারা উপর ওষ্ঠ চাপিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। উপর পাটির দন্তে উপর ওষ্ঠ চাপিয়া ধরা কোন জীবের পক্ষেই সহজসাধ্য কার্য্য নহে। ক্রোধপরিজ্ঞাপক দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কার্য্যেও ওষ্ঠ ও অধরকে একত্রিত করিতে হয়। মুখ হা করিয়া দন্তঘর্ষণ করা যায় না। কিন্তু এই শ্লোকে দন্তঘর্ষণের কথা নাই এবং দন্তে কেবল ওষ্ঠ চাপিবার কথাও নাই। এই কারণে প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট মহাশয়ের এই স্থানের ব্যাখ্যাটিকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। উপর ওষ্ঠ এবং নিম্নের ওষ্ঠ বা অধর সম্বদ্ধ করিয়া মুখমধ্যে লইয়া

---

(৪৯৫) "উবাচ কালিকাং দেবী পশ্য মূর্খত্বমেতয়োঃ। মরণায়াগতৌ কালি মৎসমীপমিহাধুনা॥
দৃষ্ট্বা দৈত্যবধং ঘোরং রক্তবীজাত্যয়ং তথা। জয়াশাং কুরুতস্ত্বেতৌ মোহিতৌ মম মায়য়া॥
আশা বলবতী হ্যেষা ন জহাতি নরং ক্বচিৎ। ভগ্নং হৃতবলং নষ্টং গতপক্ষং বিচেতনম্।
আশাপাশনিবদ্ধৌ দ্বৌ যুদ্ধায় সমুপাগতৌ॥" (ভাগবত)

উপর ও নীচের দন্তপাটিদ্বারা ওষ্ঠাধর চাপিয়া ক্রোধপ্রকাশক একটা ভাব বা অবস্থা দৈত্য সেনাপতিগণ এ সময়ে প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন, এই শ্লোকের ভাষাদৃষ্টে এমন মনে করা যাইতে পারে। শ্লোকলিখিত ওষ্ঠ শব্দে এখানে ওষ্ঠ এবং অধর দুইকেই বুঝিতে হইবে। শ্লোকমধ্যে "পুট" শব্দ থাকাতে এইরূপ মনে করিবার স্থল আরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে (৪৯৬)। ৫১০ এবং ৫১১ সংখ্যক শ্লোকে এই সময়ে শুম্ভের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যাইলেও, পরবর্ত্তী ৮টি শ্লোকে নিশুম্ভের যুদ্ধকথাই কেবল বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকে সাধারণ যুদ্ধপদ্ধতির বর্ণনা থাকায় শ্লোকের শব্দার্থঘটিত আলোচনা লইয়া এখানে সময় ক্ষেপণ অনাবশ্যক।

---

(৪৯৬) শান্তনবী টীকাতে এই শ্লোকের "ওষ্ঠ" শব্দে ওষ্ঠ ও অধর দুইই বুঝিতে হইবে লিখিত হইয়াছে,—

"উত্তরোষ্ঠাপেক্ষয়াত্র রোষপ্রকরণাদোষ্ঠোঽধরো বিবক্ষিতঃ। অন্যথাভিধানে ওষ্ঠশব্দোঽধরপর্য্যায় এবাধরশব্দোপ্যোষ্ঠপর্য্যায় এব। যদভ্যধুঃ "ওষ্ঠাধরৌ তু রদনচ্ছদৌ দশনবাসসী" ইতি। যচ্চাভ্যধুঃ 'ওষ্ঠো দন্তচ্ছদোঽধরঃ' ইতি। যচ্চাভ্যধুঃ 'ওষ্ঠমাত্রে অধরঃ' ইতি। পুটশব্দেন পরস্পরসংসক্তপিধানং সূচ্যতে। ওষ্ঠঃ পুট ইব ওষ্ঠপুটঃ সংদষ্টঃ ওষ্ঠপুটো যৈস্তে সংদষ্টৌষ্ঠ পুটাঃ দৈত্যাঃ। পুট সংশ্লেষণে। পুট্যতে সংশ্লেষ্যতে পুটঃ।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে এই শ্লোকের এই অংশের এই প্রয়োজনীয় অংশের কোনরূপ অর্থ প্রদান না করিয়া শ্লোকদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"তস্য নিশুম্ভস্য অগ্রতঃ পুরতঃ পৃষ্ঠে পশ্চাচ্চ পার্শ্বয়োর্দক্ষিণবাময়োশ্চ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ সন্তঃ ক্রুদ্ধা মহাসুরাঃ দেবীং হন্তুং উপাযযুঃ সমীপমাজগ্মুঃ। শুম্ভোঽপি মাতৃভিঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা চণ্ডিকাং নিহন্তুং কোপাদাজগাম। স কীদৃক্? মহাবীর্য্যঃ অসাধারণশক্তিঃ স্ববলৈর্নিজসৈন্যৈর্বেষ্টিতঃ।"

দেবীভাষ্যকার অসুরদিগের ওষ্ঠভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং কোন অর্থও প্রদান করেন নাই।

অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ সময়ে ক্রুদ্ধ মহাদেব তাহার মুখের উপর পাটির দন্তদ্বারা তাঁহার অধর চাপিয়া রহিয়াছিলেন, এইরূপ স্কন্দপুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের এই স্থানের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"মা ভৈরিতি মহাকালো দেবানুক্ত্বা ত্রিলোচনঃ।
গৃহীত্বা শূলমাতিষ্ঠদ্দষ্টাদংষ্ট্রাধরো রুষা॥"

ওষ্ঠপুট অর্থে সার মনিয়র্ উইলিয়ম্স্ তাহার সঙ্কলিত সংস্কৃত অভিধানে লিখিয়াছেন—উভয় ওষ্ঠের মধ্যবর্ত্তি স্থান।

"Ustha-puta—The space between the lips.

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্যাদির অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—"তিনি করপুটে প্রার্থনা করিলেন;" এ স্থানে করপুট অর্থে দুই হাত একত্রে যুক্ত করিয়া অর্থাৎ করজোড়ে প্রার্থনা করা বুঝিতে হয়। এখানে ওষ্ঠপুট অর্থেও সেইরূপ উপর ও নিম্ন ওষ্ঠ ক্রোধে ভিতরে টানিয়া লইয়া একত্রে দন্তে চাপিয়া ধরা বুঝিতে হইবে।

ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥৫১১॥

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥৫১২॥

নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥৫১৩॥

তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥৫১৪॥

ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুর।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥৫১৫॥

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥৫১৬॥

আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥৫১৭॥

ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥৫১৮॥

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥৫১৯॥

৫১১ হইতে ৫১৯ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

অনন্তর দেবীর সহিত (বারিধারা) বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় অত্যুগ্রশরবর্ষণকারী শুম্ভনিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয়ের অতি ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। চণ্ডিকাদেবী শীঘ্রই শরনিকরদ্বারা শুম্ভনিশুম্ভ নিক্ষিপ্ত শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শরজালে অসুরদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিলেন। নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ এবং অতিশয় প্রভাবিশিষ্ট চর্ম্ম (ঢাল) গ্রহণ করিয়া দেবীর উত্তম বাহন সিংহকে মস্তকে আঘাত করিলেন। দেবী কৌশিকী, নিশুম্ভকর্ত্তৃক বাহন তাড়িত হইলে, ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম খড়্গ এবং অষ্টচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট চর্ম্ম শীঘ্রই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চর্ম্ম এবং খড়্গ দেবীকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে সেই অসুর (নিশুম্ভ) শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দেবী সম্মুখাগত সেই শক্তি অস্ত্রও চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলেন। অনন্তর ক্রোধে স্ফীত নিশুম্ভাসুর শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবী তাহাও আসিতে আসিতেই মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সেই অসুরও গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দেবী ত্রিশূলদ্বারা সেই গদাও বিদীর্ণ করতঃ ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সেই দৈত্য-শ্রেষ্ঠকে কুঠার হস্তে আসিতে দেখিয়া, দেবী বাণসমূহদ্বারা তাহাকে আহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। সেই ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে নিপতিত হইলে শুম্ভ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে বধ করিতে আগমন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

নিশুম্ভের সহিত দেবীর যুদ্ধবর্ণনামধ্যে শ্লোকের শব্দার্থ বা ভাবার্থ লইয়া আলোচনা করিবার স্থল অধিক দেখা যায় না, কেবল ৫১৬ এবং ৫১৭ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত পরস্পর প্রতি শূল অস্ত্র নিক্ষেপ ব্যাপারে, দেবীর অলৌকিক কার্য্যশক্তির পরিচয় এখানে কিঞ্চিৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্যত্র কি যুদ্ধপ্রণালীতে, কি অস্ত্রসঞ্চালনকৌশলে, দেবাসুর কোন পক্ষেরই তেমন কৃতিত্ব বা নূতনত্বের কোন কথার কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫১৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—নিশুম্ভ, দেবীর প্রতি যে শূল-অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেবী তাহা মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। দেবীর দেহ লক্ষ্য করিয়া নিশুম্ভ কর্ত্তৃক সজোরে যে শূল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা দেবীর দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তিনি

তাহাতেএকটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা যেমন বিস্ময়জনক, তেমনি ক্রিয়া ততোধিক বিস্ময়জনক ঘটনা ৫১৭ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত দেবীপ্রতি নিশুম্ভকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা, দেবীর হস্তের শূলাগ্র স্পর্শ মাত্র ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া যাওয়া। সাধারণের এইরূপ একটি ভ্রম ধারণা আছে যে, শিবের অস্ত্র ত্রিশূল এবং এই শূল অস্ত্র করে ধারণদ্বারাই শিবের নাম হইয়াছে "শূলী" বা "শূলপাণি"। সেইরূপ খড়্গ-অস্ত্র কালিকার করে থাকাতেই তিনি "খড়্গিনী" বা "খড়্গধারিণী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (৪৯৭)। স্কন্দপুরাণে দেখা যাইতেছে,—ত্রিপুরাসুরসহিত যুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া মহাদেব এক সময়ে চামুণ্ডাকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সহায়তা করিবার জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন। দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তের মহাস্ত্রশূল মহাদেবকে দান করিয়াছিলেন এবং সেই শূলে বিদ্ধ করিয়া মহাদেব মহাপরাক্রমশালী ত্রিপুরাসুরকে নিহত করিয়া দেবতাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন (৪৯৮)। ত্রিপুরাসুরবধকার্য্য শেষ হইলে, দেবী চামুণ্ডা মহাদেবের নিকট হইতে ঐ শূল-অস্ত্র

---

(৪৯৭) ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তবে তাঁহাকে "খড়্গিনী" এবং "শূলিনী" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। যথা—

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী। পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥" ইত্যাদি (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

(৪৯৮) ত্রিপুরাসুরবধসময়ে মহাদেব এবং অন্যান্য দেবতাগণ দেবী চামুণ্ডাকে যে সুদীর্ঘ স্তব করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"গত্বা শ্মশাননিলয়ে ভূতপ্রেতনিষেবিতে॥ জয়ার্থং তস্য দৈত্যস্য ত্রিপুরস্য দুরাত্মনঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে তত্র চামুণ্ডায়াঃ সুরেশ্বরাঃ॥ মহিষৈশ্চ মহামেধ্যৈঃ পশুপুষ্পার্ঘ্যতর্পণৈঃ।
বলিভির্বিবিধৈর্দানৈর্ধূপদীপাগ্নিতর্পণৈঃ। পূজয়িত্বা তদা দেবীং তামীড়ে বৃষভধ্বজঃ॥
দুর্গাং ভগবতীং ভদ্রাং দুর্গসংসারতারিণীং। ত্রিপুরান্তকারিণীং নিত্যাং চণ্ডমুণ্ডবধোদ্যমাং॥
দৈত্যমেদোমদোন্মত্তাং রক্তাস্যাং রক্তদন্তিকাং। রক্তাম্বরধরাং ধীরাং রক্তপুষ্পাবতীং সতীং॥
মহিষবাহিনীং শ্যামাং যক্ষাসনপরিগ্রহাং। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানাং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাং॥
পূজয়িত্বা প্রসন্নাত্মা ধ্যানমাস্থায় সংস্থিতঃ। তদা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
প্রসন্নবদনা ভূত্বা প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।" (স্কন্দপুরাণ)

তখন মহাদেব, দেবী চামুণ্ডার নিকট হইতে এইরূপ উক্তিতে বর প্রার্থনা করিলেন—

"শ্রীহর উবাচ। যদি তুষ্টাসি বৈ দেবি দেহি মে বরমুত্তমম্। যেন হন্মি মহাদৈত্যং ত্রিপুরং দেবকণ্টকম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

দেবী পশুপতি মহাদেবকে পাশুপত শূলাস্ত্র প্রদান করিলেন। দেবী হইতে প্রাপ্ত শূলে ত্রিপুরাসুরকে মহাদেব (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুনগ্র্হণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্কন্দপুরাণের এ স্থানে কথিত হয় নাই। নিজ হস্তের শূল মহাদেবকে দান করিয়া আর একটি সমশক্তিসম্পন্ন শূলাস্ত্র নিজ করে ধারণ করা দেবীর পক্ষে কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। (চণ্ডীগ্রন্থের ১২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। স্কন্দপুরাণে আরও দেখা যাইতেছে, অন্ধক অসুরের সহিত যুদ্ধের সময়, মহাদেব ক্লান্ত হইয়া দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন। দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অন্ধকাসুরকে এবং অন্ধকাসুরের দেহের রক্তধারা হইতে সমুৎপন্ন অসংখ্য অসুরসৈন্যকে তাঁহার হস্তস্থিত শূলাস্ত্রদ্বারা বধ করিয়া এবং ঐ সকল আহত অসুরের রক্তপান করিয়া অন্ধকাসুরের অত্যাচার হইতে দেবতাগণকে তৎকালে রক্ষা করিয়াছিলেন (৪৯৯) নানা পুরাণের নানা স্থানে দেবী কালিকার হস্তে স্থিত শূলাস্ত্রের অভ্যন্তরে রক্ষিত অনেক প্রকার সংহার ক্রিয়া সাধিকা ভীষণ শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শূলাস্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি এবং সংহারকার্য্যসাধিকা শক্তি এবং রক্ষণশক্তি সম্বন্ধে নানা পুরাণে বিশেষত দেবীপুরাণে ও মহাভারতে বিস্তৃত ভাবে যে সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নের টীকাতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল (৫০০)। ইহা পাঠ করিলে, দেবীহস্তের ভীষণ শূলাস্ত্রদর্শনে দৈত্যদানবগণের অতিশয় ভীতির

বধ করিলেন। তখন দেবতাগণ জয়নাদ করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গীত এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা—

"জয়াশিষাং প্রযুঞ্জানা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। তুষ্টুবুশ্চ তদা দেবা জয়শব্দেন হর্ষিতাঃ।
অপ্সরা ননৃতুস্তত্র গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ। ববৌ তদা পুণ্যতমো বায়ুঃ সুখপ্রদো নৃণাং॥
জয়শব্দস্তদা জাতঃ প্রাণিনাঞ্চ গৃহে গৃহে। জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

এখানেও দেখা যাইতেছে, যুদ্ধজয়-আহ্লাদে বিহ্বলা হইয়া অপ্সরোগণই নৃত্য করিয়াছেন, এ যুদ্ধক্ষেত্রেও দেবী চামুণ্ডা নৃত্য করেন নাই।

(৪৯৯) "অন্ধকস্য তদা পীতং রক্তং বহুবিধং তয়া। তস্মিন্ পীতে ততো রক্তে নোত্তস্থুর্দ্দেবি চাপরে॥
পূর্ব্বোত্থিতাস্তয়ৈবাশু নিহতা দানবাধিপাঃ। তেন শূলবরেণৈব তৎক্ষণান্নিধনং গতাঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

(৫০০) মহাভারতের যে স্থানে অগ্নিনিঃসারক ত্রিশূল অস্ত্রের উল্লেখ আছে, প্রোফেসার ডাইনেস্ এণ্ডারসন্ তাঁহার কৃত অনুবাদে সেই স্থানের উক্তির নিম্নলিখিত মত অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন,—

"This Sula has exceedingly sharp points, is very terrible and formidable, as one who stands with threatening brow frowning with three wrinkles. It is without smoke (ie with a clear flame). flaming like the rising death-sun (ie the sun at the end of the world), indes-cribable"

দেবীপুরাণে ত্রিশূল অস্ত্রের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কারণ কি ছিল এবং পুরাকালে রোম, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার আকর দেশ সমূহে শূলাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের কেন এত ভক্তি এবং অনুরক্তি ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি

"মহারূপং মহাকায়ং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্। পঞ্চবক্ত্রং মহাঘোরং দশবাহুং ত্রিলোচনম্॥
সৌম্যং ঘোরং সুঘোরাস্যমূর্দ্ধকেশং ভয়োৎকটম্। জটাভারেন্দুগঙ্গাহি ধ্রিয়মানং শিবাঙ্গজম্॥
বেণুবীণাশঙ্খঘণ্টং ডমরুকারাবসঙ্কুলম্। শিবারাবং ভয়ত্রাসি গৃধ্রবায়সবেষ্টিতম্॥
উদ্দামদণ্ডজজ্জ্বালং গোনাশকৃতভূষণম্। ললন্মেখলনাগেন্দ্রং গজচর্ম্মার্দ্রবাসসম্॥
কেকরং তর্জ্জমানস্তু শূলখট্টাঙ্গধারিণম্। গ্রসমানং সমস্তেদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"

করে ত্রিশূল, গলে মুণ্ডমালা, ত্রিনয়নে অনলশিখা লইয়া চণ্ডিকাদেবী যে সময় রৌদ্রমূর্ত্তিতে বিশ্বধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থার ভীষণ বর্ণনা স্কন্দপুরাণে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার একাংশ উদ্ধৃতদ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় না, তথাপি স্থানাভাবজন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"হুঙ্কারিতা বিশালাক্ষী পীনোরুজঘনস্থলা। তৎক্ষণাচ্চাভবদ্রৌদ্রা কালরাত্রীব ভারত॥
হুঙ্কুর্ব্বতী মহানাদৈর্নাদয়ন্তী দিশো দশ। ব্যবর্দ্ধত মহারৌদ্রা বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা॥
বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্প্রেক্ষ্যা বিদ্যুৎসঙ্ঘাতচঞ্চলা। বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা॥
মুক্তকেশী বিশালাক্ষী কৃশগ্রীবা কৃশোদরী। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী॥
বৃশ্চিকৈরগ্নিপুঞ্জাভৈর্গোনসৈশ্চবিভূষিতা। ত্রৈলোক্যং পূরয়ামাস বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ॥
ভাস্বরাঙ্গা তু সংবৃত্তা কৃষ্ণসর্পৈককুণ্ডলা। চিত্রদণ্ডোদ্যতকরা ব্যাঘ্রচর্ম্মোপসেবিতা॥
ব্যবর্দ্ধত মহারৌদ্রা জগৎসংহারকারিণী। সৃক্কনী লেলিহানা চ ক্রূরফুৎকারকারিণী॥
ব্যাত্তাস্যা ঘুর্ঘুরারাবা জগৎসঙ্ক্ষোভকারিণী। খেলদ্ভূতানুগাক্রূরা নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকারিণী॥
জাতাট্টহাসা দুর্নাসা বহ্নিকুণ্ডসমেক্ষণা। প্রোদ্যৎকিলকিলারাবা দদাহ সকলং জগৎ॥

* * * * * *

বিচরন্তি তয়া সার্দ্ধং শূলপট্টিশপাণয়ঃ॥ ততো মাতৃগণাঃ কেচিদ্বিনায়কগণৈঃ সহ॥
ব্যবর্দ্ধন্ত মহারৌদ্রাঃ জগৎসংহারকারিণঃ। ততস্তস্যা ব্যবর্দ্ধন্ত দংষ্ট্রাঃ কুন্দেন্দুসন্নিভাঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

অনেকের এইরূপ ধারণা রহিয়াছে যে, চণ্ডিকা যেরূপ রৌদ্ররূপাদেবী, তাঁহার হস্তের শূলটিও সেইরূপ অতি ভীষণ এবং ধ্বংসক্রিয়াসাধক একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্রবিশেষ। বস্তুতঃ ইহা নিতান্তই ভুল। দেবীচরিত্রে যেমন কমনীয়তা এবং কঠোরতার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার হস্তের ত্রিশূল অস্ত্রেও সেইরূপ ঐ দুই বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইতে হয়। স্কন্দপুরাণে মাণ্ডব্যশিবসংবাদে রাজার শূলে বিদ্ধ মাণ্ডব্য এবং মহাদেবের কথোপ-কথনে ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্কন্দপুরাণ হইতে নিম্নে এই উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

মাণ্ডব্য শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি শূলে বিদ্ধ হইয়াও বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করি নাই। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন, কি কারণে এই শূল অস্ত্র আমার পক্ষে এমন অমৃতস্রাবী হইল?" শূলপাণি মহাদেব বলিলেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইতে পারিবে। সর্ব্বদেশে সুপূজিত, সদা সম্মানিত ও সমাদৃত, এ হেন শূলাস্ত্রের পুরাতত্ত্ব ঘটিত কিঞ্চিৎ আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শূলের অগ্রভাগমাত্র স্পর্শ করাইয়া দেবী চণ্ডিকা, নিশুম্ভের নিক্ষিপ্ত ভীম গদা মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, কিম্বা শূলে বক্ষ বিদ্ধ করিয়া মহিষাসুরকে ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কিম্বা খড়্গাঘাত করিয়াও শুম্ভকে বধ করিতে না পারিয়া, পরিশেষে শূলাগ্রে বিদ্ধ করিয়া দেবী শুম্ভকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা সকল পড়িয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ দূর করিবার জন্যেও, এস্থলে শূল অস্ত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। কেবল এ দেশে নহে, চীন, জাপান, তিব্বত, সাইবেরিয়া প্রভৃতি সুদূর দেশে এবং য়ুরোপের অনেক স্থানে ত্রিশূল কিম্বা ত্রিশূলাকৃতি তিন-অগ্র-বিশিষ্ট লৌহফলক দেবমন্দিরের চূড়াতে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কেবল এদেশে নহে, পুরাকালের অনেক দেশের অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রার গাত্রেও এক দিকে রাজার নাম অন্যদিকে ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত থাকা দেখা যায়। প্রাচীন ইজিপ্টের অনেক দেব দেবীর চিত্র মূর্ত্তির হস্তে ত্রিশূল দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে,—দেবী হস্তের ত্রিশূল অস্ত্রের অসাধারণ শক্তির বর্ণনা অতি পুরাকালে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব-দেশের লোকে অল্প বিস্তর স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন (৫০১)। চণ্ডী-মাহাত্ম্যগ্রন্থের বর্ণনাতে ত্রিশূলনিহিত এই অলৌকিক শক্তিকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

"আমি সকলের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকি। তুমি শূলে বিদ্ধ হইয়াও আমাকে চিন্তা করিতে বিস্মৃত হও নাই। একারণ তুমি শূলে বিদ্ধ হইয়া আমাকে স্মরণ করিবাত্র আমি শূলমূলে এবং দেবী আসিয়া শূলাগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং দেবী শূলকে অমৃতদ্বারা পূরিত করিয়াছিলেন। মহাদেবের এই উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, যে ত্রিশূল ধ্বংসের হলাহল উদ্গীরণ করে, সেই ত্রিশূলে সময়ে অমৃতধারাও প্রবাহিত করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণ হইতে এই সংক্রান্ত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"নরুজা মম কাপি স্যাচ্ছূলসম্প্রোতিতেঽঙ্গকে। অমৃতস্রাবি তচ্ছূলং প্রভাবাৎ কস্য শংস মে॥
শ্রীশূলপাণিরুবাচ।—শূলস্থেন ত্বয়া বিপ্র মনসা চিন্তিতোঽস্মি যৎ। অনয়ানাং নিহন্তাহং দুঃখানাং বিনিবর্হণঃ॥
ধ্যাতমাত্রোহহং বিপ্র পাতালে বাপি সংস্থিতঃ। শূলমূলে ত্বহং শম্ভুরগ্রে দেবী স্বয়ং স্থিতা॥
জগন্মাতাম্বিকা দেবী ত্বামৃতেনাম্বপূরয়ৎ॥"

(৫০১) In the Indian pantheon of Post-Vedic times Siva is the successor of the Vedic storm-god Rudra, and his weapon is the trident (trisula), which in his hand is certainly the symbol of the lightning. There is also a series of old Siva representations

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের অনেক স্থানে দেবীহস্তের ত্রিশূলাস্ত্রাঘাতে অসুরবধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ত্রিশূলাস্ত্র হইতে নিঃসৃত অগ্নিদ্বারা অসুরের নিক্ষিপ্ত গদা ভস্মীভূত হইবার বর্ণনা এখানেই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ত্রিশূলাস্ত্রের নামে সর্ব্বসাধারণে কেবল ঊর্দ্ধদিকে তিন সূক্ষ্ম-অগ্র-বিশিষ্ট লৌহদণ্ডবিশেষ বুঝিয়া থাকেন এবং সম্ভবতঃ এইরূপ একটি ত্রিশূলাস্ত্র যুদ্ধসময়ে দেবীর হস্তে ছিল, আর সেইরূপ একখানি ত্রিশূলাস্ত্রদ্বারা নিশুম্ভের নিক্ষিপ্ত বিশাল গদাটী দেবী চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিয়া টীকাকারগণ এস্থানে এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক হয়ত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু দেবীহস্তের ত্রিশূল যে সাধারণ ত্রিশূলাস্ত্র ছিলনা তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। ত্রিশূলের অগ্র হইতে অগ্নি বিকীর্ণ হইবে কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। যে ত্রিশূলের অগ্র হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি বিনির্গত হইয়া মুহূর্ত্তে বিশাল গদাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে, সেইরূপ ত্রিশূলাস্ত্রের উল্লেখ এই চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের এই স্থানেই যে কেবল রহিয়াছে, তাহা নহে; অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থেরও কোন কোন স্থানে এই আগ্নেয় ত্রিশূলাস্ত্রের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এদেশের পুরাণাদি গ্রন্থেই যে এইরূপ বিদ্যুদগ্নির উদ্ভাবক ভীষণ ত্রিশূলাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে। অন্যান্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম-

---

on the coins of the Indo-Bactrian kings of the early centuries after Christ. The coins are all much alike, and it will be sufficient here to refer to the coins of king kadfises II."

(The Thunderweapon in Religion and Folklore.)

"On the oldest coins of Poseidonia, which date back to the sixth century B. C., Poseidon is depicted as wielding the trident in his raised right hand, a position similar to that of Zeus, Lord of the lightening, as he appears on Messenian coins and in a series of archaic statuetts. The artists responsible for the figure which is the basis of the coins of Poseidonia had probably no idea that the trident borne in the hand of the god was originally a thunderweapon." (The Thunderweapon in Religion and Folklore.)

"In the local legends of Greece Poseidon is often responsible, as in Homer, for upheavals of nature. The part played by the trident in such events has in some places been preserved in the cult; thus on the Acropolis of Athens a trace of it could be seen on the rock inside the Erechtheon, and the spot was held sacred as long as the ancient religion prevailed." (The Thunderweapon in Religion and Folklore).

গ্রন্থেরও কোন কোন্ স্থানে এইরূপ অগ্নিনিঃসারক ত্রিশূলাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকা সঙ্গত হইবে না। ইদানিং য়ুরোপের নানা দেশের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধান করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন সে সকল প্রতি দৃষ্টি করিলেও পুরাকালে ত্রিশূলাস্ত্রের সর্ব্বদেশব্যাপক যে একটা অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল তাহার অপর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে (৫০২)। বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণমধ্যে অনেকের

---

(৫০২) দেবদেবীহস্তের ত্রিশূল অস্ত্রের কার্য্যের ছায়া য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেই নানাভাবে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থমধ্যেও ত্রিশূল অস্ত্রের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। পুরাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত হ্যারাল্ড বেলী তাঁহার The Lost Language of Symbolism গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—রোল্যাণ্ডের সিঙ্গা, আরথুরের খড়্গ, পোছিডনের ট্রাইডেন্ট (ত্রিশূল) কিম্বা থরের বজ্র বা হাতুরী এতদূর শক্তি ধারণ করে যে, নিরেট পাথরের সুবৃহৎ পর্ব্বতকে পর্য্যন্ত ইহারা মুহূর্ত্তমধ্যে উৎপাটন ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সমর্থ।

"The power of the magic weapon of romance, whether it be Roland's Horn, Arthur's Sword, Poseidon's Trident, or Thor's Hammer, is such that it shatters and overturns even the granite rocks."

ট্রাইডেন্ট এবং ত্রিশূল যে একই অস্ত্র তাহা ডাক্তার আইজাক্, কে, ফুঙ্ক্ সম্পাদিত New Standard Dictionary of the English Language গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যাইতেছে। যথা—

TRIDENT (1) A three-pronged implement or weapon, specif, the three pronged fork that was the emblem of Neptune (Poseidon); hence dominion over the sea.

(2) The three pronged fork with which the Roman retiarius was armed.

Forms of the Trident.

1. A trident from a representation of Neptune on a red-figured amphora.
2. A trident from a statue of Neptune in the Lateran Museum.
3. The trident or Trisula of Siva.

এই অভিধানে ট্রাইডেন্টের যে তিনটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মের "ক্রশ্" চিহ্নের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ইংরাজি গ্রন্থে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের "ক্রশ্" এবং হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূলকে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত সামগ্রী বলিয়া কেন বিবেচনা করা হইয়া থাকে, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে।

রেভারেণ্ড ক্যানন, জে, এফ, এম্, ফ্রেঞ্চ সম্পাদিত PRE HISTORIC FAITH AND WORSHIP গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারের বহু কাল পূর্ব্বে চীন দেশে চারি-অগ্রবিশিষ্ট শূলের পূজা হইত;

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চিত্তে এরূপ একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, অরণ্যবাসী শিবের হস্তের ত্রিশূল, বনজঙ্গলের মহিষ শূকরাদি বন্য পশু তাড়াইবার জন্য লৌহফলাযুক্ত একখানা বাঁসের লাঠি ভিন্ন

কিন্তু গ্রন্থকার তাহাকে ত্রিশূল না বলিয়া "Chinese Cross" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"We now take up cross No. III, the ordinary Chinese cross, which from time immemorial has been used by them to symbolise the universe (the 'Four Points, 'as it is called). It answers in form exactly to the crosses called Greek crosses, so frequently found in Ireland."

ঐ গ্রন্থেরই অন্য স্থানে প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার ত্রিকোণ "ক্রশ্" বা ত্রিদেবতার শক্তিজ্ঞাপক দণ্ডের (বা ত্রিশূলের) বর্ণনা এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে,—

"The Cross Ansata, or Cross and Circle was certainly a sacred symbol among the Babylonians. Among their many representations of it is a standing figure between two stars, beneath which are 'handled crosses,' and above the head of the deity is the Triangle, or symbol of the Trinity."

ঐ গ্রন্থের আর এক স্থানে, প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের ইসিস্ প্রভৃতি দেবীর করে ধৃত দণ্ড-অস্ত্র বা শূল বা ত্রিশূল যাহাকে গ্রন্থকার "Egyptian Cross" নাম দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এই ভাবে করা হইয়াছে,—

"The meaning of the Egyptian Cross has for ages supplied food for the exercise of the ingenuity of scholars. The ancient Egyptians described it as a divine mystery. It is constantly seen in the hands of ISIS, OSIRIS and other Egyptian divinities."

ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থের জাপান বিবরণ খণ্ডে জাপানের উপাস্যাদেবী দ্যানীচি নিওরাইর যে প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর এক হস্তে পদ্ম ও অন্য হস্তে ত্রিশূল অস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের চীনবিবরণখণ্ডে সতিল্লিতি দেবের যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও ঐ দেবতা দুই হস্তেই একখানি বৃহৎ ত্রিশূল অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন দেখা যাইতেছে। এই সকল ত্রিশূল এবং এ দেশের ত্রিশূলে আকারগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চীনদেশের অনেক দেবমন্দিরে তিন-অগ্রবিশিষ্ট অস্ত্রের যেমন পূজা হয় তেমনি চারি-অগ্রবিশিষ্ট শূল অস্ত্রেরও পূজা করা হয়।

দেবী করে ধৃত শূলদণ্ডকে মূল স্থান ধরিয়া তাহা হইতে কালক্রমে নামের শব্দগত ও আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে ত্রিশূল, ত্রিদণ্ড, রোমের ট্রিডেন্ট বা ত্রিদেন্ট, গ্রীসের Tpiaive, চীনের ত্বোচং প্রভৃতি ত্রি-অগ্র বিশিষ্ট নানা নামের অস্ত্র সকল নানা দেশের ধর্ম্ম গ্রন্থ মধ্যে যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিন-অগ্রবিশিষ্ট হিন্দুদের "ত্রিশূল", তিন অগ্রবিশিষ্ট ক্রিশ্চিয়ানধর্ম্মাবলম্বীদের "ক্রশ" এবং এক দণ্ডের উপরে সংযোজিত দুই-অগ্রবিশিষ্ট মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের "চাঁদ" চিহ্ন যে মূলে এক শূল হইতে উদ্ভব হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আর কিছুই নহে, আর উহার উদর হইতে বিদ্যুৎ বা অগ্নি বাহির হইবার সম্ভাবনাস্থল আদৌ ছিল না। কেবল এদেশের পুরাণে ত্রিশূলাস্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতার বর্ণনা থাকিলে, বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাদের ঐরূপ কথা শুনিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, কিন্তু য়ুরোপের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উক্তি উপেক্ষার বস্তু নহে (৫০৩)। তাঁহাদের আর একটি ভ্রম ধারণা আছে যে,

---

"The world abounds in symbolic crosses that have existed and come down to us as religious symbols from ages long before the proclamation of Christian truth. Ireland abounds in these crosses, but in this respect Ireland is nowise singular. Whether the worshippers were cave-men wending their way through the primeval forests that covered the continent of Europe in the early days of the human race ; or wild hunters who built their refuges from beasts and men on piles in Swiss lakes, or Assyrians or Egyptians or Chinese or Japanese or Hindoos or Scandinavian rovers, or Greeks or Britons or Gallic celts, or Maxicans or Ancient Romans—the cross as a symbol was common to them all. * * * It is called by a variety of names by antiquaries."

(PRE HISTORIC FAITH AND WORSHIP.)

"A well-known writer tells us that the *Menhir* is to be met with over the whole surface of the ancient world. What is it but the monument of primitive humanity, a living witness of its faith in heaven ? (PRE-HISTORIC FAITH and WOREHIP)

উদ্ধৃত ইংরাজীতে Menhir শব্দার্থে শূলদণ্ডাকৃতি প্রস্তর নির্ম্মিত বস্তুবিশেষ জানা যাইতেছে। STADARD DICTIONARY তে Menhir শব্দার্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"A pre-historic monument of a single tall stone. Menhir stands single and alone."

এই লম্ব দণ্ডাকৃতি দেবমূর্ত্তি বা দেব-অস্ত্রমূর্ত্তি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানে স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুরাকালে ইহা যে সর্ব্বত্র পূজিত হইত ইহাও অনুমিত হয়।

কোন কোন ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিৎপণ্ডিত এদেশের তন্ত্রোক্ত স্বস্তিক যন্ত্র চিহ্নটীকে পর্য্যন্ত খৃশ্চিয়ান ধর্ম্মের ক্রশের প্রতিকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"The word Swastika is the Sanskrit name for this cross, and may be comparatively modern and tinged with Buddhist ideas. * * * The figure of the Swastika in the centre of the Sacred triangle may be said to represent the highest and greatest of the Christian doctrines of the present day."

(৫০৩) সংহারক্রিয়াসাধক ত্রিশূল অস্ত্রদ্বারা যেমন মহাদেব এক সময়ে দৈত্যদানব ধ্বংস করিয়াছেন, আবার অন্য

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ফরাসী এবং ইংরাজজাতির আগমনের পূর্ব্বে এদেশে বন্দুকাদি কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না এবং কোনরূপ আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার এদেশের লোকে ইতিপূর্ব্বে স্বপ্নেও জানিতেন না। বন্দুক কামান হইতে শতসহস্রগুণে ভীষণ, মহাভয়ঙ্কর এবং লোকধ্বংসকর আগ্নেয়াস্ত্রের অস্তিত্ব, পুরাণের অনেক স্থানে, ত্রিশূলাস্ত্রের বর্ণনাতে কেবল আমরা দেখিতে পাইতেছি না, ইহার অন্য প্রমাণও প্রচুর আছে (৫০৪)। এইরূপ বিদ্যুৎবিকাশক এবং অগ্নিউদ্গারক ত্রিশূলাস্ত্র প্রস্তুত করিবার কৌশল আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি সত্য, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে বাধা নাই যে, পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণ হইতে মানবদেহে কার্য্যশক্তির পুনরাগমন বহুদূরব্যাপক পথ নহে। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরণের প্রকৃষ্ট উপায় বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এবং প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন (৫০৫)।

সময়ে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তজনগণমধ্যে সুখশান্তি বিতরণ করিয়াছেন, প্রাচীন জারমেনীর থর বা হর দেবও সেইরূপ তাঁহার হস্তের ত্রিশূলের অগ্নিবর্ষণশক্তিদ্বারা কখনও দৈত্যসংহার করিয়াছেন, কখনও ত্রিশূলাগ্রের অমৃতধারাদ্বারা মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। যথা—

May it not be more than a coincidence, as a well-known writer says, 'that Osiris by the cross should give life eternal to the spirits of the just? That, wit the cross, Thor should smite the head of the great serpent and bring to life those that wer: slain?'

পুরাকালে জারমেনী দেশের অধিবাসিগণ ত্রিশূলের যেরূপ ভক্ত ছিলেন, এরূপ আর কোন স্থানের লোককে দেখা যায় না। জারমেনীর প্রত্যেক যুবা পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবা মাত্র তাঁহাদের পিতা মাতা কিম্বা অভিভাবক হস্ত হইতে এক খানি ত্রিশূল অস্ত্র উপহার প্রাপ্ত হইতেন। এই ত্রিশূল অস্ত্রের একদিকে সূক্ষ্ম লৌহ অগ্রভাগ সুশোভিত এবং অন্যদিকে একগাছি সুদীর্ঘ রজ্জু সংযুক্ত থাকিত। যুদ্ধ সময়ে ইহার অগ্রে কখনও বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মসাল সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। স্পেন দেশেও অতি পুরাকালে "মাতরা ত্রগুলা" (Matara Tragula) নামক ত্রিশূলাস্ত্রের সমাদর ছিল। রোমের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোমের সেনাপতিগণ অন্যের জীবন রক্ষাকারী সাহসী সৈনিক পুরুষগণকে প্রকাশ্য দরবারে "হস্তাপুরা" নামক শূলদণ্ড উপহার প্রদান দ্বারা সম্মানিত ও উৎসাহিত করিতেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ হইতে ত্রিশূল সম্বন্ধে এইরূপ অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, স্থানাভাবের জন্য তাহাতে নিরস্ত থাকিতে হইল।

(৫০৪) শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় লিখিত "শোণিতাঞ্জলী" পুস্তক দ্রষ্টব্য। (প্রকাশক)

(৫০৫) শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার শেষে, "পরিশিষ্ট" নামক কয়েক পৃষ্ঠাতে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক পৃষ্ঠাতে নানা দেশের নানা প্রকার দেবদেবীর হস্তের ত্রিশূলের ছবি এবং ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত পুরাকালের নানা দেশের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার কতগুলি ফটোচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা দেখিলে, ত্রিশূল সম্বন্ধীয় এই আলোচনার যে যে অংশ স্থানাভাব হেতুতে অপরিষ্কার অবস্থাতে রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও পরিস্ফুট হইবে আশা করা যায়।

(প্রকাশক)

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥৫২০॥

ততমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥৫২১॥

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥৫২২॥

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাস্তথোপদিশো দশ ॥৫২৩॥

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্ স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥৫২৪॥

অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥৫২৫॥

দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥৫২৬॥

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥৫২৭॥

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥৫২৮॥

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎ প্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৫২৯॥

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥৫৩০॥

---

৫২০ হইতে ৫৩০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সেই শুম্ভাসুর রথে স্থিত হইয়া তাঁহার অতি উচ্চে উত্থিত অষ্ট হস্তে নানা মহাস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার প্রভাতে আকাশ প্রদীপ্ত করিয়া শোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খনাদ এবং ধনুর অতি দুঃসহ জ্যাশব্দ করিলেন এবং সমস্ত দৈত্যসৈন্যের তেজোনাশক নিজ ঘণ্টাশব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিলেন। অতঃপর সিংহের মহানাদে হস্তিগণের মহামদ পরিত্যক্ত হইল এবং সিংহের ঐ শব্দ আকাশ, পৃথিবী এবং সমীপবর্ত্তী দশদিক্ পূর্ণ করিল। অনন্তর কালী আকাশে লম্ফদান করিয়া পৃথিবীকে দুই হস্তদ্বারা তাড়না করিলেন। সেই শব্দে পূর্ব্বে ধ্বনিত শব্দ সকল তিরোহিত হইল (ডুবিয়া গেল)। শিবদূতী অমঙ্গলব্যঞ্জক অট্টহাস্য করিলেন। সেই সকল শব্দে অসুরগণ ভীত হইল এবং শুম্ভ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। যখন অম্বিকা, 'হে দুরাত্মন্! থাক্ থাক্' এই কথা বলিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবগণ 'জয়' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শুম্ভ আসিয়া ভীষণ শিখাবিশিষ্ট যে শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, দেবী মহোল্কা (নামক) অস্ত্রদ্বারা অগ্নি-রাশিবৎ দীপ্তিমতী সেই শক্তি নিবারণ করিলেন। হে রাজন্! শুম্ভের সিংহনাদে লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত হইল। ঘোর নির্ঘাত শব্দ ঐ শব্দকে পরাভূত করিল। দেবী এবং শুম্ভ পরস্পর পরস্পর নিক্ষিপ্ত শতসহস্র শরসমূহ নিজ নিজ উগ্র শরদ্বারা ছেদন করিলেন। অনন্তর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শূলদ্বারা তাঁহাকে (শুম্ভকে) আঘাত করিলেন। তখন সেই আঘাতে আহত শুম্ভ ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকে ভূমে নিপাতিত হইতে দেখিয়া, শুম্ভ রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তখন তাঁহার আটখানি হাতে নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র সকল শোভিত ছিল এবং সে সময়ে তাঁহার বাহু আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ বর্ণনা ৫২০ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার এই শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা সময়ে লিখিয়াছেন "অতি দীর্ঘৈরষ্টাভির্ভুজৈরশেষং সমগ্রনভো ব্যাপ্য বভৌ অতিশয়োক্তিঃ।" দেবতাগণের কিম্বা দৈত্যগণের রূপবর্ণনাতে "অতিশয়োক্তিঃ" দোষারোপ কোন একস্থানে করিতে আরম্ভ করিলে, উহার সীমা রেখাকে কোথায় লইয়া গিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন কার্য্য হইবে। এজন্য কাব্যের উৎপ্রেক্ষা বর্ণনা বা অতিশয়োক্তি দোষে পুরাণে লিখিত কোন শ্লোকের উক্তিকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা না করাই ভাল মনে হয়। এস্থানে শুম্ভের আটখানি হাত আকাশপরিব্যাপ্ত হইয়াছিল অর্থে কেবল হাতমাত্র না বুঝিয়া শুম্ভের আটখানি হস্তে ধৃত পরমায়ুধের অর্থাৎ পরম শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র সকলের প্রভা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এরূপ অর্থ করিতে ব্যাকরণে বা অভিধানে কোন বাধা উপস্থিত করিবেনা। শুম্ভাসুর সুদীর্ঘকালব্যাপি মহাতপস্যা করিয়া যখন শিববরে দেবতার অজেয় হইয়াছিলেন, তখন তিনি শিবের নিকট হইতে "পরমায়ুধ"ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অগ্নিময়ী প্রভা, শুম্ভের যুদ্ধসময়ে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া, আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতে না পারিবে কেন? রামরাবণযুদ্ধসময়ে রাবণের করে ধৃত পরমায়ুধের দীপ্তিতে বিশ্ব স্তম্ভিত ও প্রকম্পিত হওয়া সম্ভবপর হইলে, শুম্ভের করে ধৃত পরমায়ুধের দীপ্তিতে আকাশ পরিব্যাপ্ত হওয়া অসম্ভব মনে করিতে হইবে কেন? ইহার পরে ৫২৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবী কালিকা আকাশে উঠিয়া তাঁহার করদ্বারা পৃথিবীকে তাড়িত করিলেন, বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন কোন টীকাকার ও ব্যাখ্যাকর্ত্তা কিছু বিপন্ন হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। দেবীভাষ্যকার এই শ্লোকের সংস্কৃতে কোনরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান না করিলেও তাঁহার ব্যাখ্যার বাঙ্গালা অংশে এই শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"তদনন্তর কালী আকাশে উঠিয়া হস্তের দ্বারা পৃথিবী তাড়িত করিলেন" হস্তের দ্বারা পৃথিবীকে তাড়িত করা ব্যাপার কিরূপ? পৃথিবীকে কি তিনি চপেটাঘাত করিলেন? ইহা অসম্ভব। কারণ যুদ্ধসময়ে পৃথিবী শুম্ভ নিশুম্ভের পক্ষাবলম্বিনী হইয়াছিলেন না এবং দেবীর চপেটাঘাত পাইবার

উপযুক্ত কোন অপকর্ম্ম করেন নাই। আলোচ্য শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, দেবী কালিকা দুইহস্তদ্বারা এমন কোন কার্য্য করিলেন, যাহার শব্দে সে সময় শঙ্খাদির উচ্চ শব্দ সকল তিরোহিত হইল। দেবীর দুইহস্তে করতালি দানদ্বারা উৎপন্ন মহাশব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য শব্দ সকল ডুবিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এই শ্লোকের অর্থ, দেবীর দুইহস্তে করতালি দান বুঝিলে আর গোল করিবার কোন স্থল থাকে না। দেবীর ভয়ঙ্কর করতালিতে পৃথিবী প্রকম্পিত হওয়াও বিচিত্র নহে। পরবর্ত্তি ৫২৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, দেবী শিবদূতী তখন অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। শুম্ভ, দেবী কালীর করতালিতে, সৈন্যের পলায়নে এবং দেবী শিবদূতীর অট্টহাস্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইবেন কেন? ক্রুদ্ধ শুম্ভকে দেবী ঈষৎহাস্য সহকারে "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" বলিয়া উপহাস করিলেন এবং দেবতাগণ সুদূর ঊর্দ্ধ আকাশে থাকিয়া এসময়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এইরূপ বর্ণনা দ্বারা ৫২৪ সংখ্যক শ্লোকে একস্থানে বীর এবং করুণ রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ করা হইয়াছে।

পরাজিত দেবগণের সুদূর আকাশ হইতে জয়নিনাদ, দেবী চণ্ডিকার "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বাক্যে উপহাস এবং দেবী কালিকার আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া দুই হাতে ঘন ঘন করতালি দান, মহাবীর শুম্ভাসুর আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারেন, তিনি সিংহনাদে ত্রিলোক কম্পিত করিয়া অতি ভীষণ অগ্নিশিখা বিশিষ্ট শক্তি নামক মহাস্ত্র দেবী প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন— ৫২৭ এবং ৫২৮ সংখ্যক শ্লোকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের শ্লোকে শুম্ভকর্ত্তৃক দেবী প্রতি জ্বলন্ত শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ ও দেবী কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ উহা বিনষ্ট হইবার বর্ণনা পরে লজ্জাপ্রাপ্ত শুম্ভের সিংহনাদ অস্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে সংযুক্ত দুইটি শ্লোকে অনেক স্থলে পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত কার্য্য পূর্ব্বে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত কার্য্য পরে ঘটিয়াছে দেখা যায়, এজন্য এখানে শুম্ভের সিংহনাদ পরের শ্লোক মধ্যে থাকিলেও জ্বলন্ত শক্তি-অস্ত্র ত্যাগের পূর্ব্বে শুম্ভ সিংহনাদ করিয়াছিলেন মনে করিতে কোনই বাধা নাই। শান্তনবী টীকাকার আর এক পথ ধরিয়া, লজ্জাপ্রাপ্ত শুম্ভ আদৌ সিংহনাদ করেন নাই, উহা দেবীবাহন সিংহের নিনাদ এইরূপ অর্থ করিয়া এ স্থানের সকল গোলযোগ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (৫০৬)। শুম্ভাসুর কর্ত্তৃক দেবী প্রতি অগ্নি উদ্গারক অস্ত্র

(৫০৬) "যেন সিংহস্য দেবীবাহনস্য নাদেন দেবীকণ্ঠীরবকণ্ঠনাদেন লোকত্রয়ান্তরং ব্যাপ্তং কবলিতং স এব জিতবান সন্ লোকেষূৎকৃষ্টঃ সন্ শুম্ভস্য ঘোরঃ ভয়ঙ্করঃ নির্ঘাতনিঃস্বনো বভূব।" (শান্তনবী)

"সিংহনাদেনৈব নির্ঘাতনিঃস্বনো জিতবান্ জিগ্যে।" (দংশোদ্ধার)

নিক্ষেপ এবং দেবীকর্তৃক অগ্নি-উদ্গারক আর এক অস্ত্র নিক্ষেপদ্বারা শুম্ভের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ করা ঘটিত এই দুই শ্লোকের বর্ণনাতে ইতিপূর্ব্বে দেবীর অগ্নিমুখি ত্রিশূলাস্ত্রের কথার আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়ের প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

কাহার সিংহনাদ ? এ বিষয়ের বিচারে মতভেদ থাকিলেও আর একটি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা এখানে আবশ্যক হইতেছে। শুম্ভের সিংহনাদ হউক, কিম্বা দেবীবাহন সিংহের নিনাদ হউক, এই ভীষণ নাদে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই ত্রিলোকব্যাপী ভয়ঙ্কর নাদকেও তখন "নির্ঘাত" শব্দে অভিভূত করিয়াছিল, এইরূপ চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই "নির্ঘাত" শব্দ কি ? এবং ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নাগোজী ভট্ট প্রভৃতি কোন টীকাকারই এ সকল প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর দান করেন নাই। নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"নির্ঘাতস্বনঃ উৎপাত ধ্বনিঃ।" কিন্তু এ উৎপাত ধ্বনির কর্ত্তা কে ? কে এই ধ্বনিকে সৃষ্টি করিলেন ? এ প্রশ্নের কোন উত্তর দান করা হয় নাই। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত হইয়াছে—"অন্তরীক্ষস্থদেবতা নির্ম্মিতমদ্ভুতং বিঘ্নজনকং জ্ঞেয়ং।" নিম্নে রণভূমে শৃগালীদলের সমবেত চীৎকারধ্বনিকে উপরে দেবতাগণ সমবেত হইয়া চীৎকার করিয়া ডুবাইয়া দিতে উদ্যত হইবেন কেন, কিম্বা দেবী-বাহন সিংহের নিনাদকেই উচ্চ আকাশে স্থিত দেবতাগণ নির্ঘাত শব্দে নষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন কেন, ইহার কোন যুক্তি চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না। গুপ্তবতী টীকাতে লিখিত হইয়াছে, দেবীর নিক্ষিপ্ত মহোল্কামহাস্ত্র এবং শুম্ভের বহ্নিকুটাভাশক্তি, এই দুইতে পরস্পর ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই শব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহনাদাদি সকল শব্দকে অভিভূত করিয়াছিল (৫০৭)। গুপ্তবতী টীকাতে প্রদত্ত এই অর্থ গ্রহণের অযোগ্য নহে। পরন্ত এই অর্থ গ্রহণ করিলে শুম্ভের অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বেই যে শুম্ভ সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষেও আর কোন বাধা থাকে না।

---

(৫০৭) "দেবীশক্ত্যা শুম্ভশক্তের্যঃ প্রতিঘাতস্তজ্জন্যো নিঃস্বনঃ এব শুম্ভকৃতসিংহনাদাপেক্ষয়াধিকং লোকান্ ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ।" (গুপ্তবতী)

৮৪

ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥৫৩১॥

পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনাময়ুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥৫৩২॥

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ॥
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥৫৩৩॥

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৫৩৪॥

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৫৩৫॥

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥৫৩৬॥

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৫৩৭॥

তস্যনিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥৫৩৮॥

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণ শিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তদা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৫৩৯॥

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥৫৪০॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥৫৪১॥
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে ॥৫৪২॥
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ॥৫৪৩॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
নিশুম্ভবধঃ।

---

৫৩১ হইতে ৫৪৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

অনন্তর নিশুম্ভ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক শরসমূহদ্বারা দেবীকে, কালীকে এবং সিংহকে আঘাত করিলেন। পুনরায় সেই অসুরেশ্বর অযুত বাহু বিস্তারপূর্ব্বক চক্রাস্ত্রদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবতী সঙ্কটকালীনদুঃখনাশিনী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া নিজ শরসমূহদ্বারা সেই সমস্ত চক্রাস্ত্র এবং বাণসমূহ ছেদন করিলেন। অনন্তর নিশুম্ভ দৈত্য-সেনাসমাবৃত হইয়া, গদা গ্রহণ করতঃ চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইলেন। সে আসিতে-আসিতে দেবী চণ্ডিকা সেই গদাকে তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। সেই অসুরও শূল ধারণ করিলেন। দেবতাপীড়ক নিশুম্ভকে শূলহস্তে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা সবেগে ঘূর্ণিত শূলদ্বারা নিশুম্ভের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার শূলে বিদীর্ণহৃদয় হইতে অন্য একজন মহাবল এবং বীর্য্যসম্পন্ন পুরুষ, 'তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে নিঃসৃত হইলেন। (অনন্তর)

দেবী সশব্দে হাস্য করিয়া খড়্গদ্বারা সেই নিষ্ক্রান্ত পুরুষের শিরশ্ছেদ করিলেন। তাহার পরে সে (অসুর) ভূমিতে পতিত হইলেন। অতঃপর সিংহ কতকগুলি অসুরকে তীক্ষ্ণদন্তদ্বারা গ্রীবা চূর্ণিত করিয়া ভক্ষণ করিলেন। অপর কতকগুলি অসুরকে তখন কালী এবং শিবদূতী ভক্ষণ করিলেন। কতকগুলি মহাসুর কৌমারীর শক্তিদ্বারা বিদীর্ণ হইলেন। অপর কতগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূতজলদ্বারা নিরাকৃত হইলেন। অপর কতগুলি মাহেশ্বরীর ত্রিশূলদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইলেন। কতকগুলি বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইলেন। বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা কতকগুলি দানবকে খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং ঐন্দ্রীর হস্তাগ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা অপর কতগুলি অসুর খণ্ডিত হইলেন। কতকগুলি অসুর বিনষ্ট হইলেন, কতকগুলি মহাযুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, অপর কতগুলি কালী, শিবদূতী এবং সিংহকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেন।

নিশুম্ভবধ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

যুদ্ধক্ষেত্রের মহাগোল হইতেও ৫৩৭ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যাব্যাপারে টীকাকার এবং ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ আরও অধিক গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন (৫০৮)। কেহ বলিয়াছেন, দেবী নিশুম্ভের হৃদয়ে শূলবিদ্ধ করিলেন, কেহ লিখিয়াছেন, নিশুম্ভের নহে শুম্ভের হৃদয়ে দেবী শূল বিদ্ধ করিলেন এবং তাহা করিবামাত্র ঐ স্থান হইতে বলবীর্য্যশালী এক পুরুষ নির্গত হইল। পরবর্ত্তী ৫৩৮ সংখ্যক শ্লোকে যখন বর্ণিত হইয়াছে, দেবী খড়্গদ্বারা তাঁহার অর্থাৎ

---

(৫০৮) ৫৩০ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া শুম্ভকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং আহত শুম্ভ ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৩১ সংখ্যক শ্লোকে পরিষ্কার ভাষাতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশুম্ভ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেবী, কালী ও দেবীবাহন সিংহের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবীভাষ্যের সংস্কৃত ব্যাখ্যাতে এ স্থানের কোন কথার উল্লেখ নাই কিন্তু দেবীভাষ্যের বাংলা অংশে দেখা যাইতেছে—"অনন্তর শুম্ভ চৈতন্য লাভ করিয়া ধণুর্ধারণ পূর্ব্বক শরের দ্বারা দেবী, কালী এবং সিংহকে আঘাত করিতে লাগিলেন।" শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়েই মুর্চ্ছিত এবং ভূতলে পতিত। পরের শ্লোকে বলিতেছে "তিনি উঠিলেন"। ইহাতেই গোলের কারণ হইয়াছে। ৫৩২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—পুনশ্চ অসুর অধিপতি অযুত বাহুদ্বারা চক্র-অস্ত্র ধারণ করিয়া দেবী চণ্ডিকাকে আক্রমণ করিলেন। ইনি কে? শুম্ভ না নিশুম্ভ? শ্লোকে "দনুজেশ্বর" শব্দ থাকায় কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইনি নিশ্চয়ই শুম্ভ। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন নিশুম্ভ।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সেই পুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং পরের অনেক শ্লোকে দেবীর সহিত নিশুম্ভাসুরের যুদ্ধ বিবরণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন শ্লোকমধ্যে নাম না থাকিলেও নিশুম্ভের হৃদয়ে শূল বিদ্ধ

"পুনরপি দিতিজো নিশুম্ভঃ বাহুনাম্ অযুতং দশসহস্রাণি কৃত্বা চক্রায়ুধেন চক্রাণি চ আয়ুধানি চ বাণাংশ্চ তৎ চক্রায়ুধম্ অপ্রাণিদ্রব্যজাতিরনিয়তদ্রব্যত্বে ইতি ক্লীবতৈকত্বে, অতএব বক্ষ্যতি চক্রাণি সায়কাংশ্চেতি।"

দেবাসুর রণক্ষেত্রের বিচিত্র হট্টগোল হইতেও টীকাকারগণের এই স্থানের অর্থ নিষ্কাশন ব্যাপার ঘটিত এই গোলকে কাজেই বলিতে হইবে একটা "প্রবল গোলযোগ"। প্রাচীন শান্তনবী টীকাকার একটি সুবিবেচনাপূর্ণ উক্তিদ্বারা এই গোলযোগ পরিস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই উক্তি এই—

"দিতের্জাতঃ অসুরঃ দনোর্জাতা দনুজাঃ দনুজানাম্ ঈশ্বরঃ স্বামী দনুজেশ্বরঃ স নিশুম্ভঃ মায়াবী পুনশ্চ বাহুনাং দোষ্ণাম্ অযুতং দশসহস্রং কৃত্বা বিধায় অযুতবাহুর্ভূত্বা চক্রাযুতেন চক্রাণাম্ আয়ুধানাং অযুতেন দশসাহস্র্যা সাধনভূতয়া চণ্ডিকাদেবীং ছাদয়ামাস।" (শান্তনবী)

৫৩৭ সংখ্যক শ্লোকে, দেবীর শূলাঘাতে ব্যথিত নিশুম্ভের দেহ হইতে আর একটি মহাবীর্য্যবান পুরুষ তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন পাঠ করিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, কেহ বা উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে মনে করিতে পারেন, কিন্তু পুরাকালে এক অসুর দেহ হইতে এইরূপ আর এক অসুর যে নির্গত হইতেন, এরূপ বর্ণনা নানা পুরাণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষাসুরনিপাতসময়ে তাঁহার দেহ হইতে আর এক অসুর নির্গত হইয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের পাঠক মাত্রেই ইতি পূর্ব্বে ২০২ এবং ২০৩ সংখ্যক শ্লোকে পাঠ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত জম্ভাসুর সহিত দেবগণের যুদ্ধ-ইতিহাস মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, জম্ভাসুর ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ দেহ হইতে হস্তী, কখনও বা সর্পমূর্ত্তিতে নির্গত হইয়া, দেবতাগণ সহিত সুদীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা—

"বভূব কুঞ্জরো ভীমো মহাশৈলময়াকৃতিঃ। মমর্দ্দ চ সুরানীকং দন্তৈশ্চাভ্যহনৎ সুরান্॥
বভঞ্জ পৃষ্ঠতঃ কাংশ্চিৎ করেণাকৃষ্য দানবঃ। ততঃ ক্ষপয়তস্তস্য সুরসৈন্যানি বৃত্রহা॥
অস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্দ্ধর্ষং নারসিংহং মুমোচ হ। ততঃ সিংহসহস্রাণি নিশ্চেরুর্মন্ত্রতেজসা॥
হৃষ্টদংষ্ট্রাট্টহাসানি ক্রকচাভনখানি চ। তৈর্বিপাটিতগাত্রোঽসৌ গজমায়াং ব্যপোহয়ৎ॥
ততশ্চাশীবিষো ঘোরোঽভবৎ ফণসমাকুলঃ। বিষনিশ্বাসনির্দগ্ধসুরসৈন্যমহারথঃ॥

* * * * * * * *

চকার রূপমতুলং চন্দ্রাদিত্যপদানুগম্। বিবৃত্তনয়নো গ্রস্তুমিয়েষ সুরপুঙ্গবান্॥
ততোঽস্য প্রাবিশদ্বক্ত্রং সমহারথকুঞ্জরা। সুরসেনাভবদ্ভীমং পাতালোত্তালতালুকম্॥
সৈন্যেষু গ্রস্যমানেষু দানবেন বলীয়সা। শক্রো দীনত্বমাপন্নঃ শ্রান্তবাহনবাহনঃ॥
কর্ত্তব্যতাং নাধ্যগচ্ছৎ প্রোবাচেদং জনার্দ্দনম্। কিমনন্তরমেবাস্তি কর্ত্তব্যং নো বিশেষতঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

জম্ভাসুরের ন্যায় প্রয়োজনানুসারে নিজমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি অনেক দৈত্যদানবের থাকিবার কথা পুরাণ, রামায়ণমহাভারতের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে কেবল এ দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করা হইয়াছিল এবং তৎপরে নিশুম্ভেরই মস্তকটি দেবী খড়্গদ্বারা তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিতে কোনই ইতস্ততের কারণ নাই। ইহার পরে ৫৩৯ সংখ্যক

নহে, য়ুরোপের প্রাচীন রোম, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেও প্রচুর পরিমাণে এইরূপ কথা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটিয়স্ এবং নেরিয়াস্ দৈত্যের দেহ পরিবর্ত্তন করিবার কিরূপ অদ্ভূত শক্তি ছিল, তাহা ইংরাজি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিতে জানিতে পারা যাইবে—

"Both dwell in the waters, and although the name of the latter points more especially to the sea as his abode, yet the power which, according to Apollodoros, he possesses of Changing his form at will indicates his affinity to the cloud deities."

(MYTHOLOGY OF THE ARYAN NATIONS. By Sir George W. Cox, Bart)

উপরে যে গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল, ঐ গ্রন্থেরই অন্য অধ্যায়ে জম্ভাসুরের ন্যায় এরিয়েসের প্রয়োজনানুসারে বিরাট দেহ গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"Like these, his body is of enormous size, and his roar, like the roar of a hurricane is louder than the shouting of ten thousand men. But in spite of his strength, his life is little more than a series of disasters, for the storm-wind must soon be conquered by the powers of the bright heaven."

(MYTHOLOGY OF THE ARYAN NATIONS. By Sir George W, Cox, Bart)

প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের ধর্ম্ম-ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে শূলে আহত নিশুম্ভের দেহ হইতে এক অভিনব দৈত্যের আবির্ভাবের ন্যায়, অহুর দেবের হস্তে ধৃত খড়্গো সর্প দৈত্যের দেহ পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইবার পরেও বারম্বার তাহা হইতে নূতন সর্পের উৎপত্তি হইয়াছিল। যথা—

"He went to the deathless snake, and fought with him, and killed him but he came to life again and took a new form. He then fought again with him a second time ; but he came to life again, and took a third form. He then cut him in two parts, and put sand between the parts, that he should not appear again (Petrie). Dietrich Von Bern experienced a similar difficulty in slaying Hilde, the giantess, so as to rescue Hildebrand from her clutches, and Hercules was unable to put an end to the Hydra until Iolaus came to his assistance with a torch to prevent the growth of heads after decapitation."

(EGYPTIAN MYTH & LEGEND By Donald A. Mackenzie)

রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট, এসেরিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের বিলুপ্ত জাতি সকলের পুরাতত্ত্ব মূলক ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি যে সকল জাতি বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্লোকে, দেবীবাহন সিংহ, তাহার ভীষণ দন্তদ্বারা ছিন্ন মস্তক চর্ব্বন করিয়া ভক্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধে পলায়নোন্মুখ অসুরসৈন্যগণকে ধরিয়া দেবী কালিকা এবং দেবী শিবদূতী ভক্ষণ

রহিয়াছেন, তাঁহাদের দেশে এখনও কিংলং ওয়াংডারগুণ দৈত্যের দেহ পরিবর্ত্তন শক্তি সম্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা রহিয়াছে, ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পঙ্ক্তিতে তাহা জানিতে পারা যাইবে—

"In the beliefs of to-day, strongly tinged with Buddhists ideas, the Dragons compose a vast people governed by the Dragon king Lung-Wang. They have scaly bodies and four feet armed with claws ; their heads are topped with horns, and the middle part of their skulls forms a mountain-shaped boss : they have power to rise to the skies as well as to dive beneath the waters. and to make their bodies large or small as they please. *** Their sovereign, the Dragon king, is of enormons size ; he is a *li* in length—more than five hundred yards."

রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট এবং এসেরিয়ার প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত দৈত্যদানবগণের ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ শক্তি সংক্রান্ত এইরূপ বিচিত্র বর্ণনা পাঠ করিলে যুদ্ধসময়ে নিশুম্ভের সশস্ত্র অযুত হস্ত ধারণ এবং তাঁহার মৃত্যু সময়ে তাঁহার দেহ হইতে আর এক ভীষণ মূর্ত্তির আবির্ভাব বর্ণনাতে বিস্ময় উৎপাদনের আর স্থল থাকে না। এক দৈত্যের ছিন্ন দেহের এক অংশ হইতে অন্য দৈত্যের উৎপত্তি এবং দৈত্যগণের ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন এবং অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহদাকারে তাঁহাদের দেহ হ্রাস বা বিস্তার করণ শক্তি-সংক্রান্ত পুরাণের বর্ণনাকে, যাঁহারা দিদিমাদের উপন্যাস কথার মূল হীন উপাদান সামগ্রী মাত্র মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অর্দ্ধ-নিদ্রিত জ্ঞান চক্ষুকে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিবার জন্য য়ুরোপের সর্ব্বজন সমাদৃত আধুনিক জীব বিজ্ঞান গ্রন্থ হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—য়ুরোপের Zoology বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ Jelly-fish নামক এক প্রকার মৎস্য দেহের বহু বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে যে এক একটি নব দেহ Jelly-fish উৎপন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে তাহা দেখাইয়া তাহাদের গ্রন্থে এইরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রদান করিয়াছেন—

"The little green or brown fresh-water polype, the hydra, is the most accessible member of the class. It is extraordinarily tenacious of life, having survived turning inside out, and subdivision to a very remarkable extant, each portion then becoming a complete animal. But the Jelly fishes are the most striking creatures belonging to the class, some of them attaining an enormous size."

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের জীব বিজ্ঞানের ন্যায় উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানেও দৈত্যদানবের প্রকৃতিগত পুরাণ উক্তির অনেক অপরিস্ফুট তত্ত্বকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়া আমাদের চক্ষু সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। আহত বা মৃত প্রায়, বা মৃত দেহ হইতে নূতন এক দেহ লইয়া নূতন এক দেহধারী হঠাৎ কি ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, ও হইয়া থাকে,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিতে লাগিলেন ইত্যাদি ভয়ঙ্কর বর্ণনাদ্বারা ৫৪৩ সংখ্যক শ্লোককে রৌদ্ররসে প্রদীপ্ত করিয়া মহাসুরনিশুম্ভবধ-আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে।

তাহা য়ুরোপে আধুনিক উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের ফুঙ্গি জাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপত্তির ইতিহাস হইতে নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পঙ্ক্তিতে আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে—

"The Fungi are composed, like the Algæ and the Lichens, purely of cellular tissue, though in some cases this assumes a somewhat fibrous or filamentous form * * * They have neither roots nor stems nor leaves. The organs which represent flowers are not separable; and the atoms which represent seeds are discharged in the form of impalpable powder. A capital illustration of the "spores" as we must call the seed like efflux, is supplied by the common puff-ball, from which on being squeezed between the fingers, they gush out like smoke * * * An eminent characteristic of the Fungi is that as a rule they always grow upon organic substances which, if not already dead, are dying, or on the high road to dissolution. * * * Very many kinds are found vegetating upon the dead bark of old trees, especially stumps that have been cut down, and upon timber that is decaying. No matter what may be the particular habit, the story is the same—carrying off the decomposing and converting it into new substance, which by-and-by in turn breaks up and disappears, the elements returning to the atmosphere and the soil, to serve in the old incessant round of alternate life and death."

একটা জেলি মাছকে ছুরি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিলে, তাহার বিচ্ছিন্ন খণ্ড হইতে যদি আবার আর একটা নব জেলি মাছ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে শূলে আহত নিশুম্ভ দেহ মধ্য হইতে আর একটা নব নিশুম্ভ নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? যদি এক জাতীয় একটা মরা বা শুষ্ক গাছের বল্কল মধ্য হইতে আর এক জাতীয় একটা ফুঙ্গি গাছ বাহির হইতে পারে, তাহা হইলে মৃত প্রায় নিশুম্ভ দেহ হইতে আর একটা দৈত্য নির্গত হওয়া অস্বাভাবিক হইবে কেন? গিরিগিটি ইচ্ছামত দেহের রং পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে নিশুম্ভ রূপ পরিবর্ত্তন করিতে না পারিবেন কেন? মানব আর দানব এক প্রকৃতির জীব নহে। যাহা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা দেব দানবের পক্ষে অসম্ভব না হইতেও পারে। কোন মাছে এবং কোন গাছের দেহে প্রকৃতির প্রদত্ত যে উদ্ভাবিকা শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন দেব বা দৈত্য দেহে সেই উদ্ভাবিকা শক্তির আর একটু অধিক পরিস্ফুটন দেখিয়া আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই যাহারা ফুঙ্গির বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন বা জাপানের জেলি ফিসের বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন তাঁহারা এ, কারনার কৃত NATURAL HISTORY OF PLANT এবং YVES DELAGE কৃত LA-STRUCTURE DU PROTOPLASMA দেখিতে পারেন। শেষোক্ত গ্রন্থে নানা জাতীয় জীবের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ হইতে তৎজাতির জীব উৎপত্তির বিবরণ ও চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উত্তরচরিত্রম্

(শুম্ভবধ বিবরণম্)

ঋষিরুবাচ ॥৫৪৪॥

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ॥৫৪৫॥

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥৫৪৬॥

দেব্যুবাচ ॥৫৪৭॥

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥৫৪৮॥

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥৫৪৯॥

দেব্যুবাচ ॥৫৫০॥

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব ॥৫৫১॥

ঋষিরুবাচ ॥৫৫২॥

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥৫৫৩॥

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভুদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করম্ ॥৫৫৪॥

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎ প্রতীঘাত কর্ত্তৃভিঃ ॥৫৫৫॥

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥৫৫৬॥

---

৫৪৪ হইতে ৫৫৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি কহিলেন, প্রাণ তুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং নিজ সৈন্য হত হইতেছে দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—অয়ি বলদর্পোদ্ধতে দুর্গে! যেহেতু অতি মানিনী তুমি অন্য দেব-মাতৃকাদের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ সুতরাং তুমি গর্ব্ব করিও না; দেবী কহিলেন এই জগতে আমিই একা বিদ্যমানা; আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয়া কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ, এই যে আমার বিভূতি সমূহ আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। অনন্তর ব্রহ্মাণী প্রমুখা সেই সমস্ত দেবী সেই (মূল) দেবীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন অম্বিকা একাকিনীই রহিলেন। দেবী কহিলেন, আমি বিভূতি প্রভাবে যে বহুরূপে প্রকটিতা হইয়াছিলাম তাহা আমি সংহৃত করিলাম; আমি একাই যুদ্ধক্ষেত্রে আছি, তুই স্থির হ। ঋষি কহিলেন, অনন্তর দেবতা ও অসুরগণ সকলের দৃষ্টির সম্মুখে দেবী এবং শুম্ভ এতদুভয়ের দারুন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। শরবর্ষণ, তীক্ষ্ণ শস্ত্র এবং ভীষণ অস্ত্র সমূহদ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহাদের সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর অম্বিকা যে শত শত দিব্য অস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিলেন দৈত্যরাজ তৎসমূহের নিরাকরণকারি অস্ত্রাঘাতে তৎসমুদায় ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরমেশ্বরী অনায়াসেই শুম্ভ নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র সকল উগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদি দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

নিশুম্ভ, শুম্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও প্রাণ তুল্য প্রিয় ছিলেন এবং রণ-বলে এবং রণ কৌশলে শুম্ভ হইতেও নিশুম্ভ সমধিক বলিয়ান ছিলেন এবং এই কনিষ্ট ভ্রাতা—নিশুম্ভের বীর্য্য বলেই, শুম্ভ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ হেন নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া শুম্ভ, ভ্রাতৃহারা ও যুদ্ধবল হারা হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় যে হইবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই বিবরণ ৫৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, সেই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে টীকাকারগণ, একটি গুরুতর ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা শ্লোকে লিখিত "বল"অর্থে সৈন্য স্থির করিয়াছেন (৫০৯)। রক্তবীজাদি সেনাপতিদের যুদ্ধ সময়ে শুম্ভের সৈন্যবল প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছিল। এজন্য এখানে "বল" শব্দার্থে যুদ্ধের এ সময়ের একমাত্র প্রধান বল স্বরূপ নিশুম্ভকেই বুঝিতে হইবে। ৫৪৬ সংখ্যক শ্লোকে দেবী প্রতি শুম্ভের উক্তিতে দেখা যাইতেছে, শুম্ভ দেবীকে "দুর্গে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কিন্তু শুম্ভবধের অনেক কাল পরে দেবীকর্ত্তৃক দুর্গাসুর বধ হওয়ায় তাঁহার নাম যে "দুর্গা" হইয়াছে ইহা দেবী চণ্ডিকার নিজ মুখের উক্তিতেই জানা যাইতেছে। চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ মধ্যে কেহই এই ঐতিহাসিক সময় বিচার সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু কেহ কেহ দুর্গা শব্দের "দুর্ব্বিনীতা" অর্থ প্রদান করিয়া এই বিবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন (৫১০)। এই স্থানে দেবী প্রতি

---

(৫০৯) "সৈন্যঞ্চ হন্যমানং দৃষ্ট্বা।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

(৫১০) প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকের "দুর্গে" শব্দার্থে লিখিয়াছেন—"বলগর্ব্বেণ দুর্বিনীতে দুর্গে", এইরূপ কদর্য্য অর্থে "দুর্গা" শব্দ কোন পুরাণের কোন স্থানে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিতে এই চণ্ডী গ্রন্থেরই অনেক স্থানে "দুর্গে" শব্দ ব্যবহার করিয়া দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন। ৫৯৯ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে—"ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে।" বলিয়া দেবতাগণ দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন। দেবী তুমি বড় "দুর্বিনীতা" বলিয়া যে দেবীকে তাঁহারা স্তুতি করেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। দেবী চণ্ডিকা দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন তোমাদের হিতার্থে অতঃপর আমি আরও অসুর সংহার করিব—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্। দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥" ইত্যাদি

(৬২৪ ও ৬২৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোকে, দেবীর দুর্গা নাম হইবার কারণ, অতি পরিস্কার ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শুম্ভের মুখের "দুর্গে" সম্বোধন দ্বারা শুম্ভ যে দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন এবং শুম্ভের সম্মুখস্থা দেবীকে যে সামান্যা রমনী তিনি মনে করেন নাই, তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে (৫১১)। অস্ত্রধারিনী অসংখ্য মাতৃগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া দেবী কৌষিকী অসুর-শেষ শুম্ভকে বধ করিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া শুম্ভ দেবীকে সম্বোধন করিয়া যখন বলিয়াছিলেন,—অন্যের বলকে আশ্রয় করিয়া হে দুর্গে। তুমি যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে গর্ব্ব করিবার স্থল কিছুই নাই, তুমি আর গর্ব্ব করিও না, তখন শুম্ভের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তুমি অসংখ্য যোদ্ধাতে পরিবেষ্টিত এবং মহাবলে বলবতী হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত, আর আমি এখন একাকী যুদ্ধ করিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত, হৃদে লুক্কায়িত হতাশ মাখা এই দীর্ঘ নিশ্বাস শুম্ভের উক্তির প্রত্যেক অক্ষরের আশে পাশে দিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। দয়াময়ী দেবী কালিকার হৃদয়ে শুম্ভের এইরূপ কাতর উক্তিতে দয়ার বিমল ধারা প্রবাহিত না হইলে, তিনি হয়তঃ বলিতেন, পর্ব্বত শেখরে অরণ্য মধ্যে একাকিনী দণ্ডায়মানা একটি স্ত্রীলোককে বধ করিবার জন্য নিজে একাকী না আসিয়া, ষাইট হাজার অসুর সেনা সহ যখন তোমার একজন প্রধান সেনাপতি ধূম্রলোচনকে এখানে পাঠাইয়াছিলে, তখন "অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য" ভাবটি তোমার উদার চিত্তে উদয় হয় নাই কেন? দেবী সেরূপ কর্কশ উত্তর প্রদান না করিয়া বলিলেন—"যাঁহাদিগকে বিভিন্ন আকারে তুমি দেখিতেছ, তাঁহারা কেহই আমা হইতে বিভিন্ন নহেন, যাহা হউক আমার দেহ হইতে উৎপন্ন তাঁহাদিগকে সকলকেই আমার দেহ মধ্যে আমি পুনঃ গ্রহণ করিলাম, আমি এখন একাকিনী তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত পাইবার

---

(৫১১) শুম্ভাসুর দেবীকে "দুর্গা" বলিয়া সম্বোধন করায়, দেবী যে দুর্গাসুরকে নিপাত করিয়া পরে "দুর্গা" আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা তিনি অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন এরূপ মনে করিতে কোনই বাধা নাই। ধূম্রলোচন নিহত হইলে, শুম্ভাসুর যখন দেবীকে বধ বা বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য চণ্ডমুণ্ডকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন কৌষিকী বা চণ্ডিকা শব্দ ব্যবহার না করিয়া "অম্বিকাকে" বন্ধন করিয়া আনয়ন করিতে হইবে এরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (৪১২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) বেদে "অম্বিকা" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় এবং মাতৃভাব পরিজ্ঞাপক এই অম্বিকা শব্দ এ সময়ে ব্যবহার করাতে, শুম্ভ যে দেবীকে সাধারণ দেবীর ন্যায় দেখিতেন না, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। যে কারণে শুম্ভ দেবীকে লক্ষ্য করিয়া "অম্বিকা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণেই দেবীকে তিনি "দুর্গে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেহ বলিতে পারেন, শুম্ভ যদি চণ্ডিকাকে এত উচ্চ স্থানে স্থিতা পরমাশক্তির প্রতিমা মহাদেবী বলিয়াই জানিবেন তাহা হইলে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য এ যুদ্ধের আয়োজন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবী পুরাণ প্রদান করিয়াছেন।

প্রতীক্ষা করিতেছি। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে, দেবী মুখের এইরূপ দয়াশিক্ত মধুর উক্তি শুনিবার পরে শুম্ভের মুখ হইতে সময়োপযোগী আর কোন প্রত্যুত্তর বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তৎপরিবর্ত্তে মাতৃকাগণ দেবী শরীরে বিলীন হইলেন আর দেবী ও শুম্ভ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণ ও দানবগণ (সম্ভবতঃ সুদূর স্থান হইতে) এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, ইহাই ৫৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে শুম্ভবধ বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এজন্য ভাগবতে এই যুদ্ধের যে বিস্তৃত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এ স্থানে এই যুদ্ধ বর্ণনাকে আর একটু প্রদীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে কোন বাধা নাই।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, শুম্ভ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভ্রাতা এক যোগে দেবী কৌষিকী প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবতে বর্ণিত এই যুদ্ধ-ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, নিশুম্ভের পতনের পরে শুম্ভ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। শুম্ভের সে সময়ের অস্ত্র ধারণ ব্যাপারেও তাঁহার তাৎকালীক আচরণের কিঞ্চিৎ বিচিত্রভাব ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। শুম্ভ দেবীসম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র দেবীর অসাধারণ রূপ দর্শনে বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অন্যান্য অসুরগণ, এমন কি রক্তবীজ এবং নিশুম্ভ এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, ভক্ত ও সাধক শুম্ভ তাহাই দেখিলেন। শুম্ভ দেখিলেন, দেবী ত্রৈলোক্যবিমোহিনী রূপে সিংহবাহনে সংস্থিতা রহিয়াছেন, আর দেবতাগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং কিন্নরগণ অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পে তাঁহাকে পূজা করিতেছেন (৫১২)। শুম্ভ তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভের ন্যায় দেবীকে দেখিবা মাত্র তাঁহার প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আহা! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, এমন সুকোমল দেহ এবং ভয়ঙ্কর বীরত্বের দীপ্তি! পরস্পর বিরোধী ভাবের এরূপ একত্রে সমাবেশ অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। এমন পূর্ণ যৌবনা অথচ এমন কামভাববর্জ্জিত রূপ ত কখনও দেখি নাই। এই কোমলাঙ্গী যুবতী এত মহাবল সম্পন্ন অসুরগণকে কেমন করিয়াই বা বধ করিলেন, এ সকল ব্যাপার ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য বা মন্ত্রবলও আমাতে আমি

---

(৫১২) "তত্র গত্বাচলে শুম্ভঃ সংস্থিতাং জগদম্বিকাম্। ত্রৈলোক্যমোহিনীং কান্তামপশ্যৎ সিংহবাহিনীম্॥
সর্ব্বাভরণ ভূষাঢ্যাং সর্ব্বলক্ষণ সংবৃতাম্। স্তূয়মানাং সুরৈঃ খস্থৈর্গন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরৈঃ॥
পুষ্পৈশ্চ পূজ্যমানাঞ্চ মন্দার পাদপোদ্ভবৈঃ। কুর্ব্বানাং শঙ্খনিনাদং ঘণ্টানাদং মনোহরম্॥
দৃষ্ট্বাতাং মোহমগমচ্ছুম্ভঃ কামবিমোহিতঃ॥" (ভাগবত)

দেখিতেছি না। ইঁহার সহিত আমি যুদ্ধই বা কি করিব, আর পলাইয়া পাতালেই বা কি করিয়া যাইব (৫১৩)। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড, রাজনীতির প্রধান চারি অস্ত্র প্রয়োগ, এই রমণী পক্ষে সমস্তই আমি বৃথা দেখিতেছি। মরণই শ্রেয়ঃ, সংগ্রামে পলায়ন অকর্ত্তব্য। জয় হয় হউক্ বা মরণ হয় হউক্; এইরূপ চিন্তা করিয়া শুম্ভ যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন (৫১৪)। শুম্ভ অতঃপর এইরূপ চিন্তা করিয়া কৌষিকী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেবীকে বলিলেন, দেবি! চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমাকে সর্ব্বদা মন্ত্রণা দিতেছেন, কালিকা তোমাকে বুদ্ধি দিতেছেন, ভীষণনিনাদকারী শৃগালগণ তোমার চারিদিক্ রক্ষা করিতেছে, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ সিংহ তোমার বাহন, তুমি নিজে বীণা ত্যাগ করিয়া রণ-ঘণ্টাধ্বনি করিতেছ। হে দেবি! যদি তুমি নিতান্তই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার এই পরম সুন্দর রূপ পরিত্যাগ করিয়া তুমি কুৎসিৎ রূপ ধারণ কর। তুমি মধুর বাক্য ত্যাগ করিয়া কর্কশ বাক্য সকল বলিতে থাক, তবেই আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, নতুবা তোমাকে রতির ন্যায় এরূপ পরমসুন্দর রূপধারিণী দেখিয়া তোমার প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে আমার হস্ত উদ্যত হইতেছে না (৫১৫)। দেবী শুম্ভের এইরূপ কাতর উক্তিতে হাস্য করিয়া বলিলেন—তুমি আমার এই মূর্ত্তিতে আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে না চাহিলে, তোমার ইচ্ছানুরূপ ভীষণ মূর্ত্তি কালিকা তোমাকে বধ করিবার জন্য তোমার সম্মুখেই এই দেখ

---

(৫১৩) "অহো রূপমিদং সম্যগহো চাতুর্য্যমদ্ভুতম্। সৌকুমার্য্যঞ্চ ধৈর্য্যঞ্চ পরস্পরবিরোধি যৎ॥
সুকুমারাতিতন্বঙ্গী সত্ত্বঃ প্রকট যৌবনা। চিত্রমেতদসৌ বালা কামভাব বিবর্জ্জিতা।
কামকান্তাসমা রূপে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। অম্বিকেয়ং কিমেতত্তু হন্তি সর্ব্বান্ মহাবলান্॥
উপায়ঃ কোঽত্র কর্ত্তব্যো যেন মে বশগা ভবেৎ। ন মন্ত্রা বা মরালাক্ষী সাধনে সন্নিধৌ মম॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী হ্যেষা মোহিনী মদগর্ব্বিতা। সুন্দরীয়ং কথং মে স্যাৎ বশগা বরবর্ণিনী॥
পাতালগমনং মেঽদ্য ন যুক্তং সমরাঙ্গনাৎ। সামদানবিভেদৈশ্চ নেয়ং সাধ্যা মহাবলা॥
কিং কর্ত্তব্যং ক্ব গন্তব্যং বিষমে সমুপস্থিতে। মরণং নোত্তমং চাত্র স্ত্রীকৃতন্তু যশোঽপহৃৎ॥" (ভাগবত)
(৫১৪) "বৃথা কিং সামবাক্যানি ময়া যোজ্যানি সাম্প্রতম্। হননায়াগতা হ্যেষা কিং নু সাম্না প্রসীদতি॥
ন দানৈশ্চালিতুং যোগ্যা নানাশস্ত্রবিভূষিতা। ভেদস্তু বিফলঃ কামং সর্ব্বদেব বশানুগা॥
তস্মাত্তু মরণং শ্রেয়ো ন সংগ্রামে পলায়নম্। জয়ো বা মরণং বাস্তু ভবেত্ত্যেবং যথাবিধি॥" (ভাগবত)
(৫১৫) "বুদ্ধিদা কালিকা তেঽত্র চামুণ্ডা পরনায়িকা। চণ্ডিকা মন্ত্রমধ্যস্থা লালনে সুস্বরা শিবা॥
বাহনং মৃগরাড়ান্তে সর্ব্বসত্ত্ব ভয়ঙ্করঃ। বীণানাদং পরিত্যজ্য ঘণ্টানাদং করোষি যৎ॥
রূপযৌবনয়োঃ সর্ব্বং বিরোধি বরবর্ণিনি। যদি তে সঙ্গরেচ্ছাস্তি কুরূপ ভবভামিনি॥" (ভাগবত)

উপস্থিত আছেন। কালিকা এবং আমি অভিন্না। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও (৫১৬)।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শুম্ভ এই সময়ে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বলাবলেপ দুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥"

কৌষিকী মূর্ত্তিধারিণী দেবী স্থানে এখন কালিকাদেবীকে "দুর্গে" বলিয়া শুম্ভের সম্বোধন করিয়া থাকাই সম্ভব। কালিকাকেই "দুর্গা" নামে দেবতাগণ সম্বোধন করিয়া থাকেন। (পূর্ব্বের উদ্ধৃত দেবস্তুতি দ্রষ্টব্য) শুম্ভের মুখে এইরূপ কাতর কথা সকল শুনিয়া, দেবী কালিকা মাতৃকা-দেবীগণকে, শিবদূতীদেবীকে এবং কৌষিকীদেবীকে নিজ দেহ মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন,—"এই জগতে আমিই একমাত্র। আমি ভিন্ন দ্বিতীয়া আর কেহ নাই। দুষ্ট। এই দেখ আমাতেই আমার বিভূতি সকল আসিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে।" তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল কালিকা এবং শুম্ভ রহিলেন। এই দুইএর ঘোর যুদ্ধ, দূরে পলায়িত অসুরগণের এবং অন্তরীক্ষে অবস্থিত দেবতাগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। এই সময়ে দেবী কালিকা তাঁহার চতুর্ভুজা মূর্ত্তিকে অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং সচরাচর তিনি এক হস্তে যে এক খানি মাত্র খড়্গ ধারণ করিয়া থাকিতেন, তাহার অতিরিক্ত ধনুক, বাণ, শূল ইত্যাদি নানা অস্ত্র এই সময়ে করে ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন (৫১৭)।

---

(৫১৬) "ব্যাস উবাচ। ইতি ব্রুবাণং কামার্ত্তং বীক্ষ্যতং জগদম্বিকা। স্মিত পূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ ভরতোত্তম ॥
দেব্যুবাচ। কিং বিষীদসি মন্দাত্মন্ কামবাণ বিমোহিত। প্রেক্ষিকাহং স্থিতা মূঢ় কুরু কালিকয়া মৃধম্ ॥
চামুণ্ডয়া-বা কুর্ব্বেতে ভব যোগ্যে রণাঙ্গণে। প্রহরস্ব যথাকামং নাহং ত্বাং যোদ্ধুমুৎসহে ॥
ইত্যুক্ত্বা কালিকাং প্রাহ দেবী মধুরয়া গিরা। জহেনং কালিকে ক্রূরে কুরূপপ্রিয়মাহবে ॥" (ভাগবত)

(৫১৭) চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে এ সকল কথা এত পরিস্কার ভাষায় না থাকিলেও বামনপুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ পরে দেবগণকর্ত্তৃক দেবী কালিকার স্তুতিতে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা—

"নমোঽস্তু তে ত্রিদশরিপুক্ষয়ঙ্করি নমোঽস্তু তে শতমখপাদপূজিতে।
নমোঽস্তু তে মহিষবিনাশকারিণি নমোঽস্তু তে হরিহরভাস্করস্তুতে ॥
নমোঽস্তু তেঽষ্টাদশবাহুশালিনি নমোঽস্তু তে শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি।
নমোঽস্তু তে চার্ত্তিহরে ত্রিশূলিনি নমোঽস্তু নারায়ণি চক্রধারিণি ॥
নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং নিষূদয়ারিং দ্বিজদেবতানাম্।
নমোঽস্তু তে সর্ব্বময়ি ত্রিনেত্রে নমো নমস্তে বরদে প্রসীদ ॥" (বামনপুরাণ)

ততঃ শরশতৈর্দ্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥৫৫৭॥
ছিন্নে ধনুষি দৈতেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥৫৫৮॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥৫৫৯॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্ম্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥৫৬০॥
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গারং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥৫৬১॥
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গারং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥৫৬২॥
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্য তাড়য়ৎ ॥৫৬৩॥
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥৫৬৪॥
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দ্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥৫৬৫॥
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥৫৬৬॥

৫৫৭ হইতে ৫৬৬ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

অনন্তর সেই অসুর শত শত শরদ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দেবীও কুপিতা হইয়া অসুরের ধনু, বাণসমূহদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাহা তাঁহার হস্তে থাকিতেই দেবী চক্রদ্বারা উহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দৈত্যাধিপতি খড়্গ এবং কিরণশালি শতচন্দ্র (শতচন্দ্র নামক চর্ম্ম) গ্রহণ করিয়া সেই দেবীর দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি আসিতে আসিতে তাঁহার সূর্য্য-কিরণতুল্য নির্ম্মল খড়্গ ও চর্ম্ম, চণ্ডিকা দেবী ধনুর্মুক্ত তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা শীঘ্রই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই দৈত্য অশ্বহীন, ছিন্নধন্বা ও সারথিহীন হইয়া অম্বিকাকে নিধন করিতে উদ্যত হইয়া ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমনোদ্যমকালেই দেবী তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা তাঁহার মুদ্গর ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তথাপি তিনি ত্বরান্বিত হইয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া সেই দেবীর দিকে ধাবিত হইলেন। সেই দৈত্য পুঙ্গব দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবীও তাহার বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিলেন। করতলাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত সেই দৈত্যরাজ ভূতলে নিপাতিত হইলেন; তিনি সহসা পুনরায় উঠিলেন এবং দেবীকে নিজ অপেক্ষা অধিক বল-শালিনী বুঝিয়া উড়িয়া আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানেও সেই চণ্ডিকাদেবী নিরাধারা হইয়াই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আকাশে শুম্ভদৈত্য এবং চণ্ডিকাদেবী পরস্পর প্রথম সিদ্ধ এবং মুনিগণের বিস্ময়জনক বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

এই যুদ্ধ সময়ের একটি প্রধানঘটনার ইতিহাস যাহা ৫৬৫ এবং ৫৬৬ সংখ্যক শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যাসময়ে প্রায় সকল টীকাকারই একটি অমার্জ্জনীয় ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, শুম্ভ দেবীকে ধরিয়া টানিয়া আকাশে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শুম্ভ দেবীর চুল ধরিয়া, হাত ধরিয়া কিম্বা পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা কি ভাবে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা টীকাকারগণ মধ্যে কেহই লিখেন নাই। বস্তুতঃ এই স্থানের পূর্ব্বাপর বর্ণনা দৃষ্টে ঐ রূপ অসঙ্গত এবং অদ্ভুত একটা অর্থ ব্যাখ্যা কেহই করিতে পারেন না। শুম্ভ

যখন দেখিলেন, কালিকা, শুম্ভনিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্র গ্রাস করিয়া উদরস্থ করিতেছেন এবং লক্ লক্ জিহ্বা প্রসারিত করিয়া তাঁহাকেও গ্রাস করিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তখন পলায়নের স্থান অনুসন্ধান করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বুদ্ধিমান্ শুম্ভ বুঝিয়াছিলেন, পৃথিবীপ্রসারিত জিহ্বাদ্বারা রক্তবীজকে কালিকা যখন বিনাশ করিতে পারিয়াছেন, তখন পৃথিবীর যে কোনস্থানে তিনি যাইবেন, কালিকার অসুর-রক্তলোলুপ জিহ্বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সেই স্থানেই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে উদরস্থ করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না। এইরূপ চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ দিকে উঠিয়া আকাশে পলাইবার চেষ্টা করা শুম্ভের পক্ষে অসম্ভব নহে। পলায়নতৎপর শুম্ভ শূন্যমার্গে উঠিয়া তাঁহার এইরূপ কার্য্যদ্বারা দেবীকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকৃষ্ট করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই জন্য এই শ্লোকের "প্রগৃহ্য" শব্দে "টানিয়া লওয়া" কিম্বা "প্রকৃষ্ট ভাবে গ্রহণ করা" বুঝিতে হইবে না। শূন্যে উপস্থিত শুম্ভ, তখন পলায়ন চেষ্টা বৃথা মনে করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিতা দেবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া, তাঁহার মুখ নিসৃত যুদ্ধে আহ্বান বাক্য গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধে সম্মত হইলেন ইহাই বুঝিতে হইবে। ঐ শ্লোকে শুম্ভকর্তৃক দেবীর কেশ পরিত্যাগ করা, কিম্বা দেবীর হাত পা, যাহা আটিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দেওয়া, কিম্বা দেবীর মুণ্ডমালাপাশ হইতে দেবীকে মুক্ত করা ইত্যাদি কোন ভাবের কোন কথাই নাই। বরং অন্য দিকে দেখা যাইতেছে, অব্যবহিত পরক্ষণেই দেবী এবং শুম্ভ শূন্যমার্গে অবস্থান করিয়া পরস্পর-প্রতি বাহু অর্থাৎ মুষ্টিদ্বারা ভীষণ আঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ বাহু যুদ্ধ পরে, দেবী কালিকা শুম্ভকে তাঁহার কান ধরিয়াই হউক্ কিম্বা তাঁহার কেশ ধরিয়াই হউক্, আকাশে কয়েকটি ঘুর পাক দিয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া (উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস) পৃথিবী পৃষ্ঠে সবলে নিক্ষেপ করিলেন। শুম্ভ, চুল ধরিয়া কালিকাদেবীকে বল প্রয়োগে আকাশে টানিয়া লইয়া গিয়া থাকিলে, সেই মহাবলবান শুম্ভের তন্মুহূর্ত্তেই লাঞ্ছিত হইয়া ভূতলে এভাবে দেবীকর্তৃক লোষ্ট্রবৎ নিক্ষিপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। যে কালিকাদেবীর উদরের পাকস্থলীতে কোটি কোটি রক্তবীজের মৃতদেহ এবং সংখ্যাতীত হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অসংখ্য অসুর সৈন্য তৎকালে জীর্ণ হইতেছিল, সেই বিকট মূর্ত্তি ধারিণী কালিকাদেবীকে হাতে ধরিয়া বা পা ধরিয়া বা কেশে ধরিয়া টানিয়া আকাশে উঠাইবার সামর্থ্য শুম্ভের দেহে থাকা এক কালীন অসম্ভব। একটা মুষিককে চিলের পক্ষে ছোঁ দিয়া আকাশে লইয়া যাওয়া যেমন সহজ ব্যাপার, শুম্ভের পক্ষে দেবী

কালিকাকে পায়ে বা হাতে বা চুলে ধরিয়া আকাশে উঠাইয়া লওয়া তেমন সহজ ছিল না, ইহা যে কেহ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পলায়িত শুম্ভের পশ্চাৎধাবিতা কালিকাদেবী আকাশেই শুম্ভকে বধ না করিয়া বা জীবিতাবস্থাতেই তাহাকে উদরস্থ না করিয়া, তাঁহার কান ধরিয়া আকাশে সাত পাক ঘুরাইয়া শুম্ভকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া শুম্ভের যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। পলায়ন পরায়ণ অসুররাজ শুম্ভের পক্ষেই দেবীর হস্তে এরূপ সম্মান প্রাপ্তি সম্ভবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব্বাপর ঘটনার এই সকল অবস্থা দৃষ্টে টীকাকারগণের প্রদত্ত ৫৬৫ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য স্থির করিতে হইবে। টীকাকারগণের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্লোকের শব্দার্থ, এরূপ ভাবার্থ নিস্কাসনের পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কারণ "প্রগৃহ্য" অর্থে বল পূর্ব্বক টানিয়া লওয়া না বলিলেও, গ্রহণ যখন বলিতেই হইবে, তখন শুম্ভ আকাশে পলায়ন করিয়াছিলেন ইত্যাদি অনাবশ্যকীয় কথার অবতারণা না করিয়া যুদ্ধের জন্য আকাশে দেবীকে শুম্ভ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ সহজ অর্থ না করা হয় কেন ? এরূপ প্রশ্নকারীগণকে সংস্কৃত অভিধানে এবং অন্যান্য পুরাণে ব্যবহৃত "গৃহ্য" শব্দের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া টীকাকারগণ প্রদত্ত অযৌক্তিক অর্থকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারি (৫১৮)।

---

(৫১৮) Sir Monier Williams তাঁহার সঙ্কলিত SANSKRIT ENGLISH DICTIONARY তে "গ্রহ" ধাতুর অর্থে "Understand," "learn," "to receive into the mind" লিখিয়াছেন। সুতরাং "প্রগৃহ্য" শব্দে "প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়া," "প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া" অথবা "প্রকৃষ্টরূপে চিত্তে ধারণা করিয়া" এইরূপ অর্থ করাই এ স্থানে সঙ্গত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে দেবীর চপেটাঘাতে শুম্ভ ভূতলে নিপাতিত হইয়াছিলেন জানা যাইতেছে। এই ঘটনার দ্বারা শুম্ভও প্রাণে মনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দেবী অসামান্যশক্তিসম্পন্না এবং শুম্ভ নিজে দেবী অপেক্ষা অনেক হীনবল। এই জ্ঞান লাভ করিয়া এবং তৎপরে পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর চিন্তা করিয়া শুম্ভের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া শূন্যমার্গে ধাবিত হওয়াই সঙ্গত হইয়াছিল। শ্লোকের "প্রগৃহ্য......দেবীং" শব্দে "শুম্ভ দেবীকে পূর্ব্বোক্তরূপ জানিয়া" অর্থ করাই কর্ত্তব্য। দর্শন শাস্ত্রাদিতে যেখানে "স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব" রূপ লক্ষণাদি করা হইয়াছে, সেখানে গ্রহ ধাতু যে 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতগণেরও অবিদিত নাই।

স্কন্দপুরাণে, দেবাসুর সংগ্রাম উপাখ্যানে, কালনেমির সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ সময়ে, আকাশে গরুড়োপরি বিষ্ণু এবং ভূতলে কালনেমি রহিয়াছেন, এ ভাবে যুদ্ধ করা নিয়ম নহে, কালনেমি ইহা বলিলে, ঈষদ্ধাস্য করিয়া বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, ভাল, তুমি গগনস্থ হও কিম্বা আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছি, সমবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করাই সঙ্গত। বিষ্ণুর এইরূপ বাক্যে কালনেমি অসুর সৈন্য সহ আকাশে উঠিয়াছিলেন। কালনেমি আকাশে উঠিয়া বিষ্ণুকে যুদ্ধার্থে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানের স্কন্দপুরাণের বর্ণনাতে "গৃহ্য" শব্দের অর্থে কালনেমি বিষ্ণুকে ধরিয়া টানিয়া আকাশে উঠাইলেন, এরূপ কেহই সিদ্ধান্ত করেন না। স্কন্দপুরাণ হইতে এই স্থানের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"প্রহস্য ভগবান্ বিষ্ণুরুবাচেদং মহাপ্রভুঃ। গগনস্থো ভব ত্বং হি মহীস্থোঽহং ভবামি বৈ॥
অপ্রশংস্তং চ বিষমং যুদ্ধঞ্চৈব যথা ভবেৎ। তথা কুরু মহাবাহো গগনে বা মহীতলে॥
তথেতি নত্বা হি মহানুভাবো দৈত্যঃ সমেতোঽর্ব্বুদসংখ্যকৈশ্চ।
সিংহোপরিস্থৈশ্চ মহানুভাবৈ- র্মহাবলৈঃ ক্রূরতরৈস্তদানীং॥
গগনমথ জগাহে মন্দমন্দং মহাত্মা হ্যসুরগণ সমেতো বিশ্বরূপং জিঘাংসুঃ।
ত্রিশিখমপরমুগ্রং গৃহ্য সন্দেশচেষ্টা দশনবিকৃতবক্ত্রো যোদ্ধুকামো হরিং সঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

দুঃখের বিষয়, এই সকল বিষয় প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ অনাবশ্যকীয় কথার অবতারণা করিয়া অর্থ ব্যাখ্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থের অযৌক্তিকতার গুরুত্ব দেখাইবার জন্য, তাঁহাদের টীকা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"দেবীং প্রগৃহ্য উচ্চৈর্গগনমুৎপত্য উল্লম্ফনেন প্রাপ্য আস্থিতঃ। তত্রাপি, অপিঃ সমুচ্চয়ে, নিরাধারা সর্ব্বাধারত্বেন স্বমহিমাতিরিক্ত ধারণ হেতুশূন্যা ; যথান্যত্র সাধারত্ব প্রত্যয়দশায়ামপি বস্তুতো নিরাধারা গগনেঽপি তথাবিধৈব সা চণ্ডিকা তেন যুযুধে। গগনস্য ধারণ হেতুত্বাভাবেঽপি তত্র তস্যাঃ স্থিতৌ ন প্রযত্নাতিশয়ঃ কিন্তু পৃথিব্যাদাবিব স্থিত্বা যুযুধে। নিরাধারত্বন্তু তস্যাঃ সর্ব্বত্র তুল্যমিতি ভাবঃ। অত্রার্থে শ্রুতিঃ—'স কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নীতি'।" (দেবীভাষ্য)

"দেবীং প্রগৃহ্য উচ্চৈরুৎপত্য ঊর্দ্ধংগত্বা গগনম্ আকাশম্ আস্থিতোঽভূদিতি শেষঃ। সা চণ্ডিকা তত্রাপি গগনেঽপি নিরাধারা নিরাশ্রয়া সতী তেনাসুরেণ সহ যুযুধে।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"মহীতলাদুৎপত্য উড্ডীয় দেবীং প্রগৃহ্য গৃহীত্বা উচ্চৈর্গগনমাকাশমাস্থিত আরূঢ়বান্ আশ্রিতঃ।"

"চণ্ডিকা শব্দব্রহ্মরূপতয়া আকাশস্থিততয়া সাধারত্বাদনিরাধারা।" (শান্তনবী)

কোনও কোনও টীকাকার লিখিয়াছেন, শুম্ভের পা ধরিয়া দেবী তাহাকে শূন্যে ঘুরাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের শ্লোকে শুম্ভের হাত পা ধরিবার কথা নাই, শুম্ভের কান ধরিবার কথাও নাই। বর্ণনার অস্ফুট ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, টীকাকারগণ যখন শুম্ভের পা ধরিয়া ঘুরাইবার কথা লিখিতে পারেন, সেই একই কারণে আমরা দেবী কর্তৃক শুম্ভের পদ ধারণ অপেক্ষা, শুম্ভের কর্ণ ধারণই সমধিক স্থানোপোযোগী মনে করিলাম।

"উৎপাত্য কন্দুকবদুপরিক্ষিপ্তঃ পতনসময়ে চরণমুদ্ধৃত্য ভ্রাময়ামাস, ধরণীতলে চিক্ষেপ চেত্যর্থঃ॥"
(নাগোজী ভট্ট)

"অম্বিকা দেবী তেন শুম্ভেন মহাসুরেণ সহ সুচিরং চিরতরং কালং নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং কৃত্বা নিবৃত্ত্য ততোঽনন্তরং পশ্চাত্তং শুম্ভং দৈত্যম্ উৎপাত্য উৎক্ষিপ্য চরণমুদ্ধৃত্য ভ্রাময়ামাস। ততো ভ্রাময়িত্বা তং শুম্ভং বলয়াকারেণোদ্ধৃত ভ্রাময়িত্বা ধরণীতলে ভুবি চিক্ষেপ পাতয়ামাস ইহ ভ্রমেণ বমন্তত্বান্মিত্বাৎ 'মিতাংহ্রস্বঃ' ইতি হ্রস্বত্বম্। ভ্রময়ামাসেতি সভ্যঃ পাঠঃ।" (শান্তনবী)

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥৫৬৭॥
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥৫৬৮॥
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥৫৬৯॥
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥৫৭০॥
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥৫৭১॥
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলং চাভবন্নভঃ ॥৫৭২॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥৫৭৩॥
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥৫৭৪॥
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥৫৭৫॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ ॥

৫৬৭ হইতে ৫৭৫ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

অনন্তর অম্বিকা শুম্ভের সহিত বহুকাল ব্যাপিয়া বাহু যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করতঃ আঘূর্ণন পূর্ব্বক পৃথিবী পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। সেই দুষ্টাত্মা নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতল প্রাপ্ত হইলে মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকা নিধনেচ্ছায় ত্বরান্বিত হইয়া ধাবিত হইলেন। অনন্তর দেবী আগতপ্রায় সেই সর্ব্বদৈত্যাধিপতি শুম্ভের বক্ষে শূল বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। দেবী-শূলাগ্র-বিদীর্ণ সেই শুম্ভাসুর সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত সমন্বিতা সমগ্রা পৃথিবীকে বিকম্পিত করিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণহীন হইয়া পতিত হইলেন। পূর্ব্বে উল্কাসহ যে সকল উৎপাতসূচক মেঘ বিদ্যমান ছিল, শুম্ভ নিহত হইলে তাহার শমতা প্রাপ্ত হইল এবং নদী সকল প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিহত হইলে অখিল জগৎ প্রসন্ন হইল ও অতীব সুস্থ হইল এবং আকাশও নির্ম্মল হইল। অনন্তর সেই অসুর নিহত হইলে দেবতারা সকলে উৎফুল্ল চিত্ত হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বাদ্য করিতে লাগিলেন, এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। পবিত্র বায়ুসমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যদেব শোভন কিরণশালী হইলেন। অগ্নি সমূহ শান্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল এবং দিক্‌সকলের উৎপাত সূচক ধ্বনি শান্ত ভাব ধারণ করিল।

শুম্ভবধ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান

৫৬৯ এবং ৫৭০ সংখ্যক শ্লোকে শুম্ভবধ বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যাইতেছে,—দেবী, শুম্ভাসুরের বক্ষস্থল শূলাগ্রে বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং এই ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে ত্রিদিববিজয়ী শুম্ভাসুরের বিচিত্র জীবন নাট্যলীলার পরিসমাপ্তি হইল। এই স্থানের বর্ণনা দৃষ্টে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটি উৎকট প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কালিকাদেবীর করে ধৃত, তাঁহার সদা প্রিয় খড়্গাঘাতে শুম্ভের শিরশ্ছেদ না করিয়া শূলাগ্রে শুম্ভের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া, দেবী তাহার জীবন শেষ করিলেন কেন? দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরেরও বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শেষে অসি আঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিলেন, রক্তবীজকেও দেবী শূলাঘাতে আহত করিয়া, পরে দেবী চামুণ্ডাদ্বারা তাহার দেহের রক্ত পান

করাইয়া তাহাকে নিস্তেজ করিয়াছিলেন। নিশুম্ভের হৃদয় শূল বিদ্ধ করিয়া তৎপরে দেবী খড়্গদ্বারা তাহার ভূপাতিত দেহ হইতে তাহার মস্তক পৃথক করিয়াছিলেন। দেবীর হস্তে সর্ব্বদা শূলাস্ত্রের এত অধিক ব্যবহার দেখিয়া সহজেই মনে হয়, সকল অস্ত্র হইতে শূল অস্ত্রই বুঝি বা দেবী কালিকার অধিক প্রিয় (৫১৯)। শূল অস্ত্র মধ্যে এমন কোন সংহার শক্তি কি

---

(৫১৯) বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে প্রস্তর, ধাতু বা মৃণ্ময়ী যে সকল কালী প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় সকলেরই এক হস্তে খড়্গ, এক হস্তে নরমুণ্ড, এক হস্তে বরদান ও আর এক হস্তে অভয়দান ভাব পরিজ্ঞাপক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় কোন স্থানেই কালিকাদেবীমূর্ত্তিতে, তাঁহার করে শূল অস্ত্র ধারণ দেখা যায় না। কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রের নানা স্থানে করে ত্রিশূল ধৃতা কালিকাদেবীর রূপ বর্ণনার অপ্রতুল নাই।

"যা সা নিম্নোদরাভা বিকৃতভবভয়ত্রাসিনী শূলহস্তা চামুণ্ডা মুণ্ডবাতা রণরণিতরণজঝল্লরীনাদরম্যা।
ত্রৈলোক্য ত্রাসয়ন্তী ককহকহকহৈর্ঘোররাবৈরনেকৈর্নৃত্যন্তী মাতৃমধ্যে পিতৃবননিলয়া পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা॥
যা ধত্তে বিশ্বমখিলং নিজাংশেন মহোজ্জ্বলা।" (স্কন্দপুরাণ)

দেবীপুরাণোদ্ধৃত নারদ কৃত চামুণ্ডাদেবীর স্তবে দেবীর রূপ বর্ণনা এইরূপ ভাষাতে প্রদত্ত হইয়াছে—
"চামুণ্ডা চণ্ডিণী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী। রুদ্রানী পার্ব্বতীন্দ্রানী শঙ্করার্দ্ধ শরীরিণী॥

* * * * * * * *

ত্রিশূলিনী ত্রিনয়না ত্রিপাদা ত্রিগুণাত্মিকা। অরূপা বহুরূপা চ সুরূপা কামরূপিনী॥" ইত্যাদি

দেবী কালিকা যে শূল বজ্র ধারিণী রূপে রণক্ষেত্রে অবস্থান করেন তাহা কালিকাকুলসর্ব্বস্ব তন্ত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে—

"শ্মশানকালিকা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। গুহ্যকালী মহাকালী কুরুকুল্যা বিরোধিনী॥
কালিকা কালরাত্রিশ্চ মহাকালনিতম্বিনী। কালভৈরবভার্য্যা চ কুলবর্ত্ম প্রকাশিনী॥
শঙ্খিনী চক্রিণী কৃষ্ণা গদিনী পদ্মিনী তথা। শূলিনী পরিঘাস্ত্রা চ পাশিনী শঙ্খধারিণী॥
পিনাকধারিণী ধূম্রা সুরভির্বনমালিনী। বজ্রিণী সমরপ্রীতা বেগিনী রণপণ্ডিতা॥
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশা চন্দ্রকোট্যযুতপ্রভা॥ নিশুম্ভশুম্ভহন্ত্রী চ রক্তবীজবিনাশিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ দুর্গাসুরবিনাশিনী॥ বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থা সর্ব্বসত্ত্বপ্রতিষ্ঠিতা।
সর্ব্বা সর্ব্ববতী সর্ব্বদেবকন্যাধিদেবতা॥" (কালিকা কুলসর্ব্বস্ব তন্ত্র)

"চিত্রে চ ত্রিশিখে খড়্গে জলস্থাং বাপি পূজয়েৎ। পঞ্চাশদঙ্গুলং খড়্গাং ত্রিশিখঞ্চ ত্রিশূলকম্॥
শিলায়াং পর্ব্বতস্যাগ্রে তথা পর্ব্বতগহ্বরে। দেবীং সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥"

* * * * * * * *

"শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গাং শক্তিং তথৈব চ। দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা॥
গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম্ম শঙ্খং তথৈব চ। ঊর্দ্ধাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ॥"
সিংহস্যোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্ম্মাণি কৌষিকী।" (কালিকাপুরাণ)

ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে কারণে সংহার কার্য্য সাধন সময়ে, পুরাণের বর্ণনাতে, সর্ব্বদাই দেবীকে শূল অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়? এপ্রশ্নের উত্তর দানের সামর্থ্য তত্ত্বদর্শী দেবগণ ও ঋষিগণের থাকিতে পারে; সাধারণ মানুষের নাই। তবে এই প্রসঙ্গে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, অতি পুরাকালে বেদোক্ত ঋষিগণের কণ্ঠ নিঃসৃত স্তুতি গীতিতে শূলের স্তুতি যেরূপ উচ্চনাদে শ্রবন করা গিয়াছে, মধ্য কালে রোম, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সমূহের ধর্ম্ম গ্রন্থে, সাধক এবং বীরপুরুষগণের মুখে শূলের গুণ গান যেমন শুনা গিয়াছে, ইজিপ্টের প্রাচীন পিরামিডের গাত্রে খোদিত চিত্রে শূলের যেরূপ গৌরব ঘোষনা করিতেছে; এরূপ উক্তি আর কোন সংহার অস্ত্রের সম্বন্ধে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও অসাধারণ ও অলৌকিক গুণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট না থাকিলে, এরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শূলাস্ত্রের গৌরব এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবতা ও ঋষিগণের উচ্চ ধারণার কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বে ৫১৭ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা আলোচনা সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে ১৬০ সংখ্যক টীকাতেও শূলাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা এমন একটি বিষয়, যাহার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল দুই এক পৃষ্ঠা ব্যাপি আলোচনাতে নিঃশেষ হইতে পারে না এবং যাহার শাস্ত্রীয় অনুসন্ধানকে কোন স্থলেই বৃথা পরিশ্রম মূলক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের অনেক শ্লোক মধ্যে ত্রিশূলাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐসকল স্থানে লিখিতত্রিশূলের কথা প্রসঙ্গে ত্রিশূল সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল, যে কোন একটি টীকাতে সন্নিবেশ করিতে হইলে, টীকার আয়তন অতিশয় বিস্তার হইবার আশঙ্কা থাকায় এবং তাহা অনেক পাঠকের প্রীতিকর না হইতেও পারে বিবেচনা করিয়া, ত্রিশূল সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল বিভাগ করিয়া স্থান ও অবস্থানুসারে বিভিন্ন শ্লোকের টীকাতে ক্রমশ সন্নিবেশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ত্রিশূল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথার উল্লেখ করা হয় নাই বা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে শুম্ভনিশুম্ভের নিপাতন কার্য্য সাধক দেবী হস্তের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূলের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে এক্ষনে তাহাই একটু বিস্তৃত ভাবে এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎসঙ্গে ত্রিশূলের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রয়োজন অনুসারে এখানে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

শাস্ত্র এবং বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা ত্রিশূলের প্রধানতঃ তিনটি ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই—

(১) আত্মরক্ষা এবং শত্রু সংহারের অস্ত্র স্বরূপ দেবদানব মানবগণ কর্তৃক ত্রিশূলের ব্যবহার।

(২) দেবতার হস্তের অস্ত্র জ্ঞানে পূজার জন্য কিম্বা ধর্ম্ম সাধনার পথ নির্দ্দেশক একটি চিহ্ন জ্ঞানে লোক সমাজে ত্রিশূলের ব্যবহার।

(৩) পৃথিবীর নানা দেশের নানা শ্রেণীর সাধকগণের সাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রদর্শক চিহ্ন স্বরূপ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন লোক সমাজে বিভিন্ন আকারে ত্রিশূলের ব্যবহার।

সংহার অস্ত্র স্বরূপ ত্রিশূলের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে। অনেকের একটি ভুল ধারণা রহিয়াছে যে, বজ্র যেমন ইন্দ্রের নিজস্ব অস্ত্র, সুদর্শন যেমন নারায়ণের নিজস্ব অস্ত্র, তেমনি শূল বা ত্রিশূল শিবের নিজস্ব অস্ত্র। বস্তুতঃ ত্রিশূল কোন দেবতার নিজস্ব অস্ত্র বলিয়া পুরাণের কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবী চণ্ডিকা তাঁহার হস্তের ত্রিশূল অস্ত্র এক সময়ে ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত মহাদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন (৪৯৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মহিষাসুর নিপাত সময়ে চিক্ষুরাসুর তেজ প্রদীপ্ত এক মহাশূলাস্ত্র দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। চামরাসুরও শূলাস্ত্র দ্বারা দেবীকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৮২ এবং ১৮৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শুম্ভনিশুম্ভও দেবীর প্রতি বারম্বার শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পুরাকালের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রায় সকল দেশেই যুদ্ধ সময়ে, উভয়পক্ষ হইতে ধনুক, বাণ, খড়্গ এবং শূলাস্ত্রের সহায়তায় শত্রুনিপাত করিতে চেষ্টা করা হইত। এরূপ যুদ্ধপ্রথা সভ্য সমাজেএখন লুপ্তপ্রায় হইলেও শূলাস্ত্রের সম্মান ও ব্যবহার অদ্যাপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই (৫২০)। এই সকল

---

(৫২০) এখন যে শূলাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে এদেশে বর্শা, বল্লম, সরকী, সুনপি, ফালা, প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দ্বারা বিভিন্ন স্থানে পরিচিত করা হইলেও, সেই সকলের আকার এবং ব্যবহারগত পার্থক্য অল্পই পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপে Lance, Spear, Pike, Shaft, Spontoon, Pungereপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শূল বা শূলবৎ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রকে আখ্যাত করা হইলেও এবং উহাদের আকার গত কিঞ্চিত পার্থক্য থাকিলেও, ব্যবহারের রীতি পদ্ধতি সকল দেশেই প্রায় সমান দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মানী দেশের Cavalry (অশ্বারোহী) সৈন্যগণ এখনও হস্তে সুদীর্ঘ Lance নামক শূল অস্ত্র ধারণ করিয়া রণ-প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। British Armyতে ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্যগণ মধ্যে Lancer নামধেয় শূলাগ্রে পতাকা ধারী সৈন্যের সম্মান এখনও অত্যন্ত অধিক। কিছুকাল পূর্ব্বেও য়ুরোপে দুই দল লানছার অশ্বারোহী সৈন্য দূর হইতে পরস্পর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্শা করে লইয়া সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া যে যুদ্ধ করিতেন, তাহাকে "চার্জ্জ" করা বলা হইত এবং এইরূপ যুদ্ধে জয়ী দল প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের বাহিরে গমনাগমন সময়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ রক্ষক অশ্বারোহী সৈন্যগণের রক্তবর্ণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পৌরাণিক ও ঐতিহসিক বর্ণনাদৃষ্টে অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে,—যুদ্ধসময়ে শূলাস্ত্র ব্যবহার করিবার প্রথা পুরাকালে কেবল দেবদানবগণ মধ্যে নহে, মানবগণ মধ্যেও প্রচুর পরিমানে প্রচলিত ছিল। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দেবীর করধৃত শূলাস্ত্র যেমন শিষ্ট পালন-কার্য্যে অতুলনীয়, যেমন দুষ্টদমন কার্য্যে অব্যর্থ, অন্যের বিনির্ম্মিত এবং ব্যবহৃত শূল অস্ত্র পুরা-

---

পরিচ্ছদের এবং করে সুদীর্ঘ শূলাস্ত্র ধারণের শোভা অনেকেই দর্শন করিয়া থাকিবেন। হস্তের নিকট এত নূতন নূতন বন্দুক তলোয়ার থাকিতেও, শূলাস্ত্রের প্রতি পূর্ব্বকালের সমাদর ও সম্মান যে এখনও ইঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহা এই সকল অবস্থা দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ দেশের মফঃস্বলবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী ইংরেজ যুবা পুরুষগণের Bore-hunting-party বর্ষা লইয়া বন্য শূকর শিকার সময়ের আনন্দ যিনি দেখিয়াছেন তিনি তাহা কদাচিৎ ভুলিতে পারিবেন।

জনসাধারণ শূলাস্ত্রের কিরূপ উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় য়ুরোপের মধ্যকালের ইতিহাসের নিম্নোক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে,—

"This Sula has exceedingly sharp points, is very terrible and formidable, as one who stands with threatening brow frowning with three wrinkles. It is without smoke (i.e. with a clear flame), flaming like the rising death-sun (i. e. the sun at the end of the world), indescribable" (The Thunderweapon in Religion and Folklore.)

"In Homer, Poscidon the earthshaker has recourse to his trident when he stirs up all nature ; a hurricane rages on all sides ; land and sea are hidden by clouds ; the gloom of night covers the sky (Odyssey, V. 291) ;—when he shivers the rock (Odyssey, IV 506) ; or when, with Apollo, he makes the waterbrocks of Mount Ida swell, and seatters the stones and tree trunks which the Achœans have laboriously joined to a wall round their camp" (Iliod, XII 27)

"The fact that the Homeric poems never give us any really clear picture of the trident and its use seems to prove that in the region to which the poems belonged it was little known or already half forgotten. The referenees quoted above—the only ones to be found in the Iliod and Odyssey—are without doubt best understood if the trident is assumed to be an old oriental thunderweapon which had reached a part of the Greek world, and had there been associated with the Earthshaker to whom various Greek peoples ascribed the erthquakes, the shattering of rocks, and other natural disturbances with which they are familiar." (The Thunderweapon in Religion and Folklore.)

কালে তেমন কখনও হয় নাই এবং পরেও তেমন কখনও হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, একই লৌহধাতুতে বিনির্ম্মিত শূলের গুণের এরূপ বিপুল তারতম্য ঘটিবার কারণ কি ? এপ্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর এই;—হস্তের বল, সাহসের বল এবং সৎকার্য্য সাধনের বিপুল ইচ্ছা-বল একত্রে ত্রি-বল সম্মিলিত হইয়া হস্তে ধৃত অস্ত্রের কার্য্যকরী শক্তিকে সর্ব্বদা সচেতন করিয়া থাকে (৫২১)। যেখানে ইহার একটির অভাব, সেখানে লৌহ দূরে থাকুক বজ্রে বিনির্ম্মিত ত্রিশূলও

---

(৫২১) লৌহ নির্ম্মিত ত্রিশূলকে সচেতন করা কিরূপে সম্ভবে ? বেদ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তে এরূপ প্রশ্ন আদৌ উদয় হইবে না, তাহার কারণ তাঁহারা অবগত আছেন, ঋষিগণ ত্রিশূলকে সজীব জ্ঞান না করিলে ত্রিশূলের নিকট আত্মরক্ষার প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্তুতি করিতেন না। অথর্ব্ববেদের এক মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—শূল নিক্ষেপক যেন আমাদিগকে না দেখেন। দেবতাদের শূলাস্ত্র এবং মানুষের শূলাস্ত্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তাহারা আমার শত্রুকে আঘাত করুক। রুদ্র তাঁহার অস্ত্রদ্বারা আমার শত্রুগণকে বিদ্ধ করুন। ইত্যাদি। মূল সংস্কৃত অনেকের পক্ষে কষ্ট বোধ্য হইবে এজন্য পণ্ডিত গ্রীফিতের ইংরাজি অনুবাদ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"Let not the piercers find us, nor let those who wound discover us.
Shafts of the gods and shafts of men, strike and transfix mine enemies.
May Rudra pierce and slay these enemies of mine."

স্কন্দপুরাণে অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের মহাযুদ্ধ বর্ণনা মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার হস্তস্থিত শূলকে সম্বোধন করিয়া মহাদেব বলিয়াছিলেন,—"হে শূল ! তুমি দুষ্ট দৈত্যকে নিহত করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। তোমাকে অতি উত্তম বিশ্রাম স্থান আমি প্রদান করিতেছি। শূল মহাদেবের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, কোন সুপবিত্র স্থান আমার বিশ্রাম জন্য নির্দ্দেশ করুন। মহাদেব বলিলেন, "তুমি মহাকাল বনে যাইয়া এক্ষণে অবস্থান কর।" এই স্থানই পরে শূলেশ্বর শিবের বাসস্থান রূপে পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্কন্দপুরাণ হইতে এই বৃত্তান্ত ঘটিত নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল—

"এহি শূল হতো দৈত্যস্ত্বয়া দুষ্টোঽন্ধকো মৃধে॥ পরিতুষ্টঃ প্রযচ্ছামি পরমং স্থানমুত্তমম্।
ন দেবৈর্ন চ গন্ধর্ব্বৈর্নাপি তৎপরমর্ষিভিঃ॥ সম্প্রাপ্যং মামনারাধ্য তথা বিধ্বস্তকল্মষৈঃ।
মামুবাচ ততঃ শূলঃ প্রণম্যানতকন্ধরঃ॥ যদি প্রসন্নো ভগবন্ করুণা ময়ি তে যদি।
কথয়স্ব পরং স্থানং মনো মে যত্র শুধ্যতি। দুষ্টসম্পর্কসঞ্জাতমমুৎপাতকমাত্মনঃ॥
ততো ময়া সমাদিষ্টঃ করুণাশ্লিষ্টচেতসা। মহাকালবনং রম্যমতিপুণ্যফলপ্রদম্॥
ইত্যুক্তং তেন শূলেন লিঙ্গমাশ্লিষ্য যত্নতঃ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ।
শূলেশ্বরস্য দেবস্য অথোঙ্কারেশ্বরং শৃণু॥" (স্কন্দপুরাণ)

কাশীখণ্ডে, কাশীর দক্ষিণ সীমাতে শিবকর্তৃক স্থাপিত তীর্থরক্ষক "শূলটঙ্কেশ্বর" শিব লিঙ্গের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভগ্ন তৃণের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। শূলাস্ত্রের ব্যবহার এখনও য়ুরোপ, অফ্রিকা ও এসিয়া খণ্ডে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত দেশবাসী কুকি প্রভৃতি অসভ্য নামে পরিচিত বন্য যোদ্ধৃগণের হস্তে বন্য হস্তী শিকার সময়ে শূলাস্ত্র পরিচালনার ক্রিয়া-কৌশল দেখিলে পুরাকালে দেবদানবগণের হস্তে উহার অদ্ভুত কার্য্যশক্তি কি ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে (৫২২)।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত দেবী স্তুতি মধ্যে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বভূতে চেতনারূপে আপনি অবস্থান করেন।" (২৭৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। লৌহ নির্ম্মিত শূলাস্ত্রের চৈতন্য না থাকিলে বেদে ও পুরাণে ত্রিশূল সম্বন্ধে এরূপ উক্তি সকল স্থান পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। চৈতন্যহীন জড়বস্তুর কিছুই আদান প্রদান ক্ষমতা থাকিতে পারে না। এজন্য চৈতন্যহীন জড়ের নিকট প্রার্থনা করাও সম্ভবে না। লৌহ সর্ব্বভূতের বহির্ভূত নহে। এজন্য লৌহ-ত্রিশূলে সংস্থিত চৈতন্য সময় বিশেষে এবং স্থল বিশেষে প্রদীপ্ত না হইতে পারিবে কেন?

ইন্দোরের নিকটে শূলেশ্বর নামে একটি তীর্থ আছে। এখানে দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ আসিয়া শূলদেবতার পূজা করেন। কেহ কেহ ইহাকে শূলশঙ্করও বলিয়া থাকেন। এই শূলেশ্বর তীর্থের উৎপত্তি বিবরণ, অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য মধ্যে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল যথা—"মহাদেবের ত্রিশূল অন্ধক অসুরকে নিহত করিয়া ভোগবতীর জলে গিয়া পতিত হয়। তত্রত্য হাটক, সুতেজস্ক শূলকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—কি কাজের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন? শূল প্রত্যুত্তরে বলেন,—"আমি দুর্ম্মতি পাপবৃত্ত অন্ধককে বধ করিবার নিমিত্ত মহেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাকে ভেদ করিয়া ভোগবতীর পবিত্র জলে এই অবগাহন করিতেছি। এখন আমি পুনরায় শঙ্কর সমীপে গমন করিব।" (বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ) হাটকের প্রার্থনায় মহাদেবের আদেশমত মহাদেবের করস্থিত একটি শূল তদবধি এখানে অবস্থান করিতেছেন। শূল, মহাদেবকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক এজন্য মহাদেব এখানে আসিয়া তদবধি বিরাজ করিতেছেন। এই অখ্যায়িকা হইতে দেখা যাইতেছে, শিবকরে ধৃত ত্রিশূল নিজ মনোভাব অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। চৈতন্য বিহীন জড় বস্তুতে এরূপ শক্তির অবস্থান সম্ভবে না।

(৫২২) পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এই লেখকের যদি এই চণ্ডী ব্যাখ্যা লিখিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হইত, তাহা হইলে এ স্থানে শূলাস্ত্র ব্যবহারের কলা কৌশল প্রদর্শনের এবং সাহসের প্রশংসাবাদ প্রদানের উপযুক্ত পাত্রের জন্য ভারতের সুদূর উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তের বন্য কুকি জাতির নাম উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না, বাঙ্গালার মুসলমান এবং নমঃশূদ্র জাতীয় কৃষকপ্রজাগণের নাম উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইত। তৎকালের বাঙ্গালাদেশের বিশেষত রাজসাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলার মহাবলবান কৃষক প্রজাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ জমিদারের অধিকার, ক্ষেত্র সীমা ও স্বার্থ রক্ষা জন্য সুদীর্ঘ সড়কি বা বর্শা অস্ত্র হস্তে লইয়া যেরূপ জয় নিনাদে যে ভাবে কোমরে বস্ত্র বন্ধন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা যিনি কখনও স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট, শূল লইয়া দশ জন অরণ্যবাসী কুকি বীরের একটি বন্য হস্তি শিকারের কথা একটি সামান্য হাসিবার গল্প বলিয়া মনে হইবে। সে সময়ে সড়কি বা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শূলাস্ত্রের সংহার ক্রিয়া সাধক শক্তির কথার আলোচনার সঙ্গে শূলাস্ত্রের রক্ষাকরণ সংক্রান্ত আর একটি অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধেও এখানে কিঞ্চিত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। অনেকের এরূপ ভুল ধারণা রহিয়াছে যে শূল দেবদানব মানবগণের হস্তের সংহার ক্রিয়া সাধক একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুত শূলাস্ত্রের রক্ষাকরণ শক্তিও অসাধারণ আছে বলিয়া নানা পুরাণের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যেও দেখা যাইতেছে, মহিষাসুর নিপাতের পরে দেবতাগণ কৃত দেবী চণ্ডিকার স্তুতি মধ্যে এক স্থানে কথিত হইয়াছে, দেবতাগণ বলিতেছেন,—"দেবী আপনি আপনার হস্তের শূলাস্ত্র চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন (৫২৩)।

বর্শা নামের শূল অস্ত্রই বাঙ্গালী কৃষক প্রজাগণের এক মাত্র প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল। সে সময়ে এ দেশের একজন ঢাল সরকি ধারী যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং আত্মরক্ষাতে সমর্থ বীর কৃষক প্রজা একাকী দশ জন চোর ডাকাইতকে অবলীলা ক্রমে তাহাদের পলায়নের পথ দেখাইয়া দিতে পারিতেন। ইহাদিগকে তৎকালে সাধারণত লাঠিয়াল সর্দ্দার আখ্যা দেওয়া হইত। অনেক বাঙ্গালী জমিদারের বাড়িতেই সে সময়ে এইরূপ দশ কুড়ি জন সর্দ্দার সদা সর্ব্বদা জমিদারকে রক্ষা করিবার জন্য বেতন ভোগী ভৃত্য ভাবে নিযুক্ত থাকিতেন। কালের পরিবর্ত্তন স্রোতে বাঙ্গলা দেশের সে কালের দেব প্রকৃতির অথচ বীর ভাবাপন্ন জমিদার দলের এবং তাঁহাদের অসুরাকৃতি সৎসাহসী সর্দ্দার সৈন্য বলের কথা সমস্তই এখন পিতামহীর উপন্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইতে বসিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের আরম্ভ সময়ে রাজসাহীর কোন একটি গ্রামের কোন এক গ্রাম্য মুসলমান বৃদ্ধকবি-রচিত একটি সুমধুর গ্রাম্য গীতি যাহা শুনিয়াছিলাম এবং যাহার কিয়দংশ স্মরণ আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহা এই—

"লোহার নলে আগুন জ্বলে গুলি চলে দিয়া চীৎকার। তাই হাঁখ্যা হইয়া হতভম্ব ফেল্লা হাতের হাতিয়ার॥
এখন ভুঁয়ে পড়ে ছ্যায় গড়াগড়ি বর্শা ফর্ষা আর ঢাল তলোয়ার। মরদ গুলা হোলো মাগি বাঁকি গলায় পরা হাসলি হার॥
ভাঙ্গাচুরা অদলবদল লীলাখেলা এ তুনিয়ার। দীন মামুদ কয় থাক্‌তে সময় হওরে ভাই হুসিয়ার॥"

(৫২৩) "ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥" (চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ২৪২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোক অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"অস্ত্রাণাং তদংশতয়া তদন্তর্ভাবেণ প্রার্থয়ন্তে,—শূলেনেতি। রুদ্রঃ সংহর্ত্তা, শূলং তদস্ত্রমিতি শত্রুসংহারাসামর্থ্যেনাতি-রিচ্যতে তস্মাদাদৌ তদুল্লেখঃ ; এবং শূলস্য ভ্রামণেন চতুর্দিক্ষু রক্ষাপ্রার্থনায়ামপীদমেব বীজমুন্নেয়ম্।" (দেবীভাষ্য)

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে শুম্ভনিশুম্ভ নিপাতের পরে দেবীকে দেবতাগণ যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে কথিত হইয়াছে—

"জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্। ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥" (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

দেবীভাষ্যে এই শ্লোকের বাঙ্গলা অনুবাদ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"তুমি যে ত্রিশূলের দ্বারা সমস্ত অসুরকুল বিনাশ করিয়াছ, স্বীয় শিখারাশি দ্বারা ভীষণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ সেই ত্রিশূল, ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক, হে ভদ্রকালি। তোমাকে নমস্কার করি।"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(২) দেবতার হস্তের শক্তি অস্ত্র জ্ঞানে পূজার জন্য কিম্বা ধর্ম্ম সাধনার পথ প্রদর্শক একটি চিহ্ন জ্ঞানে ত্রিশূলের ব্যবহার পুরাকাল হইতে লোক সমাজে কি ভাবে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আত্মরক্ষা এবং শত্রু সংহার কার্য্যে সর্ব্বদা যাহার সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকে পুরাকালের মানুষে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, ইহা

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এক সময়ে পিপাসাতুর ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব তাঁহার হস্তের শূলাস্ত্র দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া অমৃতোপম সুপেয় এক জলকুণ্ড উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং তাহাই নর্ম্মদানদীর দক্ষিণে "শূলভেদ" তীর্থ নামে অদ্যাপি খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। পুরাকালে রাজা চিত্রসেন ব্রহ্মহত্যা পাপ স্খালন জন্য ঋষিগণের স্মরণাপন্ন হইলে, ঋষিগণ এই কুণ্ড রাজা চিত্রসেনকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যে সুদীর্ঘ আখ্যায়িকাতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে, "শূলভেদ" কুণ্ড দর্শনে রাজার আনন্দে গদগদ উক্তি হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"শূলেন শূলিনা যত্র ভূভাগো ভেদিতঃ পুরা। তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ স সদ্যঃ পুরুষোঽভবৎ॥
বিমানস্থং দদর্শাসৌ পুমাংসং দিব্যরূপিণম্। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষাস্তং যান্তং তুষ্টুবুর্দিবি॥
অপ্সরোগীয়মানে তু গতে সূর্য্যস্য মূর্দ্ধনি। চিত্রসেনস্ততস্তস্মিন্নাশ্চর্য্যং পরমং গতঃ॥
ঋষিণা কথিতং যদ্বত্তদ্বত্তীর্থং ন সংশয়ঃ। হৃষ্টরোমাভবদ্দৃষ্ট্বা প্রভাবং তীর্থসম্ভবম্॥
মমাদ্য দিবসো ধন্য যস্মাদত্র সমাগতঃ।" (স্কন্দপুরাণ)

এই শূলভেদ কুণ্ডে রাজা চিত্রসেন কঠোর তপস্যাদ্বারা দেহ নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দেহ নিপাত করিতে নিষেধ করিলে চিত্রসেন তখন বলিলেন—

"চিত্রসেন উবাচ। ন রাজ্যং কাময়ে দেব ন পুত্রান্ন চ বান্ধবান্। ন ভার্য্যাং ন চ কোশঞ্চ ন গজান্ন তুরঙ্গমান্॥
মুঞ্চমুঞ্চ মহাদেব মা বিঘ্নঃ ক্রিয়তাং মম। স্বর্গপ্রাপ্তির্মমাস্ত্বেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥
ঈশ্বর উবাচ। যস্যাগ্রতো ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শম্ভুস্তথৈব চ। স্বর্গেণ তস্য কিং কার্য্যং স গতঃ কিং করিষ্যতি॥
তুষ্টা বয়ং ত্রয়ো দেবা বৃণীষ্ব বরমুত্তমম্।" (স্কন্দপুরাণ)

চিত্রসেনকে মহাদেব পুনঃ পুনঃ দেহ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলে, চিত্রসেন এই শূলভেদ কুণ্ডকে মহাতীর্থে পরিণত করিবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"চিত্রসেন উবাচ। যদি তুষ্টাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাভিঃ স্থাতব্যমিহ সর্ব্বদা॥
গয়াশিরো যথা পুণ্যং কৃতং যুষ্মাভিরেব চ। তথৈবেদং প্রকর্ত্তব্যং শূলভেদঞ্চ পাবনম্॥
যত্র যত্র স্থিতা যূয়ং তত্র তত্র বসাম্যহম্। গণানাং চৈব সর্ব্বেষামাধিপত্যমথাস্তু মে॥
ঈশ্বর উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি তিষ্ঠামঃ শূলভেদে নরেশ্বর। ত্রিকালং হি ত্রয়ো দেবাঃ কলাংশেন বসামহে॥"

(স্কন্দপুরাণ)

ত্রিশূলদ্বারা উৎপাদিত ত্রিলোক রক্ষাকর এই মহাতীর্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিকাল ব্যাপিয়া উপস্থিত থাকিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ত্রিশূলের লোকরক্ষাকর ক্রিয়ার বর্ণনা এইরূপ নানা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রিশূলকে এই কারণে এইভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই পূজা ও সম্মান করিতেন। অন্য দেশ অপেক্ষা এই ভারতবর্ষেই বোধ হয় ত্রিশূল পূজার প্রথা এক সময়ে অত্যন্ত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। বেদ তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থমধ্যে ত্রিশূল পূজার কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৫২৪)। কেবল জলকে অথবা তরল দুগ্ধকে যেমন ঘটি বাটি কলসি প্রভৃতি কোন পাত্রে না রাখিয়া রক্ষা করা যায় না, যেমন সরোবর আধারে ব্যতিত প্রস্ফুটিত কমলফুলের শোভা শুষ্কক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয় না, সেইরূপ করে ত্রিশূলধারী দেব-দেবীর সহিত ত্রিশূলের পূজা ভিন্ন কেবল একখানি ত্রিশূল অস্ত্রের পূজা সকলের পক্ষে সকল সময় চিত্তাকর্ষক হয় না, এই কারণেই সম্ভবত ত্রিশূলধারিণী দেবীপূজা সহিত ত্রিশূল অস্ত্র পূজা করিবার প্রথা এদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশেও সমধিক সমাদৃত দেখিতে পাওয়া

---

(৫২৪) ত্রিশূলে চৈতন্য শক্তির বিকাশ কি ভাবে হইয়া থাকে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রিশূল অস্ত্রের নিকটে পুরাকালে ঋষিগণ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিরূপ প্রার্থনা করিতেন, বেদের শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাহা ৫২১ সংখ্যক টীকাতে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ৫২৩ সংখ্যক টীকাতে রাজা চিত্রসেন মানবগণের দ্বারা শূলের পূজা সম্পন্ন হইবার জন্য "শূলভেদ" তীর্থ কি ভাবে প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস কথিত হইয়াছে। ৫১৯ সংখ্যক টীকাতে কালিকাপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ত্রিশূলে দেবীকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবার যে প্রথা আছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ বেদে, পুরাণে ও তন্ত্রের নানা স্থানে ত্রিশূল পূজার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের একস্থানে শূলাস্ত্রকে সর্ব্ব অস্ত্রের শ্রেষ্ট বলিয়া তাহার রূপ এবং ক্রিয়াশক্তি যেরূপ অত্যুজ্জ্বল ভাষাতে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত।

"ঐ উজ্জ্বল শূল গ্রীষ্মমধ্যাহ্নকালীন শত মার্ত্তণ্ডের তুল্য প্রভাসম্পন্ন। তাহার অগ্রভাগে নারায়ণ, মধ্যভাগে ব্রহ্মা, মুলদেশে শিব ও ধারপ্রদেশে কাল অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই শূল এই প্রকার কিরণাবলীসম্পন্ন যে, দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ হয়। তাহা দুর্নিবার ও দুর্দ্ধর্ষ এবং অব্যর্থ রিপুঘাতক। সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর ঐ শূল তেজরাশিতে চক্রতুল্য। শিব ও কেশব ভিন্ন কেহই তাহা বহন করিতে পারেন না। সেই নিত্য, অনির্ম্মিত, ব্রহ্মস্বরূপ, শূল—সজীব এবং দীর্ঘে সহস্রধনুঃপ্রমাণ ও প্রস্থে শতহস্ত পরিমিত।"

(বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ)

"ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণা দেবী ত্রিবেদা ত্রিপদা ধৃতিঃ। ত্রিকলা ত্রিশুভা শক্তিস্ত্রিশূলা শূলরূপিণী॥
ব্যক্তাব্যক্তাকৃতিং কৃত্বা হেমরূপ্যময়ীং শিবাম্। ত্রিশূলে পূজয়েদ্ বৎস স্নাত্বা কাপোতবারিণা॥
চন্দনাগুরুগন্ধাঢ্যাং স্রজা ধূপসুধূপিতাম্। সকৃদ্দৃষ্ট্বা হ্যশুভং হন্যাৎ সপ্তজন্মকৃতং মুনে॥" (দেবীপুরাণ)

ঋষিগণ যে শূল অস্ত্রকে এইরূপ উচ্চ ভাবে দর্শন করিতে এবং পূজা করিতে অভ্যস্থ ছিলেন, সেই শূল অস্ত্রকে এ দেশের জনসাধারণে দেবতা জ্ঞানে এখনও পূজা করিতেছেন দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই নাই।

যায় (৫২৫)। যে ত্রিশূল অস্ত্রের পূজা এবং সম্মান এক সময়ে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ত্রিশূলের জন্মবৃত্তান্ত বা পৃথিবীতে ত্রিশূলের প্রথম

---

(৫২৫) পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফারমান কৃত HISTORY OF INDIAN & EASTERN ARCHITECTURE গ্রন্থে অগ্নিশিখাময় ত্রিশূলের বৌদ্ধ পূজার সুন্দর একটি চিত্র প্রদান করিয়া পরিচয় স্বরূপ তাহার নিম্নে এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছে—

"Naga people worshipping the TRISUL emblem of Buddha on a fiery piller."

ঐ গ্রন্থের আর এক স্থানে আর একটি ত্রিশূল চিত্র সন্নিবেশ করিয়া তৎপূর্ব্বে উহার পরিচয় স্বরূপ বৌদ্ধ প্রস্তর-শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ একটি মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে—

"At present, however, we only know of ten or twelve examples, but they are so easily thrown down and burid that we may hope to find many more whenever they are looked for, and from them to learn the whole story of Buddhist art."

ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থের জাপান খণ্ডে পণ্ডিত সারজ ইলিশিব জাপানবাসী বৌদ্ধগণের উপাস্য দেব দৈনিচি-নাইওরাইর যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে, প্রস্ফুটিত পদ্মে উপবিষ্ট এই দেবতার এক হস্তে ত্রিশূল এবং অন্যান্য হস্তে মালা, কমলফুল ইত্যাদি শোভিত রহিয়াছে। ইহাঁর এবং শ্বেত গজারূঢ় বহু হস্তে বহু অস্ত্রধারী ফুগেন-বোসাতু দেবের অগ্নিময় ত্রিশূল অস্ত্র, ভক্ত নরনারীগণকে শত্রু হইতে রক্ষা করেন বলিয়া কথিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসের উপাস্যাদেবী এথেনার মূর্ত্তি, শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত বৃহৎ মন্দির মধ্যে এথেন-নগরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এথেন বর্ত্তমান গ্রীসের রাজধানী। এথেনাদেবীর নামেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। করে শূল অস্ত্র ধৃতা এথেনাদেবীর মূর্ত্তি অতিশয় সুন্দর এবং সুবৃহৎ এবং তাহা হস্তিদন্তে ও স্বর্ণে খচিত হইয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাঁর রূপবর্ণনা GODS OF THE CLASSICS গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"Athena was very beautiful and tall. She was shown with a lance in her right hand and a shield in her left." * * * "She was supposed to guard the City of Athens."

এথেন নগরের অনেক নিষ্ঠাবান অধিবাসী এখনও এথেনা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থের অন্যস্থানে ত্রিপ্টুলেমুস্ দেবীর (Triptolemus) যে একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহার এক হস্তে অবিকল মহাদেবের হস্তের দুই বক্র অগ্রভাগ বিশিষ্ট একখানি ত্রিশূল অস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং অন্য হস্তে দেবী অন্ন বিতরণের সুবর্ণ থালি একখানি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া কোন হিন্দুই এদেশের অন্নপূর্ণা দেবীর অন্ন বিতরণ ক্রিয়ার সুমধুর ভাব স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

য়ুরোপের পুরাতত্ত্ব অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণ মৃত্তিকা খনন করিয়া যে সকল প্রাচীন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেক মূর্ত্তিতেই এদেশের তান্ত্রিক সস্তিক চিহ্ন এবং ত্রিশূল চিহ্ন সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আবির্ভাবের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে মহাদেব, পরমাশক্তিকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে, ত্রিশূলাদি সংহার অস্ত্র করে ধৃতা দেবী পরমাশক্তি শান্তি ও রৌদ্রভাব বিমিশ্রিত যে মহা জ্যোতির্ম্ময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, দেবীপুরাণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে (৫২৬)। তৎপরে ব্রহ্মা, মধুকৈটভগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থী

"It is of somewhat conventional design, like the terra-cotta figurines found in Cyprus, Mesopotamia, and Greece and those of marble and other stone in the Cycladic islands. The face is sturn with a hard drooping mouth and the eyes stare cold and angrily. * * * The female characteristics are pronounced and on the lower part of the body the SWASTIKA or hooked cross, is depicted." (PRE-HELLENIC EUROPE.)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজিতে যে hooked cross শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা ত্রিশূল বোধক। ক্রুশ সাধারণত সরল ত্রি-অগ্রবিশিষ্ট চিহ্ন। hooked শব্দ সংযোগদ্বারা বক্র অগ্র বিশিষ্ট ক্রুশ অর্থাৎ ত্রিশূল বুঝিতে হইবে।

(৫২৬) "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ন দেবা দানবা বাপি ন ভূমির্নানিলোঽনলঃ। ন সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বাপি নাকাশং সলিলং তথা॥
বিষ্ণুঃ প্রজাপতির্বাপি ব্রহ্মা নৈব তু জায়তে। তত্রাহং মনসা চিন্ত্য প্রজাকামো যশস্বিনি॥
দক্ষিনাঙ্গেঽসৃজং বায়ুং ব্রহ্মাণং সহুতাশনম্। বামপার্শ্বে তথা বিষ্ণুং চন্দ্রঞ্চৈব অপাম্পতিম্॥
সৃষ্ট্বা তা দেবতা দেবি নাহং প্রীতিমুপাগতঃ। * * *
ততোঽহং চিন্তয়ন্ ভূয়ঃ স্বাং তনুং স্বেন তেজসা। ততশ্চিন্তয়মানস্য প্রোদ্ভূতমর্চ্চিমণ্ডলম্॥
প্রোদ্ভূতস্য মম ধ্যানাদ্ঘোররূপং ভয়াবহম্। পশ্যামি পরমা দৃষ্ট্যা জ্বলন্তীং স্বেন তেজসা॥
কালরাত্রিং মহামায়াং শক্তিশূলাসিধারিণীম্। সর্ব্বায়ুধধরাং রৌদ্রীং খেটপট্টীশধারিণীম্॥
করালদংষ্ট্রাং বিম্বোষ্ঠীং সর্ব্বলক্ষণসংবৃতাম্। সূর্য্যকোটিসহস্রেণ অযুতাযুতবর্চ্চসাম্॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং দিব্যকাঞ্চনভূষিতাম্। দিব্যাম্বরধরাং দীপ্তাং দীপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ীং দেবীং কালরাত্রিমিবেদ্ধতাম্। লীলাধারাং মহাকায়াং প্রেঙ্খৎকাঞ্চীগুণস্রজাম্॥
খড়্গমেকেন হস্তেন করেণান্যেন খেটকম্। ধনুরেকেন হস্তেন শরমন্যেন বিভ্রতীম্॥
তর্জ্জয়ন্তীং ত্রিশূলেন জ্বালামালাকৃতিপ্রভাম্। এতদ্রূপং তদা দৃষ্ট্বা ভবত্যা ভবনাশিনি॥
সর্ব্বে সুরগণা ভীতা মাং তদা শরণং গতাঃ।" * * * (দেবীপুরাণ)

দেবীপুরাণ হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে,—মহাদেব এখানে বলিয়াছেন—পূর্ব্বে সমস্ত মহা অন্ধকারময় ছিল। আমি আমার দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা এবং বায়ু হুতাশন প্রভৃতিকে এবং আমার বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতিকে নিষ্ক্রান্ত করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল না। তখন অতিশয় চিন্তাকুল

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়া দেবী পরমাশক্তিকে চিন্তা করিলে, দেবী ত্রিশূলাস্ত্র করে ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট যে মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৫২৭)। এই ঘটনার কিছুকাল পরে, বিশ্বে সপ্তর্ষি আবির্ভূত হইলে, মহর্ষি নারদ তপস্যা দ্বারা যে মূর্ত্তিতে দেবীর প্রথম দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবীর সে মূর্ত্তিতেও তাঁহার হস্তে ত্রিশূলাস্ত্র সুশোভিত ছিল (৫২৮)। এইরূপ নানা পুরাণের বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, দেবীর করে সদা দৃঢ়সংযুক্ত থাকিয়া দেবীর সহিত তাঁহার ত্রিশূল অস্ত্র পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি কাল হইতে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মহামায়া বা মহাদেবের হস্তের অস্ত্র বলিয়া কোন হিন্দুকে ত্রিশূল বা খড়্গ পূজা করিতে দেখিলে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই উপস্থিত হয় না, কিন্তু চীন, জাপান, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেশে ত্রিশূল পূজা পূর্ব্বকালে কেন যে করা হইত এবং এখনও কেন যে করা হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন। ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যখন দেখা যায়,—সুদূর রোম,

---

হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে তোমার তেজোময় মূর্ত্তি আমি ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ ধ্যান সময়ে যে মূর্ত্তিতে তুমি আমার হৃদয় হইতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলে তাহা ভয়াবহ। ত্রিশূল ও শক্তি প্রভৃতি নানা অস্ত্র করে ধারণ করিয়া কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রৌদ্র মূর্ত্তিতে তুমি আমার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, দেবতাগণ ভয়ে ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছিল।

(৫২৭) সৃষ্টি ক্রমবিকাশের অতি প্রারম্ভিক অবস্থাতে, যে সময়ে একার্ণবের অনন্তশয্যাতে নিদ্রিত নারায়ণের নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মা মধুকৈটভের গ্রাস ভয়ে কাতর হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দেবী পরমাশক্তিকে ধ্যান ও স্তুতি করিয়াছিলেন, সে সময়েও সংহার অস্ত্র শূল করে ধৃতা দেবীর রৌদ্র ও সৌম্য ভাবের মূর্ত্তিতেই দেবী পরমাশক্তিকে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে দর্শন পাইয়াছিলেন। যথা—

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী। পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"

(চণ্ডীমাহাত্ম্য ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক শ্লোক)

(৫২৮) "নারদ উবাচ। জয় শম্ভুনুতে দেবি জয় রুদ্রতনূদ্ভবে। জয় কেশবব্রহ্মেশ উৎপত্তিস্থিতিকারকে॥
জয় সংহারকারায় রুদ্রদেহভবায় চ। জয় পরার্থভবেশি জয় বাগেশি মঙ্গলে॥
জয় সর্ব্বপতে মাতর্জয় নাম বরপ্রদে। সর্ব্বগে সর্ব্বনামেভ্যঃ প্রসীদ মম শঙ্করি॥

* * * *

মহাদেবী মহাভাগা মহাশ্বেতা মহেশ্বরী। ত্রিদশনন্দিনীশানী ভবানী ভূতভাবিনী॥
জ্যেষ্ঠা ষষ্ঠী তমোনিষ্ঠা ব্রহ্মীষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনী। অর্পণা বৈ কপালা চ সুবর্ণা চৈকপাটলা॥
ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশার্চ্চিতা। ত্রিশূলিনী ত্রিনয়না ত্রিপাদা ত্রিগুণাত্মিকা॥" (দেবীপুরাণ)

গ্রীস ও ইজিপ্টের বহুতর স্থানে অতি প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির মধ্যে প্রস্তর খোদিত নরনারীর মূর্ত্তি সকল, তাঁহাদের মধ্যে স্থাপিত একটি ত্রিশূল দণ্ডের চারি পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কিম্বা ত্রিশূল করে ধৃত দেবতার পূজাতে তাঁহারা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন প্রস্তর খোদিত ত্রিশূল গাত্র হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, এরূপ ভাবও প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখা যায় (৫২৯)। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিলে, ঐ সকল

---

(৫২৯) ৫২০ সংখ্যক টীকার শেষাংশে প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের অগ্নিনিঃসারক ত্রিশূল অস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য এখানে ঐ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন রোম, গ্রীস ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ক্রিষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যিশুক্রিষ্টের আবির্ভাবের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ক্রশ বা ত্রিশূলাকৃতি চিহ্নের কি ভাবে পূজা ও সম্মান করা হইত তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়, ডোনালড্ এ. ম্যাকেনজি কৃত PRE-HELLENIC গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।—

"Among the symbols, which had evidently a religious significance, are the 'horns of consecration', the sacred pillars and trees, the double axe, the "swastika" (crux gammata), a square cross with staff handles, and the plain equal-limbed cross. These are represented on seals, in faience, and on stones. Sir Arthur Evans suggests that a small marble cross he discovered—he calls it a "fetish.cros"—occupied a central position in the Cretan shrine of the mother goddess. "A cross of orthodox Greek shape", he says, "was not only a religious symbol of Minoan cult, but seems to be traceable in later offshoots of the Minoan religion from Gaza to Eryx". He adds: "It must, moreover, be borne in mind that the equal-limbed eastern cross retains the symbolic form of the primitive star sign, as we see it attached to the service of the Minoan divinities. ... ... The cross as a symbol or amulet was also known among the Babylonians and Assyrians. It appears on cylinders (according to Professor Sayce, of the Kassite period), apparently as a sign of divinity."

ইংলণ্ডের কলা ভবনে (British Museum গৃহে) প্রাচীন গ্রীসের উপাস্যা দেবী আফরোদাইতের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে তাহাতেও বর্শা বা শূলদণ্ডের প্রতিকৃতি সংযুক্ত দেখিয়া সহজেই মনে হয় পুরাকালে শূলকরে ধৃতা দেবীর পূজা ঐ সকল দেশেও প্রচলিত ছিল।

"In the British Museum there are several exquisite Greek statuettes of APHRODITE, the goddes of love, winged with, protected by, or emerging from, twin scallop-shells,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেশে পুরাকালে ত্রিশূল অস্ত্র যে কেন এত পূজ্য ও সমাদৃত ছিল, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু কেবল দেবদেবীর হস্তে দুষ্ট দৈত্য দমনকারী সংহার অস্ত্র বলিয়া অথবা কেবল অগ্নি নিঃসারক অলৌকিক একটা অস্ত্র বলিয়াই যে পুরাকালে পৃথিবীর নানা স্থানের লোকে ত্রিশূলকে ভয় এবং পূজা করিতেন তাহা নহে, উহার সৃষ্টি এবং পালনশক্তির অদ্ভূত পরিচয়ও নানা স্থানের বর্ণনাতে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে (৫৩০)। এতদ্‌ভিন্ন উহার উর্দ্ধমুখী

---

and in the emblem herewith a shell is associated with rod, pole, staff or spike."

(THE LOST LANCUAGE OF SYMBOLISM)

ঐ গ্রন্থের আর এক স্থানে ক্রশ বা ত্রিশূল চিহ্নের প্রাচীনত্বের আলোচনাতে এবং সর্ব্বদেশব্যাপি পূজার কথা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

"In the emblem herewith the world-wide symbol of the cross is worshipped by a kneeling figure, and from the base of figure 1031 there blazes 3 fold splendour."

"Among the Egyptians, Phœnicians, and Chaldees, the solar cross—originally perhaps the two crossed fire-making sticks—typified the life to come, and it has been found adorning the breasts of statues and statuettes in the ancient cities of Central America. In Babylon it was associated with water deities and in Assyria was the emblem of creative power and eternity. In India, China and Scandinavia, it represented heaven and immortality."

গ্রন্থকার উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য মধ্যে যে বলিয়াছেন, সৌর ক্রশ (বা ত্রিশূল) ভারত এবং চীনে স্বর্গ বোধক চিহ্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নিতান্তই ভুল।

(৫৩০) বামনপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, কোন সময়ে লোক মঙ্গল সাধন জন্য ত্রিবিধ কার্য্য সাধনের প্রার্থী হইয়া মহাদেব নারায়ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলে, নারায়ণ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন—"আমার বাম বাহুতে আপনার ত্রিশূলদ্বারা বিদ্ধ করিলে ত্রিধারাতে যে রক্ত প্রবাহিত হইবে তাহা হইতে ত্রিবিধ লোকমঙ্গলকর কার্য্য উৎপন্ন হইবে। মহাদেব ত্রিশূলাগ্র দ্বারা নারায়ণের বাম হস্ত বিদ্ধ করিলে তথা হইতে ত্রিধারাতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া এক ধারা আকাশে, এক ধারা মর্ত্ত্য-লোকে এবং এক ধারা মহাদেবের কপালে যাইয়া পতিত হইল। প্রথম ধারা আকাশের তারা মণ্ডলকে পুষ্ট করিল, অন্য ধারা অত্রি, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণকে উৎপন্ন করিল এবং আর এক ধারা শিব-কপালে পতিত হইয়া রৌদ্র মূর্ত্তি এক ভীষণ বীরপুরুষ উৎপন্ন করিল এবং সেই বীরপুরুষ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কোন্ দৈত্যকে সংহার করিতে হইবে ইঙ্গীত করুন। মহাদেবের আদেশে এই বীরপুরুষ নরকাসুরের সহিত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া মহাসংগ্রাম করিয়াছিলেন। যথা-

"ইত্যুক্তো ধর্ম্মপুত্রস্তু রুদ্রং বচনমব্রবীৎ। সব্যং ভুজং তাড়য়স্ব ত্রিশূলেন মহেশ্বর॥
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ত্রিশূলেন মহেশ্বরঃ। সব্যং নারায়ণভুজং তাড়য়ামাস বেগবান্॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সূক্ষ্ম ত্রি-অগ্র দ্বারা ধর্ম্ম সাধনার প্রধান ত্রি-তত্ত্ব বা তিনটি পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় বলিয়াও পুরাকালে যে অনেক স্থানে ত্রিশূলের সম্মান ছিল, তাহারও প্রচুর প্রমাণ নানা দেশের ধর্ম্মগ্রন্থা-

---

ত্রিশূলাভিহতাদ্মার্গাত্তিস্রো ধারা বিনির্যযুঃ। একা গগনমাশ্রিত্য স্থিতা তারাভিমণ্ডিতম্॥
দ্বিতীয়া ন্যপতদ্ভুমৌ তাং জগ্রাহ তপোধনঃ। অত্রিস্তস্মাৎ সমুদ্ভুতো দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশতঃ॥
তৃতীয়া ন্যপতদ্ধারা কপালে রৌদ্রদর্শনে। তস্মাচ্ছিশুঃ সমভবৎ সন্নদ্ধঃ কবচী যুবা॥
শ্যামাবদাতঃ শরচাপপাণির্গর্জ্জন্ যথা প্রাবৃষি তোয়দোঽসৌ।
ইত্থং ব্রুবন্ কস্য বিনাশয়ামি স্কন্ধাচ্ছিরস্তালফলং যথৈব॥" (বামনপুরাণ)

উপরে উদ্ধৃত বামনপুরাণের এই আখ্যায়িকাতে ত্রিশূলের অভ্যন্তরে নিহিত সৃষ্টি-পালন-সংহার-ক্রিয়া-সাধক ত্রিশক্তিকে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ অন্য স্থানের বর্ণনাতে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণ দেহের শোণিত-ধারা লইয়া ত্রিশূলের একটি অগ্রভাগ ঋষি সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের, অন্য অগ্রভাগ সৌরমণ্ডলকে পরিপুষ্ট করিয়া পালনকার্য্যের এবং আর এক অগ্রভাগ মহাবীর উৎপন্ন করিয়া উহার সংহারকার্য্য সাধিকা শক্তির যেরূপ উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া রাখিয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে, শিব হস্তের ত্রিশূলকে সম্মান এবং পূজা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? উপরে উদ্ধৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা, ত্রিশূলের অন্তঃর্নিহিত ত্রি-তত্ত্বকে যেমন বিকাশ করিতেছে, দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই নগরের নিকটস্থ এলিফেণ্টাকেভ নামে কথিত একটি পর্ব্বত-গুহাস্থিত মূর্ত্তিমান ত্রিশূলের অর্থাৎ ত্রি-মস্তক বিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত এক বিরাট মূর্ত্তিতে প্রস্তর খোদিত অক্ষরে তাহাই অন্য এক ভাবে প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বত গুহাকে স্থানীয় লোকে "কৈলাশপুরী" আখ্যা দিয়া রাখিয়াছেন। মূর্ত্তিতে পঞ্চমুখের পরিবর্ত্তে ত্রি-মস্তক থাকায় এবং মধ্যে ত্রিশূলবৎ একটি চিহ্ন থাকায় এদেশের অনেক লোকে ইঁহাকে "ত্রিশূলদেও" নামেও বলিয়া থাকেন। ভারত ভ্রমণকারী ইংরেজগণ বোম্বাই নগরীতে উপস্থিত হইয়াই, সুবিধাপ্রাপ্ত হইলে, এলিফেণ্টা দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন। এই পর্ব্বত গুহাতে ছোটবড় অনেক হস্তির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরেজ দর্শকগণ ইহার "এলিফেণ্টা" নাম প্রদান করিয়াছেন। এই পর্ব্বত গুহাতে প্রস্তর খোদিত নানা কারুকার্য্য সম্বলিত সুবৃহৎ মন্দির গুলিকে অনেক ইংরেজ গ্রন্থলেখক ইজিপ্টের অতি প্রাচীন পিরামিড হইতেও পুরাতন কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ যথা—

"Of exquisite workmanship, and of stupendous antiquity—antiquity to which neither the page of history nor human traditions can ascend—that magnificent piece of sculpture, so often alluded to in the cavern of Elephanta, decidedly establishes the solemn fact, that from the remotest æras, the Indian nations have adored a TRI-UNE DEITY. There the traveller with awe and astonishment beholds, carved out of the solid rock, in the most conspicuous part of the most ancient and venerable temple of the world, a bust, expanding in breadth near twenty feet, and no less than eighteen feet in altitude, by which amazing proportions, as well as by its gorgeous decorations, it is known to be the

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া নির্দ্দেশক এই ত্রি-তত্ত্ব বহু পূর্ব্বকাল

image of the grand presiding deity of that hallowed retreat: he beholds, I say, a bust composed of three heads united to one body, adorned with the oldest symbols of the Indian theology, and thus expresly fabricated, according to the unanimous confession of the sacred sacerdotal tribe of India, to indicate the CREATOR, the PRESERVER, and the REGENERATOR of mankind."

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত টমাস মৌরিস তাঁহার কৃত গভীর গবেষণাপূর্ণ INDIAN ANTIQUITIES গ্রন্থে বহু অনুসন্ধান করিয়া এলিফেণ্টা কেভে স্থিত মূর্ত্তির এবং তৎসংলগ্ন ত্রিশূলের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে উপরে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল। ঐ গ্রন্থ হইতে ত্রিশূলের ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Hence the symbols of all their principal divinities were of a three-fold nature. Jupiter has his *three-forked* thunder, Neptune his *trident*, and Pluto his *three-headed* Cerberus. In short, it probably arose from this source that the number *three* was holden by all antiquity in the most sacred light; and that the *triangle* and the *pyramid* came to be numbered among their most frequent and esteemed symbols of Deity." * * *

Of a doctrine thus extensively diffused through all nations; a doctrine established at once in regions so distant as Japan and Peru; immemorially acknowledged throughout the whole extent of Egypt and India; and flourishing with equal vigour amidst the snowy mountains of Thibet, and the vast deserts of Siberia; there is no other rational mode of explaining the allusion or accounting for the origin.

This supreme creative energy, this beneficent active principle, diffused through nature, they distinguished by various names; sometimes it was Osiris, the fountain of LIGHT, the SUN, the prolific principle by which that nature was invigorated; sometimes it was the Πυρ ζωηγονιον, the life-generating FIRE, the divine offspring of the solar deity; and it was sometimes called by an appellation consonant to ψυχη κοσμε, or the SOUL OF THE WORLD. Often too the ancients combined these three together, and of celestial LIGHT, FIRE, and SPIRIT, those mighty agents in the system of nature, formed one grand collective TRIAD OF DEITY."

৫২৩ সংখ্যক টীকাতে লোকরক্ষাকর "শূলভেদীকুণ্ড" উৎপত্তির বিবরণ স্কন্দপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রীসের রাজধানী এথেন নগরীর রক্ষাকর্ত্রী এথেনাদেবী তাঁহার হস্তস্থিত শূলদ্বারা এথেন নগর রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া যে এখনও কথিত হয় তাহা ৫২৫ সংখ্যক টীকাতে THE GODS OF THE CLASSICS গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও ইহার মূল বিষয়টি যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান, ইজিপ্সিয়ান, আমেরিকান, পারসীয়ান এবং প্রাচীন রোমান্ ধর্ম্মমত সকল মধ্যে অতি আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। আমরা যে ত্রি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাধারণত হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের ত্রিনীতি বা ট্রিনিটী এবং হিব্রুদের ছিপিরথ এবং রোমানগণের নুমেন ট্রিপ্লেক্স এবং বৌদ্ধগণের ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্গ) তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাব বহন করিলেও উহাদের মধ্যে এবং আমাদের ত্রি-তত্ত্বমধ্যে মূলগতপার্থক্য অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইবে। পরবর্ত্তী টীকাতে ক্রমে এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিন এবং তিনের অধিক অঙ্ককে বহুবচন জ্ঞাপক বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে নির্দ্দেষ করা হয়। এই দৃষ্টে ত্রিশূলের ঊর্দ্ধমুখী ত্রি-অগ্রকে বহুমুখী সাধনার পরিজ্ঞাপক চিহ্ন মনে করিলেও উহাদের মূলে যেমন একটি সরল দণ্ড রহিয়াছে, তেমনি পৃথিবীর নানা দেশের নানা সাধক সম্প্রদায়ের নানাবিধ ধর্ম্ম সাধনার পথ বিভিন্নমুখী বলিয়া কথিত হইলেও, আমাদের সকলেরই ধর্ম্মসাধনার মূলীভূত বিষয় যে এক, ইহা মনে করিবার একটি সহজ সাঙ্কেতিক পথ এই ত্রিশূল আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করিয়া রাখিয়াছে বলা যাইতে পারে। হিন্দুর ত্রিশূল, হিন্দুধর্ম্ম সাধনার কোন্ ভাব পরিজ্ঞাপক চিহ্ন তাহা স্থির করিবার জন্য কোনও কোনও ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং নানা ব্যক্তি নানা রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ত্রিশূলের ত্রি-অগ্র ত্রিকাল জ্ঞাপক, কেহ বলিয়াছেন ইহা ত্রিগুণ জ্ঞাপক, কেহ বলিয়াছেন ইহা ত্রিবেদ জ্ঞাপক চিহ্ন। কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা দেবতা-রজোরূপী ব্রহ্মা, সত্ত্বরূপী বিষ্ণু, তমোরূপী শিব যে ত্রিশূলের অগ্রে মধ্যে ও মূলভাগে সদা অবস্থান করেন এবং তাঁহারা ত্রিশূলে এইভাবে সদা অবস্থান করিয়া তাঁহাদের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া প্রবাহ প্রদর্শক ত্রিশূলের ত্রি-অগ্রকে লোকশিক্ষার্থে সদা ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তকেই সমধিক সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থক উক্তি পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় (৫২৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। পুরাণে উক্ত সেই ঋষিবাক্যকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব, পরন্তু আত্মরক্ষণে অক্ষম, শত্রু দমনে অপারগ, এজন্য ত্রিশূলে শক্তি পূজার উচ্চভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ জানিয়া, আপাততঃ যুদ্ধের সংহার অস্ত্র ত্রিশূলকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া, ত্রিশূলের সূক্ষ্ম ত্রি-অগ্র যে এই

দার্শনিক জ্ঞানমূলক ত্রিতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাই সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতে আমরা এক্ষণে চেষ্টা করিব। এইরূপ চেষ্টায় প্রকৃষ্ট পথ, কেবল তন্ত্রে এবং পুরাণে নহে, পাতঞ্জল দর্শনেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে।

(৩) নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকমধ্যে সাম্প্রদায়িক চিহ্নরূপে ত্রিশূলের ব্যবহার।

পৃথিবীর নানা দেশে ত্রিশূল চিহ্নের ব্যবহার যে অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এই আলোচনা প্রসঙ্গে নানা গ্রন্থ হইতে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের যে সকল মন্তব্য টীকাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। ত্রিশূলের সম্মান এবং ব্যবহার যে কারণে এরূপ বিশ্বব্যাপি হইয়াছে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে এক্ষণে আমরা চেষ্টা করিব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানীয় লোকসমাজে, ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইলেও, এখনও ত্রিশূলের যে বিপুল সম্মান ও সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জনসাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসকেই তাহার মুল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের ত্রিশূল চিহ্নকে, মুসলিমগণের চাঁদ চিহ্নকে এবং বৌদ্ধগণের ত্রিরত্ন চিহ্নকে, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের ক্রুশ চিহ্নের নকল বলিয়া এখনও কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইদানীং যাঁহারা পুরাতত্ত্বের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এমন অনেক য়ুরোপিয়ান সুপণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্তকে নিতান্তই একটা ভ্রমমুলক ধারণা বলিয়া এক্ষণে উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা দেখাইতেছেন, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জন্মগ্রহণের বহু বহু শত বৎসর পূর্ব্বে ইজিপ্টে অতি প্রাচীন পিরামিড মধ্যে স্থিত ইশিশ দেবীর গলে দোলায়মান ক্রুশ বা ত্রিশূলাকৃতি অলঙ্কার যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ভারতে এবং চিনে যে সকল অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় ধর্ম্ম মন্দির রহিয়াছে, তাহার চূড়াতেও যখন ত্রিশূল দেখা যাইতেছে এবং ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন দেব দেবীর মূর্ত্তির হস্তেও অনেক স্থানে ক্রুশের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট লম্বদণ্ড বা ত্রিশূল যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ সকলকে ক্রুশের নকল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার আর কিছুমাত্র স্থল নাই। প্রাচীন রোম, গ্রীস, চীন, জাপান, তিব্বত, মধ্য-এসিয়ার, ভারতের এবং ইজিপ্টের প্রাচীন মন্দিরের চূড়াতে ত্রিশূল অস্ত্রের আলেখ্য এবং ঐ সকল দেশের উপাস্য দেবদেবীর করে স্থিত বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন আকারের ত্রিডেণ্ট বা ত্রি-দণ্ড অস্ত্রের প্রতিলিপি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্তকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষা করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে মনে হইতে পারে, মূলে ত্রি-অস্ত্র ত্রিশূল হইতেই ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে হইতে বহুকালে ঐ সমস্তের উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইয়াছে।

ত্রিশূলের সমাদর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানব্যাপি হইলেও দেবতার হস্তের অস্ত্র বলিয়া যাঁহারা ত্রিশূলকে পূজা এবং সম্মান করেন, এরূপ সাধক লোকের সংখ্যা জগতে অতি অল্প, ধর্ম্ম সাধনার পথ নির্দ্দেশক একটা পবিত্র বস্তু বলিয়া যাঁহারা ত্রিশূলের সমাদর করেন এরূপ লোকের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক, কিন্তু যাঁহারা সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ভাবে ত্রিশূল চিহ্নকে কিম্বা ত্রিশূল আকারের ন্যায় কোন চিহ্নকে অঙ্গে ধারণ করেন কিম্বা গৃহে রক্ষা করেন কিম্বা মন্দিরচূড়ায় অথবা বাস গৃহের শীর্ষ দেশে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এরূপ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় স্থানেই অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিশূল চিহ্ন সম্মানকারী পৃথিবীর নানা স্থানের নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক সংখ্যার আলোচনা দূরে রাখিয়া, কেবল এই ভারত খণ্ডের বর্ত্তমান কালের লোক গণনাতে স্থিরীকৃত অধিবাসী সংখ্যা মধ্যে, ৫৯৬১৭৯৪ ক্রিশ্চিয়ান এবং ৭৭৭৪৩৯২৮ মহাম্মদীয়ান্ ভিতরে, এমন একলক্ষ নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চিয়ান এবং মহম্মদীয়ান নরনারী পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ, যাঁহারা স্ব স্ব সমাজের সমাদৃত ক্রূশ চিহ্নকে এবং চাঁদ চিহ্নকে এখনও সম্মানের চক্ষে দর্শন না করিয়া থাকেন। ভারতের এমন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার চূড়াতে লৌহ ত্রিশূল কিম্বা একটি চক্রের মধ্য ভাগে ত্রিশূল চিহ্ন রক্ষিত না রহিয়াছে। জৈন মন্দিরের অগ্রভাগে ত্রিশূল চিহ্নের অপ্রতুল নাই। এ দেশের কোল, ভিল, সাঁওতাল, কুকি প্রভৃতি অরণ্যবাসী অসভ্য নামে পরিচিত নরনারীগণ, তাঁহাদের নিজ নিজ দেবদেবী পূজার স্থানে, মৃত্তিকা স্তূপ উপরে, সিন্দুর মাখা সুদীর্ঘ ত্রিশূল দণ্ড কত যত্নের সহিত সর্ব্বদা প্রোথিত করিয়া রাখেন, এবং তাহাকে বারম্বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রণাম করেন, তাহা যাঁহারা তাহাদের বাস স্থানে কখনও গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবলোকন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্রি-অগ্র বিশিষ্ট ত্রিশূল চিহ্নকে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ভাবে কেবল এ দেশের নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য এমন কি বন্য বর্ব্বর মানুষেও বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কেহ ক্ষুদ্র কবচ, মাদুলি বা লকেট আকারে উহাকে গলে ধারণ করেন, কেহ কপালে, বাহুতে বা বক্ষে ফোটা আকারে চন্দন বা মৃত্তিকাদ্বারা চিত্রিত করেন, কেহ উল্কিতে, বসনে বা ভূষণে অঙ্কিত করেন, কেহ স্বর্ণ-রৌপ্য ধাতু মুদ্রাতে উহার ছাপ দিয়া ঐ রূপ মুদ্রার অধিশ্বর বা রাজ্যের অধিশ্বর এরূপ পরিচয় প্রদান এবং ত্রিশূলের সম্মান করিয়া থাকেন; ফলতঃ নানা স্থানে, নানা কার্য্যে, নানা ভাবে ত্রিশূল চিহ্নের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ধনুক বাণ বা খড়্গ বা অন্য অস্ত্র চিহ্নের ব্যবহার

তেমন কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিলে, নিম্নে প্রদত্ত এই তুইটির একটি সিদ্ধান্তকে কিম্বা তুইটিকেই গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

(১) ভারতবর্ষ হইতে, ভারতে আচরিত ধর্ম্মের ন্যায়, ত্রিশূল চিহ্নকে পূজা করিবার ব্যবহারও, অসংখ্য বৎসরে ক্রমে পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত ও প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিম্বা—

(২) মানুষের অন্তঃকরণে নিহিত একটা স্বাভাবিক সংস্কার হইতে কোনও কোনও দেশে উহার ব্যবহার স্বতঃ স্ফুটিত হইয়াছে।

যেমন নানা দেশের নর নারীগণ মধ্যে বিবাহ দ্বারা সংযুক্ত হইবার প্রথা অথবা মৃতব্যক্তির তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধতর্পন করিবার প্রথা কিম্বা এইরূপ শত শত প্রকার, আহার বিহারের প্রথা, বিনা অনুকরণে লোকসমাজে স্বভাবতঃই প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, বিভিন্ন নামে কথিত হইলেও সেইরূপ অনেক স্থানে ত্রিশূলের ব্যবহার স্বভাবতই উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ত্রিমুখি ধর্ম্মসাধনার চিহ্ন জ্ঞানে অতি অল্প স্থানেই এই ত্রিশূলের ব্যবহার প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। ইহলৌকিক ফলদায়ক ভক্তিসাধনা, পারলৌকিক বা মৃত্যুর পরে ফলদায়ক যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধনা এবং সর্ব্বকালিক সর্ব্ববিধ ক্লেশনিবারক জ্ঞানসাধনার (নির্ব্বাণমুক্তির) পথ নির্দ্দেষক ত্রিশূল চিহ্নের সম্মান পৃথিবীর অতি অল্প স্থানেই পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে। এই ত্রিবিধ সাধনা অনুষ্ঠানের অন্তঃস্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিকে উপসনা করিবার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেণীর শক্তিসাধকগণের মধ্যে এখনও এরূপ উচ্চ দৃষ্টিতে ত্রিতত্ত্ব পরিজ্ঞাপক ত্রিশূলের উচ্চ ভাব উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। রোম গ্রীস প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও পুরাকালে কিয়ৎ পরিমাণে এই ভাবে অনেকে ত্রিশূল চিহ্নকে দেখিতে এবং পূজা করিতে যে অভ্যস্থ ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে বর্ণিত তাঁহাদের আচরণে আমরা জানিতে পারিতেছি (৫৩১)। ত্রিশূল

---

(৫৩১) ত্রিশূলে প্রদর্শীত ত্রিমার্গ সাধনার সহজবোধ্যনাম,—(১) কর্ম্মমার্গ, (২) ভক্তিমার্গ এবং (৩) জ্ঞানমার্গ। এই ত্রিমার্গের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উপাসনা পুরাকালে একাধারে অভিন্নভাবে এবং যেরূপ পবিত্রভাবে হিন্দুগণ করিতে অভ্যস্থ ছিলেন এবং এখনও যেরূপ কেহ কেহ করিয়া থাকেন, প্রাচীন রোমে গ্রীসে এবং ইজিপ্টেও কতকটা সেইভাবে সে সকল দেশের ভিন্ন নামে কথিত ত্রিদেবতার উপাসনা করা হইত। ঐ সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে এবং আধুনিক পুরাতত্ত্বগ্রন্থে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চিহ্ন সহিত সংযুক্ত এই ত্রি-তত্ত্ব বিষয়ক ধারণা এবং ত্রিশূলের সমাদর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া কোথায়ও বা অল্প, কোথায়ও বা অধিক পরিস্ফুট হইয়া

প্রাচীন গ্রীসে একসময়ে যে সর্ব্বপ্রধান ত্রিদেবের পূজা করা হইত, তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"I shall add nothing more concerning them than that the most ancient of these Cabiri, or Dioscori, as they were sometimes called, are said by Cicero to have been in number THREE, and their names Tretopatræus, Eubuleus, and Dionysius. All that can be with truth averred concerning them is, that they were esteemed as the THREE MIGHTY GUARDIAN GENII of the universe, or rather the various parts of that universe physically considered, and that they were worshipped in Samothracia with rites which were among the most mysterious and profound in all antiquity."

(INDIAN ANTIQUITIES BY THOMAS MAURICE)

গ্রীসের বিশ্বরক্ষক ত্রিদেবতার পূজার ন্যায় রোমেও পুরাকালে একাধারে ত্রিদেবতার পূজা করা হইত। উপরে যে গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল, ঐ গ্রন্থে ডাক্তার হরছনির যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা এই,—

"He asserts that Vestiges of this acknowledgment and adoration of a Trinity are visible in the joint worship of Jupiter, Juno, and Minarva, the TRIAD of the Roman Capitol."

গ্রীস হইতে ত্রি-শক্তির উপাসনা রোম রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে, এক সময়ে রোম বাসিগণ ত্রি-শক্তি উপাসনার এতদূরই অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে "তিন অঙ্ক"কে তাঁহারা পরম পবিত্র জ্ঞান করিতেন এবং রোমের রাজ্য যে সকল দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সকল দেশেই ত্রি শক্তি পরিজ্ঞাপক স্বর্গীয় ত্রিশূলের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেবের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

"The worship of a triple power under the former name, Dr. Horsley is of opinion, was carried from Samothrace into Phrygia by Dardanus so early as in the ninth century after the flood. The Trojans imported it from Phrygia into Italy."

(INDIAN ANTIQUITIES By THOMAS MAURICE.)

"But this was not the first period of the introduction of this notion at Rome the famous triple figures of sylvan deities dug up in Italy, and called by antiquaries HETRUSCAN, are proofs of this assertion. In most of those countries where the Romans extended their arms and propagated their theology the number *three* was considered as sacred, and a divine *triad* was worshipped."

(INDIAN ANTIQUITIES By THOMAS MAURICE.)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রহিয়াছে তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। ত্রি-তত্ত্ব পরিজ্ঞাপক ত্রিশূল পূজা প্রচলনের মূল স্থান ভারত এবং এই ভারতবর্ষ হইতেই উহার পূজা এবং নানা প্রকার ব্যবহার ক্রমে পৃথিবীর

ইজিপ্টের সর্ব্ব প্রধানা মাতৃরূপা ইশিশের পরেই প্রধান তিন উপাস্যা দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়—ওসিরিস্ ছেনিফ্ এবং প্তা।

"It is Osiris, Cneph, and Ptha, therefore, that form the true Egyptian triad of deity."

(INDIAN ANTIQUITIES)

ইহাদিগকে সূর্য্য, অগ্নি এবং বিশ্বব্যাপি চৈতন্যরূপ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পুরাকালে ইজিপ্ট দেশ বাসী শক্তি সাধকগণের ত্রিতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের লক্ষ্যস্থান অগ্নির তেজ, সূর্য্যের জ্যোতি এবং প্তা বা জগৎপিতার চৈতন্য ভাবজ্ঞাপক ত্রিমূর্ত্তিকে একত্র করিয়া একাধারে যে পূজা করা হইত তাহাও জানা যাইতেছে। ত্রিশূলের ত্রি-অগ্র এই তিনটি বিভিন্ন ভাব বোধক হইলেও মূলে যে এক, তাহার প্রমান মূল দণ্ডে প্রকাশ করিতেছে' এরূপ ইজিপ্টের কোনও কোনও ইতিহাস লেখক বলিয়া থাকেন। Dr. Allix's Judgment গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—

"There are three degrees, and every degree is distinct by himself; yet, notwithstanding, they are all one, and bound together in one; nor can they be separated each from the other."

ইজিপ্টের পরমপূজ্য ত্রিশূলচিহ্ন অনেক স্থানে একটি ত্রিকোন মণ্ডল মধ্যে অঙ্কিত বা রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া অন্য একজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কুচিয়র যাহা লিখিয়াছেন, INDIAN ANTIQUITIES গ্রন্থে তাহা এই ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"The Egyptian actually made use of the triangle as a symbol to describe the DEITY IN HIS THREE-FOLD CAPACITY."

প্রাচীন হিব্রুজাতি, ইজিপ্ট হইতে ত্রিতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াই হউক বা যে রূপেই হউক, তাঁহাদের ভাষার অক্ষর মধ্যে একটি ত্রিকোন মণ্ডলাকৃতি অক্ষর সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই ত্রিশক্তি জ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থ হইতে ইহার সমর্থক উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"For the present I mention it only to remark the proof which it affords how early the Jews entertained the notions of a heavenly TRIAD, and yet how anxious they were at the same time to express the UNITY. The Hebrew JOD, then in that alphabet, is designated by an EQUILATERAL TRIANGLE to denote the former, and a SINGLE JOD to shadow out the latter, in the following manner."

হিব্রু ভাষার একটি ত্রিকোন অক্ষরে ত্রিদেবতার পরিচয় পরিজ্ঞাপন করিতেছে দেখিয়া, তাহার সহিত সংস্কৃত ভাষার অ, উ, ম মিলিত প্রণব অক্ষরের তুলনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত টমাস মরিস্ তাঁহার INDIAN ANTIQUITIES গ্রন্থের একস্থানে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সর্ব্ব দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিতে হইলে, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাচরণের মূল স্থানও যে এই ভারতবর্ষ ইহাই প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অনেক য়ুরোপিয়ান পুরাতত্ত্ব-

---

With respect to the disposition and meaning of the letters which compose this mystic symbol of the deity, I shall now farther add, from Mr. Wilkins, that "the first letter stands for the Creator, the second for the Preserver, and the third for the Destroyer;" that is, the Regenerator. Here, then, is exhibited a complete, though debased, triad of deity, represented by three Sanscreet letters, nearly in the same manner as the Hebrews represented the Trinity by the three jods.

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের মূল যেমন সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত এবং পরে বাঙ্গালা হিন্দি ইত্যাদি ভাষাতে ঐ সকল অনুবাদিত হইয়াছে, সেইরূপ ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের মূল বইবেল গ্রন্থখানিও হিব্রু ভাষাতে লিখিত এবং পরে ইংরাজি, ফরাসি, জারমেন ইত্যাদি নানা ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদের দোষে যেমন এদেশে বেদ পুরাণাদির অর্থবোধ অনেক স্থানে সুকঠীন হইয়া রহিয়াছে, সেরূপ বাইবেলের অনুবাদও অনেক স্থানে কষ্টবোধ্য হইয়াছে। এজন্য ইংরাজি অনুবাদিত বাইবেল হইতে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের ত্রিদেবতার প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, প্রাচীন মূল হিব্রু ভাষার গ্রন্থে উহাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। হিব্রুভাষী ইহুদী পণ্ডিতগণ এই ত্রিদেবতাকে যে নিরাকার মনে করেন না, বরং আকার বিশিষ্ট দেবতা মনে করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হইতে উপলব্ধি হইবে,—

"I can not refrain from citing the words of Dr. Allix. "The three persons in the Godhead did there so conspecuously manifest themselves, that the ancients took thence eccation to tell the Arians, go to the river Jordon, and there you shall see the TRINITY."

হিব্রু বাইবেলে বেয়াল্লিশ অক্ষরে গঠিত এদেশের গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় ক্রিশ্চিয়ানগণের নিত্য জপমন্ত্রমধ্যে ত্রিদেবতার নাম এইরূপে উক্ত হইয়াছে—

באחר אחר בשלשה:‡ אב אלה'ם בן אלה'ם רוח הקדש אלה'ם שלשה

উদ্ধৃত মন্ত্রের সার মর্ম্ম :— স্রষ্টা দেবতা, দ্রষ্টা দেবতা, ত্রাতা দেবতা এই ত্রিদেবতা যুক্তভাবে মঙ্গলদায়ক হউক।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত টমাস মরিস, তাঁহার গ্রন্থে এই উক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"I shall add out of Kircher an entire sentence of the same Hakadosch, in which all the persons in the Trinity are expressly mentioned. It is exceedingly remarkable, that, in this very Hebrew sentence, are comprised the mysterious forty-two letters, which, according to the cabbalists, form another of the names of God."

বাইবেলের ইংরাজি এবং বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থে এই ত্রিদেবতার নাম এই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিৎ পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্তও এখন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষনে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—মাতৃস্থানীয়া সংস্কৃত ভাষা হইতে য়ুরোপ ও এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশের

(১) God the father পরমপিতা ঈশ্বর. (২) God the sonপরিত্রাণকর্ত্তা যিষুখ্রীষ্ট, (৩) Holy Ghots পবিত্র আত্মা।

"The Hindoos," says M. Sonnerat, "adore *three* principal deities, Brouma, (ব্রহ্মা) Chiven,(শিব)and Vichenou, (বিষ্ণু) who are still but ONE; which kind of trinity is there called Trimourti, or Tritvamz, and signifies the re-union of three powers. The generality of Indians, at present, adore only one of these three divinities; but some learned men, beside this worship, also address their prayers to the THREE UNITED; the representation of them is to be seen in many pagodas, under that of human figures with three heads, which, on the coast of Orissa, they call HARIHARABRAMA; on the Coromandel coast, TRIMOURTI; and TRETRATREYAM in the Sanscreet dialect:" in which dialect, "I beg permission to add, that term *would not have been found*, had not the worship of a trinity existed in those ancient times, full two thousand five hundred years ago, when Sanscreet was the current language of India."

(INDIAN ANTIQUITIES)

সৃষ্টি স্থিতি সংহার ক্রিয়া পরিচালক ত্রিদেবতার উপাসনা ব্যাপারে পুরাকালের হিন্দুগণ এবং রোম, গ্রীস এবং ইজিপ্ট দেশবাসিগণ কতদূর সমভাবাপন্ন ছিলেন, এপর্য্যন্ত তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইল. এক্ষণে অসভ্য নামে পরিচিত অরণ্যবাসী জাতিগণ মধ্যেও যে ত্রিদেবতার উপাসনা কি ভাবে কতদূর পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আফরিকা খণ্ডের মাকুয়া জাতির ইতিহাস হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া আলোচনার এই অংশকে সমাপ্ত করিব। আফরিকার অসভ্য মাকুয়াজাতির নরনারীগণ এক নামেই সেদেশের ত্রিশক্তির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপাস্য বস্তু,—জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পরলোক বা স্বর্গ এবং আকাশের মেঘ বা সংহারশক্তি। সূর্য্যকে জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়, মেঘ তাহাকে আচ্ছাদন করেন। স্বর্গ সুখের স্থান। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের নামান্তর ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যাইবে?

"In Bonuy also, and in Easternn Africa among the the Makuas, one and the same word is used to signify God, heaven and cloud. (ORIGIN OF RELIGION)

"Some of the African names given to the Supreme Being meant originally sun." (ঐগ্রন্থ).

এইরূপ নানা ভাবে নানা দেশে ত্রিশূলের ত্রিতত্ব পরিজ্ঞাপক ধারণা সকল মানুষের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ত্রিদেব সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রচলিত বাইবেলের উক্তিতে এবং ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলের উক্তিতে এরূপ পার্থক্য দেখিয়া কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার স্থল কিছুই নাই, কারণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে যেমন ইদানিং শাক্ত, বৈষ্ণব, কর্ত্তাভজা, অঘোরপন্থী, নানকপন্থী, চৈতন্যমতবাদী, নববিধানী, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন প্রকার কন্যাস্থানীয়া ভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে (৫৩২)। চিন্তাধারার এই পথ

পরস্পর বিরুদ্ধভাবের নানা মতাবলম্বী হিন্দু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ ক্রিশ্চিয়ান, বৌদ্ধ এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যেও একই দেশে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন নেতার নির্দৃষ্ট পথাবলম্বী লোকের অভাব নাই। নিম্নে উদ্ধৃত ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উক্তি হইতে এই বিষয়টি অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে,—

"The Buddhism of Napal and Tibet differs from the Buddhism of Ceylon as much as the Christianity of Rome or of Moscow differs from that of Scotland and Wales. The Buddhism of Mongolia and China is far removed from either of those, and the Buddhism of Japan has peculiarities all its own." (HIBBERT LECTURES by T. W. Rhys Davids)

অতঃপর কেহ এরূপ প্রশ্নও উত্থাপন করিতে পারেন যে, ইংরাজী ভাষার "TRINITY" এবং আমাদের "ত্রি-তত্ব" এক অর্থ বহন করে না, এ অবস্থাতে হিব্রুদিগের ত্রিতত্বের আলোচনা স্থলে ইংরাজী ত্রিনীতি বা TRINITYকে আনিয়া গোলযোগের কারণ সৃষ্টি করা হইতেছে কেন? "TRINITY" এবং "ত্রিতত্ব" সম্পূর্ণ এক অর্থবাচক না হইলেও ত্রিতত্বের আলোচনা ক্ষেত্রে "ত্রিনীতির" উল্লেখ যে দোষজনক হয় নাই, আধুনিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী অভিধানে প্রদত্ত TRINITY শব্দের অর্থ যাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল তাহা হইতে অতি সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

"A Symbolic representation of the trinity, especially the triangle. The state or character of being three ; also any union of three individuals, parts, or elements in one ; a trio ; triad ; as, the Hindu trinity of gods." (STANDARD DICTIONARY)

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর, জি, ব্রিনটন্ তাঁহার কৃত RELIGIONS OF PRIMITIVE PEOPLES গ্রন্থে TRINITY সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য,—

"It is natural therefore to find in many primitve faiths myths, idols, rites etc. so devised as to reflect and inculcate a belief in the treplicate nature of divinity." * * *

"Such is the case, and it is easy to Quote examples, whether we turn to the Indians of America or the Indians of Hindostan, whether we touch on the triads of ancient Egypt or those of the Druids, whether we recall the three Norns of Teutonic myth or the three fates of the Hellenes."

ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর, জি, ব্রিনটনের যে মহামূল্যবান্ মন্তব্য উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে জানিতে পারা যাইতেছে,—ট্রিনিটি অর্থাৎ ত্রিদেবের ত্রিশক্তিক্রিয়া পরিজ্ঞাপক ধর্ম্ম বিশ্বাস, পুরাণের কথাতে, দেবমূর্ত্তিতে, জনসাধারণের আচরণে অনুষ্ঠানে, পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপ সদা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ আর অন্য কিছুতে দেখা যায় না। তাঁহার এই উক্তি চিরস্মরণীয় অক্ষরে আমাদের হৃদয়ে খোদিত করিয়া রাখিবার উপযুক্ত।

(৫৩২) "Comparative mythology has proved that all Indo-Germans, or Aryans in the

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ধরিয়া আর একটু অগ্রসর হইলে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, এই দেশের পুরাকালের ঋষিগণের ধর্ম্ম ধারণা হইতে অন্যান্য দেশের জন সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাস সকল ক্রমে গঠিত ও দেশ কাল

---

broadest sense, including the Indians, Persians, Wends or Letto-Slavs, Germans, Greeks, Romans, and Kelts, once possessed not only the same language, but also the same religion." (THE HISTORY OF RELIGION By C. P. Tiele)

"This used to be said, but it has long been shown that Sanskrit is only a collateral branch of the same stem from which spring Greek, Latin, and Anglo-Saxon; and not only these, but all the Teutonic, all the Celtic, all the Slavonic languages, nay, the languages of Persia and Armenia also.

What, then, is it that gives to Sanskrit its claim on our attention, and its supreme importance in the eyes of the historian?"

(INDIA WHAT CAN IT TEACH US By F. MAXMULLER K.M.)

"But we can go still further; for by comparing the language of the Aryans of India with that of the Aryans of Greece, Italy, and the rest of Europe, we can reconstruct some portions of that language which was spoken before these different members of the Aryan family separated."

(ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION By F. Maxmuller, K.M.)

"By applying these principles students of comparative mythology have established the fact that the common ancestors of the Celts, the Italians, the Hellenes, the Germans, the Slaves, the Iranians and the Hindus, at a time when they were still settled side by side in some forever forgotten region of the old continent, adored the same deities; and they have succeeded in restoring at least some persons of that prehistoric pantheon. Of these two series of results, which together constitute Aryan Mythology, the one, that which establishes the unity of beliefs, is certain, quite as certain as the corresponding result established by the Science of Language, namely the unity of an Indo-European mother tongue." (NATURAL RELIGION By F. Maxmuller, K.M.)

"He asserts it to be a language of the most valuable and unfathomable antiquity; the grand source as well as sacred repository of Indian literature, and the parent of almost every dialect, from the Persian Gulph to the China Sea. He is even of opinion, that the

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাত্রের অবস্থানুসারে ক্রমে বিভিন্ন আকারে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে; সেই সঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে, এই দেশের ধর্ম্ম চিহ্ন ত্রিশূলও অন্যান্য দেশে যাইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রতিকূলে একটি প্রবল যুক্তি ইহাই রহিয়াছে যে, যেখানে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার এক বিন্দু রশ্মিও কখনও প্রবেশ লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, আফরিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার এমন বন্য বর্ব্বর জাতি সকলের আরণ্যবাসভূমি মধ্যেও স্থানে স্থানে কোনও না কোন ভাবে ত্রিশূল পূজার ব্যবহার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে যে, কোনও কোনও দেশের লোকে তাঁহাদের স্বাভাবিক বোধশক্তি প্রভাবে কালী, লক্ষ্মী মাতা প্রভৃতি দেবদেবীর আকৃতি প্রকৃতিকে যেরূপ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতে নিজেদের দেবদেবী গঠন করিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ প্রকার ভেদে ত্রিশূল পূজার প্রথাও হয়তঃ স্ব স্ব দেশে তাঁহারা প্রচলন করিয়া রাখিয়াছেন। বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত কোনও কোনও দেশের লোকের পক্ষে এ দেশের উপাস্যা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং দেবদেবীর করে ধৃত ত্রিশূলাদি পূজার বিধিব্যবস্থার কিঞ্চিৎ ছায়া গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে। ক্রিশ্চিয়ানগণের ক্রশ চিহ্ন কি এইভাবে এদেশের ত্রিশূল চিহ্ন হইতে উদ্ভব হইয়াছে? ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের পরমপূজ্য ক্রশ চিহ্নের বর্ত্তমান আকৃতি যে এ দেশের দেবী-করে ধৃত ত্রিশূল চিহ্নেরই আদর্শকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে য়ুরোপে যাইয়া একটু ভিন্ন আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং উহার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে যিশু খৃষ্টের হত্যা কার্য্যের বিন্দু মাত্রও সম্বন্ধ নাই, তাহার অকাট্য যুক্তি প্রমান সকল আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণের কৃপায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে পর্ব্বতাকারে আসিয়া এক্ষনে উপস্থিত হইতেছে (৫৩৩)।

Sanscreet was, in ancient periods, current not only over ALL INDIA, considered in its largest extent, but over ALL THE ORIENTAL WORLD, and that traces of its original and general diffusion may still be discovered in almost every region of Asia. In the course of Mr. Halhed's various reading, (and few men have perused more oriental volumes,) he was astonished to find the similitude which it in many instances bore to the Persian and Arabic.

(INDIAN ANTIQUITIES by THOMAS MAURICE)

(৫৩৩) ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যিশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পরে প্রায় দুই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই সকলের সহায়তায় যে কেবল যিশু খৃষ্টের ক্রুশ যন্ত্রে হত্যা সম্বন্ধীয় বহুকালের ভুল ধারণা সকল এক্ষনে দূর করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি তাহাই নহে, আমরা এক্ষনে জানিতে

এই সুদীর্ঘকালে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু ইতিহাস মধ্যে, লেখকগণের কল্পনাজাত অনেক লতা পাতা আসিয়া যে ক্রমে মুল বৃক্ষটীকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। এজন্য যিষুখৃষ্টের জন্মের অল্পকাল পরে, মহম্মদের আবির্ভাব সময়ে, তাঁহার কোরাণে যিষুখৃষ্টের জন্ম ও মৃত্যুবিবরণ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে সমধিক প্রামাণ্য বিবেচনা করিয়া, ক্রুশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা কোরাণের ইংরাজি অনুবাদ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতে বাধা নাই।

Sūrah IV. 155, 156 হইতে উদ্ধৃত—"Yet they slew him not. and they crucified him not * * * and they really did not slay him but God took him up to Himself"

এ সকল বিদ্বেষমূলক উক্তি নহে, কারণ ঈশ্বর যিষুকে স্বয়ং স্বর্গে তুলিয়া লইলেন এখানে বলা হইয়াছে। মুসলিম ধর্ম্মগ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে, ভবিষ্যদ্‌বক্তা মহম্মদ বলিয়াছিলেন, — যিষুখৃষ্ট যখন আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তখন তাঁহার প্রথম কার্য্য হইবে, জগতে যত ক্রশ চিহ্ন আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা। পেশোয়ার নিবাসী টমাস্ পাট্রিক হুগেস্ তাঁহার ইস্‌লাম ধর্ম্মকোষে লিখিয়াছেন,—

"According to Abu Hurairah the Prophet said, "I swear by heaven, it is near, when Jesus, the son of Mary will discend from heaven upon your people, a just king, and He will break the cross."

ঐ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ মুসলিম ইতিহাস লেখক আল্ ওয়াকিদি র আর একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"Mahammad had such repugnance to the sign of the cross that he destroyed every thing brought to his house with that figure upon it."

ইতিহাস লেখকগণের এই সকল উক্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে ক্রুশ্চিয়ান্‌গণের ক্রুশ চিহ্ন এবং মহম্মদীয়ান্‌গণের চাঁদ চিহ্ন যে এ দেশের ত্রিশূলের আদর্শে বহুকাল পরে ঐ সকল দেশে প্রচলন করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট স্থল পাওয়া যাইতে পারে।

আর একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় এই যে,—যিষুখৃষ্টের মাতা মেরী দেবীর যে সকল চিত্র বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন কোনটিতে মেরী দেবীর গলদেশে মালার ন্যায়, সূত্রে দোদুল্যমান একটি ক্ষুদ্র ক্রুশ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে অস্ত্রে বা যন্ত্রে পুত্রের অপঘাত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে তাহার প্রতিকৃতি কোন মাতায় যত্নপূর্ব্বক গলে ধারণ করিতে পারেন না। ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান পাদরি (ধর্ম্মযাযক) এবং অবিবাহিতা যুবতী ও বৃদ্ধা নান্‌গণের কণ্ঠে দোলায়মান ঐরূপ ক্ষুদ্র একটি ক্রুশ চিহ্ন অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। উপাস্য দেবতাকে যে অস্ত্রে হত্যা করা হইয়াছে, তাহার প্রতিকৃতি ভক্তির সহিত কণ্ঠে ধারণ করা, কোনও দেশের মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পারিতেছি, যিশুখৃষ্ট এবং তাঁহার মাতা মেরীদেবী ত্রিশূলচিহ্নের অতিশয় ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা

যে ক্রুশ অস্ত্রে যিষুখৃষ্টকে হত্যা করা হইয়াছে বলা হয়, শোকচিহ্ন স্বরূপ সেই ক্রশ চিহ্নের প্রতিকৃতি যিষুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশের উপাস্যাদেবী বিশ্বেশ্বরী ইশিশের বক্ষস্থলে দোলায়মান থাকিবার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন।

"The bosom of ISIS is exposed, and bears a cross similar to that called St. Andrew's cross."

এই সকল অবস্থা চিন্তা করিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়,—ক্রুশ চিহ্নের সহিত যিষুখৃষ্টের অপঘাত মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নাই, হয়তঃ ত্রিশক্তি বোধক শিবহস্তের ত্রিশূলের প্রতিকৃতি, শিবভক্তিতে তন্ময়চিত্ত হইয়া ইজিপ্টের শিবানী রূপিনী ইশিশদেবী, স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং ক্রমে তাঁহারই অনুকরণে, য়ুরোপের নানা দেশের লোকসমাজে উহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

য়ুরোপের মধ্যকালের ইতিহাসে ক্রুশ লইয়া রোম প্রভৃতি নানা দেশের ক্রিশ্চিয়ানগণের আনন্দ উৎসবের বর্ণনা সকল পড়িলেও, ক্রুশকে হত্যাযন্ত্র সিদ্ধান্ত না করিয়া মানুষের পূজা করিবার কোন পবিত্র চিহ্ন বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। ত্রিনীতি রবিবারের (Trinity Sunday) পরের বৃহস্পতি বারে এখনও য়ুরোপের অনেক স্থানে "Corpus Christ" উৎসব হইয়া থাকে। ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের রোমের পোপ একটি ইস্তাহার বা ঘোষনাপত্রদ্বারা এই উৎসব ক্রিশ্চিয়ান সমাজে প্রবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন। এই উৎসব সময়ে পুরাকালে নগরের প্রসিদ্ধ রাজ পথে অসংখ্য নরনারী পতাকা, বাদ্য, মিষ্টান্ন এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ক্রুশকে সম্মানিত করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিতেন এবং এখনও কোনও কোনও স্থানে এইরূপ করা হয়। হত্যাযন্ত্র ক্রুশকে লইয়া বিশেষতঃ যিশু খ্রীষ্টের হত্যা যন্ত্রকে লইয়া "ক্রিশ্চিয়ানগণের" এরূপ বার্ষিক আনন্দ উৎসব করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ক্রিশ্চিয়ানগণের চতুর্থ ক্রিডে (ধর্ম্ম সিদ্ধান্তে) উক্ত হইয়াছে,—

"The Roman Catholic Church uses also the Creed of Pins IV, which was published in 1564 under the title "Profession of the Tridentine faith."

ত্রিশূল চিহ্নের পূজার সহিত এই সম্প্রদায়ের ক্রিশ্চিয়ানগণের কত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, T. Arnold সঙ্কলিত CATHOLIC DICTIONARY সপ্তম সংস্করণ দেখিবেন। য়ুরোপের মধ্যসময়ের ধর্ম্ম ইতিহাস যিনিই অনুশীলন করিবেন, তিনিই হিন্দুর ত্রিশূলচিহ্নের সহিত ক্রিশ্চিয়ানগণের ক্রুশ চিহ্নের এইরূপ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

ইহুদিগণ মধ্যে যখন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, যখন যিশুখৃষ্ট আবির্ভূত হইয়া ইহুদিগণ মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন নাই, তাহার বহুকাল পূর্ব্বে উত্তর আরব দেশবাসী ইহুদিগণকে, প্রস্তরে খোদিত ক্রুশের ন্যায় একটি চিহ্ন কণ্ঠেধারী (YAHWEA) য়াওয়ে দেবের পূজা উৎসবে সদা রত থাকিবার বর্ণনা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। জি, এ. বারটন, তাঁহার কৃত THE RELIGIONS OF THE WORLD গ্রন্থের এক স্থানে য়াওয়ে দেবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বদা ত্রিশূলের নামান্তর ক্রুশ চিহ্নকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। আমরা এক্ষনে আরও জানিতে

"There are indications that YAHWEA may have been a devine name in North Arabia for a thousand years before Moses, and that emigrants from this region to Babylonis and Palestine had carried the name to those countries."

য়াওয়ে দেবতার কণ্ঠ নিঃসৃত যে দশটি মহা মূল্যবান আদেশ বা উপদেশবাক্য তাঁহার ভক্তগণ প্রতি প্রদত্ত হইয়াছিল, ঐ দশ মহাবাক্যের সহিত যিশুখৃষ্টের মুখ নিঃসৃত তাঁহার ভক্তগণ প্রতি প্রদত্ত দশ উপদেশবাক্যের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিলে, এরূপ চিন্তাও সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে যে, ইশিশ দেবীর কণ্ঠে ধৃত এবং য়াওয়া দেবের কণ্ঠে ধৃত ত্রিশূল চিহ্নই হয়তঃ বহুশত বৎসর পরে যিশুখৃষ্টের মাতা মেরীদেবীর এবং যিশুখৃষ্টের বক্ষে ক্রুশ চিহ্নাকারে আসিয়া পুনঃ শোভিত হইয়া রহিয়াছেন। বহুকাল পরে যিশুখৃষ্টের অনুরক্ত ভক্তগণ এ মূল তত্ত্ব ভুলিয়া যাইয়া, যিশুখৃষ্টের আরাধ্য চিহ্ন ত্রিশূলকে হত্যাযন্ত্র ক্রুশে পরিণত করিয়া বক্ষের বস্তুকে পৃষ্ঠে লইয়া রাখিয়াছেন।

পুরাকালের ইহুদী জাতির উপাস্য দেবতার কণ্ঠের ত্রিশূল চিহ্ন পরবর্ত্তী কালের যিশুখৃষ্টের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন ক্রুশ চিহ্নে রূপান্তরিত হইবার ন্যায়, ইহুদীদিগের ত্রিতত্ত্বও পরবর্ত্তী কালে বাইবেলে বর্ণিত পরম "পিতা." "পুত্র" এবং "পবিত্র প্রেত" নামধেয় ত্রিদেবতারূপে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনাই বা না থাকিবে কেন? বাইবেলের "পবিত্র-প্রেত" এ দেশের শক্তি উপাসকগণের নিত্য পূজ্য "মহাপ্রেতের" নামান্তর মনে করিতেই বা বাধা কি? প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত টমাস্ মোরিস্ তাঁহার কৃত বহু গবেষণা পূর্ণ INDIAN ANTIQUITIES গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

* * * "this doctrine was clearly displayed by various lively and significant symbol peculiar to the Hebrews. They expressly affix the number THREE to that essence denominating the three persons the three SEPHIROTH." * * * "There was a most ancient and memorable notion entertained by the Hebrew doctors; for, as they called the Logos the Creator, or Father, so they called the Binah the Mother of the world by the appellative IMMA." * * * The Almighty alone has possession, of the three keys; by which they mean, the key of the WOMB, the key of the RAIN, and the key of the GRAVE."

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজীর শেষ তিন পংক্তিতে কথিত হইয়াছে, ঈশ্বরের হাতে তিনটি স্থানের জন্য যে তিনটি চাবি রহিয়াছে তাহার নাম (১) গর্ভের চাবি, (২) বৃষ্টির চাবি, (৩) গোরস্থানের চাবি। হিন্দুর সৃষ্টি, পালন এবং সংহার শক্তি অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পরিচায়ক ত্রিতত্ত্বের নামান্তর এই তিন চাবি, ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যিশুখৃষ্টের এবং তাঁহার মাতার বক্ষস্থলে শিবের ত্রিশূল চিহ্ন ধারণ বিবরণ এখানে পাঠ করিয়া অনেকের হৃদয়ে যেরূপ একটা বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হইতে পারে, ততোধিক আর একটি বিস্ময়ের স্থল বাইবেল গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; তাহা বাইবেলে বর্ণিত যিশুখৃষ্টের বাক্যেও আচরণে তাঁহার শক্তি প্রতি ভক্তি এবং তান্ত্রিক শক্তি সাধনা ক্রিয়াতে প্রগাঢ় অনুরক্তি। যিশুখ্রীষ্টের ত্রিশূল চিহ্ন ধারণ সহিত তাঁহার শক্তি সাধনার নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এখানে একথার উল্লেখ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পারিতেছি, যিশু খৃষ্ট জগতে এক নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইলেও তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ দেবের ন্যায় পরমাশক্তিরই প্রগাঢ় উপাসক ছিলেন (৫৩৪)। যিশুখৃষ্টের দেহত্যাগ পরে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ তাঁহার আদৃত ধর্ম্ম চিহ্নকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেহে ধারণ এবং ধর্ম্মমন্দিরাদির শীর্ষদেশে যে স্থাপন করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিশুখৃষ্ট তাঁহার জীবন কালে যে ধর্ম্ম চিহ্নকে সদা পূজা করিতেন, কালস্রোতের বিপুল আবর্ত্তনে, তাহাকেই তাঁহার ভক্তগণ, বহুকাল পরে তাঁহার হত্যাযন্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়া ক্রিশ্চিয়ান সমাজ মধ্যে একটা ভূল ধারণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ক্রুশ সম্বন্ধীয় ধারণা এই ভাবে বিপুল ভূলে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও ক্রুশ চিহ্নের সম্মান সমাদর এবং ক্রুশ চিহ্নের পূজা, পৃথিবীর সকল দেশের ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে, বিশেষতঃ রোমান ক্যথলিক নামক ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী সমাজে এখনও বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ক্রুশ চিহ্নের ন্যায় চাঁদ চিহ্নের উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তির বিস্তৃতি ঘটিত ইতিহাসও এক্ষনে নানা ভ্রম ধারণাতে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে (৫৩৫)।

করা হইল। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৬৮২ এবং ৬৮৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে এই বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থল উপস্থিত হইবে, এজন্য এখানে প্রসঙ্গাধীন এই বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করা হইল।

(৫৩৪) বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না, তিনি যে মহমাতৃকা বা মহামায়াদেবীর উপাসক ছিলেন তাহা ৩২৮ সংখ্যক টীকাতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট, দীর্ঘকাল তিব্বতে বাস করিয়া, তিব্বতের শক্তি উপাসক তান্ত্রিক বৌদ্ধ লামাগণের নিকট হইতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া যাইয়া, য়ুরোপে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ৬৮৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা টীকাতে, শক্তি পূজা আলোচনা প্রসঙ্গে, এ বিষয়েরও ঐতিহাসিক প্রমান কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(৫৩৫) মুসলমান সম্প্রদায়ের পরমপূজ্য চাঁদ চিহ্ন সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা অসাময়িক হইবে না। অনেকের ধারণা, ক্রিশ্চিয়ানগণের ক্রুশ চিহ্নের অনুকরণে বহুকাল পরে চাঁদ চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। মহম্মদ স্বয়ং ক্রুশ চিহ্ন সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণ হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা ইতি পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট এবং মহম্মদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দি পূর্ব্বে প্রাচীন এসেরিয়া দেশের অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি, যাহা মৃত্তিকা খনন করিয়া এক্ষনে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতেও চাঁদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এসেরিয়ার হিরাদেবীর দক্ষিণ হস্তে ধৃত একটি শূলদণ্ডের অগ্রে চাঁদ চিহ্ন স্থাপিত দেখিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ লেয়ার্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চাঁদ চিহ্নের পূজা পৃথিবীতে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে (Layard কৃত NINEVEH, VOL II দ্রষ্টব্য)। বহু প্রাচীন কালের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাতেও চাঁদ চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া এই সিদ্ধান্তকে সঙ্গত বলিয়া

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সকল দেশেই এবং সকল শ্রেণীর মানব সমাজেই লোকের পূজিত ও আদৃত ধর্ম্ম চিহ্ন সকল কাল ক্রমে একটু একটু রূপান্তরিত এবং নামান্তরিত হইয়া অনেক সময়ে অন্য ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ত্রিশূল চিহ্ন সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও এই স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ নিয়মের অন্যথাচরণ হয় নাই। ত্রিশক্তি পরিজ্ঞাপক ত্রিশূল চিহ্নকে, এখন এ দেশের অনেক লোকেই কেবল শিবের হস্তের ত্রিশূল অস্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং সাধারণতঃ শিব মন্দিরেই উহাকে স্থাপন এবং পূজা করেন। বিষ্ণু বলিয়া পুরিধামে জগন্নাথ দেবের যে বিরাট মূর্ত্তিকে ভারতের সকল স্থানের লোকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার ললাট দেশে ত্রিশূল চিহ্ন কেন অঙ্কিত রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে, মন্দিরের পাণ্ডাগণ কোনই সদুত্তর দিতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতের শ্রী সম্প্রদায় রামানুজ বৈষ্ণব সাধুগণ তাঁহাদের ললাটে প্রায় ত্রিশূলের ন্যায় ত্রিরেখা বিশিষ্ট একটি চিহ্ন কেন ধারণ করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও এ প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর দান করিতে পারেন না। উদ্দেশ্য এবং অর্থ না জানিলেও পুরাকাল হইতে আগত ব্যবহারকে অনেকেই ত্যাগ করিতে পারেন না। অনেক স্থলে যিশু খৃষ্টের ক্রুশ চিহ্নের ইতিহাসের ন্যায় কিম্বা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ইতিহাসের ন্যায় উহার মূল তাৎপর্য্য ত্যাগ করিয়া বিপর্য্যয় সিদ্ধান্তকে এবং একটী কল্পিত গল্পকে উহার সহিত বিজড়িত করিয়া জন সাধারণে সহজ উত্তর দানের উপায় হস্তের পার্শ্বে রাখিয়া থাকেন। এই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিতত্ত্ব পরিজ্ঞাপক ত্রিশূল চিহ্ন সমন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রানুসন্ধানদ্বারা যে দিব্য আলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, কেবল তাহার সহায়তা গ্রহণ দ্বারাই চণ্ডিকা হস্তে ধৃত ত্রিশূলের প্রকৃত পরিচয় আমরা কিঞ্চিৎ পাইবার চষ্টা করিতে পারি।

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক জে, ডি, শ্রফজি তাঁহার HOLY SYMBOLS গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"But the Crescent is not the symbol of the Mahomedans alone. Like the great symbols of all known religions it was held sacred and venerated by several nations from the remotest antiquity. East and West were united in common worship of the symbols of the four great religions, for the Fire, the Lotus, the Crescent and the Cross were adored and worshipped by the Egyptians, the Hindus, the Chinese, the Greeks and the Romans alike."

এ দেশের পুরাণে বর্ণিত মহাদেবের ললাটেস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত এসেরিয়া দেশের হিরাদেবীর করে ধৃত শূলাগ্রে-স্থিত অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নের কোন সুদূর সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ বিবরণ প্রদানের পরে, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে ৫৭১ হইতে ৫৭৫ সংখ্যক পাঁচটি শ্লোকে, শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যুতে স্বর্গস্থিত দেবতাগণের মহা আনন্দ প্রকাশ, আকাশস্থিত মেঘ সমূহের সুবিমল সৌন্দর্য্য বিকাশ, পৃথিবীস্থিত নদনদীসাগরাদি সমস্ত জলাশয়ের পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব ধারণ, পৃথিবীর প্রকম্পন বিহীন স্থিরধীরভাব পুনঃ পরিগ্রহণ ইত্যাদি সর্ব্ব সুখকর অবস্থা সকল বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সময়ে, আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, আকাশের বায়ু উশৃঙ্খল উগ্র মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া লোক অনুকূল মৃদুমধুর ভাবে পুনঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলেন, দিবাকর তাঁহার স্বাভাবিক সমুজ্জল তেজরাশী পূর্ব্বের ন্যায় চারিদিকে আবার বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ সুপ্রসন্ন চিত্তে সুললিত গীত গাহিতে এবং অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। অসুর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণ প্রফুল্ল হইয়াছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু শুম্ভ নিশুম্ভের মৃত্যুতে সূর্য্যমণ্ডল উজ্জ্বল হইলেন, আকাশের মেঘ, বাতাস এবং পৃথিবীর সাগর, নদনদী, হ্রদ সকল তাহাদের স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, পৃথিবী স্বাস্থ্যপ্রদ হইল ইত্যাদি চণ্ডী-গ্রন্থের বর্ণনা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। দুইটা অত্যাচারী দৈত্যের মৃত্যুর সহিত পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবার কি নিকট সম্বন্ধ আছে ? এমন একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু নানা পুরাণে এবং প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময়ে, অনেক স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবেই এরূপ বিস্ময় জনক ব্যাপার আরও অনেকবার ঘটিয়াছে (৫৩৬)। আমরা নিজেও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, চণ্ডীগ্রন্থের

---

(৫৩৬) স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—শাণ্ডিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ কুমার, কঠোর তপস্যা প্রভাবে শিববরে প্রথমে মহা পরাক্রমশালী এক রাজা হইয়াছিলেন পরে শিবভক্তি বিবর্জ্জিত কামাশক্ত পাপাচারী নৃপতিরূপে পরি[illegible] হইয়া তিনি প্রজাপুঞ্জের সুন্দরী এবং যুবতী স্ত্রী কন্যাগণকে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভীষণ অত্যা[illegible] পৃথিবী "হায় হায়" নিনাদে দশদিক পুর্ণ করিয়াছিল। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরক্ষণেই পৃথিবী প্রশান্ত হইয়া [illegible]। ভাগবতে দুর্গমাসুরের উপাখ্যান কথিত হইয়াছে,—তাহার রাজ্যশাসন সময়ে "ক্রমে কূপ, বাপী তড়াগ ও সরিৎ সকলও শুষ্ক হইল। তাহাতে শতবর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইলে বহুল প্রজা ও গো-মহিষাদি প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন প্রতি গৃহেই মানবগণের শবদেহ সকল স্তুপাকার দৃষ্ট হইতে থাকিল। এবম্বিধ অনর্থ উৎপন্ন হইলে, শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ ভগবতী শিবানীর আরাধনাভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গমনান্তে দেবীর

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই স্থানের এইরূপ বর্ণনার অন্তঃস্থলে যে একটি প্রাকৃতিক নিয়মের মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের রক্ত মাংস গঠিত এই দেহ খানিকে অচেতন বা জড় বস্তু বলা হয়। দেহ স্থিত জীবাত্মা এবং অন্তঃকরণকে চৈতন্যময় শক্তি বলা হয়। কোন কারণে আমাদের অন্তঃকরণে কোন রূপ প্রবল কষ্ট, অতিশয় ক্রোধ বা দুর্দ্দমনীয় কাম ভাব উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেহের অবস্থার একটা ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। তখন দেহ কম্পান্বিত হইতে থাকে, দেহ উষ্ণ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে, আমাদের সমস্ত দেহ তখন অতিশয় অস্থির এবং উদ্বেগ পূর্ণ এবং উন্মত্ত প্রায় বিহ্বল হইয়া উঠিয়া থাকে। অন্তঃকরণকে দেহ রাজ্যের রাজা বলা হয়। যাঁহারা অন্তঃকরণকে সদা সুসংযত সুস্থ এবং প্রশান্ত অবস্থাতে রাখিতে পারেন, তাঁহাদের দেহ খানিও পীড়া শূন্য, উদ্বেগ শূন্য, স্থীর এবং স্বাভাবিক সুখকর অবস্থাতে অবস্থান করে। সেইরূপ পৃথিবীতে শাসন পালনের রাজশক্তি যখন যাহার হস্তে ন্যস্ত থাকে, তখন তাঁহার চরিত্রগত এবং প্রকৃতিগত ভাল মন্দ অবস্থার প্রভাবে তাঁহার দেশের প্রজাপুঞ্জের সুখ শান্তির এবং রাজ্যের প্রাকৃতিক অবস্থার ভাবান্তর কিছু ঘটিতে না পারিবে কেন? চিত্তের বিকার হইতে দেহের বিকার ঘটিয়া থাকে। দেহের বিকৃত অবস্থার নাম দেহের বিকার বা দেহের পীড়া। রাজ্যের বিকৃত অবস্থার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব বা সমাজবিপ্লব ইত্যাদি। ঘোর অত্যাচারী এবং পাপাচারী দৈত্যরাজ শুম্ভ নিশুম্ভের শাসন সময়ে জগতের সর্ব্বস্থানে ঘোর অরাজকতা, অতিশয় অশান্তি এবং প্রবল রাষ্ট্র বিপ্লবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। দেবীকর্ত্তৃক অত্যাচারী অসুরের নিধন সাধনের পরক্ষণে, সেই অশান্তির অবসান এবং পৃথিবীতে পুনঃ সুখ শান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এজন্য এই সময়ে পৃথিবীতে পুনঃ সুখ শান্তি স্বাস্থ্য আবির্ভাবের বর্ণনা, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের এই স্থানে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে একটুও অতিরঞ্জিত, কবিকল্পিত অস্বাভাবিক বর্ণনা বলা যাইতে পারে না।

[illegible]না করিতে লাগিলেন।" (বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত ভাগবতের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়াময়ী দেবীর শত চক্ষু হইতে শত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল এবং তাহাতে পৃথিবী প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হইতে দেবীর এক নাম হইল "শতাক্ষী"। জাপানের প্রাচীন ইতিহাস নিহোঙ্গীতে দেখা যায় অত্যাচারী রাজা সোজীনের সময়ে অনাবৃষ্টি, ভূকম্প মহামারীতে পৃথিবী যাদশাপন্ন হইয়াছিল এবং প্রজাগণ দেবী পূজাদ্বারা সে সময়ে পৃথিবীর দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ নানা পুরাণে রাজার অত্যাচারে পৃথিবীর ক্লিষ্ট হইবার বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরচরিত্রম্

(দেবীস্তুতি)

ঋষিরুবাচ ॥৫৭৬॥

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাশিতাশাঃ ॥৫৭৭॥

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৫৭৮॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৫৭৯॥

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫৮০॥

৫৭৬ হইতে ৫৮০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

ঋষি কহিলেন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মহাসুররাজ (শুম্ভ) দেবী কর্ত্তৃক হত হইলে দেবগণ ইন্দ্রের সহিত একত্রিত হইয়া এবং অগ্নিদেবকে অগ্রগামী করিয়া ইষ্ট লাভে উৎফুল্লমুখ এবং দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সেই কাত্যায়নীকে এইভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। অয়ি শরণাগত-দুঃখহন্ত্রি। অয়ি অখিল জগতের জননি! অয়ি বিশ্বেশ্বরি। দেবি! তুমি প্রসন্না হও, বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি! তুমি চরাচরের অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের ঈশ্বরী। অয়ি অব্যর্থ-বীর্য্যে! তুমিই একমাত্র জগতের আধারভূতা, যেহেতু তুমি পৃথিবীরূপে অবস্থান করিয়া আছ এবং জলরূপে অবস্থান করিয়া এই সমগ্র বিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছ। তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, বিশ্বের বীজ এবং পরমা মায়া; হে দেবি! তোমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত হইয়া আছে; জগতে তুমি প্রসন্না হইলেই মুক্তিদায়িনী হইয়া থাক।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব মহাযুদ্ধের অবসানে, শান্তিপর্ব্বে শোকাতুর, বিষণ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যেমন ভীষ্মদেবকৃত নানাবিষয়ক জ্ঞানমার্গের কথার আলোচনাতে প্রসন্ন এবং পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল, [illegible] মাহাত্ম্যগ্রন্থেরও দেবাসুরমহাযুদ্ধের অবসানে সেইরূপ দেবগণকৃত প্রজ্ঞানপূর্ণ দেবীস্তুতির অবতারণাদ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ সুরথকেও পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতে শান্তি-পর্ব্বের জ্ঞানালোচনার পরে যেমন অশ্বমেধপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রধান রাজসূয় মহাযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা বৈরাগ্যভাবাবলম্বী ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সংসারকর্ম্মপালনপথে আনয়ন করা হইয়াছিল, সেইরূপ মহারাজ সুরথকেও এক্ষেত্রে দেবস্তুতির পূতসলিলে অবগাহন করাইয়া পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ মেধস্ঋষি তাঁহাকে তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার জন্য দুর্গাপূজারূপমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। মহাভারত ইতিহাসের উপসংহারে প্রদত্ত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের ন্যায়, চণ্ডীগ্রন্থেরও উপসংহারে সমাধি বৈশ্যের জ্ঞানমুক্তিপথপ্রাপ্তির বর্ণনাদ্বারা উভয়স্থানের বর্ণনার একটি অপূর্ব্ব সাদৃশ্যশোভা রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদিগকে

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আবশ্যক করে না যে, মহাভারতের অনুকরণে চণ্ডীগ্রন্থ অথবা চণ্ডীগ্রন্থের অনুকরণে মহাভারত রচিত হইয়াছে। জাপানের প্রাচীন ইতিহাস নিহোঙ্গীতে মহারাজ জীম্মু,.যিনি মাকড়সার ন্যায় আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেবীর বরে অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে এবং রাজসিংহাসন পুনঃ সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্য উদ্ধার বর্ণনার সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এবং মহারাজ সুরথের রাজ্য-উদ্ধারকার্য্যঘটিত বর্ণনার অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের ইতিহাসেও অনেক স্থানে এরূপ বর্ণনার অপ্রতুল নাই। এই সকল ঐতিহাসিক বর্ণনার সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে এরূপ সিদ্ধান্ত কেহই করেন না যে, এ দেশের ইতিহাস হইতে অন্য দেশের ইতিহাসরচনাসময়ে ঐ সকল দেশের ইতিহাসমধ্যে এই সকল বিষয় লইয়া যাইয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ একই প্রকার ঐতিহাসিক ঘটনা নানা দেশের নানা স্থানে, নানা সময়ে পুনঃ পুনঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই দৃষ্টিতে মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-পুনরুদ্ধার এবং চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত মহারাজ সুরথের রাজ্য-পুনরুদ্ধারঘটিত বর্ণনার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, উহা এক হইতে অন্য গ্রন্থে পরিগৃহীত হইয়াছে মনে করিবার কোনই কারণ নাই। এই অধ্যায়ে আলোচিত দেবস্তুতির দৈব জ্যোতিতে প্রদীপ্ত প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া ক্ষত্রিয় মহারাজ সুরথ এবং বৈশ্য সাধক সমাধি তাঁহাদের নিজ নিজ বিভিন্ন লক্ষ্যভূমিতে কিরূপে যাইয়া উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে এই অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী অন্য দুই অধ্যায়ে প্রদত্ত দেবস্তুতির এবং দেবীপূজাঘটিত প্রত্যেক শ্লোকটি অভিনিবেশপূর্ব্বক অতি সাবধানে পাঠ করিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শ্লোকের কেবল আভিধানিক শব্দার্থ সংগ্রহদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া প্রত্যেক শ্লোকের সহিত বিজড়িত উহার গভীর ভাবার্থ ও উচ্চ আশয়টির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাঁহাদের এই কার্য্যের কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্য যথাশক্তি আমরা প্রযত্ন করিব। শ্লোকার্থ নিষ্কাশনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শ্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট অস্পষ্ট কথাগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সমাজতত্ত্ব ঘটিত যে সকল জটীল বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তখন তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেও আমরা চেষ্টা করিব।

এই অধ্যায়ের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকেই কথিত হইয়াছে,—অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইন্দ্রাদি

দেবতাগণ দেবী কাত্যায়নীসম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবীকে ভক্তিভরে মহানন্দে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ইতিপূর্ব্বে মহিষাসুরপতনপরে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন (২১৯ হইতে ২৪৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এবার দেবীস্তুতিসময়ে দেবরাজ ইন্দ্র পশ্চাতে থাকিয়া অগ্নিদেবকে সম্মুখীন করিয়া দেবী-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দান করা কঠিন এবং এই জন্যই বোধ হয় কোন টীকাকার বা ভাষ্যকার এ প্রশ্নের উত্তরদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটি সহজ পথ ধরিয়া এ প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর-গণকে রণক্ষেত্রে ধ্বংস করিয়া ধ্বংসক্রিয়াতে উচ্ছ্বাসিতা উগ্রমূর্ত্তিধারিণী দেবী চণ্ডিকা যে সময়ে সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করেন নাই, তখন ভয়প্রাপ্ত দেবতাগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন মনে করা যাইতে পারে। কাজেই এ সময়ে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার সংহারকার্য্যসাধনতৎপর অগ্নিদেবকে, আরক্তনয়না অতি উগ্রা অতি ভয়ঙ্করা সংহার-শক্তিতে দেদিপ্যমানা-মূর্ত্তিধারিণী চণ্ডিকাদেবীসম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলে, সমভাবাপন্ন অগ্নিকে দেখিয়া দেবী সন্তুষ্ট হইবেন জ্ঞানে অগ্নিদেবকেই সম্মুখীন করিয়া দেবতাগণ দেবীর সম্মুখে হয়তঃ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবেন। পালনক্রিয়াসাধক বরুণদেব এবং সংহার-ক্রিয়াসাধক অগ্নিদেবের স্থান দেবরাজ ইন্দ্রাদি হইতে যে অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা বেদের নানা স্থানের উক্তি [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় (৫৩৭)। অন্যান্য

(৫৩৭) অথর্ব্ববেদের এক স্থানে উক্ত [illegible] 'অগ্নি তুমি ঈশ্বর। তুমি দস্যুদলন করিয়া বিশ্বপূজ্য হইয়াছ। অধ্যাপক গ্রীফিথের অনুবাদ হইতে বেদের এই উক্তি সম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"For Agni, God, thou lauded, hast become the Dasyu's slaughterer."

(HYMN VII, THE ATHARVA-VEDA)

এখানে যে "দস্যু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ডাকাইত অর্থে নহে, তাহা অসুর বোধক শব্দ। যথা—

"The Dasyu's slaughterer: Dasyus is the general name of a class of powerful [illegible] beings hostile to Gods and men, comprising the malignant demons of the air, the withholders of the seasonable rain." (ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত টীকা হইতে উপরের কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল)

অথর্ব্ববেদের আর একস্থানে উক্ত হইয়াছে—"শক্তিমান্ অগ্নি যিনি দৈত্যগণকে দলন করেন, তিনি আমাদিগকে বর প্রদান করুন এবং রক্ষা করুন।"

"May potent Agni who destroys the demons bless and shelter us,"

(HYMN XVI, THE ATHARVA-VEDA)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নিদেবকে প্রায় সর্ব্বত্রই অতি উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা

ঐ বেদ হইতে অগ্নিদেবনিকট ঋষিগণের স্তুতি গীতি হইতে আর কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Send forth thy voice to Agni, to the manly hero of our homes,
So may he bear us past our foes.
That Agni who with sharpened flame of fire consumes the Rakshasas,
So may he bear us past our foes.
He who from distance far remote shineth across the tracts of land,
May he transport us past our foes.
He who beholds all creatures, who observes them with a careful eye,
May he transport us past our foes.
That brilliant Agni who was born beyond this region of the air,
May he transport us past our foes." (HYMN XXXIV, THE ATHARVA-VEDA)

অগ্নিপুরাণে অগ্নিদেবের নানামাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ অগ্নিদেবসংক্রান্ত অনেক কথা জানা যাইতে পারে। এই পুরাণ হইতে নিম্নে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহাও এ স্থলে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়—

"আগ্নেয়ং ব্রহ্মরূপং হি মুনয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। ভবন্তো নৈমিষারণ্যে যজন্তে হরিমীশ্বরম্॥
তিষ্ঠন্তঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাস্তস্মাদ্বঃ সমুদীরিতম্॥ অগ্নিনা প্রোক্তমাগ্নেয়ং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
ব্রহ্মবিদ্যাদ্বয়োপেতং ভুক্তিদং মুক্তিদং মহৎ॥ নাস্মাৎ পরতরঃ সারো নাস্মাৎ পরতরঃ সুহৃৎ।
নাস্মাৎ পরতরো গ্রন্থো নাস্মাৎ পরতরা গতিঃ॥ নাস্মাৎ পরতরং শাস্ত্রং নাস্মাৎ পরতরা শ্রুতিঃ।
নাস্মাৎ পরতরং জ্ঞানং নাস্মাৎ পরাতরা স্মৃতিঃ॥ [illegible] পরো হ্যাগমোঽস্তি নাস্মাদ্বিদ্যাপরাস্তি হি।
নাস্মাৎ পরঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তো নাস্মাৎ পরমমঙ্গলম্॥ নাস্মাৎ পরোঽস্ত্যবেদান্তঃ পুরাণং পরমত্বিদম্।
নাস্মাৎ পরতরং ভূমৌ বিদ্যতে বস্তু দুর্লভম্॥" (অগ্নিপুরাণ)

ডাক্তার মুরকৃত বেদের অংশবিশেষের অনুবাদ হইতে অগ্নির ত্রিবিধ মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"Great Agni, though thine essence be but one,
Thy forms are three; as fire thou blazest here,
As lightning flashest in the atmosphere,
In heaven thou flamest as the golden sun."

অগ্নিদেবের সংহারক্রিয়াসাধক ভীষণ মূর্ত্তির বর্ণনার ইংরাজি অনুবাদ ডাক্তার মুর তাহার গ্রন্থে এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

"But when, great god, thine awful anger glows,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিয়া রাখা হইয়াছে (৫৩৮)। এ দৃষ্টিতেও অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবতাগণ দেবী

And thou revealest thy destroying force,
All creatures flee before thy furious course,
As hosts are chased by overpowering foes."

সর্ব্বধ্বংসকারী অগ্নিদেব দেবী চণ্ডিকার ন্যায় কখনও ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি আবার কোনও সময়ে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রশান্ত মধুর মূর্ত্তি বর্ণনার অনুবাদ ঐ গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"But thou, great Agni, dost not always wear,
That direful form ; thou rather lov'st to shine,
Upon our hearths, with milder flame benign,
And cheer the home where thou art nursed with care."

বেদে এবং পুরাণের অসংখ্য স্থানে অগ্নিদেবের নানাবিধ স্তুতি গীতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা পাঠ করিয়া, অগ্নিদেবের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া উচ্চদৃষ্টিসম্পন্ন আস্তিক হিন্দুর হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণমধ্যে অনেকের নিকটেই এই সকল বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক, তাহার কারণ স্কুল পাঠ্য পুস্তকে তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে,—অতি প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়াতে বাসসময়ে শীতকালের পোষাকপরিচ্ছদহীন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তথাকার ভয়ঙ্কর শীত নিবারণ জন্য গাছতলাতে আগুন জ্বালিয়া হোম যজ্ঞাদি করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই হইতে জড় পদার্থ অগ্নিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবার একটা কুরীতি আর্য্যজাতিমধ্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ের য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত নব নব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অগ্নিসম্বন্ধীয় তাঁহাদের এই ভ্রমধারণাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া দিতে বসিয়াছে। এজন্য অগ্নিসম্বন্ধে ভিন্ন দেশীয়গণের মতামতের কথা লইয়া এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(৫৩৮) প্রথমতঃ য়ুরোপের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে অগ্নি সম্বন্ধে কি বলে তাহা দেখা যাউক্। বাইবেলের অনেক স্থানে অগ্নির উচ্চভাবের এবং দেবভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জন্ দি বেপটিষ্ট অগ্নির পবিত্রতা সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চভাব ধারণ করিতেন নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে,—

"Fire is used by John the Baptist as an emblem of the purity and intensity of the influence accompanying the Baptism of the Holy spirit which he foretold that christ would bestow."

বাইবেলে দেখা যাইতেছে যিশুখৃষ্ট স্বয়ং এক স্থানে বলিয়াছেন,—যিনি আমার নিকটে অবস্থান করেন, তিনি অগ্নির নিকটে অবস্থান করেন। যিনি আমা হইতে দূরে অবস্থান করেন, তিনি স্বর্গীয় রাজ্য হইতে দূরে অবস্থান করেন,

"He who is near me is near the fire ; he who is far from me is far from the kingdom.

পারস্যদেশবাসিগণ প্রাচীনকালে অগ্নিকেই সকলের উপরে অবস্থিত সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বপালক এবং সর্ব্বসংহারক জ্ঞানে পূজা করিতেন। পারস্য দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পরে ঐ ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইলেও এখনও অগ্নির

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডিকাসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন, ওরূপ মনে

উপাসক লোক পারশ্য দেশে এক কালীন বিলুপ্ত হয় নাই। পারশ্য দেশ হইতে সমাগত যে সকল পার্শী নামে খ্যাত নর নারীগণ বোম্বে প্রদেশে বহুপুরুষযাবৎ বাস করিতেছেন, তাহারা অদ্যাপি সকলেই গৃহে সর্ব্বক্ষণ অগ্নি রক্ষা করেন এবং ঐ অগ্নির পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পার্শি জাতির অগ্নি উপাসনা সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, ইহাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাভেস্থা দেখিবেন। প্রাচীন রোমের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে ঐ সকল দেশেও স্বর্গ হইতে অগ্নিদেবকে মন্ত্রদ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া তাঁহার পূজা করা হইত। রোমের প্রাচীন ইতিহাস লেখক সারভিয়াস্ লিখিয়াছেন,—

"The first inhabitants of the earth," says he, "never carried fire to their alters but by their prayers they brought down the heavenly fire." "Prometheus discovered and revealed to man the art of bringing down lightning; and by the method which he taught to them, they brought down fire from the region above."

কেবল প্রাচীন রোম বা গ্রীস দেশেই যে অগ্নিদেবের উপাসনা প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা নহে, প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের ধর্ম্মমন্দিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিয়া অগ্নিদেবের যে পূজা করা হইত ইজিপ্টের ধর্ম্মমন্দিরের চিত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজে অগ্নি-উপাসক সুপ্রসিদ্ধ পার্শি ইতিহাস লেখক জাম সেটজী দাদাভাই স্রোপ্ তাঁহার কৃত HOLY FIRE গ্রন্থে এবিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কৃত HOLY SYMBOLS গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"Fire, again, as we know, has been held sacred since the beginning of history. "Our heroic fathers were not the only people in the ancient world to hold fire sacred; but from time immemorial many races of men have held it so. The Egyptians had a fire burning day and night in every one of their temples, and their Osiris Ani identified himself with it." "I am the great one, Son of the great one. I am Fire, the Son of Fire........... I am Osiris, the Lord of Eternity." "The Greeks and Romans likewise had a fire burning in all their towns and villages. The Mexicans and Peruvians had their "National Fires" burning upon large pyramids, The so-called "eternal lamps" that are seen in some Byzantine and Catholic Churches are further evidences of the hold which fire has always ... over the heart and imagination of man. The most sacred spot in Rome was "Regia" on which stood the temple of Vesta, where the sacred Fire burned night and day."

আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি প্রত্নতত্ত্ববিৎ PROFESSOR MIULS উপরি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকার জাম সেটজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়, এখনও অনেক সুশিক্ষিত ইংরাজ আপনাকে অগ্নি-উপাসক বলিয়া পরিচয় দান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহার পত্রখানি হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিতে বাধা নাই। যাহাই হউক্, অগ্নিদেবকে যখন বেদে দেবতাগণের মুখস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের উপস্থিতিসত্ত্বেও দেবতাগণের পক্ষ হইতে দেবী

"Fire is eternally united with the substance matter of the universe and it is for ever impossible to define or explain its source. It is the life-motion of all things. It is impossible to conceive of anything that moves without it. Its source or energy is eternal. Heat pervades the animal world and is the condition of all life. I am almost a fire-worshipper myself."

অগ্নিপ্রতি শিক্ষিত ইংরাজ গ্রন্থকারের অসাধারণ ভক্তি যে কেবল তাঁহাদের আধুনিক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে, ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি ভাবুক গ্রন্থকার মিল্‌টন তাঁহার PARADISE LOST গ্রন্থের এক স্থানে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য।

"Hail, Holy Light! offspring of Heaven first-born,
Or of th' Eternal co-eternal beam,
May I express thee umblamed! Since God is Light,
And never but in unapproached light
Dwelt from eternity, dwelt then in thee,
Bright effluence of bright essence increate."

ইংরাজ কবির লেখনীনিঃসৃত অগ্নির মাহাত্ম্য-বর্ণনা অপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থকারগণের অগ্নিসম্বন্ধীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ উক্তি অনেকের নিকটে সমধিক মূল্যবান্ ও আদরণীয় হইতে পারে। বিশ্বের প্রাকৃতিক তত্ত্বের সহিত আধ্যাত্মিকতত্ত্বের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া রুষিয়ার রাজকুমারী অসাধারণ বিদুষী মেডেম ব্লেভেট্‌স্কি তাঁহার কৃত ISIS UNVEILED নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বমূলক বৃহৎ গ্রন্থের এক স্থানে অগ্নির ত্রিমূর্ত্তিতে বিশ্বে বিকাশ প্রাপ্তির কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"Fire, in the ancient philosophy of all times and countries, including our own, has been regarded as a triple principle. As water comprises a visible fluid with invisible gases lurking within, and, behind all the spiritual principle of nature,, which gives them their dynamic energy, so in fire, they recognised: 1st Visible flame; 2d invisible, or astral fire—invisible when inert, but when active producing heat, light, chemical force and electricity, the molecular powers; 3d spirit."

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজি কয়েক পংক্তির বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই,—অগ্নিকে আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা ত্রিতত্ত্বজ্ঞাপক একটি মহাশক্তি জ্ঞান করিতেন। যেমন জলের দৃশ্যমান তরল রূপমধ্যে তাহার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডিকাসন্নিধানে দেবতাগণের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতার উক্তিসকল অগ্নিমুখে এখানে প্রকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই (৫৩৯)।

৫৭৭ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে দেবী চণ্ডিকা, দেবী কৌষিকী বা দেবী কালিকা না বলিয়া "কাত্যায়নী" নামে কেন উল্লেখ করা হইয়াছে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ঐ প্রশ্নের উত্তর,—মহিষাসুরসহিত মহাযুদ্ধপ্রারম্ভসময়ে দেবী চণ্ডিকা কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে যাইয়া প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে দেবী চণ্ডিকার আর একটি নাম হইয়াছে "কাত্যায়নী"। (২৪১ সংখ্যক টীকাতে কালিকাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্লোকছন্দ রক্ষার সুবিধার্থে দেবী চণ্ডিকাকে নানা স্থানে নানা নামে আখ্যাত করা আবশ্যক হয়। ইতিপূর্ব্বেও একথা অনেক স্থানে বলা হইয়াছে।

৫৭৮ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, দেবীকে তুমি সকলের সর্ব্ববিধদুঃখহরণকারিণী অর্থাৎ দুঃখনিবারণকারিণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া অগ্নিদেব তাঁহাকে সর্ব্বজীবপ্রতি প্রসন্না হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। অসুরগণের অসদাচরণে দেবী চণ্ডিকা তাহাদের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অসুর ধ্বংস হইয়াছে, অতএব এক্ষণে অপ্রসন্ন ভাব পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জনপ্রতি জগন্মাতা সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করুন, এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া

অদৃশ্য বাষ্পরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সেই বাষ্প ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হওয়ার পরেও তাহাতে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ অগ্নিতেও তাঁহারা ত্রিতত্ত্বজ্ঞাপক শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অগ্নির সেই ত্রিতত্ত্বজ্ঞাপক শক্তি এই—(১) দৃশ্যমান অগ্নিশিখা, (২) অদৃশ্য দিব্য অগ্নিতেজ, যদ্দ্বারা উষ্ণতা, আলোক, রাসায়নিক শক্তি, বিদ্যুৎ এবং বিশ্বধারণকারিণী অণুসমাহারশক্তি উৎপাদিত হয়। (৩) ঐশী শক্তি।

অধ্যাপক এফ্ কে, দাদাচান্জী কৃত THE LIGHT OF THE AVESTA গ্রন্থ হইতে অগ্নির সর্ব্বব্যাপকতাসম্বন্ধীয় উক্তি নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"Fire is etherial, astral, mental and higher still. The spirit itself is often given that name. * * * The fire that we behold is but the simulacrum of the sun fire, and this again stands in a similar relation to the Logos."

এবম্বিধ ত্রিশক্তির আধার একাধারে সাকার, নিরাকার এবং সর্ব্বাকার মূর্ত্তিতে সদা সংস্থিত, সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকালব্যাপী দেবাদিদেব অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার সহচর ও সহকর্ম্মী চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা সকলকে সঙ্গে লইয়া দেবী চণ্ডিকাসম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে পৃথ্বীপবিত্রকারী পাবকের অতুলনীয় প্রভাবের এরূপ পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই।

(৫৩৯) ৫৭৭ সংখ্যক শ্লোকার্থব্যাখ্যাতে দেবীভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতির প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

অগ্নিদেব, জগদ্বাসী সর্ব্বজনপ্রতি দেবতাগণ যে সর্ব্বক্ষণ মঙ্গলকামী ইহারই একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় এখানে প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন (৫৪০)।

৫৭৯ সংখ্যক শ্লোকে অগ্নিদেব, দেবী চণ্ডিকাকে তুমি জগতের আধার বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে তুমিই পৃথিবীস্বরূপা বলিয়াও দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন। যিনি যে কোন এক বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই সেই বস্তু, এরূপ উক্তি দার্শনিক দৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিদেবের দৈব দৃষ্টিতে ইহা অস্বাভাবিক নহে এবং অসঙ্গত নহে। এই জন্যই তাহার মুখ হইতে এইরূপ উক্তি এখানে নিঃসৃত হইয়াছে। প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অগ্নিদেবের এই উক্তি সমর্থনজন্য তাঁহার কৃত দেবীভাষ্যে পৃথিবী দেহ, আর দেবী চণ্ডিকা ঐ দেহস্থিত আত্মা ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। দেহ আত্মাকে ধারণ করে না এবং আত্মাও দেহকে ধারণ করে না এবং আত্মা কোনকালেই দেহস্বরূপ নহে, এজন্য তুমি পৃথিবীস্বরূপা বলিয়া অগ্নিদেব এখানে দেবীকে যে স্তুতি করিয়াছেন, সেই উক্তির সমর্থন এই যুক্তির অবতারণাদ্বারা যে উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা মনে হয় না। দেবীর সহিত পৃথিবীর যে সম্বন্ধ তাহা কোন পার্থিব বস্তুর দৃষ্টান্তকে টানিয়া আনিয়া বুঝ ইতে চেষ্টা করা বৃথা (৫৪১)।

---

(৫৪০) দেবতাগণের হৃদয় জগদ্বাসী জীবের দুঃখমোচনার্থে সদা কতদূর ব্যাকুল এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী টীকালেখক পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার কৃত টীকাতে অতি সুন্দর ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। নিম্নে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"হে অখিলস্য জগতো মাতঃ জনয়িত্রি! প্রসীদ, যদ্বা সম্প্রতি দেব্যা তাড়িতদুঃখাঃ পরান্ প্রত্যভিমুখীকুর্ব্বন্তি, অখিলস্য জগতঃ সম্বন্ধে প্রসীদ। হে দেবি বিশ্বেশ্বরি! ত্বং প্রসীদ, বিশ্বং জগৎ পাহি। নন্বেতন্ময়া কৃতম্ অন্যেষাং পালনায় স্বের কিমিতি ন প্রার্থয়ধ্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ—হে দেবি! ত্বং ত্বমেবেত্যুহ্যং, চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ ঈশ্বরী স্বামিনী অতঃ কমন্যং প্রার্থয়ামহে ইতি ভাবঃ।"

(৫৪১) সমুদ্রের জল লবণাক্ত। সমুদ্রজলের প্রত্যেক পরমাণু অভিন্ন ভাবে লবণ রসকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া সমুদ্র এবং লবণ যে এক বস্তু এমন কথা বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ জীবদেহ এবং জীবাত্মা, জীবের জীবিত কালে একত্রে বিজড়িত থাকিলেও তাহারা অভিন্ন বা এক বস্তু বলা যাইতে পারে না। দেহের ধ্বংস আছে, আত্মার ধ্বংস নাই। দেবীভাষ্যকার এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে লিখিয়াছেন,—

"ত্বমেকা জগত আধারভূতা যতো মহীস্বরূপেণ স্থিতাসি অদৃষ্টস্য জন্যমাত্রং প্রতি হেতুতয়া জন্যজনকয়োরভেদো-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫৮০ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যাইতেছে, "তুমি বৈষ্ণবীশক্তি" বলিয়া দেবী চণ্ডিকাকে অগ্নিদেব সম্বোধন করিয়াছেন। এই শ্লোকের অর্থপ্রদানসময়ে কোনও কোনও টীকাকার বড়ই গোলযোগের একটি স্থল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবীশক্তি অর্থে "তুমি বিষ্ণুর শক্তি" বুঝিতে হইবে। কেহ অর্থ করিয়াছেন "বিষ্ণুর পত্নীস্বরূপা"। কেহ বলিয়াছেন "বৈষ্ণবী বিষ্ণু-সম্বন্ধিনী শক্তিঃ।" বিষ্ণুতে স্থিত শক্তি অর্থ করিয়া যিনি "বৈষ্ণবী" বলিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এ বৈষ্ণবীশক্তি কিরূপ শক্তি অথবা কোন্ শক্তি? ক্রিয়াশক্তি? চৈতন্যশক্তি অথবা জ্ঞানশক্তি? চৈতন্যাদিশক্তিবিচ্ছিন্ন বিষ্ণুত দেবপদবাচ্য থাকিতে পারেন না,—তাঁহাকে জড় তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র হইতে হয়। তাহাত হইতে পারেনা। বিষ্ণুঃ বলিতেই চৈতন্যাদিশক্তি বা গুণবিশিষ্ট বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবীশক্তিবিশিষ্ট বিষ্ণু এরূপ কথার সার্থকতা নাই। এখানে আর একটি গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার স্থল রহিয়াছে। রক্তবীজবধসময়ে যখন দেবীচণ্ডিকাদেহ হইতে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি মাতৃগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন ঐ সকল শক্তিরূপাদেবীগণকে ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতাগণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা হইলে ঐ সকল শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতাগণ কি সে সময়ে কেবল মৃত দেহ ধারণ করিয়া জীবিত ছিলেন? তাহাত হইতে পারে না। কাজেই টীকাকারগণের প্রদত্ত এ সকলের একটি অর্থও গ্রহণযোগ্য নহে। এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী অনেক শ্লোকেই দেবী চণ্ডিকাকে "নারায়ণি। নমোহস্তুতে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করা হইয়াছে। এখানে আর "নারায়ণীশক্তি" বলা হয় নাই, কেবল "নারায়ণী"ই বলা হইয়াছে। বিষ্ণুতে যখন পালন-ক্রিয়াঘটিত ভাব অধিক পরিমাণে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহাকে মাতৃরূপা দৃষ্টিতে সাধক ঋষিগণ দেখিয়া থাকেন। নারায়ণ বিষ্ণুরই নামান্তর। নারায়ণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

পচারাচ্চ মহামায়ায়া মহীস্বরূপত্বমুপপদ্যতে নিবেদিতমিদমসকৃত্তত্তরত্রাপ্যেতদনুস্মরণীয়ম্। যদ্বা পৃথিব্যন্তঃস্থ পরমাত্মা দেহস্থো জীব ইবাবতিষ্ঠতে, মানুষাদিদেহো জীবস্যেব পরমাত্মনোঽপি পৃথিবী শরীরবিশেষঃ, শরীরবিশেষত্বাদেব তৎস্বারূপ্যোক্তিঃ।" (দেবীভাষ্য)

শব্দময় মন্ত্র এবং ঐ মন্ত্রপ্রতিপাদ্য জ্যোতির্ম্ময় দেব যে এক ও অভিন্ন এ কথা তন্ত্রশাস্ত্রে বলিয়া থাকে। প্রণব শব্দ ব্রহ্মার্থকে ধারণ করে, অথচ প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ। প্রণব এবং ব্রহ্ম যে এক এবং অভিন্ন স্বয়ং বেদ প্রতিনিয়ত এই মহৎ তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন। এই দৃষ্টান্তটিকে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলে দেবী চণ্ডিকা জগতের আধারস্থানীয়া হইয়াও জগৎস্বরূপা কিরূপে হইতে পারিলেন, তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে।

বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ নারায়ণে যখন পালনক্রিয়াঘটিত ভাবের প্রবাহ অধিক উচ্ছ্বসিত হয় তখনই তাঁহাকে সাধকগণ মাতৃরূপা নারায়ণী মূর্ত্তিতে দেখিয়া থাকেন এবং 'তখনই' তাঁহাকে "নারায়ণি!" বলিয়া স্তুতি ও সম্বোধন করিয়া থাকেন। একই প্রকৃতি যখন পালনক্রিয়ারতা, তখন মাতৃরূপা মহাকালী, যখন সংহারক্রিয়াতৎপরা, তখন পুরুষমূর্ত্তিধারী মহাকাল। বস্তুতঃ মহাকালী এবং মহাকাল যেমন এক এবং অভিন্ন তেমনি নারায়ণী ও নারায়ণ এক এবং অভিন্ন। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবীও তেমনি এক এবং অভিন্ন। কার্য্যগত সাময়িক অবস্থানুসারে ঋষিগণ তাঁহাতে স্ত্রী এবং পুরুষভাবপ্রকাশক বিভিন্ন রূপ প্রদান করিয়াছেন এবং স্ত্রীও পুরুষভাবপ্রকাশক বিভিন্ন নাম প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একই বস্তুকে বিভিন্নরূপে দর্শন এবং ধ্যান, ধারণা ও চিন্তন করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে আমাদের এই ভুল ধারণা সকল দূরীভূত করিবার জন্য নানা শ্লোকমধ্যে পরিষ্কার ভাষাতে এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। আর একটি চিন্তাধারা ধরিয়া আমরা এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। তাহা এই,—পরমা-প্রকৃতিতে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অর্থাৎ উদ্ভাবন পালন ও সংহারসাধনক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করিয়াই ঋষিগণ তাঁহাকে "ত্রিগুণা" এবং "ত্রিগুণাত্মিকা" ইত্যাদি বলিয়া নানা স্থানে স্তুতি করিয়াছেন এবং চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থেও দেবীসম্বন্ধে এইভাবের কথাটি নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতিতে সংস্থিত তাঁহার ত্রিভাবের এই ত্রিধারা কেবল স্বর্গের দেবদেবীগণমধ্যে নহে, মর্ত্ত্যের নরনারীগণমধ্যে, সমস্ত জীবজন্তুবৃক্ষলতাগুল্মমধ্যে এমনকি বিশাল হিমালয় পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকাকণামধ্যে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সংহারভাবের প্রবাহ যখন যে স্থানে অধিক মাত্রাতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন সেখানে তাহাতে আমরা পরমাপ্রকৃতিদেবীর পুরুষভাব অর্থাৎ শিব বা রুদ্র বা শঙ্করাদিনামধারী মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই, আর যে স্থানে যখন তাঁহার পালনভাবের অধিক উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করি, তখন সেখানে তাঁহার মাতৃভাবব্যঞ্জক মাতৃকামূর্ত্তি সকলের বিকাশ আমরা দেখিয়া থাকি। পালনক্রিয়াসাধক বিষ্ণু এবং নারায়ণ পরমাপ্রকৃতিরই মাতৃভাবব্যঞ্জক দেবীমূর্ত্তি হইতে উদ্ভব বলা যাইতে পারে। বিষ্ণু এবং নারায়ণের এই মাতৃভাবকে আরও অধিক মাত্রাতে পরিস্ফুট করিবার জন্যই পুরাণশাস্ত্রকর্ত্তৃগণ "বৈষ্ণবী," "নারায়ণী" প্রভৃতি মাতৃভাবব্যঞ্জক শব্দের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন এবং পুরাণের

নানা স্থানে তাঁহারা মাতৃভাববোধক এই সকল শব্দের এবং নামের ব্যবহার করিয়াছেন। দেবী পরমা প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতাগণ যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, একথা নানা পুরাণের নানা স্থানে কথিত হইয়াছে। দেবী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসাধনার্থে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতেও বসন, ভূষণ ও আয়ুধে ভূষিত করিয়া ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের যে ভাবি রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই চিন্তামূলক রূপকেই ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির প্রসবিত্রী বা মাতৃস্থানীয়া বলা যাইতে পারে। মাতৃকাদেবীগণের যেরূপ বর্ণনা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭ প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যাইতেছে, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিবার প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে দেবী পরমা প্রকৃতির মনে মনে চিন্তা আর ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির দেবশরীর ধারণ করিয়া উৎপত্তি এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাতৃকা দেবীগণের স্থান অনুমান করিয়া লইতে পারিলে বিচার বিতর্কের অনেক গোলযোগ অতি সহজে পরিষ্কার হইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিষ্ণুর পত্নী "বৈষ্ণবী," নারায়ণের পত্নী "নারায়ণী," ইন্দ্রের পত্নী "ইন্দ্রাণী," ব্রহ্মার পত্নী "ব্রহ্মাণী" অর্থে ঋষিগণ এই সকল শব্দ চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থমধ্যে যে ব্যবহার করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ৫৫৪ সংখ্যক শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিপ্রতি প্রণিধান করিলেও এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না (৫৪২)।

---

(৫৪২) চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের রক্তবীজবধ-উপাখ্যানের অন্তর্গত ৫৫২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি নামধারিণী স্ত্রীরূপা শক্তিগণ ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের কথাপ্রসঙ্গে ৪৫৮ সংখ্যক টীকাতে দেবীপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, শঙ্খচক্রগদাধারিণী এবং বৈষ্ণবীনামধারিণী যে দেবী তৎকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহাকে "বিষ্ণুমাতা" বলিয়া পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইরূপ ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রজননী বলিয়া ঐ দেবীপুরাণে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ৪৫৪ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ। আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥"

ঐরূপ বৈষ্ণবী শক্তি সম্বন্ধেও বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥"

এইরূপ মাতৃশক্তি বা মাতৃকা নামে আখ্যাতা হইয়া তৎকালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্রাদি দেবতার জননীগণ রণক্ষেত্রে দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণী শক্তিকে, ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রাণী শক্তিকে এবং বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবী শক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান করিলে এস্থানের বর্ণনার অর্থ উদ্ধার করা সুকঠিন হইবে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা বিষ্ণুর দেহ হইতে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রের স্ত্রীরূপে ইন্দ্রাণী এবং বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে বৈষ্ণবী যে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা ঐ স্থানের শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এবং টীকাতে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥৫৮১॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৫৮২॥

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৩॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৪॥

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৫॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৬॥

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৭॥

---

৫৮১ হইতে ৫৮৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

হে দেবি। সমস্ত বিদ্যা এবং (চতুঃষষ্টি) কলাসহিত জগতে যত স্ত্রী আছেন সমস্তই তোমার প্রকারভেদ। যখন মাতৃরূপিণী একমাত্র তোমার দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে তখন আবার তোমার স্তুতি কি করিয়া হইতে পারে ? তুমি স্তুতির পরপারে অবস্থিতা বলিয়া এই সমস্ত উক্তি তোমার স্বরূপবর্ণনমাত্র। যখন তুমি স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী সর্ব্বময়ী দেবী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাক, তখন তোমার স্তুতির জন্য আর উৎকর্ষবোধক উক্তিই বা কি হইতে পারে ? অয়ি বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজনহৃদয়বাসিনি ! স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনি ! দেবি নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। যে তুমি কলাকাষ্ঠাদি কালবিভাগানুসারে জগতের পরিণামপ্রদানকারিণী এবং বিনাশসাধনশক্তিশালিনী, হে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। অয়ি সকল মঙ্গলের মঙ্গলকারিণি ! মঙ্গলস্বরূপে ! সর্ব্বাভীষ্টসাধিনি ! আশ্রয়দায়িনি ! ত্রিনয়নে ! গৌরবর্ণে ! নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। অয়ি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশশক্তিস্বরূপে ! সনাতনি ! গুণাশ্রয়ে ! গুণময়ি ! নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। অয়ি আশ্রিতদীনপীড়িতরক্ষাকারিণি ! সর্ব্বদুঃখ-হন্ত্রি ! দেবি নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৫৮১ সংখ্যক শ্লোকে অগ্নি, দেবী চণ্ডিকাকে তুমিই সমস্ত বিদ্যা, ইহাই বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। এই স্থানে বিদ্যা শব্দে কি বুঝিতে হইবে তাহার বিচার করিয়া সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজী ভট্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—চারিবেদ, মিমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এই চৌদ্দটিকেই এখানে দেবীচণ্ডিকার রূপ কল্পনা করিয়া "বিদ্যা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যা অর্থে এখানে যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যাদি বুঝিতে হইবে স্থির করিয়াছেন। টীকাকারগণের প্রদত্ত এই সকলের কোন অর্থেই যে এখানে "বিদ্যা" শব্দে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক স্থানে টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া ইতি পূর্ব্বে অনেকবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের অনেক দুর্ব্বোধ্য স্থানের অর্থ উদ্ধার করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি এবং এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেকস্থলে শ্লোকার্থ নিষ্কাশনের অপেক্ষাকৃত সহজ সুগমপথও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই কারণে এস্থানের "বিদ্যা" শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য গীতাতে "বিদ্যা" শব্দ কি অর্থে এবং কি ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। গীতার ১০ম অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে "বিদ্যা" শব্দের উল্লেখ আছে। এ স্থানে ইন্দ্রিয়মধ্যে আমি মন, বেদমধ্যে আমি

সামবেদ, জলমধ্যে আমি সাগর ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন বিদ্যা মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যে এই স্থানের "বিদ্যা" শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং মোক্ষার্থত্বাৎ প্রধানমস্মি।" পঞ্চম অধ্যায়ে ১৮ সংখ্যক শ্লোকে বিদ্যা শব্দের উল্লেখ আছে। এ স্থানের বিদ্যা শব্দের অর্থে শঙ্করাচার্য্য অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যা আত্মনো বোধঃ।" শঙ্করাচার্য্য বেদ এবং উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া "বিদ্যা" শব্দের এইরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এজন্য উপনিষদের মধ্যেও "বিদ্যা" শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বাধা নাই। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—বিদ্যা দুই প্রকার, পরা ও অপরা। যাহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পরা বিদ্যা আর ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষাদি অপরা বিদ্যা (৫৪৩)। চণ্ডীগ্রন্থে

---

(৫৪৩) গুপ্তবতী টীকাতে এই শ্লোকে লিখিত "বিদ্যা" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

"সকলাশ্চতুঃষষ্টিকলাসহিতাঃ ষোড়শকামকলাসহিতাশ্চেতি ক্রমেণ বিদ্যাস্ত্রিয়োরন্বেতি।"

চৌষট্টি কলাবিদ্যার নামের তালিকা শৈবতন্ত্রে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"গীতং ১ বাদ্যং ২ নৃত্যং ৩ নাট্যম্ ৪ আলেখ্যং ৫ তিলকং ৬ তণ্ডুলকুসুমচলীবিকারাঃ ৭ পুষ্পাস্তরণং ৮ দশনবসনাঙ্গানাং রাগঃ ৯ মণিভূমিকর্ম্ম ১০ শয়নরচনম্ ১১ উদকবাদ্যং ১২ চিত্রযোগঃ ১৩ চিত্রমাল্যগ্রথনবিকল্পঃ ১৪ শেখরাপীড়যোজনং ১৫ নেপথ্যযোগঃ ১৬ কর্ণপত্রভঙ্গী ১৭ সুগন্ধযুক্তিঃ ১৮ ভূষণযোজনম্ ১৯ ঐন্দ্রজালং ২০ ক্রৌঞ্চমারযোগঃ ২১ হস্তলাঘবং ২২ চিত্রশাখাপূপভুক্তবিকারক্রিয়া ২৩ পানকরসরাগাসবযোজনং ২৪ সূচিবয়নকর্ম্ম ২৫ সূত্রক্রীড়া ২৬ ডমরুকবীণাবাদ্যানি ২৭ প্রহেলিকা ২৮ প্রতিমালা ২৯ দুর্বচকযোগঃ ৩০ পুস্তকবাচনং ৩১ নাটকাখ্যায়িকাদর্শনং ৩২ কাব্যসমস্যাপূরণং ৩৩ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ ৩৪ তর্ককর্ম্মাণি ৩৫ তক্ষণং ৩৬ বাস্তুবিদ্যা ৩৭ রূপরত্নপরীক্ষা ৩৮ ধাতুবাদঃ ৩৯ মণিরাগজ্ঞানম্ ৪০ আকারজ্ঞানম্ ৪১ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ ৪২ মেষকুক্কুটলাববকযুদ্ধবিধিঃ ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপনম্ ৪৪ উৎসাদনং ৪৫ কেশমার্জ্জনম্ ৪৬ অক্ষরমুষ্টিকাকথনং ৪৭ শ্লোকতর্কবিকল্পঃ ৪৮ দেশভাষাজ্ঞানং ৪৯ পুষ্পশকটিকা ৫০ নিমিত্তজ্ঞানং ৫১ যন্ত্রমাতৃকা ৫২ ধারণমাতৃকা ৫৩ সংবাচ্যং ৫৪ মানসীকাব্যক্রিয়া ৫৫ অভিধানকোশঃ ৫৬ ছন্দোজ্ঞানং ৫৭ ক্রিয়াবিকল্পঃ ৫৮ ছলিতকযোগঃ ৫৯ বস্ত্রগোপনানি ৬০ দ্যূতবিশেষঃ ৬১ আকর্ষণক্রীড়া ৬২ বালক্রীড়নকানি ৬৩ বৈনায়িকীনাং বৈয়াসিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্ ৬৪ ইতি চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রসঙ্গাদুপন্যস্তাঃ।"

৫৮১ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "কলা" শব্দে যে উপরি উদ্ধৃত শৈবতন্ত্রোক্ত নৃত্যাদি চৌষট্টি কলাবিদ্যাকে এখানে বুঝিতে হইবে না, তাহা পরবর্ত্তী চণ্ডীগ্রন্থের ৫৮৪ সংখ্যক শ্লোকে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ৫৮৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "কলা" শব্দার্থব্যাখ্যাতে বিস্তারিতরূপে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে, এজন্য এস্থানে "কলা" শব্দ লইয়া আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মুণ্ডকোপনিষদের দুর্ব্বোধ্য মূল শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙ্গালা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অগ্নিদেবমুখে. দেবী চণ্ডিকাকে যে স্থানে তুমিই বিদ্যা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সে স্থানে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই যে তাঁহাকে চিন্তা করা হইয়াছে, এরূপ অর্থ করিতে

অনুবাদ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন,—বিদ্যা দ্বিবিধ ; একটি পরা, অপরটি অপরা। এই দুই প্রকার বিদ্যা মনুষ্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য,—ইহা ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। উল্লিখিত দ্বিবিধ বিদ্যার মধ্যে "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ" এই কয়টি অপরা বিদ্যা। যাঁহার দ্বারা সেই অক্ষর পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই পরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্বের এক স্থানে "বিদ্যা" শব্দের এইরূপ উচ্চ অর্থই প্রদান করা হইয়াছে। এখানে কথিত হইয়াছে "কর্ম্ম" প্রাণীর বন্ধনের কারণ আর "বিদ্যা" মুক্তির কারণ। যথা—

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

মনু ও তাঁহার কৃত সংহিতার এক স্থানে এই ভাবেরই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

"তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্। তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥" (মনুসংহিতা)

উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই,—তপস্যা এবং বিদ্যা ব্রাহ্মণের পরম মঙ্গলকর ; তন্মধ্যে তপস্যাদ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় আর বিদ্যাদ্বারা মুক্তি লাভ হয়। এই সকলের কোন স্থানেই নর্ত্তনবিদ্যা, চুরিবিদ্যা ইত্যাদি চৌষট্টি বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া "বিদ্যা" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। সুখের বিষয় "বিদ্যা" শব্দার্থের এইরূপ উচ্চভাব সুদূর ইংলণ্ডনিবাসী একজন ইংরাজ গ্রন্থকার তাঁহার হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ; তিনি তাঁহার কৃত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে বিদ্যা শব্দের নানা অর্থ প্রদান করিয়া উহার একস্থানে বিদ্যা অর্থে দুর্গা এইরূপ অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার প্রদত্ত দুর্গা অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান। সেই জ্ঞান বা

"Knowledge is also personified and identified with Durga."

অগ্নিদেবকৃত এই দেবীচণ্ডিকাস্তুতিরই পরবর্ত্তী ৬০৬ সংখ্যক আর একটি শ্লোকে আবার "বিদ্যা" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই স্থানের "বিদ্যা" শব্দার্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়াও তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকারগণ কিঞ্চিৎ গোলযোগ করিলেও দেবীভাষ্যকার এ স্থানের "বিদ্যা" শব্দের উচ্চভাবাত্মক অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবী-ভাষ্যে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই,—

"আদ্যেষু বাক্যেষু বেদেষু মধ্যে যা বিদ্যা কর্ম্মকাণ্ডপরা মন্ত্রব্রাহ্মণরূপা অপরাখ্যা, যচ্চ শাস্ত্রং বিবেকদীপায়মানং তত্ত্বজ্ঞানজননযোগ্যমুপনিষদ্রূপং পরা বিদ্যেতি তেষু তদ্দ্বয়ে ত্বদন্যা কা বর্ত্ততে প্রতিপত্তিবিষয়তয়েত্যর্থাৎ * * * শ্রুতেঃ।"

এই শ্লোকে "বিদ্যা" শব্দে দেবীকে স্তুতি করিবার পরেই "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ" বলিয়া যে দেবীকে স্তুতি করা হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"সমস্তাঃ স্ত্রিয়োঽপি তবাংশাঃ" শ্লোকে কিন্তু "অংশ" ভাবের নামগন্ধও নাই। বরং পরক্ষণেই কথিত হইয়াছে,—সমস্ত জগৎ কেবল তোমাতেই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানে সমস্ত জলপাত্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে বলা হয়, সে স্থানে জলপাত্রের কিয়দংশ জলে পূর্ণ আছে বলিবার আর স্থল থাকে না। সেইরূপ, এ স্থানে তুমি জগতে স্ত্রীরূপিণী বলাতে আর তুমি জগতের স্ত্রীজাতির মধ্যে অংশরূপে বিরাজিতা রহিয়াছ বলা চলিতে পারে না। এস্থানের "স্ত্রী" শব্দার্থে তুমি বিশ্বের মাতৃরূপা এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত।

বাধা নাই। দেবীকে চিন্ময়ী এবং জ্ঞানময়ী বলিয়া চণ্ডীগ্রন্থের অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবী এই চিন্ময়ীরূপে দশ স্থানে দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এরূপ অনেক পুরাণের অনেক স্থানের বর্ণনাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই দশরূপা দেবীর মূর্ত্তিকে পুরাণের এবং তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক স্থানে "দশমহাবিদ্যা" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে,—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই দশ নামের মধ্যে বারম্বার "বিদ্যা" শব্দযুক্ত নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দশ নামে উক্তা দশমূর্ত্তিধারিণী অধ্যাত্ম বা চৈতন্যময়ী বিদ্যাই যে বস্তুতঃ স্বয়ং তুমি এবং তুমিই একাকী এই সমস্ত মূর্ত্তির মূল এই ভাবটি অগ্নিদেবকৃত স্তবের "বিদ্যা" শব্দ মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, বলা যাইতে পারে। এরূপ উচ্চ অর্থ না করিলে এবং টীকাকারগণের প্রদত্ত নিম্নস্তরের অর্থ গ্রহণ করিলে কামবিদ্যা, চুরিবিদ্যা, বেশ্যানর্ত্তকীগণের নর্ত্তনবিদ্যা প্রভৃতি সকল নরনারীর সমস্ত বিদ্যাই যে তুমি এবং তুমিই চৌষট্টি বিধ শিল্প কলাবিদ্যারূপিনী এরূপ কদর্য্য অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অগ্নিদেব, বিশ্বমাতা দেবী চণ্ডিকাকে এই ভাবে যে স্তুতি করিতে পারেন না এবং স্তুতি করেন নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৫৮৪ সংখ্যক শ্লোকে "কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী" বলিয়া অগ্নিদেব দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছেন। এস্থানের কলা শব্দের পরেই "কাষ্ঠাদি" শব্দ সংযোজিত থাকায় টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ এখানে "চৌষট্টি কলাবিদ্যাকে" আনয়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই, পরন্তু সংস্কৃত অভিধানে "কাষ্ঠা" এবং "কলা" শব্দ সময়পরিজ্ঞাপক দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এ স্থানের কলা শব্দকে সময়ের অংশবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবী-ভাষ্যকার এ স্থানের কলা শব্দ লইয়া কোনই আলোচনা করেন নাই, কিন্তু দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদমধ্যে লিখিত হইয়াছে,—"তুমি কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালরূপে জগতের পরিণাম করিতেছ।" এরূপ সঙ্গত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ধরী টীকাকার লিখিয়াছেন—"কলা ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মকঃ কালঃ কাষ্ঠা অষ্টাদশনিমেষাত্মকঃ।" নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন—"কলেতি ত্রিংশৎ কাষ্ঠাঃ। অষ্টাদশনিমেষাঃ কাষ্ঠাঃ। আদিনা ক্ষণমুহূর্ত্তাদয়ঃ পরিণামো জনানামবস্থাবিশেষঃ।" নাগোজী ভট্টের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য

টীকাকারগণও "কলা" শব্দকে কালের অংশবিশেষভাববোধক একটা শব্দ মনে করিয়া লইয়াছেন। কিছুকে কোন বস্তুর একাংশ, অর্দ্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ বলিলে মূল বস্তু হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া দিন, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, মন্বন্তর, প্রভৃতি শব্দগুলিকে কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উহাদিগকে কালপরিমাপক সংজ্ঞা জ্ঞান করা ভিন্ন, উহাদের কোনটিকেই অখণ্ড কাল হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়ার, তৃতীয়ার বা চতুর্থী প্রভৃতির চন্দ্র, মূল চন্দ্র হইতে যেমন পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্তাদি শব্দ লৌকিক ব্যবহারে কাল-পরিমাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইলেও অখণ্ড মহাকাল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে অথবা মহাকালের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মহাকালের অংশবিশেষও নহে। এই দৃষ্টিতে দেবী চণ্ডিকাকে কালরূপা অর্থে কলারূপা বলিতে কোনই বাধা নাই; কিন্তু তুমি কালের একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা যাইতে পারে না এবং অগ্নিদেব যে এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং কদর্য্য অর্থে দেবীকে "কলাকাষ্ঠাদিরূপা" বলিয়া এখানে সম্বোধন করেন নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে (৫৪৪)।

---

(৫৪৪) তন্ত্রশাস্ত্রে দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিপ্রকরণমধ্যে অনেক স্থানে কলা শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রসারে দশকলাযুক্ত অগ্নি বা বহ্নিদেবের দশকলাত্মক মূর্ত্তির ধ্যান এবং পূজার কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

"ততো মণ্ডলে প্রাদক্ষিণ্যেন বহ্নের্দশকলা বিন্যস্য পূজয়েৎ।"

ঐ তন্ত্রের অন্য স্থানে দ্বাদশকলাত্মক সূর্য্যদেবের পূজাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"কুম্ভে প্রাদক্ষিণ্যেন সূর্য্যস্য দ্বাদশকলা বিন্যস্য সংপূজয়েৎ।"

ঐ তন্ত্রের আর এক স্থানে ষোড়শকলাত্মক চন্দ্রদেবের পূজা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

"ততশ্চন্দ্রস্যামৃতাদিষোড়শকলা জলে প্রাদক্ষিণ্যেন বিচিন্ত্য মন্ত্রেণ সংপূজ্য শঙ্খান্তরং ক্ষীরিদ্রুমকষায়াদিদ্রব্যেণাপূর্য্য গন্ধাষ্টকং বিলোড্য তস্মিন্ জলে সকলাঃ কলা আবাহ্য পূজয়েৎ।"

তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত এই সকল উক্তির কোন স্থানেই অগ্নিদেবের অংশ কিম্বা সূর্য্যদেবের অংশ কিম্বা চন্দ্রদেবের অংশ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া "কলা" শব্দ যে ব্যবহার করা হয় নাই ইহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে।

তন্ত্রে সূর্য্যের দ্বাদশকলা, চন্দ্রের ষোড়শকলা এবং অগ্নির দশকলার ভিন্ন ভিন্ন নামপর্য্যন্ত প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

"ততঃ সূর্য্যস্য তপিন্যাদিদ্বাদশকলাঃ আবাহনাদিকং কৃত্বা সংপূজ্য প্রত্যেকং পূজয়েৎ। ততশ্চন্দ্রস্যামৃতাদিষোড়শ-কলাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা সংপূজ্য প্রত্যেকেন পূজয়েৎ।"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অগ্নিদেবপ্রমুখ দেবতাগণ, দেবী চণ্ডিকাকে অতঃপর গভীর ভক্তিভাবে নানা নামে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৫৮৫ হইতে ৬১০ সংখ্যক শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সকল শ্লোকে লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, মেধা প্রভৃতি নানা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। নানা নামে সম্বোধন করা হইলেও এবং দেবীর এই সকল নামের সহিত কোন কোন স্থানে তাঁহার বিভিন্ন ক্রীড়া বা ক্রিয়া কালের আভাস কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইলেও মূলতঃ এই সকল নানা নামধারিণী দেবী মূর্ত্তি সহিত দেবী চণ্ডিকা যে সম্পূর্ণ অভিন্না এই মহৎতত্ত্ব এই স্থানের দেবতাগণ কৃত স্তুতিতে অতি পরিস্ফুট

উপরে উদ্ধৃত তন্ত্রোক্ত বাক্যগুলির প্রতি প্রণিধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে, এই সকল দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকেই কলা শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিচন্দ্রসূর্য্যাদিদেবতাগণের কলার নাম এবং তাহার সংখ্যা তন্ত্রও পুরাণের নানা স্থানে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকার কলা সকলের নাম ও সংখ্যা তেমন পরিষ্কার ভাবে যদিও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দেবীর চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ পুরাণের কোনও কোনও স্থানে লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়াই কোন কোন টীকাকার হয়ত দেবীর "বিদ্যা" নামের সহিত "কলা" শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ৫৮১ সংখ্যক শ্লোকার্থসময়ে নৃত্যবাদ্যাদি চৌষট্টি কলাবিদ্যার উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যারূপা দেবী চণ্ডিকার চৌষট্টি কলাসংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপ কলাবিদ্যার চৌষট্টি নামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া দেবী চণ্ডিকাসহিত যে চৌষট্টি যোগিনী অভিন্না বলিয়া পুরাণের নানা স্থানে বর্ণিতা হইয়াছেন, সেই চৌষট্টি যোগিনীকে তাঁহার চৌষট্টিকলা বলিয়া এখানে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে কোনই বাধা দেখা যায় না। বরং চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৫৭৭, ৫৮১ এবং ৫৮৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত বিদ্যা, কাল ও কলা শব্দ একত্র করিয়া পাঠ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন মনে হয়।

সমালোচ্য ৫৮৪ সংখ্যক শ্লোকে "কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ" না লিখিত হইয়া যদি "কলাকাষ্ঠাদ্যংশেন" শব্দ লিখিত থাকিত তাহা হইলে দেবী চণ্ডিকাকে মহাকালের কলাকাষ্ঠাদিপরিমাপবোধক একটু কিছু মনে করিলেও করা যাইতে পারিত, কিন্তু কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ লিখিত থাকায় চন্দ্রের অমৃতাদিরূপের ন্যায় দেবী চণ্ডিকার কলাকাষ্ঠাদিরূপকেই লক্ষ্য করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। উত্তরে আসাম হইতে দক্ষিণে দ্রাবিড় পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র আস্তিক হিন্দুগণ প্রত্যহ শিব পূজার সময়ে, শিবকে অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি বলিয়া যে সময়ে পূজা করিয়া থাকেন, তখন শিব তাঁহার ঐ সকল মূর্ত্তিতে দশদিকে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন যেমন মনে করা হয়, সেইরূপ দেবী চণ্ডিকা তাঁহার মহাকাল মূর্ত্তি হইতে পল, অনুপল, নিমেষ মূর্ত্তিতে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন জ্ঞান করিতে বাধা কি? এইরূপ জ্ঞান করিয়াই যে অগ্নিদেব ঐরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন ইহা মনে করিতেই বা দোষ কি? বিশেষতঃ পরবর্ত্তী ৫৯৭ সংখ্যক শ্লোকে যখন দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকাকে "মহারাত্রি" রূপা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে তখন শ্লোকার্থ বুঝিবার পথ পরিস্কৃত হইয়া রহিয়াছে। মহারাত্রিকে যেমন মহাকালের একটি রূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইয়াছে, সেইরূপ এ স্থলেও মহাকালের কলাকাষ্ঠাদিরূপে দেবি! তুমি সকলের পরিণাম প্রদান কর; এইরূপ সহজবোধ্য অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে।

ভাবে পরিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। কোন্ যুগে বা কোন্ কল্পে কিরূপ কার্য্য সাধন সংশ্রবে দেবী চণ্ডিকার এই সকল নাম এবং রূপ ত্রিলোকে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পুরাণোক্ত বর্ণনা-ঘটিত আলোচনা এ স্থলে অসাময়িক হইবে না। ইতি পূর্ব্বে মধুকৈটভ মস্তক ছেদন সময়ে ব্রহ্মা কৃত দেবী স্তুতিতে এবং মহিষাসুর মর্দ্দন পরে ইন্দ্র কৃত এবং শুম্ভ নিশুম্ভ সহিত ত্রিলোক ত্রাসিত যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবতাগণ কৃত দেবীর স্তবে দেবীকে যে সকল নামে তাঁহারা সম্বোধন করিয়াছেন ঐ সকল নাম সংযুক্ত শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে দেবীর ঐ সকল নাম প্রকাশের ইতিহাস নানা পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করা হইয়াছে (৫৪৫)।

---

(৫৪৫)। দেবী চণ্ডিকা সম্মুখে উপনীত হইয়া অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণ যে স্তুতি গীতিদ্বারা দেবীকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই স্তুতি গীতির শ্লোক সংখ্যা ৩৩। এই তেত্রিশটী শ্লোক মধ্যে দেবীর যে সকল নাম, রূপ ও গুণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকৃত, ইন্দ্রকৃত এবং দেবগণকৃত স্তুতিতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ স্থানে সেই সকল কথিত বিষয়ের পুনরালোচনা না করিয়া যে যে সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যাতে এবং টীকাতে ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে, তত্ত্বানুসন্ধানোৎসুকগণের সুবিধার্থে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শিবা—৩২১ সংখ্যক টীকা, দেবী দূতসংবাদের ২৬৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং রক্তবীজ বধ অধ্যায়ের ৪৭৫ এবং ৫৭৬ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌরী—২৬৯ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং উহার ৩২৬ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ৫৮৫ সংখ্যক শ্লোকার্থ ব্যাখ্যাতেও গৌরী নামের উৎপত্তি বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে।

নারায়ণী—দেবীস্তুতি অধ্যায়ের ৫৮০ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শক্তিভূতা—দেবী দূতসংবাদের ২৯১, ২৯২ ও ২৯৩ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭ ও ৩৪৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

সনাতনী—মধুকৈটভবধ অধ্যায়ের ৬৪ এবং ৬৬ সংখ্যক শ্লোকের "নিত্যা" শব্দের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৪ এবং ৪৭২ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৮, ৪৮১, ৪৮২ এবং ৪৮৯ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও শুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪৯ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

মাহেশ্বরী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৫, ৪৭৩ এবং ৪৮৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৮, ৪৮২ ও ৪৮৯ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪১ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৌমারী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৬, ৪৭৩ ও ৪৮৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬৮ ও ৪৮২ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৭, ৪৭৩, ৪৮৬ ও ৪৮৭ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬৮,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এজন্য দেবীর ঐ সকল নামোৎপত্তির ইতিহাস এখানে পুনঃ প্রদান না করিয়া দেবীর যে সকল নামসম্বন্ধীয় ইতিহাসের কোন উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা হয় নাই এক্ষনে কেবল তাহারই পৌরাণিক তত্ত্ব ঘটিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আমরা চেষ্টা করিব। তৎপূর্ব্বে এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কাহারও মনে এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—দেবীর স্তুতিতে তাঁহাকে এক নামে ডাকাই যথেষ্ট, সে স্থলে তাঁহাকে নানা নামে সম্বোধন করিবার প্রয়োজন কি উপস্থিত হইয়াছিল ? একথার উত্তর এই যে,—দেবদেবীগণকে

৪৬৯, ৪৮১, ৪৮২ ও ৪৮৯ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪২ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং দেবীস্তুতি অধ্যায়ের ৫৮০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বারাহী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৮, ৪৭৫ ও ৪৮৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬৮, ৫৭৪, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০ ও ৪৮২ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪১ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নারসিংহী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫৯ এবং ৪৭৬ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১ ৫৭২, ৪৭৩ এমং ৪৮২ সংখ্যক ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

ঐন্দ্রী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৬০, ৪৭৪, ৪৮১ ও ৪৮৬ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬০ ও ৪৬৮ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫৪২ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবদূতী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৬৭ ও ৪৭৭ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৪৬০, ৪৮২ ও ৪৮৩ সংখ্যক টীকা এবং নিশুম্ভবধ অধ্যায়ের ৫২৫ ও ৫৪৩ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

চামুণ্ডা—চণ্ডমুণ্ডবধ অধ্যায়ের ৪৩৯ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা, রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৯২, ৪৯৮, ৪৯৯ ও ৫০০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬৮, ৪৮২ ও ৪৮৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী—শক্রাদিস্তুতি অধ্যায়ের ২৫৭ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও টীকা ত্রবং দেবীদূতসংবাদ অধ্যায়ের ৩১৫, ৩১৬ ও ৩১৭ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯ ও ৩৭০ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

লজ্জা—দেবীদূতসংবাদ অধ্যায়ের ৩০৩-৩০৫ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৩৬০ ও ৩৬১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

মহাবিদ্যা—দেবীস্তুতি অধ্যায়ের ৫৮১ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধা—দেবীদূতসংবাদের ৩০৯-৩১১ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৩৬৩ ও ৩৬৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বধা—মধুকৈটভবধ অধ্যায়ের ৭৩ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও ৬৯, ৭০, ৭১ ও ৭২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

মহারাত্রী—মধুকৈটভবধ অধ্যায়ের ৭৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ৯১ ও ৯২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

মহামায়া—মধুকৈটভবধ অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

মেধা—শক্রাদিস্তুতি অধ্যায়ের ২২৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্য ও ২৮৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

দুর্গা—শক্রাদিস্তুতি অধ্যায়ের ২২৮ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ২৮৮ ও ২৮৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

কাত্যায়নী—মহিষাসুরবধ অধ্যায়ের ২৫০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

ভদ্রকালী—রক্তবীজবধ অধ্যায়ের ৪৫০ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য

মানববুদ্ধির স্তরে নামাইয়া আনিয়া তাঁহাদের আচরণ বর্ণনা করা হইয়া থাকে। অতিশয় ক্রোধ কিম্বা ভালবাসা প্রকাশ সময়ে মানুষকে প্রায় এক অর্থবাচক শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। ক্রোধের সময় ক্রোধের পাত্রকে "তুই নির্ব্বোধ" বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু সে স্থলে "তুই গণ্ডমুর্খ, গাধা, গরু, পাজি, শূয়র" ইত্যাদি নির্ব্বোধ অর্থবাচক বহু শব্দ উচ্চারণদ্বারা তাহাকে তিরস্কার করা হইয়া থাকে। ভালবাসার পাত্রকে "তুমি আমার প্রিয়" বলিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সে স্থলে তাহাকে "আঁধার ঘরের মণি," "অমৃতের খনি," "চাঁদবদনী" ইত্যাদি কত কথা বলিয়াই ভালবাসা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। মানব আচরণের এইরূপ সদা প্রচলিত সোজা পথ ধরিয়া চলিয়া দেবতাগণ তাঁহাদের অসুর শত্রুকুল বিনাশ-পরে অতিশয় ভক্তিভরে দেবী চণ্ডিকাকে "তুমি লক্ষ্মী," "তুমি সরস্বতী," "তুমি লজ্জা," "তুমি বুদ্ধি," "তুমি বিদ্যা," "তুমি মহাবিদ্যা," "তুমি মাতা," "তুমি পরা বা পরমা মাতা" ইত্যাদি শব্দে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া থাকিলে তাহাতে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। এই কথাই অন্য আর একটি ভাবে আরও একটু সহজ উপায়ে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। পিতাকে "বাবা," "জনক," "জন্মদাতা," "রক্ষক," "পালক," "শিক্ষক" প্রভৃতি কত নামে কত সময়ে কত ভাবে আমরা ডাকিও চিন্তা করিয়া থাকি তাহার সীমা সংখ্যা নাই। মাতার সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে, নানা নামে, নানা ভাবে পিতাকে অথবা মাতাকে ডাকা এবং চিন্তা করা সত্ত্বেও যেমন তিনি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে আমাদের সেই একই মাতা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন মাতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, সেইরূপ দেবীচণ্ডিকা দেবতাগণকর্ত্তৃক ভক্তির আবেগে অসংখ্য নামে সম্বোধিতা হইলেও এবং অসংখ্যরূপে বর্ণিতা হইলেও, এক এবং অভিন্নারূপে মূলে এক মাতৃ মূর্ত্তিধারিণী হইয়া সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব সময়ে তিনি অবস্থিতা রহিয়াছেন। রন্ধনগৃহের মাতা, অন্ন পরিবেশন সময়ের মাতা এবং শিশু সন্তান দুষ্টামি করিলে শাসনদণ্ড হস্তেধারিণী মাতা এবং পীড়িত শয্যায় রোগীর শীর্ষস্থানে উপবিষ্টা মাতা, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বেশে উপস্থিত হইলেও যেমন তিনি একই মাতা, সেইরূপ অসুর বধসময়ের সংহার মূর্ত্তি ধারিণী চণ্ডিকা আর সুরথরাজ প্রতি বরদান সময়ে দয়ার মূর্ত্তি ধারিণী চণ্ডিকা যে এক এবং অভিন্না, দেবগণ কৃত এই স্তুতিতে তাহাই ঋষিগণের অমৃতময়ী ভাষাতে এখানে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

৫৮৫ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে "গৌরী" বলিয়া অগ্নিদেব সম্বোধন করিয়াছেন,

লিখিত হইয়াছে। এ স্থানের "গৌরী" শব্দের অর্থে দেবীভাষ্যকার শুভ্রা অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা বলিয়াছেন এবং নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত টীকাতে "গৌরী গৌরবর্ণা" লিখিয়াছেন। গৌরবর্ণ মানুষ বলিতে সাধারণতঃ গোলাপী বা ঈষৎ রক্তাভ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট সুন্দর মানুষ বুঝিতে হয় কিন্তু এ স্থানে সেরূপ অর্থে "গৌরী" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। "গৌর" বলিলেই গৌরবর্ণ বা সুন্দরবর্ণ আর "গৌরী" বলিলেই শ্বেতবর্ণা যে বুঝিতে হইবে আমাদের শাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি বাক্য নাই। পরন্তু অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে গৌর ও গৌরী শব্দ অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত সংগীতগ্রন্থে গৌরী রাগিণীর উল্লেখ আছে। ছন্দের মধ্যেও গৌরী ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় (৫৪৬)। বলা বাহুল্য রাগিণী বা ছন্দের মধ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও শুভ্র বর্ণকে টানিয়া আনিবার কোনই উপায় নাই। দেবী চণ্ডিকা হিমালয় গিরিরাজ কন্যা রূপে যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তখনই তাঁহার গৌরী নাম প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু তখন তিনি কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন গৌরী পরে সুবর্ণ বর্ণা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন হিমালয় রাজগৃহে জন্ম গ্রহণের অনেক পূর্ব্বে দেবী "গৌরী" নামে পৃথিবীতে আবির্ভূতা এবং প্রসিদ্ধা ছিলেন। মহাদেবের সহিত বিবাহের পরে যে ঘটনাতে দেবী পার্ব্বতী তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বর্ণবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ৩২৬ সংখ্যক টীকাতে প্রদান করা হইয়াছে। দেবীর "গৌরী" নাম তাঁহার দেহের বর্ণ বিজ্ঞাপক নাম নহে, তাঁহার জনক জননীর আদরে প্রদত্ত তাঁহার "উমা" নামের ন্যায় ইহাও একটি স্নেহভাব বিকাশক সুমধুর নাম মাত্র।

---

(৫৪৬) সার মনিয়ার উইলিয়ামস্ সঙ্কলিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে গৌরী শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তন্মধ্য হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

গৌরীকল্প—Name of a period of the world or Kalpa,

গৌর—Name of several metres—(1 of 4×12 syllables, another 4×13 syllables, another of 4×26 long syllables.)

In music a kind of measure (ib) name of a Ragini.

সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থে গৌরীরাগিণী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"সা তু মালবরাগপত্নী। তস্যারূপং যথা। আরামমধ্যগতা কুমারিকা শারদেন্দুমুখলক্ষ্মীঃ।
রাড়ী দাড়িমবীজং দধতী কীরাননে গৌরী॥"

দেবী চণ্ডিকার "গৌরী" নাম ধারণের পৌরানিক ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে ৩২৬ সংখ্যক টীকাতে কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য শ্লোকে দেবীর "গৌরী" নামের পূর্ব্বে "ত্র্যম্বকে" বিশেষণে ভূষিতা করিয়া অগ্নিদেব তাঁহাকে যে সম্বোধন করিয়াছেন, সেই ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ নিষ্কাসন লইয়াও টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ গোলযোগ করিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবকে দেবী দর্শন করিতেন এই কারণে তাঁহার গৌরী নামের সহিত এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে সন্নিবিষ্ট এরূপ একটি অর্থকে আশ্রয় না করিয়া, দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে "তুমি ত্রিলোচনা গৌরী" যে লিখিত হইয়াছে তাহাই এস্থলে আমরা গ্রহণ করিব। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে লিখিত "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" অর্থে উক্ত টীকাকার ব্রাহ্মণাদির মঙ্গল লিখিয়া অর্থ বোধের কাঠিন্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। তুমিই স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলরূপা এবং বিশ্বের সর্ব্ববিধ মঙ্গলজনক কার্য্যের নিয়ন্ত্রী এবং সকলের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামনা সুসিদ্ধ কর এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে বাধা নাই। পরবর্ত্তী ৫৮৭ সংখ্যক শ্লোকে অগ্নিদেব, দেবী চণ্ডিকাকে "তুমি সর্ব্বলোকের সর্ব্ববিধ পীড়া বা কষ্টহরণ কর" বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন লিখিত থাকায় তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে লিখিত কেবল ব্রাহ্মণাদির মঙ্গল সাধন কর অর্থ গ্রহণ করিবার স্থলকে অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। ৫৮৭ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে তুমি শরণাগত দীনজনের দুঃখ দূর কর বলিবার পরে, ঐ শ্লোকেরই পরবর্ত্তী পংক্তিতে "তুমি সকলেরই সকল দুঃখ হরণ কর" বলা হইল কেন? এরূপ একটি প্রশ্ন কাহারও মনে উঠিতে পারে। দেবীভাষ্যলেখক এ প্রশ্নের এই ভাবে একটি উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কেবল শরণাগত জনের নহে, সকলেরই দুঃখ তুমি হরণ কর। প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না। শরণাগতকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর এবং সকলের সকলপ্রকার দুঃখ তুমি হরণ কর, এই দ্বিবিধ কার্য্য একপ্রকারের নহে। দুঃখের সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিকে দুঃখসাগর হইতে তুলিলে তাহাকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ বা উদ্ধার করা বলা যাইতে পারে, আর দুঃখের সাগর শুষ্ক করিলে দুঃখহরণ করা হয়। শরণাগত দুঃখীজনকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবীকে চিন্তা করেন, তাঁহাকে দুঃখের সাগর হইতে উদ্ধার বা পরিত্রাণ করা দেবীর প্রতিদিনের কার্য্য আর বিশ্বের সমস্ত দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে হরণ করা দেবীর অন্য প্রকারের একটি বিশেষকার্য্য। মহাপ্রলয় সময়ে দেবী এই শেষোক্ত কার্য্যে যখন নিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন বিশ্বসংসারে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুর আর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এইরূপ দৃষ্টিতে এই শ্লোকে বর্ণিত দেবীর দ্বিবিধ কার্য্য দর্শন করিতে চেষ্টা করিলে, শ্লোকে কথিত দেবীর "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে" আর "সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে" এই দ্বিবিধ ভাব প্রকাশক উক্তির পরে পরে সন্নিবিষ্ট থাকিবার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে কাহারই কষ্ট হইবে না।

৯৪

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৮॥

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৮৯॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯০॥

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯১॥

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯২॥

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৩॥

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৪॥

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৫॥

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৬॥

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৭॥

মেধে সরস্বতি বরে ভূতিবাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৮॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥৫৯৯॥

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৬০০॥

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥৬০১॥

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব ॥৬০২॥

অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥৬০৩॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥৬০৪॥

৫৮৮ হইতে ৬০৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

তুমি ব্রহ্মশক্তিরূপা হংসযুক্তবিমানেস্থিতা হইয়া ত্বদীয়া কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র জল সেচনকর, হে দেবি নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। তুমি বৃষভে আরোহন করতঃ ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র, সর্পদ্বারা মহাশোভিত মাহেশ্বরীরূপে বিরাজ কর, হে নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। হে নিষ্পাপে। তুমি ময়ূরপুচ্ছ সমাবৃতা হইয়া মহাশক্তি ধারণ করতঃ কৌমারীরূপে বিরাজমানা থাকিয়া শক্তি দর্শন করাইতেছ, নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা শৃঙ্গায়ুধ রূপ পরমায়ুধধারিণি বৈষ্ণবীশক্তিরূপে প্রসন্না হইয়া থাক, হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার তুমি চক্রাকৃতি ভয়ঙ্কর মহাতুণ্ডেস্থিত দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার সাধন করিয়াছ, হে মঙ্গল বিধায়িনি বরাহরূপিণি শক্তি নারায়ণি দেবি। তোমাকে নমস্কার। ভয়ানক নৃসিংহরূপদ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে যত্ন সহকারে উৎসাহ সম্পন্না ত্রিলোক ত্রাণকারিণি। নারায়ণি দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীটধারিণি, মহাবজ্রধারণ শোভিতা, সহস্র নেত্রদ্বারা সমুজ্জ্বলা, বৃত্রাসুর প্রাণনাশিনি, ইন্দ্র শক্তিরূপে বিরাজিতা! নারায়ণি দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি শিবদূতী স্বরূপা, মহাবল সম্পন্না, দৈত্যগণ নাশিনি মহাশব্দ যুক্তা, ভয়ঙ্কররূপ ধারিণি নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। হে চামুণ্ডে দন্তপংক্তিদ্বারা বদনমণ্ডল ভয়ানক দৃশ্যা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, মুণ্ডাসুর বিনাশিনি নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। তুমি লক্ষ্মিরূপিণি সম্পদরূপা। তুমি লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টিরূপা, স্বধা, নিত্যা, মহারাত্রি, মহাবিদ্যা, রূপা, নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলার্থাবধারণশক্তিরূপা, তুমি সরস্বতীবাগেদবতা, শ্রেষ্টা, ঐশ্বর্য্যরূপা, বিষ্ণুশক্তি, তমোগুণাত্মিকা, নিয়তি, দৈবরূপিণি, ঈশে, সকলকরণসমর্থে তুমি প্রসন্না হও। নারায়ণি (সর্ব্বাশ্রয়ে)। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকল কার্য্য কারণরূপা, তুমি সকল নিয়ন্ত্রী, সকল শক্তি সম্পন্না, হে দেবি দুর্গে। সকল ভয়কারণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে কাত্যায়ণি! তিনটি নয়নদ্বারা অলঙ্কৃত, মনোরম, তোমার এই যে বদনমণ্ডল, সর্ব্বপ্রাণি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভদ্রকালি। অশেষ অসুর নাশক অতি ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত ভীষণ ত্রিশূল, সে ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক, তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবি। যে ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দৈত্যগণের তেজ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ঘণ্টা, সকল পাপ হইতে

যেমন মাতা আক্রোশ ধ্বনিদ্বারা পুত্র ক্লেশকর বস্তুকে বিনাশ করিয়া, পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করুক। হে চণ্ডিকে! অসুরগণের রক্ত, মেদদ্বারা পঙ্কিল, যে তোমার উজ্জ্বল কিরণ ব্যাপ্ত খড়্গ, তাহা মঙ্গলের জন্য হউক, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সন্তুষ্টা থাকিলে সকল রোগ বিনাশ কর, অসন্তুষ্টা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট কামনা বিনষ্ট হয়, তোমাকে-আশ্রয়কারি নরগণের কোন বিপদই থাকে না, প্রত্যুত তোমায় আশ্রিত ব্যক্তিই অপরের আশ্রয় হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৫৮৮ সংখ্যক শ্লোকে হংসযুক্ত রথে আরূঢ়া ব্রহ্মাণীরূপে আবির্ভূতা দেবীচণ্ডিকাকে কুশবারিক্ষরণকারিণী দেবী বলিয়া অগ্নিদেব যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘাস জাতীয় এক প্রকার কুশ তৃণকে বৈদিক দেবপূজাদি কার্য্যে এবং পিতৃপূজাদি কার্য্যের সহায়ক বলিয়া সত্যযুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কেন যে এত সমাদর করা হইয়া থাকে তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক চিন্তাশীল লেখক অনেক চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের এবম্বিধ চেষ্টার ফলকে হাস্যোদ্দীপক কার্য্য ভিন্ন আর কিছু মধ্যে গণ্য করা যায় না। সংস্কৃত ভাষার অভিধানে "কুশের" নামান্তর "পবিত্র"। সমস্ত বস্তুকে উহা পবিত্র করে এজন্য দেবদেরা পূজা সময়ে এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পন সময়ে পূজার উপাদান বস্তু সকল পবিত্র করিবার জন্য করাঙ্গুলি মধ্যে কুশ ধারণ করিবার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৫৪৭)। ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টি প্রারম্ভ সময়ে নিজ করস্থিত কুশাগ্রদ্বারা তাঁহার কমণ্ডলু-জল দশদিকে বিকীর্ণ করিয়া জগতের জীব এবং উদ্ভিদ সকল উৎপন্ন করিয়াছিলেন এজন্য ব্রহ্মার করস্থিত কুশকে সৃষ্টির সহায়ক সামগ্রী বলিয়া পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। সংহার কার্য্য সাধক ত্রিশূল যেমন শিবের করে সদা শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৃষ্টি সহায়ক কুশ সদা ব্রহ্মার করে শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতঃপর অগ্নিদেব, দেবী চণ্ডিকাকে মাহেশ্বরীরূপা বলিয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন, ৫৮৯

---

(৫৪৭) "পূজাকালে সর্ব্বদৈব কুশহস্ত ভবেচ্ছুচিঃ। তর্জ্জণ্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া॥
কুশ কার্য্যকরং যস্মাত্তু বন্ধ্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ। কুশেন রহিতা পূজা বিফলা কথিতা ময়া॥
নান্যত্র রজতং স্বর্ণং ধার্য্যং হি নিজমঙ্গলে।" (বরদা তন্ত্র)

সংখ্যক শ্লোকে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। মাহেশ্বরীরূপে তিনি শিরে চন্দ্ররেখা, করে ত্রিশূল, গলদেশে সর্পমালা ধারণ করিয়াছিলেন এবং বৃষভবাহনে পালন ও সংহার ক্রিয়া সাধনার্থ বিশ্বে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এই শ্লোকে এই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে (৫৪৮)। "মহা" শব্দ শ্লোকের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকাতে প্রায় সকল ভাষ্যকার এবং টীকাকারই এই "মহা" শব্দকে মহা শব্দের পরবর্ত্তী বৃষভ শব্দের বিশেষণ স্থির করিয়া শ্লোকার্থ প্রদান করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম উপলব্ধি করিতে কাহারই কাল বিলম্ব হইবে না। এই স্থানের এই "মহা" শব্দটি কেবল বৃষের নহে, পরন্তু ত্রিশূল, চন্দ্র, সর্প এবং বৃষ সকলেরই বিশেষণ রূপে যে ব্যবহৃত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার স্থল মাত্র নাই (৫৪৯)। সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র ত্রিশূল যে দেবী করে কখনও ধৃত হয় নাই, প্রলয় কার্য্যসাধক মহা অস্ত্র ত্রিশূল যে

---

(৫৪৮) চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের কোনও কোনও টীকাকার "মাহেশ্বরী স্বরূপেণ মহেশ্বর শক্তিরূপেণ উপলক্ষিতে" লিখিয়া মহাদেবী মহেশ্বরীর পরিচয় প্রদান কার্য্য অতিসংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়াছেন। নানা পুরাণের নানা স্থানে মাহেশ্বরী সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং মহাদেব, দেবী মাহেশ্বরী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ তত্ত্ব কূর্ম্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এখানে সন্নিবেশ করা যাইতেছে,—

"অয়ং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ। বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধেশ্বরঃ॥
ন মে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেবাদ্যা ন মহর্ষয়ঃ। একোঽয়ং বেদবিদ্দেবো ভবানী বিষ্ণুরেব চ॥
অহং হি নিষ্ক্রিয়ঃ শান্তঃ কেবলো নিত্যবিগ্রহঃ। মামেব কেশবং দেবমাহুর্দ্দেবীমথাম্বিকাং॥
এষ ধাতা বিধাতা চ কারণং কার্য্যমেব চ। কর্ত্তা কারয়িতা বিষ্ণুর্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
ভোক্তা পুমানপ্রমেয়ঃ সংহর্ত্তা কালরূপধৃক্। স্রষ্টা ধাতা বাসুদেবো বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ॥
কূটস্থো হ্যক্ষরো ব্যাপী যোগী নারায়ণঃ স্বয়ং। তারকঃ পুরুষো হ্যাত্মা কেবলং পরমং পদং॥
এষা মাহেশ্বরী গৌরী মম শক্তির্নিরঞ্জনা। শান্তা সত্যা সদানন্দা পরং পদমিতি শ্রুতিঃ॥ (কূর্ম্মপুরাণম্)

(৫৪৯) পুরাণ মধ্যে এমন অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শ্লোক মধ্যস্থিত একটি বিশেষণ পদ, পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী কতগুলি বিশেষ্যের গৌরব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

এই শ্লোকের "পুরী" শব্দে উৎকল দেশের সমুদ্র তীরস্থ শ্রীক্ষেত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা বলিলে গণনাতে সাতের স্থানে আটটি মোক্ষ ক্ষেত্র হইয়া যায়। শ্লোকে কথিত সাতটি মোক্ষ ক্ষেত্র সংখ্যা স্থির রাখিতে হইলে, অযোধ্যাপুরী, মথুরাপুরী, মায়াপুরী, কাশীপুরী, কাঞ্চিপুরী, অবন্তিকাপুরী, দ্বারাবতীপুরী অর্থে এখানকার এই "পুরী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাই স্থির করিতে হইবে। বাল্মীকী রামায়ণে অযোধ্যাকে মহাপুরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বরাহপুরাণে মথুরাকেও মহাপুরী বলা হইয়াছে। কাশীখণ্ডের অনেক স্থানে কাশীকে কাশীপুরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ "মহা" শব্দটিকেও এখানে ত্রিশূল, চন্দ্র, সর্প, বৃষভ এই চারিশব্দ সহিত যোগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

মহাদেবের করে দেবী এক সময়ে সমর্পন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে ৫১৭ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে ৪৯৮ সংখ্যক টীকাতে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। মহাদেব চিরকাল, মহাকালরূপী যে অনন্ত সর্পকে স্বকণ্ঠে দোলায়মান রাখিয়াছেন, সেই সর্প দেবী মাহেশ্বরীর কণ্ঠাভরণ রূপে এখানে বর্ণিত হওয়া ভিন্ন সাধারণ একটা জঙ্গলা সাপকে ধরিয়া শোভার জন্য দেবীর কণ্ঠে স্থাপন করা হয় নাই ইহা মনে করিতে কোনই ক্ষতি নাই। এক দিকে দেবী করের ত্রিশূল এবং দেবী কণ্ঠের কালসর্প যেমন তাঁহার সৃষ্টি সংহার ক্রিয়া সাধক সামগ্রী সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহার নেত্রদ্বয় মধ্যে সংস্থিত অমৃতের আধার চন্দ্রকে সৃষ্টিপালক এবং সৃষ্টিপোষক বলিয়া নানা পুরাণের নানা স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে (৫৫০)। এ অবস্থাতে রজনীতে আকাশ পথে জ্যোৎস্না বিকীরণ ক্রিয়ারত চন্দ্রমাকে সাধারণ চন্দ্র আর সৃষ্টিপোষক অমৃতক্ষারক অন্যবিধ কার্য্যসাধক চন্দ্রদেবকে মহাচন্দ্র আখ্যা দান করিতেও কোন বাধা নাই। এই দৃষ্টিতে এই শ্লোকের "মহা" শব্দকে চারিটি বস্তুরই বিশেষণ বলা যাইতে পারে।

৫৯০ সংখ্যক শ্লোকের "ময়ূর কুক্কুটবৃতে" উক্তি লইয়া কোনও কোনও টীকাকার নানারূপ পঙ্কিল অর্থ-ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার লিখিয়াছেন,—"ময়ূর কুক্কুটবৃতে ময়ূরশ্চ কুক্কুটশ্চ তাভ্যাং বৃতে বেষ্টিতে।" যে কৌমারীশক্তি মুরগী এবং ময়ূরেরদ্বারা বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। অগ্নিদেবের মুখ নিস্থত স্তুতির এরূপ অর্থ করিলে ময়ুর এবং মুরগী উভয়কেই এক যোগে দেবী কৌমারীর বাহন সিদ্ধান্ত করিতে হয়। হংস বাহনে ব্রহ্মাণীকে, বৃষভবাহনে মাহেশ্বরীকে এবং অন্যান্য দেবীগণকে ভিন্ন ভিন্ন বাহনে আরূঢ়া বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। কৌমারী দেবী, এ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দুইটি পক্ষীকে একযোগে বাহন করিয়া তাহাদের দুইটির পৃষ্টের উপরেই এক সময়ে উপবিষ্টা ছিলেন সিদ্ধান্ত করা যেরূপ অসঙ্গত, একবার ময়ূরের উপর, একবার ময়ূর ত্যাগ করিয়া মুরগীর উপর আরোহন করাও দেবীর পক্ষে তদ্রূপ অশোভনীয়। হয়তঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই দেবী-ভাষ্যকার, প্রাচীন টীকাকার পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া এই স্থানের অর্থ করিয়াছেন,—কুক্কুট অর্থে মুরগী নহে পরন্তু "পিচ্ছ" অর্থাৎ পুচ্ছ। অর্থাৎ ময়ূরের পুচ্ছদ্বারা আবৃত হইয়া দেবী কৌমারী অবস্থান করিতেছেন। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষেও এই একটি বাধা উপস্থিত হয় যে, এক্ষেত্রে ময়ূরের পুচ্ছ বা লেজের অংশ মধ্যে দেবী কৌমারী

(৫৫০) অগ্নিপুরাণে এবং রুদ্রযামল তন্ত্রে চন্দ্রের উৎপত্তি বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আবৃত বা লুক্কায়িত হইয়া থাকিবার কোনই কারণ উপলব্ধি হয় না। কায়স যেমন কাকের নামান্তর দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন সংস্কৃত অভিধানে সেইরূপ কুক্কুট শব্দকেও ময়ূরের নামান্তর বলিয়া কথিত হয় জানা যাইতেছে (শব্দ কল্পদ্রুম অভিধান দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই পন্থা ধরিয়াও এখানে অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। কারণ একই জীবের দুইটি নাম এখানে পাশাপাশি ব্যবহার হইবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এজন্য কুক্কুটাকৃতি ময়ূর বিশেষ দেবীর বাহন ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন টীকাকারগণের সৃষ্ট কুক্কুট শব্দার্থ প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকা হইতে বাহির হইতে পারিবার আর কোন সহজ উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কুক্কুট শব্দ যে এখানে ময়ূরের বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার আরও যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতীয় ময়ূর পক্ষীর বর্ণনা আধুনিক য়ুরোপীয় জীবতত্ত্ব (Zoology) গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও কোনও কোনও স্থানে এখনও কুক্কুটাকৃতি ময়ূর পক্ষীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে (৫৫১)। এইরূপ কুক্কুটাকৃতি ময়ূর, দেবী কৌমারীর বাহন ছিলেন, সিদ্ধান্ত করিতে বাধা নাই।

---

(৫৫১) ইংরাজী ভাষাতে ময়ূরকে Peafowl বা Peacock বলা হয়। জীবতত্ত্ব গ্রন্থে ইহাদিগকে Pavo-cristalus জাতীয় পক্ষীর অন্তর্ভূক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। বানরের ন্যায় ময়ূর ও নানা স্থানে নানা আকারের নানা জাতির দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে সময়ে সুগ্রীব. সীতা অন্বেষণে ভারতের নানা স্থানে দলে দলে তাঁহার বানর সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে সুগ্রীবের আহ্বানে নানা দেশ হইতে নানা বর্ণের নানা রূপধারী বানরগণ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল বানরগণ মধ্যে কতগুলি নীলবর্ণ, কতগুলি শ্বেতবর্ণ, কতগুলি কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বৃহল্লাঙ্গুল, কেহ ক্ষুদ্রলাঙ্গুল, কেহ অতি ক্ষুদ্রকায়, কেহ অতি বৃহৎ দেহবিশিষ্ট এই প্রকার বহু বিধ বানরের উল্লেখ আছে। দধিমুখ বানর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ ব্যবহারদ্বারা পৃথক করিয়া এই স্থানে এই সকল বানরের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এ দেশে সচরাচর দুই জাতীয় পেচকপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। একক "কালপেঁচা" অন্যকে "লক্ষ্মীপেচা" বলা হয়। লক্ষ্মীপেচাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং শ্বেতবর্ণ পালক বিশিষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীপেচককে লক্ষ্মীদেবীর বাহন বলা হয়। এইরূপ ময়ূরপক্ষীও নানা স্থানের নানা বর্ণের ও নানা আকারের নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। জীবতত্ত্বগ্রন্থে যাবাদ্বীপে কুক্কুটাকৃতি, মস্তকে চূড়াবিশিষ্ট এক জাতীয় ময়ূরের উল্লেখ আছে। যথা—

"The gorgeous plumage of the cock is slowly acquired, the young males being like the females. There is at least one other species of the genus, P. muticus, a beautiful form from the Indo-Chinese countries and Java, while opinions differ as to whether the 'japanned pea-cock' (P. nigripennis) is a valid species or a variety,"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫৯১ সংখ্যক হইতে ৫৯৫ সংখ্যক পাঁচটি শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকা বৈষ্ণবী মাতৃকারূপে, বারাহী মাতৃকারূপে, নৃসিংহ মাতৃকারূপে, ইন্দ্রাণীরূপে এবং শিবদূতীরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাসুরবধ কার্য্য যেভাবে সংসাধন করিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষেপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল শ্লোক মধ্যে এমন কোন দুর্ব্বোধ্য অর্থ-মূলক শব্দ দেখা যাইতেছে না

ইংরাজী ভাষাতে "কক্" শব্দার্থে মুরগী বুঝায় কিন্তু তাহার সহিত "পি" শব্দ যোগ করিয়া "পি-কক্" বলিলে ময়ূর বুঝিতে হয়। ইংরাজী ভাষাতে ময়ূরের সহিত কুক্কুটের নামগত শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা ভিন্ন আকার এবং ব্যবহার-গত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ময়ূরে কুক্কুটে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের অনেক স্থানে ভোজনের টেবিলে মুরগীর ন্যায় ময়ূরমাংসেরও অতিশয় সমাদর দেখা যায়। যথা—

"Pea-cocks were introduced into Europe at a very early period, and alike in Rōme and at a very much later date in England were regarded as a delicacy for the table. The eggs, which number from four to ten, are edible."

পুরাকালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যসময়ে ভোজনের জন্য জীবহত্যাকারীকে রাজা অশোকের আদেশে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, রাজা অশোক নিজে প্রত্যহ পবিত্র ময়ূর-মাংস আহার করিতেন।

"In early life Asoka is believed to have been a Brahminical Hindu, specially devoted to Siva, a god whose consort delights in bloody sacrifices. * * * only three living creatures at the most, namely, two pea-cocks and one deer being killed each day ; and in 257 B. C. even this limited butchery was put an end to."

যে রাজা অশোক তাঁহার রাজ্যমধ্যে ছাগ-বলি প্রদানকারীর শিরশ্ছেদের বিধান করিয়াছেন, সেই রাজা অশোক স্বয়ং এত ময়ূর-মাংসানুরক্ত ছিলেন যে ময়ূর-মাংস প্রত্যহ আহার করিতেন! ইহা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, কিন্তু উপরে ও নিম্নে উদ্ধৃত ঐতিহাসিক উক্তি দুটী ইহা সমর্থন করিতেছে,—

"It is easy to understand that believers in ideas of this kind may be led logically to regard the life of an insect as entitled to no less respect than that of a man. In practice, indeed, the sanctity of animal was placed above that of human life ; and the absurd spectacle was sometimes witnessed of a man being put to death for killing an animal, or even for eating meat. The most pious Buddhist and Jain kings had no hesitation about inflicting capital punishment upon their subjects, and Asoka himself continued to sanction the death penalty throughout his reign. He was content to satisfy his humanitarian feelings by a slight mitigation of the sanguinary penal code inherited from his stern grandfather in conceding to condemned prisoners three days' grace to prepare for death."

THE EARLY HISTORY OF INDIA By Vincent A. Smith.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যাহার অর্থ-নিষ্কাসন জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে; এজন্য তাহার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ ৫৯৬ সংখ্যক শ্লোকের (অর্থাৎ যথায় চামুণ্ডারূপে যে-সময় দেবী চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ড অসুরসেনাপতিদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ছিন্নমস্তক দুইটি লইয়া মুণ্ডমালা গাঁথিয়া নিজ গলদেশে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই সময়ের সেই ভয়ঙ্কর ভাববিকাশক দেবীর ভীষণমূর্ত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই শ্লোকের) অর্থব্যাখ্যা লইয়া এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থপ্রদান-সময়ে অনর্থক "নরমুণ্ডমালা" শব্দের অবতারণা করিয়া এখানে একটি অনাবশ্যকীয় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন (৫৫২)। "নরমুণ্ড" বলিতে সাধারণতঃ সকলেই মানুষের মুণ্ড বুঝিয়া থাকেন। কালিকা-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা দেবী যখন যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড অসুরদ্বয়কে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্নমুণ্ড দুইটি হস্তে ধারণ করিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে চণ্ডিকাকে তাহা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তখন দেবী চণ্ডিকা আহ্লাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"দেবি। তুমি অদ্য হইতে "চামুণ্ডা" নামে বিশ্বে বিখ্যাতা হইয়া রহিবে।" এই ঘটনা হইতেই যে দেবী কালিকার "চামুণ্ডা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, সেই চামুণ্ডাদেবীর গলে দোদুল্যমান মুণ্ডমালাকে "নরমুণ্ডমালা" বলিয়া শ্লোকার্থ প্রদান করা টীকাকারগণের পক্ষে এখানে সঙ্গত হয় নাই। "নর" শব্দে পুরুষমূর্ত্তিধারী এবং "নারী" শব্দে স্ত্রী-মূর্ত্তিধারিণী অনেকেই বুঝিয়া থাকেন। সাধারণ লোকেও "নরহাতী" এবং "মাদিহাতী" শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কালিকাদেবীর স্তবের মধ্যে তন্ত্রে এবং পুরাণের অনেক স্থানে "নৃমুণ্ডধারিণী"

এ দেশের অনেক স্থানে হিন্দুসমাজে দেবী কৌমারীর বাহন বলিয়া ময়ূরকে এখনও অতিশয় সম্মান করা হইয়া থাকে। এমন কি, মথুরা-বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন কোন ইংরেজ বনের ময়ূরপক্ষী শীকার করিয়া গ্রামবাসী লোকগণ দ্বারা প্রহারে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন—এমন কথা সংবাদপত্রে পাঠ করা গিয়াছে। কুক্কুটকে এদেশের কোন স্থানেই দেবীবাহন বলিয়া এরূপ সম্মান করা হয় না, বরং অপবিত্র পক্ষী বলিয়া অনেক স্থানে মুরগীকে ঘৃণা করা হয়। চণ্ডীগ্রন্থের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা লেখকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ময়ূর এবং কুক্কুট দুই শ্রেণীর পক্ষী দেবী কৌমারীর বাহন হইলে হিন্দুগণ এই দুই শ্রেণীর পক্ষীর প্রতি এরূপ বিভিন্ন প্রকার আচরণ কখনই করিতেন না।

(৫৫২) দংষ্ট্রাভিঃ করালং ভীষণং বদনং যস্যাঃ শিরোমালা নরমুণ্ডময়ীমালা সৈবভূষণং যস্যাঃ মুণ্ডং মুণ্ডাসুরং মথ্নাতীতি রমাদিত্বাৎ ণনঃ। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"হে চামুণ্ডে! তোমার বদনমণ্ডল দশনপংক্তির দ্বারা ভীষণ হইয়াছে, তুমি নরশিরোমালা ধারণ করিয়াছ, তুমি মুণ্ডাসুরমথিনী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি॥" (দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ)

বা "নৃমুণ্ডমালিনী" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে-সকল স্থানেও পুরুষ-মূর্ত্তিধারী অসুরগণের ছিন্নমুণ্ডের মালা দেবী কালিকার কণ্ঠদেশে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সকল স্থানের অর্থ গ্রহণ করা হয়। কারণ, স্ত্রী-মূর্ত্তিধারিণী অসুরপত্নীগণকে দেবী চামুণ্ডা কখনও কোন যুদ্ধে বধও করেন নাই বা অসুরপত্নীগণের ছিন্নমস্তকের মালা গাঁথিয়াও দেবী চামুণ্ডা কখনও তাঁহার কণ্ঠদেশে তাহা ধারণ করেন নাই। দেবী কালিকাকর্তৃক মানব-মানবীর কাটামুণ্ডের মালাধারণের কথাও পুরাণে দেখা যায় না, বরং দেবমুণ্ডের মালার উল্লেখ দেখা যায় (৫৫৩)। এই সকল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, টীকাকারগণের প্রদত্ত এস্থানের "শিরোমালা" শব্দের "নরমুণ্ডমালা" অর্থ টীকে স্থানের অনুপযোগী অর্থ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

৫৯৭ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে, তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, তুমি মহাবিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি পুষ্টি, তুমি স্বধা, তুমি ধ্রুব, তুমি মহারাত্রি এবং পুনর্ব্বার তুমি মহাবিদ্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়া অগ্নিদেব স্তুতি করিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে দেবী চণ্ডিকার এই সকল

---

(৫৫৩) শিবপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, দক্ষ-যজ্ঞধ্বংশ কালে মহাদেবের ইচ্ছাতে দেবী মহাকালীর বা ভদ্রকালীর এবং দেব বীরভদ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। বীরভদ্রের ভীষণ মূর্ত্তির বর্ণনা মধ্যে তাঁহার গলে দেব-মুণ্ডমালার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ এবং চক্ষু হাজার হাজার হইয়াছিল; তিনি সহস্র মুদ্গর, সহস্র শর এবং দীপ্তকার্ম্মুকধারী; তাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক এবং গদাও ছিল; তাঁহার অপর হস্তে চক্র ও বজ্রও ছিল; অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা তাঁহার শিরোদেশ ভূষিত ছিল; বজ্রদ্বারা তাঁহার হস্ত প্রদ্যোতিত হইয়াছিল; তাঁহার কেশ সকল বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছিল; তাঁহার দন্ত অতি করাল; মুখ ও উদর অতি মহৎ; তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতের মত, ওষ্ঠ লম্বমান, শব্দ মেঘ ও সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং পরিধানে রুধিরস্রাবকারী ব্যাঘ্রচর্ম্ম; তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় দুই গণ্ড সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে শোভিত এবং মস্তক শ্রেষ্ঠদেবগণের মুণ্ডমালাবলিতে বেষ্টিত।

(বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শিবপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

"তখন শঙ্কর কালাগ্নিসন্নিভ বীরভদ্রকে ভদ্রকালীর সহিত অবস্থিত দেখিয়া "মঙ্গল হউক" এই কথা বলিলেন। বীরভদ্র দেবীর সহিত মহাদেবকে নিবেদন করিলেন, "হে মহাদেব! আমি কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন।" অনন্তর ত্রিপুরহন্তা মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয়কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে মহাবাহু বীরভদ্রকে বলিলেন, 'হে গণেশ্বর! তুমি ভদ্রকালীর সমভিব্যাহারে আছ, অতএব সদ্য: প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর; এই তোমার কার্য্য।" (ঐ অনুবাদ)

শিবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই দেবী ভদ্রকালীই কিছুকাল পরে হিমগিরিরাজকন্যারূপে গিরিরাজ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে কেহ তাঁহাকে পার্ব্বতী, কেহ তাঁহাকে কালী, কেহ তাঁহাকে উমা ইত্যাদি নানা নামে সম্বোধন করিয়াছেন।

নাম উল্লেখ করিয়া ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন এবং ঐ সকল স্থানে কথিত চণ্ডিকাদেবীর ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নামের টীকাকারগণ-প্রদত্ত অর্থের দোষগুণ আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যগত তাৎপর্য্যার্থ প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ যে তদতিরিক্ত অন্যবিধ অর্থ প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (৫৫৪) তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আবশ্যক এস্থলে উপলব্ধি করিতেছি। দেবীভাষ্যকার-প্রদত্ত ব্যাখ্যা পাঠে জানিতে পারা যাইতেছে—লক্ষ্মী অর্থে এখানে হস্তপদ-বিশিষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে না বুঝিয়া শ্রী-বীজমন্ত্র বুঝিতে হইবে। ধ্রুব শব্দার্থে প্রণব মন্ত্র বুঝিতে হইবে। মহাবিদ্যা শব্দার্থে দেবী চণ্ডিকাকে মহামন্ত্রস্বরূপা বুঝিতে হইবে। তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকা-লেখক অর্থ করিয়াছেন—লক্ষ্মী অর্থে মানুষের সম্পদ্ অর্থ জানিতে হইবে। লজ্জা শব্দার্থ-প্রদান সময়ে টীকাকার লিখিয়াছেন—"লজ্জে জগুপ্সিতকরণে কুৎসারূপে সম্মার্গপ্রবৃত্তিরূপে ইতি যাবৎ শক্তিবিশেষরূপে" ইত্যাদি। দেবীভাষ্যকার-প্রদত্ত বীজমন্ত্র অর্থ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, কারণ তন্ত্রশাস্ত্রের উক্তি অনুসারে মন্ত্র এবং মন্ত্রের লক্ষ্যভূতা দেবী এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এখানে অগ্নিদেব অন্তরে "শ্রীবীজ" চিন্তা করিয়া এবং মুখে "লক্ষ্মী" শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন—এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। অগ্নিদেবের স্তুতিতে উক্ত লক্ষ্মী-লজ্জাদি প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ দ্বারা অগ্নিদেব, ঐ সকল নামবাচক শব্দে হস্তপদাদি-বিশিষ্টা যে মূর্ত্তিময়ী দেবীগণকে বুঝায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তা করিয়া, দেবী চণ্ডিকা এবং ঐ সকল রূপে অবির্ভূতা দেবীগণ যে এক এবং অভিন্না ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য একই শ্লোক মধ্যে দুইবার "মহাবিদ্যা" বলিয়া দেবী চণ্ডিকাকে অগ্নিদেব সম্বোধন করিয়াছেন দেখিয়া, কোনও কোনও টীকাকার প্রথম স্থানের "মহাবিদ্যা" শব্দার্থে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং দ্বিতীয় স্থানের "মহাবিদ্যা"শব্দার্থে মহা+অবিদ্যা=মহাবিদ্যা অর্থ করিয়াছেন।

---

(৫৫৪) "লক্ষ্মীতি ঋগ্বেদচতুর্থাষ্টকচতুর্থাধ্যায় চতুস্ত্রিংশবর্গানন্তর পরিশিষ্টাত্মক সপ্তবিংশ্যতৃচরূপ শ্রীসূক্তাভিহিত স্বরূপে। শ্রীবীজরূপে বা। লজ্জে! লজ্জাবীজরূপে! স্বধামন্ত্ররূপে! ধ্রুবে প্রণবস্বরূপে। অতএব মহাবিদ্যে; মহামন্ত্ররূপে! মহারাত্রিঃ, কালরাত্রিরিতি মন্ত্রাংশ ব্যাখ্যানাবসরে প্রোক্তা। যদ্বা রাত্রিসূক্তোক্তরূপা মোহ হেতুত্বেন রাত্রিতুল্যত্বয়া পরমাত্মসাহিত্যেন মহত্ত্বাচ্চ মহারাত্রিশব্দেন দুর্গাভিধীয়তে। মহারাত্রিশব্দপ্রবৃত্তি নিমিত্তং স্ফুটীকরোতি মহাবিদ্যে ইতি। অবিদ্যা মোহঃ। অন্যার্থান্তরং পূর্ব্ববদূহ্যম্। অনেনৈশ্বর্য্যং দর্শিতং সর্ব্বাত্মত্বঞ্চোপলক্ষিতম্॥" (দেবীভাষ্য)

"লক্ষ্মি! হে লক্ষ্মি সম্পদ্রূপে হে লজ্জে জুগুপ্সিতকরণে কুৎসারূপে সন্মার্গপ্রবৃত্তিরূপে ইতি যাবৎ শক্তিবিশেষরূপে বা হে মহাবিদ্যে।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

এ স্থানে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় নাই, কারণ অবিদ্যা শব্দের সহিত মহা শব্দের যোগ অনাবশ্যক (৫৫৫)। কোন একটি শব্দের অর্থনির্ণয় করিবার সময় গোলযোগ উপস্থিত হইলে, ঐ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শব্দ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ অনুসন্ধান করিতে হয়। এ স্থলে এক মহাবিদ্যা শব্দের পূর্ব্বে "লক্ষ্মী" প্রভৃতি দেবীর নাম বিন্যস্ত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে এবং অন্য মহাবিদ্যা শব্দের পূর্ব্বে দেবীর "মহারাত্রি" নামের উল্লেখ আছে। পুরাণে দশ-মহাবিদ্যার নাম মধ্যে লক্ষ্মী বা কমলা দেবীর নাম দেখা যায়। তন্ত্রে কালীর অন্য নাম লজ্জা। এজন্য এখানে, তুমিই লক্ষ্মী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা—এইরূপ অর্থে মহাবিদ্যা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। "মহারাত্রি" শব্দার্থে অভিধানে যে সকল অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে—মহাপ্রলয়ের নিশি। "তুমি মহারাত্রি" অর্থে "হে দেবি! তুমি মহাপ্রলয়-নিশিস্বরূপা"—এই কথা বলিয়া অগ্নিদেব যে এখানে দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিদ্যা শব্দে "জ্ঞান"ও বুঝাইয়া থাকে। "হে দেবি! তুমি মহা-প্রলয়কালের মহাজ্ঞানরূপা"—এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে বাধা কি? জ্ঞান কোন এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্বাভাবিক। ব্রহ্মজ্ঞান, শক্তিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টান্তস্থলে আনয়ন করা যাইতে পারে। প্রলয়কালে সমস্তই মহাশূন্যে বিলয় হইয়া যায়। এজন্য এস্থানে "হে দেবি! তুমি মহাপ্রলয় কালের মহাশূন্যময়ী মহাজ্ঞানস্বরূপা" বলিয়া অগ্নিদেব দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন--এরূপ উচ্চভাবের অর্থ গ্রহণ না করিয়া, "তুমি মহারাত্রি" অর্থাৎ "তুমি ঘোর অন্ধকার রাত্রি আর তুমি একটা বিকট অবিদ্যারূপা দেবী"—এরূপ অর্থ স্থির করা সঙ্গত হয় না।

৫৭৮ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে মেধা শব্দের সম্বোধনে "মেধে" লিখিত থাকায় এই মেধা শব্দের অর্থে কোনও কোনও টীকাকার লিখিয়াছেন—"হে মেধে, সকলার্থ-অবধারণশক্তে!" এ স্থানে এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলেও ক্ষতি নাই। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের প্রথম চিত্রে মধুকৈটভ-বধ সময়ে, ব্রহ্মা তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য অতি কাতরভাবে দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তব করিয়া-ছিলেন, তাহার এক স্থানে দেবীকে তিনি "মহামেধা" এবং পরক্ষণেই "মহাস্মৃতি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এইস্থানের "মেধা" অর্থে পূর্ব্বকল্পের স্মরণশক্তিসম্পন্না এবং মহা

(৫৫৫) "মহাবিদ্যা উপনিষৎ। শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধি। পুষ্টি সহিতে স্বধে। মহতী অবিদ্যা সর্ব্বাবরণসমর্থো মহামোহঃ তদ্রূপ।" (নাগোজী ভট্ট)

অস্মৃতিময়ী অর্থাৎ সদা বিস্মৃতা বা স্মৃতিশক্তিশূন্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেবীর পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবের বর্ণনা করিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র ভাব ব্রহ্মার এই স্তুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভবধ সময়ের দেবীস্তুতিতেও তাঁহার স্মৃতি এবং বিস্মৃতি রূপের কথা আছে। "মেধা" শব্দের যে অর্থ সেই সকল স্থানে আমরা গ্রহণ করিয়াছি, সেই অর্থ এখানেও গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। "তুমিই সকলের সর্ব্ববিষয়ের স্মৃতিস্বরূপা" ইহাই বলিয়া অগ্নিদেব দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন—মনে করিলে অন্যায় হইবে না (৫৫৬)। ইহার

---

(৫৫৬) অনেকেই "মেধা" অর্থে গ্রন্থকণ্ঠস্থ করা বুঝিয়া থাকেন। তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকাকার যেমন "মেধে" অর্থে "সকলার্থাবধারণশক্তে" লিখিয়াছেন, সেইরূপ "চতুর্ধরী" টীকাতেও "মেধে" শব্দের অর্থে "বহুগ্রন্থধারণশক্তি" লিখিত হইয়াছে। "মেধা" শব্দের এই দুইটি অর্থের কোনটিই স্থানোপযোগী অর্থ নহে। এই উভয় টীকাকারের সম্পূর্ণ উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, কারণ মূল অর্থ নিষ্কাসনের পথ পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁরা কতদূরে বাহিরে চলিয়া যাইতে অভ্যস্ত তাহা সম্পূর্ণ টীকা পাঠ না করিলে জানিতে পারা যাইবে না।

"মেধে। হে মেধে সকলার্থাবধারণশক্তে! হে সরস্বতি বাগ্‌দেবতে! হে বরে শ্রেষ্ঠে ভূতি ঐশ্বর্য্যরূপে! পূর্ব্ববৎ ঈঃ। হে বাভ্রবি বৈষ্ণবি! যদ্বা মাহেশ্বরি! যদ্বা মহতি! "বভ্রুর্বৈশ্বানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে। বিশালে নকুলে পুংসি পিঙ্গলেত্বভিধেয়বদি"তি মেদিনী। হে তামসি তমোময়ি! বভ্রুশব্দেন রজোগুণ উচ্যতে, ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। হে নিয়তে নিশ্চয়াত্মিকে! যদ্বা নিয়তিঃ প্রাচীনং কর্ম্ম তদ্রূপে দৈবরূপিণি। হে ঈশে সকলকরণসমর্থে! ত্বং প্রসীদ। অত্র পদ্যান্তরং ক্বচিৎ দৃশ্যতে তদনার্ষং মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ কেনাপি টীকাকৃতা ন ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"মেধা বহুগ্রন্থধারণশক্তিঃ। সরস্বতী বাগ্‌দেবতা। বরে শ্রেষ্ঠে ভূতিঃ সত্ত্বম্। কারণে কার্য্যোপচারাৎ তদ্যোগা ভূতিঃ সাত্ত্বিকী তস্যাঃ। বাভ্রবীতি বভ্রুশব্দেনাত্র রজোগুণোবিবক্ষ্যতে। তদ্যোগাদ্বাভ্রবী রাজসীত্যর্থঃ। তস্যাঃ সংবুদ্ধৌ। তামসী তমোগুণবতী তস্যাঃ সংবুদ্ধৌ অথবা ভূতিরুত্তরোত্তর সংপত্তিঃ বাভ্রবী বভ্রুবংশভবা যা দেবীত্যর্থঃ। অন্য আহ ভূতির্দেবযোনিঃ বাভ্রবী বৈষ্ণবী "বিপুলে নকুলে বিষ্ণৌ বভ্রুর্না কপিলে ত্রিষু" ইত্যভিধানাৎ। তামসী নিদ্রা পুষ্টির্ভূতীতি ছান্দসত্বাদেকত্বাভাবঃ। নিয়তে নিশ্চয়ে দীক্ষেতি যাবৎ। প্রাচীনং কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী বা তস্যাঃ সংবুদ্ধৌ।" (চতুর্ধরী)

অন্যান্য টীকাকারগণ মধ্যেও প্রায় সকলেই "মেধা" শব্দের এইরূপ স্থানের অনুপযুক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছেন। "মেধা" শব্দের স্থানোপযোগী অর্থ অনুসন্ধান করিবার জন্য চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই।

দেবগণ কৃত দেবী চণ্ডিকার স্তুতি মধ্যে এক স্থানে কথিত হইয়াছে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।"

ইহার পরক্ষণেই দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

ভ্রান্তি শব্দার্থে ভুল বা বিস্মৃতি বুঝায়। যে দেবীকে একাধারে স্মৃতিরূপা এবং বিস্মৃতিরূপা বলিয়া এক সময়ে ব্রহ্মা এবং আর এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্তব করিয়াছেন, সেই দেবী চণ্ডিকাকে অগ্নিদেব আবার এখানে সর্ব্বজীবের মেধাস্বরূপা বা স্মৃতিশক্তিস্বরূপা বলিয়া স্তব করিয়াছেন মনে করিলে অন্যায় হইবে না। এই দৃষ্টিতে তত্ত্বপ্রকাশিকা-

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরে, "তামসী" অর্থাৎ তমগুণযুক্তা এবং "বভ্রূ" অর্থাৎ রজোগুণযুক্তা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু দেবীকে সত্ত্বগুণসম্পন্না না বলিয়া তাঁহাতে স্থিত তাঁহার অপর দুই গুণের কথাই

টীকাকারের প্রদত্ত অর্থ—"হে মেধে সকলার্থাবধারণশক্তে" ঠিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত হইবে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অগ্নি বারম্বার নানা স্থানে নানা সময়ে দেবী চণ্ডিকাকে "তুমি স্মৃতিরূপা" বলিয়া কেন স্তব করিয়াছেন, ইহার কারণ জানিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। এজন্য "স্মৃতি" শব্দের মধ্যে দেবীর কি এক বিশাল ঐশী শক্তি সর্ব্বদা নিহিত রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান এবং আলোচনা এ ক্ষেত্রে অসাময়িক হইবে না। স্মৃতিশক্তি দ্বারাই মানুষ মনুষ্যত্ব আয়ত্ত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাহার স্মৃতিশক্তি যত দুর্ব্বল তাহার চিন্তাশক্তি ততই নিস্তেজ। স্মৃতিহীন ব্যক্তি চিন্তাতে অশক্ত। স্মৃতিশক্তিশূন্য মানুষে আর বৃক্ষলতাতে পার্থক্য অধিক নাই। উভয়েরই মধ্যে জীবনীশক্তি এবং সুখদুঃখবোধশক্তি অল্পবিস্তর আছে, কেবল একে স্মৃতিশক্তির প্রভাব এবং অন্যে স্মৃতিশক্তির অভাব হেতুতেই দেব, দানব, মানব এবং পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, ক্রিমিকীট এবং বৃক্ষলতাতৃণের মধ্যে চৈতন্যগত বিপুল পার্থক্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। এ সময়ের ইংরাজিশিক্ষিত একটি যুবক এবং প্রাচীন কালের একজন ঋষি বা একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে যে প্রজ্ঞানঘটিত বিপুল পার্থক্য আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের মধ্যস্থিত স্মৃতিশক্তির তারতম্য। পূর্ব্বকালে এ দেশের একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেবল গুরুমুখে শুনিয়া এক লক্ষ বেদের শ্লোক যে স্মৃতিশক্তিবলে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিতেন, সেই স্মৃতিশক্তির দৌর্ব্বল্যে বা অভাবে এখনকার অনেক স্কুলের যুবক পূর্ব্বদিনের অধীত ভূগোল গ্রন্থে লিখিত নিজদেশের নদনদীর নাম পরদিন বলিতে পারেন না। এখন অনেকে বহুকষ্টে পিতার নাম স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন, কিন্তু প্রপিতামহের নাম জিজ্ঞাসিত হইলে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন। স্মৃতিশক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহারা নিম্নস্তরের জীবকুল মধ্যে ক্রমে নামিয়া পড়িতেছেন, তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তিও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিতেছেন। যে স্মৃতিশক্তি আয়ত্তদ্বারা মানুষ দেবত্বে যাইয়া পৌছিতে পারেন এবং যে স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটিতে থাকিলে মানুষ ক্রমে পশুত্বে বা জড়ত্বে যাইয়া নামিয়া পড়েন, মানব উন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপাদান সেই স্মৃতিশক্তির মূলাধার দেবী চণ্ডিকাকে "দেবি! তুমিই স্মৃতিস্বরূপা" বলিয়া দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ স্তুতি না করিবেন কেন? দেবপূজ্য এই স্মৃতিশক্তিকে বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি চক্ষে কি ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনাও এস্থানের অনুপযোগী হইবে না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্ডুইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—স্মৃতি বস্তুটা মানুষের অন্তঃকরণে অতীতকালের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, আমাদের বোধের সম্মুখে যে সকল ঘটনা অবিরত সংঘটিত হইতেছে, ফটোগ্রাফের ন্যায় আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে তাহার ছায়া পর পর রক্ষিত হইয়া চলিয়াছে। এই ছায়াচিত্রগুলি যাঁহার সুস্থ মস্তিষ্ক মধ্যে সদা সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, তিনিই প্রয়োজনানুসারে তাহা খুলিয়া মনশ্চক্ষুদ্বারা সন্দর্শন করিতে পারেন। যাঁহার দেহযন্ত্রে চতুষ্পার্শ্বস্থ কার্য্যের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা, তাহা সযত্নে রক্ষাকরা এবং প্রয়োজনানুসারে তাহা উদ্ঘাটন করা—ক্রিয়া সকল যথাকালে ভালভাবে সংসাধিত হয়, তিনিই স্মৃতিবান বা স্মরণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। দেহে রক্তের অভাব ঘটিলে স্নায়ুবীয় দৌর্ব্বল্যে, কার্য্যে মনোসংযোগের অভাবে বা নানাবিধ দেহগত পীড়াতে অনেক মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থিত এই সকল কার্য্য ভাল ভাবে চলিতে পারে না। যাহাদের দেহযন্ত্রে এই সকল ক্রিয়াপরিচালনা-শক্তির অভাব আছে, তাঁহাদের

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কেবল মাত্র অগ্নিদেব এখানে উল্লেখ করিবেন কেন ? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। এজন্য এই শ্লোকের প্রথমেই দেবী চণ্ডিকাকে যে সরস্বতী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই তাঁহার সত্বগুণপ্রকাশক মূর্ত্তি—এইরূপ জ্ঞান করিয়া এই শ্লোকে তাঁহার ত্রিগুণেরই উল্লেখ রহিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকে সন্নিবিষ্ট "নিয়তে" শব্দের অর্থে "নিশ্চয়াত্মিকে" লিখিয়া তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকাকার কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাপ্রকৃতি দেবীর যে বিধিব্যবস্থার অদলবদল নাই, যাহা সকলস্থানে সকলের পক্ষে অটল এবং অপরিবর্ত্তনশীল তাহাকেই সাধারণত সকলে "নিয়তি" বলিয়া জানেন। দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে—"তুমি নিয়তিস্বরূপা"। "দেবি! তুমি বিশ্বের অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মস্বরূপা"—এই প্রশস্ত অর্থে যদি এখানে "নিয়তি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অর্থ ই আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম।

অগ্নিদেব দেবী চণ্ডিকাকে স্তব করিতে করিতে ক্রমে যে তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, তাহাই ৫৯৯ সংখ্যক শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। "তুমিই

স্মৃতিশক্তিও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়া যাইতে দেখা যায়। এইসকল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদের মতে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলে দেহকে সুস্থ করিতে এবং দেহের স্নায়বীয় বল এবং রক্তচলাচল ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্মৃতিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সকল কথাই নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। কারণ ডাক্তার রিবট তাঁহার কৃত DESEASE OF MEMORY গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"মানুষের আহারের সহিত মানুষের স্মৃতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।" যদিও মদ্যাদি বস্তু অধিক আহার দ্বারা স্মৃতিশক্তি কখনও দুর্ব্বল এবং পুষ্টিকর খাদ্য আহার দ্বারা স্মৃতিশক্তি কখনও বা সবল হয় দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকলক্ষেত্রে এ নিয়ম স্থির থাকে না। মানুষমাত্রেরই শৈশবকালে স্মৃতিশক্তি সতেজ এবং বৃদ্ধাবস্থাতে নিস্তেজ হয়, ইহাও দেখা যাইতেছে। খাদ্যের সহিত স্মৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক্ষেত্রে স্থির থাকিতেছে না। অনেক স্থলে অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্যভোজী ধনবানের স্মৃতি দুর্ব্বল এবং শাকান্নভোজী দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্মৃতিশক্তি অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। তামসপ্রকৃতি পাপাসক্ত লোকের স্মৃতি দুর্ব্বল এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ধর্ম্মপরায়ণ লোকের স্মৃতি অনেক স্থলেই প্রখর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে মানব অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণের সহিত স্মৃতিশক্তির কোনরূপ নিকট সম্বন্ধ থাকা অনুমিত হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও মানবদেহের ওজধাতুর সহিত মানুষের স্মৃতিশক্তির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা কথিত হইয়াছে। দুষ্কার্য্যদ্বারা দেহের ওজধাতু বিনষ্ট এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনদ্বারা দেহের ওজধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা ইহার অতিরিক্ত আরও একটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া থাকি, তাহা এই,—যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যপথে চলিয়া বিশ্বের সর্ব্ববিধ স্মৃতিশক্তির মূলাধার পরমাশক্তির নিকট হইতে তাঁহার ধ্যানধারণা-উপাসনাদ্বারা আমাদের হৃদয়স্থিত নিষ্প্রভ স্মৃতিশক্তিকে মার্জ্জিত, উদ্ভাসিত ও প্রভান্বিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং স্মৃতিশক্তি আয়ত্ব জন্য তাহাই আবশ্যক।

বিশ্বের সকলের সকলরূপের মূলকারণ বা তুমিই সকলের সকলরূপ, তুমিই সর্ব্বেশ্বরী বা পরমেশ্বরী, তুমিই সকলের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াশক্তির মূলাধার বা তোমাতেই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শক্তি একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। হে দেবি—দুর্গে! তুমি ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। শ্লোকের প্রয়োজনীয় অংশের এইরূপ পরিষ্কার অর্থ প্রদান না করিয়া দেবীভাষ্য সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে—"তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী, সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। হে দুর্গে দেবি! আমাদিগকে এই অসুরভীতি হইতে ত্রাণ কর। তোমাকে নমস্কার করি।" অন্যান্য টীকাকার ইহা হইতেও জটিল অথচ সুদীর্ঘ অর্থপ্রদান করিয়াছেন (৫৫৭)।

৬০০ সংখ্যক শ্লোকে, দেবীকে ত্রিনয়নযুক্তা অতি সৌম্যবদনা অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় কোমলরশ্মিবিতরণকারিণী সুন্দরবদনবিশিষ্টা দেবী কাত্যায়নী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তৎপরবর্ত্তী শ্লোকেই (৬০১ সংখ্যক শ্লোকে) জ্বলন্তত্রিশূলধারিণী তাঁহার ভীষণ ভদ্রকালীরূপের উল্লেখ করিয়া অগ্নিদেব, দেবী চণ্ডিকার দুই বিপরীত ভাবের দুইটি মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে কেবল এখানে প্রয়াস পান নাই, পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯৯ সংখ্যক শ্লোকে যে দেবীকে "সর্ব্বরূপা" বলিয়া তিনি সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার অর্থ খুলিয়া দিতেও ইহাদ্বারা তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। দেবী চণ্ডিকার কাত্যায়নী নাম ও মূর্ত্তিধারণের ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে শ্লোকার্থব্যাখ্যাসময়ে প্রদত্ত ২৫০ সংখ্যক টীকাতে এবং ভদ্রকালী নামের ইতিহাস ২৪২ সংখ্যক টীকাতে প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এজন্য এক্ষণে ঐ সকল কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া দেবীর ঐ দুই নাম সংশ্রবিত তন্ত্র ও পুরাণোক্ত দুইটি রূপবর্ণনার কিয়দংশ নিম্নের টীকাতে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে (৫৫৮)। ৬০০ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকাকে "লোচনত্রয়-

---

(৫৫৭) সর্ব্ব। সর্ব্বস্বরূপে নিখিলকার্য্যকারণরূপে, হে সর্ব্বেশে! সর্ব্বেষাং কার্য্যকারণানামপি ঈশে নিয়ন্ত্রী প্রেরয়িত্রীতি যাবৎ, এতেনাদিকারণত্বমুক্তম্। নন্বেকস্যাঃ কথং নিয়াম্যনিয়ামকত্বং কার্য্যকারণাত্মত্বং বা ইতি চেত্তত্রাহঃ—সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে উক্তানুক্তসমগ্রশক্তিযুক্তে! ননু দৃশ্যত্বেন পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথমেবং বিধাত্বমিতি চেত্তত্রাহঃ—হে দুর্গে দুর্জ্ঞেয়ে অপরিমিতস্বরূপে ইত্যর্থঃ। যথা দৃশ্যসে নৈতাদৃগেব তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। অতএব প্রার্থয়তে—হে দেবি! ভয়েভ্যঃ সকলভয়হেতুভ্যো নোঽস্মাংস্ত্রাহি পালয়॥" (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা)

(৫৫৮) "সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়ান্বিতাং। হারনূপুরকেয়ূর জটামুকুটমণ্ডিতাং॥
বিচিত্রপট্টবসনামর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতাং। খড়্গাখেটক বজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা॥
ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহং। বাহুভির্ললিতৈর্দ্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাং॥
সমাবৃতৈর্দিবিসদৈর্দ্দৈবৈরাকাশ সংস্থিতৈঃ। স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৯৬

ভূষিতম্'' বলিয়া যেস্থানে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঐ স্থানের "ত্রিলোচন" শব্দের অর্থে কোনও কোনও টীকাকার "লোচনত্রয়েণ সোমসূর্য্যাগ্নিরূপেণ ভূষিতমলঙ্কৃতম্" লিখিয়াছেন; কিন্তু এই টীকাতে উদ্ধৃত দেবীর রূপবর্ণনাতে "চারুনেত্র ত্রয়ান্বিতাং" দেখিবার পরে, দেবীর এক চক্ষুতে অগ্নি জ্বলিতেছে, আর এক চক্ষু হইতে সূর্য্যের প্রখর তেজ বাহির হইতেছে—মনে করিবার স্থল থাকিতেছে না। এজন্য এস্থানে ঐ রূপ অর্থ না করিয়া দেবীর ত্রিনয়নে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকাল পরিব্যাপক ত্রিবিধ দৃষ্টিশক্তি একই কালে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়। যদিও দেবীপুরাণের একস্থানে ত্র্যম্বকাদেবীর কথাতে "সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি অম্বিকা। তেন সা ত্র্যম্বকাদেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"—লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, এখানে অতি সৌম্যমূর্ত্তি কাত্যায়নীদেবীর কথা হইতেছে, ত্র্যম্বকাদেবীর রূপের আলোচনা হইতেছে না। একই দেবী চণ্ডিকা, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দেবতা ও ঋষিগণদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে বর্ণিতা হইয়াছেন,—এ কথাটি সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

৬০২ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকার নিকটে অগ্নিদেবের প্রার্থনা-উক্তিটির একটু বৈচিত্র্য আছে। এখানে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"দেবি! দৈত্যতেজবিনষ্টকারী তোমার হস্তের ঘণ্টাশব্দ, মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, তেমনি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক।" প্রথম প্রশ্নের স্থল হইতেছে,—ঘণ্টাশব্দ অসুরের তেজ বিনষ্ট করিবে কিরূপে? দ্বিতীয় প্রশ্ন,—তোমার হস্তের ঘণ্টাশব্দ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া? এই দুই প্রশ্নের উত্তর, কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তা বা টীকাকার প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শকের অভাবে উত্তরের পথ অনুসন্ধান করা কিঞ্চিৎ কষ্টকর কার্য্য হইলেও উত্তরের পথ এককালীন অবরুদ্ধ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দীপালোক ধরিয়া উত্তরদানের

দেবী ভদ্রকালীর রূপ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

"মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীং। ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীং॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং। খ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবং স্বয়ং॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদুষীং। পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালাং মহোদরীং।
সহস্রফেন সংযুক্তমনন্তং শিরোসোপরি। * * * *
চতুর্ব্বর্গপ্রদাবিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা। সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালিচেত্তথা॥" (তন্ত্রসার)

পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। উত্তর—শব্দবিশেষের এমন শক্তি আছে, যাহাতে দুর্ব্বলের হৃদয়কে সবল ও সতেজ করিতে পারে। শব্দের গুণে মানুষের হৃদয়ে ইহার বিপরীত অবস্থাকেও আনয়ন করিতে পারে। বিড়াল-কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা শিকার ধরিয়া আনিয়া অদৃশ্য দূরস্থানে থাকিয়া, মুখে একরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, তাহাদের সন্তানকে আহ্বান করিয়া থাকে এবং সন্তানেরা তাহা শুনিয়া দৌড়াইয়া সেই দিকে যায়; ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। শিশুসন্তানকে মাতা অনেকসময়ে "এরে এরে" শব্দে চীৎকার করিয়া বিপদজনক কার্য্য করা কিম্বা বিপদপূর্ণ স্থানে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন—ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন। শব্দের আভিধানিক অর্থ ইহারা কেহই জানে না, কিন্তু শব্দের আহ্বানশক্তি এবং সতর্ককরণ শক্তি এইসকল স্থানে যে আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করে, ইহা সকলেই সর্ব্বদা চক্ষুর উপরে দেখিয়া থাকেন। কণ্ঠশব্দের ন্যায় ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন শব্দেও যে মানুষকে এবং অন্যান্য জীবজন্তুকে কখনও আকর্ষণ করিয়া থাকে, কখনও সতর্ক করিয়া থাকে, কখনও শ্রোতার চিত্তে ধর্ম্মভাব আনয়ন করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই (৫৫৭)। কৃশ্চিয়ানদের উপাসনাগৃহের

(৫৫৭) কৃশ্চিয়ানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে, পার্শিগণের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতে এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মগ্রন্থের নানাস্থানে ঘণ্টা সম্বন্ধীয় নানাকথা দেখিতে পাওয়া যাইলেও বহু সন্ধান করিয়াও এই সকলের কোন স্থানেই অগ্নিদেবের স্তুতি মধ্যে বর্ণিত ঘণ্টার শব্দে পাপ হইতে জীবের পরিত্রাণ পাইবার কথার ন্যায় কোন মূল্যবান কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তথাপি ঘণ্টার শব্দ যে অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর নানা জাতির লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রায় সকল দেশের মানুষেই উচ্চ দৃষ্টিতে ঘণ্টাকে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন; এ বিষয়ের প্রমাণ প্রাচীন কালের নানাজাতীয় লোকের ধর্ম্মগ্রন্থে এবং প্রাচীন মন্দিরাদিতে সংলগ্ন প্রস্তরখোদিত চিত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন ইজিপ্টদেশের পিরামিড বা সমাধিমন্দিরের গর্ভ খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে পূর্ব্বকালের লোকব্যবহৃত যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধাতুনির্ম্মিত ছোটবড় অনেক আকারপ্রকারের ঘণ্টা পাওয়া গিয়াছে এবং উহাদের অনেকগুলি লণ্ডনের মিউজিয়মে (শিল্পকলাগৃহে) সাধারণের দৃষ্ট্যর্থে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। ইজিপ্টের ন্যায়, প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও ধর্ম্মানুষ্ঠানকার্য্য সংশ্রবে ঘণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও য়ুরোপের অনেক কৃশ্চিয়ান উপাসনামন্দিরে বৃহদাকারের ঘণ্টা লৌহশৃঙ্খলে ঝুলায়মান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বরুশিয়ার অনেক অধিবাসী এখনও তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে ফুল-জলে ঘণ্টার পূজা করিয়া থাকেন। এইসকল স্থানে, বিশেষতঃ রুশিয়ার প্রাচীন নগরী মস্কোতে অতি বৃহদাকারের ঘণ্টা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রুশিয়াভ্রমণকারীদের রচিত গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মস্কো নগরীতে এরূপ একটি বৃহৎ ঘণ্টা অদ্যাপি পৃথিবীর লোকের বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে যে, ঘণ্টার ওজন ১৯৮ টন অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশত ছিয়াল্লিশ মণ! রুশিয়ার ইতিহাসে দেখা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ঘণ্টাশব্দদ্বারা যে উপাসকগণকে উপাসনাগৃহে আহ্বান করা হইয়া থাকে, বাইসাইকেলের ঘণ্টাশব্দদ্বারা অসতর্ক পথিককে যে সাবধান করা হয়, ইহা সর্ব্বদাই সহরবাসী সকলে প্রত্যক্ষ

যাইতেছে, ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই বিরাটাকারের ঘণ্টা তৎকালের রাজার আদেশে ঢালাই করা হইয়াছিল। মস্কৌ নগরীতে ১২৮ টন ওজনের আর একটি বৃহৎ ঘণ্টা স্থাপিত রহিয়াছে। চীনে, জাপানে, তিব্বতেরও অনেক স্থানে বৃহদাকারের অনেক ঘণ্টা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বৃহৎ ঘণ্টা একমাত্র নেপাল ভিন্ন এদেশের আর কোন স্থানের কোন দেবমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। চীন, জাপান, তিব্বতে বৌদ্ধদের মন্দিরে যে সকল বৃহৎ ঘণ্টা দোলায়মান রহিয়াছে, উহাদিগকে "ধর্ম্মঘণ্টা" নামে আখ্যা দেওয়া যায়। এইরূপ ধর্ম্মঘণ্টার শব্দ বাহির করিবার জন্য একত্রে একসময়ে অনেক লামা ধর্ম্মযাজককে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘণ্টাতে সংলগ্ন শিকল ধরিয়া টানিতে হয়। চীনদেশের কোন কোন মন্দিরস্থিত ঘণ্টার শব্দ তিন-চারি ক্রোশ দুর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রেডিও-যন্ত্রের সহায়তাতে চীনদেশের ধর্ম্মমন্দিরে স্থাপিত ধর্ম্মঘণ্টার শব্দ বহুশত ক্রোশ দূর হইতেও এক্ষণে শ্রবণ করা যাইতে পারে। সুদুর চীনের নান্‌কিন নগরীর ধর্ম্মঘণ্টার শব্দ কোন কোন দিনের গভীর নিশিতে কাশীতে বসিয়া রেডিও-যন্ত্রের সহায়তাতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য এই লেখকও যে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও এখানে উল্লেখ করিতে বাধা নাই। যতদুর পর্য্যন্ত এইরূপ ধর্ম্মঘণ্টার শব্দ তরঙ্গায়িত ও প্রসারিত হইয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত কোনরূপ দৈব অমঙ্গল থাকিতে পারে না—চীনদেশের অনেক লোকে এরূপ বিশ্বাস এখনও অন্তঃকরণে পোষণ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিতে অগ্নিদেবের চণ্ডিকাস্তুতিতে উক্ত ৬০২ সংখ্যক শ্লোকের অন্তর্ভূর্ত গভীর তত্ত্ব, চীন, জাপান ও তিব্বতের বৌদ্ধমন্দিরের দোলায়মান বিরাটাকারের ঘণ্টাগুলি প্রকারান্তরে ঘোষণা করিতেছে, বলিতে বাধা কি?

পণ্ডিত সার জে, ইলিসিব, তাঁহার জাপান-পুরাতত্ত্বগ্রন্থে আইজেন মায়ু দেবতার যে প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে—তাঁহার এক হস্তে ধনুক ও অন্য হস্তে একটি ঘণ্টা রহিয়াছে। জাপানে আরও অনেক দেবমূর্ত্তির হস্তে ঘণ্টা দেখা যায়। চীনদেশের ধর্ম্মমন্দিরে এখনও ঘণ্টাবাদ্যের অতিশয় সমাদর দেখিয়া একজন ইংরাজ গ্রন্থকার তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"Music is an important feature of the temple services of the Chinese. Processions round the temple to the accompaniment of chants form large part of the complicated ritual, the instrumental side of the music consisting in the beating of deep-voiced bells, gongs and drums. Most of the bells used in the temple worship of the Chinese are wonderfully resonant and mellow in tone and of exquisite workmanship,"

(MANNERS AND CUSTOMS OF MANKIND—edited by J. A, Hammerton)

য়ুরোপের কোন কোন স্থানে এখনও কৃশ্চিয়ান অধিবাসিগণ ঘণ্টাকে কত উচ্চদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন তাহা উক্ত গ্রন্থকারের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—

"This bell, in the cathedral of St. Pol de Leon, in Finistere, is greatly venerated

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিতেছেন। সাধারণ লোকের হস্তে উৎপন্ন ক্ষুদ্র একটা ঘণ্টাশব্দদ্বারা যদি এইশ্রেণীর কার্য্য সকল অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপা দেবী

---

by the faithful, who believe that it was brought by a fish from England to the Ile de Batz in the sixth century.

পূর্ব্বরুশিয়াতে (সাইবেরিয়ায়) এখনও লোকে ঘণ্টাকে কিরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন তাহা আর একখানি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—

"Shamanism......is the religion of some of the native races of Siberia......Here we see a Shaman priest in ceremonial attire holding a kind of tambourine and having bells, nails, coins and other odds and ends hanging down his back. Shamanism is said to be one of the oldest religions."

(LANDS AND PEOPLES—Published by Educational Book Co., London)

পৃথিবীর নানাস্থানের লোকের আচার-ব্যবহারবর্ণনা-ঘটিত এইরূপ পুস্তকসকল দৃষ্টে আমরা সহজেই ইহা স্থির করিতে পারি যে, প্রায় সকল দেশে সকল অবস্থার লোক মধ্যেই বহু পূর্ব্বকাল হইতে শব্দোৎপাদক ঘণ্টার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মানবের উন্নত-অনুন্নত সমাজের অবস্থানুসারে কোথাও বা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের সহিত, কোথাও বা নৃত্যগীতাদির সহিত, কোথাও বা লৌকিক প্রয়োজনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের রাজা "উইলিয়ম দি কঙ্কারার্" কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য একসময়ে সহরের অধিবাসিগণকে সতর্ককরণার্থে প্রতিদিন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ঘণ্টাধ্বনি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বিধানানুসারে রাত্রি ৮ঘটিকার সময় 'কারফু-বেল' নামক এই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র সহরের সমস্ত লোককে তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহের দীপনির্ব্বাণ এবং রন্ধন-চুল্লীর অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে হইত। এই আদেশপালনে শৈথিল্যকারীকে গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। সিসিলির ইতিহাসে দেখা যায়, পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সঙ্কেতমূলক ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র নগরবাসিগণ একদিন একসময়ে সিসিলিতে অবস্থিত আটহাজার ফরাসীকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১২৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ ইষ্টার উৎসব সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ নানাসময়ে নানাকার্য্যে ঘণ্টার ব্যবহার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু "তোমার করের ঘণ্টাশব্দ আমাদিগকে পাপাচার হইতে রক্ষা করুক"—পরমাশক্তির নিকট এরূপ প্রার্থনা কেবল এক অগ্নিদেবের মুখেই আমরা শুনিতে পাইতেছি। অগ্নিদেবের মুখে বৃথাবাক্য উচ্চারিত হয় নাই—ইহাও সুনিশ্চিত। একই ঘণ্টাশব্দে মানবদেহকে সুস্থ ও মানবচিত্তকে নির্ম্মল এবং নিষ্পাপ কিভাবে করিতে পারে এবং সেই ঘণ্টাশব্দে কি প্রকারে দানবকুল হতবল এবং বিহ্বল হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সমস্যাসমাধানের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছে—এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে, যন্ত্রোৎপন্ন একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন জীবের কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রবেশ করে এবং তাহাদের মস্তিষ্কে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া

সম্পন্ন করে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চণ্ডিকার কণ্ঠনিঃসৃত হুঙ্কারশব্দে কিম্বা তাঁহার হস্তধৃত বিরাট ঘণ্টার প্রতিকূল শব্দদ্বারা মহা-সাহসী মহাযোদ্ধা অসুরকুলের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনই ঐ

"It is highly probable also that the range of andibility differs in different kinds of animals."

শ্রবণেন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শনেন্দ্রিয় পথেও, গ্রহণশক্তির তারতম্য অনুসারে একই বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের মস্তিষ্কে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করে, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। হরিদ্রাবর্ণের কাপড় মানুষের চক্ষে সুখ আনয়ন করে, কিন্তু মশামাছির চক্ষে উহা ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়। হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ের পর্দ্দা কিছুক্ষণ দরজাতে ঝুলাইয়া রাখিয়া যে-কেহ এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ধুপের যে সুগন্ধ মানুষের নাসিকাতে তুষ্টি আনয়ন করে, সেই ধুপগন্ধই মশামাছিকে কষ্ট দিয়া গৃহ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দেয়। এই প্রকার অনেকস্থলে একই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের দেহে বিভিন্নরূপ যে কার্য্য হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিজ্ঞান বলিতেছেন—জীবমস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহে শব্দের দুই প্রকার ক্রিয়া হইতে পারে। এক Soothing action, আর একটি Irritating action। সাপুড়িয়ার একই বাঁশীর শব্দে সর্পের মস্তক আনন্দে দুলিতে থাকে, শৃগাল কুক্কুর ভয়ে পলায়ন করে। যে ঘণ্টাশব্দ মানুষের চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারে, সেই ঘণ্টাশব্দে দানবকেও বিহ্বল এবং বিচলিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পূজার সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া নিকটস্থিত দৈত্যদানবভূতপ্রেতাদি অনিষ্টকারী দুর্দ্দান্ত জীবগণকে দূরীভূত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানব-অন্তঃকরণকে প্রশান্ত এবং পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে চীনে, জাপানে, তিব্বতে ও ভারতে দেবদেবীর পূজাসময়ে দেবমন্দিরাদিতে ঘণ্টাধ্বনি করিবার প্রথা বহুকাল পূর্ব্বে যে প্রবর্ত্তিত হয় নাই—এমন কথা কে বলিতে পারেন? পুরাণের অনেক স্থানে ঘণ্টানাদের মাহাত্ম্য দেবতা ও ঋষিগণ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের সহিত পুরাণোক্ত দেবদেবী-পূজাপদ্ধতি এবং তৎসঙ্গে পূজাদি কার্য্যসময়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, ধুপদীপাদির ব্যবহারপ্রথা এদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়াও অসম্ভব নহে। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে স্বয়ং বিষ্ণুদেব ঘণ্টানাদের কত গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—

"স্নানার্চ্চন ক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। পুরতো মম দেবেশ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
বর্ষকোটি সহস্রাণি বর্ষকোটি শতানি চ। বসতে মামকে লোকে অপ্সরোগণসেবিত॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্ব্বদা মম বল্লভা। বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিশতোদ্ভবম্॥
ঘণ্টানাদঃ সদাকার্য্যঃ পূজাকালে বিশেষতঃ। মন্বন্তর সহস্রাণি মন্বন্তর শতানি চ॥
প্রীতো ভবামি সততং ঘণ্টানাদেন পুত্রক। ভেরীশঙ্খনিনাদেন ঘণ্টানাদান্বিতেন চ॥

* * * * * * * *

বৈনতেয়াঙ্কিতা ঘণ্টা সুদর্শনযুতাথবা। মমাগ্রে স্থাপয়েদ্‌যস্তু তস্য পাপং হরাম্যহম্॥
মদীয়ার্চ্চনবেলায়াং ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। নশ্যন্তি তস্য পাপানি শতজন্মার্জ্জিতান্যপি॥" (স্কন্দপুরাণ)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ঘণ্টার অনুকূল মধুর শব্দদ্বারা জীবকুলের হৃদয়ে কখনও বা আনন্দের, কখনও বা পাপ হইতে রক্ষাকর ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এজন্য এস্থানের অগ্নিদেবের মুখ-নিঃসৃত এই উক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক বর্ণনার লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

একজন বিজ্ঞানবিদ্ ইংরাজ গ্রন্থকার সর্ব্ববিধ শব্দকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—একপ্রকার শব্দ শ্রোতার কর্ণসুখকর এবং চিত্তের শান্তিদায়ক, অন্যপ্রকার শব্দ কর্ণের অপ্রীতিকর এবং চিত্তের উদ্বেগজনক হয়। একই সময়ে একই স্থান হইতে উৎপন্ন শব্দ একের পক্ষে সুখকর এবং অন্যের পক্ষে অসুখকর যে কি অবস্থাতে হইতে পারে, তাহার কারণানুসন্ধান গ্রন্থকার করেন নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"The pleasing effects of a pure sound are expressed by the terms sweet, mellow, rich. Some instruments and voices are distinguished by the sweetness of their mere tones; while others have a harsh, grating, repulsive effect, like bitterness in taste, or a stink in the nostrils. * * * The multiplication of sound in this manner has a very powerful effect on the mind. The sensation is extended in amount without the painful effect of mere loudness." * * * * * * * *

"......*Complexity* gives occasion to the two effects of *discord* and *harmony*—the one painful, and the other, acutely pleasurable."

(CHAMBERS'S INFORMATION FOR THE PEOPLE)

"Ringing of bells and clatter of metals were almost universally employed as a means of consecration, and a charm against the destroying and inert powers. * * * Many Priapic figures, too, still extant, have bells attached to them; as the symbolical statues and temples of the Hindus have; and to wear them was a part of the worship of Bacchus among the Greeks; whence we sometimes find them of extremely small size, evidently meant to be worn as amulets with the phalli, lunulæ etc. The chief-priests of the Ægyptians, and also the high-priest of the Jews, hung them, as sacred emblems, to their sacerdotal garments; and the Brahmans still continue to ring a small bell at the intervals of their prayers, ablutions, and other acts of devotion; which custom is still preserved in the Roman Catholic Church at the elevation of the host."

(THE SYMBOLICAL LANGUAGE OF ANCIENT ART & MYTHOLOGY—
by Richard Payne Knight)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬০৩ সংখ্যক শ্লোকে প্রকাশিত অগ্নিদেবের উক্তিতে বীররসের সহিত শান্তরসের অপূর্ব্ব সম্মেলন দ্বারা এখানে এক অনির্ব্বচনীয় ভাষার ও ভাবের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া রাখা হইয়াছে। "অসুরের রক্তে ও মেদে মিশ্রিত কর্দ্দমে লেপিত হইয়া তোমার করে ধৃত খড়্গখানি আমাদের সুখ-শান্তিকারক হউক"—এই উক্তির মধ্যে দেবীচণ্ডিকাচরিত্রে পাপাচারী অত্যাচারীকে দণ্ডদান এবং ধর্ম্মপরায়ণ অত্যাচারিতকে অভয়দান এবং আশ্রয়দান কার্য্য যেমন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, অগ্নিদেবকৃত স্তবের আর কোনও স্থানে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নিদেবের স্তব মধ্যে এরূপ বীর ও শান্তরসের অপরূপ সংমিশ্রণ আর দেখিতে না পাইলেও চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ মধ্যে এ ভাবের উক্তির অভাব নাই। মহিষাসুর মর্দ্দন অন্তে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবীর যে স্তব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এক স্থানে কথিত হইয়াছে—"একই সময়ে তোমার রূপ, তোমার ভক্ত দেবতাদের চক্ষে অতি মনোহর, আর দেবশত্রু দানবদের চক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। একই সময়ে তোমার চিত্তে অপার কৃপা আর ভীষণ নিষ্ঠুরতা যেমন বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ত্রিভুবন মধ্যে এমন আর কোথায় দেখা যাইবে?" (২৩৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী ৬০৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবীচরিত্রের এইভাবটিকে আরও একটু খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "ধর্ম্মাচরণে তোমার তুষ্টি; অধর্ম্মাচরণে তোমার রুষ্টি। জীবের প্রতি তোমার তুষ্টিতে তাঁহাদের সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়, আর তোমার রুষ্টিতে সকলের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট ও লক্ষ্য বিনষ্ট হয়; তোমাকে যে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে, তাহাকে আর আদিব্যাধির কষ্টে বিপন্ন হইতে হয় না এবং সে নিজেই অন্যান্য সকলের আশ্রয়দাতা হইতে পারে।" শ্লোকে নিবদ্ধ অগ্নিদেবের এই মহামূল্যবান উক্তি, পৃথিবীর নরনারীর চক্ষুর সম্মুখে মানবগন্তব্য মহান্ধকারপথের মধ্যে, একটি চিরস্মরণীয় দীপালোক স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে॥

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। একই মধু হইতে কোন সময়ে কাহারও জিহ্বা মিষ্টরস প্রাপ্ত হয়, কাহারও জিহ্বা তিক্তরস অনুভব করে। আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসাশাস্ত্র বলিতেছে, দেহে পিত্তের আধিক্য হইলে জিহ্বা মিষ্টখাদ্যবস্তুতেও অনেকসময়ে তিক্তরস উপলব্ধি করে। সত্ত্বগুণপ্রধান দেবতাগণের কর্ণ দেবীহস্তের যে ঘণ্টাশব্দকে পরমসুখশান্তি-সৌভাগ্যপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করে, রজ-তমগুণপ্রধান পাপাসক্ত দৈত্যদানবের কর্ণ দেবীচণ্ডিকার হস্তের সেই ঘণ্টাশব্দকে বিষবৎ তিক্ত জ্ঞান করিলে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই।

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎপ্রকরোতি কান্যা ॥৬০৫॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥৬০৬॥

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৬০৭॥

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৬০৮॥

দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৬০৯॥

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥৬১০॥

দেব্যুবাচ ॥৬১১॥

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥৬১২॥

দেবা উচুঃ ॥৬১৩॥

সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥৬১৪॥

৬০৫ হইতে ৬১৪ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

হে দেবি! হে অম্বিকে! তুমি এই যে বহুপ্রকার রূপে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণকে বিনাশ পূর্ব্বক আমাদের ক্লেশ হরণ করিলে, তুমি ব্যতীত ইহা আর কে করিতে পারে? নানা বিদ্যা, নানা শাস্ত্র, নানাবিধ বিবেকসম্মত ও বিবেকপ্রসূ জ্ঞানবাণী এবং বেদবাক্যের মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কে বর্ত্তমান আছেন? মহান্ধকারপূর্ণ মমত্বের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াই বা তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে এত অধিক ঘূর্ণিত করিতেছে? যেখানে রাক্ষসগণ, দারুণ বিষধর সর্পগণ, শত্রুসকল ও বলশালী দস্যুগণ (রহিয়াছে), সেই সকল স্থানে এবং দাবানলমধ্যে এবং সমুদ্রগর্ভেও অবস্থান পূর্ব্বক তুমিই এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বেশ্বরী, তুমি বিশ্বকে পরিপালন কর এবং তুমি বিশ্বাত্মিকারূপে জগৎকে ধারণও কর। তুমি বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি দেবগণেরও বন্দনীয়া ও পূজ্যা; তোমার নিকটে ভক্তিবিনম্রভাবে ঐ দেবতাসকলও বিশ্বাশ্রয়-বিশ্বরূপা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। হে দেবি! তুমি যেমন এইমাত্র অসুরদিগকে বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া এইরূপ শত্রুভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সর্ব্বজগতের পাপরাশি এবং

উৎপাত-জনিত নানা মহোপসর্গ সকল, হে দেবি! তুমি সদ্যঃ বিনাশ কর। হে বিশ্বদুঃখহারিণি দেবি! (এই) প্রণতদিগের প্রতি তুমি প্রসন্না হও। হে বিশ্ববরণ্যে! তুমি ত্রৈলোক্যবাসী লোকদের প্রতি বরদায়িনী হও। দেবী কহিলেন—হে সুরবৃন্দ! আমি বরদায়িনী, (অতএব) জগতের কল্যাণকর যে-কোন বর তোমরা বাসনা কর—প্রার্থনা কর, আমি তাহাই দিতেছি। দেবগণ কহিলেন—হে অখিলেশ্বরি! তুমি এখন যেমন আমাদের শত্রুনিপাত করিয়া জগতের বিঘ্নবিনাশ করিলে, সেইরূপ ত্রৈলোক্যের সকল বাধা-বিঘ্ন তুমিই প্রশমন করিবে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৬০৫ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—"দেবি! তুমি আত্মমূর্ত্তিকে বহুপ্রকার রূপে প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষী অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছ ইত্যাদি। এই স্থানে "আত্মমূর্ত্তি" শব্দের অর্থনিষ্কাসন করিতে উপস্থিত হইয়া "আত্ম" শব্দার্থে "নিজ" অর্থ লিখিয়া ব্যাখ্যাকর্ত্তা এবং টীকাকারগণ একটি গুরুতর প্রমাদ উপস্থিত করিয়াছেন (৫৬০)। বস্তুতঃ, দেবী পরমাশক্তির নিজমূর্ত্তি বলিয়া কোন মূর্ত্তিই স্থির করা সুকঠিন; কারণ, যখন যে মূর্ত্তিময়ী রূপে তিনি বিশ্বসংসারে প্রকটিতা হইয়াছেন তাহার কোনটিই তাঁহার নিজের ভিন্ন পরের মূর্ত্তি নহে। চণ্ডী-গ্রন্থোক্ত চণ্ডিকামূর্ত্তি, কাত্যায়নীমূর্ত্তি, কৌষিকীমূর্ত্তি, কালিকামূর্ত্তি প্রভৃতি তাঁহার সকল মূর্ত্তিকেই তাঁহার নিজমূর্ত্তি বলিতে হইবে। এখানে যদি তাঁহার প্রথমপ্রকাশমূর্ত্তিকে "আত্মমূর্ত্তি" নামে আখ্যাত করিতে হয়, তাহা হইলে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত দেবীর প্রথমচরিত্রে মধু-কৈটভাসুরবধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া তিনি যে সময়ে নিদ্রিত বিষ্ণুর হৃদয় হইতে তাঁহার নিদ্রারূপে-স্থিতা যে নিরাকার মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত হইবার সুব্যবস্থা করিলেন, তখনকার সেই মূর্ত্তিকেই তাঁহার আত্মমূর্ত্তি বলিতে হয়। তাঁহার নিদ্রারূপা নিরাকার মূর্ত্তিকেই যদি তাঁহার আত্মমূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটনারও বহুকাল পূর্ব্বে মহাপ্রলয়সময়ে যখন তিনি নিরাকার অবস্থাতে পরমব্রহ্মে বা পরমপুরুষে বা মহা-কালে বিলীন অবস্থাতে ছিলেন, তাঁহার সেই অবস্থাকেই তাঁহার আত্মমূর্ত্তি বা অপ্রকটিত প্রথমমূর্ত্তি

---

(৫৬০) "অনেকৈঃ রূপৈরাত্মমূর্ত্তিং নিজদেহমেব বহুধা কৃত্বা কৃতম্, ন তু তাঃ পৃথক্ ইত্যর্থঃ" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

"হে দেবি অম্বিকে! তুমি এখনই নিজমূর্ত্তি নানাপ্রকার করিয়া এই ধর্ম্মদ্বেষী অসুরগণকে যে বিনাশ করিলে, ইহা তুমি ব্যতীত আর কে করিতে পারে?" (দেবীভাষ্য সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ)

বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এখানে দেবীর "আত্মমূর্ত্তি" বলিতে তাঁহার সেই অবস্থার মূর্ত্তিশূন্য মূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্নিদেব স্তুতি করিয়াছিলেন—স্থির করিতে হইবে। পরবর্ত্তী ৬০৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে—দেবি! তুমিই বিদ্যা, শাস্ত্র, বেদবাক্য ও বিবেকদীপরূপা হইয়া বিশ্বে জ্যোতিঃ দান করিতেছ এবং তুমিই মমত্বগর্ত্তের মহান্ধকারে বিশ্বকে ঘুরাইতেছ।

৬০৭ সংখ্যক শ্লোকের কেবল অভিধানমূলক শব্দার্থ ধরিয়া শ্লোকার্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে আমাদিগকে বড়ই বিপদাপন্ন হইতে হইবে। দেবীভাষ্যে "বিশ্ব" শব্দে "ভুবন" অর্থ করা হইয়াছে। ঐ ভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"যে স্থলে রাক্ষসগণ, তীব্রবিষধরগণ, শত্রুদল, দস্যুসৈন্য এবং দাবানল, সেখানে এবং সমুদ্রমধ্যেও অবস্থান করিয়া তুমি এই বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক।" তত্ত্বপ্রকাশ-টীকাতেও "বিশ্ব" অর্থে "জগৎ" বলা হইয়াছে; আরও বলা হইয়াছে "তত্তদ্রক্ষকরূপেণ পরিপাসি রক্ষসি।" "দেবি! তুমি রাক্ষসগণ, বিষধর সর্পগণ, শত্রুগণ ও দস্যুগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং দাবানলে এবং সমুদ্রজলে বাস করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ" বলিলে এসকল হইতে দেবীকে এবং বিশ্বকে পৃথক বস্তু সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত লইয়াই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়া রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "তুমি জগৎ রক্ষা করিতেছ" বলিলে একথা দ্বারা "তুমি জগতের সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষলতা, নদনদী, পর্ব্বত, সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু, সর্ব্বপ্রকার পাপী ও পুণ্যবান নরনারীকে সমভাবে রক্ষা করিতেছ" ইহাই বুঝিতে হইবে। দেবী যে দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য অসংখ্য অসুরকে বধ করিয়াছেন, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থ স্বয়ং উচ্চকণ্ঠে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাজেই এই শ্লোকের "বিশ্ব" শব্দে "সমগ্র জগৎ" বুঝিতে হইবে না, এবং দেবী রাক্ষসগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া রাক্ষসগণকে, কিম্বা দেবশত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেবশত্রুগণকে রক্ষা করিতেছেন—এরূপও বুঝিতে হইবে না। এই শ্লোকের "বিশ্ব" শব্দে "বিশ্বপালনকার্য্যে নিয়োজিত দেবতাগণ" বুঝিতে হইবে। শ্লোকমধ্যে "শত্রু" শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকাতে এখানে "দেবশত্রু" অর্থ না করিলে আমাদিগকে আরও বিপদে পড়িতে হইবে। "শত্রুগণ" কাহার? এ বিশ্বসংসারে কে কাহার শত্রু নহে? অসুরের শত্রু দেবতাগণ নহে কি? দেবতার শত্রু অসুরগণ নহে কি? ধনবানের শত্রু দস্যুগণ নহে কি? দস্যুর শত্রু রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণ নহে কি? কীটপতঙ্গের শত্রু ভেক, ভেকের শত্রু সর্প, সর্পের শত্রু ময়ূরাদি পক্ষিগণ নহে কি? দেবী কি বিশ্বের সমস্ত জীবজন্তুকেই তাহাদের

শত্রুর গ্রাস হইতে সদাসর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন ? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে এই শ্লোকের "বিশ্ব" শব্দার্থে জগৎসংসার না বুঝিয়া, বিশ্বপালন-কার্য্যে নিয়োজিত বিশ্বদেব দেবতাগণকেই বুঝিতে হইবে। "দেবি! তুমি রাক্ষসাদি আমাদের শত্রুগণের মধ্যে অদৃশ্য বায়ুবৎ এবং অগ্নিতে এবং জলে অদৃশ্য তেজবৎ এবং সমস্ত ভূতে অদৃশ্য চৈতন্যরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া বিশ্বপালনকার্য্যে নিয়োজিত আমাদিগকে অর্থাৎ অগ্নিপ্রমুখ এই দেবতাগণকে অকালে বিলয়-প্রাপ্তি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ"—দেবস্তুতির এইরূপ শব্দার্থ না হউক ভাবার্থ আলোচ্য শ্লোক হইতে আমরা সহজেই নিষ্কাসন করিতে পারি। পরবর্ত্তী ৬০৮ এবং ৬০৯ সংখ্যক শ্লোক-দ্বয় এইরূপ ভাবার্থনিষ্কাসনকার্য্যের প্রচুর সহায়তা করিতেছে।

৬০৮ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে "বিশ্ব"শব্দকে পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক স্থানের "বিশ্ব" শব্দই অন্যশব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উৎপন্ন করিতেছে। দুঃখের বিষয়, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের টীকাকারগণ এই সকল স্থানের ভিন্ন ভিন্ন "বিশ্ব" শব্দের ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকল স্থানের পক্ষেই একরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকের প্রথমেই বলা হইয়াছে—"দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরী, তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর।" এই স্থানের প্রথম "বিশ্ব" শব্দে "নিখিল সংসার" বুঝিতে বাধা নাই, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী "বিশ্ব" শব্দে "সমস্ত জীবপূর্ণ বিশ্বসংসার" অর্থ না করিয়া "দেবতাগণ" অর্থ করাই সঙ্গত হইবে; কারণ, এই সময় দেবী অসুরগণকে ধ্বংস করিয়া দেবতাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পংক্তির "বিশ্বাত্মিকা" শব্দে "পরমাণুময় বিশ্বরূপ দেহের চৈতন্যময়ী আত্মাস্থানীয়া হইয়া তুমি বিশ্বদেহকে ধারণ করিতেছ বা রক্ষা করিতেছ," বুঝিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় পংক্তিতে উক্ত "বিশ্বেশবন্দ্যা" শব্দার্থে দেবীভাষ্যসহ প্রদত্ত বাঙ্গালা অংশে "ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়" লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকাতে "ব্রহ্মেন্দ্রাদিনামপি বন্দ্যা বন্দনীয়াঃ ভবতি" অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। বিশ্বের ঈশ বা ঈশ্বর, অতএব বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব যাঁহাকে বন্দনা করেন—এরূপ অর্থ না করিয়া মহাদেবের সম্মান রক্ষার্থে বিশ্বেশ্বরের নাম বাদ দিয়া "ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির বন্দনীয়া" অর্থ এখানে করা হইয়া থাকিলে, এরূপ অর্থপ্রদান করা সঙ্গত হয় নাই। "বিশ্বেশ" শব্দ থাকিলেই যে ঐ শব্দে "বিশ্বেশ্বর" অর্থ সকলস্থানেই গ্রহণ করিতে হইবে—এরূপ কোন অকাট্য বিধান নাই। "নরেশ" শব্দে "নর লোকের ঈশ্বর" না বুঝিয়া যেমন সাধারণতঃ পৃথিবীর কোন স্থানের যে-কোন এক রাজা আমরা বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ "বিশ্বেশ" শব্দে "বিশ্বেশ্বর"

না বুঝিয়া কিম্বা দেবীভাষ্যের সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা টীকাতে লিখিত "ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়" এরূপ অর্থ না করিয়া, অর্থকে আরও প্রসারিত করিয়া, এখানে "দেবতাগণ" অর্থ প্রদান করিলে স্থানোপযোগী সদর্থ করা হইত। শ্লোকের শেষ পংক্তিতে "বিশ্বাশ্রয়া" শব্দ যেস্থানে উক্ত হইয়াছে তথাকার "বিশ্ব" শব্দার্থে তত্ত্বপ্রকাশ টীকাতে "বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বৈরাশ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বোপাস্যা ইত্যর্থঃ" লিখিত হইয়াছে। এস্থানে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে (৬০৯ এবং ৬১০ সংখ্যক শ্লোকে) অগ্নিদেব অসুরবধদ্বারা দেবতাগণকে রক্ষা করিবার কথা উল্লেখ করিয়া দেবীচণ্ডিকার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে বর প্রার্থনা করিয়াছেন। এই দুই শ্লোকের শব্দার্থ লইয়া বিচার-বিতর্কের স্থল নাই, কিন্তু এখানে অগ্নিদেবের অতি উচ্চভাবের নিঃস্বার্থ প্রার্থনার প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। অগ্নিদেব এখানে নিজের কিম্বা স্বর্গের দেবতাদের স্বার্থ-সিদ্ধিজনক কোনও বর প্রার্থনা করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে দেবীর শ্রীপাদপদ্মে ত্রিলোকের মঙ্গলকর বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অগ্নিদেবের মুখে এইরূপ বরপ্রার্থনার কথা শুনিয়া দেবী চণ্ডিকা অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা জগতের মঙ্গলমূলক কি বর আমার নিকট প্রার্থনা কর?" অগ্নিদেব উত্তরে বলিলেন—"আমাদের সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও অসুখ-উৎপাদক কার্য্য প্রশমন করিয়া সর্ব্বত্র সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তোমার কার্য্য এবং সেই কার্য্যই তুমি করিতে থাক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

অগ্নিদেবকৃত চণ্ডিকাস্তুতি, তৎপরে দেবীর নিকটে অগ্নিদেবের বিশ্বমঙ্গলকর বর-প্রার্থনা এবং দেবীর মুখ হইতে নিঃসৃত ঐ প্রার্থনাপূর্ণকর সুমধুর উত্তরদানের বর্ণনাতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। যদিও এই অধ্যায়ের শেষাংশে প্রদত্ত (৬১৬ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৬৩০ সংখ্যক শ্লোকে) দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত উক্তিমধ্যে বরদান-সম্বন্ধীয় জানিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে, তথাপি এই সমগ্র অধ্যায়ের বর্ণিত প্রার্থনা ও বরদান-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া এখানে সাধারণ ভাবে এই দুই বিষয় লইয়া আরও দুই-চারিটি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করা অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীগ্রন্থের অন্যান্য স্থানে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরের অত্যাচার নিবারণার্থে দেবীর নিকট "রক্ষা-বর" প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণ দেবীর নিকটে কেবল বিশ্বমঙ্গলকর বর প্রার্থনা করিয়া প্রার্থনার একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা—অর্থাৎ হিন্দু নরনারীগণ—আমাদের সাংসারিক এবং শারীরিক প্রয়োজনানুসারে সত্যযুগের আরম্ভকাল হইতে

নানা দেবদেবীর নিকটে নানাবিধ বরপ্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। ঋগ্বেদে "আমাদের গরুকে দুগ্ধবতী কর," "শস্যক্ষেত্রকে ফলবতী কর" ইত্যাদি অসংখ্য প্রার্থনামন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় (৫৬১)। এই সকল বেদমন্ত্র দৃষ্টে এদেশের এবং য়ুরোপের নব্যশিক্ষিত

---

(৫৬১) পুরাকালে অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণের নিকটে ঋষিগণ কিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কেমন সুমধুর বাক্যে প্রার্থনা করিতেন, তাহার পরিচয় চারিবেদেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি সূক্তের বচন, রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, নিম্নে সন্নিবেশ করা যাইতেছে,—

"হে বরণীয় অগ্নি! পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ, বন্ধু বন্ধুর প্রতি যেরূপ, সখা সখার প্রতি যেরূপ, তুমি আমার প্রতি সেইরূপ দানশীল হও।" (১ মণ্ডল, ২৩ সূক্ত।৩।)

"যেসকল জল আমাদিগের গাভী সকল পান করে, সেই জলদেবীকে আহ্বান করি। যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে হব্য দেওয়া কর্ত্তব্য।" (ঐ।১৮।)

"হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবতাকে সোমপানার্থে আনয়ন কর। হে উষা! তুমি আমাদিগকে অশ্ব-গোযুক্ত কর এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।" (ঐ, ৪৮ সূক্ত।১২।)

"হে সোম! তুমি বর্দ্ধিত হও, তোমার বীর্য্য সকলদিক হইতে তৎসংযুক্ত হউক। তুমি আমাদের অন্নদাতা হও।" (ঐ, ৯১ সূক্ত।১৬।)

"হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে বহু গো, অশ্ব, রথ, প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সহিত অন্ন প্রদান কর।" (৫ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত।৭।)

"হে পর্জ্জন্য! তুমি বর্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ কর। তুমি মরুভূমি সকলকে সুগম্য করিবার নিমিত্ত জলযুক্ত করিয়াছ। তুমি মনুষ্যের ভোগের নিমিত্ত ওষধি সকল উৎপাদন করিয়াছ এবং লোকদিগের স্তুতিভাজন হইয়াছ।" (ঐ, ৮৩ সূক্ত।১০।)

"গোগণ যেন আমাদের গৃহে আগমন করে ও আমাদের কল্যাণবিধান করে। তাহারা যেন আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্র বর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এইস্থানে সন্ততিসম্পন্ন হইয়া প্রত্যুষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করে।" (৬ মণ্ডল, ২৮ সূক্ত।১।)

"হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা (আমাদের) ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদের গৃহসমৃদ্ধি সম্পন্ন কর।" (ঐ।৬।)

"দানশালিনী, অন্নসম্পন্না, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যক্‌রূপে আমাদিগের তৃপ্তি-সাধন করেন।" (ঐ, ৬১ সূক্ত।৪।)

"হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গো-সঞ্চাররহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবস্তীর্ণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অনেক যুবক প্রাচীন ঋষিগণকে অতি ক্ষুদ্রআকাঙ্ক্ষাধারণকারী পল্লীজীব বলিয়া কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কেহ বা এই সকল বৈদিক সুস্বরবদ্ধ প্রার্থনাকে "রাখালের গীত" বলিয়াও উপহাস করেন। তৎকালে লোকের অভাব-অভিযোগের কারণ অতি অল্পই ছিল, সত্যযুগের সুনিয়মবদ্ধ রাজ্যশাসনের ও সুবিচারমূলক প্রজাপালনের দ্বারা সম্পন্ন সুখশান্তিতে লোকালয় পরিপূর্ণ ছিল, কাজেই প্রার্থনাও তখন সময়োপযোগী সামান্য বিষয় লইয়াই করিবার প্রয়োজন ছিল। নিম্নমুখী কালগতির প্রভাবে জগতে অসতের অত্যাচারের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহার দমনের জন্য প্রার্থনার বিষয় এবং প্রার্থনার ভাষাতেও দিন দিন রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। ভয়ানক অত্যাচারী অসুরকুলকে নির্ম্মূল করিবার জন্য করে ত্রিশূলধারিণী, মুখে অট্টহাস্যকারিণী ভীষণমূর্ত্তি কালিকা-চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীর আবির্ভাবের জন্যও পরমাশক্তির নিকটে প্রার্থনা করিবার সময় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতে লাগিল। কাজেই এ সময়ে মহিষাসুর, বৃত্রাসুর, অন্ধকাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বধের প্রার্থনার কথায় ইতিহাসের কলেবর পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অসুরকুল নির্ম্মূল হইবার পরে দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকার নিকটে আর কোন্ বিষয়ে কি প্রার্থনা করিবেন? কাজেই আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে পরিতুষ্ট দেবতাগণ এখন বিশ্বমঙ্গলের প্রার্থনা দেবীর চরণে উপস্থিত করিয়া দেব-হৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব প্রকাশ করিবার একটি অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্যযুগের ঋষিগণের প্রার্থনাকে যদি ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক বলা হয়, তাহা হইলে দেবতাগণের এরূপ উচ্চ প্রার্থনাকে উচ্চ হইতেও উচ্চতর আখ্যা দিতেই হইবে; কারণ, পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধর্ম্মগ্রন্থে প্রার্থনার আবশ্যকতা এবং প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ক অনেক প্রকার উক্তি অনেক স্থানে যদিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ নিঃস্বার্থ বিশ্বমঙ্গল-আকাঙ্ক্ষামূলক অতি উচ্চ প্রার্থনার উল্লেখ কেবল চণ্ডীগ্রন্থে অগ্নিদেবের উক্তিতেই পাওয়া যাইতেছে (৫৬২)। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাজাত দৈহিক শক্তি

ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর।" (ঐ, ৪৭ সূক্ত।২০।)

"হে ইন্দ্র! তোমার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হউক এবং গোগণের গর্ভধারণকারী বৃষভের বল প্রার্থিত হউক।" (ঐ, ২৮ সূক্ত।৮।)

(৫৬২) পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই উপাস্যের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলের দুই একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বৃদ্ধিকর প্রার্থনা লইয়া পুরকালে দৈত্যদানবগণ কঠোর তপস্যা করিতেন। কখনও কাম-প্রবৃত্তি বা পাশবৃত্তি চরিতার্থের জন্যও তাহারা বরপ্রার্থনা করিতেন। ঈর্ষা, হিংসা ও দ্বেষজাত শত্রুনির্য্যাতন-

---

"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বলিও. পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইসুক. আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদিগকে দাও।"

(বাঙ্গালানুবাদ—যীশুর উপদেশ, লুকলিখিত সুসমাচার, বাইবেল)

"তুমি দুর্বৃত্ত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিতেছ। এই কারণে, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব।" ইত্যাদি।

(বাঙ্গলা অনুবাদ—ওল্ড টেষ্টেমেণ্ট—বাইবেল)

কোরাণে "প্রার্থনার" প্রয়োজনীয়তা অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণকে প্রত্যহ পঞ্চাশ বার প্রার্থনা করিতে হইত, এক্ষণে সেস্থলে কোরাণ হইতে মাত্র পাঁচবার প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। ইহার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"The devine injunctions for prayer were originally fifty times a day. And as I passed Moses (in heaven, during my ascent), Moses said to me, 'What have you been ordered ?' I replied, 'Fifty times !' Then Moses said, 'Verily your people will never be able to bear it, for I tried the children of Israel with fifty times a day, but they could not manage it.' Then I returned to the Lord and asked for some remission. And ten prayers were taken off. Then I pleaded again and ten more were remitted. And so on until at last they were reduced to five times. Then I went to Moses, and he said, 'And how many prayers have you been ordered ?' And I replied 'Five.' And Moses said, 'Verily I tried the children of Israel with even five, but it did not succeed. Return to your Lord, and ask for a further remission.' But I said, 'I have asked until I am quite ashamed, and I cannot ask again." (SAHIHU MUSLIM, Vol. I. P. 91)

পার্শীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাবেস্তা। এই ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ-বাইবেল হইতেও অনেক প্রাচীন। ইহাতে লিখিত উপাসনাপদ্ধতির নাম ইংরাজীতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—'Zoroastrian worship'। এই উপাসনাপদ্ধতিতে দৈনিকপ্রার্থনা অত্যাবশ্যক। ইহাঁদের দৈনিকপ্রার্থনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ই, এম্, ডি, ভারুচা তাঁহার কৃত ZOROASTRIAN RELIGION AND CUSTOMS গ্রন্থের একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Generally every one prays individually by himself, but on several important occasions public worship by the whole congregation is also performed. Of the ancient sacred recitals the most necessary to every Zoroastrian for daily use are those comprised

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রার্থনা লইয়া অনেক সময়ে অনেক ক্ষুদ্রাশয় মানুষ তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর নিকটে ছাগ-মেষ বলিদান এবং পূজা-পাঠের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নিজ সম্প্রদায় বা স্বজাতি-রক্ষাকর

---

in the "Nirang-i-kusti," i. e. the prayer on untying and retying the sacred thread 'kusti' round the waist, on the sacred shirt, 'Sadra.' Every Zoroastrian learns this by heart as he has to recite it several times in the day. The rest may be orally recited or read out from the Sacred prayer books."

বিনা কথায় এবং বিনা চিন্তায় কেবল মাত্র একটি কলের চাকি ঘুরাইয়া ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা জানাইবার একটি অতি অদ্ভুত উপায় তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ গ্রন্থকারগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন—Prayer Wheel, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রার্থনা-চাক্কি। এই প্রার্থনা-চাক্কির বিবরণ সার মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন—

"Here is a drawing of one of several hand-cylinders (commonly called prayer-wheels or prayer-mills ; Tibetan, Chos-kor or Chos-kyi or khor-lo)," * * *

"The words are written or printed on roll within roll of paper and inscribed in cylinders, which, when made to revolve either by educated monks or by illiterate laymen, have the same efficacy as if they were actually said or repeated. The revolutions are credited as so much prayer-merit, or, to speak more scientifically, as so much *prayer-force*, accumulated and stored up for the benefit of the person who revolves them."

এই টীকা-লেখক হিমালয়ভ্রমণ সময়ে সিকিমের কোনও বৌদ্ধমন্দিরে কোন এক লামাকে এইরূপ একটি প্রার্থনা-চাক্কি ঘুরাইতে দেখিয়া ভিতরের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করায়, লামাজী এইরূপ একটি সুন্দর উত্তরদান করিয়াছিলেন,—"তোমরা তোমাদের বিলাতের মহারাণীর নিকটে কোন প্রার্থনা জানাইতে হইলে দরখাস্ত লিখিয়া তাহা ডাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, শুনিয়াছি। তোমাদের মনের প্রার্থনা যদি এক টুক্‌রা লিখিত কাগজে দশহাজার মাইল দূরে—যাঁহাকে কখনও দেখ নাই তাঁহার নিকটে যাইয়া পোঁছিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের এক টুক্‌রা কাগজে লেখা আমাদের মনের প্রার্থনা আমাদের দেবতার নিকট যাইয়া পৌছিতে না পারিবে কেন ?"

প্রশ্ন। চাক্কির সহিত ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখা হয় কেন ?

উত্তর। যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়, তাঁহাকে প্রার্থনা শুনাইবার জন্য সর্ব্বদা জাগরিত রাখা আবশ্যক। ঘণ্টা এবং দামামার বাদ্যে তাঁহাকে জাগরিত রাখা হয়।

চীন-জাপানের এবং সিংহলের অনেকস্থানে এখনও নানাবিধ বিচিত্র উপায়ে দেবদেবীগণের নিকটে প্রার্থনা প্রেরণ করা হয়। সিংহলদ্বীপের মন্দিরে প্রার্থনা-পত্র ঝুলাইয়া এখনও প্রার্থনা করা হয়। ইহার একটি বিবরণ MANNERS AND CUSTOMS OF MANKIND গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রার্থনা লইয়া দেবতাগণ তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্রী বিশ্বপালয়িত্রী দেবীর নিকটে যেমন অনেক সময় উপস্থিত হইতেন, তেমনই লোকমঙ্গলজনক বরপ্রার্থনাও তাঁহারা অনেক সময়ে দেবীর নিকটে করিতেন; তাহার পরিচয় চণ্ডীগ্রন্থের ২৫২, ২৫৩ ও ২৫৪ সংখ্যক শ্লোকে আমরা পাইতেছি। নিঃস্বার্থ পরোপকারসাধন-কামনা লইয়া যাঁহারা তপস্যা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহারাই পুরাণে মুনি, ঋষি ও মহর্ষি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সকল স্তরের প্রার্থনার উপরে ত্রিলোকের মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়া অগ্নিদেব বিশ্বপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। প্রার্থনার বিষয়ের এবং প্রার্থিতের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সর্ব্বনিম্নের শ্রেণীতে দৈত্য-দানবকে রাখিলে এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে দেবতা ও ঋষিগণকে রাখিলে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা শ্রেণীতে মানবগণকে রাখিতে হইবে। কারণ, মানবপ্রকৃতিকে সচরাচর দেব ও দানবপ্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী স্থানেই সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রার্থনার শ্রেণীবিভাগ বিষয়েও প্রকৃতির সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের পরিস্ফুটনের পরিচয় পদে পদে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। সত্ত্বগুণপ্রধান দেবহৃদয়ে সদা লোকমঙ্গলকামনা যে উদ্দীপ্ত থাকিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রার্থনার বিষয়ের এবং প্রার্থিতের এখানে তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে অগ্নিদেবকে এবং অন্যান্য দেবতাগণকে এবং তাঁহাদের "বিশ্বমঙ্গল-কামনাকে" আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই কারণে আধুনিক নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ উক্তিতে আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া বলিতে পারেন,—বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল মহাপুরুষ জগতের সর্ব্বজাতির মঙ্গলসাধন-চেষ্টাতে জীবন সমর্পণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিতে পরমপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম এখানে উল্লেখমাত্র না করিয়া, কল্পনারাজ্যের ইতিহাস—পুরাণে লিখিত—একটা কল্পিত দেবতা অগ্নিদেবকে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বিশ্বপূজ্য বলিয়া স্থির করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ঐ কথার উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, পুরাণ কল্পনারাজ্যের ইতিহাস নহে। আধুনিক মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহই ত্রিলোকের মঙ্গলকামনাসূচক প্রার্থনা দূরে থাকুক, ইচ্ছাও কস্মিন কালে করেন নাই—অন্ততঃ কোন লিখিত

"The vast majority of the Sinhalese, the dominant native stock of Ceylon, are Buddhists, but with their traditional Buddhism is mingled a good deal of spirit-worship. In Ceylon, as in Tibet, the practice obtains of inscribing flags with prayers and then hanging them up so that the prayers may be floated to their destination. The photograph shows a structure in the form of a very symmetrical tree hung thickly with these prayer-flags; it stands by the side of a Buddhist temple on Slave Island, near Colombo."

গ্রন্থমধ্যে ইহার প্রমাণ নাই। অগ্নিদেব কবিকল্পিত দেবতা নহেন ; সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বলোকের উপাস্য, পরমপ্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া অগ্নিদেবকে পৃথিবীর অনেক জাতির অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে স্বীকার করা হইয়াছে এবং পৃথিবীর নানাস্থানের লোকাচারেও ইহা সমর্থিত হইতেছে (৫৬৩)।

---

(৫৬৩) নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেই অগ্নিদেবকে অতি উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিলেও তাঁহার নামের পূর্ব্বে "বিশ্বপূজ্য" শব্দ লিখিত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ভক্তির বিপুল আবেগে লেখক হয়ত ঐরূপ শব্দ এখানে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। তাহা নহে ; বস্তুতই যে-অগ্নিদেবকে আমাদের শাস্ত্রে "বিশ্বদেব" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেই অগ্নিদেব কেবল পুরাকালে নহে, বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে এবং সমস্ত মানবসমাজে কোনও না কোনও ভাবে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত প্রামাণ্য ইংরাজি গ্রন্থের উক্তি কয়েকটি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে :—

"All over Europe the peasants have been accustomed from time immemorial to kindle bonfires on certain days of the year, and to dance round or leap over them. Customs of this kind can be traced back on historical evidence to the Middle Ages, and their analogy to similar customs observed in antiquity goes with strong internal evidence to prove that their origin must be sought in a period long prior to the spread of Christianity."

(THE GOLDEN BOUGH—by J. G. Sir Frazer)

"In many parts of Prussia and Lithuania great fires are kindled on Midsummer Eve. All the heights are ablaze with them, as far as the eye can see. The fires are supposed to be a protection against witchcraft, thunder, hail, and cattle desease........" (ঐ)

"The custom of kindling bonfires on Midsummer Day or on Midsummer Eve is widely spread among the Mohammedan peoples of North Africa, particularly in Morocco and Algeria ; it is common both to the Berbers and to many of the Arabs or Arabic-speaking tribes." (ঐ)

"It appears that in some parts of Germany the people did not wait for an outbreak of cattle-plague, but, taking time by the forelock, kindled a need-fire annually to prevent the calamity." (ঐ)

"The foregoing survey of the popular fire-festivals of Europe suggests some general observations. In the first place we can hardly help being struck by the resemblance which the ceremonies bear to each other, at whatever time of the year and in whatever art of Europe they are celebrated." (ঐ)

দেব্যুবাচ ॥৬১৫॥

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥৬১৬॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৬১৭॥
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥৬১৮॥
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তাদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥৬১৯॥
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৬২০॥
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৬২১॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥৬২২॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৬২৩॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ॥৬২৪॥

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে ॥৬২৫॥
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ ॥৬২৬॥
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ॥৬২৭॥
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয় ষট্‌পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্ ॥৬২৮॥
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ॥৬২৯॥
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৬৩০॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
দেবৈঃ কৃতা নারায়ণীস্তুতিঃ ॥

---

৬১৫ হইতে ৬৩০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবী বলিলেন—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগে পুনঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অন্য দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে; তখন নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে উৎপন্ন আমি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী হইয়া উহাদিগকে বিনাশ করিব। পুনরায় আমি অতিভয়ানকরূপে এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকেও বিনাশ করিব; সেই সকল ভয়ঙ্কর বৈপ্রচিত্ত মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করার নিমিত্ত আমার দন্তসকল দাড়িম্বকুসুমের মত রক্তবর্ণ হইবে। তখন স্বর্গে দেবতাগণ

এবং মর্ত্ত্যলোকে মানবসকল আমাকে "রক্তদন্তিকা" নামে অভিহিত করিয়া সতত স্তুতি করিবে। পুনরায়, শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে পৃথিবীতে জলাভাব হইলে মুনিগণ আমাকে স্তব করিতে থাকিবেন, তখন আমি অযোনিসম্ভবারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। অতঃপর শতনেত্রদ্বারা আমি মুনিদিগকে নিরীক্ষণ করিব বলিয়া মানবগণ আমাকে "শতাক্ষী" বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। অনন্তর হে সুরবৃন্দ! যতকাল বৃষ্টি না হয় ততকাল পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিয়া থাকিবার উপযুক্ত আমার নিজদেহ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ শাকদ্বারা অখিলের লোককে আমি পরিপুষ্ট করিব। এজন্য তখন ধরাতলে "শাকম্ভরী" নামে আমি বিখ্যাত হইব এবং দুর্গম নামক এক মহাসুরকেও তখন বিনাশ করিব এবং তজ্জন্য আমার "দুর্গাদেবী" নাম ঘোষিত হইবে। পুনরায় যখন আমি ভীমারূপে হিমালয়ে অবতীর্ণা হইয়া মুনিদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য রাক্ষসদিগকে নির্ম্মূল করিব, সমস্ত মুনিগণ তখন আনম্রমূর্ত্তি হইয়া স্তবদ্বারা আমাকে প্রসন্ন করিবেন এবং তখন আমার "ভীমাদেবী" নাম বিখ্যাত হইবে। অরুণ নামক অসুর যখন ত্রিলোকে মহাবিঘ্ন উৎপাদন করিবে তখন ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত অসংখ্য ষট্‌পদ (ভ্রমর) বেষ্টিতা ভ্রামরীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমি ঐ মহাসুরকে বধ করিব। এজন্য লোকেরা তখন আমাকে সকলেই "ভ্রামরী" বলিয়া স্তব করিয়া তুষ্ট করিবে। যখন যখনই দানব কর্ত্তৃক এই প্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইবে আমি তখন তখনই অবতীর্ণা হইয়া অরিকুল ক্ষয় করিব।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

দেবী চণ্ডিকা "তথাস্তু" বলিয়া দেবগণের প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলে, পুরাণবর্ণনার পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি কার্য্য হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া দেবী একটি সুদীর্ঘ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪ টি শ্লোকে দেবীপ্রদত্ত এই সুদীর্ঘ উত্তর দেবীমাহাত্ম্যগ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। চতুর্দ্দশটি শ্লোকে পূর্ণ দেবীর উত্তরের সার মর্ম্ম এই যে—তোমাদের এই প্রার্থনা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া, তোমাদের প্রার্থনা শুনিবার বহুপূর্ব্বেই, তোমাদের প্রার্থনানুরূপ ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি। অষ্টাদশ মহাপুরাণের নানাস্থানে দেবীকর্ত্তৃক ত্রিলোকমঙ্গলকর অসুরবধাদি সংক্রান্ত যে-সকল বিশ্ববিস্ময়কর কার্য্যের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী এই ১৪টি শ্লোকের মধ্যে সংক্ষেপে বিন্যস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই উত্তরগাথার শেষ শ্লোকের মধ্যে দেবীকণ্ঠনিঃসৃত—দুর্ব্বল হৃদয়ে বলপ্রদানকর—অবসন্নদেহে আশা ও উৎসাহ আনয়নকর যে

চিরস্মরণীয় উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই—"এইরূপে যখন যখনই সংসারে অত্যাচারী অসুরগণকর্ত্তৃক অশান্তি উপদ্রব উপস্থিত হইবে, তখনই আমি জগতে অবতীর্ণ হইব এবং আমি তাহা অপসারণ করিব।" দেবী চণ্ডিকার মুখের এই উক্তিকে সমুদ্রে বিপন্ন নাবিকদের পথনির্দ্দেশক দীপস্তম্ভের ন্যায় সাধক নরনারীর নেত্রপথবর্ত্তী সদাপ্রদীপ্ত দীপালোকস্বরূপ একটি মহাবাক্য বলা যাইতে পারে। দেবী চণ্ডিকার মুখের এই উক্তি যে শারদাকাশের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কিম্বা আধুনিক রাজনৈতিক মহাপুরুষগণের রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রপাঠের ন্যায় বৃথাশব্দতরঙ্গোৎপাদক নহে, পরন্তু ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর যে অটল অচল সত্যের প্রস্তরভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে, হয়ত ইহাই জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩টি শ্লোকে দেবীর লোকহিতকর কতকগুলি কার্য্যের ইতিহাস এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ১৩টি শ্লোকের প্রত্যেকটি শ্লোকমধ্যেই পৌরাণিক ইতিহাসঘটিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। এই কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে অনেকগুলি গভীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও বিমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ৬১৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে—"ভবিষ্যতে ভারতে আবার যখন মহাসুর শুম্ভনিশুম্ভের আবির্ভাব হইবে তখন বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবীরূপে আমি উহাদিগকে বধ করিব।" আলোচ্য শ্লোকের সাধারণ ভাবার্থ যদিও এইরূপ কিন্তু ইহার সঙ্গে অনেকগুলি চিন্তনীয় বিষয় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যথা,—দেবীহস্তে নিহত হইয়া যে-শুম্ভনিশুম্ভ একবার স্বর্গলোক বা মুক্তিপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শুম্ভনিশুম্ভ আবার অসুরপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন কিরূপে? নন্দগোপ-গৃহে যশোদাগর্ভে উৎপন্না হইয়া যে-দেবী বিন্ধ্যাচলে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি বহুসহস্র বৎসর পরে আত্মপ্রকাশ করিয়া শুম্ভনিশুম্ভকে কি উপলক্ষ্যে বধ করিবেন? কি কারণ লইয়াই বা তখন যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা? এসময়ের যুদ্ধের বিবরণই বা কিরূপ? টীকাকারগণ এসকল কথার উত্তর এখানে খুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। এইরূপ এই স্থানের প্রত্যেক শ্লোকের বিষয় লইয়াই অনেক কথা অনুসন্ধান করিবার রহিয়াছে। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইসকল প্রশ্নের উত্তর যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহা করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবীর পৃথিবীতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবার ঘটনা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে (৫৬৪)।

(৫৬৪) বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবীর পৃথিবীতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবার বিচিত্র বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। দ্বাপরযুগে যে-সময়ে ভূভার-হরণকার্য্যসাধনার্থে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীগর্ভে আগমন করিয়া মথুরাতে জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক সেইসময়েই একই প্রকার কার্য্যসাধনার্থে তাঁহারই উপদেশমূলে দেবী মহামায়া নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে আসিয়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কোন স্থানে ইঁহাকে মহামায়া, কোথায়ও বা যোগমায়া নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসময়ে নারায়ণ স্বয়ং দেবী যোগমায়া বা মহামায়াকে "তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই ধৃতি, তুমিই বিভূতি" ইত্যাদি নানা নামে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন। যথা—

"ততোহহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে। গর্ভেত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্॥
প্রাবৃট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥
যশোদাশয়নে মান্তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে। মচ্ছক্তি প্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি॥
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে। প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি॥
ততস্ত্বাং শতদৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মমগৌরবাৎ। প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি॥
তত শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ। স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি॥
ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ। লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা॥
যে ত্বামার্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ। ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ॥
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্নে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ। তেষাং হি প্রার্থিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

বসুদেব দেবী দেবকীর সুতিকাগার হইতে গভীর রাত্রিতে নবপ্রসূত বালককে লইয়া যশোদার সুতিকাগৃহে এবং যশোদার পার্শ্ব হইতে সংগোপনে নিদ্রিতা বালিকাকে আনয়ন করিয়া দেবকীর পার্শ্বে স্থাপন করিয়া যে হাস্যোদ্দীপক নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন—এ ইতিহাসের কিছু-কিঞ্চিৎ হিন্দুনরনারীমাত্রেই অবগত আছেন। দেবকীর সন্তান ভুমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিবামাত্র কংসাসুর দেবকীর সুতিকাগৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নবজাতা বালিকাকে টানিয়া লইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ক্রোধভরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বালিকা শিলাপৃষ্ঠে না পড়িয়া, অষ্টভুজা দুর্গারূপে শূন্যাকাশে অবস্থান করিয়া, হাসিতে হাসিতে কংসকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি যাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ, আমি সে নহি। তোমাকে যে হত্যা করিবে সে বালক মাতৃকোলে গোকুলে এখন খলখল করিয়া হাসিতেছে।"

"ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ। কংসায়াবেদয়ামাসুর্দ্দেবকী প্রসবং দ্বিজ॥
কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্। মুঞ্চমুঞ্চেতি দেবক্যাসন্নকণ্ঠ্যা নিবারিতঃ॥
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্। অবাপ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্ট মহাভুজম্॥
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ। কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মূঢ় জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি॥
সর্ব্বস্বভূতো দেবানামাসীন্মৃত্যুঃ পুরা স তে। তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ॥
ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রক্-গন্ধ-ভূষণা। পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্ব্বিহায়সি॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইতেই যে বিন্ধ্যপর্ব্বতে দেবী অষ্টভুজা দুর্গা প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং দেবতা

এই বালকের শৈশবকালের বাল্যক্রীড়া, কৌমারের যৌবনক্রীড়া এবং প্রৌঢ়াবস্থাতে তাঁহার রাজনৈতিক নানা ক্রীড়ার ইতিহাসদ্বারা নানা পুরাণ এবং মহাভারত যেমন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এই বালিকায় ক্রীড়াবর্ণনার কথা তেমন কোন পুরাণে এখনও বিস্তৃতভাবে প্রকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ, মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানের সহিত বালকের তিন অবস্থার ইতিহাস শেষ হইয়াছে, "যোগমায়া" নাম্নী এই বালিকার কার্য্যের ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও সে-সময় উপস্থিত হইবার বহু বিলম্ব আছে। কতকাল পরে সে-সময় উপস্থিত হইবে, তাহার আভাস দেবী চণ্ডিকা স্বয়ং দিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের আলোচ্য শ্লোক মধ্যে (৬১৬ এবং ৬১৭ সংখ্যক শ্লোকে) তাহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। এখানে লিখিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে বৈবস্বত নামক মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে ভারতবর্ষে যে-সময় দ্বিতীয়বার শুম্ভনিশুম্ভ অসুরের আবির্ভাব হইবে, সেই সময়ে "নন্দগোপগৃহেজাতা যশোদা-গর্ভসম্ভূতা" দেবী-নামে খ্যাতা—এক্ষণে যিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিতেছেন—স্বর্গের দেবদেবী এবং মর্ত্ত্যলোকের স্বধর্ম্মপরায়ণ নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিই ঐ শুম্ভনিশুম্ভকে মহাযুদ্ধে সংহার করিবেন, অর্থাৎ আমিই সেই-রূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে তখন সংহার করিব। পুরাণের কালগণনানুসারে সেই সময় উপস্থিত হইতে আর কতদিন বিলম্ব আছে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক্। দেবীভাষ্যকার তাঁহার মন্তব্যের মধ্যে এসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

"বৈবস্বতঃ সপ্তমো মনুরিদানীং তস্যান্তরম্ অধিকারকালঃ, তত্রাষ্টাবিংশযুগস্যায়ং কলিনামা চরমপাদঃ। উৎপৎস্যেতে ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশো দ্বিতীয়মন্বন্তররূপকথাকালাপেক্ষয়া। বর্ত্তমান কালাপেক্ষয়া তদুৎপত্তিস্ত কিঞ্চিদধিকপঞ্চসহস্রাব্দ্যাঃ পূর্ব্বমভূদিতি প্রাঞ্চঃ চতুঃশতাধিক চতুঃসহস্রাব্দ্যাঃ পূর্ব্বমিতি কহ্লণঃ, কিঞ্চিন্ন্যূন চতুঃসহস্রাব্দ্যাঃ পূর্ব্বমিতি তু বয়ম্ ॥"

উপরে উদ্ধৃত দেবীভাষ্যের অর্থব্যাখ্যাদ্বারা শাস্ত্রচর্চ্চাশীল পণ্ডিতগণের পক্ষে ভাবী শুম্ভনিশুম্ভের আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ের যেরূপ সুবিধা হইতে পারে, সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই,—এই বিবেচনায় তাঁহাদের জন্য আর একটু বিস্তার করিয়া এই শ্লোকার্থ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। কাল—আকাশের ন্যায় এক এবং অখণ্ড। আকাশের ন্যায় কালকেও বিভাগ করা যায় না। আকাশকে "ঘটাকাশ" "পটাকাশ" নামে পৃথক করার ন্যায় কালকে দিন, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর ও কল্পাদি নামে যে আমরা বিভাগ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের নিজেদের বুঝিবার এবং অন্যকে বুঝাইবার সুবিধার্থে আমাদের মনোকল্পিত একটা সংজ্ঞা গঠন করিয়া লওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাই হউক, এইভাবে আমাদের বুঝিবার সুবিধার্থে অনাদি অনন্ত-অখণ্ড কালকে আমাদের প্রয়োজনমত প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। উহার একটি সৃষ্টিকাল বা পরমাপ্রকৃতির কার্য্যকাল, অন্যটি প্রলয়কাল বা পরমাপ্রকৃতির কার্য্যত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকার বা বিশ্রামের কাল। ইতিপূর্ব্বে ৪৮ সংখ্যক টীকাতে বলা হইয়াছে, মানবীয় গণনায় ১১৫০৮৬৪৫০,০০০,০০০,০০০, অহোরাত্রে একটি সৃষ্টিকালের পরিমাণ পুরাণাদি-শাস্ত্রে স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ-পরিমাণ কালকে চিন্তা করিয়া একটি প্রলয়কালের আয়তনও শাস্ত্রকর্ত্তাগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রলয়কাল পরিমাপ করিবার জন্য দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর, কল্প—কিছুই থাকে না। কারণ, কালগণনার যাবতীয় যন্ত্র—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ধরা—সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া নিরাকার প্রলয়-পরমাণুতে পরিণত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইয়া তখন তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। একটি সৃষ্টিকালকে একশতবর্ষব্যাপী ব্রহ্মার জীবনকাল ধরিয়া পুরাণকর্ত্তা কোনও কোনও ঋষি ইহাকে আবার যুগ, মন্বন্তর ও কল্পাদিতেও বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এইপ্রকার চারি যুগে যে এক "চতুর্যুগকাল" হয়, ঐ প্রকার ৭১ টি চতুর্যুগকালকে এক মনুর কাল বা এক মন্বন্তর, এবং ঐ প্রকার চতুর্দ্দশটি মনুর অধিকারকাল বা মন্বন্তরকে ব্রহ্মার এক দিন বা এক কল্প ধরা হইয়াছে। আবার, ব্রহ্মার এইরূপ বিভিন্ন ৩০টি কল্প লইয়াই ব্রহ্মার এক মাস এবং ঐ প্রকার ১২ মাস লইয়া ব্রহ্মার এক বৎসর ও এইরূপ বৎসরের একশতটি লইয়া ব্রহ্মার এক জীবনকালের পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মণো দিন মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাণি ভবন্তি। একো মনুর্যাবদধিকারী ভবতি স কালো মন্বন্তর সংজ্ঞকো ভবতি। ইতি ভরতঃ।

অন্যত্র—"মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ। একোমনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্॥

তদেকসপ্ততির্যুগে দেবানামিহ জায়তে। তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকন্তু বেধসঃ॥" (কালিকাপুরাণ)

"এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ। শতংহি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্ম্মহাত্মনঃ॥" (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড)

ব্রহ্মার এক একটি মাসে যে ৩০টি কল্পের ও এইরূপ এক একটি কল্প বা দিবসে যে চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, পুরাণ হইতে ঐ সকল কল্প ও মন্বন্তরের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

৩০টি কল্প, যথা—(১) শ্বেতবরাহ, (২) নীললোহিত, (৩) বামদেব, (৪) গাথান্তর, (৫) রৌরব, (৬) প্রাণ, (৭) বৃহৎকল্প (৮) কন্দর্প, (৯) সত্য, (১০) ঈশান, (১১) ধ্যান, (১২) সারস্বত, (১৩) উদান, (১৪) গরুড়, (১৫) কৌর্ম্ম, (১৬) নারসিংহ, (১৭) সমাধি, (১৮) আগ্নেয়, (১৯) বিষ্ণুজ, (২০) সৌর, (২১) সোমকল্প, (২২) ভাবন (২৩) সুপ্তমালী, (২৪) বৈকুণ্ঠ, (২৫) আর্চ্চিষ, (২৬) বল্মীকল্প, (২৭) বৈরাজ, (২৮) গৌরীকল্প, (২৯) মাহেশ্বর ও (৩০) পিতৃকল্প।

এইসকল কল্পের নাম দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ঐ সকল নামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবতাদ্বারা ঐসকল "কল্প" সৃষ্টি করা হইয়াছে। কলিকাতার "ল্যান্স্‌ডাউন রোড," "চিত্তরঞ্জন-পার্ক"দ্বারা যেমন ঐ সকল নামধারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঐসকল রাজপথ এবং উদ্যান গঠিত হইয়াছে—এরূপ বুঝিতে হয় না, সেইরূপ বরাহদেবতাদ্বারাও "শ্বেতবরাহ" কল্পাদি সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে না। মন্বন্তর সম্বন্ধে অবস্থা অনুরূপ। চতুর্দ্দশমন্বন্তর-বিষয়ে পুরাণের কয়টি মূল-শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষ স্তথা। উত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥

ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ। বৈবস্বতোঽয়ং তস্যৈতৎ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্॥

স্বায়ম্ভুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া। দেবাস্তত্রর্ষয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া॥"

"ছায়াসংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয় কথিতো মনুঃ। পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽস্য সাবর্ণিস্তেন কথ্যতে॥

তস্য মন্বন্তরং হ্যেতৎ সাবর্ণিকমথাষ্টকম্।" * * * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে মহামুনি অগস্ত্যকৃত বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর স্তবে এই তথ্য অতি

"নবমো দক্ষসাবর্ণির্মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ। পারাশরী বিগর্ভাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা॥"
"দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ। সুধামানোঽনিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথাসুরা॥"
"একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ। বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরুচয়স্তথা॥
গণাস্ত্বেতে তদামুখ্যা দেবানাং হি ভবিষ্যতাম্।" * * * * *
"রুদ্রপুত্রস্তু সাবর্ণির্ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ। ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্॥"
"ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ। সুত্রামনিঃ সুকর্ম্মাণঃ সুধর্ম্মাণস্তথা পরঃ॥"
"ভৌত্যশ্চতুর্দ্দশশ্চাত্র মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ। শুচিরিন্দ্রঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষ্ব তান্॥"

এইসকল শ্লোক পাঠ করিলে চতুর্দ্দশ মনুর নাম অবগত হওয়া যায়। চতুর্দ্দশ মনুর নাম এই,—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) রৌচ্য ও (১৪) ভৌত্য। পাঠান্তরে ১৩শ ও ১৪শ মনুর নাম দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি বলিয়াও উল্লেখ দেখা যায়। যে-নামে যে-মন্বন্তর পরিচিত, সেই নামের দেবতাই সেই মন্বন্তরের অধিপতি। বর্ত্তমান কল্পকে "শ্বেতবরাহ" কল্প বলা হয়। বর্ত্তমানে এই শ্বেতবরাহ কল্পের প্রথম ছয়টি মন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত মনুর অধিকারকাল চলিতেছে। এই মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত নামক যে মনুর কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনিই বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত নরদেহধারী সুরথ-রাজা নামে এদেশে খ্যাত ছিলেন। কায়মনচিত্তে দেবী চণ্ডিকার পূজা করিয়া দেবী চণ্ডিকার নিকট হইতে বর পাইয়া সেই প্রজাবৎসল সুরথ রাজা এক্ষণে কেবল দেবপদে উন্নীত হয়েন নাই, ত্রিলোকের পূজ্য, ত্রিসংসারের অধীশ্বর বৈবস্বত মনুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। বহুসহস্র বৎসর যাবৎ তিনি এই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং আরও বহুসহস্র বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। যে ৭১টি যুগে ইহার রাজ্যকাল সম্পূর্ণ হইবে এখনও তাহার অর্দ্ধেক সময়ও শেষ হয় নাই। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগে আসিয়া আমরা এক্ষণে উপনীত হইয়াছি। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৬১৬ এবং ৬১৭ সংখ্যক শ্লোকের উক্তি অনুসারে জানা যাইতেছে, এই যুগেই শুম্ভনিশুম্ভ ভারতে আসিয়া ঘোর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তাহার প্রতিকারবিধান জন্য সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে আবার দেবী চণ্ডিকা "নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা" নামে খ্যাতা এবং বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন এবং সেই শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরকে বিনাশ করিয়া মর্ত্ত্যভূমে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন করিবেন। বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবী যে দ্বিতীয় বার অসুর-দেহপ্রাপ্ত এক শুম্ভ এবং তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভকে বিনাশ করিয়াই তাঁহার সংহার করার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ইন্দ্রদেব যেসময়ে দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে নিঃসৃত এক দেবীকে তাঁহার ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিন্ধ্যাচলে লইয়া আসিয়া সিংহবাহিনীরূপে সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহার নিকট তিনি এইরূপ একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিয়া দেবতাগণকে অসুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন (৪৪৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা হইতে জানা যাইতেছে, বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবী কেবল শুম্ভনিশুম্ভ অসুর সংহার-কার্য্য লইয়া বিন্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়েন নাই, সাধারণতঃ অসুরগণকৃত সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার-অনাচার হইতে দেবতা ও

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরিষ্কার ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে (৫৬৫)। এই সকল পুরাণোক্তির সহিত বিষ্ণুপুরাণ-

মানবগণকে রক্ষা করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বতশিখরে বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন। দ্বাপরযুগের শেষে নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে দেবীর জন্মগ্রহণ করিবার প্রস্তাবের সহিত সত্যযুগে ইন্দ্রদেব কর্তৃক দেবীকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে আনিয়া স্থাপন করিবার কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না দেখিয়া কেহ কেহ কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইতে পারেন, কিন্তু চিন্তাকুল হইবার কারণ কিছুই নাই। একসময়ে এক দীপশিখা হইতে অন্য দীপশিখা বাহির করিয়া লওয়া এবং আর একসময়ে সুদূরস্থিত দুই দীপাধারে প্রজ্বলিত দুই দীপশিখাকে এক আধারে আনিয়া একত্রিত করিয়া এক দীপশিখাতে পরিণত করা যে প্রাকৃতিক বিধানে সম্ভব হইতে পারে, পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছাবশে সেই নিয়মকে প্রসারিত করিয়া কখনও বা তাঁহার একস্থানের একমূর্ত্তি হইতে শতস্থানে শত শত বিভিন্ন মূর্ত্তির বিকাশ এবং কখনও বা তাঁহার শতস্থানের শত প্রকার মূর্ত্তিকে আনিয়া তাঁহার একমূর্ত্তিতে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া একত্রীভূত করিবার ব্যবস্থা করা—তাঁহার পক্ষে কিছু-মাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে। দেবীর এইরূপ এক হইতে বহু এবং বহু হইতে এক হইবার বর্ণনা পুরাণের অসংখ্য স্থানে আমরা দেখিতে পাইতেছি। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ মধ্যেও এরূপ ব্যাপারঘটিত বর্ণনার অভাব নাই। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৯০, ১৫৬, ১৫৭, ৩৪৪, ৩৪৬, ৪১৮, ৪৫২, ৫৪৯, ৫৫১ সংখ্যক শ্লোক ও ঐ সকলের অর্থব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৬৫) "জননীং দেবসেনস্য কবীনাং বাচমীশ্বরীম্। গায়ত্রীং দ্বিজমুখ্যানাং ব্যাহৃতিশ্ছন্দসাং বরাম্॥
সহস্রাক্ষীং তথেন্দ্রস্য ঋষেশ্চারুন্ধতীং পরাম্। গবাং কামদুঘাং শ্যামাং লতাং মধুতমপ্রিয়াম্।
অদিতিং সর্ব্বমাতৃণাং পার্ব্বতীং সর্ব্বযোষিতাম্। জ্যোৎস্নাং চান্দ্রমসীং বালাং সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
শারদীমৃতুবেলায়াং বৃন্দাবনচরীং বরাম্। মায়িনাং বৈষ্ণবীং মায়াং সর্ব্বদৈত্যবিমোহিনীম্॥
লক্ষ্মীং চ শ্রীমতামিষ্টাং যক্ষিণীং ধনদার্চ্চিতাম্। মহোদধীপ্সিতাং বেলাং রাজ্ঞাং চ রাজসম্পদম্॥
বেদিকাং যজ্ঞশালানাং হবিরাহবনীং শুভাম্। দক্ষিণাং সর্ব্বদীক্ষাণাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥
এবং স্তুতা তদা দেবী প্রত্যক্ষা বিন্ধ্যবাসিনী।" (স্কন্দপুরাণ)

অগস্ত্যঋষিকৃত এই স্তবের উক্তিসকলের সহিত চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে প্রদত্ত ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অগ্নি কৃত দেবীস্তবের কথাগুলি ঐক্য করিয়া দেখিলে স্তূয়মানা দেবী যে এক এবং অভিন্ন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী অগস্ত্যঋষিকে যে উত্তরদান করিয়াছিলেন, সেই উত্তরের ভাষা, ভাব ও বিষয়—এ তিনটীই লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। এই উত্তর হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,—

"কুশস্থলী মহাপুণ্যা পবিত্রা পাপহারিণী। পুরীহ্যেষা মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তত্রৈবাহং চিরং কালং মাতৃভির্নিবসামি বৈ॥ তত্রাপি ত্বং সদা সিদ্ধক্ষেত্রাধিপত্যমাপ্নুয়াঃ।
মৎসক্তো নির্ম্মলং পুণ্যং বিমলোদং চ বিশ্রুতম্॥ যত্র পুণ্যরতাং বাসো দেব্যস্তিষ্ঠন্তি কোটিশঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরাঃ স্নাত্বা শুচীভূয় সমাহিতাঃ॥ যজন্তি চৈব মাং ভক্ত্যা ধূপদীপাগ্নিতর্পণৈঃ।
ক্ষীরখণ্ডাজ্যভোজ্যৈশ্চ ভোজয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজান্॥ ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
ধনধান্যধরৈশ্বর্য্য পুত্রদারাদিসম্পদাম্॥ প্রাপ্যন্তে বিবিধা ভোগা দেবানামপি দুর্লভাঃ।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বর্ণিত শুম্ভনিশুম্ভ-বধ করিবার জন্য যশোদা-গর্ভসম্ভবা অষ্টভূজাদেবীর বিন্ধ্যাচলে আসিয়া অবস্থানের কথা একত্রিত করিয়া পাঠ করিতে উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সত্যযুগ হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতশিখরে দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য যে অষ্টভূজা দুর্গাদেবী অবস্থান করিতেছেন, দ্বাপরশেষে কৃষ্ণজন্ম-সময়ে— যশোদার গর্ভোৎপন্না দেবী অষ্টভূজাও তথায় আসিয়া পূর্ব্বকালের সেই বিন্ধ্যবাসিনী অষ্টভূজা দুর্গাদেবীর সহিত সম্মিলিত হইয়া একই মূর্ত্তিতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং ঐ যুক্ত মূর্ত্তিতে অদ্যাপি দেব-দানব-মানবগণের হস্তে প্রতিনিয়ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন।

৬১৬ সংখ্যক শ্লোকে অন্য শুম্ভনিশুম্ভ মহাসুরদ্বয়ের পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবার ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এইস্থানে "অন্য" শব্দ থাকাতে শুম্ভনিশুম্ভ নামধারী নূতন দুইটি অসুর জন্মগ্রহণ করিবেন বুঝিতে হইবে কিম্বা পূর্ব্বের শুম্ভনিশুম্ভ অসুরদ্বয়ই নবদেহ ধারণ করিয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মধারণ করিবেন বুঝিতে হইবে ? টীকাকারগণ এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর প্রদান করেন নাই। কেবল পূর্ব্বকালের অসুরের নামধারী এই দুই অসুর হইলে এখানে "অসুরদ্বয়" শব্দমাত্র ব্যবহার করা হইত। সেস্থলে "অন্য" শব্দ নামের পূর্ব্বে সংযুক্ত থাকাতে অন্য অর্থাৎ আর এক দেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্বকালের শুম্ভনিশুম্ভ মহাসুরদ্বয়ই আবার পৃথিবীতে আসিবে এবং আমি সেই সময়ে আবার তাহাদিগকে বধ করিব,—শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। একই দেবতা বিশ্বমঙ্গলসিদ্ধ্যর্থে পুনঃ পুনঃ

শত্রুতো ন ভয়ং তেষাং দস্যুভ্যো বা ন রাজতঃ॥ ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি।"

(স্কন্দপুরাণ)

স্কন্দপুরাণ হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্টে জানা যাইতেছে, মাতৃদেবীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া দেবী বিন্ধ্যবাসিনী এখানে বাস করিতেছেন এবং কোটি কোটি দেবী তাঁহার চারি পার্শ্বে এখানে অবস্থান করিতেছেন। ইহা হইতে আরও জানা যাইতেছে, অগ্নিদেবের স্তুতিতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী চণ্ডিকা যেমন প্রার্থিত বরদানের সহিত সুদীর্ঘ একটি উত্তর দান করিয়া দেবতাগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই দেবী বিন্ধ্যবাসিনী অগস্ত্যঋষির স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রার্থিত বরদানের সহিত একটি সুদীর্ঘ উত্তর দান করিয়াছিলেন। দেবীর এই দুইসময়ে দুইস্থানে প্রদত্ত উত্তরের কেবল ভাবগত নহে, ভাষাগত—এমন কি, উদ্ধৃত শেষ দুইপংক্তির সহিত চণ্ডীগ্রন্থের ৬৩৬ সংখ্যক শ্লোকের— অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় অধিক কিছুই নাই। তাহার কারণ এই যে, যে-দেবী সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেবের স্তুতির উত্তর দান করিয়াছিলেন, সেই দেবীই সেইরূপ সন্তুষ্টা হইয়া অগস্ত্যঋষির স্তুতির উত্তর দান করিয়াছিলেন। উত্তরদাতা এক, এজন্য উত্তরের ভাষায় ও ভাবে পূর্ণ সৌসাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক।

যেরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ একই দুর্দ্দান্ত দৈত্য বা দানব তাহার অপূর্ণ অসদ্বাসনা পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; কংসাদির জন্ম-ইতিহাসে তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। দেব ও দানবগণের পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ আগমনের কথাকে কবিকল্পনার উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর নানাস্থানের নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে অধর্ম্ম এবং অশান্তি দূর করিয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্য দেবী চণ্ডিকার ন্যায় ভবিষ্যৎকালে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার পৃথিবীতে আবার আগমনের কথা নানাস্থানে নানাভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে কথিত হইয়াছে, পঞ্চম বুদ্ধদেব আরও কিছুকাল পরে ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য এই পৃথিবীতে আবার আবির্ভূত হইবেন (৫৬৬)।

---

(৫৬৬) "Down to the present time four *Buddhas* have already appeared. The last of them was Shakiamuni, or Gaudama. A fifth is yet to come before the destruction of the world. This will be the *Buddha-Maitri*, or *Maitari*."

(THE INDIAN RELIGIONS by Hargrave Jennings)

জৈনধর্ম্মগ্রন্থেও ভবিষ্যৎকালে তীর্থঙ্কর নামক অনেক জৈন দেবতার পৃথিবীতে আবির্ভাবের কথা লিখিত হইয়াছে। যথা—

"The twentyfourth and last of all the coming Tirthankara is Svayambuddha, now in the highest of all the Devaloka, who is to be incarnate as *Bhadrajina*.

"The first of the new series of Tirthankara, Padmanabha, will much resemble Mahavira, and will accomplish as much as he did in spreading the faith."

(THE HEART OF JAINISM by Mrs. Sinclair Stevenson)

যিশুখৃষ্টের পৃথিবীতে পুনরাগমনের কথা "সাহিহুল বুখারি" নামক একখানি প্রসিদ্ধ মুসলমানধর্ম্মগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"The descent of Jesus on earth. He is to descend near the white tower to the east of Damascus, when the people have returned from the taking of Constantinople. He is to embrace the Muhammadan religion, marry a wife, get children, kill Anti-christ, and at length die, after forty years'—or, according to others, twenty-four years'—continuance on earth, and be buried at Al-Madinah. Under him there will be great security and plenty in the world, all hatred and malice being laid aside; when lions and camels, bears and sheep, shall live in peace, and a child shall play with serpents unhurt."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬১৮, ৬১৯ এবং ৬২০ সংখ্যক শ্লোকে দেবী চণ্ডিকা "বিপ্রচিত্ত" বংশীয় মহাসুরগণকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিবেন এবং ঐসকল অসুর ভক্ষণ করিয়া তাঁহার দন্তপংক্তি দাড়িমীকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ হইবে—এরূপ এক ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই শ্লোকের-অর্থ-ব্যাখ্যা সময়ে টীকাকারগণের মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার অভাবনীয় কথার অবতারণা করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"বিপ্রচিত্তাদ্ ব্রাহ্মণান্তঃকরণাদুৎপন্নান্ লোভ-মোহাদিরূপান্ বা।" এইরূপ অর্থ অপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার নাগোজীভট্টের প্রদত্ত অর্থ সমধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৈপ্রচিত্তান্ বিপ্রচিত্তিবংশীয়ান্।" "বিপ্রচিত্তি নামক কোন অসুরকুল হইতে উৎপন্ন অসুর" অর্থ করিলে রূপক শব্দার্থকে দূর হইতে টানিয়া আনিবার আর প্রয়োজন থাকে না। অগ্নিপুরাণে—হিরণ্যকশিপুর ভগ্নীকে বিপ্রচিত্তি নামক এক অসুর বিবাহ করেন এবং তাঁহার অনেক সন্তান হয়—ইহাও দেখা যাইতেছে (৫৬৭)। দেবীর "রক্তদন্তিকা" নামের অর্থব্যাখ্যা-সংশ্রবে ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কৃত বাঙ্গালা চণ্ডী-ব্যাখ্যাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"রক্তদন্তিকা কালীর অংশবিশেষ, ইঁহার কেশ, অস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গই রক্তবর্ণ। ইঁহার অপর নাম রক্তচামুণ্ডা।" বরাহপুরাণে "রক্তচামুণ্ডা" সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ বর্ণনা না থাকিলেও তাহা হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রুরু নামক দৈত্যের ঘোর অত্যাচারে দেবতাগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া রৌদ্রীদেবীর নিকট উপস্থিত হইলে, দেবী তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিকট হাস্য করিলেন। দেবীর সেই হাস্য হইতে বিকৃত-বেশা, রক্তকেশা অসংখ্য দেবী উৎপন্ন হইয়া রুরু এবং তাহার দলবলের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসুরকুলকে নির্ম্মূল করিলেন। দেবী শূলবিদ্ধ করিয়া রুরু অসুরকে ভূতলে নিপাত করিলেন (৫৬৮)। সেই হইতে দেবী রৌদ্রী-চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইয়া রহিলেন।

কৃশ্চিয়ান এবং মহম্মদীয়ান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের অনেকস্থানে এইশ্রেণীর নানা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫৬৭) "হিরণ্যকশিপুর্দিতাং হিরণ্যাক্ষশ্চ কশ্যপাৎ। সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
রাহু প্রভৃতয়স্তস্যাং সৈংহিকেয়া ইতিশ্রুতাঃ॥" * * * ০ (অগ্নিপুরাণ)

(৫৬৮) "দেব্যুবাচ। কিমিয়ং ব্যাকুলা দেবা গতির্ব্বা উপলক্ষ্যতে। কথয়ধ্বং দ্রুতং দেবা সর্ব্বথা ভয়কারণম্॥"
"দেবা উচুঃ। অয়মায়াতি দৈত্যেন্দ্রো রুরুর্ভীমপরাক্রমঃ। এতস্য ভীতান্ রক্ষস্ব ত্বং দেবান্ পরমেশ্বরি॥
এবমুক্তা তদা দেবৈর্দ্দেবী ভীমপরাক্রমা। জহাস পরয়াপ্রীত্যা দেবানাং পুরতঃ শুভা॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবীর সহচরিগণ ক্ষুধাতে কাতরা হইয়াছেন দেখিয়া দেবী রুদ্রদেবকে স্মরণ করিলেন। রুদ্রদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেবী তাঁহাকে বলিলেন—ইহারা অতিশয় ক্ষুধাতুরা হইয়া আমাকে পীড়ন করিতেছে, এমন কি, কিছু খাইবার সামগ্রী না দিতে পারিলে ইহারা হয়ত আমাকেই খাইতে আরম্ভ করিবে (৫৬৯)। রুদ্রদেব দেবীগণের আহারের বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এখানে যে রুরু অসুরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইনি বিপ্রচিত্তি-অসুরকুলে উৎপন্ন কি না তাহা লিখিত নাই। কিন্তু এই যুদ্ধসময়ে রক্তচামুণ্ডাদি নামধেয় ত্রিশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম—শ্বেতচামুণ্ডা, রক্তচামুণ্ডা ও কৃষ্ণচামুণ্ডা। রক্তচামুণ্ডার রক্তকেশ ও দেহের বর্ণ, বসন, ভূষণ সমস্তই রক্তবর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে, একই দেবীর দেহের কখনও শ্বেত, কখনও কৃষ্ণ, কখনও রক্ত বর্ণ প্রকাশপ্রাপ্ত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার দেহের বর্ণের সহিত তাঁহার বসন-ভূষণ সমস্তই দেহানুরূপ বর্ণে রঞ্জিত থাকাও বিস্ময়ের বিষয় নহে। নাগোজীভট্ট তাঁহার কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন—"এষা রক্তদন্তিকা কাল্যংশভূতা। অত্র দন্তেত্যুপলক্ষণম্। কেশায়ুধসর্ব্বাবয়বেষু রক্তত্বমস্যাঃ। অত এবাস্যা রক্তচামুণ্ডাত্বেন ব্যবহারঃ।" পুরাণের উক্তি এবং টীকাকারগণের প্রদত্ত অর্থ বিচার করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধা নাই যে, অসুরকুলের ভয়বর্দ্ধনী এবং দেবকুলের অভয়দায়িনী রক্তবর্ণদেহধারিণী রক্তচামুণ্ডাদেবী এবং "রক্তদন্তিকা"-দেবী অভিন্না এবং এই রক্তদন্তিকাদেবী স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে দেবতা ও মানবগণকর্ত্তৃক পুরাকালে যেমন প্রপূজিতা হইয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালেও অসুরকুল নির্ম্মূল করিয়া সেইরূপ পূজাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবেন।

তস্যা হসন্ত্যা বক্ত্রাত্তু বহ্ব্যো দেব্যো বিনির্যযুঃ। যাভির্ব্বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং বিকৃতাভিরনেকশঃ॥
পাশাঙ্কুশধরাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ। সর্ব্বাঃ শূলধরা ভীমাঃ সর্ব্বাশ্চাপধরাঃ শুভাঃ॥
তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিশো দেব্যস্তাং দেবীং বেষ্ট্য সংস্থিতাঃ। যুযুধুর্দ্দানবৈঃ সার্দ্ধং বদ্ধতূণা মহাবলাঃ॥
ক্ষণেন দানববলং তৎসর্ব্বং নিহতন্তু তৈঃ। দেবাশ্চ সর্ব্বে সম্পন্না যুযুধুর্দ্দানবং বলম্॥" (বরাহপুরাণ)

(৫৬৯) "দেব্যুবাচ। ভক্ষ্যার্থমাসাং দেবেশ কিঞ্চিদ্দাতুমিহার্হসি। বলাৎ কুর্ব্বন্তি মামেতা ভক্ষার্থিন্যো মহাবলাঃ। অন্যথা মামপি বলাদ্ভক্ষয়িষ্যন্তি তাঃ প্রভো॥ * * * *
এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী। এষা শ্বেতাপরা সৃষ্টিঃ সাত্ত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা॥
এষৈব রক্তা রজসি বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা। এষৈব কৃষ্ণা তমসি রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
পরমাত্মা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ। প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধাভবৎ॥" (বরাহপুরাণ)

৬২১, ৬২২ এবং ৬২৩ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী চণ্ডিকা—তাঁহার সদা-অনুষ্ঠিত অস্থরমর্দ্দন-কার্য্য কিছুকালের জন্য বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একটি অভিনব উপায়ে পৃথিবীব্যাপী জীবকুলকে অকালধ্বংসগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং শাক্-সবজীরূপে পৃথিবীতে যে অবতীর্ণা হইবেন—তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একশত বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী মরুভূমি প্রায় ঊষর হইতেছে দেখিয়া মুনিগণ সে-সময়ে দেবীকে স্তব করিবেন এবং দেবীর অন্তঃকরণে লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তখন দয়ার উদ্রেক হইবে এবং দেবী সে-সময়ে জ বের জীবনরক্ষাকর খাদ্য শাকরূপে পৃথিবীতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবেন—ইহাই হইতেছে এস্থানের দেবীর নিজমুখের ভবিষ্যদুক্তি। দেবীর এই উক্তি মধ্যে লক্ষ্য করিবার ও চিন্তা করিবার বিষয় কিছু রহিয়াছে। দুর্দ্দান্ত দৈত্যদানবের অত্যাচার হইতে দেব ও মানবকে রক্ষা করিবার জন্য, অস্থরকুলকে নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে, ধ্বংস-অস্ত্র করে লইয়া সংহার-মূর্ত্তিতে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই দেবী চণ্ডিকার একমাত্র কার্য্য—এরূপ চণ্ডীমাহাত্ম্যপাঠকগণের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ অস্থরসংহারকার্য্যই দেবীর একমাত্র কার্য্য নহে, পালনকার্য্যই তাঁহার প্রধানকার্য্য। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, নিজের জ্বালাময়ী ভীষণ রৌদ্রমূর্ত্তিকে স্থকোমল-স্থশীতল সবুজ ঘাসপাতা-শাক্সবজীতে পরিণত করিয়া এবং তদ্দারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া, মাতা যেমন নিজ দেহজাত দুগ্ধধারা দ্বারা শিশুসন্তানের জীবন রক্ষা করেন, তিনিও সেইরূপ নিজদেহ হইতে উৎপন্ন জীবের জীবনধারণোপযোগী রস বিতরণদ্বারা নরনারী, পশুপক্ষী ক্রিমিকীটপতঙ্গ সমস্ত জীবজন্তুকে রক্ষা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন—দয়াময়ী দেবী চণ্ডিকা ইহাই তাঁহার অমৃতময়ী এই ভবিষ্যৎ উক্তিদ্বারা এখানে আমাদিগকে দেখাইতেছেন (৫৭০)। নানা পুরাণের নানাস্থানে দেখা যায়, নারায়ণ

(৫৭০) "হে দেবি! আপনি নিত্যানন্দময়ী ও অখিল ভুবনের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, অতএব হে নিরুপমে! আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনি যখন আমাদিগের ক্লেশশান্তির নিমিত্ত অতুলনীয় শত শত অক্ষিধারণ করিয়াছেন তখন আপনি সর্ব্বত্র শতাক্ষী নামে প্রসিদ্ধা হইবেন। মাতঃ আমরা ক্ষুধায় অতি কাতর হইয়াছি, এজন্য আমাদিগের আপনাকে স্তব করিবার সামর্থ্য নাই। হে অম্বিকে! হে মহেশানি! আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া বেদের উদ্ধার সাধন করুন। ভগবতী শিবানী, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আহারার্থ তাঁহাদিগকে নিজ করস্থিত সুস্বাদু ফলমূল ও শাক প্রদান করিলেন এবং যাবৎ কাল পর্য্যন্ত নূতন শস্যাদি উৎপন্ন না হইল তাবৎকাল মনুষ্যাদিকে তাহাদিগের আহারোপযোগী বিবিধ রসপূর্ণ খাদ্য ও পশু প্রভৃতিকে তাহাদিগের ভোজ্য তৃণাদি দান করিতে লাগিলেন। রাজন! তৎকালে তিনি শাকদ্বারা সকলকে ভরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই দিন হইতে তিনি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবীভাগবতের অনুবাদ)

কখনও বা মৎস্যমূর্ত্তিতে, কখনও বা কচ্ছপমূর্ত্তিতে, কখনও বা বরাহমূর্ত্তিতে, কখনও নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে রক্ষা করিয়াছেন ; কখনও বা মহেশ্বর কিরাতমূর্ত্তিতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও বা চতুষ্পদ বৃষমূর্ত্তিতে জগতে ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া বিশ্ব পরিপালন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, চৈতন্যময়ী দেবী চণ্ডিকা জগতের ক্রিমিকীটাদি জীবকুলকে অনাহারমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য জড়জগতের অতি নিম্নস্তরের নগণ্য বস্তু ঘাসপাতা-শাকসবজীর মূর্ত্তিতে আপনাকে নামাইয়া আনিয়া এবং উহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার পালনশক্তির একটি অতুলনীয়, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যপ্রভা এখানে সুপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এইখানের এই উক্তি দ্বারা দেবী চণ্ডিকা আরও দেখাইতেছেন, তিনি প্রয়োজন স্থলে পরের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজকে পশুপদদলিত তৃণে পরিণত করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। এখানে কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন,—দেবী স্বর্গের রত্নসিংহাসনে বসিয়া বরুণদেবের প্রতি ইঙ্গিতে আদেশ প্রদান করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে পৃথিবীকে সুপেয় জলে এবং সুখাদ্য শস্যে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া নিজে ঘাসপাতা-শাকসবজী মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন—এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যে লোকশিক্ষাদানের জন্য তিনি দেবাসুরযুদ্ধ-সময়ে রণক্ষেত্রে অসুরগণ মধ্যে স্বয়ং করে অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুরপ্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই লোকশিক্ষাদানের জন্যই স্বর্গের উচ্চ রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলের নিম্নতলদেশে শস্যক্ষেত্রে লুণ্ঠিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকুলমধ্যে স্বয়ং শাক এবং তৃণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বা হইবেন এবং এসময়ে এইভাবে অবতীর্ণ হওয়াই তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ শোভনীয়।

৬২৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত যে উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই,—ঐ সময়ে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া আমি দুর্গা নামে বিখ্যাত হইব। এই শ্লোকের ভাবার্থ বা শব্দার্থ নিষ্কাসন লইয়া যদিও টীকাকারগণ মধ্যে মতভেদ দেখা যাইতেছে না কিন্তু এস্থলের একটি সামান্য কথা লইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনকারী পাঠক-গণ মধ্যে বিষম বাদবিতণ্ডার কারণ সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে দেবী চণ্ডিকা তাঁহার ভবিষ্যৎ-উক্তিতে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া যদিও বলিয়াছেন,—দুর্গম-অসুরকে বধ করিয়া আমার দুর্গাদেবী নাম জগতে খ্যাত হইবে, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ হইবার বহুকাল পূর্ব্বে এবং দুর্গম-অসুরকে বধ করিয়া "দুর্গাদেবী" নামপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত

হইবার বহুকাল পূর্ব্বে, শুম্ভাসুরের সহিত দেবীর ঘোর যুদ্ধসময়ে, শুম্ভাসুর দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।" অর্থাৎ হে দুর্গে। তুমি ত পরবল লইয়া এখন যুদ্ধ করিতেছ, তুমি আর গর্ব্ব করিও না। এসময়ে শুম্ভ, দেবীর "দুর্গা" নাম পাইলেন কেমন করিয়া? ইহারও অনেককাল পূর্ব্বে দেবগণ যখন দেবী চণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, তখনও দেবীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"দুর্গে। তোমাকে সতত নমস্কার করিতেছি।" (২৭১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে ইন্দ্রদেব যে-সময়ে দেবীচণ্ডিকাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সে সময়েও তিনি দেবীকে বলিয়াছিলেন—"হে দুর্গে। তোমাকে স্মরণ করিলে সকলের সকল ভয় দূর হয়।" (২৩৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতি পূর্ব্বকালে সত্যযুগে কাশীতে দুর্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে রাজা সুবাহু দেবীকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দুর্গা নামেই সম্বোধন করিয়াছেন। (ভাগবত ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এইরূপ চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের এবং অন্যান্য পুরাণের নানা স্থানে দেখা যাইতেছে। শুম্ভনিশুম্ভের সহিত দেবীযুদ্ধ শেষ হইয়া অগ্নিদেবকে বরদানসময়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই দেবী চণ্ডিকাকে দেব-দানব-মানবগণ কর্ত্তৃক "দুর্গা" নামে সম্বোধন করা হইতেছে। দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া "দুর্গাদেবী" উপাধি প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার "দুর্গা" নাম পৃথিবীতে প্রচারিত হইল কিরূপে? কোন টীকাকারই এ প্রশ্নের কোনরূপ উত্তরদানের চেষ্টা করেন নাই, কেবল নাগোজী ভট্ট ২৭১ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা সময়ে বলিয়াছেন—"দুর্গায়ৈ ইতি। দুঃখজ্ঞেয়ায়ৈ। দুর্গো দুরধিগমঃ পরিচ্ছেদো যস্যাস্তস্যৈ।" আলোচ্য শ্লোকের অর্থে ভট্টজী লিখিয়াছেন,—"দুর্গেতি। ভীমং ভয়ঙ্করম্।" দেবীর নিজ মুখের উক্তির উপরে ব্যাকরণের কৌশলজাল বিস্তার করিয়া দূরার্থকে টানিয়া আনিবার অধিকার পূজ্য এবং প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্টেরও নাই—ইহা বলিতে কোনই বাধা নাই। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ এ প্রশ্নের এইরূপ একটা নির্দ্দয় মীমাংসা করিয়া থাকেন যে, পুরাণের পূর্ব্বাপরকাল ঘটিত বিষয়ের কোন বিচারের প্রয়োজন করে না, তাহার কারণ—প্রলাপ-উক্তির ন্যায় পুরাণ লিখিত, পূর্ব্বের কথার সহিত পরের কথার সামঞ্জস্য বা সম্বন্ধ রক্ষা করা যায় না এবং উহা করিবার কোন উপায়ও নাই। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত দয়াবান, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—পুরাণ সকল কাব্যকথার একটা বিশৃঙ্খল সংগ্রহপুঁথি ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহার কাব্যাংশের সৌন্দর্য্য কেবল আমরা গ্রহণ করিব,

কবিকল্পিত কাব্যের পুষ্পমালা ছিন্ন করিয়া ঋষিবাক্যের সত্যসূত্র অন্বেষণ করা নিষ্প্রয়োজন। ইঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তকে রন্ধনশালার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাস্তূপ মধ্যে সযত্নে সমর্পণ করা ভিন্ন উহার অন্য ব্যবহার কি হইতে পারে আমরা জানি না। আমাদের পুরাণ সকল বিকৃত-মস্তিষ্ক রোগীর প্রলাপোক্তি নহে, ধুস্তুর-ধুমপায়ীর নিরর্থক নিনাদও নহে, কিম্বা অপক্ক কবি-কল্পনার অসময়ে প্রসূত অপরিপক্ক সন্তানসন্ততিও নহে। নকল ও ভেজাল পুরাণের কথা বলিতেছি না, তদ্‌ভিন্ন আসল পুরাণ সকল, যাহা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের লেখনী বা কণ্ঠনিঃসৃত, তাহারা সমস্তই বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ। তাহারা সমস্তই নীতিকথার অফুরন্ত প্রস্রবণ-তুল্য এবং তাহাদিগকে লোকশিক্ষা-দীক্ষাদানের বিশাল উন্মুক্ত পাঠশালা এবং ঐতিহাসিক সত্যতত্ত্বানুসন্ধানের সদাপ্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান বলিয়া বর্ণনা করিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। বস্তুতঃ পুরাণই আমাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রাপ্তির পথপ্রদর্শক। সুখের বিষয়, সম্প্রতি য়ুরোপের কোনও কোনও সংস্কৃতভাষাবিদ্ সুপণ্ডিতও এদেশের পুরাণকে আর গাঁজা-খোরী গল্পের ভাণ্ডার মনে করেন না বরং তৎপরিবর্ত্তে কতকটা এইরূপ উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন (৫৭১)। এই সকল কথা এখানে আলোচনা করিবার ইহাই প্রয়োজন

---

(৫৭১) পুরাণ গাঁজাখোরী গল্পে পূর্ণ নহে। আধুনিক অনেক শিক্ষিত যুবকের মনে এরূপ একটা ভুল ধারণা জন্মিয়া রহিয়াছে যে, পুরাণগুলি কেবল গাঁজাখোরী গল্পে এবং বাজে কথাতে পরিপূর্ণ, উহাতে কাজের কথা কিছুই নাই। অনেকে এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে, উহা আধুনিক কাব্য-লেখকগণের রচিত গল্পের পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই নহে। য়ুরোপের সংস্কৃতভাষাবিদ্ কোনও কোনও পণ্ডিত পুরাণ সকল অনুশীলন করিয়া এক্ষণে অন্য সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, পুরাণ অল্পদিন পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ নহে, আর পুরাণগুলি ফেলিয়া দিবার বস্তুও নহে। ঐ সকল হইতে অনেক শিক্ষার সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস লেখক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"H. H. Wilson, misunderstanding certain passages in the Puranas as referring to the Muhammadans, enunciated the opinion that the *Vishnu Purana* was composed in or about A. D. 1045. 'The error, excusable in Wilson's time, unfortunately continues to be repeated frequently, although refuted by patent facts many years ago. The persistent repetition of Wilson's mistake renders it desirable to bring together a few easily intelligible and decisive proofs that the Puranas are very much older than he supposed.

"Alberuni, who wrote his scientific account of India in A. D. 1030, gives a list of

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপস্থিত হইয়াছে যে; সর্ব্বপ্রথমে পুরাণকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে অভ্যস্ত না হইলে পুরাণ বর্ণিত কোন উক্তির মূলে কি পরিমাণ সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারা সুকঠিন। "দুর্গাদেবী" নামে খ্যাতি লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই দেব-দানব-মানবগণ দেবী চণ্ডিকাকে নানা—

---

the eighteen Puranas 'composed by the so-called 'Rishis', and had actually seen three of them, namely parts of the *Matsya, Aditya, and Vayu.* He also gives a variant list of the eighteen works, as named in the *Vishnu Purana.* It is, therefore, certain that in A. D. 1030 the Puranas were, as now, eighteen in number, and were regarded as coming down from immemorial antiquity when the mythical Rishis lived." * * * *

"I may add that *Puranas* in some shape were already authoritative in the fourth century B. C. The author of the *Arthasastra* ranks the *Atharvaveda* and *Itihasa* as the fourth and fifth Vedas; and directs the king to spend his afternoons in the study of *Itihasa* which is defined as comprising six factors, namely, (1) *Purana*, (2) *Itivritta* (history), (3) *Akhyayika* (tales), (4) *Udaharana* (illustrative stories), (5) *Dharmasastra*, and (6) *Arthasastra*." (THE EARLY HISTORY OF INDIA— by Vincent A. Smith)

"It may here and there contain relics of earlier times, adapted to the literary, religious, and moral tastes of a later period; and whenever we are able to disentangle those ancient elements, they may serve to throw light on the past, and to a certain extent, supplement what has been lost in the literature of the Vedic times." * * *

"It was said that we ought to study the later Sanskrit, the Laws of Manu, the epic poems, and, more particularly, the Puranas. The Veda might do very well for German students, but not for Englishmen."

(INDIA WHAT CAN IT TEACH US—by the Right Hon. F. Maxmuller)

"ARCHÆOLOGIA, 'ancient lore,' is the meaning of Purana (*Purana* 'old'). The religious period represented by the extant writings of this class is that which immediately follows the completion of the epic. These works, although they contain no real history, yet reflect history very plainly, and since the advent and initial progress of Puranic Hinduism, with its various cults, is contemporary with important political changes, it will be necessary briefly to consider the circumstances in which arose these new creeds; for they were destined to become in the future the controlling force in the development of Hindu religion."

(RELIGIONS OF INDIA by V. W. Hopkins)

স্থানে "দুর্গা" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কেন, তাহা জানিতে চাহিলে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের এতদ্‌সংক্রান্ত উক্তি যে চণ্ডীগ্রন্থের অন্যান্য উক্তির ন্যায় সম্মানের সহিত আমাদের গ্রহণযোগ্য—ইহাই অগ্রে আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। গভীর দার্শনিক এবং তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থ যে ঋষির সত্যস্রাবী লেখনী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাজ্ঞানী ঋষি যে অসাবধানতা বশতঃ দেবীর দুর্গা নাম অনুপযুক্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন—ইহাও সম্ভবপর নহে। অতএব স্থির করিতে হইবে, চণ্ডীগ্রন্থমধ্যে ঐভাবে "দুর্গা" শব্দ ব্যবহৃত হইবার অন্য কোন সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইকারণ অনুসন্ধান-কার্য্যে চণ্ডীগ্রন্থের আরম্ভে মধুকৈটভবধ সময়ে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তুতির শ্লোকগুলি আমাদিগকে প্রচুর সহায়তা করিতে পারে। প্রলয় অন্তে সমস্ত বিশ্ব যখন মহাসলিলে পরিপূর্ণ ছিল, যে সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, নিদ্রিত বিষ্ণু এবং তাঁহার নাভি-কমলে স্থিত একমাত্র ব্রহ্মা জাগরিত, আর কোন দেবদেবীর—নরনারীর আবির্ভাব হয় নাই, তখন ব্রহ্মা দেবীকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ের সেই স্তুতিগীতি মধ্যেও দেবীকে ব্রহ্মা—তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমিই সাবিত্রী, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই লজ্জা, তুমিই তুষ্টি, তুমিই পুষ্টি, তুমিই শান্তিদেবী এবং তুমিই ক্ষান্তিদেবী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছিলেন। যে সময়ে পৃথিবীতে এই সকল বস্তুর আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, কোনও লোকে এই সকল দেবীর আবির্ভাব হয় নাই, তখন ব্রহ্মা কি উপায়ে দেবীর এই সকল নাম পাইতে পারিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে,—ব্রহ্মা ত্রিকালদর্শী, বিশ্বের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন অবস্থাই তাঁহার চক্ষে সর্ব্বক্ষণ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যে লক্ষ্মীদেবী, স্বধাদেবী, স্বাহাদেবী প্রভৃতি পৃথিবীতে আবির্ভূ্তা হইবেন—তাহা ভবিষ্যদ্দর্শী ব্রহ্মা তখন চক্ষের উপরে দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহা দেখিয়া এবং ঐ সকল দেবী এবং দেবী মহামায়া যে এক এবং অভিন্না ইহা জানিয়া ব্রহ্মা দেবী মহামায়াকে ঐ সকল নামে সম্বোধন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন (৫৭২)। ভবিষ্যদ্দর্শী ব্রহ্মা, দেবীর স্তবে ঐ সকল ভাবী দেবীর নাম ব্যবহার করিবার যে

(৫৭২) স্কন্দপুরাণের এক স্থানে কথিত হইয়াছে, কোন সময়ে দেবী মহামায়া মহেশ্বরকে তাঁহার নিজ নাম-রহস্য জানিবার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবীর প্রশ্নের এবং মহেশ্বরের উত্তরের মর্ম্মার্থ এই,—"লোকে এক নামে না ডাকিয়া নানা নামে আমাকে সম্বোধন করে কেন?"—এ কথার উত্তরে মহেশ্বর দেবীকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি কত সময়ে কত কার্য্য সাধনের জন্য কত মূর্ত্তিতে এবং কত নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছ তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কারণে অধিকারী ছিলেন, ত্রিকালদর্শী মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণও সেই একই কারণে দুর্গারূপে দেবী চণ্ডিকার পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবার, বহু পূর্ব্বে "দুর্গা" বলিয়া দেবীকে বারম্বার সম্বোধন করিতে না পারিবেন কেন? পূর্ব্বাকাশে উদিত সূর্য্যের নাম-"সাবিত্রী" কিন্তু মানুষে প্রাতঃকালে আকাশে প্রকাশপ্রাপ্ত সূর্য্যদেবকেও অনেক সময়ে "সূর্য্য" নামেই সম্বোধন করিয়া থাকেন। এইরূপ লোকব্যবহার যখন সর্ব্বজন অনুমোদিত দেখা যাইতেছে, তখন দুর্গারূপে জগতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে দেবী চণ্ডিকাকে "দুর্গা" বলিয়া সম্বোধন করাও কাহারও পক্ষেই কিছুমাত্র অন্যায় বা অসঙ্গত হইতে পারে না।

৬২৫ এবং ৬২৬ সংখ্যক শ্লোকে রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া মুনিগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যৎ কোন সময়ে ভীমাদেবী নামে দেবী চণ্ডিকার হিমালয়ে অবতীর্ণ হইবার কথা উক্ত হইয়াছে। এই দুই শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা লইয়া বিশেষ কিছু বলিবার বিষয় নাই। ভীমাদেবীর পরিচয় লক্ষ্মীতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা মধ্যে যাহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—"ভীমেতি। ভীমাপি নীলবর্ণৈব দংষ্ট্রাদশনভাস্বরা চন্দ্রহাসং চ ডমরুং শিরপাত্রং চ বিভ্রতী। একবীরা কালরাত্রির্নিদ্রা তৃষ্ণা দুরত্যয়া। ইত্যুক্তে-রিয়ং কাল্যংশ এব। পঞ্চাশত্তমে চতুর্যুগে বৈবস্বতমন্বন্তরে এব ভীমাবতার।" এই শ্লোকোক্ত ভীমাদেবী সম্বন্ধে জানিবার এবং চিন্তা করিবার বিষয় কিছু রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দেবীগণের মধ্যে কেহ বা অসুর বধ করিয়া দেবতাগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কেহ বা শাকসবজী আশ্রয় ধারণ করিয়া জগতের ক্ষুধিত জীবকুলকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইবেন বলা হইয়াছে। ভীমাদেবী গিরিরাজ হিমালয়ের প্রার্থনা মত তাঁহার বিরাটমূর্ত্তি

ত্রিকালজ্ঞ ভিন্ন জনসাধারণে তাহা স্মরণে রাখিতে পারে না। তুমি মহিষাসুরবধ সাধনার্থে যে সময়ে কৃষ্ণপিঙ্গলারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলে, তখন "কাত্যায়নী" "দুর্গা" ইত্যাদি নানা নামে তুমি আখ্যাত হইয়াছ। কেবল এই ত্রয়োদশ কল্পেই তুমি নবকোটি ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছ।" যথা—

"মহিষস্য বধার্থায় উৎপন্না কৃষ্ণ[illegible] কাত্যা[illegible]নীতি দুর্গেতি বিবিধৈর্[illegible]মপর্য্যায়ৈঃ।
নবকোটি প্রভেদেন জাতাসি বসু[illegible]তলে॥ যান্‌ তে কল্পনামানি পূর্ব্বমুক্তানি সুন্দরি।
তানি ত্রয়োদশাৎ কল্পাদুদক্তাৎ কথিতানি মে॥ অতীতানি ভবিষ্যাণি বর্ত্তমানানি সুন্দরি।
এবং জ্ঞেয়ানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মকল্পাবধি প্রিয়ে॥" (স্কন্দপুরাণ)

দেখাইয়া মুনিগণকে জ্ঞানদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন এবং মুনিগণ তাঁহাকে তজ্জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন,—দেবীভাগবতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (৫৭৩)।

(৫৭৩) "হিমালয় বলিলেন, হে দেবেশি! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে আমি সেই বিরাটমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। বেদব্যাস বলিলেন, বিষ্ণু প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ হিমালয়ের এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে হৃষ্টান্তঃকরণে আনন্দ প্রকাশ করতঃ "সাধু সাধু" বলিয়া তদীয় বাক্যে সমাদর প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর ভক্তাভীষ্টদায়িনী কল্যাণময়ী দেবী ভগবতী, বিরাটমূর্ত্তিদর্শনে দেবগণের বাসনা বুঝিয়া ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য নিজ বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলেন। তৎকালে সুরগণ মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাটমূর্ত্তিকে এইরূপ দেখিলেন যে, সর্ব্বলোকের ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোক তাঁহার মস্তক এবং চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ সকল শ্রোত্রস্থান, বেদচতুষ্টয় বাক্য, বিশ্বব্যাপক বায়ু প্রাণ, বিশ্বমণ্ডল হৃদয়, পৃথিবী জঘনদেশ, ভুবর্লোক নাভিসরোবর, জ্যোতিশ্চক্র উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবা, জনলোক মুখমণ্ডল, সত্যলোকের অধোবর্ত্তী তপোলোক ললাটদেশ, ইন্দ্রাদি বাহুনিচয়, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারযুগল নাসারন্ধ্র দ্বয়, গন্ধঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখবিবর, অগ্নি এবং দিবা ও রাত্রি নেত্রপক্ষদ্বয়। ব্রহ্মলোক তৎকালীন তদীয় রূপের ভ্রূভঙ্গী, ব্যাপক মহাজল তাহার রসনেন্দ্রিয়াধার, তদ্গত রস রসনেন্দ্রিয়, যম তাহার চর্ব্বণোপযোগী দংষ্ট্রা, স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহকলা সকল দন্তপংক্তি, মায়াহাস্য সৃষ্টিকটাক্ষ, ব্রীড়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধরোষ্ঠ, অধর্ম্মমার্গ পৃষ্ঠদেশ এবং যিনি জগতে আদিস্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার উপস্থ বলিয়া কথিত আছে। সেই সময়ে দেবী মহেশ্বরীর কুক্ষিদেশ সমুদ্রনিচয়, অস্থিসকল শৈলসমূহ, এবং নাড়ীসকল নদীনিচয় এবং কেশকলাপ বৃক্ষসমূহই বোধ হইয়াছিল। হে রাজন! কৌমার, যৌবন ও জরা এই ত্রিবিধ বয়ঃক্রমই সেই জগদম্বার উত্তম গতি, মেঘমালাই সংশ্লিষ্ট কেশপাশ, সন্ধ্যাকালদ্বয় বসনযুগ্ম এবং চন্দ্রমা মনোরূপে প্রকাশ পাইতে থাকিল। তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি ভগবান হরি ও সংহারশক্তি ভগবান রুদ্রদেব বলিয়া উল্লিখিত আছে। অশ্বাদি সমুদয় জীবজাতি তৎকালে তাঁহার নিতম্বদেশে এবং অতলাদি পাতালান্ত মহাদেশসকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমূলপর্য্যন্ত যথাযথ স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সুরপুঙ্গবগণ যখন সেই ভুবনেশ্বরীর এতাদৃশ মহারূপ দর্শন করেন তখন দেখিলেন, তিনি জিহ্বাদ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহস্র সহস্র জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত। দংষ্ট্রানিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষণ জন্য কটকটা শব্দ হইতেছে ও নেত্রনিচয় অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। সেই মহাবীর রূপের ভুজসমূহে আয়ুধনিচয় ও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতি তাঁহার ওদনস্বরূপ। দেবী ভুবনেশ্বরীর সেই কোটি কোটি প্রভাকর ও কোটি কোটি বিদ্যুদ্দামের ন্যায় দেদীপ্যমান তেজোময় সেই মহাভয়ঙ্কর বিরাটরূপের মস্তক, লোচন ও চরণাদি সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ হইল। তৎকালে সমুদয় সুরবৃন্দই সেই হৃদয় ও লোচনের ভীতিপ্রদ ভীমমূর্ত্তি দর্শনে কম্পিত হৃদয়ে হাহাকার করতঃ বারম্বার বিষম মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিলেন এবং ঐসময়ে ইনি "জগদম্বা" বলিয়া তাঁহাদিগের এককালে স্মৃতি লোপ হইল। অনন্তর সেই মহেশ্বরীর চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিমান যে বেদ অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই প্রবোধদানে মূর্চ্ছিত দেবগণের মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। তখন দেবগণ অত্যুত্তম শ্রুতিবাক্যশ্রবণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্গদ বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ কহিলেন, "হে অম্ব! অপরাধ ক্ষমা করুন, আমরা ত আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছি এবং সম্প্রতি সাতিশয় দীনভাবাপন্ন হইতেছি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দেবেশি! আপনার ভীষণ দর্শনে আমরা যার পর নাই ভীত হইতেছি।"

(বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত দেবীভাগবতের বঙ্গানুবাদ)

৬২৯ এবং ৬৩০ সংখ্যক দুইটি শ্লোক হইতেছে—দেবী চণ্ডিকার জীবকে অভয়দানমূলক এইস্থানে লিপিবদ্ধ সুদীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ-উক্তি। এই সর্ব্বকালে সর্ব্বজন-স্মরণীয়-শ্লোক সম্বন্ধে যাহা কিছু আমাদের বক্তব্য ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেবীর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা-আরম্ভ-সময়ে ৬১৫ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা উপলক্ষে বলা হইয়াছে ; এজন্য এখানে এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থানে একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, দেবীকণ্ঠনিঃসৃত, জীবের হতাশ হৃদয়ে আশাসঞ্চারক, অবসন্নদেহে নবোৎসাহ-উদ্দীপক এইরূপ উক্তি কেবল এখানেই যে একটিমাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা নহে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণমুখেও প্রায় একই ভাবের আশাপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা শুনিতে পাইয়াছি। গীতাতে প্রদত্ত তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত ভবিষ্যদুক্তি এই—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে জীবকুল প্রতি ভগবানের এইরূপ আশ্বাস-বাণী-বিকাশক আরও অনেক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় (৫৭৪)। যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই বিশ্বপালন-কর্ত্তা নারায়ণ এবং বিশ্বপালনকর্ত্রী নারায়ণী (৫৭৫) দেবতা এবং মানবগণকে এইরূপ অভয়-

---

(৫৭৪) "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের বাঙ্গলা মর্ম্মানুবাদ এই—হে পার্থ! যে ব্যক্তি আমাতে তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য সমাধিযোগদ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুসমাকুল সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—হে অর্জ্জুন! তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থির কর। তাহা হইলে দেহান্তে আমার সহিত অভেদভাবে স্থিতি করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

(৫৭৫) দেবী চণ্ডিকাকে "নারায়ণী" বলিয়া এখানে উল্লেখ করাতে কাহারও কাহারও কর্ণে উহা একটু শ্রুতি-কটু অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু পুরাণশাস্ত্রানুশীলনকারী মাত্রেই ইহা অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণী শব্দের যেরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এখানে "নারায়ণ" শব্দের সহিত "নারায়ণী" শব্দের সেরূপ পতিপত্নীভাব-ঘটিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এবং নাই। ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শব্দার্থ ব্যাখ্যা সংশ্রবে ৪৫৮ সংখ্যক টীকাতে ইন্দ্রাণী অর্থে যে ইন্দ্রের পত্নী নহেন, ব্রহ্মাণী অর্থে যে ব্রহ্মার পত্নী নহেন, কিম্বা বারাহী অর্থে যে বরাহদেবের পত্নী নহেন, দেবীপুরাণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বাণী প্রদানদ্বারা সমুৎসাহিত করিয়াছেন। দেবীর দয়ালুপ্রকৃতির পরিচয় প্রকাশার্থে দেবীর ঐ সকল উক্তি হইতে আরও দুই চারিটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ স্থানে লিখিত "বৈষ্ণবী" শব্দার্থে যে বিষ্ণুর পত্নী বুঝিতে হইবে না, বরং বিষ্ণুর মাতৃস্থানীয়া বুঝিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "নারায়ণী" শব্দের ব্যবহার, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে পতিপত্নীবোধক ভাবে যে করা হয় নাই, তাহা দেবীপুরাণ হইতে উদ্ধৃত কেবল ঐ শ্লোক দৃষ্টেই যে উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে, তাহা নহে, চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৫৮৩ হইতে ৫৯৮ সংখ্যক ষোলটি শ্লোকের প্রত্যেক শ্লোকে লিপিবদ্ধ অগ্নিদেবের মুখের উক্তিতে আরও পরিষ্কাররূপে উহা বুঝিবার সুবিধা হইয়া রহিয়াছে। এই সকল শ্লোকমধ্যে "তুমি শিবারূপা নারায়ণী, তুমি গৌরীরূপা নারায়ণী, তুমি ব্রহ্মাণীরূপা নারায়ণী, তুমি বৃষভবাহিনী মাহেশ্বরীরূপা নারায়ণী, তুমি বরাহরূপিণী নারায়ণী, তুমি নৃসিংহরূপিণী নারায়ণী, তুমি ইন্দ্রাণীরূপিণী নারায়ণী, তুমি শিরোমালাবিভূষিতা চামুণ্ডারূপিণী নারায়ণী"—ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিদেব দেবীচণ্ডিকাকে পুনঃ পুনঃ স্তুতি ও প্রণাম করিয়াছেন। এই সকল স্থানের "নারায়ণী" শব্দ "নারায়ণের পত্নী"-বোধক অর্থে যে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা প্রত্যেক শ্লোকের কথিত উক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বের যে পালনশক্তিকে পুংভাবে দেখিবার সময় "নারায়ণ" এবং স্ত্রীভাবে দেখিবার সময় "নারায়ণী" বলিয়া দেবতাগণ সম্বোধন করিয়া থাকেন, সেই পালনক্রিয়াসাধিকা মূলশক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে যে স্ত্রী-সংজ্ঞারও অন্তর্ভূত নহেন এবং পুংসজ্ঞারও অন্তর্ভূত নহেন, তাহা ভাগবতপুরাণে প্রদত্ত পরমাশক্তির নিজ মুখের উক্তিতে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—

"নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে। সর্গেসতি বিভেদ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ংধিয়া পুনঃ॥" (ভাগবত)

ইহার পরে দেবী তাঁহার সৃষ্টি, পালন ও সংহারঘটিত নিজ ক্রিয়াশক্তির পরিচয় তাঁহার নিজ মুখের বাক্যে প্রদান করিয়াছেন—

"নূনং সর্ব্বেষু দেবেষু নানানামধরাম্যহম্। ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্॥
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা। বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী॥
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্। করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ॥" (ভাগবত)

যে ৬৩০ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যাকে ধরিয়া এখানে এতগুলি কথা বলা হইল, সেই শ্লোকে কেবল ইহাই মাত্র কথিত হইয়াছে—"যখনই দানব শত্রুকুল উৎপাত উপস্থিত করিবে, তখনই আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের শত্রুকুলকে সংহার করিব।" এই শ্লোকে লিখিত এই একটি সহজবোধ্য কথা ধরিয়া এখানে এতগুলি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। এই অভয়বাণী কেবল দেবতাদের জন্য প্রদান করা হয় নাই; এখানে "দেবতা" শব্দের উল্লেখ না থাকায়, পৃথিবীর সমস্ত দেবদেবী, নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া দেবী এই অভয়বাণী প্রদান করিতেছেন, ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। যে চণ্ডিকাদেবী কোন এক সময়ের জন্য নহে, পরন্তু সর্ব্বকালের জন্য এইরূপ অভয়বাণী সর্ব্বজীবকে দান করিতেছেন, তিনি এইরূপ দানের কি পরিমাণ সামর্থ্য নিজহস্তে রাখেন তাহা জানিতে স্বভাবতঃই অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। দুর্জ্জয় মহিষাসুরকে মর্দ্দন করা, কিম্বা রক্তবীজকে নিধন করা,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহিষাসুরমর্দ্দন-সংশ্রবে দেবতাগণের স্তুতির পরিসমাপ্তিতে দেবী চণ্ডিকা দেবতাগণকে এইরূপ মধুর বাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন,—

"অন্যৎকার্য্যঞ্চ দুঃসাধ্যং ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ। যদা যদা হি দেবানাং কার্য্যং স্যাদতিদুর্ঘটম্। স্মর্ত্তব্যাহং তদা শীঘ্রং নাশয়িষ্যামি চাপদম্॥" (ভাগবত)

আর এক সময়ে, দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যদা যদা হি সাধূনাং দুঃখং ভবতি দানব। তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সন্ধারয়াম্যহম্॥ অরূপাশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ। সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্যবিনিশ্চিতম্॥"

দেবী চণ্ডিকা আর এক স্থানে ব্রহ্মাকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, যখনই দৈত্যদানবকৃত ভয় উপস্থিত হইবে তখনই আমার শক্তি হইতে উৎপন্না বারাহী বৈষ্ণবী প্রভৃতি মাতৃকা আবির্ভূতা হইয়া সে সকল উৎপাত দূর করিয়া দিবেন। যথা—

"যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ভবিষ্যতি। শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহঃ॥ বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী শচী শিবা। এতেশ্চান্যশ্চ কাত্যায়নি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব॥"

নানাপুরাণে দেবীর পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভয়দানমূলক ভবিষ্যদুক্তি সকল এবং এবম্বিধ উক্তি-অনুরূপ তাঁহার লোক-রক্ষাকর নানাস্থানে নানাকার্য্যের বিবরণ প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র পুরাণকে, দেবীর লোকরক্ষা-কার্য্যেরই সুবিস্তৃত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিম্বা শুম্ভনিশুম্ভের আসুরিক দলবলকে সমূলে নিঃশেষ করা অতিশয় অদ্ভুত কার্য্য। কিন্তু তিনি এই সকল অসুরবধ হইতেও অনেক অধিক অদ্ভুতকার্য্যসাধনশক্তি যে স্বীয় করে ধারণ করেন, তাহারই অকাট্য পরিচয় তাঁহার এই অভয়বাণীদানকার্য্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার এই অভয়বাণীদানকার্য্য ইহাই দেখাইতেছে যে, তিনি সকল সময় সকলের বিপদ-আপদ দেখিতেছেন এবং তাহার প্রতিকার সাধন জন্য স্বয়ং সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। তিনি ত্রিলোকের দেব-দানব-মানব সমস্ত জীবজন্তুকে এইরূপ অভয়বাণী দান করিবার সামর্থ্য কি পরিমাণে স্বহস্তে রাখিয়াছেন, তাহাই উপরে উদ্ধৃত নিজ মুখের উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার আত্মপরিচয়ের কিঞ্চিৎ উন্মেষণ দ্বারা তাহা এখানে আরও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এই অভয়বাণীদানকারিণী বিশ্বজননী দেবী চণ্ডিকা যদিও এখানে সকলকেই তাহাদের বিপদকালে রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন, কিন্তু রক্ষাপ্রার্থীকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া সুখে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য একটু যত্ন-চেষ্টাও করিতে হইবে। কিরূপ যত্নচেষ্টা এবং উদ্যোগ দ্বারা বিপন্ন মানুষ বিপদাপদকালে দেবীর আশ্বাসবাক্যানুরূপ দেবীর আশ্রয় পাইবার অধিকারী হইতে পারেন পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ৩০টি শ্লোকে তাহা সুবিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে

উত্তরচরিত্রম্।

(দেবী উক্তি)

দেব্যুবাচ ॥৬৩১॥

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥৬৩২॥
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৬৩৩॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৬৩৪॥
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥৬৩৫॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৬৩৬॥
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥৬৩৭॥
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৬৩৮॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৬৩৯॥

৬৩১ হইতে ৬৩৭ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দেবী বলিলেন, যে ব্যক্তি একচিত্ত হইয়া এই সকল স্তবদ্বারা আমাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিবে, আমি তাহার সমস্ত বাধা দূর করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা মধুকৈটভ-নাশ, মহিষাসুরহত্যা এবং শুম্ভনিশুম্ভের বধ কীর্ত্তন করিবে এবং যাহারা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং নবমী তিথিতে একচিত্ত হইয়া আমার শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যসকল ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, তাহাদের কোনরূপ পাপ থাকিবে না, এবং পাপের ফলস্বরূপ কোন বিপদ, দারিদ্র্য অথবা প্রিয়বিয়োগ হইবে না। অধিকন্তু শত্রু, দস্যু বা রাজা হইতে এবং শস্ত্র, অগ্নি অথবা জলের বেগ হইতে কখনও কোনরূপ ভয় সম্ভব হইবে না। সুতরাং সকলেই একচিত্ত হইয়া আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ করিবে এবং ভক্তির সহিত সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। ইহা পরম মঙ্গলজনক। আমার মাহাত্ম্যশ্রবণে মহামারী হইতে সমুদ্ভুত সকল উপদ্রব এবং তিন প্রকার দুঃখ দূরীভূত হয়। যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে নিত্য পঠিত হয়, আমি তাহা কখনও পরিত্যাগ করি না, তথায় সর্ব্বদা আমার সান্নিধ্য থাকে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দ্বিনবতিতম অধ্যায়, যাহাকে শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে প্রদত্ত ৬৩১ হইতে ৬৬০ সংখ্যক ত্রিশটি শ্লোকে উদ্ধৃত উক্তিসকল দেবীচণ্ডিকার নিজকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্য এই সকল বাক্য অমূল্য ও অতুলনীয়। কিন্তু কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই সমস্ত শ্লোক দেবীর নিজের কার্য্যের প্রশংসাবাদে পূর্ণ এবং "আমাকে পূজা করিলে তোমাদের সকল অমঙ্গল দূর হইবে" ইত্যাদি কেবল আত্মশ্লাঘাবিকাশক উক্তিতেই পরিপূর্ণ। নিজ মুখেই নিজকার্য্যের এরূপ প্রশংসাবাদ এস্থলে স্বাভাবিক উক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এই কারণ দেখাইয়া তাঁহারা বলেন, ইহা দেবীর নিজ উক্তি হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার কোন অংশই অস্বাভাবিক বর্ণনাদোষে দূষিত হইতে পারে না। তাহার কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণের প্রতি দেবীর বরদান-সংক্রান্ত বাক্য শেষ না হইতেই এই অধ্যায়ের কথা আরম্ভ হইয়াছে; বিশেষতঃ সেই বরদান-

কথার সংগ্রহেই এবং সেই সকল কথারই ধারা আরও বিস্তার করিয়া, আরও পরিষ্কার করিয়া দেব, দানব, মানব প্রভৃতি জগতের সমস্ত জীবকুলকে শক্তিসাধনতত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে দেবী চণ্ডিকা এখানে এই সকল জীবমঙ্গলসাধক কথার অবতারণা করিয়াছেন। দেবী পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে স্বয়ং তাঁহার নানা সময়ের নানা বিশ্বমঙ্গলসাধক কার্য্যের সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া, সাধনা-মার্গের কোন্ সুপ্রশস্ত পথ অবলম্বন দ্বারা ত্রিলোকবাসীরা সেই মঙ্গলকে অতি সহজে নিকটে আনয়ন করিতে পারিবেন তাহাই দেখাইবার জন্য, এখানে এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন। "আমাকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে তোমাদের অমঙ্গল দূর হইবে এবং সৌভাগ্যোদয় হইবে," ইত্যাদি উক্তিতে আত্মশ্লাঘার বা আত্মগরিমার গন্ধ কিছুই নাই। বরং জীবগণের প্রতি তাঁহার অপার দয়ার পরিচয়ই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "আমার প্রদত্ত এই ঔষধটি খাইলে তোমার পীড়া নিশ্চয়ই ভাল হইবে" বলিয়া চিকিৎসক যদি রোগীর হস্তে একটি বটিকা প্রদান করেন, তাহাতে চিকিৎসকের আত্মগরিমার পরিচয় কেবল বিকারগ্রস্ত রোগীই দেখিতে পাইবেন, অন্য কেহই পাইবেন না। পিতা শিশুপুত্রকে অনেক সময় বলিয়া থাকেন—"প্রাতে বিছানা হইতে উঠিয়া আমাকে প্রণাম করিও, তাহাতে সে দিন ভালভাবে যাইবে।" পিতার মুখের এরূপ উপদেশমূলক উক্তিতে আত্মশ্লাঘার বা আত্মগৌরবের কোনই গন্ধ নাই। সেইরূপ এক্ষেত্রে দেবীর উক্তিতে জীবকুলের প্রতি তাঁহার অপার দয়ার চিহ্নই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার মুখনিঃসৃত এখানকার প্রথম উক্তিতে যে বলা হইয়াছে "দেবতাগণ এসময়ে আমাকে যে স্তুতি করিলেন, আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া যে ব্যক্তি সেই স্তুতিবাক্য ধরিয়া আমাকে চিন্তা করিবেন, তাঁহার সকল বাধা-বিপদ দূরীভূত হইবে"—সেই উক্তির অন্তস্তলে নিহিত অতি উচ্চভাব খুলিবার জন্য আমরা এক্ষণে চেষ্টা করিব। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—"আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিবেন, তাঁহার সকল অমঙ্গল দূর হইবে।" চিত্ত স্থির করিবার বিষয়টির উপরেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "আমাকে পূজা ভোগসামগ্রী নিবেদন করিয়া দিলে অমঙ্গল দূর করিব" এরূপ কথা বলা হয় নাই। দেবীর চরণে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে তাহার অন্তঃকরণে অন্য দুশ্চিন্তার স্থান থাকিতে পারে না।

৬৩২ সংখ্যক শ্লোকের আরম্ভে "এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ" ইত্যাদি যে স্থানে কথিত হইয়াছে, সেই স্থানে এই সকল স্তব অর্থে কোন্ সকল স্তব বুঝিতে হইবে?

অব্যবহিতপূর্ব্বে অগ্নিদেবতার স্তবের উল্লেখ আছে। তৎপূর্ব্বে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তবের উল্লেখও চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল স্তবকেই কি এখানে লক্ষ্য করা হইতেছে? তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার বলেন,—না, তাহা নহে; সমস্ত চণ্ডীমাহাত্ম্য-গ্রন্থকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে (৫৭৬)। অন্যান্য টীকাকারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তীকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে প্রদত্ত এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত জ্ঞান করিয়া আমরা ইহাই সাদরে গ্রহণ করিলাম।

৬৩৪ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে, যাঁহারা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং নবমী তিথিতে একাগ্রচিত্তে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের আপদাদি সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। যে দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য সকল সময়েই পাঠ এবং শ্রবণ করিলে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হয়, সেই মাহাত্ম্যশ্রবণাদি কার্য্য অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং নবমী তিথিতে মঙ্গল-জনক হয় বলা হইল কেন? শরৎকালে মহাপূজা করিবার কথাই বা ৬৪২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কোন টীকাকার বা ভাষ্যকার পরিষ্কার ভাবে প্রদান করেন নাই। নাগোজীভট্ট কেবল লিখিয়াছেন,—"অষ্টম্যামিত্যাদি মুখ্যকালকথনম্।" দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণ সম্বন্ধে অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী তিথি মুখ্যকাল হইল কেন এবং দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া তিথি মুখ্যকাল না হইয়া গৌণকাল হইল কেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তর টীকাকারগণ কেহ না দিলেও পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণ, বাক্যে না হইলেও তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা, এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীর এক এক স্থানে এক এক সম্প্রদায়ের লোক সপ্তাহের মধ্যে একটি বার, মাসের মধ্যে একটি তারিখ কিম্বা বৎসরের মধ্যে একটি দিনকে ধর্ম্মোৎসবের বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী সময় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন (৫৭৭)। বারমাসের মধ্যে হৈমন্তিক ধান্য বপনের জন্য চৈত্র বৈশাখ মাসকে

---

(৫৭৬) "নন্থ স্তবৈরিত্যুক্তত্বাৎ স্তবানামেব পাঠো নিত্যং যুক্তঃ নতু সকলমাহাত্ম্যস্যেতি বাচ্যং ন—বারাহীতন্ত্রে সমগ্রগ্রন্থস্যৈব স্তবত্বেনোক্তত্বাৎ, তথাচ "অশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ। স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ" ইতি। অতঃ সপ্তশত্যা এব পাঠঃ। অতো যামলে চ 'পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ। সমাপয়েত্তু তস্যান্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনু''রিত্যভিহিতম্।" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

(৫৭৭) কেবল এ দেশে নহে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেরূপ সকল স্থানেই শুক্রবারকে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অতীব অনুকূল দিন বলিয়া তৎ তৎ দেশবাসিগণ মনে করিয়া থাকেন। এতদ্সম্বন্ধে একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যদ্যপি শ্রেষ্ঠ সময় মনে করা যাইতে পারে, তবে দুর্গাপূজার জন্য চৈত্র বা আশ্বিন মাসকে শ্রেষ্ঠ সময় মনে করিতে দোষ কি ? মানবচিত্তে অষ্টমীতে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয় মনে করিতেই বা বাধা কি ?

"On Friday at noon the men of a city are required by law to convene in the principal mosque of the place to recite their prayers in unison, under the direction of a leader (Imam). The Friday assembly usually includes, besides the congregational prayers, a kind of sermon, for which, however, the congregation is not required to remain."

একমাস ব্যাপী উপবাস এবং উপবাসের মাস অন্তে রমজান উৎসব সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

As has been said above, Mohammed originally made but one obligatory fast-day in the year, corresponding with the Jewish Day of Atonement, but after the momentous breach with the Jews he put in place of it a fast through the entire month of Ramadan, perhaps in imitation of the Lenten fast of the oriental Christians. During the whole of this month Moslems are required to observe a complete fast from sunrise to sunset, abstaining not only from food and drink, but even from such alleviation of hunger and thirst as is afforded by smoking." (HISTORY OF RELIGIONS by G. F. Moore)

মহম্মদীয়গণের ঈদ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"Idu' L-Azha, vulg 'Id i Zuha, "The feast of sacrifice." Called also yaumu'n Nahr; Qurban-'Id; Baqarah-'Id (i. e. the cow festival); and in Turkey and Egypt 'Idu Bairam. It is also called the 'Idu'-l-kabir, the great festival as distinguished from the 'Idu'l-Fitr, which is called the minor festival, or al-'Idu's-saghir.

"It is celebrated on the tenth day of Zu'l-Hijjah and is part of the rites of the Makkan pilgrimage, although it is observed as well in all parts of Islam both as a day of sacrifice and as a great festival. It is founded on an injunction of the Quran, Surah XXII 33-38." * * * * * * * *

"The institution of the sacrifice was as follows:—A few month after the Hijrah, or flight from Macca, Mohammed dwelling in al-Madinah, observed that the Jews kept on the tenth day of the seventh month, the great fast of the Atonement. A tradition records that the Prophet asked them why they kept this fast. He was informed that it was a memorial of the deliverance of Moses and the children of Israel from the hands of Pharaoh." * * * * * * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬৩৪, ৬৩৫ ও ৬৩৬ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর এইরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে,— আমার মাহাত্ম্যস্তুতি শ্রবণ করিলে দারিদ্র্যজাত কষ্ট, এবং বন্ধুবিয়োগজনিত কষ্ট, এবং শত্রু

"Know, O servants of God ! that to rejoice on the feast day is the sign and mark of the pure and good. Exalted will be the rank of such in Paradise, especially on the day of resurrection will they obtain dignity and honour. Do not on this day foolish acts. It is no time for amusements and negligence. This is the day on which to utter the praises of God. Read the Kalimah, the Takbir and the Tamhid. This is a high festival season and the feast of sacrifice.

"Idu'L-Fitr. Lit "The festival of the Breaking of the Fast." It is called also the 'Idu Ramazan', the 'Idu s-Sadaqah (Feast of Alms) and the Idu's saghir (Minor Festival). It commences as soon as the month's fast in Ramazan is over and consequently on the first day of the month of Shwwal. It is especially a feast of alms-giving. "Bring out your alms" said Ibn Abbas, "for the prophet has ordained this as a divine instituition, one Sa' of barley or dates or a half Sa' of wheat : this is for every person, free or bond, man or woman, old or young to purify thy fast (i. e. the month's fast just concluded) of any obscene language and to give victuals to the poor." (HUGHE'S DICTIONARY OF ISLAM)

কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বিগণেরও প্রতি সপ্তাহ মধ্যে একটি উপাসনা কার্য্যের প্রশস্ত দিন রবিবার এবং প্রতি বৎসর মধ্যে একটি "ইষ্টার" উৎসবের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The church had from the beginning held its principal assembly for worship on sunday, and early made wednesday and Friday fast-days. In time public worship in the Churches were held on these days also, in some with a celebration of the Eucharist, in others (e. g. in Alexandria) without. The great annual festival was the Pascha (Easter) in spring, at the season of the Jewish Passover, whose name it appropriated.

"The festival of the nativity of Christ is of much later origin than that of the resurrection. In the fourth century the Eastern churches had a festival on January 6, which they called the "Manifestations" commemorating the nativity, the adoration of the Magi, and the baptism of Jesus. The observance of December 25 originated at Rome, probably in the fourth century; it was introduced in Antioch about 375 and adopted in Alexandria about 430." (HISTORY OF RELIGIONS by G. H. Moore).

"Easter.—'Pascha' was the common name for Easter at least from the 2nd century

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইতে কিম্বা দস্যু হইতে উৎপন্ন ভয়, এবং দেশের রাজা হইতে উৎপন্ন ভয় দূর হইবে। এখানে রাজা হইতে উৎপন্ন ভয় কিরূপ তাহা বুঝা যাইতেছে না; কারণ, রাজা স্বয়ং প্রজার ভয়

---

onwards in Greek and Latin Christianity ; and it is of some importance to gather from the earlier writers the reasons for its use, as they will show us the exact meaning of the commemoration.

One may conjecture that there was some divergence in the first three centuries both as to the name and as to the actual observance of this commemoration. It seems likely that in many cases the Resurrection and the Passion were observed on the same day. This must usually have been the case with the Quartodecimans, who observed the fourteenth day of the lunar month ; but it was also apparently often the case with those who kept the sunday, for, as we shall see below, the fast observed before the sunday was often only of one day's duration, and did not always include the Friday. Even well on in the 4th cent. we find a relic of this in the Testament of our Lord, where the Friday before Easter is not mentioned as the day of commemorating the Passion but as a preparation for the festival, and the Passion and Resurrection are apparently commemorated together, just as the Ascension and Pentecost were often joined. There is nothing "a priori" incongruous in commemorating and giving thanks for the Redemption of mankind on a day of rejoicing, especially when a severe fast of a day or two had just preceded. The probable conclusion, then, is that Pashcha usually meant, before the 4th cent.. the commemoration both of the Death and of the Resurrection of Christ, the festival with its preceding fast and that the erroneous derivation from πάσχω favoured a certain indefiniteness in the use of the word. This derivation it may be observed, as well as the equally false Syrian one probably explains why a name with such a very Jewish association became so popular. When, somewhat later, a distinction had to be made between Good Friday and Easterday, the names πάσχα σταυρώσιμον and πάσχα, ἀναστάσιμον were invented. (Ducange, s. v. Pascha)

(DICTIONARY OF CHRIST AND THE GOSPELS. Edited by J. Hastings. D. D.)

বর্ত্তমান সময়ের কৃশ্চিয়ান এবং মহম্মদীয়গণের ন্যায় প্রাচীন ইজিপ্ট দেশবাসিগণও যে বৎসরের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধর্ম্ম-উৎসবের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

"For in the early days of Egyptian history, some three or four thousand years before the beginning of our era, the splendid star of Sirius, the brightest of all the fixed

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অপহারক, রাজাই প্রজার ভয় ও বিপদাপদ দূর করিয়া থাকেন, এ অবস্থায় রাজা কর্তৃক উৎপন্ন ভয় কিরূপ ? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজা সাধারণতঃ প্রজার রক্ষক হইলেও, সময় বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে, তাঁহার অবৈধ কোপে প্রপীড়িত হইলে কোনও কোনও স্থানের প্রজার হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। এক রাজা অন্য রাজার দেশ আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত বা পরাজিত দেশের প্রজাবৃন্দ অনেক স্থলে আতঙ্কিত হইয়া থাকেন। প্রজাপুঞ্জের এইরূপ স্থলের ভয় এবং আতঙ্ক নিবারণ করিবার শক্তি প্রজারক্ষক কেবল দেবী চণ্ডিকার হস্তেই রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় তাঁহাকে ডাকা ভিন্ন পরাজিত দেশের অসহায় প্রজাবৃন্দের সম্মুখে অন্য কোন সহজ সুগম পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টিতে রাজভয়-নিবারণ জন্য "আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ" অর্থাৎ দেবীর প্রতি চিত্ত সংস্থাপন

---

stars, appeared at dawn in the east just before sunrise about the time of the summer solstice, when the Nile begins to rise. The Egyptians called it Sothis, and regarded it as the star of Isis, just as the Babylonians deemed the planet Venus the star of Astarte. To both peoples apparently the brilliant luminary in the morning sky seemed the goddess of life and love come to mourn her departed lover or spouse and to wake him from the dead. Hence the rising of Sirius marked the beginning of the sacred Egyptian year and was regularly celebrated by a festival which did not shift with the shifting official year."

(THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer)

"The Iroquois inangurated the new year in January, Februry or March (the time varied) with a "festival of dreams" like that which the Hurons observed on special Occasions. The whole ceremonies lasted several days, or even weeks, and formed a kind of saturnalia."

"In many parts of Prussia and Lithuania great fires are kindled on Midsummer Eve. All the heights are ablaze with them, as far as the eye can see. The fires are supposed to be a protection against witchcraft, thunder, hail, and cattle disease."

. "It modern Christendom the ancient fire-festival of the winter solstice appears to survive, or to have survived down to recent years, in the old custom of the Yule log, clog, or block as it was variously called in England. The custom was widespread in Europe, but seems to have flourished especially in England, France, and among the South-slavs."

(THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer)

করিতে উপদেশ প্রদান করা দেবীচণ্ডিকার পক্ষে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক কার্য্য হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৬৩৭ সংখ্যক শ্লোকে "সমাহিত" শব্দে সমাধিযুক্ত বা আমাতে একচিত্ত হইয়া আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করাই "পরম স্বস্ত্যয়ন" বলিয়া দেবী ঘোষণা করিয়াছেন। এইস্থানের "স্বস্ত্যয়ন" শব্দার্থ নির্ণয় লইয়া কোন কোন টীকাকার একটু গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল কোনও কোনও টীকাকার নহেন, জনসাধারণ মধ্যেও অনেকে "স্বস্ত্যয়ন" শব্দের অর্থে বুঝিয়া থাকেন— আগন্তুক আপদ-বিপদ উপশম করিবার জন্য কিম্বা পীড়িত দেহকে সুস্থ করিবার জন্য নানাস্থানে নানাভাবে দেবদেবী-পূজার যে-সকল অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক কার্য্যের নামই—"স্বস্ত্যয়ন"। অভিধানে "স্বস্তি" এবং "স্বস্ত্যয়ন" শব্দের যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে এস্থানের অর্থগত জটিলতা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে (৫৭৮)। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের অনেক স্থানে "স্বস্তি"

---

(৫৭৮) স্বস্ত্যয়ন [স্বস্তি (মঙ্গলের) অয়ন (আগমন) হয় যাহা দ্বারা, বহুব্রী]—(১) কুগ্রহ শান্তি কামনায় হোমাদি বৈদবিহিত মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান। (২) দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ।

(বাংলা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত)

স্বস্ত্যয়ন—Auspicious progress, success, Jatakam; blessing, benediction, congratulation; a mantra recited for good luck, or the recitation of such a mantra; a means of attaining prosperity, Jatakam; a vessel full of water borne in front of a procession, bringing or causing good fortune, auspicious.

(SANSKRIT—ENGLISH DICTIONARY by Sir Monier Williams)

স্বস্তি—Well-being, fortune, luck, success, prosperity, well, happily, successfully (also-'may it be well with thee'! hail! health! adieu! so be it! a term of salutation or of sanction or approbation).

(SANSKRIT—ENGLISH DICTIONARY by Sir Monier Williams)

"স্বস্তিকঃ—জিনানাং চতুর্ব্বিংশতি চিহ্নান্তর্গত চিহ্নবিশেষঃ।

স্বস্তিবাচনম্—ব্যাসঃ। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ধর্ম্মে কর্ম্মণি মাঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুতদর্শনে। ধর্ম্মে কর্ম্মণি ইতি সপ্তমী নির্দ্দেশাৎ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত ইতি ব্রূয়াৎ। যমঃ। পুণ্যাহবাচনং দৈবে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে। এতদেব নিরোঙ্কারং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ॥ সোঙ্কারং ব্রাহ্মণে ব্রূয়াৎ নিরোঙ্কারং মহীপতৌ। উপাংশু চ তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি প্রয়োজয়েৎ॥"

"স্বস্থঃ—দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। ইতি দেবীমাহাত্ম্যম্"

(শব্দকল্পদ্রুমঃ)

এবং "স্বস্ত্যয়ন" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থানেও "স্বস্তি" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত "স্বস্তি" চিহ্ন কেবল ভারতের নানাস্থানে নহে, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি নানা বৌদ্ধদেশের দেবমন্দিরে, এমন কি, সুদূর জর্ম্মাণ দেশে রাজকীয় পতাকার অঙ্গে অঙ্কিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ববিধ অমঙ্গলকে দূর করিয়া মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রে মঙ্গলকে আনয়ন করিবার অসাধারণ দৈবশক্তি এই স্বস্তিক চিহ্নের অঙ্গে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই পৃথিবীর নানাদেশে "স্বস্তিক" চিহ্নের এবং "স্বস্তিক" শব্দের অদ্যাপি এতদূর সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকের ৩৮২ সংখ্যক টীকাতে "স্বস্তি" শব্দের এবং "স্বস্তিক" চিহ্নের আলোচনা করা হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল কথার পুনরুল্লেখ এই স্থানে নিষ্প্রয়োজন।

৬৩৮ সংখ্যক শ্লোকে "মহামারী" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের "মহামারী" শব্দের অর্থে তত্ত্বপ্রকাশ-টীকাকার লিখিয়াছেন—"মরক"। জনসাধারণেও "মহামারী" বলিতে সংক্রামক ইত্যাদি রোগজনিত বহুলোকের এককালীন মৃত্যু বুঝিয়া থাকেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য-গ্রন্থের আরও অনেকস্থানে মহামারী শব্দের উল্লেখ আছে। তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাইব, "মহামারী" দেবী চণ্ডিকারই আর একটি নাম। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৬৬৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য (৫৭৯)। মহামারী মূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভূত হইয়া দেবীচণ্ডিকা সময় সময় জীবসংহার কার্য্য সম্পাদন করেন; সেই সময়ে তাঁহার সেই সংহাররূপ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ উপসর্গ এবং বিপদ তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং পঠনদ্বারা উপশমিত হইতে পারে—এইরূপ অর্থ করাই এখানে সঙ্গত মনে হয়। ইহার পরেই "ত্রিবিধ উৎপাতে"র কথা উক্ত হইয়াছে। দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ-পঠনের দ্বারা ত্রিবিধ উৎপাতও বিদূরিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ উৎপাত কি, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। ত্রিবিধ উৎপাত শব্দের অর্থ নানাস্থানে নানাভাবে করা হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে জীবের ত্রিবিধ দুঃখভোগের কথা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (৫৮০)।

(৫৭৯) "ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর! মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥"

(৫৮০) "দুঃখত্রয়ং খলু আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ। আধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং বৈষম্যনিমিত্তং মানসং কামক্রোধলোভমোহভয়ের্ষ্যাবিষাদবিষয়বিশেষাদর্শননিবন্ধনম্। সর্ব্বং চৈতদান্তরোপায় সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং দুঃখম্। বাহ্যোপায় সাধ্যঞ্চ দুঃখং দ্বেধা, আধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধিভৌতিকং মানুষপশুপক্ষিসরিসৃপস্থাবরনিমিত্তম্। আধিদৈবিকং যক্ষরাক্ষসবিনায়কগ্রহাদ্যাবেশনিবন্ধনম্।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সাংখ্য-দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মর্ত্ত্যলোকের জীবগণের কষ্টভোগ্য সর্ব্ববিধ দুঃখকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিবার রীতি এদেশের শাস্ত্রচর্চ্চাশীল পণ্ডিত-অধ্যাপকগণের মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই দার্শনিক সিদ্ধান্তমূলক জীবের ত্রিবিধ দুঃখের বা তাপের নাম দর্শনাদি শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে।—১। আধ্যাত্মিক তাপ, ২। আধিদৈবিক তাপ, ৩। আধিভৌতিক তাপ। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৬৪৮ সংখ্যক শ্লোকে "ত্রিবিধ উৎপাত" শব্দ দেখিয়া ঐ শব্দের অর্থব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্ত্তা প্রামাণ্য নাগোজী ভট্ট হইতে আধুনিক দেবীভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি প্রায় সকল টীকাকারই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তাপকে যে টানিয়া আনয়ন করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে (৫৮১)। তাঁহারা এস্থানে ইহা

"তিন প্রকার দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আত্মা অর্থাৎ শরীর; শরীরকে অধিকার করিয়া যাহা অবস্থিত কেবল তজ্জন্য যে দুঃখ তাহার নাম আধ্যাত্মিক। শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকার। স্থূলদেহপরিদৃশ্যমান; সূক্ষ্ম, লিঙ্গদেহ—বুদ্ধি, মন, দশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রে গঠিত—অদৃশ্য। স্থূলদেহঘটিত দুঃখের হেতু রোগ; বুদ্ধি-মন-ঘটিত দুঃখের হেতু কামক্রোধাদি। রোগ ও কামক্রোধাদি জনিত দুঃখকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। মানুষপশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণী হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাকে আধিভৌতিক বলা যায়। ভূত প্রভৃতি দেবযোনির আবেশে যে দুঃখ হয় তাহার নাম আধিদৈবিক।" (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা)

"আধ্যাত্মিক—Relating to the Soul; Proceeding from bodily and mental causes within one's self."

"আধিভৌতিক—Belonging or relating to created beings; derived or produced from the primitive elements."

"আধিদৈবিক—Relating or proceeding from gods or from spirits; proceeding from the influence of the atmosphere or planets. Proceeding from supernatural agencies."

(SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY: by Sir Monier Williams.)

(৫৮১) "রাজদেবমানুষনিমিত্তকতয়া দিব্যান্তরিক্ষভৌমরূপতয়া বা আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপতয়া বা ত্রিবিধমুৎপাতং শময়েৎ মমমাহাত্ম্যম্॥" (দেবীভাষ্য)

"ব্যাধিরাগদ্বেবাধিরূপং আধ্যাত্মিকম্। ভূতপ্রেতাদিজং ভয়ভ্রমাদ্যাধিভৌতিকম্। দৈবকৃতবজ্রপাতদারিদ্র্যাদ্যাধিদৈবিকম্। তদ্রূপমুৎপাতমনিষ্টং দিব্যং ভৌমমান্তরিক্ষঞ্চেতি ত্রিবিধমুৎপাতঞ্চ॥" (নাগোজীভট্ট)

"তথা ত্রিবিধং দিব্যান্তরিক্ষভৌমাখ্যং যদ্বা আধ্যাত্মিকাদ্যুৎপাতং শময়েৎ, "উপসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবয়োরপী"তি মেদিনী॥" (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক বোধ করেন নাই যে, কেবল মর্ত্তালোকের মানুষকে সম্বোধন করিয়া এই সকল কথা বলা হইতেছে না, দেবী চণ্ডিকা এখানে অগ্নিদেবাদি-স্বর্গলোকের দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়াই এই সকল কথা বলিতেছেন। দেবতাগণের জ্যোতির্ম্ময় দেহে কালাজ্বর, বিসূচিকা ইত্যাদি ব্যাধি হইতে উৎপন্ন আধ্যাত্মিক দেহকষ্ট আদৌ উপস্থিত হইতে পারে না। দেবাস্ত্র বজ্রাদির আঘাতজনিত আধিদৈবিক কষ্টও দেবশরীরে প্রবিষ্ট

"তথা ত্রিবিধং উৎপাতং (ব্যাধিরাগদ্বেষাদিরূপমাধ্যাত্মিকং, ভূতপ্রেতাদিজং ভয়ভ্রমাদ্যাধিভৌতিকঃ দৈবকৃত-বজ্রপাতদারিদ্র্যাদ্যাধিদৈবিকং তদ্রূপমুৎপাতমনিষ্টং দিব্যং ভৌমমান্তরিক্ষঞ্চ অকুশলং) শময়েৎ (দূরীকুর্য্যাৎ) ॥"

(পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত চণ্ডীব্যাখ্যা)

"ত্রিবিধমুৎপাতং দিব্যভৌমান্তরিক্ষভেদেন আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদেন বা ॥" (গুপ্তবতী)

"উপসর্গান্মহামারীসমুদ্ভবান্ মহাজনক্ষয়াৎ সম্যক্ উদ্ভবো জন্ম যেষামুপসর্গাণাম্। উৎপাতমকুশলং ত্রিবিধং দিব্যান্তরিক্ষভৌমভেদাদাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকভেদাৎ ত্রিবিধম্। আধিদৈবিকং বজ্রাদি। আধিভৌতিকম্ উপসর্গাদি। আধ্যাত্মিকং জ্বরাদি শোকাদি চ। মাহাত্ম্যং কর্ত্তৃ। সম্যক্ পাঠাদবধারণে বা ॥" (চতুর্ধরী)

"মম দেব্যাঃ মাহাত্ম্যং কর্ত্তৃ ভক্তিতঃ পঠতাং ভক্তিতঃ শৃণ্বতাং চ পুংসা মহামারীসমুদ্ভবানশেষান্ সর্ব্বান্ উপসর্গানুপদ্রবান্ শময়েদ্দূরীকুর্য্যাৎ। ন কেবলমুপসর্গানেব শময়েদপি তু তথা তদ্বত্তেষাং পুংসাং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারম্ উৎপাতং শুভং বাশুভং ব সূচয়ন্ত্যুৎপাতাঃ। ইহ তু দুষ্কর্ম্মফলমশুভং সূচয়ন্তং হেতুং চ শময়েৎ। ত্রিবিধং আধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকম্ আধিদৈবিকং চেতি ত্রিঃপ্রকারম্। আধ্যাত্মিকং শরীরোৎপন্নং রাগদ্বেষাদিকং চ। আধিভৌতিকং প্রেতাদিজনিতং ভয়ভ্রমাদিকম্। আধিদৈবিকং দেবকৃতং বজ্রপাতাদিকং দারিদ্র্যাদিকং চ যদ্বা ভূর্ভুবঃস্বঃসংভবমুৎপাতত্রয়ং শময়েৎ।" (শান্তনবী)

"মম মাহাত্ম্যমশেষানুপসর্গানুদ্বেগজনকান্ শময়েন্নাশয়েৎ. তথা ত্রিবিধং দিব্যভৌমান্তরীক্ষং উৎপাতমুল্কাপাতাদি সূচিতানিষ্টং শময়েৎ। উপসর্গান্ কীদৃশান্, মহামারী অনেকপ্রাণিক্ষয়জনক দোষবিশেষস্তদুদ্ভবান্। বিদ্যাবিনোদস্তু ত্রিবিধমুৎপাতমাধিদৈবিকং বজ্রাদি, আধিভৌতিকং সর্পাদি, আধ্যাত্মিকং জ্বরাদি শোকাদি চ ॥" (গোবিন্দরামী টীকা)

পণ্ডিত শ্রীসরযুপ্রসাদ কৃত "সপ্তশতীসর্ব্বস্বম্" নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ হইতে এই শ্লোকের অর্থসংক্রান্ত আলোচনা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। এই টীকাকার সাধারণ অবলম্বিত পথে না যাইয়া স্বয়ং একটি নূতন পথ ধরিয়া আলোচ্য শ্লোকের যে অর্থব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই,—

"মহামারী জনক্ষয়ঃ তস্যাঃ সকাশাৎসমুদ্ভব উৎপত্তির্যেষাং তান্ উপসর্গানুপদ্রবান্ শময়েৎ নাশয়েৎ। উপসর্জনমুপসর্গঃ। উপসৃজ্যতে বা উপসর্গঃ। ঘঞ্। উপসর্গঃ পুমান্রোগভেদোপপ্লবয়োরপীতি বিশ্বঃ। তু পুনঃ তথা তেনৈব প্রকারেণ উৎপতনমুৎপাতঃ। পৎলৃ গতৌ। ঘঞ্। উৎপততীত্যুৎপাতঃ অশুভসূচকো মহাভূতবিকারঃ জ্বরলূতাদিঃ তং শময়েৎ। কীদৃশমুৎপাতং ত্রিবিধং দিব্যান্তরিক্ষভৌমভেদাৎ। তত্র দিব্যঃ ধূমকেত্বাদিঃ, দিবি ভবত্বাৎ। আন্তরিক্ষঃ অনভ্রগর্জ্জনবিদ্যুন্নির্ঘাতাদিঃ, অন্তরিক্ষভবত্বাৎ। ভৌমঃ ভূকম্পবিবরাদিঃ, ভূমিভবত্বাৎ। যদ্যপি অশুভসূচকে মহাভূতবিকারে উৎপাতস্তথাপি শুভসূচকোৎপাতস্যাশমনীয়ত্বাদশুভসূচকমহাভূতবিকার এব মহোৎপাত ইত্যবধেয়ম

হইতে পারে না। ভূকম্প, ঝড়, বৃষ্টি, অথবা ভূতপ্রেতাদি জাত আধিভৌতিক কষ্টও দেব-দেহে স্থান পাইতে পারে না। কাজেই এখানে যে ত্রিবিধ উৎপাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই এরূপ শ্রেণীর কোনরূপ কষ্ট যাহা দেব-দানব-মানব-পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকল জীবজন্তুর দেহেই অনুভূত হইয়া থাকে এবং অনুভূত হইতে পারে। দেবী মহামায়ার সৃষ্ট তাঁহার বিশ্বব্যাপী মায়াজাল হইতে উৎপন্ন উৎপাত সকল ত্রিলোকের সকল জীবজন্তুরই সর্ব্বকালে সমান উপভোগ্য বস্তু। সুখদুঃখ-বিমিশ্র মায়ামোহ-জাত এই ত্রিবিধ উৎপাত সর্ব্বক্ষণ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালব্যাপী বিরাট বিশ্বসংসারকে সমভাবে আবৃত রাখিয়াছে। দেবীমাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণদ্বারা জীব-অন্তঃকরণ হইতে সেই মায়ামোহ-জাত পাপপুণ্য এবং তাহা হইতে উৎপন্ন উৎপাত-উপদ্রবসকল ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে পারে, ইহাই এই শ্লোকে কথিত ত্রিবিধ উৎপাত শব্দের আশয় বুঝিতে হইবে। এখানে আরও একটু বিবেচনা করিবার বিষয় রহিয়াছে। তাপ-উত্তাপ এবং উৎপাত একশ্রেণীর বস্তু নহে। লোকব্যবহারে এই দ্বিবিধ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, এ অবস্থাতে অন্য কেহ তাঁহাকে জাগাইবার জন্য বারম্বার ডাকিতে থাকিলে অথবা হাত পা ধরিয়া ঝাঁকাইতে থাকিলে নিদ্রাভঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন—"এ কি উৎপাত আরম্ভ করিলে?" শোকে-দুঃখে অভিভূত ব্যক্তি অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"সংসারের এত তাপ-যন্ত্রণা আর যে সহ্য করিতে পারি না।" তাপ এবং উৎপাত শব্দের লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টেও এ দুইটি শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাহক শব্দই স্থির করিতে হইবে। দেবী মহামায়ার মায়ামোহ-জাত নানাবিধ অসুখ-অশান্তি ও অস্বচ্ছন্দতাকে এই শ্লোকে কথিত "উৎপাত" শব্দের অভিপ্রেত বিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না।

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের নানাস্থানে দেবী মহামায়ার প্রসারিত মায়ামোহের যে-সকল কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাও এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে বর্ণিত মধুকৈটভবধ-ইতিহাস আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, মহারাজা সুরথকে মেধসমুনি যে সময় দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক মায়ামোহে জীবকুলের আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, উহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার স্থল। ঐ স্থানে অর্থাৎ ৫৫ হইতে ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে, দেবী মহামায়া বিশ্ব-সংসারকে মায়া-মোহে কিরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখেন এবং জীব-অন্তঃকরণে কখনও অজ্ঞানান্ধকার, কখনও বা জ্ঞানজ্যোতিঃ কিভাবে দান করেন, তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাবে কথিত

হইয়াছে। অন্ধকারের অভিজ্ঞতা ভিন্ন যেমন আলোকের জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ দুঃখবোধ ভিন্ন সুখবোধও কোন জীবই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না। এই প্রাকৃতিক নিয়মকে বলবৎ রাখিয়া সুখদুঃখে বিমিশ্র মোহজালে দেবী মহামায়া বিশ্বসংসারকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং নিজ-মায়াশক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মমায়া, পালনকার্য্যে বিষ্ণুমায়া এবং সংহারকার্য্যে রুদ্রমায়ার অবতারণা করিয়া রাখিয়াছেন (৫৮২)।

---

(৫৮২) ভাগবত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শুক ব্যাস সংবাদে শুকের উক্তিতে জানা যাইতেছে—যে ত্রিবিধ মায়ারূপ দুঃখের বন্ধনে বদ্ধ নহে সেই সুখী, সেই বিদ্বান্, সেই মেধাবী এবং সেই শাস্ত্রবিদ্। যথা—

"ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈ স্ত্রিভিঃ। স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ॥

"এই মায়ার দুইটি অবস্থা—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী; উহা যখন সাম্যাবস্থায় অব্যক্তভাবে আমাতে লীন থাকে, তখন উহাকে অন্তর্মুখী এবং যখন ব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে, তখন উহাকে বহির্মুখী কহে। এই বহির্মুখী মায়াকেই তমঃ কহে। সৃষ্টিকালে এই বহির্মুখ তমোরূপ হইতে সত্ত্বগুণের এবং সত্ত্বগুণ হইতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—ইঁহারাও গুণাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মা তমঃসত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাধিক বলিয়া রজোগুণাভিমানী, বিষ্ণু তমোরজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণাধিক বলিয়া সত্ত্বগুণাভিমানী এবং মহেশ্বর রজঃসত্ত্বমিশ্রিত তমোগুণাধিক সুতরাং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কারণরূপধারী এবং তমোগুণাভিমানী। পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাকে স্থূলদেহ, বিষ্ণুকে লিঙ্গদেহ ও রুদ্রকে কারণদেহ এবং আমাকে তুরীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে তোমাকে যে সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপিণী সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছি, সেই সাম্যাবস্থাত্মিকা মায়াই আমার তুরীয়রূপ; উহার উপরেও আমার রূপবর্জ্জিত পরমব্রহ্মরূপ দুই প্রকার, মায়াবর্জ্জিত রূপ নির্গুণরূপ এবং মায়াযুক্ত রূপ সগুণরূপ। সেই মায়াত্মিকা সগুণরূপিণী আমি সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম্মের বেদবিধানানুরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকি।" (বঙ্গবাসী-প্রেসে মুদ্রিত ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ)

উপরে উদ্ধৃত পরমাশক্তির উক্তিতে—'জীবগণকে আমি স্ব স্ব কর্ম্মের ফল প্রদান করি" যে কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে—স্ব স্ব কর্ম্মের ভালমন্দ ফল অর্থাৎ সুখকর এবং দুঃখকর যাবতীয় ফল প্রদান করিয়া থাকি। মহামায়ার সৃষ্ট মায়াজাল হইতে সমুদ্ভূত ত্রিবিধ সুখদুঃখময় উৎপাত—যদ্বারা ত্রিলোকের জীব সর্ব্বদা নানাভাবে নানাস্থানে প্রপীড়িত ও উদ্বেলিত হইতেছে—তাহাও এই মাহাত্ম্যস্তুতির আবৃত্তি বা শ্রবণদ্বারা দূরীকৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ জীব মায়া-মোহমুক্ত হইয়া থাকে। ৬৩৮ সংখ্যক শ্লোকে কথিত "ত্রিবিধ উৎপাত"শব্দের অর্থ এইভাবে প্রশস্ত পথে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত মনে হয়।

দেবী মহামায়ার যে মায়াজালে বিশ্বসংসার সদা সমাবৃত রহিয়াছে, তাঁহার সেই মায়াকে কেহ এক, কেহ দুই, কেহ তিন প্রকারের বলিয়া বর্ণনা করিলেও সেই মায়ার আদি-অন্তও নাই এবং সীমা-সংখ্যাও নাই; কাজেই তাহাকেই ত্রিবিধ উৎপাত বলিলেও অন্যায় হয় না, অনন্তবিধ উৎপাত বলিলেও অসঙ্গত হয় না। এই মায়া কিরূপ বিচিত্র বস্তু, তৎসম্বন্ধে নানাপুরাণে যেরূপ উক্তি আছে তাহারও কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মার ব্রহ্মমায়াপ্রভাবে স্ত্রীপুরুষ সংযোগে জীবের উৎপত্তি, বিষ্ণুর সহিত বিজড়িত বিষ্ণুমায়া হইতে স্ত্রীপুরুষ-জীবের পরস্পরের প্রতি প্রীতির আকর্ষণ এবং তদ্দ্বারা সংসারের স্থিতিসংস্থাপন

"দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি। জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে॥
রাজন্ শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ। তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥
মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ। তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)
"কা মায়া কীদৃশী বিষ্ণো কিংবা মায়েতি চোচ্যতে। জ্ঞাতুমিচ্ছামি মায়ার্থং রহস্যং পরমুত্তমং॥
ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্মায়াকরণ্ডকঃ। প্রহস্য মধুরং বাক্যং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাং॥
ভূমে মা পৃচ্ছ মায়াং মে যন্মাং পৃচ্ছসি সাদরং। বৃথা ক্লেশং কিমর্থং ত্বং প্রাপ্স্যসে মদ্বিলোকনাৎ॥
অদ্যাপি মাং ন জানন্তি রুদ্রেন্দ্রা সপিতামহাঃ। মম মায়া বিশালাক্ষি কিং পুনস্ত্বং বসুন্ধরে॥
পর্জ্জন্যো বর্ষতে যত্র তজ্জলেন প্রপূর্য্যতে। দেশো নির্জ্জলতাং যাতি এষা মায়া মমপ্রিয়ে॥
সোমোঽপি হীয়তে পক্ষে পক্ষে বাপি বিবর্দ্ধতে। অমায়াং স ন দৃশ্যেত মায়েয়ং মম সুন্দরি॥
হেমন্তে সলিলং কূপে উষ্ণং ভবতি তত্ত্বতঃ। ভবেচ্চ শীতলং গ্রীষ্মে মায়েয়ং মম তত্ত্বতঃ॥
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় যদস্তং যাতি ভাস্করঃ। উদেতি পূর্ব্বতঃ প্রাতর্মায়েয়ং মমসুন্দরি॥
শোণিতঞ্চৈব শুক্রঞ্চ উভে প্রাণিষু সংস্থিতে। গর্ভে চ জায়তে জন্তুর্মম মায়ৈব চোত্তমা॥
জীব প্রবিশ্য গর্ভে তু সুখদুঃখানি বিন্দতি। জাতশ্চ বিস্মরেৎ সর্ব্বমেষা মায়া মমোত্তমা॥" (বরাহপুরাণ)
"সূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে। শুকঃ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা মায়াস্তবমনুত্তমং॥
তৎ শৃণুধ্ব প্রবক্ষ্যামি যথাধীতং যথাশ্রুতং। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং পাপতাপবিনাশনং॥
(শশিধ্বজ উবাচ) * * ত্বামীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ॥
লোকাতীতাং দ্বৈতভীতাং সমীড়ে ভূতৈর্ভব্যাং ব্যাসসামাসিকার্থৈঃ।
নানারূপৈর্দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যৈস্তামাধারাং ব্রহ্মরূপাং নমামি॥
যস্যা ভাষা ত্রিজগদ্ভাতি ভূতৈর্নভাত্যেতত্তদভাবে বিধাতুঃ।
বিদ্যদ্গীতাং কালকল্লোললোলাং নীলাপাঙ্গীং ক্ষিপ্তসংসারদুর্গাং॥

* * * * * *

ভূমৌ গন্ধো রসতাপ্সু প্রতিষ্ঠারূপং তেজস্যেব বায়ৌ স্পৃশত্বং।
খে শব্দো বৈ যচ্চিদা ভাতি নানা তামাদ্যাং তাং বিশ্বরূপাং নমামি॥
সাবিত্রী ত্বং ব্রহ্মরূপা ভবানী ভূতেশস্য শ্রীপতেঃ শ্রীস্বরূপা।

* * * * *

নানাকারৈর্যাগযোগৈশ্চ ধর্ম্মো ভক্ত্যা বৈ ত্বং কামবজ্রাবিভাসি॥
বরেণ্যা ত্বং বরদা লোকসিদ্ধা সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা।
চণ্ডী দুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা নানাদেশে রূপবেশৈর্বিভাসি॥
তব চরণসরোজং দেবি দেবাদিবন্দ্যং যদি হৃদয়সরোজে ভাবয়ন্তীহ ভক্ত্যা।" (কল্কিপুরাণ)

এবং মহাদেবের রুদ্রমায়াদ্বারা জীবের সংসারবন্ধনমোচন এবং মৃত্যুপথদ্বারা দেহান্তর-পরিগ্রহণ কার্য্য সর্ব্বদা সংসাধিত হইতেছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এই তিনই হইতেছে জীবের সুখদুঃখকর ত্রিবিধ উৎপাত এবং চণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, চিন্তন ও পঠনদ্বারা সর্ব্বজীবের এই ত্রিবিধ উৎপাত অপসারিত হইতে পারে,—ইহাই হইতেছে আলোচ্য শ্লোকের অন্তর্নিহিত মহান্ তত্ত্ব (৫৮৩)।

৬৩৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর নিজমুখের উক্তিতে এইরূপ প্রকাশ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যে-গৃহে আমার এই মাহাত্ম্যবর্ণনা অর্থাৎ আমার এই বীরত্বের ইতিহাস সকল সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়া থাকে, সেই গৃহে সদা-সর্ব্বদা আমি উপস্থিত থাকি। দেবীর নিজমুখের এইরূপ উক্তিতে অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন; কারণ, দেবী চণ্ডিকা নিজের গুণগান এবং বীরত্ব-বর্ণনা শুনিতে এতই কি ভালবাসেন যে, যেখানে তাঁহার প্রশংসাবাদ হয় সেস্থান তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। দেবীর দুষ্টদমন-সংক্রান্ত দয়া এবং শিষ্টপালন-সংক্রান্ত সুবিচারের মাহাত্ম্যবর্ণনা সকল শুনিলে লোকে তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইবে। লোকের ভক্তি এবং অনুরাগের আকর্ষণে তিনি সদাই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে-কোন্ স্থানে তাঁহার প্রতি সেইরূপ ভক্তি ও অনুরক্তি উৎপাদনের কারণ সকল একত্রীভূত হইতে থাকে, সেইস্থান দেখিলে তিনি সেইস্থানের দিকে যে সদা আকৃষ্ট হইবেন—ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। দেবীচরিত্রের এইভাব গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

---

(৫৮৩) টীকাকারগণের প্রদত্ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপকে ত্যাগ করিয়া এখানে "উৎপাত" শব্দের এইরূপ সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ করিবার অনুকূল যুক্তি আরও কিছু আমরা চণ্ডীগ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাইতেছি। ৬০৯ সংখ্যক শ্লোকে অগ্নিদেব কৃত দেবী চণ্ডিকার স্তবের একস্থানে "উৎপাত" শব্দ পূর্ব্বেও একবার উক্ত হইয়াছে—

"দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥"

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে—দেবী প্রসন্ন হও। দেবী, তোমাকে স্মরণ করা মাত্র আসিয়া অসুর বধ করিয়া যেমন আমাদিগকে রক্ষা করিলে তেমনি অতঃপরও আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিও এবং সর্ব্বজগতের সর্ব্ববিধ দুঃখের কারণ যে পাপ বা উৎপাত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে উপদ্রব সকল তাহাও নিবারণ করিও।

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥৬৪০॥

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥৬৪১॥

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥৬৪২॥

সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৬৪৩

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥৬৪৪॥

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥৬৪৫॥

শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥৬৪৬॥

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দ্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥৬৪৭॥

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥৬৪৮॥

দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥৬৪৯॥
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥৬৫০॥
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥৬৫১॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥৬৫২॥
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥৬৫৩॥

---

৬৪০ হইতে ৬৫৩ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

বলিপ্রদান, পূজা, অগ্নিকার্য্য এবং মহোৎসবের সময় আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিধি জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক আমার বলিসংযুক্ত পূজা এবং অগ্নিতে হোম করিলে আমি প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। (অধিকন্তু) শরৎকালে যে বার্ষিক মহাপূজা করা হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিসমন্বিত হইয়া শ্রবণ করিলে, মনুষ্য আমার অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হন এবং ধন-ধান্য এবং পুত্র লাভ করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার এই মাহাত্ম্য, শুভপ্রদ উৎপত্তির কথাসকল এবং যুদ্ধে পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া মনুষ্য নির্ভয় হইয়া থাকে। যাহারা আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহাদের শত্রুগণ নষ্ট হইয়া থাকে, মঙ্গললাভ হয় এবং বংশ সমৃদ্ধিলাভ করে। সমস্ত শান্তিকর্ম্মে, দুঃস্বপ্নদর্শনে এবং অতি কষ্টদায়ক গ্রহ-পীড়া সকলের সময় আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। (তাহাতে) উপসর্গ সকল এবং দারুণ

গ্রহপীড়া সকল শান্ত হয়। মনুষ্যগণ যে দুঃস্বপ্ন দর্শন করে তাহা সুস্বপ্নে পরিণত হয় (অর্থাৎ তাহার ফল শুভ হয়)। (আমার এই মাহাত্ম্য) বালগ্রহাভিভূত বালকদিগের শান্তিকারক; মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধে শ্রেষ্ঠ মৈত্রীকারক এবং সমস্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের নিঃশেষে বলহানি-কারক এবং রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচ সকল এই মাহাত্ম্যপাঠ মাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমার এই সমস্ত মাহাত্ম্যই আমার সন্নিধিকারক। এক বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য এবং ধূপদ্বারা এবং উত্তম গন্ধদ্রব্য ও দীপ সকল দ্বারা, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, অভিষেকের দ্রব্য এবং অন্যান্য বিবিধ ভোগ্যবস্তুদ্বারা, আমার যে প্রীতিসম্পাদন করা হয়, আমার মাহাত্ম্য একবার শ্রবণ করিলেও তাহাই করা হইয়া থাকে। আমার এই জন্মকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে পাপ সকল নষ্ট হয়, আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে, এবং সকল প্রকার প্রাণী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যান।

৬৪০ সংখ্যক শ্লোকে, বলিদান-সময়ে, পূজার সময়ে, অগ্নিকার্য্যে এবং মহোৎসবে আমার এই চরিত্রবর্ণনা (অর্থাৎ চণ্ডীমাহাত্ম্য) পাঠ করা এবং শ্রবণ করা বিধেয়—সাধকগণের প্রতি সস্নেহে এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এইস্থানের "বলি" শব্দের এবং "মহোৎসব" শব্দের অর্থ নির্ণয় করা কার্য্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের টীকাকার এবং ব্যাখ্যাকর্ত্তা প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্পশ্রমলভ্য আভিধানিক শব্দার্থ মাত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন পরমপূজ্য ব্যাখ্যাকর্ত্তা নাগোজী ভট্ট অর্থ করিয়াছেন—"বলিপ্রদানং—দেবতোদ্দেশেন পশ্বাদ্যুপহারঃ। পূজা—গন্ধাদিনার্চ্চনম্। অগ্নিকার্য্যং—দেবীদৈবত্যো হোমঃ। মহোৎসবঃ—পুত্রজন্মবিবাহাদিঃ।" অন্যান্য টীকাকার-গণ, ইঁহারই প্রদর্শিত সুগম পথ অনুসরণ করিয়া এই সকল শব্দের ঐরূপ অর্থই প্রায় প্রদান করিয়াছেন। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অসংখ্য স্থানে "বলি" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল স্থানে "বলি" শব্দের অর্থে কেবল "দেব-উদ্দেশে পশু উপহার দেওয়া" বুঝা যায় না। কেবল দেব-উদ্দেশে নহে, পরন্তু পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে, এমন কি জীবজন্তুর উদ্দেশ্যে ফলমূলাদি, তণ্ডুল এবং জল দান করা কার্য্যকেও অনেক স্থানে "বলি-দেওয়া" কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্বে দৃষ্টিহীন সাধারণ হিন্দু নর-নারীগণ দেবী কালিকা বা দেবী দুর্গার প্রতিমার বা অন্য কোন দেবদেবীর মূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ

আনিয়া উহাকে একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত রজ্জুতে বাঁধিয়া খড়্গাদি কোন অস্ত্রঘাতে উহার কণ্ঠদেশ হইতে শিরচ্ছেদন করাকেই "বলিদান" করা হইতেছে বলিয়া বুঝিয়া থাকেন এবং ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই সাধারণ দৃষ্টির লক্ষ্যভূত "বলি" শব্দের সাধারণ একটা অর্থমাত্র লইয়া টীকাকার ব্যাখাকর্ত্তাগণ এখানে "বলি" শব্দের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহাদের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, শাস্ত্রোক্ত অসংখ্য প্রকার "বলিদান" কার্য্যের মধ্যে ছাগমুণ্ডচ্ছেদন কার্য্যকে একপ্রকার বলিদান বলা যাইতে পারে ভিন্ন, "বলিদান" বলিতে কেবল মাত্র ছাগাদি পশুচ্ছেদনকার্য্যই যে বুঝায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। অশিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয়ে বহুকাল হইতে পোষিত এইরূপ একটা ভ্রান্ত সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাতে সুশিক্ষিত এদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও "বলিদান" সম্বন্ধে যে অসঙ্গত ও অযথা একটা ভুলধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন (৫৮৪), তাহাকে অগ্রে দূর করিয়া তৎপরে "বলি" শব্দের শাস্ত্রনির্দ্ধারিত প্রকৃত

---

(৫৮৪) হিন্দুর "বলিদান" কার্য্যের ঘোর নিন্দাবাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা এবং কালীপূজা যে একটা অতি জঘন্য কার্য্য তাহা নানা যুক্তি-প্রমাণ ও বিদেশীয় উক্তিসকল উপস্থিত করিয়া দশজনকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা এদেশের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ কৃশ্চিয়ান পাদ্রীসাহেবগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে পঞ্জাবের আর্য্যসমাজী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দয়ানন্দজী এইরূপ নিন্দাবাদকে আরও প্রজ্বলিত করেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকগণ মধ্যেও অনেকে মহাত্মা দয়ানন্দজীর ঐরূপ কার্য্যের অল্প সহায়তা করেন নাই। এই সম্প্রদায়ের বক্তাগণের স্থানে অস্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাপ্রভাবে এদেশের নব্যশিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকে "বলিদান"-প্রথার একসময়ে এতদূর বিরোধী হইয়াছিলেন যে, নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া তাঁহারা "বলিপ্রদান"-প্রথা এদেশ হইতে একবারে তুলিয়া দিতে একসময়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের নেতৃত্বে কলিকাতায় বলি-বিরোধী শিক্ষিত যুবকগণের এক বিরাট সভা আহুত হইয়াছিল। এই সভাতে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি অনেকে "বলিদান" প্রথার দোষকীর্ত্তন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পুস্তিকাকারে বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়া বহুশত খণ্ডে নানাস্থানে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রতিবাদের তীব্রতা দেখাইবার জন্য কুমার অনাথকৃষ্ণের বক্তৃতা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—।

"আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকে আমার উপর রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। জানি, তাঁহারা বলিবেন,—"শাস্ত্রে যখন বিধি রহিয়াছে, এ বধ ত অবধ—এ ত হিংসাই নহে; ইহাতে আবার ঠিক অঠিক কি ?" কিন্তু তাঁহাদের আমি উত্তর দিতে পারি ; আপনাদেরই একজন—স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুর—আজ্ঞা করিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে ॥" (মনু ১২।১১৩ টীকা)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অর্থ এখানে প্রদর্শন করিতে আমরা প্রয়াস পাইব। কি কারণে এবং কোন্ সময় হইতে "বলি" শব্দের সহিত একটা ভ্রমাত্মক ধারণা জনসাধারণের হৃদয়ে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমেই

কেবল শাস্ত্রের কথা লইয়া কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে; বিচার যুক্তিহীন হইলে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে। অতএব একটু যুক্তির অবতারণায় দোষ নাই।" * * *

যুক্তির পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে পাওয়া যাইতে পারে—

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—বলিদানের ছাগটী যখন পূজা হইতেছে, বাড়ীর কচি শিশুগুলি সার বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ভারি আহ্লাদ! তারপর, বধ্যভূমে পাঁটাটিকে লইয়া যাওয়া হয়, না জানি কি আমোদ ভাবিয়া নাচিতে নাচিতে শিশুরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে! ক্রমে যখন ছাগলটিকে পা মুচড়াইয়া হাড়-কাঠে ফেলা হয়, যাতনায়—প্রাণভয়ে আকুল পশুটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে সেই কচি শিশুগুলির কণ্ঠ হইতেও তাহারই প্রতিধ্বনিরূপে আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হয়—থামান দায়! আমোদ ভাবিয়া বালকবালিকাগণ যাহা দেখিতে আসে, কাণ্ড বুঝিয়া আতঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অনেক সময়ে মনে হয়, এই আর্ত্তনাদ শিশুদের আপনার—না শিশুকণ্ঠ দিয়া বাহির করেন ভগবতী স্বয়ং?"

এই বক্তৃতা-পুস্তকের আর একস্থান হইতে "বলিদান"-প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার অনুকূল আর একটি যুক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"দুর্ব্বলের প্রতি ব্যবহারের সুন্দর উদাহরণ এক সময়ে রবীন্দ্র বাবু দিয়াছিলেন। গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে সকলেই আমাকে খাইতে চায় কেন?" তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা উত্তর করিয়াছিলেন, "বাপু হে, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার নধর চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।"

"পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতারাই করিতে পারেন না।"

আমরা অষ্টাদশ পুরাণ অনুসন্ধান করিয়া উপরে বর্ণিত ব্রহ্মার সহিত ছাগের কথোপকথনের এইরূপ হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা কোনস্থানে দেখিতে পাই নাই। কবির কল্পনা হইতে এরূপ অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা কেবল এই একস্থানেই যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা নহে. মহাত্মা দয়ানন্দ তাঁহার "সত্যপ্রকাশ" গ্রন্থে শক্তির উপাসক হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যে সকল অকথ্য কুকথার অবতারণা করিয়াছেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শিব-উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রামাণ্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মহাত্মা দয়ানন্দ তাহার "সত্যপ্রকাশ" গ্রন্থে নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল অকথ্য মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছেন, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার বেতনভোগী অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ পাঁচ পাতার একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া তাহারই মধ্যে মহাত্মা দয়ানন্দজীর সিদ্ধান্ত-সমর্থক নূতন শাস্ত্রীয় বচন সকল সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। চণ্ডীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা অনেক বিদুষী মহিলা ও নবযুবকও পাঠ করিয়া থাকেন; এজন্য তাঁহাদের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক বলিদানাদি তান্ত্রিক সাধনাকার্য্যের প্রতিবাদ এবং নিন্দামূলক মহাত্মা দয়ানন্দজীকৃত "সত্যপ্রকাশ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করা হইতে বিরত থাকিবেন। মহাত্মা দয়ানন্দজীর সম্পাদিত "সত্যপ্রকাশ" গ্রন্থ হইতে তাঁহার যুক্তি-তর্কের গভীরতা দেখাইবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাহার আবর্জ্জনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলন দ্বারা অগ্রে তাহাই স্থির করিতে এবং তাহাই এখানে দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে, প্রাচীন যা

"मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च। एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥
[कालीतंत्रादिमें]

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः। निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ २ ॥
[कुलार्णव तन्त्र]

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले। पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥
[महानिर्वाण तन्त्र]

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव। एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥
[ज्ञानसंकलनी तन्त्र]

अर्थात् देखो इन गवर्गण्ड पोपोंकी लीला कि जो वेदविरुद्ध महाअधर्मके काम हैं उन्हींको श्रेष्ठ वाममार्गियोंने माना। मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्वण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वतीके समान मानकर—

अहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः।

चाहे कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाङ्ग वचनको पढ़के समागम करनेमें वे वाममार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात् जिन नीच स्त्रियोंको छूना नहीं उनको अतिपवित्र उन्होंने माना है। जैसे शास्त्रोंमें रजस्वला आदि स्त्रियोंके स्पर्शका निषेध है उनको वाममार्गियोंने अतिपवित्र माना है। सुनो इनका श्लोक खण्डबण्ड—

रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता। अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता ॥ [रुद्रयामल तन्त्र]

इत्यादि, रजस्वलाके साथ समागम करनेसे जानो पुष्करका स्नान, चाण्डालीसे समागममें काशीकी यात्रा, चमारीसे समागम करनेसे मानो प्रयाग स्नान, धोबीकी स्त्रीके साथ समागम करनेमें मथुरा यात्रा और कंजरीके साथ लीला करनेसे मानो अयोध्या तीर्थ कर आये। मद्यका नाम धरा "तीर्थ" मांसका नाम "शुद्धि" और "पुष्प", मच्छीका नाम "तृतीया" "जलतुम्बिका" मुद्राका नाम "चतुर्थी" और मैथुनका नाम "पंचमी"। इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके। अपने कौल, आर्द्रवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं। और जो वाममार्ग मतमें नहीं हैं उनका "कंटक", "विमुख", "शुष्कपशु" आदि नाम धरे हैं।

(पर पृष्ठ द्रष्टव्य)

আধুনিক সুসভ্য, অৰ্দ্ধসভ্য, বর্ব্বর এবং অরণ্যবাসী সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বসম্প্রদায়ের নরনারীগণের মধ্যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীর পরিতুষ্টিসাধনার্থে নানাবিধ পশুপক্ষী হনন করিয়া

पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ [ज्ञानसंकलनी तन्त्र । श्लोक ४३]

ऐसा तन्त्रमें कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा कुललज्जा, देशलज्जा आदि पाशोंमें बंधा है वह जीव, और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है ।

उड्डीस तन्त्र आदिमें एक प्रयोग लिखा है कि एक घरमें चारों ओर आलय हों । उनमें मद्यके बोतल भरके धर देवे । इस आलयसे एक बोतल पीके दूसरे आलय पर जावे । उसमेंसे पी तीसरे और तीसरेमेंसे पीके चौथे आलयमें जावे । खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ीके समान पृथिवीमें न गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिरके उठे उसका पुनर्जन्म न हो, अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्योंका पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनीमें पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा । वामियोंके तन्त्र ग्रन्थोंमें यह नियम है कि एक माताको छोड़के किसी स्त्रीको भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सबके साथ संगम करना चाहिये । इन वाममार्गियोंमें दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमेंसे एक मातङ्गी विद्यावाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माताको भी समागम किये विना न छोड़ना चाहिये । और स्त्री पुरुषके समागम समयमें मन्त्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जायें ।"

পঞ্জাবপূজ্য মহাত্মা দয়ানন্দজীর হৃদয়োত্থিত শক্তিসাধকগণের প্রতি এবম্বিধ কটূক্তি সকল পাঠ করিয়া এবং শ্রবণ করিয়া তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার প্রতি দেশের নব্য শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে একটা উৎকট ঘৃণার উদ্রেক হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। ইহারই প্রভাব এহেন স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ন্যায় মহাপুরুষগণের প্রশান্ত দৃষ্টিকেও যে ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে, ইহাও কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার "শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত" গ্রন্থের একস্থানে শক্তি-উপাসকগণের উপাস্যা দেবী কালিকার নররক্তপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ হইয়া মনুষ্যরক্তাবৃত স্থানে নৃত্য করিয়াছেন, এরূপ চরমদৃশ্য উপযুক্তই হইয়াছিল। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের বিভীষিকা পূজা করেন। তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু, সেই নিমিত্ত, কি করিলেন, না "বিকটদশনা, রুধিরে মগনা, বামা বিবসনা ইত্যাদি।" আদৌ শাক্তের ভজনে প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতে পারে না। সেই ভজনে ছিল কি না—সাধনাদ্বারা সিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা। সুতরাং উহার সহিত রসের সংস্রব ছিল না। তান্ত্রিক মত অনুসারে একটি দেববিগ্রহ করিয়া, মন্ত্র ও প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ করাই, এই শাক্তধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল।" * * * * * * *

"যে হেতু কালীমায়ের হাতে খাঁড়া আর গলায় নরমুণ্ড, লোলজিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে, এমন জিনকে ত্রাহি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পশুমাংস উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও
রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল দেশের ঐরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থে পশুহননকার্য্য

ত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা যায়। কিন্তু মা বলা যায় না। যেমন সরস্বতীকে গোঁফ দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ডমালিনীকে মা বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে, তাহার স্তনদুগ্ধ কি পান করা যায়?"

"শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতে" মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের এইরূপ উক্তি সকল পড়িয়া কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁহার "শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বলি" পুস্তকে যে লিখিবেন—"গণ ও মাতৃকা মহাদেবের অনুচর অনুচরী—কতকটা ভূতপ্রেতিনী গোছ—বিলক্ষণ উন্নতি!"—তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কথা কি? পরমাশক্তি হইতে সমুদ্ভূতা বিশ্বপরিপালনকর্ত্রী মাতৃকাদেবীগণকে "ভূতপ্রেতিনী" বলিয়া চিন্তা করিবার কুরীতি কোন্ সময় হইতে এদেশে নামিয়াছে, তাহা কিছু পরে আলোচনা করিব।

দেবী কালিকার প্রতি এইভাবের নানা কটূক্তি আধুনিক অনেক শিক্ষিত বক্তার মুখ হইতে এবং চিন্তাশীল গ্রন্থলেখকের লেখনি হইতে নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ-অনুসন্ধান-কার্য্যেও অধিক প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হয় না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই "স্বদেশী" বলিয়া সগর্ব্বে আত্মপরিচয় দিয়াও স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া নিজ দেশের শাস্ত্র-তত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত না হইয়া, "পরমুখের ঝাল খাইয়া নিজের জিহ্বার লালা উদ্গীরণ" কার্য্যের ন্যায় বিদেশীয় পাদরী সাহেবদের লিখিত পুস্তক-পত্রিকাদিতে প্রদত্ত হিন্দু দেবদেবীর আকৃতিপ্রকৃতির বিকৃত বর্ণনা সকল স্কুলপাঠ্যাবস্থা হইতে প্রতিনিয়ত দেখিতে দেখিতে নিজেদের পিতা পিতামহ প্রভৃতির উপাস্য দেবদেবীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ আচরণ দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুবকযুবতীগণের মধ্যে কদাচিৎ দেখিলে উপেক্ষা দৃষ্টিতে তাহা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্মৃতির অত্যুচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির লিখিত পুস্তকে কালী-দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতি পাদরী সাহেবদের লিখিত পুস্তক হইতেও অধিক ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি সকল দেখিতে পাইলে মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না। ২৯৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা সংশ্রবে প্রদত্ত ৩৪৫ সংখ্যক টীকাতে হিন্দু দেবদেবীগণ সম্বন্ধে এই সকল মহাত্মার উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এজন্য এস্থলে দ্বিতীয়বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে হিন্দুপাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কৃশ্চিয়ান গ্রন্থকারগণের লিখিত গ্রন্থ হইতে দেবদেবীগণ-ঘটিত বিকৃত বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"We are now in a position to realize how it has been possible for the Hindu to admit such things as the following into his worship :—unlimited idolatry, human sacrifice, cruel torture, temple prostitution, and obscene sculpture. The same idea explains how the Hindu did not regard it as unbecoming that Kālī should be the patron-divinity of robbers and murderers. From the same point of view we can realize how the gross and gotesque images of the gods were possible.

(A PRIMER OF HINDUISM, By J. N. Farquhar, M. A.)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এবং এদেশের প্রাচীন ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত বলিপ্রদানকার্য্য যে এক নহে, পরন্তু উহা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবের কার্য্য, তাহা এদেশের এবং অন্যান্য দেশের অতীত এবং বর্ত্তমান লৌকিক

এইরূপ নির্ম্মম মন্তব্য ইংরাজ-গ্রন্থকারগণের লিখিত অনেক ভারত-ইতিহাস এবং ভারতভ্রমণ-ঘটিত গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থের স্থানাভাবকে আরও বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দু দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী-দুর্গা প্রভৃতি দেবীপ্রতিমার বাহিরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক ইংরেজ গ্রন্থ-লেখকদের কেহ কেহ এই সকল দেবীকে ভূত, কেহ কেহ প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এদেশের আধুনিক ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত নবযুবক গ্রন্থকারগণ ইহাই দেখিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থেও কালী-দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীকে ঐরূপ কুৎসিৎ ভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। একজন বহুদর্শী ইংরেজ গ্রন্থকার এই সকল ভুল ধারণার মূল উৎসাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"The terms Devil and Devil-Worshippers donot necessarily denote facts, for they arose in this way. The earliest Europeans and Christian missionaries to the East called every conception of God that was not Jewish, Christian or Muslim, by the deliberately opprobrious name of the Devil and every form of religion other than the three above-mentioned, Devil-Worship. * * * Thus, to them all the Hindu Gods were devils and all the Hindus devil-worshippers."

(CRIME AND RELIGIOUS BELIEFS IN INDIA, By Augustus Somerville)

পাশ্চাত্যশিক্ষালোকবিস্তার প্রভাবে এদেশের মুনিঋষিগণের প্রপূজ্য দেবদেবীগণ যেমন এখন এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের নিকটে "ভূতপেত্নী" নামে পরিগণিত হইতেছেন, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পুরাকালের সর্ব্বলোকপূজ্য দেবদেবীগণও সে দেশে কৃশ্চিয়ানধর্ম্মপ্রচার আরম্ভের সময় হইতেই সেইরূপ "ভূতপেত্নী" বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। এই কথার সমর্থক প্রমাণ যথা—

"Upon the conversion of the inhabitants of Great Britain to Christianity, the native deities under-went the same inevitable fate, and sank into the rank of evil spirits."

ELIZABETHAN DEMONOLOGY, By THOMAS ALFRED SPALDING LL. B (LOND.)

এদেশে এক্ষণে যেমন দেবদেবীসংক্রান্ত প্রাচীন ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতেছে এবং পল্লীগ্রাম হইতে সহর-নগরের লোকের মধ্যেই অধিক পরিমাণে তাহা লক্ষিত হইতেছে, য়ুরোপের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত—এইকথার সমর্থক প্রমাণ যথা—

"But it is in the towns, the centres of interchange of thought, of learning, and of controversy, that this revolution first gathers power ; the sparsely populated country-sides are far more impervious to the new ideas, and the country people cling far longer and more tenaciously to the dying religion and its attendant beliefs. The rural districts

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আচরণঘটিত ইতিহাস এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ সকল- অনুশীলন করিলে ভ্রান্তি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে (৫৮৫)।

were but little affected by the Reformation for years after it had triumphed in the towns, and consequently the beliefs of the inhabitants were hardly touched by the struggle that was going on within so short a distance."

ELIZABETHAN DEMONOLOGY, BY THOMAS ALFRED SPALDING LL. B. (LOND.)

একটি প্রশ্ন এসময়ে অনেকের মনে উঠিতে পারে। তাহা এই—যে কালী, দুর্গা, কাল, মহাকাল, মহারুদ্র প্রভৃতি দেবদেবীকে এদেশের মহাজ্ঞানী মুনিঋষিগণ সদা মহাভক্তিভাবে "বিশ্বমাতা" "পরমপিতা" ইত্যাদি নামে সম্বোধন, চিন্তা, ধ্যান ও পূজা-অর্চ্চনা করিতে অভ্যস্থ ছিলেন, যে-সকল দেবদেবীকে এখনও এদেশের পল্লীবাসী কোটি কোটি হিন্দু নরনারী "মা" "বাবা" ইত্যাদি ভক্তিমাখা মধুর নামে প্রতিনিয়ত ডাকিয়া থাকেন, সেইসকল—দেশের দশের আরাধ্য, সাধারণের পূজ্য দেবদেবীকে শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কেহ বিদেশীয় বক্তাদের উক্তির বাঁধা সুরে সুর মিলাইয়া "ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, ডাকিনী," বলিতেছেন, কেহবা "বিকটা বিরূপা রাক্ষসী" ইত্যাদি ঘৃণাব্যঞ্জক নামে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে ইহাদের কথা বর্ণনা করিতেছেন—ইহার কারণ কি? কেন এরূপ হইতেছে? একই দেবীমূর্ত্তিকে একই সময়ে কেন বা কেহ ভীষণ-ভয়ঙ্করা রাক্ষসীরূপে দেখিতেছেন, আবার কেহ-বা কেন পরম দয়াময়ী, অপার করুণাময়ী মাতৃরূপে অবলোকন করিতেছেন? এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর, মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধসময়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী চণ্ডিকার রণোন্মত্ত রূপদর্শনে মহামহা অসুর বীরগণ ভয়ে কম্পান্বিত আর দেবতাগণ আনন্দে মহা উল্লসিত হইবার বর্ণনাস্থলে, অতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ১৩৭ হইতে ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা সময়ে এ বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে; এজন্য ঐসকল কথার পুনরুল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।

(৫৮৫) প্রাচীনকালে এদেশের উদ্ভাবিত বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের নানাস্থানে "বলি" শব্দটীকে যেরূপ উচ্চভাববোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থের কোন স্থানেই "বলি" শব্দের ব্যবহার সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং কোন রূপ প্রিয় অভিষ্টসিদ্ধি জন্য, নিজ রসনাপ্রিয় পশু-পক্ষীর মাংসাদি নিবেদন করিয়া দিতেন এবং এইরূপ অনুষ্ঠানের সহিত বিজড়িত করিয়া Sacrifice বা বলিদান শব্দ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। এদেশের অতি প্রাচীন কালের "বলিপ্রদান" প্রথা ঐরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল—তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। এসময়ের বলিদান-কার্য্য সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে যেভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা সকলেই জানিতেছেন, এজন্য তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারত হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে যে-সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইতেছিল, ঐ ধর্ম্মবিস্তারের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভিন্ন দেশের বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নানাবিধ সামাজিক আচরণ, আচার-ব্যবহার এদেশে আসিয়া বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সেই সময় হইতে সেই লোক-ব্যবহার সংমিশ্রণের ফলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রাচীনকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনও কোনও বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মুসলিমগণের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের নানাস্থানের উক্তি দৃষ্টে, ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে প্রচুর পরিমাণ উষ্ট্র, বৃষ, ছাগাদি পশুহত্যা করিবার প্রথা যে এক সময়ে আরব-পারস্যাদি দেশে অতিশয় প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নের ৫৮৬ সংখ্যক টীকাতে এই সংক্রান্ত

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এদেশের আধুনিক অন্যান্য অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত পুরাকালের প্রচলিত "বলিদান" প্রথাও এই কারণে যে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কি ভাবে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলে সর্ব্বাগ্রে ক্রিশ্চিয়ান এবং মহম্মদীয়ানগণের ধর্ম্মপুস্তক এবং প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(৫৮৬) মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বলিদান সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি, সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলা যাইতেছে—

বলি বা Sacrifice বুঝাইবার জন্য মুসলমানধর্ম্মে ছয়টি শব্দ পাওয়া যায়।

প্রথম—"জবহ" ذبح ইদুলজহা পর্ব্বের সময় অথবা সাধারণ সময়ে খাদ্যের জন্য যে প্রাণী হত্যা করা হয় তাহাকে "জবহ" বলা হয়।

দ্বিতীয়—"কুরবান" قربان সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যে পশু ইত্যাদি হত্যার জন্য প্রায়ই ইহার ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়—"নহর" نحر যে ধর্ম্মকার্য্যে উষ্ট্রকে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া মারা হয় তাহাকে "নহর" বলে।

চতুর্থ—"উদ্বিয়া" اضحية ইদুলজহা পর্ব্বে দশ ঘটিকার সময় দিবাভাগে যে বলি দেওয়া হয় তাহার নাম উদ্বিয়া।

পঞ্চম—"হাদি" هدى যখন কোন যাত্রী যথাসময়ে মক্কায় উপস্থিত হইতে পারেন না, তখন সেই অপরাধ দূর করিবার জন্য যে প্রাণিহত্যা করা হয় তাহাকে "হাদি" বলা হয়।

ষষ্ঠ—"মনসক" منسك যে বলিদ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে তাহার নাম "মনসক"।

এদেশের মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ সাধারণতঃ দুই সময়ে পশু বলি দিয়া থাকেন। প্রথম—"ইদুলজহা" পর্ব্ব সময়ে, দ্বিতীয়—সন্তানজন্ম সময়ে। "ইদুলজহা" পর্ব্বের সময় মক্কায় উপস্থিত যাত্রিগণকর্ত্তৃকই যে এই বলি প্রদত্ত হয় এমন নহে, কিন্তু জগতের মুসলমান জাতীয় সকলেই সর্ব্বত্র এই বলিপ্রদান করিয়া থাকেন। কোরাণে এসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। তাহার একটি এইরূপ—"স্থূল উষ্ট্রপশুকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল নিহিত আছে। সুতরাং যখন তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, তখন তাহাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে এবং যখন তাহারা মৃত পতিত হইবে তখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে এবং যাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হয় তাহাদিগকে এবং ভিক্ষুকদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে আমরা তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়াছি, সে জন্য তোমরা ধন্যবাদ দিবে। তাহাদের মাংস কখনই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবে না, তাহাদের রক্তও সেখানে যাইবে না, কিন্তু বলিপ্রদান দ্বারা তোমাদের পুণ্যকর্ম্ম সেখানে অবশ্যই পৌঁছিবে।" (কোরাণ সুরা ২২।৩৭ দ্রষ্টব্য)। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তম, চতুর্দ্দশ, একবিংশতি, অষ্টাবিংশতি অথবা পঞ্চত্রিংশৎ দিবসে মুসলমান পিতা অবশ্যই পুত্র জন্মিলে দুইটি এবং কন্যা জন্মিলে একটি ছাগ বলি দিবেন।

(হিউগ সাহেবের "ডিক্‌শনারি অব ইস্‌লাম" গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে বাঙ্গলায় সঙ্কলিত)

কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক প্রমাণ যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতেও এই কথাকে সমর্থন করিবে। ইহা দেখিয়া এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, অতি পূর্ব্বকালে আরব-পারস্যাদি দেশবাসী মুসলিমগণের মধ্যে ঈশ্বরের তুষ্টিসম্পাদনার্থে পশুহত্যা করিয়া বলিপ্রদান করিবার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, নব্যসভ্যতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখন সে সকল প্রথা সে সকল দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহা ত নহেই—পরন্তু ঐ সকল দেশের সর্ব্বত্রই এখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বলিপ্রদান করিবার প্রথা পূর্ণমাত্রাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যদেশের কথা দূরে থাকুক, এইদেশেই "বকরি-ঈদ" ইত্যাদি মুসলমানি উৎসবদিন উপলক্ষে কত স্থানে কত শতসহস্র, লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু প্রতিবৎসর বলিদান করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ গবাদি পশুবধ-ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে সময় সময় কতস্থানে যে কত ভীষণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও মারামারী-কাটাকাটি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ন্যায় খৃশ্চিয়ানগণের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেরও অনেক স্থানে বলিপ্রদান-সংক্রান্ত অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল-সংক্রান্ত শব্দকোষ হইতে [Sacrifice বা বলিদানের শব্দার্থ নিম্নের ৫৮৭ সংখ্যক টীকাতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা দৃষ্টি করিলে এবং অন্যান্য প্রামাণ্য সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় ইংরাজীগ্রন্থ হইতে

---

(৫৮৭) বলি—"Sacrifice is an act, belonging to the sphere of worship, in which a material oblation is presented to the Deity and consumed in His service, and which has as its object to secure through communion with a Divine being the boon of His favour."

"Sacrifice is distinguished from other ordinances of worship in that it takes the form of the rendering to God of a material oblation. The elements of worship are at bottom two—forms which express the condescension of God to man, and forms which express the appeal of man to God. Of these the first has its familiar example in the proclamation of the word of God, the second in prayer. And with prayer sacrifice manifestly has a close affinity. To the universal religious instinct of antiquity, however, it seemed that the spiritual offering of aspiration and petition was lacking in weight and efficacy. There was therefore associated with it, and so prominently as to eclipse it, the sacred rite in which the worshippers made over to God or shared with him material things of a kind which ministered to human wants."

(DICTIONARY OF THE BIBLE Edited by James Hastings)

নিম্নের ৫৮৮ সংখ্যক টীকাতে যাহা উদ্ধৃত করা হইল তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে য়ুরোপীয় সকল দেশেই প্রাচীনকালে এবং পরে কৃশ্চিয়ানধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও পশ্বাদি বলিপ্রদান করিবার

(৫৮৮) য়ুরোপখণ্ডে প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি সভ্যজাতিদের মধ্যেও যে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল, নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি কয়টি হইতে সে পরিচয় পাওয়া যায়:—

"Animal sacrifices fall into two classes: those in which, after the god had had his share and the priest had taken his toll, the flesh was used for food, and those in which no part of the victim might be employed by men in any way, but the whole must be destroyed. To the former category belong the ordinary slaughter of domestic animals for food, offerings accompanying a petition or in the fulfilment of a vow, thank offerings, and the great mass of sacrifices at public festivals, which often served to provide a feast for the whole city; the second class includes offerings to chthonic deities, to heroes, and the dead and all piacular victims."

"Bread and cakes of various kinds were offered to the gods above and below with the same difference of rite as in the sacrifice of animals."

* * * "cheese also was as much relished by gods as by men. Customs varied with deities and localities. Libations of wine not only as an accompaniment sacrifice but independenlty, were offered to many deities; a dinner or a drinking bout began with such a libation of wine mixed with water in the same proportions in which the feasters drank it."

"The burning of incense, both in connection with independent libations and as an accompaniment of sacrifice and oblation, came into fashion in the seventh century, and the consumption of fragrant gums, spices and woods soon attained large proportions. In the temples incense was burned, especially upon a small alter in the interior, before the image of the god."

(HISTORY OF RELIGION Vol. 1, By G. F. Moore)

"To return now to the Lityerses story. It has been shown that in rude society human beings have been commonly killed to promote the growth of the crops. There is therefore no improbability in the supposition that they may once have been killed for a like purpose in Phrygia and Europe; and when Phrygian legend and European folk-custom, closely agreeing with each other, point to the conclusion that men were so slain, we

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রথা যে একসময়ে অতিশয় প্রচলিত ছিল এবং এখনও উহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন, জাপান, তিব্বত এবং উত্তর এশিয়াখণ্ডের ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য অধিবাসিগণের মধ্যেও বলিপ্রদান প্রথা এখনও যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও দেখা যাইতেছে (৫৮৯)।

---

are bound, provisionally, at least, to accept the conclusion. Further, both the Lityerses story and European harvest-customs agree in indicating that the victim was put to death as a representative of the corn-spirit, and this indication is in harmony with the view, which some savages appear to take of the victim slain to make the crops flourish."

(THE GOLDEN BOUGH, by George Frazer)

(৫৮৯) কৃশ্চিয়ান, মহম্মদীয়ান এবং প্রাচীন য়ুরোপবাসী নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণের বলিপ্রদান ব্যাপার ঘটিত আলোচনা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণ কিভাবে তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলিপ্রদানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহাই লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

চীন প্রভৃতি দেশের বলিদান সম্বন্ধে—এ, এ মেক্ডোনেল্ এম, এ কৃত COMPARATIVE RELIGION নামক গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণিত রহিয়াছে—

"The most important sacrifice offered to this god took place on the night of the winter solostice and was presented by the Emperor at Peking on the 'Alter of Heaven', which opens to the sky and is the largest altar in the world. On this altar are tablets for the spirits of the Sun, the Moon, the Great Bear, the five planets, the twentyeight principal constellations (corresponding to Indian *naksatras*). and the host of stars; also for those of the winds, clouds, rain, and thunder. Before these tablets were dishes and baskets with sacrificial articles. For all these offerings cows goats, and swine were presented."

"Almost every temple has its idol gods which are co-ordinate or subordinate in rank to the chief god, so that China probably deserves to be called the most idolatrous country in the world. This religion is also practised in private houses, many of which have altars for gods and goddesses, to whom 'on fixed days sacrifices are annually presented."

অনার্য্য জাতির বলিদানপ্রথা সম্বন্ধে জর্জ্জ ফ্রেজার প্রণীত THE GOLDEN BOUGH গ্রন্থে এইরূপ উক্তি দেখা যায়—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক এবং সমস্ত সভ্য, সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, এমন কি, বন্য-বর্ব্বর জাতিসমূহের নরনারীগণের মধ্যেও কোনও না কোন প্রকার পদ্ধতিতে নিজ নিজ উপাস্য

"The mode of performing these tribal sacrifices was as follows. Ten or twelve days before the sacrifice, the victim was devoted by cutting off his hair, which, until then, had been kept unshorn. Crowds of men and women assembled to witness the sacrifice; none might be excluded, since the sacrifice was declared to be for all mankind."

"In these khond sacrifices the Meriahs are represented by our authorities as victims offered to propitiate the Earth Goddess. But from the treatment of the victims both before and after death it appears that the custom cannot be explained as merely a propitiatory sacrifice. A part of the flesh certainly was offered to the Earth Goddess, but the rest was buried by each householder in his fields, and the ashes of the other parts of the body were scattered over the fields, laid as paste on the granaries, or mixed with the new corn."

প্রাচীন ইহুদী জাতির বলিদান প্রথা সম্বন্ধেও নানাস্থানে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"The sacrificial material consisted of agricultural produce of Canaan, animal, cereal and liquid. The victims included—of large cattle, the old and young of the ox-kind; of small-cattle, sheep and lambs, goats and kids. Of birds, the pigeon might be used in the Burnt-offering. Wild animals and fish, which figure in the Babylonian ritual, were not offered. The blood and the fat were specially appropriated to Jehovah and of animal products presented to Him, we hear of wool, but not of the libation of milk. Meal, which was baked into cakes, was the common form of the cereal offering. The valuable products of oil and wine were ingredients of the sacrificial meal, and were doubtless also offered in the form of a libation. The sacrificial material of the Carthaginians agrees with this, except that their code allowed many species of birds and also milk."

(DICTIONARY OF THE BIBLE, Edited by James Hastings)

"The ritual of the altar consisted in offering to the deity an animal victim or gift of fruits and cereals. The sacrifice might be accompanied with wine or be wineless. The animal sacrifice seems to have represented a simple tribal or family communion-meal with the deity, whereby the sense of comradeship and clan-feeling between man and god was strengthened and nourished."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবদেবীর তুষ্টিসম্পাদনার্থে পশুবলি প্রদান করিবার প্রথা বহুপূর্ব্বকাল হইতে যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার অপর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ, নানাদেশের নানা ধর্ম্মগ্রন্থে এবং লোকাচার-ইতিহাসে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে; সে সকল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিলেও এক অতি বৃহদাকার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে হইবে, একারণ এখানে বাধ্য হইয়া সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। নিম্নের কয়েকটি টীকাতে যে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল তাহাই আমাদের এস্থানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রচুর মনে হয়। এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। এইস্থানে পৃথিবীব্যাপী পশুবলিদান-কার্য্য সম্বন্ধীয় এইসকল কথার অবতারণা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে, পশুবলি

"Ancient superstitions revived, new cults were introduced by Assyrian officials and settlers, and pure monotheism seemed for the time to be lost. Nevertheless the very barbarous worship at Jerusalem was improved by foreign contact. Thus King Ahaz, as a result of his meeting the Assyrian King at Damascus in 732 B. C., had a large stone altar erected, by which the decency of the animal sacrifice was increased as compared with what had been possible when the small brazen altar was used in the Temple for the purposes of this savage practice."

"In the slaughter of domestic animals, the internal fat and the blood had hitherto been treated as most holy, the fat having to be burnt, and the blood poured out on the altar. This procedure was now simplified by requiring nothing more to be done than pour the blood out on the ground. This change removed the greatest obstacle to the requirement of the one single sanctuary being at Jerusalem."

(COMPARATIVE RELIGION, by A. A. Macdonell, M. A.)

"Dr. Driver gives as an illustration of the non-observance of the Levitical Law, the fact that "David offers sacrifice (as seems evident) with his own hand" (2 Sam. vi. 13.) In reply let us look to the wording of the Law (Lev. i, 2, 3, 5). "When *any man of you* offereth an oblation ... *he* shall offer it ... and *he* shall kill the bullock." The same principle applies to all the animal sacrifices, the burnt, peace, sin and trespass offerings; not the priest, but the man who brought the sacrifice was the proper person to kill it."

(OLD TRESTAMENT CRITICISM, by G. H. Rouse, M. A. D. D.)

দান-কার্য্য মানুষের পারলৌকিকসুখপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এদেশের ঋষিগণ-উদ্ভাবিত বেদপুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নানাস্থানের নানাউক্তিতে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—বলিদান-কার্য্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন অপেক্ষা পরমঙ্গল বা বিশ্বমঙ্গল সাধন জন্যই এদেশে অধিকাংশস্থলে অনুষ্ঠিত হইত; অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্যদেশে অন্যান্য জাতির মধ্যে যে-উদ্দেশ্য-সাধন জন্য যে-ভাবে পশুবলিদান-কার্য্য পুরাকালে চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে, এদেশের শাস্ত্রোক্ত বলি প্রদান-কার্য্য আদৌ সে ভাবে পুরাকালে এদেশে অনুষ্ঠিত হইত না। শাস্ত্রোক্ত বলিপ্রদানকার্য্য যে কি, এক্ষণে তাহাই লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং তাহারই সুবিধার্থে নিম্নে প্রদত্ত ৫৯০ হইতে ৫৯৫সংখ্যক টীকাতে শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বলিদান সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে।

---

(৫৯০) ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মকোষে এবং মহম্মদীয়ান ধর্ম্মকোষে প্রদত্ত "বলি" শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে ৫৮৯ সংখ্যক টীকাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার সুবিধার্থে নিম্নে সংস্কৃত-অভিধানে "বলি" শব্দের অর্থ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এখানে তাহাও উল্লেখ করিতেছি।

"বলি" শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"করঃ; রাজগ্রাহ্যোভাগঃ, উপহারঃ, পূজাসামগ্রী ইত্যমরভরতৌ; চামরদণ্ডঃ, পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত ভূতযজ্ঞঃ।
(হেমচন্দ্র)

পঞ্চমহাযজ্ঞ' কি, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। অগ্নিপুরাণে ''বলিবৈশ্ব" নামক পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত যজ্ঞবিশেষের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"যে অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং নিশ্চলেনান্তরাত্মনা। ন তে ভূয়োঽভি জায়ন্তে শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ॥
এবং পূজ্য বিধানেন অতিথিং ভোজয়েৎ ততঃ। সায়ং প্রাতর্যদন্নং স্যাদধুত্বাগ্নিং তেন তদ্বলিম্॥" (বহ্নিপুরাণ)

"বৈশ্বদেবপশ্চাদ্ভূমৌ জলং ক্ষিপ্ত্বা তচ্ছেষান্নেন সাঙ্গুষ্ঠেন দেবতীর্থেন ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঃ নমঃ ইতি বলিং দদ্যাৎ। ইতি আবশ্যক বলিঃ। অথ কাম্যবলিঃ। বলীনাং পশ্চিমে জলেনোত্তরাগ্রাং রেখাং কৃত্বা ভূমৌ জলং দত্বা দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্। পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধনদেহাঃ। প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু।"
(শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত বচন)

উপরে উদ্ধৃত বচন হইতে দেখা যাইতেছে পিপীলিকা কীট-পতঙ্গের হিতার্থেও ঋষিগণ বলিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বলিবৈশ্ব" কি তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে আরও কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

'পারস্কর গৃহ্যসূত্রে' পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে বৈশ্বদেব-নিবেদিত অন্ন হইতে ভূতযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞে বলিপ্রদানের ব্যবস্থা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শাস্ত্রোক্ত বলিদানকার্য্য বলিতে একই প্রকার বলিদান কার্য্যকে বুঝিতে হইবে না। তাঁহার কারণ, হিন্দুশাস্ত্রে সমাজের উন্নত ও অনুন্নত অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন স্তরে স্থিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জন্য তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিভিন্ন প্রকার বিধিব্যবস্থা প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। এজন্য বিভিন্নকালে বিভিন্ন উদ্দেশ্য

আছে। মূলসূত্রের উক্তি সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইবে না বলিয়া তাহার সহজবোধ্য "হরিহর-ভাষ্য" হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল।

"বৈশ্বদেবমন্নং তস্মাৎ * * * ভূতগৃহেভ্য হোমানন্তরং দদ্যাদিতি শেষঃ কথং (মনিকে ত্রীন্ পর্য্যন্যায়াদ্ভ্যঃ পৃথিব্যৈ) মনিকে মনিকসমীপে * * * ত্রীন্‌বলীন্ দদ্যাদিতি শেষঃ। কথং পর্জ্জন্যায় নমঃ, অদ্ভ্যো নমঃ পৃথিব্যৈ নম ইতি। (ধাত্রে চ বিধাত্রে চ দ্বার্যয়ো) দ্বারশাখয়ো দক্ষিণোত্তরয়োর্যথাক্রমং ধাত্রে নমো, বিধাত্রে নম ইতি দ্বৌ বলী দদ্যাৎ। (প্রতিদিশং বায়বে দিশাং চ) প্রতিদিশং দিশং দিশং প্রতি বায়বে নম ইতি একৈকং বলিং দদ্যাৎ। দিশাং চ দিগ্‌ভ্যশ্চ প্রতিদিশং প্রাচ্যৈ দিশে নম ইত্যেবমাদি তল্লিংগোল্লেখেনৈকৈক বলিং দদ্যাৎ। [এইসকল স্থানের "বলি" শব্দে ছাগবলি যে বুঝিতে হইবে ন তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য]। (মধ্যে ত্রীন্ ব্রহ্মণেন্তরিক্ষায় সূর্য্যায়) মধ্যে প্রতিদিশং দত্তানাং বলীনামন্তরালে ত্রীন্ বলীন্ দদ্যাৎ। কথং ব্রহ্মণে নমঃ অন্তরিক্ষায় নমঃ সূর্য্যায় নম ইতি। (বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যশ্চ ভূতেভ্যস্তেষামুত্তরতঃ) তেষাং ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণাং বলীনামুত্তরতঃ উত্তর প্রদেশে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ বিশ্বেভ্যো ভূতেভ্যো নম ইতি দ্বৌ বলী দদ্যাৎ। (উষসে ভূতানাং চ পতয়ে পরং) পরং তয়োরপ্যুত্তরতঃ উষসে নমঃ ভূতানাং পতয়ে নমঃ ইতি বলিদ্বয়ং দদ্যাৎ। * * * (পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ ইতি দক্ষিণতঃ) এষামেব ব্রহ্মাদিবলীনাং দক্ষিণতঃ দক্ষিণপ্রদেশে পিতৃকর্ম্মত্বাৎ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ ইতি মন্ত্রেনৈকং বলিং পাত্রে অবশিষ্টান্নেন দদ্যাৎ।" (পারস্করগৃহ্যসূত্রে হরিহর-ভাষ্য)

ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যসকল মধ্যে বলিবৈশ্বদান নামীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞকার্য্য অতি প্রধান। এই বলিদান কার্য্যে ছাগাদি পশুহত্যা করিয়া পশুমাংস নিবেদন করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। অন্নদ্বারাই এই বলিদানের ব্যবহার ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থানে তামসিক বলিপ্রদানের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যাইলেও সাত্ত্বিক বলিদানের প্রশংসা দেখা যায়, সেইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থেরও অনেকস্থানে সাত্ত্বিক লিদানের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধের যে স্বয়ং সময়ে সময়ে মাংসাহার করিতেন তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল,—

The horse sacrifice, human sacrifice, the Samyaprasa and Vajapeya sacrifices, these great sacrifices, in which there is great violence without limit, are without great fruit.

"That in which goats, sheep, oxen and other creatures are slain is not approached by the great sages who walk rightly.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সাধন জন্য পশুপক্ষী- ফল-মূল-জল প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার বলিদান সামগ্রীর উল্লেখ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা রহিয়াছে,—ছাগাদি পশুবলিদানের কথাই তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। অনেক তন্ত্রে ত্রিবিধ বলিদানের উল্লেখ আছে (৫৯১)। বেদে, পুরাণে; তন্ত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রের নানাস্থানে, কেবল উপাসকের অবস্থাভেদেই নহে, পরন্তু নানাকার্য্যোপলক্ষ্যে, নানাপ্রকার বলিদানের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বেদকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বেদের অনেক স্থানে যজ্ঞাদি কার্য্যে পশুবলিদানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দয়ানন্দ-প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজের উপদেশক কোনও কোনও পণ্ডিত বেদের এই সকল স্থানের অন্যরূপ অর্থব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া থাকেন; বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সময়ে পশুহত্যা করা হইত না, পরন্তু পশু নিবেদন করিয়া জীবিত অবস্থায় তাহাকে স্বাধীন-ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত—যেমন বৃষোৎসর্গের ষাঁড়কে এখন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এরূপ সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাকালে এদেশে এরূপ অবস্থা থাকিলে, বুদ্ধদেব পশুবলির প্রশ্রয় দাতা বলিয়া বেদকে নিন্দা করিতেন না, বা বেদেকে বর্জ্জন করিতেও বলিতেন না, এবং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারেরও হয়ত প্রয়োজন

"The sacrifice which is sacrificed without violence, ever favourable, in which goats, sheep and various living things are not slain,.

"That sacrifice is approached by the great sages who walk rightly; that let the wise man sacrifice;: that sacrifice is of great fruit.

"For him who sacrifices this, it is better and not worse; abundant is the sacrifice and the gods are pleased."

Angultara II 42

(EARLY BUDDHIST SCRIPTURES by Edward. J Thomas)

(৫৯১) অনেকের অন্তঃকরণে এইরূপ একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে যে তন্ত্রশাস্ত্রে পশুবলিদানকেই বলিদান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে।

"বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা। সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জিতঃ॥
রাজসোঃ মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে।
বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সম্। ঘৃতপ্লং তং চরুফলং পুষ্পং তস্য ঘৃতান্বিতং॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

উপস্থিত হইত না। আর ঐরূপ অবস্থায় শাক্যসিংহের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালের রাজা অশোককেও কখনও পশু বলিদানকারী ব্রাহ্মণগণকে বধ করিবার জন্য অতি কঠোর আইন-আদেশ ঘোষণা

প্রদদ্যাচ্চ গবাং ক্ষীরং দুগ্ধান্নান্নানি বেশয়েৎ। শাল্যন্নং বাথ সমধুকুষরং খণ্ডমোদকম্॥
রাজ্ঞাং হি পশবঃ শস্তা বৈশ্যানাং ব্রীহয়স্তথা। ক্ষৌদ্রং বৃষলজাতীনাং সর্ব্বেষাং পশবোঽথবা॥ (প্রাণতোষণী)

"বলিমাত্রং দ্বিধা প্রোক্তং তয়োর্ভেদং শৃণুষ্ব মে। বলিঃ পূজোপহারঃ স্যাৎ প্রাণিদানং দ্বিতীয়কম্॥
বলিমাদ্যং নিবৃত্তেস্তু প্রবৃত্তেস্তু পশুং প্রিয়ে। বলিহীনা চ যা পূজা সা পূজা ন ফলপ্রদা॥" (তন্ত্রচূড়ামণি)

উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

বলিদান দুই প্রকার কথিত হইয়া থাকে, উহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর— (১ম) পূজোপহার, (২য়) প্রাণিদান। নিবৃত্তিমূলক পূজায় প্রথমপ্রকার (অর্থাৎ গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ, বলিদানই আবশ্যক হইয়া থাকে; আর প্রবৃত্তিমূলক পূজায় দ্বিতীয়প্রকার অর্থাৎ পশ্বাদি-বলিদান বিধেয়। বলিহীন পূজা ফলপ্রদা হয় না।

"অথ বৈধহিংসায়াং দোষাভাবমাহ।

ফলভাগ যায়তে মন্ত্রী বলিং দত্বা যথাবিধি। বলিদানং বিনা দেবি হিংসা সর্ব্বত্র গর্হিতা॥" (জ্ঞানার্ণব তন্ত্র)

বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ—বৈধ প্রাণিহিংসায় দোষ নাই। যথাবিধি বলিদান করিয়া মন্ত্রোপাসক ফলভাগীই হইয়া থাকেন। হে দেবি, (এই প্রকার যথাবিধি) বলিদান ব্যতীত যে প্রাণিহিংসা—উহা সর্ব্বত্রই নিন্দিত।

"তৃণমপ্যবিধানেন চ্ছেদয়েন্ন কদাচন। বিধিনাপি দ্বিজং জ্ঞাত্বা হত্বা পাপৈ র্ন লিপ্যতে॥" (কুলসর্ব্বস্ব)

বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ—অবিধিপূর্ব্বক তৃণচ্ছেদন করাও কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিধিপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে দ্বিজ হত্যা করিলেও পাপ নাই।

"ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ। বলিদানং বিনা দেবি হিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥" (যামল)

বাঙ্গলা মর্ম্মানুবাদ—জীবহিংসা, বিশেষ করিয়া পশুহিংসা অকর্ত্তব্য। হে দেবি! (যথাবিধি) বলিদান ব্যতীত প্রাণিহিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়।

"সাত্ত্বিকৈ রাজসৈশ্চৈব তামসৈশ্চ ক্রমাদ্বলিং। সাত্ত্বিকৈর্লক্ষণৈর্যুক্তো রাজসৈর্ব্বহু বিস্তরঃ॥
তামসৈর্দত্তমাত্রঞ্চ গুণদোষানপেক্ষিতং। সাত্বিকী সর্ব্বশুদ্ধিস্তু রাজসী ভূরিবিস্তরঃ।
তামসী রক্তমাংসঞ্চ দ্রব্য মাত্রোপলক্ষিতং॥" (বীরতন্ত্র)

বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ—বলি ক্রমানুযায়ী তিন প্রকার—(১) সাত্ত্বিকী (২) রাজসী ও (৩) তামসী। সাত্ত্বিক লক্ষণযুক্ত সাত্ত্বিকী এবং রাজসিক লক্ষণযুক্ত রাজসী—এই দুইপ্রকার বলি বহুপ্রকার। তামসী বলি বলিপ্রদানমাত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোন প্রকার দোষগুণযুক্ত হইয়া ইহার আর কোন প্রকার প্রকারভেদ হয় না। সাত্ত্বিকী বলিই সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ বলি, রাজসী বলি বহুপ্রকার, কিন্তু তামসী বলি কেবল মাত্র রক্তমাংস ঘটিত দ্রব্যদ্বারাই সম্পন্ন হয়।

"রাজসো বলিরাখ্যাতঃ সারসং রাগসংযুতং। মাংসরক্তাদি সংযুক্তং কৃষ্ণবর্ণো বিশেষতঃ॥
তামসং তামসগুণৈরালস্যাদি যুতং প্রিয়ে। নাশ্রদ্ধয়া বলিং দদ্যাৎ পুত্রাদিষু তথা প্রিয়ে॥
সাধকানাং মতে দেবি কেবলং নামমাত্রকং। বলিদানং তথা তস্য কেবলং পশুঘাতনমিতি॥" (ভাবচূড়ামণি)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিতে হইত না। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে বলিদানের নিন্দাবাদ থাকিলেও পুরাকালের চীনদেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে দেবোদ্দেশ্যে মদ্যাদিদান এবং বলিদানকার্য্য যে একেবারেই প্রচলিত ছিল না, এমত নহে (৫৯২)। ফলতঃ বেদের বহুস্থানেই যে পশুহত্যা করিয়া পশুমাংস অগ্নি দেবাদির নিকটে প্রদান বা বলিদানের কথা রহিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র স্থল নাই। বেদ হইতে এইকথার সমর্থক বচন উদ্ধৃত করিলে তাহা পাঠ করিয়া বুঝিবার পক্ষে এসময়ে বেদভাষা-অনভিজ্ঞ অনেকের অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে—এ কারণ বচন উদ্ধৃত না করিয়া, যে যে স্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ নিম্নের ৫৯৩ সংখ্যক টীকাতে প্রদান করা হইল। উদ্ধৃত উক্তি সকল হইতে জানিতে

বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ—প্রেমসংযুক্ত সারস বলিকেই রাজস বলি বলা হয়, বিশেষ যদি উহা মাংসরক্তাদিসংযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। আলস্যাদি তামসগুণযুক্ত যে বলি, উহার নাম তামস বলি। হে প্রিয়ে, পূজাদিতে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক বলি দিতে নাই। সাধকদিগের মতে এরূপ বলিকে নামেই মাত্র বলি বলা হয়, বস্তুতঃ এরূপ বলি পশুহত্যা মাত্র।

(৫৯২) TEXTS OF CONFUCIANISM, ৩১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

TEXTS OF TAOISM ৯০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুরাকালের চীনের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের চীনের বৌদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও কেবল পশুবলি নহে, আত্মবলিদানের কথাও অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"The monks in China are ignorant and lazy, and their moral standard is said to be much lower than that of the laity. Yet they are in deadly earnest if we may judge by their asceticism. Though quite against the teaching of the Buddha, who called it an abomination, asceticism of a revolting type is practised as part of the ordination ceremony: lumps of charcoal are glued to the shaven head of the candidate and then ignited, whilst the sufferer with uplifted hands calls aloud upon Amitabha (*Omito Fo*). Some go so far as to burn off a finger, and others have even been known to allow themselves to be burnt alive on some funeral pyre."

(THE STORY OF BUDDHISM by K. J. Saunders)

(৫৯৩) পাশ্চাত্য শিক্ষানুরক্ত নব্যযুবকগণের চিত্তাকর্ষণ জন্য য়ুরোপের সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ এবং বেদপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণের গভীরগবেষণাপূর্ণ নানাস্থানের নানা উক্তি হইতে পুরাকালের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের বলিপ্রদানকার্য্য-ঘটিত যে-সকল তত্ত্ব আমরা এক্ষণে জানিতে পারিতেছি, অগ্রে তাহারই কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; তৎপরে তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বচন ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া বলিপ্রদানের ভাল একটা দিকও যে আছে,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পারা যাইতেছে—ত্রিলোকহিতৈষী ঋষিগণ পৃথিবীতে সুশস্য পাইবার জন্য মেষ হইতে প্রয়ো-
জনোপযোগী জলবর্ষণের জন্য এবং ঐরূপ লোকমঙ্গলকর নানা কার্য্যের নিমিত্ত ইন্দ্রাদি

তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার জি, এফ, মুর তাহার কৃত HISTORY OF RELIGION গ্রন্থে বৈদিক বলিদান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—প্রজা সাধারণের হিতার্থে দেশের রাজা পূর্ব্বকালে প্রজারক্ষাসমর্থক দেবদেবীগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞকালে পশুমাংসাদি নিবেদন করিয়া দিতেন। যথা—

"The sacrifice occupies a high place in the religion of the Rig Veda, but it is not all-important, as it is later. Nevertheless, the same presumptuous assumption that the gods depend on earthly sacrifice is often made; the result of which, even before the collection was complete was to teach that gods and men depended on the will of the wise men who knew how properly to conduct asacrifice, the key-note of religious pride in the Brahmanic period." (THE RELIGIONS OF INDIA by E. W. Hopkins).

পণ্ডিত গ্রিফিথ কৃত বেদের অনুবাদে বলি সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে—

"The hymn (No 34, Bk. II of the Athorva Ved) is a prayer accompanying an animal sacrifice.

1 *This*: the animal selected for sacrifice. *Pasupati*: Lord of Beasts; usually regarded as a name of the laler Rudra. *Quadruped and biped*: a frequently cccurring Vedic expression for the people of a house-hold and the domestic and sacrificial animal around them: 'To us and to cur cattle may soma give salutary food. To biped and to quadruped.' RV, III. 62. 14 According to the sacrificial ritual there are five *pasava* or sacrificial animals, man, horse, ox, sheep, and goat. Man is only a *pasu*, though the highest, primus inter pares. 'To the (Bhava) are these five animals (*pasava*) allotted, oxen, and sheep and goats, and men, and horses.' AV. XI. 2, 9. See Zimmer, Altindisches Leben, PP. 72. 73."

(Ralph T. H. Griffith's English translation of
THE HYMNS OF THE ATHBRVA-VEDA)

"*Four-footed* grown, and meet for use, he seized each thing enjoyable.

"3 The holy water be thy hair: let thy tongue make thee clean, O Cow.
Go, Hundredfold Oblaticn, made bright and adorable, to heaven.

4 He who prepares the Hundredfold Oblation gains each wish thereby:
For all his ministering priests, contented, move as fitteth them.

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দেবতাগণের সমীপে, প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে গব্যঘৃত ঢালিয়া, কখনও বা তৎসহ ফলমূল পশুমাংসাদি নিবেদন করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে ঐরূপ কার্য্যসাধনোপযোগী বল প্রদান করিতেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের নিকটে ঐরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন।

---

5 He rises up to heaven, ascends to yonder third celestial height, Whoever gives the Hundredfold Oblation with the central cake.

6 That man completely wins those worlds, both of the heavens and of the earth, Whoever pays the Hundredfold Oblation with its golden light.

7 Thine Immolators, Goddess ! and the men who dress thee for the feast, all these will guard thee, Hundredfold Oblation ! Have no fear of them.'

"This extremely abstruse and obscure hymn has been translated by Ludwig, Der Rigveda, III. p. 395, and in part by Muir, O. S Texts, V. p. 386, and Scher- man, Philosophische Hymnen, p. 60. The latter scholar added an excellent commentary on the portion which he has translated."

The hymn is a glorification of the Sataudana, the sacrificial Cow accompanied with a hundred *odanas*, messes of boiled rice or other grain mashed cooked with milk.

"The sacrifices of the king before setting out to battle or foray, or upon other occasions of public interest, are, indeed, for the benefit of his people, but in form they are private sacrifices, like all others."

"The notions of the operation and effect of sacrifice which appear in the Veda are sufficiently simple. Man wants the protection and help of the gods, the gifts which they can bestow—health, good fortune, children, cows. He believes that they are appro- achable in the same way as the great of this earth and amenable to the same motives."

"Besides sacrifices and offerings, expiations have a large place in most religions These rites are much more persistently connected with magical conceptions and customs. than sacrifices proper. We can trace in them several stages of development. Most ancient expiatory rites are in form a purification ; that is they are means employed to remove an evil which is imagined as an invisible and highly contagious substance, adhering to the person affected by it, a desease for instance, a ceremonial defilement, or the anger of the gods. All of these may be removed by the use of water or fire, or of

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কিন্তু পুরাকালে কেবল এইরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনার্থেই যে দেবতাগণের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল—তাহা নহে। পুরাকালে অসুরাদি স্বার্থান্বেষী বিক্রমশালী পুরুষগণ নিজের অমরত্ব কিম্বা স্বর্গের রাজত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য, কিম্বা অপহৃত রাজ্য

---

blood, which has always been regarded as possessing extraordinary poteney in this sphere." (HISTORY OF RELIGIONS Vol 1. by G. F. Moore, D. D. I L. D.)

উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে পুরাকালে এদেশের ঋষিগণ জল অগ্নি কিম্বা রক্ততে এমন একটি অসাধারণ শক্তির অস্তিত্ব দেখিতেন যাহা দ্বারা দেবদেবিগণকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহায়তাতে দেশব্যাপী ব্যারাম পীড়ার প্রাদুর্ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। শত্রুগণ কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে দেশের অধিবাসিগণ এবং কোন সময়ে বা দেশের রাজা দেবদেবীগণের সহায়তাতে শত্রু আক্রমণ এবং দুষ্টের উৎপীড়ন হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য দেবদেবীগণের যে স্মরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন জন্য অশ্ব বৃষাদি নানাবিধ পশু বলিদান করিতেন তাহার পরিচয় বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় নিম্নে এই কথার সমর্থক কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"* * * তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন. তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোম দ্রব্য তিনি ভক্ষণ করেন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। আমার জন্য পঞ্চদশ, এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়. আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।" (রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত—ঋগ্বেদ সংহিতার বাঙ্গলা অনুবাদ—৮ অষ্টক' ৪ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল ৮৬ সূক্ত) "যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক. বলবান বৃষ, পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে. যিনি জলের পালন কর্ত্তা. যাহার পৃষ্ঠে সোমরস যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা. সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।" (ঐ. ৮ অষ্টক. ৪ অধ্যায় ১০ মণ্ডল ৯২ সূক্ত)

"গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞ জন্য দিয়া থাকে ; সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র ! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তান যুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও।" (ঐ. ৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়. ১০ মণ্ডল. ১৬৯ সূক্ত) "হে উষা ! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা ! তুমি আমাদিগকে অশ্ব গো যুক্ত এবং প্রশংসনী ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।" (ঐ ১অষ্টক. ৪অধ্যায় ১ মণ্ডল ৪৯সূক্ত, "সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পুষারই ভাগে পড়ে. উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত ঐ অজ হইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন।" (ঐ. ২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ১৬৩ সূক্ত)

"(হে অশ্ব !) তুমি মরিতেছ না, অথবা লোকে তোমার হিংসা করিতেছে না ; তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট গমন করিতেছ।" (ঐ, ২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ১৬২ সূক্ত)

"হে অশ্ব ! আমি মনের দ্বারা দূর হইতে তোমার শরীর চিনিতে পারিয়াছি. তুমি নিম্ন হইতে অন্তরীক্ষ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুনর্লাভের জন্য, কিম্বা যুদ্ধে অজেয় হইবার জন্য, কিম্বা নিজেদের দেহে অসাধারণ বলবীর্য্য সঞ্চয় করিবার জন্য—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতাগণের নিকটে কঠোর তপস্যা সহযোগে প্রার্থনা করিতেন এবং স্থলবিশেষে নিজেদের দেহের রক্ত পর্য্যন্ত নিঃসৃত করিয়া তদ্দ্বারা বলি-পূজাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন—এরূপ বর্ণনা পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পাঠকগণের ইহা অবিদিত নাই যে সত্যযুগে রাজা সুরথ তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে নদীতীরে অবস্থান করিয়া দেবী চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে যেসময়ে তিনবৎসরব্যাপী পূজার্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে নিজ গাত্র হইতে রুধির নিঃসৃত করিয়া দেবী চণ্ডিকার নিকটে বলি স্বরূপ তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। (৬৮২ সংখ্যক

পথে সূর্য্যে উঠিতেছ। আমি দেখিতেছি, তোমার মস্তক ধূলি রহিত সুখকর পথে দ্রুতবেগে ক্রমেই উপরে উঠিতেছে।",

(ঐ, ২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ১৬৩ সূক্ত)

यजुर्व्वेद-संहिता-अध्याय २४

इसका मर्म्मानुवाद-

"लुप्त-धर्म्मप्रभाकर" का प्रमाण-प्रकाशः ४२ वां, पृष्ठ १६ द्रष्टव्य।

स्वामि तेजोनाथेनोदिति कृतः अश्व, शृङ्ग-रहित अज, गवय, यह त्रय पशु प्रजापति ब्रह्मा देवनिमित्तिक और काली ग्रीवावाला अज अग्नि देवता निमित्तिक अश्वके आगे ललाट-स्थानके सम्मुख बांधा जाता है। अर्थ यह है—अश्वमेध यज्ञमें २१ यूपगाड़े जाते हैं, उनमें सैकड़ों पशु पक्षी देवताओंके बलिदानके वास्ते प्रथम बांधे जाते हैं। वह कौन कौन पशु किस किस देवताके लिये बांधा जाता है, इस विषयका यजुर्व्वेदका २४ वां समग्र अध्याय है।

দেব উদ্দেশ্যে কোন কোন পশু বলিদান যোগ্য তাহার তালিকা যেমন যজুর্ব্বেদে প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দ্বিজ এবং পিতৃগণ উদ্দেশ্যে কোন কোন পশু মাংস প্রসস্থ তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"शशकः कच्छपो गोधाश्वावित्खड्गोऽथ पुत्रकः।
भक्ष्याश्चैते तथा वर्ज्यौ ग्राम शूकर कुक्कटौ॥"

अर्थः—जीवन मदालसा अपने अलर्क पुत्रको कहती है, हे पुत्र! शशक, कच्छप, गोह, सेह, गैंड़ा यह भक्ष्य हैं और ग्रामका शूकर, कुक्कट वर्जित हैं।

लुप्तधर्म्मप्रभाकर-प्रमाणप्रकाश—७२

मार्कण्डेय पुराणः—अ० ३२ श्लो० २

১০৭

শ্লোক দ্রষ্টব্য।) পূর্ব্বোক্ত টীকাতে উদ্ধৃত শাস্ত্রোক্ত উক্তি এবং তাহাতে নির্দ্দেশিত পুরাণাদি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি সাবধানে অনুশীলন করিলে, এদেশের পুরাকালের পূজাপদ্ধতি এবং পূজার অঙ্গীয় বলিদান প্রথার ইতিহাস ঘটিত নিম্নোক্ত এই পাঁচটী বিষয় আমরা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি :—

(১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন সেই সকল দেশবাসীদের উপাস্য দেবতার পূজা অর্চ্চনা সকলের পক্ষে একইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, ভারতের হিন্দু-অধিবাসীদের মধ্যে সেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের মানসিক উন্নতি-অনুন্নতির অবস্থানুসারে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই হেতু পরমব্রহ্মের ধ্যানকারী বেদান্তবিৎ হিন্দুদের পক্ষে পশুবলিপ্রদান দূরে থাকুক, ফল মূল জলাদি উপকরণদ্বারাও কোনরূপ পূজার্চ্চনার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরা পরমব্রহ্মকে পূর্ণানন্দস্বরূপ জ্ঞান করেন। ইহাঁরা আনন্দময়কে পূজোপকরণ দ্বারা আনন্দিত করা মানুষের সাধ্যাতীত মনে করেন। ধ্যান ইহাঁদের একমাত্র অবলম্ব্য বস্তু। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে এরূপ হিন্দুর সংখ্যা লক্ষের মধ্যে একটীও লক্ষিত হয় কিনা সন্দেহ।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ জ্ঞানী হিন্দুগণও তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর পূজার্চ্চনাদি সময়ে পশুবলিদান কিম্বা নৈবদ্য-নিবেদন, কিম্বা ফলমূল পুষ্পের বাহ্যিক আয়োজন অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতেন না এবং এখনও করেন না। তাঁহারা মনে মনে মানসিক উপকরণে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মনের ভক্তি ও প্রেম তাঁহারা তাঁহাদের পূজার প্রধান উপকরণ মনে করেন; মনে মনে ফল ফুল দ্বারা মানস পূজা করাই তাঁহারা শ্রেয়-পূজা মনে করেন।

(৩) তৃতীয় স্তরের হিন্দু উপাসকগণ—নিজ নিজ অন্তঃকরণ মধ্যে উপাস্য দেবদেবীর জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে যাঁহারা অসমর্থ—তাঁহারা উপাস্য দেবদেবীর স্থূল মূর্ত্তি গঠন করিয়া ধাতু, প্রস্তর বা মৃত্তিকাতে গঠিত প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তথায় দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাহাতেই পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্থূল পরমাণুতে গঠিত দেবদেবীর সম্মুখে পূজার স্থূল উপকরণ সামগ্রী—ফল-মূল-জল-পাদ্যার্ঘ্য-পুষ্পাদি নিবেদন এবং স্থলবিশেষে পশুবলিদানের দ্বারা উপাস্যদেবতার তুষ্টিসম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন এবং এইভাবে তাঁহারা পূজার্চ্চনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দু উপাসকগণ—প্রস্তর, ধাতু বা মৃত্তিকাময় জড় বা অচৈতন্য দেব-প্রতিমাতে চৈতন্যময় দেবদেবীকে মন্ত্রমূলে আহ্বান করিয়া আনিয়া চৈতন্য দেবশক্তির পূজার্চ্চনা করিতে যাঁহারা অসমর্থ—তাঁহারা কেবল জড় মৃত্তিকাস্তূপে বা প্রস্তরখণ্ডে বা বৃক্ষে তাঁহাদের উপাস্য দেবতা বহু পূর্ব্ব হইতেই বাস করিতেছেন মনে করিয়া তাহাতেই নিজ প্রিয় খাদ্যসামগ্রী—ফল-মূল-মদ্য মাংসাদি—সমর্পণ করিয়া বিনা মন্ত্রে বিনা ধ্যানধারণাতে, উপাস্য দেবতাকে কেবল খাদ্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজের ব্যক্তিগত নানাবিধ হিতকর কার্য্য পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ইহাঁদের উপাস্য দেবতাকে সময়ে সময়ে আহার্য্য বস্তু দানের প্রলোভন দেখাইয়া, কখনও বা "আমার এই কার্য্য অগ্রে করিয়া দিলে পরে তোমাকে একটা ছাগ বলি, কিম্বা সোয়া পাঁচ আনা পয়সা তোমার ভোগের জন্য দিব" বলিয়া 'মানত পূজা'ও করিয়া থাকেন।

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দু-উপাসকগণ—যাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য এবং ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য—পরিষ্কার কথাতে দেবতার পূজার নামে নিজ নিজ উদরের এবং ইন্দ্রিয়ের পূজা সাধন জন্য—পশু বলিদান করিয়া দেবদেবীর পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্যকে হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থানে—নানা তন্ত্রপুরাণে—নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপাসকগণ যে ব্যাঘ্র ভাল্লুক-গণ্ডার মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তুগণকে বলি দিয়া এবং নিজ দেশের বা নিজ সমাজের অনিষ্টকারী শত্রুগণকে ধরিয়া আনিয়া নরবলি দ্বারা নিজ উপাস্য দেবতার পূজা করিবেন এবং আনন্দে নৃত্য করিবেন—এ সকল কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের কোনও কোনও স্থলে এরূপ আচরণ, এমন কি, উপাস্য দেবদেবীর সম্মুখে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অশ্লীল নৃত্যগীত করা কার্য্যকেও প্রশ্রয় দান করা হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায় (৫৯৪)।

ত্রিকালদর্শী এবং ত্রিলোকহিতৈষী ঋষিগণ, বিলাতের সর্ব্বদুঃখহর "হলওয়ের পিলে"র ন্যায় একটী মাত্র ঔষধ-বটিকা দ্বারা সমস্ত প্রকার আধিব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা করিবার ন্যায়, একটীমাত্র ধর্ম্মোপদেশ সমস্ত কালের সমস্ত অবস্থাতে স্থিত সমস্ত মানুষের জন্য যে ব্যবস্থা করেন নাই, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের

(৫৯৪) রঘুনন্দন কৃত "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" দ্রষ্টব্য॥

ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—ইহা দেখিয়া ঋষিগণের এই অসীম দূরদৃষ্টির জন্য আমাদিগকে বিপুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, তৎপরিবর্ত্তে ইহাঁরা স্বরচিত পুরাণতন্ত্রাদি গ্রন্থে ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার জীবহিংসা এবং শত্রু হত্যাদি অসৎকার্য্য সাধনের প্রশ্রয়দান করিয়াছেন বলিয়া ইহাঁদিগকে আজিকালিকার অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার এবং পাশ্চাত্যশিক্ষাতে শিক্ষিত যুবক, সময় এবং সুবিধা পাইলেই অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন (৫৯৫)।

---

(৫৯৫) "The sages of India were not in complete darkness. As we examine the earlier writings, the light was bright indeed contrasted with what came later. It is most instructive to notice the marked deterioration in the quality of the teaching, deities as described by the earlier sages being vastly better than their successors declare them to be. "Non-Christian Bibles are all developments in the wrong direction. They begin with some flashes of true light, and end in darkness."

"In the accounts of the forms of Durga, and also in those of the other deities, if the writer of the book is commending Lakshmi, as in the last quotation, she is declared to be *the source of all: if the book is in praise of Durgā, she is equally declared to be the source. Unless this is borne in mind the varying* origins of the deities become somewhat confusing. But when it is ascertained on whose special behalf a book was written, it may be expected that he or she will be described as the source, the greatest of all.

There can be no doubt that human sacrifices were formerly offered to Kali, though *now they* are forbidden both by British law and the Hindu scriptures ; the prohibition *in Hindu books, however,* is in a more recent class of books than those in which they were ordained. In the " Kālika Purāna " from which the following extracts are made, nothing could be clearer than the instruction regarding this cruel practice. Shiva is addressing his sons the Bhairavas, initiating them in these terrible mysteries.

"The flesh of the antelope and the rhinoceros give my beloved (Kāli) delight for five hundred years. By a human sacrifice, attended by the forms laid down Devi is pleased for a thousand years ; and by the sacrifice of three men, a hundred thousand years. By human flesh Kāmākhyā, Chandika, and Bhairava, who assume my shape, are pleased a thousand years. An oblation of blood which has been rendered pure by holy texts, is equal

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপাসকের মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পূজা পদ্ধতি ও বলিপ্রদানাদি কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দান করাকে যে কেন অযৌক্তিক কার্য্য বলা যাইতে পারেনা এক্ষণে তাহাই লইয়া আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করিব।

মানব প্রকৃতির মূল স্থানকে ধরিয়া যাঁহারা সমাজতত্ত্বের গবেষণা করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল মানুষের জন্য একই প্রকার ধর্ম্ম বা একই প্রকার ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। পুরাকালে ঋষিগণ বহু চিন্তার ফলে, মানবপ্রকৃতি যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই তিন শ্রেণীর মানব প্রকৃতিকে তাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি, রাজসিক প্রকৃতি এবং তামসিক প্রকৃতি নাম দিয়া রাখিয়াছেন। এই তিন প্রকৃতির মানুষের আহার বিহারে আসক্তি এবং লৌকিক কার্য্যানুরক্তি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত বিষয়ের বিষম বৈচিত্র্য মধ্যে ইহাঁদের কেবল ধর্ম্ম-ধারণাটি একপ্রকারের হইবে—ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কাজেই পুরাণতন্ত্রাদি হিন্দুশাস্ত্রে সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের জন্য সাত্ত্বিক পূজাপদ্ধতি, রাজসিক প্রকৃতির লোকের জন্য রাজসিক পূজা-পদ্ধতি এবং তামসিক প্রকৃতির লোকের জন্য তামসিক পূজা-পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়া রহিয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজাপদ্ধতির মধ্যে **'বলিদান'-কার্য্যও** যে ত্রিবিধ প্রকারের হইতে পারে,—তাহাও আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এ সময়ের কোনও কোনও শাক্ত মন্ত্রোপাসক যেমন বলিয়া থাকেন—ছাগ বলিদান ভিন্ন আদৌ

---

to ambrosia ; the head and flesh also afford much delight to Chandikā. Blood drawn from the offerer's own body is looked upon as a proper oblation to the goddess Chandika.

" Let the sacrificer repeat the word Kāli twice, and say, 'Hail Devi ! goddess of thunder; hail, iron-sceptred goddess ! Let him then take the axe in his hand, and again invoke the same by the Kālarātri text as follows : 'Let the sacrificer say, Hrang, Hrang ! Kāli, Kāli ! O horrid-toothed goddess ! Eat, cut, destroy all the malignant ; cut with this axe ; bind, bind ; seize, seize ; drink blood ! Spheng, Spheng ! seeure, secure. Salutation to Kāli.' The axe being invoked by this text, called the Kālarātri Mantra, Kālarātri herself presides over the axe, uplifted for the destruction of the sacrificer's enemies."

(HINDU MYTHOLOGY by W. J. Wilkins)

কোন পূজাই সিদ্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ একালের কোনও কোনও ভক্ত বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া থাকেন যে-দেবমন্দিরে ছাগবলিদান হয়, সে মন্দিরের চারিদিকে দশ যোজন স্থান পর্য্যন্ত পাপে কলুষিত হয় এবং সেখানে সেই বলিদানে মহা-অপবিত্রতাকে আনয়ন করে। ত্রিপথগামী মানবপ্রকৃতির ভাবস্রোতের জোয়ারভাটাতে পুরাকালেও যেমন নানা স্থলে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণকে আনয়ন করিত, সেইরূপ এখনও করিতেছে এবং ইহার পরেও করিতে থাকিবে। রাজনৈতিক মতভেদের ন্যায় ধর্ম্মনৈতিক মতভেদ মানব-সমাজে বিলুপ্ত হইবে না। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বধর্ম্মমতাবলম্বীর সম্মেলন এবং সর্ব্বলোকের মধ্যে এক অহিংসামূলক ধর্ম্মমতের প্রচার চেষ্টা লইয়া যাঁহারা বিব্রত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্মরণ করেন না যে, সর্ব্বজীবে দয়াবান বুদ্ধদেব এবং তৎপরবর্ত্তী তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণকারী—জগতে এক ধর্ম্মমত প্রচারকামী মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহই এপর্য্যন্ত এরূপ চেষ্টাতে সফলকাম হইতে পারেন নাই এবং এপর্য্যন্ত কেহই পৃথিবী হইতে পশুহত্যা বা নরহত্যার পাপপ্রবৃত্তিকে বিদূরিত করিতে পারেন নাই. ইহা অসাধ্য কার্য্য জানিয়া পুরাকালের ঋষিগণ কুবাসনাপঙ্কে পতিত মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং ক্রমে তাঁহাদিগকে সুপথে আনয়নের জন্য তাহাদের আচরিত তামসিক কার্য্যের মধ্যেও তাঁহাদের অবস্থার উপযোগী কিঞ্চিৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান মিশ্রিত করিয়া দিবার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রিয় আহার্য্যবস্তু মৎস্যমদ্য-মাংসাদি দ্বারা এবং পর্য্যুসিত অন্নব্যঞ্জন দ্বারা গভীর রজনীতে তাঁহাদের উপাস্য তামসিকভাবাপন্ন দেবদেবীর সম্মুখে পূজার্চ্চনা এবং তৎসঙ্গে নৃত্যগীতাদি করিবার কথা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নানাস্থানে এইকারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিশেষরূপে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষদের জন্য সাত্ত্বিক পূজার্চ্চনাদি কার্য্যানুষ্ঠানের মধ্যে এপ্রকার বিধিব্যবস্থা কুত্রাপি প্রদান করা হয় নাই।

এইস্থানে অনেকের অন্তঃকরণে এরূপ একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি এইরূপই হইবে তাহা হইলে চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে পরমধার্ম্মিক সুরথ রাজা অরণ্যের নানা ফলমূল থাকিতে নিজের দেহনিঃসৃত রক্তধারা দ্বারা দেবী নিকটে বলি প্রদান করিলেন কেন? এপ্রশ্নের একটী সহজ উত্তর এই যে—রাজা সুরথ স্বয়ং যদিও রাজসিক প্রকৃতির মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসঘাতক তস্কর কর্ম্মচারী এবং পররাজ্যলোলুপ কুপ্রবৃত্তির

শত্রুগণ দ্বারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল। এসময়ে তাঁহাকে অরণ্যমধ্যে আসিয়া মেধস মুনির আশ্রমে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। নিজে অতি উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি নিম্নস্তরের লোকের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভবে না। এইকারণে বিষ্ণু-অবতার স্যাত্বিক মহাপুরুষ মহাযোদ্ধা রামচন্দ্রকেও সীতাদেবীর উদ্ধার সময়ে তামসপ্রকৃতির পশু-গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তামসপ্রকৃতির রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বালিরবধসময়ে রামচন্দ্রের শরে বিদ্ধ ভূপতিত বালি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-ছিলেন—রামচন্দ্র। তুমি জগতে ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রশংসিত; তুমি আমার অজ্ঞাতে আমার পশ্চাৎ হইতে বান নিক্ষেপ করিষা আমাকে এভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে কেন? ইহাই তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? এ কথার উত্তরে রাম বলিয়াছিলেন, "তুমি পশু, পশুবৎ আচরণ করিয়া ভ্রাতৃবধু হরণ সময়ে তোমার এই ধর্মভাব কোথায় ছিল? পশুর সহিত যেরূপ আচরণ ক্ষত্রিয় রাজারা করিয়া থাকেন, আমি তোমার সহিত সেইরূপ আচরণই করিয়াছি। পশুপ্রকৃতির দুষ্ট হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিয়া প্রহ্লাদকে উদ্ধার করিবার সময় বিষ্ণুকে বিষ্ণুমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পশুরাজ সিংহমূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। আরও একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এইকথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। স্বাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের পক্ষে অস্ত্রধারণ বা অস্ত্রব্যবহার করা নিষেধ, কিন্তু পিড়ীত বা ব্যথীত ব্যক্তির ফোড়াতে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার প্রয়োজনস্থলে চরকমুনি ব্রাহ্মণ চিকীৎসককে অস্ত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যাহা সচরাচর সাধারণভাবে নিষিদ্ধ এবং দোষজনক কথিত হয়, আত্মরক্ষাকার্য্যে, প্রয়োজনস্থলে এবং আপদকালে তাহার আচরণ হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদন করেন।

সংসারে এমন কতগুলি কথা আছে যাহা কাগজ-কলমে লিখিতে পড়িতে বলিতে কহিতে অতি সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে-সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র স্থির থাকে না। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"কে সেইরূপ একটী মনোমুগ্ধকর মধুর বস্তু মনে করিতে বাধা নাই। এই মনোমুগ্ধকর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচারের প্রভাবে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের অনেক অধিবাসী যে সময়ে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন চীনদেশে মোগল আক্রমণকারী জঙ্গিস খাঁ এবং ভারতে মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরী উপস্থিত হইয়া তৎকালের এই দুই মহাদেশের স্বাত্ত্বিকভাবাপন্ন অসংখ্য

অধিবাসীকে অতি সহজে পরাজিত করিয়া এই দুই মহাদেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কখনও ছিল না, এখনও নাই। জাপান তখনও পরাধীন হয় নাই, এখনও পরাধীন নহে। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের অবতার স্বয়ং রামচন্দ্র "অহিংসা পরমধর্ম্ম" মন্ত্রের অন্ধ উপাসক ছিলেন না বলিয়াই দেবী পরমা-শক্তিকে পূজা করিয়া রাক্ষস রাবণের কবল হইতে সীতাদেবীকে উদ্ধার করিতে পারিয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সময়েও অর্জ্জুন "অহিংসা পরমধর্ম্মের" নির্দ্দেশিত নিরাপদ পথে না চলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমতে অগ্রে দেবী পরমাশক্তির পূজা করিয়া শত্রু-হত্যার উপযোগী কার্য্যশক্তি নিজহস্তে আয়ত্ত করিয়া তৎপরে কুরুক্ষেত্র মহারণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশক এইরূপ অসংখ্য উপদেশ পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা কেহই অধার্ম্মিক ছিলেন না, কেহই ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না, কেহই সর্ব্বলোকমঙ্গলকামী ভিন্ন স্বার্থপরায়ণ নীচভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। অথচ ইহাঁরা আপদকালে অসতের আক্রমণ হইতে নিজের সহধর্ম্মিণীকে কিম্বা নিজের রাজ্যকে, কিম্বা নিজের অধিকারকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য নিজেরা সাত্ত্বিক এবং রাজসিক ভাবাপন্ন থাকিয়াও শত্রুবিনাশক তামসিক শক্তিকে নানা উপকরণে পূজার্চ্চনা করিয়া, কেহবা পূজার সঙ্গে বলিপ্রদান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে মহোৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইসকল ঘটনা হইতে পরিস্কাররূপে বুঝা যাইতেছে, অসতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে বা আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক প্রকৃতির লোকেও পুরাকালে আত্মরক্ষার জন্য তামসিক দৈবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং প্রয়োজনস্থলে ধূপদীপ-পুষ্পপাত্র-নৈবেদ্য এবং বলিদানাদি সহকারে সেই তামসিক দৈবশক্তির পূজার্চ্চনা করিতেন। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে পশুবলিদানাদি কার্য্যদ্বারা বিপদগ্রস্থ বলহীন ব্যক্তির বলবৃদ্ধি করিবার বিধিব্যবস্থা বেদে, পুরাণে তন্ত্রে—সকল শাস্ত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পশুবলিদান দ্বারা বিপদগ্রস্থ বলহীনব্যক্তির দেহের এবং মনের বলবৃদ্ধি কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে,— সম পরিমান শাক তরকারী ভোজন অপেক্ষা যথাবিধি মাংসাহার দ্বারা দেহের রক্তের পরিমাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বল এবং দেহের রজগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ইহা য়ুরোপিয় চিকিৎসা গ্রন্থে এবং এদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও বলিয়া থাকেন। উপাস্য দেবদেবী নিকট পশু বলিদান করিয়া

দেবদেবী নিকটে নিবেদিত প্রসাদ, পক্ক পশুমাংস, আহার করিবার রীতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। অনিবেদিত পশুমাংস ভক্ষনে মানবদেহের পাশব শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত বিধি বিহিত বলিদানের পশুমাংস কেবল দেহের বল বৃদ্ধি কারক হয় না পরন্তু চিত্তের সত্ত্বগুণ প্রবর্দ্ধকও হইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বৈধ পশুমাংসাহারের এত প্রশংসা এবং অবৈধপশুমাংসাহারের এত নিন্দাবাদ ঘোষিত হইয়াছে(৫৯৬)।

---

(৫৯৬) "যজ্ঞায় জগ্ধি মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিস্মৃতঃ। অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।
ক্রীত্বাস্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা। দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি॥
নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদিদ্বিজঃ। জগ্ধাহ্য বিধিনামাংসং প্রেত্যাতৈরদ্যতেঽবশঃ॥
ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগ হন্তুর্ধনার্থিনঃ। যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথা মাংসানি খাদকঃ॥
নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। সপ্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেক বিংশতিম্॥
অসংস্কৃতা পশুনমন্ত্রৈর্নাদ্যাৎ বিপ্রঃ কথঞ্চনঃ॥"
(মনুসংহিতা)

"বিধিনা পরমেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ। বৎসরান্তে প্রদাতব্যো বলিরেকঃ সুরেশ্বরী॥
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাং আজন্ম পূজনাদপি। বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে॥
অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি। কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥" (মাত্রিকাভেদতন্ত্র)

"ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ। বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥
বলিদানায় যাহিংসা ন দোষায় প্রকীর্ত্তিতা। বেদসম্মত সিদ্ধান্তঃ স মমাপি চ সম্মতঃ॥
পশুযাগে মহেশানি পশুং হন্যান্নসংশয়ঃ। সাহিংসা নিন্দিতাবেদৈ র্যা চ বৈধেতরাভবেৎ॥
বৈধহিংসা চ কর্ত্তব্যা সংশয়ো নাস্তি কশ্চন॥"
(বৃহন্নীলতন্ত্র)

"পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচন। বলিদানং বিনা যস্তু পূজয়েত্তারিনীং নরঃ।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষংস্যাত্তেষাং পশুধিয়াং প্রিয়॥"
(গায়ত্রীতন্ত্র)

তন্ত্রশাস্ত্রে পশু বলিদান কার্য্য মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বলিদানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রিবিধাবলয়ঃ প্রোক্তা উত্তমাধমমধ্যমাঃ। উত্তমশ্চোত্তমং দদ্যাৎ মধ্যমোমধ্যমং তথা॥
অধমোঽপ্যধমং দদ্যাৎ ইত্যুক্তস্ত্রিবিধো বলিঃ। কৃষ্ণ ছাগদ্বয়ং রাজন্মহিষদ্বিতয়ং তথা॥
শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ শরদি ন দাতব্যং কদাচন। একোবাঽপ্যথবানেকঃ কুষ্মাণ্ডোদীয়তে যদি॥
সোঽধমঃ কথ্যতে রাজন্নধমোঽপ্যধমাগতিঃ। দশসংখ্যবলির্যত্র মধ্যমস্তে চ কথ্যতে॥
সাত্ত্বিকী চোত্তমাপূজা যদি দদ্যান্মহাবলিম্। অষ্টমী নবমীসন্ধৌ দদ্যাদ্ যত্নান্মহাবলিং॥" (গায়ত্রীতন্ত্র)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পশুমাংস আহার করেন না। দেহবল, কেবল এখনও এদেশে অনেকেই অবৈধ বা অনিবেদিত পশুমাংস আহার করেন না। দেহবল, কেবল নিবেদিত পশুমাংস ভক্ষণেই যে বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, পরন্তু বলিদান অনুষ্ঠান সময়েও অনেক স্থলে উপাসকের চিত্তে সাহস এবং বীরভাবকে আনয়ন করিতে দেখা যায়। বন্যবরাহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী পশুকে ধরিয়া আনিয়া ও বাঁধিয়া উপাস্য দেবদেবী নিকট বলি দিতে হইলে বীরাচারী উপাসকের দেহের বলবৃদ্ধি এবং অন্তঃকরণের সাহস বৃদ্ধি করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন হয় একথা বলাই বাহুল্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাঘ্রাদি পশু বলিদানের প্রভূত প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র বলিদান উপাসকের আহারের জন্য নহে। ব্যাঘ্র বলিদান শক্তি সাধকের হৃদয়ের সাহস বৃদ্ধি জন্যই সম্ভবতঃ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ বৈদিক যাগ যজ্ঞে এবং তান্ত্রিক পূজা অর্চ্চনাতে অনুষ্ঠিত বলিদান কার্য্যের সহিত সাধকের দৈহিক বল বৃদ্ধির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বেদ পুরাণ তন্ত্রের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় (৫৯৭)।

"বহুভির্ব্বলিদানৈস্তু জপ যজ্ঞৈস্তু ভূপতে। ক্রিয়তে সাত্ত্বিকী পূজা সাত্ত্বিকী তেন কীর্ত্তিতা॥
দশভিঃ পঞ্চভিঃ পূজা রাজসী তেন কীর্ত্তিতা। বলিভিঃ পঞ্চভিঃ পূজা তামসী তেন কীর্ত্তিতা॥
সাত্ত্বিক পূজনকালাচ্ছুদ্ধ সত্ত্বাত্মকো ভবেৎ। বেদে বহু বিবাদোঽস্তি বেদোক্তং প্রতিপালয়েৎ॥" (গায়ত্রীতন্ত্র)
"বলিদানং বিধৌ দেবি বিহিতং পুরুষঃ পশুঃ। স্ত্রীপশু র্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভব শাসনাৎ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)।
"শ্রীদেব্যুবাচ। পশুপ্রদানে বাক্যন্তু কীদৃশং বদ শঙ্কর। কেন বাক্যেন প্রাণেশ দেবী তুষ্টাভবত্যপি॥
শ্রীশিব উবাচ। মৃগে মহিষে চোষ্ট্রে চ পশু শব্দং ন যোজয়েৎ। ছাগলে চ তথা সিংহে ব্যাঘ্রে চ পরমেশ্বরি॥
পশুশব্দং যোজয়িত্বা মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (মাত্রিকাভেদ তন্ত্রে)
"মহিষো গোধিকা গাবশ্ছাগোবভ্রশ্চ শূকরঃ। খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকা সরভো হরিঃ॥
শার্দ্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরস্তথা। চণ্ডিকা ভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তিং বলিভিঃ সাধ্যতে দিবং। বলিদানেন সততং জয়েৎ শত্রূন্ নৃপান্নৃপঃ॥" (বৈষ্ণবীতন্ত্র)

(৫৯৭) "দেবীং ত্বাং পূজয়িত্বা তু অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষু চ। ঘাতয়ন্তি পশূন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ॥" (কৃত্যমহার্ণব)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—
"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥"
ভাবার্থ—যজ্ঞের আহুতি প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত দেবতাগণ তোমাদের অভিপ্সিত ফলদান করেন। এই দেবতা প্রদত্ত ফললাভ করিয়া, যে জন দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া স্বয়ংই ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন সে তস্কর নাম পাওয়ার যোগ্য।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।
"অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুরাকাল হইতে এদেশের শক্তি সাধকগণ পশুবলিদানের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বেদ পুরাণ তন্ত্রের নানাস্থানে এবং যজ্ঞাদি নানা কার্য্য উপলক্ষে কেনই যে উহার এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন তাহা নিম্নের টীকাতে উদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থের এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারগণের উক্তি সকল প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেও অতি সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে (৫৯৮)। অন্যদিকে পশু বলিদান প্রথার প্রতিকুলবাদীগণ এদেশে প্রথম

ভাবার্থ—অন্ন হইতে প্রাণিগণ জন্মিয়া অর্থাৎ বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মেঘ বর্ষণ হইতে অন্নোৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং যজ্ঞাগ্নি জাত ধূম হইতে সেই মেঘ জন্মিয়া থাকে এবং ঋত্বিক ও যজমান কৃত কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞোৎপত্তি হইয়া থাকে। গীতার এই শ্লোক দ্বারা ইহাই দেখা যাইতেছে যে মানুষে যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত নিবেদিত ঘৃতাদি এবং পশ্বাদি দ্বারা দেবতাগণকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরিতুষ্ট দেবতাগণ প্রতিদানে মেঘ হইতে জল বর্ষণ করিয়া মানুষের আহার্য্য অন্ন এবং অন্নোৎপদ্যমান বল প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে কথা অতি অল্পাক্ষরে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের নানা স্থানে তাহাই বিশদ ভাবে পরিস্ফুট করিয়া রাখা হইয়াছে। তন্ত্র হইতে ইতি পূর্ব্বে এই সংক্রান্ত উক্তি কিঞ্চিত উদ্ধৃত করা হইয়াছে এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া মাংসাহারের দ্বারা মানবদেহের কি অসাধারণ উপকার সাধিত হইতে পারে তাহাই দেখান যাইতেছে—

(৫৯৮) "মাংসং তু পিশিতং ক্রব্যামিষং পললং পলং। মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টি কৃৎ॥
প্রীণনং গুরুহৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ।" (ভাবপ্রকাশ)
"পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনং। অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনং॥
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চদীপনং। অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতং।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং স্মৃতং॥" (ভাবপ্রকাশ)
"দর্শনশ্রোত্রমেধাগ্নি বয়ো বর্ণস্বরায়ুষাং। বর্হীহিততমোবল্যো বাতঘ্নো মাংসশুক্রলঃ।
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরাঃ স্বরবর্ণবলপ্রদাঃ॥" (চরক সংহিতা)
"রেতঃ ক্ষীণেষু কাশেষু হৃদ্রোগেষু ক্ষতেষু চ। মধুরাণ্যবিদাহীনি সদ্যোবলকরাণি চ॥
শরীর বৃংহনেনান্যদাদ্য মাংসাদ্বিশিষ্যতে। ইতি বর্গস্তৃতীয়োঽয়ং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতং॥" (চরক সংহিতা)
"মাংসমেবাশ্নতঃ শোষে মাধ্বীকং পিবতোঽপি। নিয়তানল্প চিত্তস্য চিরং কায়েন তিষ্ঠতি॥" (চরক সংহিতা)
"গুপ্তং তে ক্ষীনমাংসায় কল্পিতানি বিধানবিৎ। দদ্যান্মাংসাদমাংসানি বৃংহনানি বিশেষতঃ॥
শোষিনে বর্হিনং দদ্যাৎ বর্হিশব্দেনবাপরান্। গৃধ্রানুলূকাংশ্চাষাংশ্চ বিধিবৎ সুপকল্পিতান্।
কাকাং তিত্তিরিশব্দেন বর্ম্মিশব্দেন চোরগান্। সন্তুষ্টান্মৎস্যশব্দেন দদ্যাৎ গণ্ডপদানপি॥
লোমশানস্থলনকুলান্ বিড়ালাংশ্চোপকল্পিতান্। শৃগাল শাবাশ্চ ভিষক্ শশশব্দেনদাপয়েৎ॥
সিংহানৃক্ষান্ তরক্ষুংশ্চ ব্যাঘ্রানেবং বিধাংস্তথা। মাংসাদান্ মৃগশব্দেন দদ্যান্মাংসাভি বৃদ্ধয়ে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রথা প্রচারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন কালের "সমাজ সংস্কারক" যুবকগণের উত্তেজনা মূলক বক্তৃতা শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া কেনই যে ইহার ঘোর

গজখরগিতুরঙ্গানাং বেশরারীকৃতং ভিষক্। দদ্যান্মহিষশব্দেন মাংসং মাংসাভি বৃদ্ধয়ে ॥
কুলীরকূর্ম্মনক্রানাং মুণ্ডন্যেবন্তু ভক্ষয়েৎ। মাহিষর্ষভ বস্তানাং পিবেচ্ছুক্রানি বানরঃ ॥
ক্ষীর মাংসগণঃ সর্ব্বঃ কাকাণ্ডাদিশ্চ পূজিতঃ। বাজীকরণ হেতোর্হি তস্মাৎ তৎ তু প্রযোজয়েৎ ॥
এতে বাজীকরা যোগাঃ প্রীত্যপত্যবলপ্রদাঃ। সেব্যা বিশুদ্ধোপচিতদেহৈঃ কালাদ্যপেক্ষয়া ॥" (সুশ্রুতসংহিতা)

শত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব কালের রচিত এদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কথিত মাংসাহারের প্রশংসা বাদের প্রতিধ্বনি ইদানীং কালের য়ুরোপীয় কৃতবিদ্য ডাক্তারগণ কি ভাবে এক্ষণে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে।

"The essential elements of food comprise the proteids, the carbohydrates, the fats, the salts, and water. Any single food or combination of foods containing all these in the right proportion may be regarded as complete ; that is, could be subsisted on indefinitely."

"The value of proteids lies in building up tissue, as it constantly is consumed in the vital processes, and to supply new tissue in the growing individual."

"Proteids are generally the most expensive food elements, especially in the very digestible and concentrated form in which they exist in animal food. The animal foods represent the essence of nutriment which has been extracted from vegetables."

"The amount of meat for daily consumption cannot be prescribed except in a general way, as it is dependent upon age, occupation, and climate. Young and growing individuals, those doing strenuous physical and mental work, and those living an outdoor life—especially in cold climates—need an abundant supply of flesh in the form of meat, fish, and eggs."

(PERSONAL HYGIENE by Kenelm Winslow),

"The flesh of animals, one of the main sources of food supply, is of two kinds, red and white. The red meats include beef, veal, mutton, lamb, pork, game and salmon ; and the white meats include other fish and poultry. White meats are more digestible then red. Beef is the most nutritious of the meats, but is more difficult of digestion, and is therefore more suitable for the robust and active than for the delicate and sedentary. * * Mutton is more easy of digestion than any other butcher's meat and better suited to delicate and invalid persons. This also applies to lamb, but lamb is less nutritious."

(HOME HYGIENE by Dr. John F. J. Sykes)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন তাহাও এখানে একটু চিন্তা করিয়া দেখা অসঙ্গত হইবে না। বলিদান প্রথার বিরোধিগণের একমাত্র কথা—ইহাতে হিন্দু সমাজে নিষ্ঠুরতামূলক কার্য্যের প্রশ্রয় দান করা হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে উপস্থিত হইলে, একটা পশুকে ধরিয়া তাহার দেহ হইতে তাহার মুণ্ড ছেদন করা কার্য্যকে নির্দ্দয়তা মূলক কার্য্য না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এ সংসারে অনেক নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রকাশক কার্য্যের ভিতরেও সময় সময় পরোপকার এবং দয়া মূলক কার্য্যের পরিচয় আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। ডাক্তার যখন পৃষ্ঠাঘাত ব্রণে প্রপীড়িত রোগীর পৃষ্টদেশে ছুরি বসাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকেন, যখন রক্তের ধারাতে তাহার পরিধেয় বসন সিক্ত করিয়া দিয়া থাকে, যখন তাহার দুই চক্ষে অশ্রুধারা পড়িতে থাকে, রোগী চীৎকার করিতে থাকে, তখন ডাক্তারের ঐরূপ কার্য্যকে ঘোর নির্দ্দয়তা মূলক নিষ্ঠুর কার্য্য বলিতে হইবে কিম্বা উহাকে ডাক্তারের দয়া মূলক নিষ্ঠুর কার্য্য বলিতে হইবে? ক্ষমাশীল কোনও যুবককে সম্বোধন করিয়া বলা যাইতে পারে

য়ুরোপীয় ডাক্তারগণের সিদ্ধান্তানুসারে কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির দেহ মধ্যে ঐ সকল পীড়ার কোটি কোটি কিটানু বা জীব এক সময়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়াতেই রোগী মরণোন্মুখ অবস্থাতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। রোগীর দেহস্থিত ঐ সকল রোগবর্দ্ধক অসংখ্য জীব যে সময়ে তাহাদের আহার সংগ্রহে ব্যাকুল তখন ঐ সকল জীবকে কোন বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগদ্বারা নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টার নামই হইতেছে ঐ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা। একটা জীবের জীবন রক্ষার জন্য রোগীর দেহস্থিত কোটি কোটি জীব হত্যার চেষ্টাকে যদি নির্দ্দয়তা মূলক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে না পারে, তাহা হইলে আততায়ী শত্রুকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টাকে নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া আখ্যাত করা যাইবে কি যুক্তিতে?

অনুবীক্ষন যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে যে কেহ দেখিতে পাইবেন,—একটি ক্ষুদ্র জলপান পাত্রে স্থিত একটু জল মধ্যে কোটি কোটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানু অবস্থান করিতেছে এবং সর্ব্বক্ষণ পরস্পর মধ্যে তাহাদের বিহার লইয়া ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। পাত্র স্থিত জল টুকু গলাধঃকরণ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মূহুর্ত্ত মধ্যে কোটি কোটি জীবের জীবন সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। নিশ্বাসের বায়ু গ্রহণ মধ্যেও কোটি কোটি কীটানুকে সর্ব্বক্ষণ উদরস্থ করিয়া তাহাদের জীবন ধ্বংশ করা হইতেছে। এ বিশ্ব সংসারের মহাশ্মশান রঙ্গভূমে এরূপ নিষ্ঠুরতা মূলক মহা সংহার নাট্যের অভিনয় মানব হইতে পশুপক্ষী সর্ব্ব জীবজন্তু মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সমভাবে চলিতেছে। এক মূহুর্ত্তের জন্যও ইহার বিচ্ছেদ বিরাম নাই। পরমাপ্রকৃতির সৃষ্টি পালন ধ্বংশ মূলক এই বিরাট নাট্যাভিনয়কে নিষ্ঠুরতা মূলক কার্য্য বলিয়া আখ্যাত করিলেও এই বিশ্বব্যাপি নিষ্ঠুরতা নিবারণের কোন উপায়ও মানুষের হাতে নাই। ইহা বুঝিয়া এদেশের পুরাকালের মুনি ঋষিগণ যদ্যপি মানুষকে আততায়ীর আক্রমণ হইতে স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য স্থল বিশেষে একটু বিধি বৈধ নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে এবং করে আত্মরক্ষার অস্ত্র ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন তবে সেরূপ মহামূল্য উপদেশ বাক্যকে এ সময়ে আমরা কিছুতেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না।

অসুর প্রকৃতি এক দস্যু আসিয়া তোমর গৃহ হইতে তোমার যুবতী পত্নীকে; তোমার বালিকা কন্যাকে কিম্বা তোমার বৃদ্ধা মাতাকে বল পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া চলিতেছে চক্ষের উপরে ইহা দেখিয়া যদি তুমি সেই দস্যুর মস্তকে লাঠি প্রহার কর তবে তোমার ঐরূপ কার্য্যকে কি নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা মূলক কার্য্য বলা সঙ্গত হইবে? কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন আর একটু প্রসারিত করিয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিতে বাধা নাই। তোমার নিজের বাসের বাড়ীর পরিবর্ত্তে তোমার জন্ম ভূমিকে তোমার পরিবার বর্গের পরিবর্ত্তে তোমার দেশের নরনারীগণকে যদি এক দল দস্যু প্রকৃতি লোক আসিয়া অবৈধ অধিকার করে এবং কৃতদাস বানাইয়া লইতে উপস্থিত হয় তবে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তোমার জন্ম ভূমিকে এবং আত্মীয় স্বজনগণকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে কি তোমার ঐরূপ কার্য্যকে নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা মূলক কার্য্য বলা সঙ্গত হইবে? চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত রাজা সুরথ যে দিন শত্রুগ্রাস হইতে তাঁহার অপহৃত দেশকে পুনঃ উদ্ধার করিবার জন্য দেবী চণ্ডিকার শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশ্যে ছাগের রক্তের অভাবে নিজ দেহের রক্তমোক্ষন করিয়া তদ্দ্বারা দেবীপূজার অঙ্গীয় বলিদান কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন সেদিনকার তাঁহার সেই ভীষণ কার্য্যকে কি নিজ দেহ প্রতি একটা ঘোর নিষ্ঠুরতা মূলক আচরণ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে হইবে? বেদে পুরাণে তন্ত্রে যে স্থানেই বলিদানের কথা আমরা দেখি, সেখানেই সেইরূপ কার্য্যের অন্তঃস্থলে আত্মরক্ষার একটা প্রবল চেষ্টা আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি (৫৯৯)। এখন এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর

---

(৫৯৯) বাইবেলের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যিশুখৃষ্ট এক সময়ে তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দান করিয়াছেন—কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহাকে কটু কথা না বলিয়া তোমার অন্য গাল তাঁহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে তোমার গালে আঘাত করিতে বলিবে। চৈতন্যদেবও এক সময় ডাকাইত জগাই মাধাই দ্বারা প্রহৃত হইয়া এইরূপ উচ্চ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। অপারদয়া পূর্ণ এই শ্রেণীর উপদেশ বাক্য অতি মূল্যবান সন্দেহ নাই কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে ঋষিগণের সাংসারিক জনগণ প্রতি উপদেশ বাক্য অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অসংখ্য হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে—আততায়ীকে বধ করিবে, আততায়ীকে বধ করিলে কোনই পাপ হইবে না। "আততায়ী" কাহাকে বলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র কারেরা বলিয়াছেন,—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্র দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ (বশিষ্ঠ স্মৃতি)

উপরে উদ্ধৃত বচনের মর্ম্মার্থ এই—যে ব্যক্তি তোমার গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত, যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত, যে বধার্থে অস্ত্র ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, যে তোমার ধন অপহরণ করিতেছে, যে ভূমি হরণ করিতেছে, যে স্ত্রী অপহরণ করিতে উদ্যত এই ছয় প্রকারের কোন এক প্রকার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

জীবন নষ্ট করা আর নিরপরাধী কতকগুলি পশুর জীবন নষ্ট করা এক কথা নহে। একটা জীব হত্যা সময়ে অস্ত্রেচ্ছিন্ন জীবদেহ হইতে প্রবাহিত রক্ত ধারা দর্শনে যে সকল কোমল হৃদয় ব্যক্তি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহারা হঠাৎ শত্রু বক্ষে অসি আঘাত করিয়া তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহাকে বধ করাত দূরের কথা আঘাত করিতেও সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে মানুষকে সাহসী যোদ্ধা প্রস্তুত হইতে হইবে—রণক্ষেত্রে রক্তধারা দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে না হয় এরূপ সৎসাহসকে আনিয়া অগ্রে হৃদয়ে সঞ্চয় করিতে হইবে। শক্তিসাধনা কাপুরুষকে পুরুষে পরিণত করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় দেখাইয়া দিতেছে। এই দৃষ্টিতে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থখানিকে আত্মরক্ষার পথ প্রদর্শক শক্তি সাধনার চিরপ্রদীপ্ত দীপালোক বলা যাইতে পারে।

৬৪০ সংখ্যক যে শ্লোকের আদিতে বলি প্রদানের কথা উত্থাপিত হইয়াছে সেই শ্লোকের অন্তভাগে "আমার চরিত্র শ্রবণ" সংক্রান্ত কথা ও উক্ত হইয়াছে এবং "বলি" শব্দের ন্যায় এই স্থানের "শ্রাব্য" শব্দের ব্যাখ্যা লইয়াও টীকাকার এবং ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ অনেক গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। কাহার কর্তৃক চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করা হইলে তাহা শ্রবণ যোগ্য হইবে এই কথা লইয়াই বিচার বিতর্ক উপস্থিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্ত্রী শূদ্রাদি ব্রাহ্মণেতরেরা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিবার এমন কি শ্রবণ করিবারও অধিকারী নহেন। এ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর কথা বলিবার এবং আলোচনা করিবার রহিয়াছে, এজন্য এক্ষণে উহা স্থগীদ করিয়া পরবর্ত্তী ৬৫২ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ বিচার সময়ে ঐ সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

৬৪১ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে—দেবী চণ্ডিকা বলিতেছেন,—জানিয়া কিম্বা না জানিয়াই হউক যে কেহ আমার মাহাত্ম্য পাঠ সহিত আমার পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন কিম্বা যাগ যজ্ঞ করিয়া থাকেন আমি প্রীতি পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। এই শ্লোকের "জানতা-জানতাবাপি" (জানিয়া বা না জানিয়া) বাক্যের অর্থব্যাখ্যা সময়ে প্রাচীন টীকাকারগণ মধ্যে কেহ

অনিষ্ট কারীকেই "আততায়ী" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আততায়িকে বধ করিলে কোনই পাপ হইবে না এমন কথা কেবল তান্ত্রিক শক্তি সাধকেরা তন্ত্র গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে ঘোষনা করেন নাই, এমন কি পরম বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীধর স্বামী তাঁহার কৃত শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার টীকার মধ্যেও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" (মনু)

কেহ "বিধি বৈধ এবং অবিধি বৈধ" অর্থ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঠিক হয় নাই। অবিধিমূলক কার্য্যে দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদন আদৌ অসম্ভব। এজন্য ঐরূপ অর্থ না করিয়া পূর্ব্বের ৬৪০ সংখ্যক শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত মনে হয় যে,—বলি প্রদান সময়ে, পূজা সময়ে, যাগ যজ্ঞ সময়ে এবং মহোৎসব অনুষ্টান সময়ে ঐ সকল কার্য্যে ব্যবহৃত মন্ত্রের অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া বা না বুঝিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ও তৎকালে এতৎ সঙ্গে আমার চরিত্র মাহাত্ম্য পাঠ করিলে এবং তাহা শ্রবণ করিলে তজ্জনিত পুন্য প্রভাবে আমি অনুষ্ঠাতা প্রতি পরিতুস্ট হইয়া তাহার অসম্পূর্ণ অনুষ্টিত কার্য্য গুলিও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি।

৬৪২ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর নিজ মুখের একটি উক্তি যাহা লিপিবদ্ধ কবিয়া রাখা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই—প্রতি বৎসর শরৎকালে আমার যে মহা পূজা করা হয় তাহাতে আমার এই চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলে মানুষ আমার প্রসাদে সর্ব্ব প্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে বিমুক্ত হইয়া ধনধান্য ও পুত্রাদি লাভ করিবে। এই শ্লোকে "শরৎকাল" শব্দ থাকাতে এদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে আশ্বিন মাসে মহা সমারোহে যে দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এদেশবাসী অনেকের মনেই এইরূপ একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে শরৎকালের দুর্গা পূজা অকালের পূজা আর চৈত্র মাসে স্থানে স্থানে যে দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহাই উচিত কালের পূজা। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন, "রাবণকে বধ করিবার সময় শ্রীরামচন্দ্র বাধ্য হইয়া আশ্বিন মাসে অকালে এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কালের পূজা হইতেছে সুরথ রাজার অনুষ্টিত—চৈত্র মাসের দুর্গা পূজা।" ইহা যে কতদূর ভ্রমধারণা মূলক সিদ্ধান্ত তাহা চণ্ডিমাহাত্ম্যগ্রন্থের ৬৮৩এবং ৬৮৪সংখ্যক শ্লোকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে সুরথ রাজা মেধস মুনির আশ্রম সন্নিকটে নির্জ্জনে নদীতটে অবস্থান করিয়া মৃন্ময়ী দেবী প্রতিমা স্থাপন করিয়া সেই স্থানে পুষ্প ধূপাদি দ্বারা এবং নিজ গাত্রের রক্তমোক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তিন বৎসর ব্যাপী দেবী চণ্ডিকার পূজা করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসর ব্যাপী পূজার কাল মধ্যে কেবল একটি চৈত্রমাস বা একটি আশ্বিনমাস আইসে নাই, পরন্তু তিন বৎসর ব্যাপী সমস্ত মাস পক্ষ তিথি বার বারম্বার আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে। সুরথরাজাই দুর্গাপূজা সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করেন এরূপ একটি ভুল ধারণাও অনেকের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ সুরথ রাজা দুর্গাপূজার

প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। সুরথ রাজার পৃথিবীতে আগমনের পূর্ব্বে এবং পরে আরও অনেক মহাপুরুষ অনেকবার মহাধুমধামে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সুরথ রাজা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, স্বয়ং বিষ্ণু দুর্গাদেবীকে পূজা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার অনেক পরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যখন বিশ্বে আবির্ভূত হইলেন, তখন নিদ্রিত বিষ্ণুর চৈতন্য সম্পাদন জন্য প্রথমতঃ ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ইহার পরে ইন্দ্রদেব দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যলোকে নানাসময়ে নানাস্থানে নানাজনে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

এই দুর্গাদেবীর পূজা লইয়াই এদেশের দুর্গোৎসব। এই দেশ ব্যাপী দুর্গোৎসবের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার বাসনা যিনিই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই পরমা প্রকৃতিকে দুর্গাদেবীরূপে পূজা করিবার ব্যাপার লইয়া এদেশে এক্ষণে যে দুর্গোৎসব চলিতেছে, সেই পরমা প্রকৃতির বিশ্বে প্রকাশ প্রাপ্ত হইবার বিষয়টি ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে একটু চিন্তা করিতেই হইবে। যাঁহার পূজা লইয়া এত ধুমধাম এত সমারোহ এত আনন্দ উৎসব, তিনি কে, কি ভাবে কোথা হইতে আসিলেন এবং কেনই বা আসিলেন এবং কেনই বা আমরা দেবী মহামায়া বা দেবীদুর্গা নামে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকি তাহা জানিবার জন্য কাহারই বা ইচ্ছা না হয়? চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আরম্ভ অংশে রাজা সুরথ মহামুনি মেধসকে এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহামুনি মেধস তৎকালের উপযোগী যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠকগণের অবিদিত নাই। তথাপি বিষয়টি এতই প্রয়োজনীয় যে—এস্থলে এ বিষয়ের একটু আলোচনা অসাময়িক হইবে না। নিষ্ক্রিয়া, নির্গুণা, অদৃশ্যা, অরূপা, দেব দানব মানবের অবোধ্যা, পরমা প্রকৃতি কত লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগ কল্প মন্বন্তর ব্যাপিয়া পরব্রহ্মে অভিন্নাবস্থাতে বা নিদ্রিতাবস্থাতে ছিলেন তাহার পরিমাণ আজি পর্য্যন্ত ত্রিকালদর্শী কোন মুনি ঋষি শাস্ত্রতত্ত্ব প্রকাশক কেহই কিছুমাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রে এই মাত্র কথিত হইয়াছে, যখন পরমা প্রকৃতি তাঁহার অব্যক্তা অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তাবস্থা গ্রহণ করিলেন, যখন অরূপা রূপ পরিহার করিয়া তেজোবিন্দুরূপা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং ক্রমে তাহা হইতে বিশ্বরূপা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার নির্গুণা অবস্থাকে অপসারণ করিয়া সগুণা হইলেন এবং ক্রমে তাহা হইতে সত্ত্বতমরজগুণাধারা ত্রিগুণা অবস্থাতে আপনাকে আনয়ন করিলেন, তখন ইচ্ছা বিরহিতা দেবী স্বয়ং ইচ্ছাময়ী

মূর্ত্তিময়ী এবং কর্ম্মময়ী হইয়া সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী দেবতাগণ এবং সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রকে প্রকাশ করিলেন। সত্যযুগের প্রত্যূষকাল তখনই উপস্থিত হইল বলা যাইতে পারে। সত্যযুগের প্রাতঃকালে স্থলশূন্য জলাকীর্ণ জগতে বিপদাপন্ন ব্রহ্মা কিরূপ ঘটনার আবর্ত্তনে পড়িয়া কিভাবে সর্ব্বপ্রথমে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ সংক্ষেপে ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। ইহার পরে স্বর্গলোকে অন্যান্য দেবতাগণ সময়ে সময়ে যে দুর্গাপূজা করিয়াছেন পুরাণের অনেক স্থানে তাহার উল্লেখ আছে (৬০০)। কেবল পুরাণেই নহে, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনেক আধুনিক এবং প্রাচীন নাটক কাব্যাদি গ্রন্থেও দুর্গাপূজার উল্লেখ এবং দুর্গাপূজা ঘটিত নানারূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(৬০০) নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার ইতিহাস দেবী ভাগবতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"এই অত্যন্ত অদ্ভুতা শিবা সকলের মাতা এবং সকলেরই উপাস্যা। ইনি অন্তর্য্যামিনীরূপিণী নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দুর্গম সঙ্কট নাশ করেন বলিয়া, ইনি দুর্গা নামে বিখ্যাতা। সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকারিণী মূলপ্রকৃতিরূপা উক্ত ভগবতী দুর্গা, কি শৈব, কি বৈষ্ণব—সকলেরই সর্ব্বদা উপাসনীয়া। * * * যাহা দ্বারা লোক চরিতার্থতা লাভ করে, তোমার নিকটে সেই শ্রীদুর্গাদেবীর পূজা বিধি কহিলাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মনুগণ, জ্ঞাননিষ্ঠ মুনিগণ, যোগিগণ, নিখিল আশ্রমিগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ সকলেই সেই ভগবতী শিবার ধ্যান করিয়া থাকেন। ভগবতী দুর্গার স্মরণমাত্রেই জন্ম সফল হয়। চতুর্দ্দশ মনুই তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া মনুত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ তাঁহার উপাসনায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবী ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ)

"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে" পৃথিবীতে দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—সৃষ্টির প্রথমে গোলকে আদি বৃন্দাবনক্ষেত্রে মহারাসমণ্ডলে বিষ্ণু প্রথমে দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত হইয়া দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাসুর সহ যুদ্ধ সময়ে মহাদেব বিপদাপন্ন হইয়া দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা মুনির অভিসম্পাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রদেব দুর্গাদেবীর যে পূজা করিয়াছিলেন, তাহাকেই দুর্গা-দেবীর চতুর্থ বারের পূজা বলা যাইতে পারে। তৎপরে পৃথিবীতে মুনিগণ, সিদ্ধগণ, দেবতাগণ, মনুগণ এবং মানবগণ কর্ত্তৃক নানাসময়ে নানারূপে নানাস্থানে দুর্গাদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। যথা—

"প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলকে রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভ-ভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ। ত্রিপুর-প্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা। চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ। পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মার মানস পুত্র মনু পৃথিবীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরী দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুরাণের এবং অন্যান্য পুস্তকের নানাস্থানে এই দুর্গাপূজার উল্লেখ দেখিয়া সহজেই ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক সময়ে এদেশে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকমধ্যেই অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মধ্যাহ্নসময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজাগণের নিদারুণ অত্যাচার ও উৎপীড়নে ব্রাহ্মণগণের উপাস্য দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা বিশেষতঃ যে সকল দেবদেবীর নিকটে পূজা সময়ে বলিপ্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সকল দেবদেবীর পূজা এদেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে দুর্গাপূজাও এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। বহুকাল পরে, যখন মুসলমান রাজ্যশাসন সময়ে এদেশে আবার নূতন উদ্যমে তান্ত্রিক শক্তি সাধনার অভ্যুদয় হইল, সেই সময় হিন্দু রাজা মহারাজাদের গৃহে দুর্গা পূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল ইহার বর্ণনা মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে একটু আধটু দেখিতে পাওয়া যায়। ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা অনেক কাল হইতে উঠিয়া যাওয়ায় নানা ভুল-ভ্রান্তি-মূলক কথা এই সকল গ্রন্থে এবং সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে তাহার মধ্যেও স্থান প্রাপ্ত হইতেছে (৬০১)।

নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। ইহার ইতিহাস দেবী ভাগবতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু ব্রহ্মার নিকট হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অতি পবিত্র ক্ষীরোদসাগরের তীরে মহাভাগ্যফলদায়িনী দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতিগোপনীয় বাগ্‌ভব বীজ জপ করতঃ দেবীর উপাসনায় রত হইলেন। তিনি আহার পরিত্যাগ ও শ্বাস জয় করতঃ, শতবর্ষকাল ভূতলে একপদে অবস্থানপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিতে করিতে অতীব কৃশ হইয়া পড়িলেন। সেই মহাত্মা কামক্রোধ জয়পূর্ব্বক হৃদয়ে দেবীর চরণ চিন্তা করতঃ, সমাধি প্রভাবে স্থাবরপ্রায় হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই কঠোর তপস্যায় দেবী জগন্ময়ী সাক্ষাৎপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি দিব্য বর প্রার্থনা কর। অনন্তর মহামতি মনু তাঁহার আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃদ্গত দেবদুর্ল্লভ বরসমূহ প্রার্থনা করিলেন।"

মনুর প্রার্থনা শুনিয়া দুর্গাদেবী কহিলেন,—"হে মহাবাহো! ভূপতে! হে নরনাথ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা সমস্তই সুসিদ্ধ হইবে; আমি তৎসমুদয় তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার প্রার্থনীয় বিষয়ের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। বৎস! তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক হউক এবং তুমি বংশধর পুত্রলাভ কর।" (দেবীভাগবত)

(৬০১) দুর্গা পূজার ইতিহাস মধ্যে এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহ প্রণীত "বঙ্গে দুর্গোৎসব' নামক পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুস্তকের ২৫ এবং ২৬ পৃষ্ঠাতে বাঙ্গালাদেশে দুর্গোৎসব পূজা প্রথম প্রচলনের ইতিহাস এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে,—"দুর্গোৎসবের পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমরা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পুঁথি পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার পুস্তকে মাধবাচার্য্যের মত তুলিয়াছেন। তিনি আবার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অহিংসাবাদী বৌদ্ধরাজগণের অভ্যুদয় সময়ে, তাঁহাদের প্রখর শাসন প্রভাবে এবং দণ্ডভয়ে এদেশ হইতে হিন্দু দেবদেবীর প্রাচীন রীতিতে পূজার্চ্চনার পদ্ধতি প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজ গ্রন্থকারগণের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থেও একথা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ইহার পরে কোন্ সময়ে কাহার কর্ত্তৃক আবার পূর্ব্বতন রীতিতে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চ্চনা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে স্থির করা সুকঠিন। বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন কার্য্যের সহিত ইদানীন্তন কালের অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার কোন কোনও বাঙ্গালী রাজা, মহারাজার, প্রাচীন জমিদারের বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম বিজড়িত করিয়া এ কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু,—তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিবার জন্য কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রমাণ কেহই এ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। নিম্নের ৬০২ সংখ্যক টীকাতে এই সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ পত্র

তাঁহার গ্রন্থে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। জিকন ও ধনঞ্জয় একাদশ শতাব্দীর লোক যেহেতু দায়ভাগ প্রণেতা জীমূতবাহন দ্বাদশ শতাব্দীতে জিকনের মত তুলিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান দুর্গোৎসবের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে বল্লালসেনের পিতা মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপরে মহারাজ বল্লালসেন বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিজয়সেনই সেনবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি এবং তিনিই কামরূপ ও কলিঙ্গপ্রদেশ জয় করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যখন নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্মের উন্মেষণায় ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যখন মহারাজ বিজয় ও বল্লালের বিজয় বৈজয়ন্তী ধারণ করিয়া বাঙ্গালীগণ বীরদর্পে ও পৌরুষ-গর্ব্বে শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, যখন বাঙ্গালীর জন্মভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বিদ্যায় ও সাধনায় বাঙ্গালী মনিষী ও ভক্তগণ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে ধনদায়িনী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, বীরত্বের আধার কার্ত্তিক ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি সহ শক্তিস্বরূপিনী দেবী দুর্গার মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হয়।"

এই গ্রন্থকারের মতে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে দুর্গা পূজার প্রথম প্রচার হইয়াছিল। যথা—"এই উভয় তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে ভগবতী দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে; তাহাতে বোধ হয় ভগবতী দাক্ষায়ণী সেন রাজগণের কৌলিক দেবতা ছিলেন। এই উভয় শাসন পত্রই "শ্রীবিক্রমপুর" হইতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও তাম্রশাসন পত্রেই লিখিত আছে। মহারাজ প্রথম লক্ষ্মণসেন দেবের নিবাসভূমি যে বিক্রমপুরে ছিল ইহা শাসন পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

(শ্রীমনোমোহন গুহ প্রণীত বঙ্গেদুর্গোৎসব)

(৬০২) এইরূপ কেহ বলিয়াছেন,—যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই এদেশে দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক। কেহ বলিয়াছেন,—নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে দুর্গাপূজা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—গৌড়ের রাজা কংশনারায়ণ কর্ত্তৃক পাঁচশত বৎসর গত হইল বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ও গ্রন্থকারের গম্ভীর গবেষণা-পূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করা হইল। উহা পাঠ করিলে অন্তত. ইহা জানিতে পারা যাইবে,—এ সময়ে বাঙ্গালা দেশের দুর্গোৎসবের ইতিহাস অনুসন্ধান কার্য্যে

ইত্যাদি। বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের এইরূপ পরস্পর বিরোধি উক্তির সমর্থক কোন ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহই উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বরং অতীত কালের সামাজিক অবস্থার আলোক ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিতে বসিলে ইহার কোনটিকেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালার সর্ব্বলোক পূজ্য সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত প্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এদেশে সে সময়ে দুর্গাপূজা প্রচলিত না থাকিলে; এরূপ একখানি বহু-শ্রমসাধ্য মহামূল্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন থাকিত না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এ অবস্থাতে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালার নবাব গয়েসউদ্দিনকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া যে কংশরায় সাত বৎসরের জন্য বাঙ্গালার রাজ্যশাসক পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন এবং যাহাকে বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজা বলিয়া কোন কোনও ইতিহাস লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কংশরায়কে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বাঙ্গালার হিন্দু নবাব বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং তিনি মুসলমান ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন এবং তাহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে ঘোষনা করিয়াছেন। এই রাজা কংশনারায়ণ রায় যে বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এরূপ কোনও কথা উর্দ্দু বা পারস্য ভাষাতে লিখিত কোনও ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে দেখা যাইতেছে,—বাঙ্গালার অনেক স্থানে বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন রাজা, মহারাজা এবং জমিদার বংশীয় সমাজপতিগণের বাড়ীতে আজিও বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে নিমন্ত্রিত কুলজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাজা কংশনারায়ণের গুণগান করিয়া থাকেন। রাজ-পুতনার চারণ কবিগণ যেমন আজিও সে দেশের সামাজিক উৎসব সময়ে রাণা প্রতাপের গুণগান করিয়া থাকেন, সেইরূপ,—বাঙ্গালা দেশে কুলজ্ঞ পণ্ডিতগণ মুখে এখনও রাজা কংশনারায়ণের গুণগান মূলক বক্তৃতা শুনিলে সহজেই মনে করা যাইতে পারে, এই রাজা কংশনারায়ণ তাঁহার জীবিত কালে কোন একটা দেশহিতকর বৃহৎ কার্য্য অবশ্যই সম্পন্ন করিয়া গিয়া থাকিবেন। তিনি এদেশে দুর্গাপূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইয়া থাকিলে, কুলজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে কংশ নারায়ণের গুণগানের মধ্যে এ ঘটনাটিরও সম্ভবতঃ একটু উল্লেখ শুনা যাইত; তাহা শুনা যায় না। তথাপি এদেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানবিদ্‌গণ তাঁহাদের লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ মধ্যে রাজা কংশের নামের সহিত এদেশে দুর্গাপূজা পুনঃ প্রবর্ত্তন ঘটনাটি বিজড়িত করিয়া যে রাখিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দেখাইবার জন্য ঐ সকল পুস্তক, সংবাদ পত্র এবং সাময়িক পত্র হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত প্রায় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানকে রাজা কংশনারায়ণ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন বা নাই করুন, তিনি যে তাঁহার জীবন কালে মহাধুমধামের সহিত একসময় একবার দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই অনুষ্ঠানকে কেহ কেহ রাজসূয় মহাযজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

"দুর্গাপূজার ইতিহাস—বাঙ্গালার বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে এই প্রকার দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। এ পূজা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের উদ্যম চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়— একটি গুরুতর বিষয়ে ইঁহাদের দৃষ্টি অদ্যাপি আকৃষ্ট হয় নাই। কেবল বাঙ্গালা দেশ নহে,

---

বাংলার নিজস্ব। এই পূজা বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব হইলেও—কি উপলক্ষে, কোন্ সময়, কোন্ ব্যক্তি, সর্ব্ব প্রথম এই পূজার প্রবর্ত্তন করেন এবং কাল সহকারে কিরূপ বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই পূজা বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে কয়েকটি প্রচলিত প্রবাদ এবং কিম্বদন্তী ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞান সম্মত ঐতিহাসিক আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং কোন প্রামাণিক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় নাই।

রাজা কংশনারায়ণের দুর্গোৎসব—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে "বারভুঞা" বাংলায় একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ বারেন্দ্র মণ্ডলের হিন্দুসমাজে সমাজপতিরূপে এবং চলনবিলের অন্তর্গত ভাতুরিয়ার রাজা জগৎনারায়ণ প্রতাপশালী জমিদাররূপে বাঙ্গালায় খ্যাত ছিলেন। স্বর্গীয় আনন্দনাথ রায় তাঁহার প্রণীত "বারভুঞা" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিতেছেন ঃ—

জগৎনারায়ণের জীবিত সময়ে বঙ্গদেশ মোগলদের করতলগত হয়। এই সময় গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া নগরকে জনহীন করিয়া ফেলে। টোডরমল বাংলায় জরীপ জমাবন্দীও তৎসময়ে সম্পাদন করেন। প্রবাদ ষোড়শ শতাব্দীর এই ভাগেই সর্ব্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন আরম্ভ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্য প্রথার সংস্কার হয়। এই সময় রাজা কংশনারায়ণ তাহেরপুরের রাজা ছিলেন এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজপতিরূপে বিবেচিত হইতেন। রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

* * রাজা কংশনারায়ণের অধঃস্তন বংশধর রাজা শশিশেখরেশ্বর এবং তদীয় উপযুক্ত পুত্রগণ বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ শুধু প্রবাদ বাক্য কি ঐতিহাসিক সত্য—এ কথা তাঁহারা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন। *

* * শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন? আমরা এখন অন্য সূত্র অবলম্বনে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ পরীক্ষা করিব। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার গবেষণামূলক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন ঃ—"... কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন—তিনি তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণ, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন।" আমরা জানি, জ্যোতিষ শাস্ত্রদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃঃ অব্দের ৩০শে মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাণাঘাট ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ ফুলিয়া গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খাঁনকে লইয়া মালাধারী মেল প্রবর্ত্তিত হয়। ১৪৩২ খৃঃ অব্দে কবির জন্ম হইলে এই সময় তাঁহার বয়স হয় ৪৮ বৎসর। ইহা কবির প্রৌঢ়াবস্থার বয়স। এই সময় ১৪৮০ খৃঃ অব্দে অথবা ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি রামায়ণের অনুবাদ শেষ করিয়াছিলেন এরূপ ধরিয়া লইলে ভ্রম কম হইবার সম্ভাবনাই অধিক। প্রচলিত দুর্গাপূজার সহিত এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন—এ কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। মূল বাল্মিকী রামায়ণে অথবা অন্য কোন গ্রন্থে এ কথা নাই। * * * * * *

দ্বিতীয়তঃ ১৪২৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময়টিকে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ধরিয়া লইতে পারি। এ সময়ে কংশনারায়ণ তাহেরপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন—এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। প্রায় এই সময়েই কবি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উত্তর ভারতের, পশ্চিম ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে আশ্বিন মাসের নবরাত্রিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর ঘরে ঘরে দুর্গাপূজার এবং তৎসহ চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

কৃত্তিবাসকেও আমরা তাহেরপুরের রাজসভায় উপস্থিত দেখিতেছি। এ সময়ে তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা, তিনি রামায়ণের অনুবাদ শেষ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সমগ্র বঙ্গদেশে এ সময় প্রচারিত হইয়াছে ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কাজেই এখন আমরা অনেকটা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হইবার পর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বারেন্দ্র মণ্ডলের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজপতি রাজা কংশনারায়ণই সর্ব্বপ্রথম তাহেরপুরে দুর্গাপূজা করেন। এই পূজার ধুমধাম সেখানে দিল্লীর মুসলমান সম্রাটকেও আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল, সেখানে হিন্দু সমাজের ভিতর এই পূজা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। রাজা কংশনারায়ণ তৎকালীন সম্রাটের প্রীতিভাজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। উপরন্তু হিন্দু সাধারণের সমাজপতিরূপেও তিনি সেই সময় সম্মানিত হইতেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শ হিন্দু সমাজ যে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছিল ইহাও অতি স্বাভাবিক কথা। রাজা কংশনারায়ণের রাজত্বকাল হিন্দুর সমাজ-নৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তর অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছে। এই কংশনারায়ণই হিন্দুর কৌলিন্য প্রথার শেষ সংস্কার করেন, তিনিই হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন। চারিশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর কি সমাজ-নৈতিক, কি ধর্ম্ম-নৈতিক—কোন প্রকার সংস্কারই আর সাধিত হয় নাই।" * * * (সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র স্বরাজ)

"বাঙ্গালায় প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন—"রাজা কংশনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিতে উৎসুক হইয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিপুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিত গোষ্ঠি মধ্যে রমেশ-শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা বিহারের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন,—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ নামে কথিত। বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় কেবল সার্ব্বভৌম সম্রাটই করিতে পারেন। তুমি এখন বাদসাহের অধীন নৃপতি; ঐ দুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। পরন্তু, অশ্বমেধ ও গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ ঐ দুই যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দিগের জন্যই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে শোভনীয় নহে। তোমার পক্ষে দুর্গোৎসব ভিন্ন অন্য কোন উৎসব উপযুক্ত নহে। সত্যযুগে সুরথ রাজা আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * * এই যজ্ঞ সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অতএব,—আমার বিবেচনায় তোমার শ্রীদুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ করাই কর্ত্তব্য। সমাগত সকল পণ্ডিতগণই এই মতে মত দিলেন। তদনুসারে রাজা কংশনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে দুর্গোৎসব করিলেন। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

(জলপাইগুড়ীর উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল কৃত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" দ্রষ্টব্য)

যে সময়ে বাঙ্গালার রাজা কংশনারায়ণের আদেশে কবি কৃত্তিবাস "রামায়ণ" রচনা করেন এবং স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" প্রকাশ করেন, সেই সময়ে এদেশের হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে দুর্গোৎসবে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে একটা চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা "দুর্গোৎসব তত্ত্বের" একটি শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। সে শ্লোকটি এই—স্মার্ত্ত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গত পাঁচ সাত শত বৎসর মধ্যে কোন এক ব্যক্তি, দুই ব্যক্তি বা পাঁচ ব্যক্তির চেষ্টাতে এরূপ সমস্ত ভারতব্যাপি দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে কি? এ

রঘুনন্দন তাঁহার কৃত দুর্গোৎসব তত্ত্ব গ্রন্থে কালিকাপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এই মূলেই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"বোধয়েৎ বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ। সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ ॥
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ। জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাদ্বলিদানং মহানিশি ॥
প্রভূত বলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ। ধ্যায়েদ্দশভুজাং দুর্গাং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥
বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ। ধুলিকর্দ্দম বিক্ষেপৈঃ ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলৈঃ ॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে—কেবল ম্লেচ্ছগণকে দুর্গোৎসবে যোগদান করিবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই পরন্তু—এদেশের শবরাদি পার্ব্বত্য এবং বন্য অনার্য্য জাতীর নরনারীগণকেও দুর্গোৎসবের আনন্দ উপভোগে যোগদান করিয়া তাহাদের রুচি অনুরূপ আহার বিহার করিতে এমন কি, অশ্লীল নৃত্যগীত করিতেও ব্যবস্থা দান করিয়া রাখা হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ যাহাকে অশ্লীল মনে করেন এরূপ অশ্লীল শব্দ যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিলে সকলের অপ্রীতিকর হইতে পারে আশঙ্কায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। যাঁহারা উহা স্বয়ং পাঠ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, দুর্গোৎসব তত্ত্বের বোধন প্রকরণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার পরেই উহা পাইতে পারিবেন। উত্তর এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখনও যে দুর্গোৎসব সময়ে হিন্দু এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া উৎসবে আনন্দ উপভোগ এবং নৃত্য গীত করিয়া থাকেন তাহা অনেকে অবগত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্যিক, সমাজে সুপরিচিতা এবং একজন সুলেখিকা বলিয়া সম্মানিতা শ্রীমতী সফিয়া খাতুন "হিতবাদী" সংবাদপত্রের দুর্গাপূজা সংখ্যায় একস্থানে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যাকে দেবী বলে পূজা করা হয়েছে, তিনি সমস্ত ভুবনে প্রকাশিত। তাই মনে হয়, আমরা যে পূজাকে পুতুলপূজা বলে তাচ্ছিল্য করি, অবহেলা করি, সেটা সত্যই ছেলেখেলা নয়। শরৎ-লক্ষ্মীকে মাতৃভাবে কল্পনা করে এই পূজার যথার্থরূপ প্রকট হয়। এতো গেল বাহিরের দিক। ভিতরে মানুষ যেখানে প্রতিদিনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে উঠছে, সেই নিত্য নূতন প্রকাশের উৎসব হচ্ছে এই শারদোৎসব। এমন একদিন ছিল যখন হিন্দু মুসলমান সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মিলিত আনন্দোৎসব ছিল, এই দুর্গোৎসব।"

"এই দিনে পুরাকালে স্বাধীন ভারতের রাজারা আরাধ্যার আরাধনা করে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করতেন। তাঁদের সেই বিজয়োৎসব আজ পরাধীন ভারতের মনে বেদনা আনে, তবুও তার স্মৃতি নিয়ে উৎসব সুন্দরতম হয়ে ফুটে উঠে। স্বাধীন মানুষের উৎসব, বিজয়োৎসব। চণ্ডীর দেবতারা অসি উদ্বোধন করেছিলেন অত্যাচারীর দণ্ডের জন্য। চণ্ডীর এই অসি উদ্বোধন মন্ত্রে সমস্ত মানুষ উদ্বোধিত হয়ে উঠতো দিগ্বিজয়ের উন্মাদনায়। এই বোধন মানুষের বোধ শক্তিকে জাগরুক করত, তাঁরা বিজয় পথে যাত্রা করতেন। দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই দুর্গার আহ্বান, চণ্ডীর অসি-উদ্বোধন। পুরাণের দেবতারা যে অসি উদ্বোধন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য বিশ্বত্রাস হরণ, মানুষকে রক্ষা করা।"

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—না, হইতে পারে না। তবে কি কারণে এরূপ ঘটিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, দারুণ গ্রীষ্মের পরে বর্ষার বারিবর্ষণ আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন এক

এই মুসলমান বিদুষী রমণী দুর্গোৎসবকে যে উচ্চদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সেইরূপ কিম্বা ততোধিক উচ্চদৃষ্টিতে অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার এবং সংবাদপত্র লেখক এদেশের দুর্গোৎসবকে যে দেখিয়া থাকেন তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা অনেক সময় পাইয়া থাকি। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র TIMES OF INDIA ইংরাজ সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত। এই TIMES OF INDIA সংবাদপত্রে দক্ষিণ ভারতের দশহরা উৎসব বা দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে একটি গভীর অনুসন্ধান পূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা হইতে আরও দেখা যাইবে দক্ষিণ ভারতের মহীশূর প্রদেশে এখনও কিরূপ ধুমধামে এবং বিরাট আয়োজনে মহীশূরের মহারাজা এবং তাঁহার প্রজাগণ কর্তৃক আশ্বিন মাসের নবরাত্রিতে সে স্থানের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

"The Dasara festival, now being celebrated, serves to reveal the secret of the longevity of Hinduism. It provides sustenance for the soul, through colour for the eye and rhythm for the ear. The festival is built round an eternal verity—the eventual triumph of good over evil—the liberation of the spirit from the throttling tentacles of earthly desire." * * *

"This battle arena of an age so remote that only faint echoes of it are discernible to our ears, is known to us as Mysore, in commemoration of this victory over Mahisha. The adoration of the goddess is, therefore, assigned in that State, a prominent place in the worship during the *navaratri* (or nine nights) preceding Dasara. Mysoreans, from the Maharaja down the humblest peasant, render her homage in gratitude for ridding the land of the curse of the buffalo-ogre," * * *

"This office is no sinecure. For nine nights and the intervening eight days the even tenor of the Maharaja's life is changed. He has to go without a shave throughout this period. He must perforce dispense with riding, driving and sports of every description, for he may not leave the precincts sanctified unto Shri Chamandeswari's use—no small sacrifice for one so active as he. He must eat but once a day and his fare must be *sattivc* (productive of noble qualities) and extremely limited in quantity. Faith he has inherited, especially from his mother, a highly pious lady who departed this life only a little while ago, makes him not only submit to, but actually welcome, these nine days of fasting and self-purification." * * *

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্যক্তির বা পাঁচ ব্যক্তির চেষ্টাতে ইহা সংঘটিত হয় না। অনেক সময় গ্রীষ্মের মধ্যে হঠাৎ দুই এক দিন একটু শীতের অনুভব বা শীতের মধ্যে গ্রীষ্মের আধিক্য আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ইহাও প্রাকৃতিক বিধানেরই অন্তর্ভূত। ইহাকে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা "শীতের ঢেউ" বা "গ্রীষ্মের ঢেউ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে প্রাকৃতিক নিয়মে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই একই প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে প্রত্যেক দেশের মানব সমাজে কোন এক সময়ে কোনও এক ধর্ম্মভাবের তরঙ্গের কিঞ্চিৎ আধিক্য আবার কোন এক সময়ে ঐরূপ ধর্ম্মভাবের তরঙ্গের কিঞ্চিৎ অভাব বা অবসাদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম মত বিস্তারের তরঙ্গবেগ হ্রাস হইবার পরে এক সময়ে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম্মভাব আবার এদেশে পুনঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল মনে করিতে কোনই বাধা নাই। এইরূপ মুসলমান রাজ্য শাসন সময়েও একাধিক বার হইয়াছে। একই সময়ে যে কারণে বাঙ্গালা দেশে চৈতন্যদেব, রঘু-

---

দক্ষিণ ভারতের মহিশূর রাজ্যে এখনও যেরূপ ধুমধামে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইতেও অনেক অধিক ধুমধামে উত্তর ভারতের শেষ সীমা নেপাল রাজ্যে দুর্গোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজার যে সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর এই সময়ে নেপাল রাজধানী কাটামুণ্ডুতে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল তাঁহাদের প্রমুখাৎ ইহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিয়া দুর্গোৎসব যে কেবল বঙ্গদেশের বাঙ্গালীর উৎসব নহে, দুর্গোৎসব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে এবং ইহা যে ভারতব্যাপী ধনী দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আনন্দদায়ক একটি মহোৎসব এখনও নিরানন্দ ভারত ভূমে সজীব রহিয়াছে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতেছি।

আশ্বিন মাসের এই নবরাত্রি ব্যাপী উৎসবকে বাঙ্গালাতে যেরূপ "দুর্গোৎসব" নামে অভিহিত করা হয় সেইরূপ দুর্গোৎসব শব্দ ব্যবহার না করিয়া কোথায়ও বা ইহাকে চণ্ডিকা উৎসব কোথায়ও বা শারদীয় উৎসব কোথায়ও বা নবরাত্রি উৎসব নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই নবরাত্রি ব্যাপী উৎসবের উপসংহারে বিজয়া দশমীর দিনে রাজপুতনার উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার দরবার গৃহে মহা সমারোহে খড়্গাদি অস্ত্রের পূজা করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কাশীরাজের দরবার গৃহেও বিজয়াদশমীতে অস্ত্র পূজা হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব সময়ে খড়্গাদি অস্ত্রের পূজা করিবার প্রথা যে কেবল রাজপুতনায় প্রচলিত আছে তাহা নহে বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনেক প্রাচীন জমিদার গৃহে এখনও দুর্গাপূজার মধ্যে খড়্গ পূজা করা হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" মধ্যেও করবাল, অসি, ত্রিশূল, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রের পূজার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অসুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে যে দুর্গাপূজার সৃষ্টি, রক্ষার প্রার্থনাই যে দুর্গাপূজার মূলমন্ত্র ও মূলতত্ত্ব, সেই দুর্গাপূজাতে আত্মরক্ষা কার্য্যের সহায়ক অস্ত্রশস্ত্রের পূজা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি শোভনীয়। বীরত্ব, পুরুষত্ব এমন কি মনুষ্যত্ব হইতেও স্খলিত হইয়া যাঁহারা এই কলিযুগে কর্দ্দমে নিমজ্জিত অসহায় ক্রিমি কীট কুল হইতেও আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের অসার অবসন্ন দেহে নবজীবনীশক্তি পুনঃ আনয়নের জন্যই শরৎকালের নবরাত্র ব্যাপী এই "দুর্গোৎসব" নামধেয় মহাশক্তি সাধনার বোধন ব্যাপার বুঝিতে কোনই বাধা নাই।

নন্দন ভট্টাচার্য্য, কবি কৃত্তিবাস, রাজা কংশনারায়ণ প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই একই কারণে একইসময়ে সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে স্বামী রামদাস এবং বীর শিবাজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্জাব সম্বন্ধেও ঐরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে। ঠিক একই সময়ে নেপালেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। এই কথাটি অন্যভাবে এবং অন্য ভাষাতে বলিতে চাহিলে বলা যাইতে পারে,—বাঙ্গালার রাজা কংশনারায়ণ বা বাঙ্গালার রঘুনন্দন এদেশে দুর্গাপূজাকে আনয়ন করেন নাই, সমাজ বিদ্ধস্তকারী দুরাচারী মহামারীর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য, প্রকৃতির প্রেরণায় এ দেশে দুর্গাপূজা আসিয়াই দুর্গাদেবীর উপাসক কংশনারায়ণকে এবং রঘুনন্দকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি দুর্গাদেবীর উপাসক শিবাজীকে দক্ষিণ ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজা প্রচারের প্রাচীন ইতিহাসঘটিত বিষয় লইয়া আলোচনা স্থগিদ করিয়া অতঃপর দুর্গাপূজা প্রকরণ পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আলোচ্য শ্লোকে প্রথমেই "মহাপূজা" একটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "মহাপূজা" কি? "মহাপূজা" কাহাকে বলা হয়? পূজা শব্দের পূর্ব্বে "মহা" বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া সাধারণ পূজা হইতে ইহাকে পৃথক্ ভাবাপন্ন করা হইল কেন? নিত্য, নৈমিত্তিক, সাত্ত্বিক রাজসিক ইত্যাদি বহুবিধ দুর্গাপূজা মধ্যে কি প্রকার পদ্ধতির পূজাকে লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য শ্লোক মধ্যে "মহাপূজা" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের কোন টীকাকার বা ব্যাখ্যানকর্ত্তা আবশ্যক বোধ করেন নাই। মানাসক দুর্গাপূজা, সাত্ত্বিক দুর্গাপূজা, রাজসিক দুর্গাপূজা এবং তামসিক দুর্গাপূজা এই প্রধান চারি প্রকার দুর্গাপূজা মধ্যে কোন্ প্রকারের পূজা "মহাপূজা" পদবাচ্য? অথবা এ সকলের কেহই কি "মহাপূজা" অর্থ বোধক নহে? "মহাপূজা" এ সকলের অতিরিক্ত আর কিছু কি? কিম্বা এ সকলকেই এখানে "মহাপূজা" শব্দের অন্তর্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে? এমন প্রশ্ন সকল অনেকের মনে উঠিতে পারে। পরবর্ত্তী ৬৫১ এবং ৬৫২ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। এই দুই শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার স্থূলমর্ম্ম এই—"পশুবলিদান, স্নানীয়দান, পুষ্পদান, অর্ঘ্যদান, ধূপদান, দীপদান, গন্ধদান, হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং ব্রাহ্মণকে ভোজন দান, নানাবিধ ভোগ্যবস্তুদান প্রভৃতি নানা আয়োজন সহকারে এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি দিবস আমার পূজা করা হইতেছে দেখিলে আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করি, আমার চরিত্র বর্ণনা (অর্থাৎ চণ্ডীমাহাত্ম্য) কোন স্থানে একবার পাঠ হইতেছে শ্রবণ

করিলে আমি সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকি।" দেবীপূজা সঙ্গে চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেবীর এই উক্তিতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক পূজার কথাই আসিতেছে। চরিত্র বর্ণনা পাঠ অর্থে চণ্ডীমাহাত্ম্যের প্রত্যেক কথার অর্থ বুঝিয়া পাঠ করা কার্য্যকে এবং শব্দার্থ বোধের সহিত প্রত্যেক শব্দের লক্ষ্যভূত বস্তুকে মনে মনে ধ্যান বা চিন্তা করিয়া পাঠ করা কার্য্যকে বুঝিতে হইবে। ইহাকে উচ্চ অঙ্গের মানস পূজা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সাধারণ পূজার সহিত এইরূপ মানস পূজা সংযুক্ত হইলে তাহাই হয়ত "মহাপূজা" আখ্যাতে প্রকাশ হইতে পারে। বাঙ্গালাদেশে দুর্গোৎসব সময়ে চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠের অতিরিক্ত অনেকে একবার মানসপূজা বা মনে মনে দেবীর পূজাও করিয়া থাকেন। মানস পূজা সম্বন্ধে অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মানস পূজা অতি সহজ সাধ্য কার্য্য, ইহাতে অর্থ ব্যয় নাই, এবং কোনরূপ পরিশ্রমও নাই। ইহা ঠিক নহে (৬০৩)। মানস পূজা পরিত্যাগ করিয়াও কেহ কেহ উপরের দুই শ্লোক লিখিত

---

(৬০৩) বাহ্য সন্ধ্যা পূজাদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী পরম জ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয় সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত "পরাপূজা" গ্রন্থে বাহ্য পূজার ত্রুটি দেখাইয়া অল্পকথায় মানস পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্। স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ। নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ॥
নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ। নির্গন্ধস্য কুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা॥
নিত্য তৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ। তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা॥
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনা বিধিঃ। প্রদক্ষিণ মনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ॥
আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং, পূজাতে বিবিধোপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারস্তু পদোঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো, যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো! তবারাধনম্॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মার্থ অনুবাদ এই—যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থান পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন তাঁহার আবাহন কেমন করিয়া হইবে তাঁহাকে আসনই বা কিরূপে দেওয়া যাইবে যিনি সদা নির্ম্মল তাঁহার আবার পা ধুইবার জল দানের কি প্রয়োজন এবং স্নানীয় জল দানেরই বা কি প্রয়োজন? যিনি সদা নির্লিপ্ত তাঁহাকে চন্দন দ্বারা লেপ দেওয়াই বা কিরূপে সম্ভবে? যিনি নিত্য পরিতৃপ্ত তাঁহাকে নৈবেদ্য দ্বারা কিরূপে পরিতৃপ্ত করা সম্ভবে? মনে মনে বিবিধ ভোগ রচনাই তোমার পূজা, যে যে কর্ম্ম আমি করিয়া থাকি তাহাই তোমার আরাধনা।

(বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা)

শঙ্করাচার্য্যের "পরাপূজা" নামক গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরে তিনি মানস পূজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আয়োজন অনুষ্ঠান এবং তৎসহ পুরোহিত প্রতিনিধি দ্বারা নয় দিন ব্যাপী চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও বৎসরান্তে

"মানস পূজা" নামক আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কৃত এই উপাদেয় "মানস পূজা" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"পয়োহম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয় মায়াহি ভগব- ন্মণিব্রাতভ্রাজৎ কনকবরপীঠং ভজহরে।
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজ! নেনজ্মি সুজলৈ- র্গৃহাণেদং দুর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুরারিপো॥
স চন্দ্রং তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে, ফলং স্বাদ প্রীত্যা পরিমল বদাস্বাদয় চিরম্।
সপর্য্যাপর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণি জাতং স্থিতমিদং প্রদীপৈ রারাত্রিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট রচয়ে॥
মণিকর্ণীচ্ছয়াজাত মিদং মানসপূজনম্। যঃকুর্ব্বতোষসি প্রাজ্ঞ স্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥"

"হরতত্ত্ব দীধিতি" গ্রন্থে যোগিনী তন্ত্রের ত্রয়োদশ পটল হইতে শক্তি সাধকের পক্ষে মানস পূজার সুবিধা প্রদর্শক নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

"দ্বিবিধঞ্চৈব তৎকর্ম্ম ব্যাহ্যান্তর বিভেদতঃ। বাহ্যঞ্চ নিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যত্র কুত্র স্থলেঽপি বা। গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা তদ্বা বরাননে।
কুর্য্যাচ্চ মানসং ধর্ম্মং ন দোষো মানসে ক্বচিৎ॥ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠো জপযজ্ঞো মহেশ্বরি।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে মানস পূজার সুবিধা বর্ণিত হইলেও মানস পূজা উপচার সামগ্রীর তালিকা যাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে তাহা দৃষ্টে জানিতে পারা যাইবে অধ্যাত্ম চিন্তামূলক মানসপূজা অনেকের পক্ষেই নিতান্ত সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে।

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যান্মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ নিবেদয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহত ধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুস্তত্ত্বঞ্চ চামরং। নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনস স্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনোভব সিদ্ধয়ে॥" (তন্ত্রসারে ত্রিপুরা প্রকরণম্)

মানস পূজা সম্বন্ধে পুরাণের দুই একটি উক্তিও নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"প্রবাসে, পথে, দুর্গমস্থানে, স্থানের অলাভে, জলে, কারাগারে নিরুদ্ধাবস্থায় এবং প্রায়োপবেশন অবস্থায় জ্ঞানীমনুষ্য মহামায়ার মানস পূজা করিবে। কোনরূপ মনের প্রীতি উৎপন্ন হইলে সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল স্থানে, কিম্বা পরচক্রমধ্যে গমন করিয়া মানস পূজা করিবে।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বঙ্গানুবাদ)

"পুষ্পাদি দ্বারা যেরূপ রীতিতে বাহিক পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, মানসিক পূজাতেও সেই সমুদয় রীতির অনুসরণ কর্ত্তব্য। সাধক, প্রতি অষ্টমীতেই দেবীর পূজা করিবে এবং নবমীর দিবস আপনার শোণিত দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। কোনরূপ লিঙ্গ, পুস্তক বা স্থণ্ডিলস্থিত মহামায়ার পূজা করিবে, তাঁহার পাদুকাদ্বয় বা প্রতিমা কল্পনা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অনুষ্ঠিত এইরূপ দুর্গাপূজা যে সাধারণ পূজা নহে, ইহা যে দেবীর মহাপূজা এরূপ ধারণা অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। শরৎকালের এই দুর্গাপূজা সময়ে "মহাষ্টমীপূজা" "মহানবমীপূজা" "মহাস্নান" প্রভৃতি শব্দ যে হিন্দুজন সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাও অনেকে দেখিতেছেন। এই সকল অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, কিঞ্চিৎ স্বাত্ত্বিক কিঞ্চিৎ তামসিক অনুষ্ঠান মিশ্রিত প্রধানতঃ রাজসিক ভাবের দুর্গাপূজাকেই যে "মহাপূজা" অর্থে অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশের জন সাধারণে গ্রহণ করিয়াছেন এমন কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। উপরে ৬৫১ এবং ৬৫২ সংখ্যক শ্লোকের কথা যাহা উল্লেখ করা হইল, তাহাতে দুর্গাপূজার জন্য আবশ্যক উপকরণ সামগ্রী যে সকল দেখা যাইতেছে তাহা সংগ্রহ করাও সামান্য কথা নহে। যথাবিধি ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ করাও বহু ব্যয় ও মহাশ্রম সাধ্য কার্য্য। ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্যদ্বারা যথাবিধি পূজা সম্পন্ন করাও সহজ সাধ্য কার্য্য নহে (৬০৪)।

করিয়া তাহাতে তাঁহার পূজা করিবে। খড়্গ বা ত্রিশিখ চিহ্নিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিবে অথবা জলে দেবীর পূজা করিবে। "খড়্গ" পঞ্চদশাঙ্গুলি পরিমিত এবং ত্রিশিখ বলিতে ত্রিশূল বুঝিতে হইবে। মনুষ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শিলায়, পর্ব্বতের অগ্রভাগে, পর্ব্বতের গুহায় নিত্য দেবীর পূজা করিবে।

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ)

"বাহিরের এই আকাশ যেরূপ বিপুলায়তন, হৃদয়াকাশও ঠিক সেইরূপ। এ আকাশেও সূর্য্য, চন্দ্র উদিত হইতেছে, নক্ষত্র মালা ও বিদ্যুৎ দীপ্তি পাইতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, দ্যুলোক ও ভূলোক ইহারও মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে। অধিক আর কি বলিব, এই দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা বিদ্যমান আছে, আর যাহা নাই, যাহা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে বা ভবিষ্যতের ক্রোড়ে নিহিত রহিয়াছে, সে সমস্ত ইহারই মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে।" (শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ছান্দোগ্যোপনিষদের বঙ্গানুবাদ)

"হে শাণ্ডিল্য! তুমি মায়ারূপিনী শক্তি মধ্যে মনঃ সংস্থাপন করিয়া মনোমধ্যগত শক্তি বিবৃদ্ধি পূর্ব্বক মনের দ্বারা মনকে দর্শন করিয়া সুখী হও।" (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী সম্পাদিত শাণ্ডিল্যোপনিষদের বঙ্গানুবাদ)

(৬০৪) সাধারণ দৃষ্টিতে ৬৫১ এবং ৬৫২ সংখ্যক শ্লোকে যে সকল পূজা উপকরণসামগ্রীর উল্লেখ দেখা যাইতেছে তাহা অবশ্যই সহজ প্রাপ্য এবং তাহা সংগ্রহ করা অধিক কষ্ট সাধ্য কার্য্য নহে কিন্তু এখানে শাস্ত্র জ্ঞান মার্জ্জিত দৃষ্টি লইয়া ঐ সকল বস্তুকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের "পশু" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"পশবশ্ছাগাদয়ো বিহিতাঃ" "অর্থোদ্বর্ব্বাক্ষতাদিঃ" ইত্যাদি। এখানে পশু শব্দের অর্থ ছাগ স্থির না করিয়া শত্রু স্থির করা সঙ্গত হইবে। তাহার কারণ চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের অন্য এক স্থানে দেবী চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডের মস্তক হস্তে লইয়া আসিয়া দেবী চণ্ডিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—আমি চণ্ড ও মুণ্ড পশু দুইটার শির ছেদন করিয়া তোমাকে উপহার দেওয়ার জন্য আনিয়াছি। (৪৩৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।) শত্রু বলিদানের প্রশংসাবাদ তন্ত্র শাস্ত্রের অনেক স্থানে কীর্ত্তিত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখানে দুর্গাপূজার অঙ্গীয় মানসিক সাধনা বা মানস পূজার কথা যাহা কিছু পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার তত্ত্ব অনেকেই অবগত নহেন; তৎসম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ আলোচনা এ সময়ে

হইয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বন্দী করিয়া আনিয়া দেবী নিকটে বলি প্রদান করিবার প্রথা পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল। নরবলিদান আইনে নিষিদ্ধ হওয়ায়, পূর্ব্ব রীতি রক্ষার জন্য উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন জমিদারের বাড়ীতে অর্দ্ধরাত্রে পিষ্ট তণ্ডুলের নরমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে ছেদন করিয়া শত্রু বলিদান কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এই সকল বিষয় প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এখানে পশু শব্দ ছাগের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয় নাই, পরন্তু শত্রু বলিদান কার্য্যকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া এখানে পশু শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অবৈধ হইবে না। টীকাকার "অর্ঘ" শব্দে দূর্ব্বা আলো চাউল যে স্থির করিয়াছেন, এ স্থানের জন্য তাহাও সঙ্গত হয় নাই। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ব্যাখ্যানকারী পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম শাস্ত্রী এই স্থানে "অর্ঘ" শব্দের অর্থে যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষত তিলানি চ। যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

এই সংক্রান্ত আর একটি বচন এই—

"আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু। রক্তানি করবীরাণি তথৈব রক্তচন্দনম্॥
অষ্টাঙ্গ এষোঽর্ঘো বৈ ভানবে পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্নানীয় দান শব্দার্থে স্নানের উদ্দেশ্যে সামান্য এক ঘড়া পুষ্করিণীর বা কূপের জল দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে এরূপ বুঝিতে হইবে না। এখানে যথা-বিহিত দুর্গাপূজা সময়ের স্নানীয় দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। স্নানীয় দ্রব্যের বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—সংস্কৃত শব্দ রত্নাবলী অভিধানে স্নান এবং অভিষেক এক পর্য্যায় বাচক শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুর্গাপূজাতে দুর্গাদেবীর অভিষেক সময়ে উল্লিখিত পুরাণ অনুসারে নিম্নে লিখিত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; "পিষ্টামলকী যুক্ত হরিদ্রা ১, তয়া দর্পন প্রতিবিম্বে দেবী মুদ্বর্ত্ত্য যথাক্রমং বক্ষ্যমান প্রত্যেক দ্রব্যেণ মন্ত্রং পঠিত্বা স্নাপয়েৎ,—শুদ্ধজলং ২, শঙ্খজলং ৩, গঙ্গাজলং ৪, গন্ধোদকং ৫, পঞ্চগব্যং প্রত্যেকং যথা,—গোমূত্রম্ ৬, গোময়ম্ ৭ দুগ্ধং ৮, দধি ৯, ঘৃতং ১০, কুশোদকং ১১, পঞ্চামৃতং ১২, শিশিরোদকং ১৩, মধু ১৪, পুষ্পোদকং ১৫, ইক্ষুরসসাগরোদকং ১৬, সর্ব্বৌষধি মহৌষধিজলং ১৭, পঞ্চকষায়োদকম্ ১৮, অষ্টমৃত্তিকাঃ ১৯, ফলোদকং ২০, উষ্ণোদকং ২১, সহস্রধারা জলম্ ২২, অষ্টকলসোদকং যথা—ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণাদ্য-কলসঃ ২৩, মেঘতোয়পূর্ণদ্বিতীয়-কলসঃ ২৪, সারস্বততোয়পূর্ণতৃতীয়-কলসঃ ২৫, সাগরোদকপূর্ণচতুর্থ-কলসঃ ২৬, পদ্মরেণুজলপূর্ণপঞ্চম-কলসঃ ২৭, নির্ঝরোদকপূর্ণষষ্ঠ-কলসঃ ২৮, সর্ব্বতীর্থাম্বু-পূর্ণসপ্তম-কলসঃ ২৯, শুদ্ধজলপূর্ণাষ্টম-কলসঃ।"

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাতে সন্নিবিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্রব্য তালিকাতে দুর্গাপূজা সময়ের "মহাস্নানের" জন্য এই সকল দ্রব্য আবশ্যক বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

"তৈল, হরিদ্রা, অষ্টকলস ৮, সহস্রধারা যুক্ত মৃন্ময় বা ধাতু পাত্র, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চামৃত, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেশ্যাদ্বার হইতে আনীত মৃত্তিকা, গজদন্ত উদ্ধৃত মৃত্তিকা, বরাহদন্ত উদ্ধৃত মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, মহৌষধি, বল্মীক মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গ উদ্ধৃত মৃত্তিকা, নদীর উভয়কুল হইতে আনীত মৃত্তিকা, পর্ব্বত মৃত্তিকা,

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মানস পূজাকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ সাত্ত্বিক পূজা মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন। পূজামণ্ডপকে ঝাড়িয়া পুছিয়া ধুইয়া পরিস্কার করিয়া যেমন সেখানে সাত্ত্বিক কিম্বা রাজসিক পূজা আরম্ভ করিতে হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণকে অগ্রে নির্ম্মল এবং পবিত্র করিয়া লইয়া অতি সুনয়ত্নভাবে শক্তিসাধককে মানস পূজাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়; এইজন্য মানস পূজা এক-দিকে যেমন মহাফলপ্রদ অন্যদিকে তেমন মহাকষ্ট সাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে, অর্থাভাবে, লোকাভাবে, কিম্বা সহায়তাকারী যাজক পুরোহিতাদির অভাবে, কিম্বা বৃদ্ধবয়সতে নিজের শারীরিক শ্রমশক্তির অভাবে, সকলের পক্ষে সকল সময় শরৎকালে অনুষ্ঠেয় রাজসিক কিম্বা সাত্ত্বিক দুর্গাপূজা যথাবিধি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু—

তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল, নারিকেলোদক সর্ব্বৌষধি অষ্টমঙ্গল, পঞ্চরত্ন মিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্মরেণূদক, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম, বৃষ্টিজল ফলোদক, সরস্বতীজল, নির্ঝরোদক, সপ্তসমুদ্রের জল, সুগন্ধিতৈল প্রভৃতি।"

এখানে এরূপ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যে—৬৫১ এবং ৬৫২ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে "স্নানীয় জল" শব্দই যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, সে অবস্থাতে স্নানের কথা লইয়া এত আলোচনার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে,—"স্নানীয়" সকল দেবদেবী পূজারই প্রধান উপকরণ সামগ্রী। দুর্গাপূজাতে স্নানীয় দান অত্যাবশ্যক। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্যের দেবীভাষ্যে এই শ্লোকে লিখিত "প্রোক্ষণীয়ৈঃ" শব্দার্থে "স্নানীয়াদিভিঃ" লিখিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার নাগোজী ভট্ট "প্রোক্ষণীয়ৈঃ পঞ্চামৃতাভিষেকাদিভিঃ" লিখিয়াছেন সংস্কৃতাভিধানে শ্রীজটাধর কর্তৃক স্নানের অর্থ এবম্প্রকার উক্ত হইয়াছে,—"উপস্পর্শনম্, সবনম্, মজ্জনম্ ইতি জটাধরঃ। তদনুকল্পঃ সপ্তবিধঃ—মান্ত্রঃ ১, ভৌমঃ ২, আগ্নেয়ঃ ৩, বায়ব্যঃ ৪, দিব্যঃ ৫, বারুণং ৬, মানসং ৭।

দুর্গাপূজাতে দেবীর স্নান বা অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যেমন বহুবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ দীপ দান এবং ধূপদান সম্বন্ধেও বহু প্রকার আয়োজন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়। পূজার সময় দেবীর সম্মুখে যে হোম অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই সকলের প্রত্যেকটি বস্তু ধরিয়া বিস্তার করিয়া অর্থ লিখিতে হইলে এই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই একখানি বৃহদায়তনের পুস্তক হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ দুর্গাপূজা সময়ে যেরূপ বৃহৎ আয়োজন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহা উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। এজন্য আলোচনার আয়তন আর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এদেশে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে অনেক হিন্দুর গৃহে দুর্গাদেবীর পূজা এখনও যে ভাবে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে তাহাকে সাধারণ ভাবের পূজা বলা যাইতে পারে না। তাহাকে একটি বৃহৎ রাজসিক কার্য্যানুষ্ঠান আখ্যা দান অনায়াসে করা যাইতে পারে। এই দুর্গাপূজাতে চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠাদি সাত্ত্বিক ভাবের কার্য্যও অনেক আছে। অনেক স্থানে জন সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত মূলক কার্য্যানুষ্ঠানও যথেষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে। সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ-র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ॥" ইত্যাদি।

সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক উৎসব সহিত যেস্থানে মানসিক উপচারে দেবীর পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে সেস্থানে দুর্গাদেবীর "মহাপূজা" হইতেছে বলিতে কোনই বাধা নাই।

এরূপ স্থলেও মানস পূজাদ্বারা দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করা ভক্তজন মাত্রেরই আয়ত্বাধীন। সহর, নগর ও লোকালয় পরিত্যাগী অরণ্যবাসী ঋষিগণ যে সময়ে বনজঙ্গল মধ্যে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইতেন,—এমন কি, আবশ্যকীয় উপকরণ সামগ্রীর অভাবে যথাবিধি পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পাদন করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইত, তখন তাঁহারা কেবল ফলে ফুলে কিম্বা জলে কিম্বা মানস উপকরণেই যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতেন (৬০৫)। মদ্যমাংসভোজী কুৎসিত আমোদ প্রমোদে আশক্ত শবরাদি বন্য বর্ব্বর জাতি সমূহ এমন কি, অহিন্দু ম্লেচ্ছাদিজাতি পর্য্যন্ত যাহাতে তামসিক দুর্গোৎসবে যোগদান করিতে পারেন, সৎক্রিয়াশীল শূদ্র এবং ক্ষত্রিয় রাজা, মহারাজ এবং ব্যবসায়ী বৈশ্য ও ধনবান্ জমিদারগণ যাহাতে মহাধূমধামে রাজসিক দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যে ও প্রসাদ দানে প্রতিবেশী দশজনকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন এবং সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বৈদিক যাগযজ্ঞানুরাগী ব্রাহ্মণগণ যাহাতে আড়ম্বরশূন্য সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব সম্পাদন দ্বারা স্ব স্ব ব্রহ্মণ্যতেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন এবং অর্থহীন লোকবলহীন এবং দেহবলহীন অতিদীনদরিদ্র দুর্গাদেবীর ঐকান্তিক ভক্তগণও যাহাতে তাঁহাদের ভাঙ্গা কুটীরের এককোণে একাকী বসিয়া মনে মনে মানস উপচারে দুর্গাদেবীর শরৎকালের এই মহাপূজা সম্পন্ন করিয়া আত্মানন্দ লাভ করিতে পারেন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতি সমান কৃপাদৃষ্টি প্রদাতা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশক মুনি ঋষিগণ এই দুর্গোৎসব মধ্যে অতিসুকৌশলে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া এবং ইহা বুঝিয়া বালক হউক বা বৃদ্ধ হউক, ধনী হউক বা অধনী হউক, প্রত্যেক হিন্দু নরনারী নিজ নিজ সুবিধা অর্থও সামর্থ্য অনুসারে যদ্যপি অন্ততঃ বৎসরান্তে শরৎকালের নবরাত্রের এই সুপবিত্র ব্রতপালনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে পটে বা প্রতিমাতে যথাশক্তি দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান

---

(৬০৫) "কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা। পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥" (মনুসংহিতা)
নিত্যশ্রাদ্ধে বিশেষ বাহুল্যানুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান, ভোজ্য উৎসর্গ, বিশ্বেদেবাবাহন, বলিক্রিয়া কিছুই করিতে হয় না, কেবল মাত্র ষট্ পিতৃগণকে অর্থাৎ—পিতৃপক্ষীয় তিন ও মাতামহপক্ষীয় তিনপুরুষকে স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই যথেষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ জল দিলেও কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, যথা—

"অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে। বৈশ্বদেব বিহীনং তদশক্তাবুদকেন তু॥"

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দুসর্ব্বস্ব)।

পয়োমূল ফলৈঃ শাকৈঃ কৃষ্ণপক্ষে তু সর্ব্বদা। পরাধীনঃ প্রবাসী চ নির্ধনো বাপি মানবঃ।
মনসা ভাবশুদ্ধেন শ্রাদ্ধে দদ্যাত্তিলোদকম্॥

(ব্রহ্মপুরাণ)

কার্য্যে এবং দুর্গাদেবীর নামজপকার্য্যে কিছুক্ষণের জন্যেও আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহা হইলে এই উপায়ের দ্বারা নিজের শারীরিক অবস্থার, নিজের পারিবারিক অবস্থার এবং নিজের দেশের অবস্থার ভালর দিকে যে কিরূপ অসাধারণ একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন তাহা দেখিয়া তাঁহারাই বিস্মিত হইবেন। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, এদেশের প্রবল দুর্দ্দশা সময়ে, এই উপায় দ্বারা,—এই শরৎকালীয় দুর্গাদেবীর মহাপূজা উপলক্ষে দুর্গোৎসবের দেশব্যাপী একটা বিপুল তরঙ্গ তুলিয়া এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং অবসাদ গ্রস্ত ধর্ম্মভাবের কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধন করা হইয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস তাহা জ্বলন্ত উজ্জ্বল অক্ষরে অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে। এই আলোচনা মধ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথাটি আমরা উল্লেখ করিতেছি তাহার কারণ এই যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুঃসময়ে পুনঃ পুনঃ ইহা বলিবার, শুনিবার এবং চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

"মহাপূজা" শব্দের অর্থ নিষ্কাশন চেষ্টাতে আমাদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া কেহ হয়ত বলিতে পারেন, কেবল লোক চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে পূজাশব্দের পূর্ব্বে "মহা" শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে অতএব "মহাপূজা" শব্দের অর্থ বাহির করিবার জন্য এত কষ্ট কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কেবল লোক-চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই এখানে "মহাপূজা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না। পুরাকালে সাত্ত্বিক পূজা অনুষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে লোকচিত্ত আকৃষ্টকর রাজসিক উৎসব আয়োজনের যে প্রবর্ত্তনা করা হইত, পুরাণের অনেকস্থানে তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। এস্থলে "মহা" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। "মহাপূজা" শব্দের অর্থ খুলিবার আর একটি চাবি এই শ্লোকেরমধ্যেই আমরা পাইতে পারি। তাহা এই যে,—জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ভাবের বাদ্য ভাণ্ড যুক্ত দুর্গাপূজা হইতে "ভক্তি সমন্বিত" এবং "চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ" ক্রিয়া সংযুক্ত দুর্গাপূজাকে এই শ্লোকমধ্যে একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হইতে পারে, "ভক্তি সমন্বিত" এবং "চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণ" যুক্ত পূজাকেই হয়ত দেবী এখানে "মহাপূজা" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন। দেবী এই অর্থে কিম্বা কোন্ অর্থে এখানে "মহাপূজা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষের বুঝিবার কিম্বা অন্যকে বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। তবে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পরিসমাপ্তি অংশে মেধসঋষি মহারাজ সুরথকে তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনঃ উদ্ধার জন্য যেস্থানে দেবীকে পূজা করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন সে

স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে—মেধসঋষি বাদ্যভাণ্ডদ্বারা এবং মিষ্টান্ন পক্কান্ন সংগ্রহদ্বারা কিম্বা মহাধূম করিয়া দেবীকে পূজা করিবার উপদেশপ্রদান করেন নাই, পরন্তু—কেবল পরমেশ্বরী মহামায়া দেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আরাধনা করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ঋষির এই মহান্ উক্তি ৬৭৫ এবং ৬৭৬ সংখ্যক শ্লোকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাকার নিম্নের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া মনে মনে দেবীর স্মরণ অর্থাৎ চিন্তামূলক পূজারই অধিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ভজতে পুরুষং পরম্॥"

মহারাজা সুরথ নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থান করিয়া যে প্রকারের পূজা অনুষ্ঠান দ্বারা দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনঃ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই প্রকার পূজাকে দেবীর "পরমপূজা" কিম্বা দেবীর "মহাপূজা" নামে আখ্যাত করিতেও বাধা নাই। এক্ষণে এদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা মধ্যে দেবীর ঐরূপ পূজা অনুষ্ঠানের ছায়াও অনেক স্থানে আমরা দেখিতে পাইতেছি; এজন্য এ সময়ের নানা প্রকারের দুর্গাপূজাকে আমরা "মহাপূজা" না বলিব কেন?

এস্থানে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাশ্রেণীর লোকেই যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকারে দেবী প্রতিমা গড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পদ্ধতিতে এ সময়ে দুর্গাদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহাই নহে, পরন্তু অতি প্রাচীন সময়ে যাঁহারা দুর্গাদেবীর পূজা করিতেন তখন তাঁহারাও দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ্ধতিতে যে পূজার্চ্চনা করিতেন তাহারও প্রচুর প্রমান পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দুর্গাদেবীর যে নয় প্রকার মূর্ত্তি এবং যে নয়টি নামের উল্লেখ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠ আরম্ভের পূর্ব্বেই নবদুর্গা নাম ঘটিত শ্লোকে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পাঠকগণ মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই (৬০৬)। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠক মাত্রেই ইহাও অবগত আছেন যুদ্ধ

(৬০৬) চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করিবার ব্যবহার অনেক স্থানে প্রচলিত আছে—

"প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী। তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কার্য্যে এবং দুর্গাদেবীর নামজপকার্য্যে কিছুক্ষণের জন্যেও আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহা হইলে এই উপায়ের দ্বারা নিজের শারীরিক অবস্থার, নিজের পারিবারিক অবস্থার এবং নিজের দেশের অবস্থার ভালর দিকে যে কিরূপ অসাধারণ একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন তাহা দেখিয়া তাঁহারাই বিস্মিত হইবেন। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, এদেশের প্রবল দুর্দ্দশা সময়ে, এই উপায় দ্বারা,—এই শরৎকালীয় দুর্গাদেবীর মহাপূজা উপলক্ষে দুর্গোৎসবের দেশব্যাপী একটা বিপুল তরঙ্গ তুলিয়া এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং অবসাদ গ্রস্ত ধর্ম্মভাবের কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধন করা হইয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস তাহা জ্বলন্ত উজ্জ্বল অক্ষরে অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে। এই আলোচনা মধ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথাটি আমরা উল্লেখ করিতেছি তাহার কারণ এই যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুঃসময়ে পুনঃ পুনঃ ইহা বলিবার, শুনিবার এবং চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

"মহাপূজা" শব্দের অর্থ নিষ্কাশন চেষ্টাতে আমাদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া কেহ হয়ত বলিতে পারেন, কেবল লোক চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে পূজাশব্দের পূর্ব্বে "মহা" শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে অতএব "মহাপূজা" শব্দের অর্থ বাহির করিবার জন্য এত কষ্ট কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কেবল লোক-চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই এখানে "মহাপূজা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না। পূর্ব্বকালে সাত্ত্বিক পূজা অনুষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে লোকচিত্ত আকৃষ্টকর রাজসিক উৎসব আয়োজনের যে প্রবর্ত্তনা করা হইত, পুরাণের অনেকস্থানে তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। এস্থলে "মহা" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। "মহাপূজা" শব্দের অর্থ খুলিবার আর একটি চাবি এই শ্লোকেরমধ্যেই আমরা পাইতে পারি। তাহা এই যে,—জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ভাবের বাদ্য ভাণ্ড যুক্ত দুর্গাপূজা হইতে "ভক্তি সমন্বিত" এবং "চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ" ক্রিয়া সংযুক্ত দুর্গাপূজাকে এই শ্লোকমধ্যে একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হইতে পারে, "ভক্তি সমন্বিত" এবং "চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণ" যুক্ত পূজাকেই হয়ত দেবী এখানে "মহাপূজা" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন। দেবী এই অর্থে কিম্বা কোন্ অর্থে এখানে "মহাপূজা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষের বুঝিবার কিম্বা অন্যকে বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। তবে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পরিসমাপ্তি অংশে মেধসঋষি মহারাজ সুরথকে তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনঃ উদ্ধার জন্য যেস্থানে দেবীকে পূজা করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন সে

স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে—মেধসঋষি বাদ্যভাণ্ডদ্বারা এবং মিষ্টান্ন পক্কান্ন সংগ্রহদ্বারা কিম্বা মহাধূম করিয়া দেবীকে পূজা করিবার উপদেশপ্রদান করেন নাই, পরন্তু—কেবল পরমেশ্বরী মহামায়া দেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আরাধনা করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ঋষির এই মহান্ উক্তি ৬৭৫ এবং ৬৭৬ সংখ্যক শ্লোকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাকার নিম্নের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া মনে মনে দেবীর স্মরণ অর্থাৎ চিন্তামূলক পূজারই অধিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ভজতে পুরুষং পরম্॥"

মহারাজা সুরথ নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থান করিয়া যে প্রকারের পূজা অনুষ্ঠান দ্বারা দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনঃ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই প্রকার পূজাকে দেবীর "পরমপূজা" কিম্বা দেবীর "মহাপূজা" নামে আখ্যাত করিতেও বাধা নাই। এক্ষণে এদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা মধ্যে দেবীর ঐরূপ পূজা অনুষ্ঠানের ছায়াও অনেক স্থানে আমরা দেখিতে পাইতেছি; এজন্য এ সময়ের নানা প্রকারের দুর্গাপূজাকে আমরা "মহাপূজা" না বলিব কেন?

এস্থানে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাশ্রেণীর লোকেই যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকারে দেবী প্রতিমা গড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পদ্ধতিতে এ সময়ে দুর্গাদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহাই নহে, পরন্তু অতি প্রাচীন সময়ে যাঁহারা দুর্গাদেবীর পূজা করিতেন তখন তাঁহারাও দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ্ধতিতে যে পূজার্চ্চনা করিতেন তাহারও প্রচুর প্রমান পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দুর্গাদেবীর যে নয় প্রকার মূর্ত্তি এবং যে নয়টি নামের উল্লেখ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠ আরম্ভের পূর্ব্বেই নবদুর্গা নাম ঘটিত শ্লোকে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পাঠকগণ মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই (৬০৬)। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠক মাত্রেই ইহাও অবগত আছেন যুদ্ধ

---

(৬০৬) চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করিবার ব্যবহার অনেক স্থানে প্রচলিত আছে—

"প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী। তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে রণক্ষেত্রে মহিষাসুর যে সময়ে দুর্গাদেবীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া "এ আবার কি ?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, সে সময়ে মহিষাসুর দেখিয়াছিলেন

পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥

নবমং শিবদূতীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা॥"

অগ্নিপুরাণে শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, কাত্যায়নী প্রভৃতি দুর্গাদেবীর নয়টি নাম স্থলে রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডা এই নয়টি নবদুর্গা নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও বিংশতি হস্ত কাহারও দশ হস্ত, কাহারও অষ্টাদশ হস্ত, কেহ বা শূলধারিণী, কেহ বা কুঠার ধারিণী কেহ বা খড়্গ বা অসি ধারিণী, কেহ বা ধনুক ধারিণী এবং কেহ বা শ্বেতবর্ণা, কেহ বা নীলবর্ণা, কেহ ব ধূম্রবর্ণা, কেহ বা অরুণবর্ণা ইত্যাদি নানাপ্রকার মূর্ত্তিতে নানাভাবে নানাসময়ে এই নবদুর্গা ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"ভগবানুবাচ। চণ্ডী বিংশতি বাহুঃ স্যাদ্বিভ্রতী দক্ষিণৈঃ করৈঃ। শূলাসি শক্তি চক্রাণি পাশং খেটায়ুধাভয়ম্॥

ডমরুং শক্তিকাং বামৈর্নাগপাশঞ্চ খেটকম্। কুঠারাঙ্কুশ চাপাংশ্চ ঘণ্টাধ্বজগদাস্তথা॥

আদর্শ মুদ্গরান্ হস্তৈশ্চণ্ডীবা দশবাহুকা। তদধো মহিষশ্ছিন্নমূর্দ্ধা পতিতমস্তকঃ॥

শস্ত্রোদ্যতকরঃ ক্রুদ্ধস্তদ্গ্রীবাসম্ভবঃ পুমান্। শূলহস্তো বমদ্রক্তো রক্তস্রগ্মূর্দ্ধজেক্ষণঃ॥

সিংহেনাস্বাদ্যমানস্তু পাশবদ্ধো গলে ভৃশম্। যাম্যাঙ্‌ঘ্র্যাক্রান্তসিংহা চ সব্যাঙ্‌ঘ্রির্নীচগাসুরে॥

চণ্ডিকেয়ং ত্রিনেত্রা চ সশস্ত্রা রিপুমর্দ্দিনী। নবপদ্মাত্মকে স্থানে পূজ্যা দুর্গা স্বমূর্ত্তিতঃ॥

আদৌ মধ্যে তথেন্দ্রাদৌ নবতত্ত্বাত্মভিঃ ক্রমাৎ। অষ্টাদশভুজৈকা তু দক্ষে মুণ্ডঞ্চ খেটকম্॥

আদর্শ তর্জ্জনীচাপং ধ্বজং ডমরুকং তথা। পাশং বামে বিভ্রতী চ শক্তি মুদ্গর শূলকম্॥

বজ্র খড়্গাঙ্কুশ ধরান্ চক্রং দেবী শলাকয়া। এতৈরেবায়ুধৈর্যুক্তা শেষাঃ ষোড়শবাহুকাঃ॥

ডমরুং তর্জ্জনীং ত্যক্ত্বা রুদ্রচণ্ডাদয়ো নব। রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা। উগ্রচণ্ডা চ মধ্যস্থা রোচনাভারুণাসিতা॥

নীলা শুক্লা ধূম্রিকা চ পীতা শ্বেতা চ সিংহগাঃ। মহিষোত্থঃ পুমান্ শস্ত্রী তৎকচগ্রহমুষ্টিকাঃ।

আলীঢ়া নবদুর্গাঃ স্যুঃ স্থাপ্যাঃ পুত্রাদি বৃদ্ধয়ে॥" (অগ্নিপুরাণ)

অগ্নিপুরাণ হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ন্যায় অন্যান্য পুরাণেও দুর্গাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ধ্যান ও পূজা করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণনা সহিত এই সকলের কিছু অনৈক্য থাকিলেও ইহাতে চিন্তান্বিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। কারণ সাধকের অবস্থার এবং সাধনার উদ্দেশ্যের এবং সাধনার কালের পার্থক্য অনুসারে একই দুর্গাদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে অবস্থিত দেব দানব মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ধ্যান ধারণা, ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে পূজা ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে যে সময়ে সময়ে সন্দর্শন করিবেন ইহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং তিব্বত চীন জাপানে যে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকারের মৃন্ময়ী

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সেই দুর্গাদেবীর বিরাট মূর্ত্তির শিরোভূষণ মুকুট গগন ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আর তাঁহার পদাঘাতে সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হইতেছে, তাঁহার দেহতেজে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া

পাষানময়ী ও ধাতুময়ী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা প্রতিমা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও কারণ অনুসন্ধান এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

নারায়ণ যেমন নানাকার্য্য সাধনজন্য দশাবতারে দশমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি দুর্গা নানাকার্য্য সাধন জন্য নয়বারে নয়টিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিতা হইয়াছেন। দেবীর এই নয় মূর্ত্তির প্রথম মূর্ত্তির নামই উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে "শৈলপুত্রী" প্রদত্ত হইয়াছে। শৈলপুত্রী দেবীর অন্য নাম পর্ব্বতরাজকন্যা বা পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর জন্মবৃত্তান্ত কালিকাপুরাণে বিস্তারিতরূপে প্রদান করা হইয়াছে। উহা পাঠে জানিতে পারা যায়, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজাতে পরিতুষ্টা হইয়া দুর্গাদেবী মহিষমর্দ্দিনীরূপে জগতে অবতীর্ণ হইবার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়রাজমহিষী মেনকা তাঁহাকে কন্যারূপে পাইবার অভিলাষে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে ওষধিপ্রস্থ নামক তীর্থস্থানে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়া সাতাইশ বৎসর কাল দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার এই স্থানেই প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে বর্ণিত এই সংক্রান্ত ইতিহাস হইতে নিম্নে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি—

"ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতে মৃন্ময়ীমূর্ত্তি করিয়া কোনসময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করতঃ সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মেনাদেবী মহাঐশ্বর্য্য লালসাতে পূজা করতঃ কাল যাপন করিলেন। সপ্তবিংশতি বৎসরের পর জগন্মাতা, জগন্ময়ী অত্যন্ত প্রীতি লাভ করতঃ প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। দেবি! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা এইক্ষণ প্রার্থনা করুন, আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব। তাহার পর মেনকাদেবী প্রত্যক্ষ ভাবে কালীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন; দেবি! আপনার মূর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষে দেখিলাম;" * * * "তাহার পর মেনকাদেবী প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতা পরমেশ্বরী কালীকে অভিলষিত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।" * * * "কন্যারূপে দেবীকে পাইবার প্রার্থনা করায় দেবী বলিলেন, সকল জগতের হিতের জন্য আমি তোমার কন্যা হইব। তুমি নিত্য সুখ প্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান রূপ সম্পন্না ও সুভগা হইবে। জগদ্ধাত্রী এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।" * * * *

"তাহার পর—যে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা কালিকা পূর্ব্বে সতীদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পুনর্ব্বার জন্মের নিমিত্ত মেনকা সমীপে গমন করিলেন এবং অনুরূপ সময়ে তাঁহার গর্ভে উৎপন্না হইয়া সাগর হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গার ন্যায় জন্মিলেন। দেবীর জন্ম হইলে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া সুন্দর গন্ধে আমোদ করিতে লাগিল, তৎপরে গভীর তোয় বৃষ্টির ন্যায় পুষ্প বৃষ্ট হইতে লাগিল। মহা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, মেঘকুল মৃদুগর্জ্জন করিতে লাগিল, দেবীর জন্ম হইলেই সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্যময় হইল। নীলোৎপল-দল সদৃশা নবপ্রসূতা শ্যামাকে দেখিয়া মেনকা হাস্যের সহিত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন; অন্তরিক্ষস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামা সেই হিমালয় সুতাকে স্তব করিতে লাগিল;

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পড়িয়াছে। তিনি সহস্র হস্তে সহস্র প্রকার শত্রুবধকারী অস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে একাকিনী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন (৬০৭)। দুর্গাদেবীর এইরূপ বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য সে সময়ে কেবল দেবগণ, মুনিগণ এবং দানবগণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মর্ত্তলোকের কোন মানব কর্ত্তৃক দেবীর এই মূর্ত্তি কখনও দৃষ্ট হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই—এই মূর্ত্তির পূজাও মর্ত্তলোকে এ পর্য্যন্ত কেহই প্রচার করিতে পারেন নাই। সহস্রভুজা দুর্গাদেবীর প্রতিমা কোন স্থানে দেখিতে না পাইলেও, অষ্টাদশ ভূজা, দশভূজা, অষ্টভূজা কিম্বা চতুর্ভূজা কিম্বা দ্বিভূজা দুর্গা প্রতিমাতে এ সময়ে অনেকস্থানেই দুর্গাপূজা হইতে দেখা যায়। রক্তবরণা, রক্তবসনা, আরক্তনয়না কিম্বা কেবল সিংহপৃষ্টে আরূঢ়া কিম্বা কেবল মহিষাসুরোপরি সংস্থাপিতা

হিমালয় তাঁহাকে "কালী" এই নামে আহ্বান করিলেন। বান্ধবগণ দেবীর "পার্ব্বতী" এই নাম রাখিলেন। আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও বলিতেন। তাহার পর দেবী, গিরিরাজ গৃহে বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় ও শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গলা অনুবাদ)

দুর্গাদেবীর "শৈলপুত্রী" নাম প্রাপ্তির ইতিহাস উপরে যেরূপ উদ্ধৃত হইল, এইরূপ বর্ণনা দুর্গাদেবীর ব্রহ্মচারিণী, কাত্যায়নী প্রভৃতি আর আটটি মূর্ত্তিতে জগতে প্রকটিতা হইবার বিস্তৃত ইতিহাস ও দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল পৌরাণিক ইতিহাস এখানে উদ্ধৃত করা হইল না। দেবীর "দুর্গা" নাম প্রাপ্তির ইতিহাস এস্থানের প্রয়োজন উপযোগী হইবে বিবেচনাতে এখানে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ হইবার পরে, দেবতাগণের স্তুতিতে পরিতুষ্টা হইয়া দেবী চণ্ডিকা যেসময়ে দেবতাগণকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের কথা বলিতেছিলেন সেই সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন –

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্। দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥" (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

এই শ্লোকে দেখা যাইতেছে—দুর্গ অসুরকে বধ করিবার পরে দুর্গাদেবী নামে তিনি জগতে প্রসিদ্ধা হইবেন। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শুম্ভাসুরই দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না" (দেবীমাহাত্ম্য ৫৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মহিষাসুর নিপাতন পরে দেবতাগণ যখন দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন তখনও দেবতাগণ চণ্ডিকাকে "দেবী দুর্গা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিয়াছিলেন। (দেবীমাহাত্ম্য ২৭১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ভাবে ইন্দ্রাদি দেবতা অনেকেই অনেক সময় দেবীকে দুর্গানামে সম্বোধন করিয়াছেন। এই সকল অবস্থা প্রতি প্রণিধান করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে—দুর্গ অসুরকে বধ করিয়া দুর্গানামে জগতে বিখ্যাতা হইলেও দেবীর দুর্গা এবং কালী প্রভৃতি নাম নিত্য এবং দেবীকে দুর্গা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিবার রীতি সৃষ্টির প্রায় প্রথম অবস্থা হইতেই দেব দানব মানবগণ মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

(৬০৭) "স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা। পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষ পাতালাং ধনুর্জ্যানিস্বনেন তাম্। দিশোভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্যসংস্থিতাম্॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর মর্দ্দন অধ্যায়)

দুর্গা প্রতিমা পূজা হইতেও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৬০৮)। বাঙ্গালা দেশে সচরাচর লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশাদি দেবতা পরিবেষ্টিতা এবং এক পদ দেবীবাহন সিংহ পৃষ্ঠে অন্যপদ ছিন্ন মহিষ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত মহিষাসুর স্কন্ধে সংস্থাপিতা প্রসন্ন বদনা দুর্গা প্রতিমা পূজিতা হইতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সেইরূপ দুর্গাদেবীর প্রতিমা ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে পূজা হইতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে যেরূপ মূর্ত্তিতে সচরাচর দুর্গাপূজা হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ দুর্গা মূর্ত্তির বর্ণনা কোন কোনও পুরাণ মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় (৬০৯)। এই অবস্থা প্রতি প্রণিধান করিলে সহজেই অনুমান

---

(৬০৮) দুর্গাপ্রতিমার মূর্ত্তি গঠন সম্বন্ধেও ভারতের নানাস্থানে নানারূপ প্রকরণ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় এমন কি, বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও বিভিন্ন প্রকারে গঠিতা ও চিত্রিতা দুর্গাদেবীপ্রতিমা পূজিতা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিতা দুর্গা প্রতিমা সাধারণতঃ প্রায় সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইলেও, পাবনা জিলার অন্তর্গত স্থলবসন্তপুরে পাকড়াশি জমিদারদের বাড়ীতে, ঢাকা জিলার অন্তর্গত বজ্রযোগিণী গ্রামের প্রাচীন কুশীলাল শ্রোত্রিয় জমিদার গৃহে এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত বেন্দাগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যা বংশধর ভট্টাচার্য্যমহাশয়দের বাড়ীতে রক্তবর্ণে চিত্রিতা দুর্গামূর্ত্তির পূজা হইতে দেখা যায়। কোনস্থানে দুর্গাপ্রতিমা লক্ষ্মী সরস্বতী দেবীকে উভয় পার্শ্বে লইয়া, কোথাও বা একাকিনী দেবী সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া মহিষাসুর নিহত করিতেছেন এই ভাবের প্রতিমা গঠিত হইয়া থাকে।

"হিতবাদী" সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত সুশীল প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত দুর্গাপূজা ভারতবর্ষের দেশবিশেষে যে মূর্ত্তি লইয়া হয় তাহা এই:—উড্র, কলিঙ্গ ও মধ্যদেশে দেবী অষ্টভুজা. অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, চোহার, শ্রীহট্ট, কোশল ও শরবল্লকে দেবী অষ্টাদশভুজা. মহেন্দ্র, হিমালয়, কুরুদেশ, মথুরা, কেদার ও রামঠে দেবী দ্বাদশভুজা, মকরন্দ, বিরাটক, কৌমারগড়, পারিপাত্র ও দক্ষিণে দেবী দশভুজা, মরহট্ট, গজাহ্বয়, পূর্ণশৈল, নেপাল, কচ্ছদেশ ও কঙ্কণে দেবী চতুর্ভুজা এবং সাগরান্তিকে দেবী দ্বিভুজা।

(৬০৯) "মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ দেবীর পূজা করেন। দেবী সেই অবধি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে বিখ্যাতা হন। সেই অবধি সর্ব্বত্র সকল লোক সেই মূর্ত্তিরই পূজা করে। মূল মূর্ত্তি এক্ষণে অন্তর্হিত। এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিই প্রসিদ্ধা হইয়াছে। দেবতাদিগের বরদান হেতু এবং ব্রহ্মাদির উপযোগ হেতু ঐ মূর্ত্তিকে সকলে পূজা করে, হে ভৈরব! আমি সেই মূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। মস্তকে জটাজুট সমাযুক্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্র শেখর স্বরূপ বিরাজমান. তিন লোচনে শোভিত এবং মুখ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দীপ্তিমান্, বর্ণের আভা তপ্তকাঞ্চন তুল্য, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং সুলোচনা. তাঁহার শরীর নবীন যৌবন সম্পন্ন এবং সকল আভরণে বিভূষিত, দন্তগুলি অতি মনোহর, স্তনদ্বয় পীন এবং উন্নত. তাঁহার শরীর সংস্থান ত্রিভঙ্গ ক্রমে, স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনী এবং মৃণাল সদৃশ কোমল অথচ আয়ত দশবাহুযুক্ত, ঐ দশ বাহুর মধ্যে দক্ষিণ পাঁচ বাহুতে যথাক্রমে এই সকল অস্ত্র আছে;—দক্ষিণের সর্ব্বোপরি বাহুতে ত্রিশূল, তাহার নীচে ক্রমে ক্রমে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি; পাঁচ বামবাহুতেও যথোর্দ্ধ খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধস্থ বাহুতে ঘণ্টা বা পরশু।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করা যাইতে পারে, বৌদ্ধ এবং মুসলমান রাজ্য শাসন সময়ে ঐ সকল শাসনের প্রখর প্রভাব বিস্তার হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মভাবকে এবং লোকাচারকে ধীরে ধীরে যেরূপ রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে সেরূপ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এই সময়ে এ কথাটিও স্বীকার করিতেই হইবে যে এতদিন বাঙ্গালাদেশ যেরূপ অন্যত্র হইতে আগন্তুক ভাবস্রোতকে যথাসাধ্য বাধা দিয়া আত্মরক্ষা কার্য্যে তৎপরতা দেখাইতে পারিযাছিল, কিছু দিন যাবৎ সেরূপ আর পারিতেছে না—ইদানীং বাঙ্গালাদেশের হিন্দুর জাতীয় গৌরব দুর্গাপূজা এবং দুর্গোৎসব ও দিন দিন অতি মাত্রাতে নিস্তেজ নির্জীব হইয়া চলিয়াছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ অবসাদ অবস্থা প্রাপ্ত বাঙ্গালাদেশকে এই দুর্গোৎসবেই একদিন সজীব, সবল এবং সতেজ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল,—এখন আবার সেরূপ শক্তি সাধনাকে এদেশে কে আনয়ন করিয়া অবসন্ন বাঙ্গালার দেহে নবজীবন দান করিবে? এ প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর দাতা এসময়ে এদেশে কেহ আছেন কি না বলিতে পারি না।

শরৎকালীয় দুর্গাপূজার সাধনামন্দিরে প্রবেশের পথ প্রদর্শন জন্য এপর্য্যন্ত আমরা যে সকল শাস্ত্রীয় উক্তির দীপালোক আনিয়া সম্মুখে ধরিলাম তাহাতে গন্তব্যপথ অনেকটা পরিস্কার হইল বলিয়াই আমরা অনুমান করি, কিন্তু—অনেকে যে ইহার বিপরীত মনে করেন তাহাও আমরা জানিতেছি। তাঁহারা হয়ত বলিবেন,—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুর্গাপূজার কথার অবতারণা করিয়া গন্তব্য পথের অন্ধকার বিদূরিত করা দূরে থাকুক বরং আরও একটা "গোলকধাঁধাঁ" সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে এরূপ অভিযোগ আনয়ন করিবার কোনই স্থল উপস্থিত হয় নাই। জগৎ সংসারে গন্তব্যপথ অনেক থাকিলেও গন্তব্যস্থান যে

দেবীর নীচে ছিন্নশির মহিষ, ঐ মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়াতে উহা হইতে একটা খড়্গপানি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদ্ধ এবং সর্ব্বশরীর মহিষের অস্ত্রে বিভূষিত, মহিষের রক্তে তাঁহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় ও আরক্ত, নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাহার মুখ ভ্রূকুটিতে কুটিল হইয়াছে এবং তাহার কেশ একত্র করিয়া দুর্গা বামহস্তে ধারণ করিয়াছেন। তাহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেবী সিংহকে তাহার প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। ঐ সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণ পাদ বিন্যস্ত, বামপাদ একটু ডিঙ্গামারা ভাবে, কিন্তু তাহার অঙ্গুষ্ঠ মহিষের উপর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা সর্ব্বদা এই অষ্টশক্তিতে তিনি পরিবৃতা; সেই ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষদায়িনী দেবীকে এইরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ)

এক হইতে পারে, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। এই সাধারণ কথা বুঝাইবার জন্য একটি সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া দেখাইতেছি। বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিতে সঙ্কল্প করিয়া, কলিকাতা হইতে কেহ রেলপথে, কেহ সমুদ্র পথে জাহাজে, কেহ আকাশপথে বায়ুযানে পোতে কিম্বা ভূমিপথে মটর গাড়ীতে, বাইসাইকেলে, অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে, নিজ নিজ সুবিধা এবং দেহবল ও অর্থবল অনুসারে, যিনি যে ভাবেই যাত্রা করুন না কেন, দুই দিন অগ্রেই হউক বা দশ দিন পরেই হউক, সকলেই অভিলষিত স্থানে যাইয়া যেমন অবশ্যই পৌঁছিবেন, সেইরূপ সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক অনুষ্ঠান মার্গে হউক, যে মূর্ত্তিতেই হউক আর যে প্রকরণ পদ্ধতিতে হউক, দুর্গাদেবীর পূজা যিনই যে ভাবে করুন না কেন, ভক্তি সমন্বিত সেই পূজা হইলে, তাহা যে দুর্গাদেবীর গ্রহণ যোগ্য হইবে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থল নাই। এক দুর্গাদেবীর অসংখ্য রূপ এবং অসংখ্য নাম পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার যে কোন নাম স্মরণ এবং যে কোন রূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। এই ভাবের কথা যে কেবল চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, অন্যান্য পুরাণের তন্ত্রের এবং স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক স্থানেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় (৬১০)।

---

(৬১০) দেবী বলিলেন, নগরাজ! আমি যখন সর্ব্বরূপিণী, তখন যত কিছুস্থান দেখিতেছ, সমস্তই আমার প্রিয়তম ও পবিত্রস্থান, এবং আমিই যখন সর্ব্বকাল স্বরূপিণী, তখন আমার প্রীত্যর্থে যে সময়ে যে কোন ব্রত বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদয় ব্রত ও উৎসবই আমার প্রীতিপদ জানিবে।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবী ভাগবত)

"গিরিরাজ হিমালয়ের প্রশ্নের উত্তরে অন্য একস্থানে দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন—প্রথমতঃ বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে আমার পূজা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাহ্য পূজা আবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে। ভূধর! উল্লিখিত বৈদিকী পূজাও মদীয় ব্যাপক ও অব্যাপক মূর্ত্তিভেদে বহুবিধ জানিবে। বেদোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈদিকী এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ তান্ত্রিকী পূজা করিবে।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবী ভাগবত)

চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের ২৮১ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৩৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত স্থানমধ্যে দেবতাগণ দেবী দুর্গাকে "তুমি বুদ্ধিরূপা, তুমি নিদ্রারূপা, তুমি ক্ষুধারূপা, তুমি ছায়ারূপা, তুমি শক্তিরূপা, তুমি তৃষ্ণারূপা তুমি ক্ষান্তিরূপা, তুমি জাতিরূপা, তুমি লজ্জারূপা, তুমি শান্তিরূপা, তুমি শ্রদ্ধারূপা, তুমি কান্তিরূপা, তুমি লক্ষ্মীরূপা, তুমি বৃত্তিরূপা তুমি স্মৃতিরূপা তুমি দয়ারূপা, তুমি তুষ্টিরূপা, তুমি মাতৃরূপা, তুমি ভ্রান্তিরূপা, তুমি সর্ব্বভূতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী এবং তুমি চিৎরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিনী" ইত্যাদি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। লোক নেত্রের দর্শন যোগ্য হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দুর্গাদেবীর নানারূপে ধ্যান এবং পূজা করিবার কথাত অনেক স্থানেই আছে, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে মানস নেত্রে উপরে লিখিত তাঁহার

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দুর্গাপূজার এই আলোচনা ক্ষেত্রে এ সময়ে আর দুইটি অতি গুরুতর চিন্তনীয় কথা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহা এই—(১) দুর্গাদেবীর এক মূর্ত্তিকে নানানামে নানাধ্যানে নানা

নানাবিধ আধ্যাত্মিক মূর্ত্তিতেও ধ্যান এবং পূজা করা যে সম্ভবে তাহাই উপরি উক্ত কয়েকটি শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়া রাখা হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যগ্রন্থের প্রারম্ভে মহামুনি মেধস বলিয়াছেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়াসর্ব্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥"

(৬৪, ৬৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ পরে দেবতাগণ দেবী দুর্গাকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও এক স্থানে কথিত হইয়াছে—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে। ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গেদেবি নমোঽস্তুতে॥"

(৫৯৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

ঐ দেবস্তুতিরই আর এক স্থানে দেবতাগণ বলিয়াছেন—

"রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎপ্রকরোতি কান্যা।" (৬০৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

"ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডমনুজেশ্বর। মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া॥"

(৬৬৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতি রূপা চ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

(৫৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

দুর্গাদেবীর ধ্যান ও স্তবস্তুতির ভাবমূলক রূপপ্রদর্শক প্রতিমা নির্ম্মাণ করা পৃথিবীর কোনস্থানের কোন চিত্রকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার বা প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাতা কারিকর কাহারই সাধ্যায়ত্ব নহে। তথাপি এরূপ চেষ্টা বহু পূর্ব্বকাল হইতে কেবল ভারতে নহে চীন জাপান তিব্বত প্রভৃতি দেশের শক্তিউপাসকগণ মধ্যেও চলিয়া আসিতেছে। (চীন জাপানের দুর্গা প্রতিমার ফটগ্রাফ এই ব্যাখ্যার পরিশিষ্ট খণ্ডে দ্রষ্টব্য)। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের নানাস্থানে দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে কথিত নানাবিধ স্তবস্তুতি, ধ্যান এবং পূজা প্রকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া দেবীর বিশ্বব্যাপিকা ভাবকে যেমন একদিকে প্রদীপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নানাস্থানে তাঁহার নানাভাব ও রূপময়ী নানাপ্রকারের প্রতিমা স্বর্ণে, প্রস্তরে ও মৃত্তিকাদিতে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপিকা মাতৃ ভাবকেই পরিস্ফুট করিয়া দিতে নানা লোকে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

বহুবিধ নামে এবং বহুবিধরূপে দুর্গাদেবীকে চিন্তা করিয়া দুর্গাদেবীর বিশ্বব্যাপিকা ভাবকে সাধকের হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য দুর্গাপূজা সময়ের নয়দিন ব্যাপিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ করিবার প্রথার ন্যায়, অনেক হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীতে, দুর্গা দেবীর সহস্র নাম বিজ্ঞাপক গ্রন্থ পাঠ করিবার রীতিও প্রচলিত আছে। বলাবাহুল্য দুর্গাদেবীর এই সহস্র নামের সহিত তাঁহার সহস্র প্রকার রূপের চিন্তাও বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যেও দুর্গা-দেবীর বহুবিধ নাম ও বহুবিধ রূপের অভিন্নতা বুঝাইবার জন্য এখানে একটী ক্ষুদ্রগল্পের স্থানদান করিতেছি।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রকরণ পদ্ধতিতে পূজা করা হইয়া থাকে। (২) দুর্গাদেবীর নানা সময়ের নানা মূর্ত্তিকেও একই প্রকরণ পদ্ধতিতে এবং একই আয়োজন অনুষ্ঠানেও পূজা করা হইয়া থাকে। এ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে চাহিলে মানব প্রকৃতির অন্তস্তত্ত্ব একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। মানব প্রকৃতিতে নিহিত সত্ত্বরজতমগুণের পরিমাণের অল্পাধিক অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য সকল মানুষ সর্ব্বকালের জন্য কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে পারেন না। এই কারণেই মানব সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা দেখা যায় এবং উপাস্য দেবতা যেখানে এক, সেরূপ স্থলেও তাঁহার পূজা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে দেখা যায়। একই দেশে একই হিন্দু সমাজে

পিতা, জনক, বাবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একমাত্র পিতাকেই বুঝাইয়া থাকে। মাতা, মা, জননী গর্ভধারিণী শব্দ সম্বন্ধেও উহাই বলা যাইতে পারে। অরুণ, তপন, মার্ত্তণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারী সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদানের প্রথা থাকিলেও ঐ সমস্ত সূর্য্য, ভিন্ন ভিন্ন নামধারী হইলেও এক ভিন্ন দুই নহে। চিনির ছাঁচে হাতী ঘোড়া ময়ূর রথ নৌকা প্রভৃতি কতই সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু ঐ সকলের আকার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ঐ সমস্তের রসে কোন পার্থক্য নাই। একটি গল্প আছে যাহা এক্ষেত্রের উপযোগী, এ কারণে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। একটি বালক তাহার কোন সমপাঠী বন্ধুর নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—"আমার সকাল বেলার বাবা ভাল না বড় পাজি, বিকাল বেলার বাবা কিছু ভাল আর রাত্রের বাবা খুব ভাল।" বালকের মুখে এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া, সেখানে উপস্থিত আর একটি লোক বালককে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিয়াছিল— "সকালের বাবা আমার পড়ার স্থানে আসিয়া বসিয়া কতই অঙ্ক জিজ্ঞাসা করে আর উত্তর দিতে না পারিলে রাগ করে আমার পিঠে সপাসপ্ বেত মারে। বিকালে কোট চাপকান পরা আফিস ফেরতা আমার বাবা হাতে সালপাতের ঠোঙ্গায় করে মিঠাই আনে আর তা' হতে দুই একটা লাড়ু আমাকে খেতে দেয়। রাত্রের বাবা আমার মার আর আমার মধ্যে শুয়ে থেকে কত খাসা খাসা গল্প শুনায় আর আমাকে ঘুম্ পাড়ায়।" এই গল্পের শিশুর পিতা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচরণ করা সত্ত্বেও যেমন এক ভিন্ন দুই পিতা নহে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে সংস্থিতা দুর্গাদেবী ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে ও বসন ভূষণে প্রকাশ প্রাপ্ত হইলেও মূলে এক এবং অভিন্না। আর একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া আমাদের কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্থান ও কালের অবস্থা ঘটিত পার্থক্য অনুসারে আকাশের মেঘ হইতে কোথাও বা বৃহৎ শিলাখণ্ড আকারেই হউক, কোথাও বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাষ্পরেণু কুয়াসা আকারেই হউক, বর্ষাকালে শ্রাবণের ধারা রূপেই হউক কিম্বা শরৎকালের ঝুর ঝুরি বৃষ্টি আকারেই হউক, যে ভাবে এবং যে নামেই হউক পৃথিবীতে জল আকারে আসিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে নদীবক্ষের পূর্ণতা প্রদান করিয়া থাকে। দুর্গাদেবীও সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর অধিকার ভেদে তাহাদের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সকলের হৃদয় ক্ষেত্রকেই উর্ব্বর করিবার উপযোগী ভক্তিধারা উহাতে প্রবাহিত করিবার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া থাকেন।

একই দুর্গা দেবীর পূজার্চ্চনা কার্য্যেও এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া চলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে নহে, নানাবিধ লৌকিক কার্য্য ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের সমুজ্জ্বল প্রকাশ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইয়া থাকি (৬১১)।

---

(৬১১) সত্ত্বরজস্তম আদি কোন্ গুণ প্রধান নরনারী কিরূপ পান ভোজনে আসক্ত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সামাজিক ব্যাপার বিবাহাদি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য আটপ্রকার বিবাহ ব্যবস্থা মনুস্মৃতিতে প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। যথা—

"চতুর্ণামপিবর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্। অষ্টাবিমান সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধত॥
ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যাস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ (মনুসংহিতা)

চিকিৎসা ব্যাপারেও সত্ত্বরজস্তম গুণাধিক্য এবং বায়ু-পিত্ত-কফ প্রধান ব্যক্তিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা চরক সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত সংহিতা গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জন সাধারণের সদা প্রয়োজনীয় লৌকিক নানাকার্য্যেও তাহাদের প্রাকৃতিক রুচি এবং অধিকার ভেদে নানাস্থানে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এবিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমান সময়ে এদেশের রাজনৈতিক আকাশে কংগ্রেসী অন্দোলনের যে ধূম উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নানাশ্রেণীর লোকে এসময়ে কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলকেই একপথে চলিবার জন্য কংগ্রেস পরিচালকগণ পুনঃ পুনঃ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু মানব প্রকৃতি কোন ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল একপথ গামী হইয়া থাকিতে পারেনা এই কারণে উপদেষ্টাগণের এসকল উপদেশ এবং আদেশ দেশের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেছেনা। মতভেদ ও পন্থাভেদ অলক্ষিত ভাবে কংগ্রেস কার্য্য ক্ষেত্রকে দিন দিন রূপান্তরিত করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের চারিশ্রেণীর লোককে প্রধানতঃ চারিটী বিভিন্ন পথ ধরিয়া রাজনৈতিক স্বদেশ সেবাকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে। অন্য উপযুক্ত শব্দের অভাবে বুঝাইবার সুবিধার্থে, বর্ত্তমান সময়ের এদেশের রাজনৈতিক সাধক গণের এই চারিটী স্বদেশ সেবার পথকে এই চারিটী নামে বিভক্ত করিয়া রাখিতে বাধা নাই। (১) মানসিক রাজনৈতিক সাধনা ২) সাত্ত্বিক রাজনৈতিক সাধনা (৩) রাজসিক রাজনৈতিক সাধনা ৪) তামসিক রাজনৈতিক সাধনা। মানসিক রাজনৈতিক সাধকগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাশূন্য হইয়া কেবল দেশের হিতার্থে সর্ব্বদা মনে মনে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক রাজনৈতিক সাধকগণ বাচনিক ও লিখিত সদুপদেশ দানাদি দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করেন। রাজসিক রাজনৈতিক সাধকগণ উচ্চপদ, ক্ষমতা এবং নানাবিধ সুবিধা প্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কংগ্রেস কন্ফারেন্স প্রভৃতি বিরাট সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া মহাসমারোহে মহাধুমধামের সহিত সময়ে সময়ে স্বদেশের সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তামসিক সাধকগণ আসুরিক উল্লম্ফন আস্ফালন কুর্দ্দন গর্জ্জন ধাপ্পাবাজি গলাবাজি কারসাজি ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশসেবা করেন। মানব-প্রকৃতি-বনস্পতির মূলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যাঁহারা কেবল বাহিরের উচ্চ ভাবের রঙ্গীন ফুলের উগ্রঘ্রাণে বিভোর

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬৪২ সংখ্যক শ্লোকে মহাপূজার কথা উল্লেখের পরেই ৬৪৩ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"ভক্তি সমন্বিত হইয়া যিনিই আমার চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন তিনি সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্ত হইবেন।" কোন কোনও টীকাকার এই স্থানের "বাধা" শব্দের অর্থে "উপদ্রব" লিখিয়াছেন (তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা দ্রষ্টব্য)। কেহ "বিঘ্ন" লিখিয়াছেন (দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৬০২ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যেও "বাধা" শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং এস্থানেও বাধা শব্দের অর্থে কেহ কেহ "বিপদ" অর্থ প্রদান করিয়া ব্যাখ্যাক্ষেত্রে একটা নূতন বিপদ আনয়ন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৬৫৯ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর মুখ হইতে "বাধা" শব্দের পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও "সর্ব্ববাধা" শব্দের অর্থে পরমপূজ্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্ত্তা নাগোজী ভট্ট তাঁহার কৃত চণ্ডী ব্যাখ্যাগ্রন্থে "সর্ব্বাসু বাধাসু মহাপীড়াসু" লিখিয়া রাখিয়াছেন (৬১২)। স্থল বিশেষের জন্য এ সকল অর্থ ই ঠিক হইতে পারে কিন্তু—এই সকলের কোন অর্থকেই এস্থানের উপযোগী অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে,—চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থমধ্যে দেবী চণ্ডিকার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত একই স্থানে বহুবার "বাধা" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, সর্ব্বজাতির একীকরণ, স্বদেশ প্রেমের একতা সংসাধন প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া কালযাপন করিতে চাহেন তাঁহারা যে হিন্দুজাতির বহুমুখী ধর্ম্মানুষ্ঠানকে নিদারুণ ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন এবং হিন্দুধর্ম্মকে তেরজাতির পাকশালায় তেত্রিশ হাঁড়িতে একটা খিচুড়ি পাক করা কার্য্য বলিয়া যে উপহাস করিবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা নানাস্থানে নানাপ্রকার পদ্ধতিতে দুর্গ পূজার অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া উহাতে হিন্দুজাতির এক প্রাণতার অভাব বলিয়া যে বিরক্ত হইবেন ইহাও কিছুমাত্র বিস্ময় জনক নহে। যে দেশের মানুষে দুর্গা দেবীকে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" বলিয়া স্তব পাঠ করেন, যে দেশে মাতৃরূপা দুর্গাদেবী স্থান কাল পাত্রের অবস্থাভেদে নানারূপে নানাবেশে নানানামে ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে দেশে স্তনদুগ্ধপায়িনী মাতৃকোলে শয়িতা বালিকা "মা দুর্গা" বলিয়া শয্যাতে উঠিয়া বসিতে অভ্যস্ত, যে দেশে শ্বেতকেশ অশীতিপরবৃদ্ধ তুলসীতলে শেষ-শয্যাতে সজ্ঞানে শুইয়া তাহার মা দুর্গাকে পুনঃ পুনঃ মা কাছে আইস বলিয়া ডাকিতে ব্যস্ত, সে দেশে নানা অবস্থাতে নানাশ্রেণীর লোকে নানাবিধ পদ্ধতিতে নানা উপকরণ আয়োজনে যে তাহাদের মাতৃরূপা একই দুর্গাদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পূজা অর্চ্চনা করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যে বিষয় নহে।

(৬১২) কেহ কেহ নাগোজী ভট্ট প্রদত্ত "বাধা" শব্দের মহাপীড়া অর্থ ই যে গ্রহণ যোগ্য ইহা সপ্রমান করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যা রোগের অন্য একটি নাম "বাধক" কথিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন। এবম্বিধ যুক্তি তর্কের অবতরণার স্থান চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ নহে।

যাইতেছে। একই স্থানে পর পর অনেক শ্লোকে পুনঃ পুনঃ "বাধা" শব্দের উল্লেখ থাকাতে ঐ "বাধা" শব্দের গুরুত্ব এখানে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এই অবস্থা প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বাধা শব্দের অর্থে জনসাধারণে সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহাই টীকাকার ও ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ এখানে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সচরাচর লোকে "কার্য্যে বাধা দেওয়া কথাতে" কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়া বুঝিয়া থাকেন (৬১৩)। এখানে "বাধা" শব্দ বন্ধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে। ৬৫৯ সংখ্যক শ্লোকে "সর্ব্ববাধা" কথিত হওয়ায় উপরি উক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে। পুরাণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে দাসত্বের বন্ধন এবং পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য দেবতাগণ দেবী চণ্ডিকাকে অনেকবার অনেকস্থানে অনেকপ্রকার স্তবস্তুতি এবং আরাধনা করিয়াছেন (৬১৪)। এতদ্ভিন্ন

---

(৬১৩) কোনও স্থানে চোরে অন্যের বস্তু আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া পাহারাওয়ালা চীৎকার করিলে কিম্বা দৌড়াইয়া আসিয়া চোরকে ধরিলে, পাহারাওয়ালা চোরের ঐরূপ কার্য্যে বাধা দিতেছে আমরা বলিয়া থাকি। কোনও লম্পট ব্যক্তি ছলে বলে কৌশলে পরের সুন্দরী ভার্য্যার ভালবাসা আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিতেছে, স্বামী কিম্বা আত্মীয় লোকে তাহা জানিতে পারিয়া লম্পট যুবার ঐরূপ অসৎকার্য্যের প্রতিবন্ধকাচরণ করিতেছেন দেখিলে তাহারা লম্পটের কার্য্যের বাধা দিতেছেন বলা হয়। এইরূপ শত শত লোকের শত শত প্রকার কার্য্যে নানা ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চারিদিকে আমরা চক্ষু সম্মুখে সর্ব্বদা দেখিতে পাইয়া থাকি। এই সকল কার্য্যকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া "বাধা" শব্দ যে এখানে প্রতিবন্ধকাচরণ কার্য্য অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে এই শ্রেণীর লোকের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বাধা বিঘ্ন সকল বিদূরিত হইয়া যাইবে আর সর্ব্ব-বাধা বিমুক্ত হইয়া চোরে অনায়াসে চুরি করিতে পারিবে, আর লম্পট অনায়াসে পরস্ত্রীহরণ করিতে সমর্থ হইবে এরূপ কথা এখানে আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না।

(৬১৪) "পূর্ব্বকালে, দেবগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য কর্তৃক বহুবার নিগড় বদ্ধ এবং বন্দী কৃত হইয়া জগদম্বাকে স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবতারা শৃঙ্খল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় যখন জগদম্বাকে স্তব করেন, মানবেরা তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহাকে "বন্দীতীর্থ" বলিয়া থাকে। বন্দীতীর্থের ভিতরেই "মহানিগড় খণ্ডন" তীর্থ। তথায় স্নান করিলেই সর্ব্ববিধ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত স্কন্দপুরাণের বঙ্গানুবাদ)

নানাস্থানের নানাবিধ দেবীস্তুতি মধ্যেও বন্ধন মোচনের প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিরুদ্ভয়ে। ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে॥

বন্ধনেচ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ। সর্ব্বেপ্রশমনং যান্তি।" ইত্যাদি (স্তবকবচ কল্পদ্রুমঃ)

"খলগণের দহন করিবার জন্যই যাঁহার শরীর ধারণ, যাঁহার তনু জলধরের ন্যায় এবং যিনি বন্ধন মোচনী, অনাদ্যা, সকল মাতৃরূপা তাঁহাকে নমস্কার।" যিনি কালে কালে দেহধারণ ও পরিত্যাগ করেন, মায়া বন্ধন মোচন করেন তাঁহাকে নমস্কার। (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ)

জগৎ সংসারের মায়ায় এবং মমতার বন্ধনে জ্ঞানী অজ্ঞানী বিদ্বান্ মূর্খ ধনী দরিদ্র সর্ব্ব-শ্রেণীর লোক সর্ব্বক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সকলেই দেখিতেছেন,—কেহ স্ত্রীর মায়াতে, কেহ পুত্র কন্যার মায়াতে, কেহ পালিত পশু পক্ষীর মায়াতে, কেহ অর্থের মায়াতে, কেহ বিত্তের মায়াতে, সম্পত্তির মায়াতে, রাজ্য বা জমিদারির মায়াতে, ঘর বাড়ী বাগানের মায়াতে, ব্যবসায় বাণিজ্য কারবারের মায়াতে, নাম যশ কীর্ত্তি প্রভৃতি নানা উচ্চ কিম্বা নিম্ন বিষয়ের মায়াতে সংসারের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোক সর্ব্বদা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। দেবী চণ্ডিকাই যে-সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল মায়াবন্ধন খুলিয়া মানুষকে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন, এরূপ উক্তি অনেক পুরাণের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৬১৫)। এমন কথা চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম অংশে ৫৬, ৫৭ এবং ৫৮ সংখ্যক শ্লোকেও পরিস্কার ভাষাতে কথিত হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের পরিসমাপ্তি অংশে ৬৯০, ৬৯১ এবং ৬৯৬ সংখ্যক শ্লোকে বৈশ্য সমাধিকে তাঁহার মায়া মোহবন্ধন উন্মোচন করিয়া তাঁহার মুক্তিপথ দেখাইয়া দিয়া দেবী চণ্ডিকা সর্ব্ববাধা দূরীকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ নিজেই এখানে অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন বলা যাইতে পারে। দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা পূর্ণ চণ্ডিকা চরিত্র মনোযোগ সহিত শ্রবণ করিলে, জীবের সর্ব্বপ্রকার মায়ার বাধা বন্ধন সকল ক্রমে শিথিল হইয়া তাহার প্রজ্ঞান চক্ষু খুলিয়া তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে চণ্ডীগ্রন্থের অনেক স্থানই এই ভাবের উপদেশ বাক্যে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখানে টীকাকারগণের প্রদত্ত "বাধা" শব্দের মহাপীড়া, উপদ্রব কিম্বা প্রতিবন্ধক হওয়া অসঙ্গত অর্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া বন্ধন মোচন মূলক প্রশস্ত অর্থ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত হইবে।

৬৪৪ সংখ্যক শ্লোকে দেবীকর্ত্তৃক ঘোষিত উক্তির স্থূলমর্ম্ম এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—"মর্ত্তলোকে আমার আবির্ভাব বিবরণ এবং অসুর ধ্বংসকর আমার যুদ্ধ পরাক্রম মূলক শুভ ইতিহাস সকল শ্রবণ করিলে মানুষ নির্ভয় হইয়া থাকে।" দুর্গাদেবীর এই উক্তিতে কেহ কেহ আত্মম্ভরিতার উচ্ছ্বাস কিম্বা গর্ব্বের একটু দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারেন কিন্তু,—দেবী

(৬১৫)। "যিনি জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কাম সাগরে নিক্ষেপ করতঃ আমোদ যুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাঁহারই নাম মহামায়া। * * * সেই পরাৎপরা দেবী, জ্যোতিঃ স্বরূপে ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন; সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগীগণকে মুক্তি দিতেছেন। তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিক দিগকে সংসার বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিতেছেন।
(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কালিকা পুরাণের বঙ্গানুবাদ)

মুখের এই সুমধুর উক্তিমধ্যে যে উহার লেশমাত্রও নাই তাহা ইতি পূর্ব্বে ৬৩১ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ আলোচনা সময়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভয়ে কম্পিত দুর্ব্বল হৃদয় জীব, তাহার চক্ষু সম্মুখে অন্যের নির্ভীকতা মূলক কোনও কার্য্য হইতে দেখিলে,—অন্যের সৎসাহস এবং বিক্রমের পরিচয় প্রত্যক্ষ করিলে, হৃদয়ে নূতন বল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। দেবী মুখের এই সকল উক্তি যে অসুর ভয়ে কম্পিত দুর্ব্বল দেবতাগণকে সবল এবং সৎসাহসী করিবার জন্য এক সময়ে ঘোষিত হইয়াছিল ইহা একটু চিন্তা করিলেই যে কেহ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশ মূলক ইতিহাস আনুষে শ্রবণ করিলে মানুষেও যে নির্ভয়, সৎসাহসী এবং আত্মরক্ষণ কর্ম্মশীল হইতে পারেন এ বিষয়ে একতিলও সন্দেহের স্থল নাই। ধর্ম্মানুচারী দেব ও মানব রক্ষার্থে দুরাচারী দানব সহ দেবী যুদ্ধের এই অপরূপ ইতিহাস ধর্ম্মনীতি রাজনীতি যুদ্ধনীতি ঘটিত লোক শিক্ষাকর নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রচারার্থে যে স্বর্গ ও মর্ত্তলোকে প্রকাশ করা হইয়াছে এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই (৬১৬)। ভয়ে জীবের জীবন হ্রাস হয় এবং সাহস এবং নির্ভীককতার প্রভাবে জীবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভয়মূলক বাক্যদানদ্বারা দেবকুল এবং মানবকুলকে ধ্বংসমুখ

---

(৬১৬) পরাজিত শরণাগত দীনার্ত্ত মহাযোদ্ধা মহিষাসুরকে প্রাণে না মারিয়া চিরকাল দেবশত্রু এই দুর্দ্দান্ত অসুরকে চরণাশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেবী চণ্ডিকা দয়ামূলক ধর্ম্মনীতির একটী অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণের চক্ষু সম্মুখে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে" ইত্যাদি উক্তি মূলক দেবতাগণের স্তুতির সার্থকতা এক্ষেত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়া তাহাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে তিনি প্রাণে না মারিয়া পাতালে যাইতে পথ দেখাইয়া দিয়া অপার দয়ার কার্য্য দেখাইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত প্রায় শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে শান্তির জন্য দূত প্রেরণ করিয়া রাজনীতির আর একটী উপদেশ দেবীচণ্ডিকা প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। রণক্ষেত্রে একাকিনী উপস্থিত হইয়া অসুর কুলকে নির্ম্মূল করিতে সমর্থা হইয়াও দেবীচণ্ডিকা সজ্ঘশক্তির সাহায্যে যুদ্ধ করিতে হইবে এই উপদেশ প্রদান জন্য দেবতা গণের হৃদয় হইতে দেবশক্তি সকল আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহিষাসুর সহিত মহাযুদ্ধ সময়েও ঐরূপ নিজ দেহ হইতে উৎপন্ন গণ সৈন্য লইয়া দেবীচণ্ডিকা অসুরদের সহিত ঘোরযুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত শত্রুকে সমূলে কিরূপে নির্ম্মূল করিতে হয় তাহার দেহের একবিন্দু রক্তশেষও যে রাখিতে হয় না তাহার অপূর্ব্ব উপদেশ রক্তবীজ সহিত ভীষণ যুদ্ধ সময়ে অট্টহাস্য সহিত সমরক্ষেত্রে জিহ্বা প্রসারণ করিয়া দেবীচণ্ডিকা প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ নানা শিক্ষার সামগ্রীতে চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থখানি আদি অন্ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই চণ্ডীমাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত হইয়া কিছুকাল শ্রবণ করিলে অবসন্ন দুর্ব্বল দেহতেও যে বল সঞ্চার হয় ভয়ে সশঙ্কিত হৃদয়ে ও যে নির্ভীকতা, সৎসাহস এবং চিত্তবল নয়ন ক য়ে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের স্থল নাই।

হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবী মহামায়া নিজের যুদ্ধ ইতিহাস নিজমুখে প্রকাশ করিয়া আত্মম্ভরিতার পরিচয় প্রদান করেন নাই বরং ইহার দ্বারা সর্ব্বজীব প্রতি তাঁহার অপার দয়ারই আর একটী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৬৪৫ সংখ্যক শ্লোকে "রিপবঃ সংক্ষয়ংযান্তি" বাক্যের অর্থে টীকাকারগণ যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রুক্ষয় স্থির করিয়াছেন। ইহা ঠিক হয় নাই। এখানের "রিপু" শব্দ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ষড়্‌রিপুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রু বিনাশ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৬৩৬ সংখ্যক শ্লোকে একবার কিছু বলা হইয়াছে। আলোচ্য ৬৪৫ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত "রিপবঃ সংক্ষয়ংযান্তি" বাক্যের পরেই এই এক পংক্তি মধ্যেই "কল্যাণ-ঞ্চোপপদ্যতে" শব্দ থাকাতে চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা রিপুক্ষয় হইয়া কল্যাণ উৎপন্ন হইবে জানিতে পারা যাইতেছে। চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা আমাদের দেহস্থিত কাম ক্রোধাদি রিপুক্ষয় হইলে আমাদের অমঙ্গল সকল দূর হইয়া কল্যাণ বা মঙ্গল উৎপন্ন হওয়াই স্বভাব-সিদ্ধ। ৬৫৪ সংখ্যক শ্লোকে "আমার চরিত্র বর্ণনা শ্রবণ করিলে যুদ্ধক্ষেত্রের বৈরিভয় নিবারণ হইবে" এরূপ বাক্য কথিত হইয়াছে। এজন্য আলোচ্য শ্লোক লিখিত "রিপু" শব্দ কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা। এই শ্লোক লিখিত "রিপু" শব্দ যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রধারী শত্রুগণকে লক্ষ্য করিয়া যে ব্যবহার করা হয় নাই পরন্তু—আমাদের অন্তঃকরণে সংস্থিত কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুকে লক্ষ্য করিয়াই যে ব্যবহার করা হইয়াছে পুরাণাদিতে ব্যবহৃত রিপু শব্দ দৃষ্টেও এরূপ অনুমান অনায়াসে করা যাইতে পারে। (৬১৭)।

৬৪৬ সংখ্যক শ্লোকে দেবীকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,—সর্ব্বপ্রকার শান্তিকর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে এবং গ্রহপীড়া উপস্থিত হইলে আমার চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। এই আদেশ বাণী দ্বারা বুঝিতে হইবে, ঐরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে সর্ব্ব অবস্থাতে সর্ব্বপ্রকারের অনুষ্ঠিত শান্তিকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে, দুঃস্বপ্ন জনিত মনঃকষ্ট

(৬১৭) বেদ পুরাণের অনেকস্থানেই ষড়্‌ রিপুর কোথাও বা পঞ্চরিপুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "ভয় মোহ, শোকও ক্রোধাদি রিপুত্যাগই সন্ন্যাস।"

(শাস্ত্রপ্রকাশ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নির্ব্বাণোপনিষদের বঙ্গানুবাদ)

"শরীরস্থ ষড়্‌রিপবো যথা। কামঃ ক্রোধঃ লোভঃ মোহঃ মদঃ মাৎসর্য্যশ্চ।" (শব্দ কল্পদ্রুমঃ)

ও দেহকষ্ট সকল কাহারই আর থাকিবে না এবং গ্রহবৈগুণ্য জনিত মানুষের সর্ব্বপ্রকার কষ্ট-
ভোগ দূরীভূত হইবে। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কৃত চণ্ডীব্যাখ্যানের
সহিত প্রকাশিত বাঙ্গালা অনুবাদে দেখা যাইতেছে, আলোচ্য শ্লোকে সন্নিবিষ্ট "সর্ব্বত্র" শব্দ
শান্তিকর্ম্ম শব্দের পরে থাকাতে উহা কেবল শান্তিকর্ম্ম উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ
অনুমান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ,—এস্থানের "সর্ব্বত্র" শব্দটী "সর্ব্বপ্রকার" শব্দের অর্থবোধক
মনে করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার শান্তিকর্ম্ম সম্পন্ন, সর্ব্বপ্রকার দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং সর্ব্বপ্রকার
গ্রহপীড়া চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণে প্রশমন হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইবে। অনেকে মনে
করিতে পারেন, "শান্তি" কার্য্য যখন একই প্রকার তখন সেস্থলে শান্তি শব্দের সহিত সর্ব্ব-
প্রকার শব্দের ব্যবহারের সার্থকতা কি ? শান্তি কার্য্য একপ্রকারের নহে। নানা অবস্থাতে
নানা উদ্দেশ্য সাধন জন্য শান্তি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শান্তি কার্য্যকে প্রধানতঃ
অষ্টবিধ শান্তি কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা বিভাগ করিয়াছেন (৬১৮)। এক চণ্ডী চরিত্র মাহাত্ম্য
শ্রবণ করিলেই এই আট প্রকারের শান্তি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। সেইরূপ এক চণ্ডী
চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই নয়টী গ্রহ বৈগুণ্য জনিত মানুষের নানারূপ কষ্টভোগ সহজে
বিদূরিত হইতে পারে। সেইরূপ এক চণ্ডী চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই ত্রিবিধ দুঃস্বপ্ন
জনিত অনিষ্ট অমঙ্গলাদি অপসৃত হইতে পারে। পরবর্ত্তী ৬৪৮ সংখ্যক শ্লোকার্থ আলোচনা
সময়ে দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্ন দর্শন কি ? এবং চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণে কেন এবং কিভাবে দুঃস্বপ্ন
দর্শন দূর হইয়া সুস্বপ্ন দর্শন সম্ভবিতে পারে তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা
হইয়াছে এজন্য এখানে ঐ স্বপ্ন ঘটিত বিষয়ের আলোচনা স্থগিদ্ করা হইল।

আলোচ্য শ্লোকমধ্যে আর একটী অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা এই-
দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা, যতই কঠিন গ্রহপীড়া হউক না কেন তাহার উপশম হইয়া থাকে।
গ্রহপীড়াকে অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা হইল কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর শত্রু কর্ত্তৃক
বা দেশের রাজা কর্ত্তৃক কোনরূপ প্রপীড়ন উপস্থিত হইলে অর্থবল দ্বারা, লোকবলদ্বারা
কিম্বা বুদ্ধিবলদ্বারা তাহার প্রশমন চেষ্টা হইতে পারে। যতই কঠিন দৈহিক পীড়া উপস্থিত
হউক না কেন, ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা তাহার প্রতিকার চেষ্টা হইতে পারে। গ্রহপীড়া

(৬১৮) আট প্রকার শান্তি যথা—দৌঃশান্তিঃ, অন্তরীক্ষংশান্তিঃ, পৃথিবীশান্তিঃ, আপঃশান্তিঃ, ওষধয়ঃশান্তিঃ, বনস্পতয়ঃশান্তিঃ, বিশ্বেদেবাঃশান্তিঃ, শান্তিরেবশান্তিঃ,। (দুর্গোৎসব পূজাপদ্ধতি।)

নিবারণ জন্য এ শ্রেণীর কোন চেষ্টাই কিছুমাত্র কার্য্যকরী নহে। এখানে আমাদের অর্থবল, লোকবল, বুদ্ধিবল সমস্তই অকর্ম্মণ্য। একমাত্র দৈবানুষ্ঠানে গ্রহপীড়া প্রশমন করা যাইতে পারে। কিন্তু—তাহাও সময়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। কেবল দেবীচরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা যতই উগ্র-গ্রহপীড়া উপস্থিত হউক না কেন তাহা অতিসহজে ও অতি অল্প সময়ে প্রশমিত হইতে পারে। এই কারণেই শ্লোকের এই অংশকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন এখানে একটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কেহ কাহারও অসন্তুষ্টিকর কোন কার্য্য না করিলে কেহই অন্যের প্রতি বিনা কারণে রুষ্ট হইতে পারে না কিম্বা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। সুদূর আকাশে অবস্থিত নবগ্রহের অসন্তুষ্টিকর কোনই কার্য্য না করা সত্ত্বেও আমার প্রতি গ্রহগণ থাকিয়া থাকিয়া কেনই বা এত রুষ্ট এবং কেনই বা এত পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে গ্রহগণের প্রকৃতি জানিতে হইবে। জল যেমন স্বয়ং শীতল কিম্বা উষ্ণ অবস্থাতে অবস্থান করেন না, শীতল কিম্বা তাপে উত্তাপিত বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিম্বা সূর্য্যের তাপ অথবা অগ্নির তাপ সহিত সম্মিলিত হইয়া শীতল জল কিম্বা উষ্ণজল অবস্থাতে পরিণত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গ্রহগণ স্ব ইচ্ছাতে আমাদের প্রতি বিনা কারণে উন্মত্তের ন্যায় কখনও সন্তুষ্ট বা কখনও রুষ্টভাব পরিগ্রহণ করেন না। জন্মসময়ের কালের প্রভাবে আমাদের দেহের এবং অন্তঃকরণের এমন কোনরূপ একটা অবস্থা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে এক এক সময়ে এক এক গ্রহের শুভ কিম্বা অশুভ ফলদায়ক দৃষ্টি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রতি আমরা আকৃষ্ট করিয়া থাকি। শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহ এবং গ্রহের শুভদৃষ্টি এবং গ্রহের অশুভদৃষ্টি এবং গ্রহপীড়া এবং অত্যুগ্র গ্রহপীড়াদি শব্দের সৃষ্টি এইস্থান হইতেই হইয়াছে। চণ্ডীচরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহ এমন একটা নির্ম্মল এবং সবল ও সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহাতে সুদূর আকাশে সূর্য্যাদি মণ্ডলে সংস্থিত গ্রহ দেবতাগণের রুষ্টভাবের দৃষ্টিকে অতি সহজে প্রত্যাখ্যান এবং পরিতুষ্ট ভাবের দৃষ্টিকে অতি সহজে আকর্ষণ করিতে আমরা সমর্থ হইতে পারি। চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণ কার্য্যমধ্যে এই অসাধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই শ্লোকের এই অংশকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় দেশ বিশেষের

সম্বন্ধেও এই প্রতিকার প্রযোজ্য। এদৃষ্টিতেও এই অংশকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলাযাইতে পারে (৬১৯)।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে "দারুণ গ্রহপীড়া" এবং তাহার প্রতিকার উপায় বিধানের উল্লেখ দেখিয়া এসময়ে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত যুবক যুবতীগণ মধ্যে কাহার কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাস্যের বিকাশ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের অবগতির জন্য দুই একটি কথার আলোচনা এখন করিব। গ্রহ দেবতাগণের ভাল ও মন্দ কার্য্যকরী ক্ষমতার উল্লেখ কৃশ্চিয়ান ধর্ম্ম গ্রন্থে, এমন কি কৃশ্চিয়ানধর্ম্মমত প্রচারের বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচীন রোম ও গ্রীসের অনেক ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যেও দেখিতে পাওয়াযায় (৬২০)।

---

(৬১৯) অনেকের এইরূপ একটী ভূল ধারণা আছে যে গ্রহের অশুভ দৃষ্টিজনিত গ্রহপীড়াকষ্ট কেবল ব্যক্তি বিশেষেরই ভোগ্য। বস্তুতঃ—গ্রহের অশুভ দৃষ্টি যেমন সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি হইতে পারে, সেইরূপ গ্রহের অশুভদৃষ্টি সময়ে সময়ে অসংখ্য নর নারীর ও পশু পক্ষী অসংখ্য জীবের বাসভূমি যে কোন একটা দেশের উপরেও হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা যেমন যে কোন ব্যক্তির গ্রহপীড়াকষ্ট দূর হইতে পারে, সেইরূপ এই উপায়ে যে কোন দেশের উপরে নিপতিত গ্রহের কুদৃষ্টিও প্রশমিত হইতে পারে। "যে গ্রহ যে নক্ষত্রের অধিপতি, সেই গ্রহ হইতেই সেই দেশের ভয় হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই গ্রহই তদ্দেশের শুভাশুভ সূচক। হে দ্বিজোত্তম! প্রত্যেক দেশের ন্যায় তত্রত্য জনগণেরও নক্ষত্র বা গ্রহ সম্ভূত ভয় অথবা শুভ হইয়া থাকে। * * * নরগণ দিক্, দেশ, জন, রাজা, অথবা পুত্র এই সকলের সহিত নক্ষত্র গ্রহজাত শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাকে। * * * এই দেশ বিষয়ে রাশি সকল যেরূপ অবস্থিত এবং রাশি ও নক্ষত্রের উপর গ্রহ সকল যেরূপ বিদ্যমান আছে, তাহা কীর্ত্তিত হইল। সুতরাং গ্রহ নক্ষত্র পীড়া হইলে এইরূপে দেশপীড়া নির্দ্দেশ করিবে।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ)

(৬২০) প্রাচীন রোম ও গ্রীসের জ্যোতিষবেত্তারা নবগ্রহ স্থলে সাত গ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। সাত গ্রহ মধ্যে শনিগ্রহকে সম্ধীক ভয় ভক্তি সহিত তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা করিতেন। শনিগ্রহকে ইংরাজিতে Saturn বলা হয়। সটারণ গ্রহের তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে রোমে প্রতি বৎসর মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত। ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"As Saturn, the latter was always held in great respect by the Talmudists. He was held in reverence by the Alexandrian kabalists as the direct inspirer of the law and the prophets; one of the names of Saturn was Israel, and we will show, in time, his identity in a certain way with Abram, which Movers and others hinted at long since. Thus it cannot be wondered at if Valentinus, Basilides, and the Ophite Gnostics plaeed the dwelling

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

য়ুরোপের আধুনিক ইতিহাসেও গ্রহদেবতা-ভীতিমূলক অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে (৬২১)। গ্রহ দেবতাগণ কবিকল্পনার সৃষ্টবস্তু হইলে এরূপ ঘটনা হইতে পারিত কি ?

৬৩৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত "উপসর্গ" শব্দের অর্থ তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার করিয়াছেন —উৎপাত। আরও অনেকে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে উপসর্গ অর্থে একটা প্রধান কষ্ট বা পীড়ার আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্র পীড়া বা কষ্ট বুঝিয়া থাকেন। যেমন কাহারও প্রবল জ্বর হইয়াছে, তৎসঙ্গে তাহার হিক্কা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেরূপস্থলে ঐ হিক্কাকে জ্বরের উপসর্গ

---

of their Ilda-Baoth, also a destroyer as well as a creator, in the planet Saturn ; for it was he who gave the law in the wilderness and spoke through the prophets.

(ISIS UNVEILED by H. P. Blavatsky)

Saturnus being an ancient national god of Latium, the institution of the Saturnalia is lost in the most remote antiquity. In one legend it was ascribed to Janus, who, after the sudden disappearance of his guest and benefactor from the abodes of men, reared an alter to him, as a diety, in the forum, and ordained annual sacrifices ; in another, as related by Varro, it was attributed to the wandering Pelasgi, upon their first settlement in Italy, and Hercules, on his return from Spain, was said to have reformed the worship, and abolished the practice of immolating human victims ;"

(DICTIONARY OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES Edited by William Smith LL. D.)

"Among the planets, Jupiter and Venus are generally benefic ; Saturn and Mars Malefic" (NELSON'S ENCICLOPIDIA)

(৬২১) "জার্ম্মাণ দেশের আধুনিক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ মে তারিখে ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধের অবসান সময়ে পরাজিত ফরাসিদের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময়ে "অদ্য দিন ভাল নহে" বলিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বিরত হইয়াছিলেন, পরে ভাল দিন দেখিয়া তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসির সম্রাট নির্ভীক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অনুকূল নক্ষত্র দর্শন করিয়া যে যুদ্ধযাত্রা করিতেন এবং অনুকূল নক্ষত্রের অদর্শনে নিতান্ত চিন্তাকুল হইতেন, একথা ফরাসির ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইয়োরোপের ইতিহাস হইতে এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকলকে কেবল মানুষের কুসংস্কারের কার্য্য বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল অসাধারণ বীর পুরুষে অনায়াসে এক একটি দেশকে গড়িতে

(৭ পম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বলা হইয়া থাকে। এ স্থানে দারুণ গ্রহপীড়ার সঙ্গে উপস্থিত ক্ষুদ্র অন্তর্বিধ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট বুঝিলে ক্ষতি নাই। দেবা এস্থানে বলিতেছেন তাঁহার মহিমাত্ম্য শ্রবণ করিলে দারুণ গ্রহপীড়া এবং উপসর্গ সকল প্রশমন হইয়া থাকে। কাজেই আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাত না বুঝিয়া দারুণ গ্রহপীড়ার সহিত সমাগত উপসর্গ সকলও বিদূরিত হয় এই রূপ সহজ অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়।

ও ভাঙ্গিতে পারিতেন, তাঁহারা নিজেদের হৃদয়ের এক কোন হইতে এক বিন্দু কুসংস্কারকে যে তাড়াইয়া দিবার সামর্থ্যটুকু রাখিতেন না ইহা সম্ভব পর নহে।"

(শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সংগৃহিত সুর্দির্নবিচার।)

ঐ গ্রন্থের অন্যস্থান হইতে আরও কএক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বস্তুতঃ গ্রহগণের অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে অবস্থিতির ফলে কোন ক্ষেত্রে এক দেশের সমস্ত লোকের কোন ক্ষেত্রে বা ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যে একটা ভাল মন্দ সময় যে উপস্থিত হইয়া থাকে, এরূপ ধারণা সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। জোয়ার ভাটার নদীতে গন্তব্য স্থানে যাইবার সময় যেমন নৌকার মাঝিরা অনুকূল স্রোত পাইবার প্রতীক্ষায় প্রবল প্রতিকূল স্রোতের সময় নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া থাকে, শুভকাল পাইবার প্রতীক্ষায় আমাদিগকে কতকটা সেইরূপ আচরণ যে করিতে হয় অনেক হিন্দুর হৃদয়ে অদ্যাপি এইরূপ একটা ধারণা আছে। আজিও ইয়োরোপের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যেও অনেকে তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে এই বদ্ধমূল ধারণাকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। এইজন্য আজিও ইয়োরোপের বিজ্ঞান অনুশীলন মন্দিরের এক পার্শ্বে যেমন Astronomy (গ্রহগণের গতি স্থিতি নির্ণায়ক গণিত জ্যোতিষ) প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে সেইরূপ Astrology (গ্রহফল নির্ণায়ক জ্যোতিষ) ও কিঞ্চিৎ স্থানাধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এই Astrology র সংক্ষিপ্ত পরিচয় সুপণ্ডিত ওয়েবস্টার সাহেব তাহার সংগৃহীত বৃহৎ অভিধানে এই ভাবে দিয়া রাখিয়াছেন—

"Astrology—Anciently, the Science of stars, Esp, practical astronomy, or the art of applying astronomy to human uses, as by the calculation and prediction of natural phenomena.

The doctrine of the influence of the heavenly bodies npon events natural or moral; Esp, the investigation of the aspects, configurations, etc, of the planets, and their imagined influence upon the destinies of men; astromancy Star-divination—

According to its teachings, the planet under which a man is born is supposed to decide his temperament and the particular conjunction of planets to be decisive of his destiny—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬৪৬ এবং ৬৪৭ সংখ্যক শ্লোকের স্থূলার্থ এই যে দেবীচরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে উপসর্গ সকল এবং দারুণ গ্রহপীড়া সকল প্রশমন হয় এবং মানুষের দুঃস্বপ্ন যাইয়া সুস্বপ্ন উপস্থিত হয়। এইস্থানের "উপসর্গ" এবং "গ্রহপীড়া" শব্দার্থ লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচন করা হইয়াছে এজন্য তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষনে কেবল দেবী মাহাত্ম্য শ্রবনে দুঃস্বপ্ন যাইয়া সুস্বপ্ন কেন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং কি ভাবে তাহা হইয়া থাকে তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়—এরূপ চেষ্টাতে প্রবৃত্ত না হইয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের টীকাকার এবং ব্যখ্যানকর্ত্তা সকলেই সংক্ষেপ বাক্যে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিনত হয় বলিয়া তাঁহাদের অর্থব্যাখ্যানের দায়িত্ব লাঘব করিয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণে কেন দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয় ইহার কারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, মূলে "স্বপ্ন" যে কি ব্যাপার তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অতি শিশু সন্তান হইতে

"The belief in astrology was almost universal in the middle of the 17th century"

(শ্রীমতী জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী সংগৃহিত সুদিনবিচার।)

.. হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যেমন সূর্য্যকে গ্রহপতি বলা হয়, চীন দেশে সেইরূপ শনিগ্রহকে সকল গ্রহের কর্ত্তা মনে করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়।

" To the present day Foh-tchou, * who lives in his Foh-Malyu, or temple of Buddha, on the top of "Kouin-long-sang," * the great mountain, produces his greatest religious miracles under a tree called in Chinese Sung-Ming-Shu, or the Tree of Knowledge and the Tree of Life, for ignorance is death, and knowledge alone gives immortality. This marvellous display takes place every three years, when an immense concourse of Chinese Buddhists assemble in pilgrimage at the holy place.

Ilda-Baoth, the "Son of Darkness," and the creator of the material world, was made to inhabit the planet Saturn, which identifies him still more wtth the Jewish Jehovah, who was Saturn himself, according to the Ophites, and is by them denied his Sinaitic name. From Ilda-Baoth emanate six spirits, who respectively dwell with their father in the seven planets, These are Saba—or Mars; Adonai—Sol, or the Sun; † Ievo—the Moon; Eloi—Jupiter; Astaphoi—Mercury (spirit of water); and Ouraios— Venus, spirit of fire. ‡

(ISIS UNVEILED by H. P. Blavatsky)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কুস্বপ্ন হউক বা সুস্বপ্ন হউক নিত্যই স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। অতিমূর্খ হইতে মহাবিজ্ঞানবিৎ মহাপণ্ডিত পর্য্যন্ত সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই যে আজীবন স্বপ্নদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এবিষয়েও কোন সংশয় নাই। যে স্বপ্নকে প্রতিদিন আমরা দেখিতেছি, যে স্বপ্নদর্শন ক্রিয়ার সহিত আমরা সকলেই আজীবন বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া রহিয়াছি, সেই "স্বপ্ন" কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, স্ত্রীলোক পুরুষ, মুর্খ পণ্ডিত সকলেই সমভাবে যে নিরুত্তর হইয়া রহিবেন ইহাও সুনিশ্চিত। কিন্তু উহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় অধিক কিছুনাই। কারণ—এইরূপ সদা সর্ব্বদা আমাদের নিকটে, ঊর্দ্ধে, নীচে, চতুষ্পার্শে, সর্ব্বস্থানে সংস্থিত আমাদের পরিচিত অথচ অদৃশ্য এবং অবোধ্য আরও অনেক বস্তু এ সংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া থাকি কিন্তু—তাহা যে কি তাহা নিজেও বুঝিতে পারিনা অন্যকেও বুঝাইতে পারিনা। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থলে অনুভবসিদ্ধ অথচ অদৃশ্য পরব্রহ্ম ও মহাকাল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে (৬২২)। "স্বপ্ন"কে পরব্রহ্ম কিম্বা মহাকাল প্রভৃতির সহিত এক-

---

Moreover, the Ophite seven planetary genii, who emanated one from the ot her, are found again in the Nazarene religion, under the name of the "seven impostor-dæmons." or stellars, who "will deceive all the sons of Adam." These are *Sol; Spiritus Veneris* (Holy Spirit, in her material aspect),† the mother of the "seven badly-disposed stellars," answering to the Gnostic Achamoth; *Nebu*, or Mercury, "a false Messiah, who will deprave the ancient worship of God;"‡ SIN or Luna, or Shuril); KIUN (Kivan, on Saturn); Bel-Jupiter; and the seventh, *Nerig*. Majrs (*Codes Nasaraus*, p. 57).

(ISIS UNVEILED by H, P. Blavatsky)

(৬২২) অবোধ্য পরমব্রহ্ম কিম্বা অদৃশ্য মহাকাল ভিন্ন আমাদের দৃশ্যবস্তু সূর্য্যাদি সম্বন্ধেও আমাদের বোধশক্তি অতিশয় ক্ষীণ। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা চক্ষু সম্মুখে প্রত্যহ দেখিতেছি তাহাকে এদেশের হিন্দুগণ মধ্যে কেহবা পূর্ণ চৈতন্যময় পরম দেবতা, কেহবা সর্ব্বজ্ঞানের আকর, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক গণমধ্যে কেহবা চেতনা বিহীন জড়পিণ্ড, কেহবা জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পরাশি, কেহবা বিদ্যুত উৎপাদক বিরাট একটা ব্যাটারি বিশেষ এইরূপ অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্য যে কি বস্তু আর সেই সূর্য্যের অক্ষয় উত্তাপ ও বিশ্ব ব্যাপক তেজ অবিরত কেন এবং কি ভাবেই বা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সূর্য্যের আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির মূল উৎপত্তি স্থান কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, বহু বিচার বিতর্ক করিয়াও এ সকল বিষয় আজি পর্য্যন্ত কেহই কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পর্য্যায় ভুক্ত করা যদিও চলেনা, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে এমন কথাও উক্ত হইয়াছে—যিনি "স্বপ্ন" কি বুঝিতে সমর্থ নহেন তিনি "পরব্রহ্ম" কি তাহাও বুঝিতে সমর্থ নহেন (৬২৩)।

"If the limited space of the present work would permit, we might easily show that none of the ancients, the sun-worshippers included, regarded our visible sun otherwise than an emblem of their metaphysical invisible central sun-god. Moreover, they did *not* believe what our modern science teaches us, namely, that light and heat proceed from *our* sun and that it is this planet which imparts all life to our visible nature."

* * * * If astronomers cannot explain to us the occult law by which the drifting particles of cosmic matter aggregate into worlds, and then take their places in the majestic procession which is ceaselessly moving around some central point of attraction, how can any one assume to say what mystic influences may or may not be darting through space and affecting the issues of life upon this and other planets? Almost nothing is known of the laws of magnetism and the other imponderable agents; almost nothing of their effects upon our bodies and minds; even that which is known and moreover perfectly demonstrated, is attributed to chance, and curious *coincidences.* (ISIS UNVEILED by H. P. Blavatsky.)

সূর্য্যের ন্যায় বিদ্যুতের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রত্যহ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ যে বিদ্যুত বাতি সমস্ত রাতি আমাদের শয়ন কক্ষের অন্ধকার অপসরণ করিতেছে, সেই বিদ্যুতের আকৃতি প্রকৃতি, স্থিতি গতি উৎপত্তি ঘটিত কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বই এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

"Scientists generally admit that so far as they know electricity seems to be a kind of matter or fluid existing in the form of very small bodies known as electrons, the nature of which has not yet been determined."

(PHYSICS by Joy L. B. Taylor.)

জগৎ সংসারের এইরূপ শত শত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আমাদের চক্ষু সম্মুখে সদা উপস্থিত থাকিয়াও তাহাদের অন্তস্তত্ত্ব ঘটিত কোনরূপ পরিচয় আমাদিগকে কিছুমাত্র পাইতে দিতেছেন না। আমাদের সুস্বপ্ন ও কুস্বপ্ন দর্শনকেও এই সকল মধ্যে ধরিয়া রাখিতে কোনই বাধা নাই।

(৬২৩) মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ২১১ অধ্যায়ে এইরূপ কথিত হইয়াছে—"ভীষ্ম কহিলেন, পরম ঋষি নারায়ণ কর্তৃক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে যাহার তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, যিনি স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি না জানেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন না।"

'স্বপ্ন' সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের নানাস্থানে অনেক কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন মানব দেহতত্ত্ববিদ্ এবং পুরাতত্ত্ববিদ্ য়ুরোপের অনেক প্রবীন পণ্ডিতের সংগৃহীত নানা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমধ্যেও স্বপ্ন সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদেও স্বপ্ন তত্ত্ব বিচারের অপ্রতুল নাই। এই সকল হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এইস্থানের উপযোগী দুই চারিটী কথার আলোচনা করা এখানে আমরা আবশ্যক মনে করিয়াছি। এতদ্ সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডিকা চরণচিন্তার দ্বারা কুস্বপ্নদর্শন নিবারণ কিরূপে হইতে পারে আর কেন হইতে পারে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেও আমরা চেষ্টা করিব। কুস্বপ্নকে একটি দেবতা বিশেষ বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে (৬২৪)। কুস্বপ্ন মনকে

---

(৬২৪) বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের নানাস্থানে, মানুষের স্বপ্নদর্শন ঘটিত বিষয়ে, নানা মুনি ঋষির নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসকল উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোনরূপ সমাধানে উপনিত হওয়া এতই কঠিন কার্য্য যে শ্লোকার্থ আলোচনার এইরূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ঐরূপ চেষ্টা করিবারস্থল নহে বিবেচনা করিয়া অগত্যা স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের নানাস্থানে কিরূপ কথা কথিত হইয়াছে, এস্থানে কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য অতি সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিত উল্লেখ করা যাইতেছে। বেদের অনেকস্থানে স্বপ্নকে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কুস্বপ্ন দেবতা মনকে অধিকার করিয়া আমাদের নানাবিধ কষ্ট উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকেন, এই কারণে কুস্বপ্ন দেবতাকে আমাদের মন হইতে সরিয়া যাইবার জন্য ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৬৪ সুক্তে যে প্রার্থনা মন্ত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এই—

"হে দুঃস্বপ্ন দেবতা! তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ; তুমি সরিয়া যাও; পলায়ন কর; দূরস্থানে যাইয়া বিচরণ কর।" (রমেশ দত্ত কৃত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ঋগ্বেদসংহিতা, ৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল ১৬৪ সুক্ত)

অথর্ব্ব বেদেরও অনেকস্থানে কুস্বপ্ন এবং তাহার প্রতীকার মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেনারস সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত আর, টি, এইচ্ গ্রিফিথ কর্ত্তৃক অথর্ব্ববেদের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ হইতে এতদ্ সম্বন্ধীয় কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহা দেখিলে জানা যাইতে পারিবে, পুরাকালে ঋষিগণ অথর্ব্ববেদোক্ত কিরূপ মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা যে কুস্বপ্নের প্রভাবে দেহের কষ্ট হয়, গৃহের অনিষ্ট হয় এবং গোবৎস সকল ক্লিষ্ট হয়, তাহাকে আপনাদের নিকট হইতে সাত হাত দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

"So to the foeman we transfer together all the evil dream."

"The whole evil dream that hath visited us we send away as a bad dream to the man who hates us."

"The evil dream that threatens us, threatens our cattle or our home."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অধিকার করিয়া অবস্থান করে, এজন্য "হে দুঃস্বপ্ন দেবতা, তুমি সরিয়া যাও পলায়ন কর দূরস্থানে যাইয়া বিচরণ কর" ইত্যাদি কাতর বাক্যে পুরাকালে ঋষিগণ কুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন

"Having measured off nine cubits, distance from us we give away the whole of the evil dream to the man who hates us,"

দুঃস্বপ্ন দেবতা নিদ্রা দেবীর অনুগত বলিয়া অথর্ব্ববেদে বর্ণিত হইয়াছেন এবং দুঃস্বপ্ন দেবতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিদ্রাদেবীর নিকট যে মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহার ইংরাজি অনুবাদ এই—

"Thou, neither quick nor dead, O sleep, art fraught with Aviret of the Gods. Thy name is Araru, thy sire is Yama, Varunani bore thee."

So well we know the who thou art, sleep, guard us from the evil dream.

বেদে যে নিদ্রাদেবীকে দুঃস্বপ্ন দূর করিয়া দিবার জন্য অনুনয় করা হইয়াছে সেই নিদ্রাদেবী পরমা শক্তি দুর্গারই যে নামান্তর চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। ২৮২ হইতে ২৮৪ সংখ্যক শ্লোকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট ৩৩৩ এবং ৩৩৫ এবং ৩৪৬ সংখ্যক টিকাতে মহিষাসুর নিপাতপর্ব্বে দুর্গাদেবীকে কেন যে তুমি সর্ব্বজীবদেহে নিদ্রাদেবীরূপে সদা অবস্থান করিয়া থাক বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছেন তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও কোনও উপনিষৎ গ্রন্থে জীবদেহের জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্ত এবং তুরীয় এই চারিটি অবস্থার অধিশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং পরমাক্ষর বা পরমেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"পাদ চারিটি;—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। জাগ্রদবস্থাপন্ন আত্মা ব্রহ্ম, স্বপ্নাবস্থাপন্ন আত্মা বিষ্ণু, সুষুপ্তাবস্থাপন্ন আত্মা রুদ্র এবং তুরীয়াবস্থাপন্ন আত্মা পরমাক্ষর (পরমাত্মা) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহাকে আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, পুরুষ প্রাণ, জীব, অগ্নি ও ঈশ্বরও বলাযায়।"

(বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মোপনিষদের বাঙ্গালা অনুবাদ।)

উপরিউদ্ধৃত ব্রহ্মোপনিষদের উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, স্বপ্ন সন্দর্শন কার্য্য বিষ্ণুদ্বারা সম্পাদন হইয়া থাকে। এই উপনিষদেরই আর একস্থানে কথিত হইয়াছে—জীবদেহে আত্মা যখন চক্ষুতে অধিষ্ঠান করেন তখন জীবের জাগ্রদবস্থা আর যখন সেই আত্মা কণ্ঠে অবস্থান করেন তখনই জীবের স্বপ্নাবস্থা বুঝিতে হইবে। যথা—

"আত্মা যখন নেত্রে অধিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে জাগ্রদবস্থাপন্ন, যখন কণ্ঠে অধিষ্ঠান করেন তখন স্বপ্নাবস্থাপন্ন, যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন, তখন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন কহে।"

(বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মোপনিষদের বাঙ্গালা অনুবাদ।)

মৈত্র্যোপনিষৎ বলিতেছেন—যে চারি প্রকারের আত্মা জীবশরীরে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে হৃদয় নাড়ী মধ্যে ভ্রমনকারী বাসনাময় বিষয় দ্রষ্টা যে আত্মা তিনিই স্বপ্ন দর্শনকারী। যথা—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দেবতাকে স্তুতি করিতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে, ঋষিগণ দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়া মানব হৃদয়ে কিভাবে নিদ্রার আবেশ এবং নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন (৬২৫)। শিবসূত্রবিমর্শিনী নামক একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থে

"দক্ষিন এবং বাম নেত্রে ইন্দ্রেন্দ্রানীরূপ মিথুন স্বরূপে জাগ্রদবস্থাভোক্তা চাক্ষুষাত্মা, হৃদয়নাড়ী মধ্যে ভ্রমণকারী বাসনাময় বিষয় দ্রষ্টা স্বপ্নকারী আত্মা, উভয়বিধ দর্শন বৃত্তির নিবৃত্তি ঘটিলে সুপ্ত আত্মা এবং সুপ্ত হইতেও পর—শুদ্ধ তুরীয় আত্মা এই চারিটাই সেই চিদাত্মার ভেদ।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—আত্মা স্বপ্নদর্শনের কর্ত্তা নহেন কারণ জীবশরীরস্থ আত্মার কোন কার্য্যেই কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। আত্মা স্বপ্ন দর্শক হইলেও আত্মা যেমন মানুষের অবোধ্য বস্তু স্বপ্নদর্শনও তেমনি মানুষের তর্কের অতীত পদার্থ। যথা—

"হে নচিকেতঃ! কেহ বলেন, আত্মা কর্ত্তৃত্বশালী, কাহারও মতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, কেহবা বলেন আত্মাশুদ্ধ, আবার কেহ কহেন অশুদ্ধ। আত্মা সম্বন্ধে বাদিগণ এইরূপ বহুল বাগ্বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। অতএব কোন হীনতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া কেহই তাহা সম্যক প্রকারে বিদিত হইতে সক্ষম হয় না। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ও আত্মজ্ঞ এই আত্মা বিষয়ে সম্যক উপদেশ অর্পন করেন, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত কোন প্রকার বিকল্পই থাকে না। ফল কথা, আত্মা অনুপ্রমান সুতরাং অতর্ক্য পদার্থ।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থানে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মানুষের জাগ্রত অবস্থাতে যাহা দর্শন হয় তাহাও স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই নহে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বপ্নতত্ত্ব ঘটিত আমাদের তর্ক বিতর্কের স্থল একবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। যথা—

"জীব জাগ্রতাবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তাহাও স্বপ্নই, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি "ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি" বলিয়া কেবল স্বপ্নের প্রতিষেধ করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিও এই কথা প্রমানিত করিতেছেন যে, "তস্য ত্রয় আবসথাঃ, ত্রয়স্বপ্নাঃ।" অর্থাৎ তাহার তিনটি স্থান ও তিনটি স্বপ্ন। শ্রুতি ইহা দ্বারা তাঁহার এতদতিরিক্ত অবস্থার অভাবই জানাইয়াছেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও কথিত হইয়াছে—জাগ্রত অবস্থাতে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত জীব যেমন অবিদ্যা বা মোহ প্রভাবে মিথ্যা ভয় ও মিথ্যা আনন্দ অনুভব করে, স্বপ্নাবস্থাতে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত জীবও তেমনি অবিদ্যা বা মোহ প্রভাবে নানা প্রকার মিথ্যা ভয় ও মিথ্যা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যথা—

"যে সময়ে কোন শত্রুগণ কিম্বা অন্য তস্করগণ আসিয়া আমাকে যেন বধই করিতেছে, বলিয়া মিথ্যা মিথ্যি বাসনাময় অবিদ্যারূপা প্রতীতি হয়, তৎকালের জন্য উক্ত হইতেছে যে এইরূপে স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, তেমন, যেন পরাজয়ই করিতেছে। বস্তুতঃ কেহ বধও করে না, এবং পরাজয়ও করে না; কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন ভ্রম হয় মাত্র।"

(৬২৫) "প্রত্যেক দেহীর দেহমধ্যে দ্বাসপ্ততী সহস্র অর্থাৎ ৭২০০০ ভুক্ত, পীত অন্নজলের পরিমাণ রূপ নাড়ী (শিরা) বিদ্যমান আছে; তাহারা দেহের হিত (উপকার) করে, এজন্য তাহাদের নাম "হিতা"।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দার্শনিক বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে,—স্বপ্ন জ্ঞানের বিকল্পাবস্থা (৬২৬)। মানব দেহতত্ত্ব ঘটিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও স্বপ্নের কথার এবং মানব শরীরের কিরূপ অবস্থাতে সুস্বপ্ন এবং কিরূপ অবস্থাতে দুঃস্বপ্ন সকল উৎপত্তি হয় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। মানব দেহে বাত, পিত্ত শ্লেষ্মার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে এবং নিদ্রার প্রগাঢ় এবং তরল অবস্থানুসারে এবং নিদ্রাকালের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বপ্ন দর্শন ঘটিয়া থাকে, ইহাই হইতেছে চরক সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (৬২৭)। পুরাণের

এই সমস্ত হিতা নাড়ীই পুণ্ডরীকাকার হৃদয়াস্থ মাংসখণ্ড (হৃৎপদ্ম) হইতে বিনির্গত হইয়া অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় (অশ্বত্থ পত্র যেমন শিরাজালে জড়িত) এই সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সমস্ত নাড়ীরই গতি বহির্দ্দিকে তন্মধ্যে অন্তঃকরণ বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এই হৃদয়স্থিত বুদ্ধির অধীন। অতএব জাগ্রৎ কালে বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়াই আবশ্যকানুসারে মৎস্যজীবীর ন্যায় এই সকল নাড়ী দ্বারা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ মৎস্যজীবী যেমন স্বস্থানস্থিত হইয়াই জাল প্রসারণ করিয়া সুদূরস্থ মৎস্য সকল গ্রহণ করে, ঠিক তেমন হৃদয়স্থ বুদ্ধিও স্বস্থানস্থিত হইয়াই কথিত হিতা নাড়ী সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়স্থানে প্রসারণ করিয়া দূরবর্ত্তী বিষয় সকল গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞানময় (জীব) ও অভিব্যক্তি স্বীয় চৈতন্যালোকে সেই বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন এবং বুদ্ধির সঙ্কোচন কালে অর্থাৎ হিতা নাড়ী সকলের (জালের ন্যায়) একত্রিকরণকালে নিজেও সঙ্কুচিত হন। এই সঙ্কোচনই জীবের নিদ্রা, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্ব যেরূপ জলদোষে চঞ্চলাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য বশতঃ বিজ্ঞানময়ের (জীবের) জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিবিধ স্বপ্নভোগ হইয়া থাকে।" (বৃহদারণ্যক বঙ্গানুবাদ।)

(৬২৬) জ্ঞানং জাগৎ।৮

স্বপ্নো বিকল্পাঃ ৯

অবিবেকো মায়াসৌষুপ্তম্।১০

সর্ব্বসাধারণার্থ বিষয়ং বাহ্যেন্দ্রিয়জং জ্ঞানং লোকস্য জাগ্রৎ জাগরাবস্থা। যেতু মনোমাত্রজন্য অসাধারণার্থ বিষয়া বিকল্পাঃ স এব স্বপ্নঃ স্বপ্নাবস্থা তস্য এবং বিধ বিকল্প প্রধানত্বাৎ। যস্তু অবিবেকো বিবেচনাভাবোঽখ্যাতিঃ এতদেব মায়ারূপং মোহময়ং সৌষুপ্তম্। (শিবসূত্রবিমর্শিনী)

(৬২৭) "নাতি প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলাংস্তথা। ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্ পশ্যত্যনেকধা॥" (চরক)

স্বপ্ন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ অনুসন্ধানদ্বারা এই সকল তত্ত্ব জানা যাইতে পারে, মনুষ্যের নিদ্রিতাবস্থায় প্রভু জীবাত্মা রজোগুণ সংযুক্তমনের দ্বারা পূর্ব্ব দেহানুভূত শুভাশুভ বিষয় সমূহ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

"পূর্ব্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃপ্রভুঃ। রজো যুক্তেন মনসা গৃহাত্যর্থান্ শুভাশুভান্॥"

দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, বাঞ্ছিত, কল্পিত, ভাবিক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শুভাশুভসূচক, এবং দোষজস্বপ্ন এই সাত প্রকার জানিবে। (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অনেক স্থানে স্বপ্ন সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (৬২৮)। এই সকল প্রতি দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যাইবে স্বপ্নকে কেবল সুস্বপ্ন এবং কুস্বপ্ন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা সঙ্গত নহে,—কারণ স্বপ্ন বহু প্রকারের হইয়া থাকে। এইরূপ বহুবিধ স্বপ্নকে, সম্ভবতঃ বলিবার এবং লিখিবার সুবিধার্থে, প্রধাণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

"দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিতং কল্পিতং তথা। ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ॥"

তাহার মধ্যে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভুত প্রার্থিত ও কল্পিত এই প্রথম পাঁচ প্রকার স্বপ্ন, দিবা দৃষ্ট স্বপ্ন এবং অতিদীর্ঘ ও অতিহ্রস্ব স্বপ্নকে বুদ্ধিমান চিকিৎসক নিস্ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।

"তত্র পঞ্চবিধং পূর্ব্বং অফলং ভিষগাদিশেৎ। দিবা স্বপ্নমতিহ্রস্ব মতিদীর্ঘঞ্চ বুদ্ধিমান্॥"

প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিলে সেই স্বপ্নের বল অল্প হয়। যে স্বপ্ন দেখিবার পর সেই রাত্রিতে আর নিদ্রা না হয় সে স্বপ্ন সত্বই মহৎফল প্রদান করে।

"দৃষ্টঃ প্রথমরাত্রে যঃ স্বপ্নঃ সোহল্পবলোভবেৎ। ন স্বপেদ্ যঃ পুনর্দ্দৃষ্ট্বা স সদ্যঃ স্যান্ মহাফলঃ॥"

নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ স্বপ্ন, জাগরিত হইলে যে স্বপ্নের বিষয় মনে না থাকে, একই সময় স্বপ্নান্তরের দ্বারা বিহত স্বপ্ন চিন্তিত বিষয়ের স্বপ্ন এবং দিবাতে স্বপ্ন দেখিলে সেই স্বপ্ন নিস্ফল হইয়া যায়।

"যথাস্বং প্রকৃতিস্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ। চিন্তাকৃতো দিবা দৃষ্টো ভবন্ত্যফলহাস্ততে॥"

(৬২৮) মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৫৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে বাসকালে একরাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন, কতকগুলি মৃগ তাঁহাকে সাশ্রু কাতর কণ্ঠে বলিতেছে—"আপনারা শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করুন, নতুবা এখানে যে কয়েকটী আপনাদের হতাবশিষ্ট মৃগ আছে তাহারাও উৎসন্ন হইবে।". রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া প্রভাতে অপর চারিভ্রাতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া তাঁহাদিগকে নিয়া অন্য বনে গমন করিলেন।"

"মহাতেজস্বী কৃষ্ণ শোকাকুল অর্জ্জুনের নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় যে অবস্থায় থাকুন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই ভক্তি ও প্রেমযুক্ত প্রত্যুত্থান করিতে কদাচ অন্যথা করেন না। এক্ষণে তিনি স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান পুর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন, কিন্তু তৎকালে স্বয়ং উপবেশন করিতে মানস করিলেন না। তদনন্তর মহাতেজস্বী কৃষ্ণ পার্থের অধ্যবসায় জানিতে পারিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—"পার্থ! তুমি বিষন্ন হইও না, যে হেতু কাল দুর্জ্জয়; কালই সমুদয় প্রাণীকে অবশ্যম্ভাবী বিধিবিষয়ে নিয়মিত করেন। হে বাগ্মিবর! তোমার কি নিমিত্ত বিষাদ তাহা আমাকে বল; বিদ্বান ব্যক্তিরা কোন বিষয়ে কখন শোক করেন না। শোকই কার্য্য বিনাশের মূল। সম্প্রতি যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান কর। * * * হে পার্থ! মহেশ্বর দেব যে অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে সমুদয় দৈত্য দিগকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই পাশুপত নামক সনাতন পরমাস্ত্র যদি তোমার এইক্ষণে বিদিত থাকে, তবে তুমি কল্য জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। পরন্তু যদি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে সুস্বপ্ন আর কুস্বপ্ন। সাধারণতঃ চিত্তের সুখ উদ্ভাবক স্বপ্নদর্শনকে "সুস্বপ্ন" আর চিত্তের কষ্ট উদ্ভাবক স্বপ্নদর্শনকে "কুস্বপ্ন" বলিয়া আখ্যাত করা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকস্থলে সুখ দায়ক স্বপ্ন মধ্যেও কুস্বপ্ন বিজড়িত হইয়া থাকিতে এবং কষ্টদায়ক স্বপ্ন মধ্যেও সুস্বপ্ন বিজড়িত হইয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায় (৬২৯)। এজন্য এই শ্রেণীর বিরূদ্ধ ভাব বোধক স্বপ্নকে সুস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন শ্রেণীভুক্ত না করিয়া, অবস্থা ভেদে, সুখ ভাব আবরিত কুস্বপ্ন কিম্বা কুভাব আবরিত সুস্বপ্ন নামে আখ্যাত করিলে অসঙ্গত হইবে না। কোনও কোনও স্থলে স্বপ্ন দর্শকের চিত্তে কোনরূপ সুখ বা দুঃখ সৃষ্টি না করিয়া ব্যক্তি

তোমার তাহা অর্জ্জিত থাকে, তাহা হইলে তুমি মনেমনে বৃষভধ্বজ মহাদেবকে চিন্তা কর। হে ধনঞ্জয়! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করত জপ করিতে থাক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে তুমি সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ২১৬ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষে প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, যোগেশ্বর হরিই স্বপ্নের যথার্থ বিষয় জানেন এবং তিনি যেরূপ জানেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মহর্ষিগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রমবশতঃ সর্ব্বপ্রাণীর প্রসিদ্ধ স্বপ্ন হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের উপরতি হইলেও সঙ্কল্প স্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না, অতএব স্বপ্ন বিষয়ে তাহাই প্রসিদ্ধ নিদর্শন, ইহা পরে প্রকাশিত হইতেছে। জাগ্রদবস্থায় কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যের যেরূপ সংকল্প হয়, তদ্রূপ স্বপ্ন কালে মনোগত মনোরথ ঐশ্বর্য্যভোগ হইয়া থাকে। অতএব মনোরথ বৃত্তির ন্যায় স্বপ্নবৃত্তিও শরীর সংকল্প মাত্র তবে জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিক্ষেপ বশতঃ সম্যকরূপে বিষয়জ্ঞান হয় না, স্বপ্নে তাহার অভাব নিবন্ধন বিশেষরূপে বিষয়জ্ঞান হইয়া থাকে, এই প্রভেদ মাত্র। পূর্ব্বতন অনন্তজন্ম জন্য সংস্কার বশতঃ বিষয়াসক্ত চিত্ত ব্যক্তি সেই স্বপ্নাদি ঐশ্বর্য্য ভোগ করে এবং সেই উত্তম পুরুষ মনোমধ্যে অন্তর্হিত সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের মধ্যে যে গুণ প্রাক্তণ কর্ম্মদ্বারা উপস্থিত হয়, সেই গুণকর্ম্মদ্বারা সংস্কৃত মনকে যোষিদ্‌গণের আকার প্রভৃতি স্বপ্নে নিবেদন করে, পরে আকার দর্শনের অনন্তরই যে প্রকারে সুখাদি অনুভব হয়, তদনুসারে রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক ভাব সমুদায় সেই পুরুষের সন্নিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর পুরুষ অজ্ঞান বশতঃ রাজস ও তামসভাব দ্বারা বাত পিত্ত কফ প্রধান দেহ সমুদয় দর্শন করে, পূর্ব্ববাসনার প্রবলতাহেতু সেই দেহ দর্শন পুরুষের পক্ষে যোগ ব্যতিরেকে অপরিহার্য্য, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। মন প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে যে বিষয় সংকল্প করে, স্বপ্নসময় উপস্থিত হইলে মনোদৃষ্টি হইয়া সেই সেই বিষয় নিরীক্ষণ করিতে থাকে।"

(৬২৯) স্বপ্নদ্রষ্টার সুখকর কোনও স্বপ্নদর্শন ঘটিলে তাহাকেই যে "সুস্বপ্ন" বলিয়া গণ্যকরিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, অনেক সময়ে অনেক যুবা পুরুষ পরমাসুন্দরী কোন অবিবাহিতা কিম্বা বিধবা যুবতী নারীর সহিত কাম-প্রবর্ত্তক ক্রিড়াতে লিপ্ত থাকিয়া পরম সুখ উপভোগ করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ রূপ স্বপ্নদর্শন অনেকের পক্ষে অতিশয় সুখকর হইলেও এ শ্রেণীর স্বপ্নকে

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বিশেষের কেবল অতীত কিম্বা ভবিষ্যত ঘটনার একটা ছায়া নিকট সম্পর্কীত্ব কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে যাইয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতেও দেখা যায় (৬৩০)। এরূপ ক্ষেত্রে এইশ্রেণীর স্বপ্নদর্শনকে সুস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন না বলিয়া ভূত বা ভবিষ্যৎ ঘটনা পরিজ্ঞাপক স্বপ্ন দর্শন ও বলা যাইতে পারে। এমন একশ্রেণীর স্বপ্নদর্শনের কথা পুরাণ ইতিহাস ও শাস্ত্র গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অলৌকিক চিত্র দর্শন দ্বারা স্বপ্নদর্শকের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করা ভিন্ন, বিশেষভাবে সুখ দুঃখ আনয়ন করেনা, কিন্তু এরূপ স্বপ্ন দর্শনকে শাস্ত্রকর্ত্তারা নিজের কিম্বা

"সুস্বপ্নের" অন্তর্গত করা যাইতে পারেনা। এরূপ স্বপ্নকে সুখকর স্বপ্ন বলা যাইতে পারে কিন্তু সুস্বপ্ন বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ কেহ যদি স্বপ্নে দর্শন করেন,—তিনি লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার গাত্রে কেহ বিষ্ঠা লেপন করিয়া দিতেছে, তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরনে যতই কষ্ট উপস্থিত হউক না কেন, শাস্ত্রে এই সকল কষ্টদায়ক স্বপ্নকে "সুস্বপ্ন" পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

"শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন, গাত্রে বিষ্ঠালেপন, জীবিত ভূমিপতি ও সুহৃদ দর্শন, দেবতা ও বিমল জল দর্শন এই সকল স্বপ্ন সুভদায়ক হয়।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মৎস্যপুরাণ।)

(৬৩০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নন্দদেবের স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধিয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ নন্দদেবকে বলিয়াছিলেন, সাম বেদের কান্বশাখাতে স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

"বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। তত্রৈব কান্ব শাখায়াং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে।"

যিনি উহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছাকরেন সামবেদের ঐস্থান অনুসন্ধান করিতে পারেন। আলোচনার আয়তন অধিক বৃদ্ধি না হইয়া পড়ে এই কারণে বেদোক্ত ঐ সকল কথা এখানে উদ্ধৃত করা হইল না। ঐ পুরানে রাজা কংশ কৃষ্ণ হস্তে বধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্টে জানিতে পারাযাইতেছে অনিষ্ট সংঘটনের পূর্ব্বে অমঙ্গল সূচক স্বপ্নদর্শন ক্রিয়ার প্রভাব বহুকাল পূর্ব্বেও এদেশের বীর হৃদয় মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিত। পীড়িত এবং দুর্ব্বল হৃদয়ই যে কুস্বপ্ন দর্শনের কৃষিক্ষেত্র এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কংশ রাজার দুঃস্বপ্ন দর্শনের বিবরণ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"উল্কাপাতং ধূমকেতুং ভূকম্পং রাষ্ট্রবিপ্লবং। ঝঞ্ঝাবাতং মহোৎপাতং পশ্যামি চ পুরোহিত॥
বায়ুনা ঘূর্ণমানাংশ্চ ছিন্নস্কন্ধান্ মহীরুহান্। পতিতান্ পর্ব্বতাংশ্চৈব পশ্যামি পৃথিবীতলে॥
পুরুষং ছিন্নশিরসং নৃত্যন্তং নগ্নমুৎস্থিতম্। মুণ্ডমালাকরং ঘোরং পশ্যামি চ গৃহে গৃহে॥
দগ্ধং সর্ব্বাশ্রমং ভস্মপূর্ণমঙ্গার সঙ্কুলম্। হাহাকারঞ্চ কুর্ব্বন্তং সর্ব্বং পশ্যামি সর্ব্বতঃ॥
ইত্যেব মুক্তা রাজস বিররাম সভাতলে। শ্রুত্বা স্বপ্নং বান্ধবাশ্চ নতবক্ত্রা নিশশ্বসুঃ॥
জহার চেতনং সদ্যঃ সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ। মত্বা বিনাশং কংশস্য যজমানস্য নারদ!॥
রুরোদ নারীবর্গশ্চ পিতা মাতা চ শোকতঃ। মেনিরে নাশ কালঞ্চ সদ্যঃ স্বয়মুপস্থিতম্॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৬৩ অধ্যায়ঃ॥০॥")

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

নিজ পরিবার বর্গের কিম্বা নিজ দেশের মহা অমঙ্গল সূচনাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এজন্য ইহাকে কুস্বপ্নের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধকগণ একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবতার ধ্যান সময়ে যখন যোগনিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে

দানব রাজ ময় ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নির্দ্দেশক যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ মৎস্যপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পুরমধ্যে সর্ব্বত্র পুণ্যাহশব্দ ও বেদসঙ্গত আশীর্ব্বাদ বাক্য অহরহ উচ্চারিত হইতে লাগিল। মনোরম নপুর-রবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা দিক্ হইতে বেণু ও বীণাধ্বনি সকল নিত্য নিত্য সমুত্থিত হইতে লাগিল। তথায় ক্রীড়ানিরত সুন্দরী দানবেন্দ্র-বধূগণের হৃদয়োন্মাদকর হাস্য-পরিহাস সর্ব্বদাই শ্রুত হইতে লাগিল। দানবেরা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-পরতন্ত্র হইয়া দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর অলক্ষ্মী, অসূয়া, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, কলি ও কলহ, ইহারা সকলে যুগপৎ সেই ত্রিপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভীষণ রোগসকল যেমন শরীর আশ্রয় করিয়া বাস করে, তেমনি ভয়ঙ্কর অলক্ষ্মী প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে ত্রিপুরে প্রবেশ করিয়া এক সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিল। ইহারা ত্রিপুরে প্রবেশ করিবার পর ময়দানব স্বপ্নে একদিন ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিগুলিকে দানবদিগের দেহে আবিষ্ট হইতে দেখিল।" * * * *

"তখন একে একে সুদৃঢ় যোদ্ধৃবেশধর রণ-প্রচণ্ড সুরারিগণ সকলেই আসিয়া সেই ময় সভায় উপস্থিত হইল। পরে তাহারা সকলেই স্ব স্ব সুখাসনে উপবেশন করিলে মায়াবিপ্রধান ময়-দানব সমস্ত দানবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে খেচর ও খেচরারাবী দিতিসুতগণ! আমি গত রজনীযোগে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছি; তোমরা তাহা শ্রবণ কর। দেখিলাম—চারিজন রমণী—তন্মধ্যে তিনজন মর্ত্ত্যবাসিনী ভয়ঙ্করী; তাহাদের মুখমণ্ডল কোপানলে প্রদীপ্ত হইতেছে। তাহারা এই পুরে প্রবেশ করিয়াই ইহাকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহাদের অপার বিক্রম; তাহারা সক্রোধে এই পুরে প্রবেশ করিয়া পরে বহু দেহে বিভক্ত হইয়া, অত্রত্য অসুরদিগের দেহে প্রবেশ করিল। এই ত্রিপুরনগর যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তোমরা এবং তোমাদের গৃহ, সর্ব্বসমেত যেন সাগরজলে নিমগ্ন হইল। একটা উলুক ও একটা খরারোহিণী সুন্দরী নারী দেখা দিল। একজন পুরুষ—তাহার ললাটে সিন্দুর তিলক দেদীপ্যমান; সে চতুষ্পদ ও ত্রিলোচন। এই পুরুষ কর্ত্তৃকই ঐ পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাড়িত হইল! আমিও তখন জাগরিত হইলাম। হে দিতিনন্দনগণ! এইরূপে সেই অতি ভয়াবহ রমণী আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি তখন এইরূপ স্বপ্নই দেখিলাম। কি জানি, কেন অসুরগণের ভাবী অনিষ্ট কষ্টপাতের নিমিত্ত এই স্বপ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হইল! যাহা হউক, যদি আমি তোমাদের যোগ্য রাজা হই, আর আমার-কথা যদি তোমরা হিতকরী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, একাগ্রমনে শুনিয়া যাও, আমার কথায় অসূয়া প্রকাশ করিও না। তোমরা কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া সত্যে, দমে, ধর্ম্মে ও মুনিব্যবহারে অবস্থান কর। সর্ব্বত্র শান্তি প্রয়োগ কর এবং মহেশ্বরের পূজায় নিরত হও। কি জানি, হয়ত এইরূপ করিলেই এই স্বপ্নের উপশম ঘটিতে পারে। ২২—৩৪। অন্যথা স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, দেবদেব ত্রিলোচন রুদ্র আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। কারণ, হে অসুরগণ

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কেহ কেহ স্বপ্নবৎ দেবদর্শন কিম্বা যে দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই অবস্থাকে যদিও সাধারণ স্বপ্নদর্শনের অন্তর্গত অবস্থা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ঐরূপ দর্শককে

ভবিষ্যতে এই ত্রিপুরদুর্গে যাহা ঘটিবে, তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব তোমরা কলহ ত্যাগ কর, সারল্য অর্জ্জন কর, স্বপ্নের পরিণাম ও কালোদয় প্রতীক্ষা কর। অনন্তর অসুরগণ ময়-কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা-সমন্বিত হইল; এই অবস্থায় তাহাদিগকে তখন বিনাশ পথে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। তাহারা অলক্ষ্মী-কর্তৃক অধ্যাসিত হইয়া আপনাদের আসন্ন বিনাশ বুঝিয়াও সেই দণ্ডেই পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পর ক্রোধপূর্ণ-নয়নে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ত্রিপুরবাসী দানবেরা দৈব-কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াই সত্য এবং ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা পবিত্র ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল; দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিল। গুরুজনের সম্মান আর তাহাদিগের নিকট রহিল না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। কলহে তাহাদের আসক্তি এবং স্বধর্ম্মে তাহাদের উপহাস প্রকাশ পাইল। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সকলেই পরস্পর সকলকে নিন্দা করিতে লাগিল। গুরুজনকে উচ্চ কথায় সম্ভাষণ করিতে লাগিল।" * * *

"তাহাদের অত্যাচারে তপস্বীদিগের বনভূমিও ধ্বংসমুখে পতিত হইল। দেবতাদিগের আয়তন ও আশ্রম বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দেব-দ্বিজের পূজা লোপ পাইল। এইরূপে এই জগৎ সুরারিগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া পতঙ্গকুল-ধ্বস্ত শস্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ৩৫—৫০।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মৎস্য পুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ।)

রামায়ণে ত্রিজটা, লঙ্কার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল স্বপ্ন যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্ন উদ্ধৃত পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

"সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ। ত্রিজটা কহিছে, স্বপ্ন শুনি লাগে ত্রাস ॥
নিভৃতে ত্রিজটা ডাকি বলে চেড়ীগণ। স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল জীবন ॥
দুষ্ট স্বপ্ন দেখি আজি নিশির ভিতরে। লঙ্কাতে আসিল যেন মর্কট বানরে ॥
প্রথমে আসিল কপি বিঘত প্রমান। প্রণাম করিল আসি সীতা বিদ্যমান ॥
সীতা সম্ভাষিয়া কপি ভীম মূর্ত্তি ধরে। আম্রবন ভাঙ্গি মারে অক্ষয় কুমারে ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি। পোড়াইয়া ভস্মরাশী কৈল লঙ্কাপুরী ॥
রক্ত বস্ত্র পরিধানা কালী হেন বুড়ী। রাবণেরে পারে তার গলে দিয়া দড়ি ॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালিচুন। লঙ্কাদাহ হয় আর রাক্ষসেরা খুন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বান হাতে। সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে ॥"

(কবি কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ অনুবাদ সুন্দরাকাণ্ড।)

প্রত্ন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এস. ডাবলু. রজার্সের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা পরিজ্ঞাপক কয়েকটী স্বপ্নের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আধ্যাত্মিক স্বপ্নদর্শকি বলিলেও বলা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে উপনিত হইয়া কোনও কোনও মহাপুরুষ কোনও কোনও সময়ে যে দেবাদেশ বা দেব উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন

Mr. L. W. Rogers, ex-President of the American section of the Theosophical Society, and the author of various books including "Dreams and Preminitions." "The Ghosts in Shakespeare," "Hints to students of occultism" delivered a very interesting lecture.

Mr. Rogers in course of his address first of all gave some authentic accounts of dreams which had turned out true. For instance, in one case in America, a man had died leaving some valuable securities stacked in some place which his successors were unable to trace though they made a diligent search of the papers. And so, they were afraid that the valuable securities would be lost to them. It so happened however that when they were worrying about it, the dead man appeared in a dream before his wife and described the exact place where the securities were kept. The result was that next day they were discovered.

The speaker also related another case which he had himself investigated in America where the wife of a man, one Mr Wilkins of California had mysteriously disappeared. Suspicion fell on the husband but there was no available evidance to connect him with the murder. In this case, the whole thing came out in the dream—how there had been a quarrel between the husband and the wife and how in a fit of temper the husband struck down the wife with a knife and then buried her body in the court-yard. This dream was reported to the Police who of course scoffed of it but ultimately the people in the neighbourhood formed a committee and after careful investigation the whole story of murder was unravelled and the man suffered the penalty for his crimes and was executed.

The speaker next pointed out that the materialistic theory which looked upon thought as a product of the brain was inadequate to explain these authenticated phenomena and that unless the theosophical theory that real man was a consciously living soul who use the brain to come into contact with physical phenomenon was accepted, the true solution of this kind of dreams, would remain far off. Mr. Rogers also mentioned some cases of premonitions. For instance, President Abraham Lincoln in a dream saw signs of

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এরূপ কথা কেবল এদেশের পুরানাদি গ্রন্থে যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থের নানাস্থানেও প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায় (৬৩১)।

mourning in the rooms of the White House and he came to a room where there was a hearse which was being guarded by two soldiers. He asked them whose body was laid in that coffin. The soldiers replied "President's". Thereupon he woke up. This dream he related to his wife, his secretary and to some friends. As a matter of fact, President Lincoln met with his death two days after being assassinated and his body was taken to that identical room where he had seen the hearse in dream.

(৬৩১) পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সুসভ্যদেশের নানা শ্রেণীর ধর্ম্মাবলম্বীগণের যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ এক্ষনে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে যাহা দেখিবার সুবিধা ও সৌভাগ্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রায় সকল গুলিতেই ধর্ম্ম উপদেষ্টাগণ কর্ত্তৃক নানাসময়ে নানাস্থলে কোন না কোনও রূপের স্বপ্নাদেশ পাইবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল গ্রন্থমধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের কোরাণ এবং কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের বাইবেল বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ একদা তাঁহার নিদ্রিত সময়ে কোরাণ গ্রন্থখানি স্বপ্নে ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ কথিত হইয়াছে। এই কারণেই কোরাণে প্রকাশিত ধর্ম্মকে ঈশ্বরের আদেশ মূলক স্বপ্নে প্রাপ্ত পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐরূপ উক্তিকে ধার্ম্মিক মুসলমানগণ অশ্রদ্ধা করেন না। আরব্য ভাষাবিৎ সুপণ্ডিত সেল কৃত কোরাণের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে, পাদবীকাতে, এই সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"This Journey of Mohammed to heaven is so well known that I may be pardoned if I omit the description of it. The English reader may find it in Dr. Prideaux's Life of mahomet (see Morgan's Mahometism Explained, Vol, 2), and the learned Abulfeda (Vit. Moham. Cap., 19), whose annotator has corrected several mistakes in the relation of Dr. Prideaux, and in other writers. It is a dispute among the Mohammedan divines, whether their prophet's night-journey was really performed by him corporeally, or whether it was only a dream or vision. Some think the whole was no more than a vision. * * * *

The word vision, here used, is urged by those who take this journey to have been no more than a dream, as a plain confirmation of their opinion. Some, however, suppose the vision meant in this passage was not the night-journey, but the dream Mohammed saw at Al Hodeibiya." (The Koran by George Sale.)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এই সকল স্বপ্ন দর্শন ভিন্ন আরও দুই তিন প্রকার স্বপ্ন দর্শনের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইগুলিকে ঠিক স্বপ্ন দর্শন পর্য্যায় মধ্যে ভুক্ত করা সঙ্গত হইবে কিনা নিশ্চয় করিয়া স্থির করা সুকঠিন। পীড়ার প্রভাবে মানুষে সময়ে সময়ে যে স্বপ্ন বা স্বপ্নবৎ বিভীষিকা সকল দর্শন করেন, কিম্বা মানবদেহে কোনরূপ দ্রব্যগুণের ক্রিয়া দ্বারা যে স্বপ্নদর্শনবৎ একটা অবস্থাকে আনয়ন করা হয়, তাহাকে স্বপ্নদর্শন না বলিয়া সচরাচর অন্যনামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু পাত্‌লা নিদ্রার সময়ে অর্দ্ধচৈতন্য অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থাতে আসিয়া চিত্ত অবস্থান করিলে তৎকালে মানুষে যেমন নানারূপ স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জ্বর বিকারাদি কঠিন পীড়ার প্রকোপে কিম্বা আফিং সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের প্রভাবে মানুষে কিঞ্চিৎ সজ্ঞান, কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবস্থাতে উপনিত হইয়া নানারূপ অলীক ঘটনার চিত্র অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রের সম্মুখে দর্শন করিয়া থাকেন। এই চিন্তাধারা ধরিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে এই দুয়ের একে "পীড়াজনিত স্বপ্নদর্শন" অন্যটিকে "কৃত্রিম স্বপ্নদর্শন" আখ্যা প্রদান করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না (৬৩২)। কোনও কোনও মানুষে কদাচিৎ

বাইবেলরও অনেকস্থানে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি ঘটিত বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে,—বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ এক্ষনে সহজে সকলেই দেখিতে পারিতে পারেন, এজন্য বাইবেল হইতে ঐ সকল কথা এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

(৬৩২) জ্বরবিকারাদি পীড়ার প্রভাবে মানুষে স্বপ্নবৎ বিভীষিকা দেখিয়া যে অবস্থাতে কখনও বা ভয়ে চিৎকার করিয়া থাকেন, কখনও বা আনন্দে হাস্য করিয়া থাকেন, তখন ডাক্তারেরা রোগীর Delirium হইয়াছে বলিয়া থাকেন। আফিং সিদ্ধি গঞ্জিকাদি মাদক-দ্রব্য সেবন দ্বারা মানুষের চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইয়া মানুষে যে সময়ে স্বপ্নবৎ নানাভয়াবহ বা আনন্দদায়ক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে থাকেন, তৎকালের অবস্থাকে কৃত্রিম স্বপ্নদর্শন Artificial dream বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডাক্তার কোরিয়ৎ এম ডি তাঁহার রচিত The Meanings of Dreams গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"When these artificial dreams are analyzed, they will be found to contain the same mechanisms as genuine dream's and behind them will be discovered identical unconscious mental processes.

জ্বর বিকারাদি অবস্থাতে মানুষে যে বিভীষিকা বা নানাপ্রকার ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু ডাক্তার কোরিয়ৎ তাঁহার গ্রন্থে ডাক্তার ফে উদের নিম্ন লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্থ দেহের অবস্থাতে মানুষে বিভিন্ন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

জাগ্রতাবস্থাতে এমন বিস্ময়জনক ঘটনা দর্শন করিয়া থাকেন; যাহা পার্শ্বস্থিত অন্য কোন ব্যক্তি কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারে না, তাহাকে এক প্রকার "জাগ্রত স্বপ্ন দর্শন" বলিলেও বলা যাইতে পারে (৬৩৩)। মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ কত প্রকার স্বপ্নদর্শন ঘটিতে পারে এ পর্য্যন্ত তাহাই লইয়া আলোচনা করা হইল, অতঃপর নানা দেশের মানুষে স্বপ্নে নানাবিধ বস্তু দর্শন করিয়া তাহা হইতে ভবিষ্যৎ সুফল কুফল কখন কিরূপ উপস্থিত হইবে না হইবে এ বিষয়ে যে সকল বিচিত্র ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এমন কি এক বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলাতে নরনারীগণ স্বপ্নদর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। এই স্বপ্ন বিশ্বাসের কোন কোনও স্থলে আশ্চর্য্য স্বপ্নসৌসাদৃশ্যও দেখা যায়। ইংলণ্ড, ফরাসী, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশের লোকদের হৃদয়ে স্বপ্নের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে ধারণাও প্রায় ঐরূপ বিচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"Serious disturbances of the internal organs apparently act as incitors of dreams in a considerable number of persons. * * * The dreams of persons suffering from disease of the heart are generally very brief and terminate in a terrified awakening."

(৬৩৩) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারের এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া সিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী ভাড়াদি স্থির করিয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিতে বলিলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোমরা গাড়ীভাড়া করিলে কেন? আমার বড় দাদা যে এই মাত্র এখানে আসিয়া বলিয়া গেলেন আমার জন্য তিনি তাঁহার মটর গাড়ী আনিয়াছেন। তিনি হয়ত, লগেজাদি জিনিষপত্র দেখিতে গিয়াছেন, তাঁহাকে আসিতে দাও।" সঙ্গের লোকেরা জানিতেন পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার বড় দাদার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা একথা প্রকাশ করা উচিত হইবে না বিবেচনা করিয়া বলিলেন বড়বাবু বিশেষ একটা জরুরি সংবাদ পাইয়া তাঁহার গাড়ী লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন ভাড়া মটর করিয়া আপনাকে শীঘ্র এলগিন রোডের বাড়ীতে লইয়া যাইতে। ইনি এলগিন রোডের বাড়ীতে পৌঁছিয়া যখন একটু পরে জানিতে পারিলেন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে তখন একটু বিষাদের হাস্য হাসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "বুঝিয়াছি। আমাকে নিকটে লইয়া যাইবার জন্য দাদা ব্যাকুল হইয়াছেন। আমার চিকিৎসা জন্য আর ডাক্তারাদি আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি বাঁচিব না।" কয়েক দিন মধ্যেই তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইল—তাঁহার মৃত্যু হইল। এই আশ্চর্য্য ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করিতে ইচ্ছা করিলে কাহারই পক্ষে এ বিষয়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে অনুসন্ধান লওয়া কঠিন হইবে না।

এতদসম্বন্ধীয় আলোচনার আয়তন হ্রাস করিবার জন্য, প্রথমত; আমাদের এদেশের পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের উক্তিমূলে স্বপ্নে কোন বস্তু দর্শন করিলে তাহার কিরূপ ভবিষ্যৎ ফল স্বপ্ন দ্রষ্টার ভাগ্যে প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পুরাণের গুটিকত বচন উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে তাহাই দেখান যাইতেছে (৬৩৪)। তৎপরে য়ুরোপের সুসভ্য নরনারীগণ মধ্যে এখনও

---

(৬৩৪) "ইদানীং কথয়িষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্নদর্শনে।

"চূর্ণনং মূর্দ্ধ্নি কাংস্যানাং মুণ্ডনংনগ্নতা তথা। মলিনাম্বরধারিত্বমভ্যঙ্গঃ পঙ্ক দগ্ধিতা॥
উচ্চাৎ প্রপতনঞ্চৈব দোলারোহন মেবচ। অর্জ্জনং পঙ্কলোহানাং হয়ানামপি মারণম্॥
রক্তপুষ্পদ্রুমাণাঞ্চ মণ্ডলস্য তথৈব চ। বরাহর্ক্ষ খরোষ্ট্রাণাং তথা চারোহণক্রিয়া॥
ভক্ষণং পক্ষি মৎস্যাণাং তৈলস্য কৃশরস্য চ। নর্ত্তনং হসনঞ্চৈব বিবাহো গীত মেব চ॥
তন্ত্রীবাদ্যবিহীনানাং বাদ্যানামভি বাদনম্। স্রোতোঽবগাহগমনং স্নানং গোময়বারিণা॥
এবমাদীনি চান্যানি দুঃস্বপ্নানি বিনির্দ্দিশেৎ।"

"তথোদকানাং তরণং তথা বিষমলঙ্ঘনম্। হস্তিনী বড়বানাঞ্চ গবাঞ্চ প্রসবো গৃহে।
আরোহনমথাশ্বানাং রোদনঞ্চ তথা শুভম্॥
শুভান্যেতানি নরস্য দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোত্যযত্নাদ্ ধ্রুবমর্থলাভম্।
স্বপ্নানি বৈ ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠ ব্যাধের্বিমোক্ষঞ্চ তথাতুরোঽপি॥
ভ্রুবোর্মধ্যে স্থিতাংবুদ্ধিং বিষয়েষু যুনক্তি যঃ। ইন্দ্রিয়াণামুপরমে মনসি হ্যব্যবস্থিতে॥
স্বপ্নান্ পশ্যত্যসৌ জীবো বাহ্যানাভ্যন্তরানথ। জীবো জাগ্রদবস্থায়া মেব মাহু র্বিপশ্চিতঃ॥
স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সংবৎসরফলপ্রদঃ। দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্মাসৈ স্তৃতীয়কে॥
চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাত্ত ফলপ্রদঃ। দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোঽপ্যরুণোদয় দর্শনে॥
গজং নৃপং সুবর্ণঞ্চ বৃষভং ধেনুমেব চ। দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং ছত্রং রথং ধ্বজম্॥
কুটুম্বংলভতে দৃষ্ট্বা কীর্ত্তিঞ্চ বিপুলাংশ্রিয়ম্। পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্পং তাম্বুল মন্দিরম্॥
শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ। গোক্ষীরঞ্চ ঘৃতং দৃষ্ট্বা চার্থং পুণ্যং ধনং লভেৎ॥
পায়সংপদ্মপত্রে চ দধি দুগ্ধং ঘৃতং মধু। মিষ্টান্নং স্বস্তিকং ভুক্ত্বা ধ্রুবং রাজা ভবিষ্যতি॥"
"স্বপ্নে সূর্য্যং বিধুং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্যাধিবন্ধনাৎ।"

"প্রতিমাং শিবলিঙ্গঞ্চ লভে দৃষ্ট্বা জয়ং ধনম্। ফলিতং পুষ্পিতং বিল্বমাত্রং দৃষ্ট্বা লভেদ্ধনম্॥
দৃষ্ট্বা চ জ্বলদগ্নিঞ্চ ধনং বুদ্ধিং শ্রিয়ং লভেৎ। আমলকং ধাত্রীফলমুৎপলঞ্চ ধনাগমম্।"
"শুক্লাম্বরধরাং নারীং শুক্ল মাল্যানুলেপনাম্। সমাশ্লিষ্যতি যঃ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখম্॥
পীতাম্বরধরাং নারীং পীত মাল্যানুলেপনাম্। উপগৃহ্যাতি যঃ স্বপ্নে কল্যাণং তস্য জায়তে॥

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এই সকল বিষয়ে কিরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ইংরাজি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া তাহাও নিম্নে দেখান যাইতেছে (৬৩৫)।

সর্ব্বানি শুক্লানি প্রশংসিতানি ভস্মাস্থিকার্পাসবিবর্জ্জিতানি। সর্ব্বানি কৃষ্ণানি বিনিন্দিতানি গোহস্তিদেবদ্বিজবর্জ্জিতানি॥
দিব্যা স্ত্রী সস্মিতা বিপ্রা রত্নভূষণভূষিতা। যস্য মন্দির মায়াতি স প্রিয়ং লভতে ধ্রুবম্।
স্বপ্নে চ ব্রাহ্মণো দেবো ব্রাহ্মণী দেব কন্যকা। কুমরী চাষ্টবর্ষীয়া রত্নভূষণভূষিতা।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে তস্য তুষ্টা চ পার্ব্বতী॥"
"যস্য গেহং সমায়াতি ভার্য্যয়া সহ ব্রাহ্মণঃ। পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুর্বা লক্ষ্মীনারায়ণোথবা॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপী স্বপ্নে যস্মৈ দদাতি বা। ধ্যানং পুষ্পাঞ্জলিং বাপি তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী॥"
"প্রাপ্নোতি পুস্তকং স্বপ্নে পথি বা যত্র তত্র চ। স পণ্ডিতো যশস্বী চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে॥
স্বপ্নে যস্মৈ মহামন্ত্রং বিপ্রো বিপ্রা দদাতি চেৎ। স ভবেৎ পুরুষঃ প্রাজ্ঞো ধনবান্ গুনবান্ সুধী॥"
"স্বপ্নে বিপ্রো হরিঃ শম্ভু ব্রাহ্মণী কমলা শিবা। শুক্লা স্ত্রী বেদমাতা বা জাহ্নবী বা স্বরস্বতী॥
গোপালিকা বেশধরা বালিকা রাধিকা সম।
বালশ্চ বালগোপালঃ স্বপ্নবিত্তিঃ প্রকাশিতঃ। এষতে কথিত নন্দ সুস্বপ্নঃ পুণ্যহেতুকঃ॥"

(৬৩৫) "AEROPLANE.—A sign that money is coming to you,"

"ANIMALS.—To see wild Animals in a dream is generally a dream of contrary; but there are a few special Animals such as LION, LEOPARD, TIGER, which carry distinct meanings. Any very unusual creature, such as a crocodile, is a bad sign. Domestic Animals have separate meanings, and the CAT and DOG are not considered good dream omens. Cows and Bulls depend upon their attitude; if they are peacefull, they are a good omen; but if they attack you, then expect difficulties in your business ventures."

"BUTTERFLY.—A sign of happiness if you see a gaily coloured Butterfly in the sunshine; but if it is a Moth, and seen indoors, than it means some slight trouble."

"CIGARETTE.—To dream you are lighting one signifies new plans; a half-smoked Cigarette held in the hand is a postponement, to smoke it to the end, means a successful conclusion to your hopes."

"DEVIL.—It is a very bad dream if you imagine you see Satan, but the outcome will depend upon the circumstances. Whatever happens, however, it means a long struggle."

"EAGLE.—If this noble bird is flying, it signifies good fortune; if it is dead or wounded expect loss of money. If, however, the flying bird threatens the dreamer, then you may expect many difficulties."

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

য়ুরোপে যেমন ইংলণ্ড, এসিয়াখণ্ডে তেমনি জাপান ইদানিং স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তক প্রকাশ জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। একারণে চীন এবং জাপানে স্বপ্ন ফলাফলে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া বিস্মিত হইবার স্থল নাই। জাপানে এক শ্রেণী ধর্ম্ম-উপদেষ্টা আছেন, তাঁহাদের কার্য্যই হইতেছে দৃষ্ট-স্বপ্নের গুঢ়ার্থ নিস্কাষন করা। সে দেশের মানুষে তাঁহাদের নিকট যাইয়া স্ব স্ব স্বপ্ন দর্শনের কথা জানাইলে, উপদেষ্টারা মাটিতে মণ্ডলাকৃতি ঘর আঁকিয়া, স্বপ্ন দর্শনের কাল, স্বপ্ন দর্শকের বয়ক্রম অঙ্ক এবং স্বপ্ন দর্শন কালে গ্রহাদির অবস্থিতি চিহ্ন সকল তাহাতে সংস্থাপন করিয়া এবং বহুক্ষণ বিচার বিতর্ক করিয়া কোন বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিয়া কে কিরূপ ভাল মন্দ ফল লাভ করিবেন তাহার ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যের পরিশ্রমের জন্য অবস্থানুসারে তাঁহারা কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে জাপান দেশীয় ভাষাতে স্বপ্ন গণক বলা হইয়া থাকে। জাপানের ন্যায় চীন দেশেও স্বপ্নফল বিচার সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহার এক খানির নাম "মেঙ্গ-স্থ"। এই বৃহৎ স্বপ্নগ্রন্থ সাতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। জাপান দেশের ন্যায় স্বপ্ন গণকঠাকুর বলিয়া কোনও এক বিশেষ জ্যোতির্ব্বিদ শ্রেণী এদেশে না থাকিলেও, এখনও এদেশের অনেক পল্লীগ্রামে পল্লীবাসিগণ মধ্যে স্বপ্নের কুফল স্থফল জানিবার জন্য কেহ গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা পঞ্জিকা হস্তে লইয়া স্বপ্নের ফলাফল বলিয়া দিয়া থাকেন। অতি পূর্ব্বকালে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ সময়ে, স্বয়ং মহম্মদ, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ মধ্যে কেহ স্বপ্ন দর্শনের কথা জানাইয়া তাঁহার নিকট উহার নিগুঢ় অর্থ জানিবার জন্য প্রার্থী হইলে, তিনি যে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া শিষ্যবৃন্দকে পরিতুষ্ট করিতেন, ইহা তাঁহার জীবনচরিত দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি (৬৩৬)। পুরাকালে মুসলমানধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহম্মদ যেমন মানুষের স্বপ্ন দর্শনপরে ভাবীফল সংঘটন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, এখনও আরব ও পারশ্য দেশের ধর্ম্ম-পরায়ণ মুসলমানগণ স্বপ্ন দর্শন জনিত শুভা-শুভ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে সেইরূপ প্রগাঢ় আস্থাবান হইয়া রহিয়াছেন এবং ঐ সকল দেশের জন-সাধারণ-সমাদৃত প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক গুলি এখনও তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য

(৬৩৬) "The Prophet Muhammad of Arabia after the morning prayers used to ask the faithful to relate their dreams without distoration or exaggeration and used to offer his interpretation of those dreams."

(A PEEP INTO THE SPIRITUAL UNCONSCIOUS, by M. M. Z. Ahmad)

প্রদান করিতেছে (৬৩৭)। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, কৃশ্চিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে, কি প্রাচীনকালে কি বর্ত্তমান সময়ে, স্বপ্ন দর্শনের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার কোরিয়ৎ তাঁহার স্বপ্ন বিষয়ক গ্রন্থে মানুষের স্বপ্ন দর্শনকে যে বায়ুর ক্রিয়া বলিয়া কখনই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না পরন্তু উহার মূলে যে একটা অবোধ্য সত্য নিশ্চয়ই লুক্কায়িত রহিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (৬৩৮)। স্বপ্নে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা দর্শন বা বস্তু দর্শনের ফলে দৈহিক, পারিবারিক বা সাংসারিক অমঙ্গল উপস্থিত হইবার আশঙ্কা প্রায় সকল দেশের লোকেই হৃদয়ে পোষন করিয়া থাকেন। তাহার প্রতিকার চেষ্টা হওয়া সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। এই প্রতিকার চেষ্টাও সকল দেশের নরনারীগণ মধ্যেই অল্পাধিক পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐই প্রতিকার চেষ্টা উদ্দ্যেশ্যে নানারূপ পূজাপাঠ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কবচ মাদুলি ধারণ করিবার ব্যবহার এখনও এদেশের অনেকস্থানের স্ত্রী পুরুষগণমধ্যে বহুল পরিমানে প্রচলিত আছে। কেবল এই দেশে নহে, সুসভ্য য়ুরোপখণ্ডের অন্তর্গত ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও দুঃস্বপ্ন প্রতিকার মূলক এইরূপ নানাবিধ অনুষ্ঠান এখনও হইয়া থাকে। ইহার প্রমান সমাজতত্ত্ব ঘটিত অনেক ইংরাজী গ্রন্থের গবাক্ষ পথে সময়ে

(৬৩৭) "It is a well-known fact that Islamic literature both in Arabic as well as in Persian is full of eloquent and intense interest in dream and its inter-pretation. The great Arabic work of Khalil ibn Shahin al-Dahiri entitled "The book of explanation of Dream Interpretation" is unique in its variety of material and vastness of scope. It cites as many as nearly 30 other works on Ta'bir or the 'Science of dream Interpretation.' Then there is the Persian work entitled 'Kamil ul Tabir' or Complete Book on Dream Interpretation, and similar work by Jafar and Ibn Sirin."

(A PEEP INTO THE SPIRITUAL UNCONSCIOUS by M. M. Z. Ahmad)

(৬৩৮) "From the period of the earliest Babylonian records up to modern times, a belief in the interpretation and the veracity of dreams, particularly in fore-telling the future, was possessed by the mass of people. The popular point of view has always been that a dream is a symbol and has something of importance concealed within it, and this hidden meaning, often cryptic, can be interpreted."

(THE MEANING OF DREAMS by ISADOR H. Coriat. M. D.)

সময়ে আমাদের চক্ষু সম্মুখে নির্গত হইয়া পড়িতে দেখা যায় (৬৩৯)। চীনদেশে দুঃস্বপ্ন নিবারক মাদুলি বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে চীনদেশের লোক দুঃস্বপ্নদর্শনকে কিরূপ ভয় করেন। তুরকীস্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা স্বপ্ন ভয় নিবারক এবং ধর্ম্মউপদেশ প্রাপ্তির সহায়ক কোরাণের মন্ত্র স্বর্ণকবচ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া অলঙ্কার আকারে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন। সেদেশে এইরূপ আচরণ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ মুসলমানধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভবিষ্যৎবক্তা মুহম্মদ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত অনেক ভবিষ্যৎবাণীর বিষয় তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন (৬৪০)। কোরাণের মন্ত্রে কুস্বপ্নকে নষ্ট করিতে পারে বলিয়া যেমন আরব ও পারস্যদেশের মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, সেইরূপ বেদমন্ত্রে দুঃস্বপ্নকে দূর করিতে পারে জানিয়া পুরাকালের এদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রয়োজনস্থলে উচ্চৈস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন (৬৪১)। ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগে, মানব সমাজে নানাবিধ

(৬৩৯) "Amongst a collection of objects lately exhibited in London, illustrative of superstitions that had survived from a past age and that had lingered on into this century, there were to be seen certain stones pierced by natural holes, which were intended to be hung as a talisman over the bed of sleepers afflicted with bad dreams. Many such simple charms were no doubt used."

(STUDIES IN DREAMS by MARY ARNOLD-FORSTER.)

কুস্বপ্ন দর্শন নিবারণ উদ্দেশ্যে এইরূপ নানা বস্তু শয়ন সময়ে বালিসের নীচে রক্ষা করিবার ব্যবহার এদেশেও প্রচলিত আছে। ইহাকে গ্রাম্য ভাষায় "টোট্‌কা টুট্‌কি" বলা হয়। কেহ রুদ্রাক্ষ মালার একটি কাঠি, কেহবা অপরাজিতা লতার মূল, কেহবা একটি তুলসীপত্র রাত্রে শয়ন সময়ে বালিসের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া কুস্বপ্ন দর্শনের ভয় নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এ দেশের হিন্দু রাজা জমীদার ধনবান মহাজনগণ মধ্যে এখনও কেহ কেহ কুস্বপ্ন দেখিলে তাহার প্রতিকার জন্য ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিয়া থাকেন কিম্বা স্নান করিয়া থাকেন।

(৬৪০) "He is reported to have said that correct dreams are the forty-sixth part of prophethood. The dreams seen by him during the first six months of his twenty three years of prophecy came out to be literally true in his future life."

(A PEEP INTO THE SPIRITUAL UNCONSCIOUS by M. M. Z. Ahmad)

(৬৪১) দুঃস্বপ্ন দেবতাকে দূর করিবার জন্য ঋগ্বেদে ১০ মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে যে প্রার্থনা মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

অমঙ্গল আসিয়া যখন আক্রমন করিল, তখন তাহা দূর করিবার জন্য নানা প্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবার ব্যবস্থা ঋষিগণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দুঃস্বপ্ন জনিত অমঙ্গল দূর করিবার জন্য "যাম্যা-শান্তি" নামক একটি শান্তি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল (৬৪২)।

কুস্বপ্ন-জাত অমঙ্গল নিবারণ জন্য যত প্রকার টোট্‌কা টুট্‌কি কিম্বা স্নানদান কিম্বা দেবদেবী পূজা আরাধনামূলক কার্য্য এদেশের কিম্বা অন্য দেশের লোকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, সে সকল অপেক্ষা চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবনকে অধিক কার্য্যকরী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান দান করা হইল কেন? এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর সমাধানের জন্য এক্ষণে আমরা চেষ্টা করিব। অন্যান্য দেশের লোকে এবং এদেশের সাধারণ লোকে স্বপ্নকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্থ হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে টোট্‌কা টুট্‌কি দ্বারা কুস্বপ্ন দর্শনের ভয় নিবারণ চেষ্টা কিছুমাত্র অযৌক্তিক নহে। কিন্তু কেবল পট্‌কা ছুটাইয়া যেমন বন্য বাঘকে হটাইয়া দেওয়া অসম্ভব, তেমনি কেবল টোট্‌কা টুট্‌কি প্রয়োগ দ্বারা কুস্বপ্নকে দূর করাও অসম্ভব। মানব অন্তঃকরণ মধ্যে স্বপ্ন রাজ্যের আয়তন কৃত বিস্তৃত,

---

(৬৪২) "মনু বলিলেন,—দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম মহোৎপাত উপস্থিত হইলে, যে সকল শান্তি করিতে হয়, হে কেশব! আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। মৎস্য উত্তর করিলেন,—অনন্তর অদ্ভুতাদি উপস্থিত হইলে যে ত্রিবিধ শান্তি বিহিত. বিশেষতঃ ভৌম মহোৎপাতে যে শান্তি করিতে হয়, আমি সে সকল বলিতেছি। হে পার্থিব! আন্তরীক্ষ উৎপাতে অভয়া ও দিব্য উৎপাতে সৌম্যা শান্তি জানিবে। হে রাজন্! যিনি অত্যন্ত জয়েচ্ছু, ঐশ্বর্য্যকামী, শত্রুজয়াভিলাষী, অপর কর্ত্তৃক অভিযুক্ত, তিনি অভয়া শান্তি করিবেন এবং অভিচার ক্রিয়ার ভয় হইলে, শত্রুনাশনে বা মহাভয় উপস্থিত হইলে, অভয়া শান্তি কর্ত্তব্য। রাজযক্ষ্মাদ্বারা অভিভূত, যজ্ঞকামী এবং ক্ষতদ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তিগণের পক্ষে সৌম্যা শান্তি প্রশস্ত। ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং শলভজনিত ভয়, কিংবা প্রমত্ত চোরগণের উপদ্রব উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবী শান্তি ইষ্ট। পশু ও মনুষ্যগণের দারুন মরণ দেখাদিলে এবং ভৌতিক উৎপাত পরিদৃশ্যমান হইলে রৌদ্রী শান্তি বিধেয়। বেদের অপলাপ কিম্বা নাস্তিকগণের প্রাদুর্ভাব হইলে অথবা অপূজ্যগণ পূজিত হইতে থাকিলে ব্রাহ্মী শান্তি কথিত হয়। অভিষেক কালে, পররাষ্ট্রভয়ের সম্ভাবনা হইলে অথবা স্বীয় রাষ্ট্রভেদে কিংবা শত্রুবধে রৌদ্রী শান্তি প্রশস্ত। তিন দিনের অধিক কাল প্রবল বায়ু বহিলে, সকল ভক্ষ্য বস্তু বিকৃত হইয়া দূষিত হইলে কিম্বা বাতজ ব্যাধি উপস্থিত হইলে বায়বী শান্তি কর্ত্তব্য। অনাবৃষ্টি, অস্বাভাবিকবর্ষণ, বা জলাশয়ের বিকার দৃষ্ট হইলে বারুণী শান্তি ইষ্ট। হে মহাবাহো! অভিশাপ ভয় প্রাপ্ত হইলে ভার্গবী, এবং প্রসববৈকৃত্য ঘটিলে প্রাজাপত্য শান্তি জানিবে। হে পার্থিবনন্দন! শাক সবুজী প্রভৃতি বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে ত্বাষ্ট্রী শান্তি জানিবে। হে নৃপ। শিশুদিগের শান্তি কামনায় কৌমারী শান্তি এবং বহ্নিবিকৃতি, আজ্ঞাভঙ্গ, ভৃত্যক্ষয় প্রভৃতি সংঘটিত হইলে আগ্নেয় শান্তি করিতে হইবে। অশ্ব বিকৃত হইলে তাহার শান্তির জন্য এবং অশ্ব প্রাপ্তি কামনায় গান্ধর্ব্বী শান্তি ইষ্ট। হস্তী বিকৃত

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

উহার কার্য্যক্ষেত্র কত বিশাল, উহার কার্য্যকরী শক্তি কত বিপুল, এবং সুপথে আনিত স্বপ্নদ্বারা মানুষে নিজের দেহের এবং নিজ সমাজের কত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, ইহা যিনিই একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিতে যত্ন করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন, কুস্বপ্ন দর্শন নিবারণ চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে, চিত্তের কুস্বপ্ন দর্শনকারী অবস্থাকে রূপান্তরিত করিয়া সুস্বপ্ন দর্শনকারী অবস্থাতে উহাকে আনয়ন করাই আমাদের এতদ্ সংক্রান্ত চেষ্টার পরম ও চরম লক্ষ্যস্থান। আমাদের চেষ্টা এই দিকেই হওয়া আবশ্যক। এই আবশ্যকতাকে প্রস্ফুটিত করিয়া (অর্থাৎ খুলিয়া দিয়া) চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে।"

কেহ মনে করিতে পারেন, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের এই শ্লোকটীর মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য উপরে উচ্চ-নিনাদে স্বপ্নের এত গুণ কীর্ত্তন করা হইল। ইহা ঠিক নহে। মানব অন্তঃকরণ, জড়মুখী অবস্থা ত্যাগ করিয়া যতই চৈতন্যমুখী অবস্থাদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই স্বপ্ন বিজ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর দীপ্তি উপলব্ধি করিতে থাকিবে। য়ুরোপের বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ, স্বপ্নকে এদেশের প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় অতি উচ্চ দৃষ্টিতে এখনও দেখিতে সমর্থ হয়েন নাই। সমর্থ না হইলেও, ইতি-মধ্যেই স্বপ্নের নূতন আলোক তাঁহাদের বোধ শক্তিকে যে উজ্জ্বলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের কৃত স্বপ্নদর্শন বিষয়ক যে সকল পুস্তক পুস্তিকা এবং বক্তৃতা অল্পদিন মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে তাহা দেখিয়া ইহা আমরা বেশ জানিতে পারিতেছি (৬৪৩)।

হইলে তাহার শান্তি কামনায় বা হস্তী প্রাপ্তি কামনায় আঙ্গিরসী শান্তি করিতে হইবে। পিশাচাদি ভয়ে নৈর্ঋতী শান্তি জানিবে। অপমৃত্যু, দুঃস্বপ্ন এবং নরক প্রাপ্তি ভয়ে যাম্যা শান্তি বিধেয়। ধননাশভয়ে কৌবেরী এবং বৃক্ষ, অর্থ প্রভৃতির বিকৃতি উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য কামী ব্যক্তি পার্থিবী শান্তির অনুষ্ঠান করিবে।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মৎস্য পুরাণ।)

উপরে উদ্ধৃত পুরাণের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে দুঃস্বপ্ন দর্শনকে অপমৃত্যু প্রভৃতি মহা অমঙ্গল সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

(৬৪৩) ডাক্তার কোরিয়েট তাঁহার কৃত THE MEANING OF DREAMS গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—স্বপ্ন-অর্থ ঠিকমত বুঝিতে পারিলে, উহা দ্বারা মানব জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন ব্যাপারে সিন্দুকের চাবির কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। স্বপ্নে মানুষের ভিতরের গুপ্ত অবস্থাগুলি সম্মুখে খুলিয়া দিয়া মানুষকে নিজের সহিত নিজকে ভালমত পরিচিত করিয়া দিয়া থাকে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

স্বপ্ন বিচার বিষয়ক এদেশের অধ্যাত্ম বিদ্যাবিদ্ ঋষিগণের বহুবিধ উক্তি এবং য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা পূর্ণ নানাবিধ গ্রন্থ অনুশীলন করিলে আমরা

"Dreams are not the disordered phantasmagoria of a partially sleeping brain, but are logical and well ordered, and conceal within themselves our true wishes and desires. The dream reveals the true inner man, his various motives and desires, hidden from the view of others and often hidden from his own conscious thoughts. Consequently, when rightly interpreted, dreams are the real key to the riddle of human life, because through them the door is unlocked to our unconscious and our real selves."

(THE MEANING OF DREAMS by ISADOR H. CORIAT, M. D.)

প্রায় এই মর্ম্মের আর একটি মন্তব্য আর একখানি স্বপ্ন বিষয়ক গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"by learning to observe and to understand the ordinary nightly experience of dream life that we shall best be laying the foundation of future superstructures. For, rightly understood, dreams may furnish us with clues to the whole of life."

(THE WORLD OF DREAMS. By Havelock Ellis)

আর একজন ইংরাজ গ্রন্থকার তাঁহার স্বপ্ন বিষয়ক গ্রন্থের একস্থানে এই মর্ম্মের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—মানুষের স্বপ্নে মানুষকে ভাবী বিপদ ঘটিত অনেক গুরুতর অবস্থার আগমনপথ রোধ করিয়া দিতে পারে, এবং অনেক দুঃশ্চিন্তামূলক সুকঠিন মানসিক তর্ক বিতর্কের সমাধানকে মানুষের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে। এই দৃষ্টিতে স্বপ্নকে ভবিষ্যৎ দিক্ দর্শন যন্ত্র বলা যাইতে পারে।

"A dream may often solve situations, important crises, and mental conflicts which may baffle one in the waking life. The situation and the conflict are cleared up in the dream by a kind of unconscious incubation of wishes, and only in this sense the dream may be said to be prophetic" (THE MEANING OF DREAM by Dr. H. CORIAT M, D.)

স্বপ্নে মানবজীবনের ভবিষ্যৎ চিত্রপট খুলিবার কথা আলোচনা করিয়া আর এক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—পৃথিবীর কোনও দেশে এমন মানুষ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে যাঁহার জীবনের কোন না কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্র স্বপ্নে তাঁহার সম্মুখে কখনই প্রতিফলিত হয় নাই।

"In fact, there is hardly any human being on earth who does not remember to have ever dreamt such dreams as he found actually fulfilled in his future life in the real world. This class of dreams, therefore, is too important and too numerous to be easily overlooked." (A PEEP INTO THE SPIRITUAL UNCONSCIOUS by M. M, Zuhuruddin Ahmad, M. A., LL. B.)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অন্ততঃ একটি বিষয় বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি। সে বিষয়টি এই যে, মানুষের সর্ব্বকালের সর্ব্বপ্রকার স্বপ্ন দর্শন ঘটনার অভ্যন্তরে মানব অন্তঃকরণে নিহিত অন্তঃদৃষ্টির কার্য্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের চক্ষুর বাহ্যদৃষ্টি দর্শনক্ষেত্রের যে সীমাতে যাইয়া পৌঁছিতে না পারে, অন্তঃকরণের দৃষ্টি অথবা অন্তঃদৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেকদূরে অতি সহজে যাইয়া পৌঁছিতে পারে। কিন্তু সেই অন্তঃদৃষ্টির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে চাহিলে, দূরবীক্ষন যন্ত্রের "ফোকাস" স্থির করণ কার্য্যের ন্যায় অন্তঃদৃষ্টিরও দর্শনশক্তিকে নির্ম্মল পরিষ্কার প্রখর এবং প্রবল শক্তি সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হয়। ঋষিগণ মানুষের অন্তঃদৃষ্টিকে নির্ম্মল উজ্জ্বল এবং শক্তি সম্পন্ন করিবার জন্য যে সকল মহামূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন

উপরিউক্ত গ্রন্থকার তাঁহার নিজ জীবনে অনেক সময়ে স্বপ্ন দর্শনের সহিত ভবিষ্যৎ ঘটনার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে তাহার দুই একটী বিবরণ যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"So far as my experience of dream goes, I have arrived at the conclusion that the flow of reality has a necessity and an unalterable will behind it. Do what you like, the occurrence that you have foreseen in the dream is bound to happen. Thrice before the demise of my mother on 14th November, 1932, I saw the dreams which foretold me about her impending death, once before her falling ill and twice during her illness. And in spite of all possible efforts on my part to save her life, by consulting the best medical authority, and nursing her in the best possible way, the occurrence took place in due course as seen in the dreams."

"In March 1920 on the 12th night I saw a very vivid dream. But when on the 20th of the same month I went back home I found that my wife, whom I had married in the latter part of the year 1919 and who was staying at home with my parents was still suffering from the after effects of a severe attack of smallpox. On a thorough enquiry I learnt that on the 12th night there was the crisis of the disease, but my father refrained from informing me, lest the news might upset me. The important part of the dream is that about the middle of the 12th night my wife's condition was very critical and she was almost unconscious. This dream has helped me to understand the relation between the dream elements experienced in the past and its function concerning the events to be experienced in future."

যোগ শাস্ত্র সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থের অনেকস্থলে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি চিত্ত-বৃত্তিকে যতখানি নির্ম্মল ও স্থির করিতে পারিবেন তিনি তাঁহার অন্তঃদৃষ্টিকে ততখানি প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবেন,—ইহাই হইতেছে যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জাগ্রত অবস্থাতে এইভাবে চিত্ত-বৃত্তিকে স্থির করিয়া রাখিতে অভ্যাস করিলে, নিদ্রিত অবস্থাতেও ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত চিত্তে ভূত-ভবিষ্যত বর্ত্তমান ঘটনার নানাবিধ চিত্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। অন্তঃ-দৃষ্টিতে ঐ অবস্থাতে ঐ সকল চিত্র যখন আমরা দেখিয়া থাকি তখন তাহাকেই সুস্বপ্ন বা সাত্ত্বিক স্বপ্ন বা সত্যমূলক স্বপ্ন বলিয়া আমরা আখ্যাত করিয়া থাকি। ইহার বিপরীত বা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত চিত্তে, জাগ্রত অবস্থাতে থাকা সময়ে নানাবিধ দুর্ভাবনা এবং নিদ্রিত অবস্থাতে থাকা সময়ে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন ক্রিয়া আসিয়া অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের চিত্তের এই দুই প্রকার অবস্থাতে ভাবী ঘটনার চিত্র দর্শনের সহিত একটি তরঙ্গিত জলাশয়ের উপরে এবং স্থির জলাশয়ের উপরে, চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দর্শনের তুলনা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই। বায়ু আলোড়িত, উদ্বেলিত এবং ময়লা কর্দ্দমে কলুষিত জলাশয়ে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ছিন্ন ভিন্ন এবং খণ্ডিত অবস্থাতে বিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, স্থির সাগরের ন্যায় প্রশান্ত অবস্থাতে স্থিত নির্ম্মল জলাশয়ে সেই চন্দ্রের প্রতিবিম্বই অতি পরিষ্কার ভাবে আমরা দেখিয়া থাকি। কাম ক্রোধ এবং দুঃশ্চিন্তাতে আমাদের অন্তঃকরণকে জাগ্রত অবস্থাতে উদ্বেলিত করিয়া থাকে। নিদ্রিত সময়ে দেহের ন্যায় আমাদের অন্তঃকরণও ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও ঐ সকল উপদ্রবে পূর্ব্ব হইতে উদ্বেলিত অন্তঃকরণ হঠাৎ একবারেই প্রশান্ত অবস্থাতে উপনিত হইতে পারে না। এই কারণে জাগ্রত অবস্থাতেই অন্তঃকরণকে সুস্থির করিবার চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থ শ্রবণ ও পঠনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণকে ক্রমে পবিত্র, নির্ম্মল, উজ্জ্বল এবং অতরঙ্গায়িত জলাশয়ের ন্যায় স্থির অবস্থাতে আনয়ন করা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে চণ্ডীমাহাত্ম্য পঠনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণের কুস্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্নদর্শন উপযোগী পীড়াকে হ্রাস এবং সুস্বপ্ন অর্থাৎ সত্য স্বপ্নদর্শন উপযোগী আধ্যাত্মিক শক্তিকে যে বৃদ্ধি করিয়া থাকে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৬৪৭ সংখ্যক শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত "দুঃস্বপ্ন" ও "সুস্বপ্ন" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার উপসংহার সময়ে এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করিতে উপেক্ষা করিলে আমাদের কর্ত্তব্য পালনের ক্রুটী থাকিয়া যাইবে। এই বিবেচনায় এখানে তাহা বলিতেছি। এই শ্লোকের অর্থ

ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কৃত দেবীভাষ্যে লিখিয়া রাখিয়াছেন "দুঃস্বপ্নং দুঃস্বপ্ন বোধিত মনিষ্টং" দেবীভাষ্য সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অনুবাদে কথাটি আর একটু পরিস্ফুট করিয়া লিখিত হইয়াছে—"দুঃস্বপ্নকালে অশুভ দেখিলে উহা সুস্বপ্ন সূচিত শুভরূপে পরিণত হয়।" যে ধারা ধরিয়া দেবীভাষ্যকর্ত্তা এবং অন্যান্য ভাষ্যকার ও অনুবাদক এইরূপ অর্থব্যাখ্যা করিয়াছেন সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিয়া দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয় কথার অন্যরূপ অর্থগ্রহণ করিতে কেন আমরা বাধ্য হইলাম তাহার উত্তরে দুই একটি কথা এখানে বলা একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। স্বপ্নে কাঁচা পক্ষীমাংস ভক্ষণ করা দর্শন করিলে তাহাকে পুরাণের উক্তি অনুসারে দুঃস্বপ্ন বলিতে হইবে। চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে ঐ দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হইবে অর্থাৎ ঐ কুস্বপ্নের কষ্ট পক্কাম্রফল ভক্ষণের সুখে পরিণত হইবে এমন কথা বলা অপেক্ষা চণ্ডীমাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ দ্বারা কাঁচা পক্ষী মাংস ভক্ষণ স্বপ্ন দেখা কার্য্যের কষ্ট ভোগ নিবৃত্তি হইয়া কেবল সত্য ও সুখদায়ক ঘটনার স্বপ্ন দর্শন কার্য্যের সুখভোগ আরম্ভ হইবে এরূপ বলাই সঙ্গত হইবে না কি? এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা গ্রহণ দ্বারা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিত শ্লোকের অভিপ্রায় অধিক পরিস্ফুট হয় বলিয়া মনেহয়। আর একভাবেও এই বিষয়টি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। "দুর্দ্দিন" বলিলে সাধারণতঃ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং তৎসহ ঝড়বৃষ্টি বাদল জনিত কষ্টভোগ আমরা বুঝিয়া থাকি। "সুদিন" বলিলে নির্ম্মল আকাশ এবং ঝড় বৃষ্টি বাদল শূন্য পরিষ্কার দিনের সুখভোগ আমরা বুঝিয়া থাকি। "কু" এবং "সু" শব্দ ব্যবহারের এই সাধারণ নিয়ম ধরিয়া "দুর্দ্দিন যাইয়া সুদিন আসিবে" শুনিলে আমরা যেরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকি, এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, এখানে কুস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হইবার অর্থ বুঝিতে বাধা কি? (৬৪৪)।

---

(৬৪৪) এই বিষয় লইয়া এতগুলি কথার অবতারণা করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না কিন্তু দেবী ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"গৌতমান্বয়সম্ভাতেন শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মণা। তর্করত্নেন যত্নেন দেবীভাষ্যং বিতন্যতে॥
আবির্ভূয় স্বয়ং স্বপ্নে যা মাং শাস্ত্রার্থমন্বাশাৎ। সা কালী প্রীয়তামেতম্মুকালাপন লীলয়া॥"

স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা স্বপ্নে যাঁহার ব্যাখ্যা রচনা কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই ব্যাখ্যাতে কোনরূপ ভুল সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তবে এ স্থলে এরূপ দেখা যাইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—দেবীভাষ্যের পণ্ডিত পাঠকগণের জন্য

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের ৬৪৮ ৬৪৯ এবং ৬৫৩ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে ভূত পিশাচাদি অপদেবতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণের উপদেশ পুনঃ পুনঃ প্রদান করা হইয়াছে। এই তিনটী শ্লোক মধ্যে তিন স্থানে "ভূত" শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভূতশব্দের অর্থ প্রদান সময়ে কোন কোনও টীকাকার "প্রাণী" অর্থ করিয়াছেন (৬৪৫)। ৬৫৩ সংখ্যক শ্লোকে কেবল "ভূত" শব্দ থাকাতে, পুরাণাদি নানা গ্রন্থে লিখিত "সর্ব্বভূত" শব্দার্থে "সর্ব্বপ্রাণী" অর্থ করিবার ব্যবহার কোনও কোনও স্থানে দেখিয়া, তাঁহারা "ভূত" শব্দের অর্থে এখানে "প্রাণী" বলিলেও চলিতে পারে ইহাই হয়তঃ মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৪৯ সংখ্যক শ্লোকে "ভূত" শব্দের পরেই "পিশাচানাং" শব্দ যুক্ত হইয়া থাকাতে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু,

---

যেরূপ অর্থ প্রদান প্রয়োজন, ভাষ্যকার এস্থলে তাহাই প্রদান করিয়াছেন। আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণের গ্রহনোপযোগী অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি। দেবীভাষ্য সহিত প্রদত্ত বাঙ্গালা অংশে লিখিত হইয়াছে "যাহার যেমন রুচি এবং শক্তি, তদনুসারে শুভপথে লইয়া যাওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্য। বৈদ্য বহুরোগীকে চিকিৎসা করিতেছেন, সকলেরই কিছু এক প্রকার রোগ নহে, সকলের ধাতুও এক প্রকার নহে, ধাতু ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া বৈদ্য কাহাকেও উপবাস করাইতেছেন, কাহাকেও বা অন্ন দিতেছেন, কাহাকে স্বেদ এবং কাহাকে বা জলসেকের ব্যবস্থা দিতেছেন।"

(৬৪৫) "আমার উৎপত্তি বিষয়ক এই আখ্যান শ্রবণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, আরোগ্য লাভ হয় এবং সমস্ত প্রাণী হইতে রক্ষা হইয়া থাকে।"

(দেবীভাষ্যের নিম্নে প্রদত্ত ৬৫৩ শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।)

"প্রস্তাব বিশেষ শ্রবণে ফল বিশেষ মাহ। শ্রুতম্। মম জন্মনাং প্রাদুর্ভাবানাং ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানানাং কীর্ত্তনং ব্যাহরণং শ্রুতং সৎ পাপানি হন্তি, তথাশব্দ চার্থঃ, আরোগ্যঞ্চ প্রযচ্ছতি ভূতেভ্যো ঘাতক সত্ত্বেভ্যো রক্ষাঞ্চ করোতি, শৃন্বতামিতি শ্রুতপদ সন্নিকর্ষাদ্বোধ্যম্।" (তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকা।)

"এবং পুত্র গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা। সম্পূজ্যা হব্যকব্যাভ্যামন্নেনাতিথি-বান্ধবাঃ॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশু পক্ষি পিপীলিকাঃ। ভিক্ষবো যাচ মানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে॥
সদাচারবতা তাত সাধুনা গৃহ মেধিনা। পাপং ভুঙ্ক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥"

যে চণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া সকলে স্বীকার করেন, সেই মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে,—"ভূত" শব্দকে এবং "প্রাণী" শব্দকে একার্থ বাচক শব্দ ভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ উহা যদি একার্থ বাচকই হইবে তাহা হইলে এই স্থলে "ভূত" শব্দ প্রয়োগের পরে পুনর্ব্বার "পশু পক্ষি পিপীলিকাঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগের সার্থকতা থাকেনা। অতএব আলোচ্য শ্লোকের "ভূত" শব্দে এখানে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান বা ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূত বা সর্ব্বপ্রাণীরূপ সর্ব্বভূত বুঝিতে হইবেনা।

আকাশ এই পঞ্চ ভূতের কোনও ভূত কিম্বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল ব্যাপক ভূত বা প্রাণী অর্থ করিবার স্থল যে এখানে উপস্থিত হয় নাই ইহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। এখানে "ভূত" শব্দের সাধারণ অর্থে ভূত প্রেত পিশাচাদি অপদেবতা সকলকেই মনে করা সঙ্গত হইবে। দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারা ভূত হইতে রক্ষা পাইবার কথার অর্থে, ভূতাদি সকল প্রকার অপদেবতার সর্ব্ববিধ উৎপীড়ন মূলক কার্য্য হইতে যে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ইহাই এখানে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ মধ্যে অনেকেই হয়ত কিঞ্চিৎ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে পারেন, "ভূত প্রেত পিশাচ ত খোকাখুকীদের ঘুম পাড়াইবার জন্য কবিকল্পনার একটা সৃষ্ট বস্তুমাত্র, ইহাদের আদৌ অস্তিত্বই নাই, কাজেই ইহাদের উৎপীড়ন শব্দের ও কোন অর্থ নাই; আর সেইরূপ কাল্পনিক শত্রুর অবাস্তবিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিবারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।" এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ভূত প্রেতাদি আমাদের প্রত্যক্ষের বস্তু না হইলেও ভূত প্রেতাদির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর দৃশ্যবস্তু নহেন। দেব দেবীগণও দৃশ্যবস্তু নহেন। কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। যে চিন্তাধারা ধরিয়া চলিয়া সাধারণ চক্ষে অদৃশ্য পরব্রহ্মের কিম্বা অদৃশ্য দেবদেবীগণের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া থাকি, সেই একই পথ ধরিয়া চলিয়াই মানবদেহ নিষ্ক্রান্ত অদৃশ্য ভূত প্রেতাদি অপদেবতা নামে পরিচিত জীবাত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই (৬৪৬)। যে আধ্যাত্মিক চিন্তার সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইতে পরব্রহ্মকে এবং দ্বিতীয় বা মধ্যবর্ত্তী ধাপ হইতে

---

(৬৪৬) সুবিখ্যাত ডাক্তার জে, এম, পিবলেস এম ডি, তাঁহার কৃত SPIRIT OBSESSTONS নামক বৃহৎ গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"Discarding blind faith, and fear and fable and all dreamy emotionalism it may be affirmed with emphasis that Spiritualists constitute the only body of thinkers in the wide world who make it a point to prove and present—and who actually *do present* the direct, the most irrefragible evidence of a conscious life beyond the grave."

উপরিউক্ত গ্রন্থকার তাঁহার ঐ গ্রন্থের অন্যস্থানে প্রেতাত্মার পরিচয় এইরূপ সংক্ষেপ উক্তিতে প্রদান করিয়াছেন—

"Spirits, not necessarily gods or devils, are simply human beings released from their mortal bodies."

দেবদেবীগণকে আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহারই তৃতীয় বা সর্ব্বনিম্ন ধাপে দাঁড়াইয়া আমরা ভূত প্রেতাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। আমাদের দেহাস্থিত জীবাত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইলে, মৃত্যুর পরে আমাদের দেহ হইতে বহির্গত ঐ জীবাত্মার বা প্রেত অবস্থা-প্রাপ্ত আত্মার অস্তিত্ব মানিতে বিশেষ কষ্ট হইবেনা। ইহার পরে ক্রমে ঐ দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে পারিলে, দেবদেবীর অস্তিত্ব এবং তৎপরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার পথটীও আর দুর্গম থাকিবেনা। দর্শনে, বিজ্ঞানে যে নাস্তিককে সহজে আস্তিক করিতে পারেনা, ভূতপ্রেতে সেরূপ কঠোর নাস্তিককেও আস্তিকে পরিণত করিতে পারে। এজন্য "ভূত" ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। যে দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে উপর্য্যুপরি তিনবার ভূতের ভয় নিবারণের উপদেশ কথা উক্ত হইয়াছে, সেই ভূত কি ? তাহা দ্বারা জনসাধারণের কি অনিষ্ট সাধন হইতে পারে ? চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণে সে সকল অনিষ্ট কিরূপে প্রশমন হইতে পারে ? এ সকল প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবে করিলেও এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। প্রথমতঃ পৃথিবীতে ভূত প্রেতাদি অপদেবতা সকল যে অবস্থান করেন এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কোন কোনও মানুষের কোনওপ্রকার অনিষ্ট সাধন যে অনায়াসে করিতে পারেন, তাহা স্থির করিবার উপযুক্ত কি যুক্তি প্রমাণ অমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছে তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। ইহার দুইপ্রকার প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। [১] এ বিষয়ের অনুসন্ধানকারী আধুনিক ও প্রাচীন-কালের এদেশের ও অন্যান্যদেশের দেশ পূজ্য মনীষীগণের লিখিত গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের গভীর চিন্তার এবং অভিজ্ঞতার ফল সকল যাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি করা। তাহা দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ের অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সহজে পাওয়া যাইতে পারে। [২] আমাদের প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার নিজ নিজ কিম্বা নিজ আত্মীয় স্বজনের, বন্ধু বান্ধবের জীবন কাল মধ্যে এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকা অসম্ভব নহে যাহাকে কোনরূপ অমানুষিক বা ভৌতিক শক্তির কার্য্য বলিয়া এক সময়ে মনে মনে সন্দেহ করিবার স্থল উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকলও এই প্রসঙ্গে চিন্তা ক্ষেত্রে আনয়ন করা যাইতে পারে। ভূত প্রেতাদি অপদেবতাগণের অস্তিত্বের প্রমাণ নানাস্থানে তাঁহাদের কৃত নানাবিধ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ সকল কার্য্যের পরিজ্ঞাপক কথা বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পৃথিবীর নানা জাতীয় লোকের নানা ধর্ম্ম এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কোথায় কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভূতপ্রেতাদিকে আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ

গ্রন্থকারগণ কি ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাহারই পরিচয় একটু দিতেছি। কোন কোনও গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তমূলে ভূতপ্রেতাদি অপদেবতা এবং স্বর্গের দেবতা এবং অপ্সরাদি প্রায় একই প্রকারের শক্তিসম্পন্ন জীব। প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতেরা লোককে বুঝাইবার সুবিধার্থে তাঁহাদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন (৬৪৭)। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের পূর্ব্বকালের দার্শনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় চীন এবং জাপানের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বহুদর্শী পণ্ডিতগণও মর্ত্তলোকবাসী ভূত প্রেত এবং স্বর্গলোকবাসী দেবদেবীগণকে দেবতা বলিয়া প্রায় একই পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন (৬৪৮)। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণের ন্যায় চীন জাপানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনে সক্ষম বিভিন্ন প্রকার ভূত প্রেত পিশাচগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত করিয়া রাখিয়াছেন (৬৪৯)। পৃথিবীর সকল দেশে, প্রায় সকল শ্রেণী লোক মধ্যেই ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নরনারী

---

(৬৪৭) থিওছফিকেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম ব্লাভাটস্‌কি প্রেতাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ আইসিস্ আনভেইল্ডে একস্থানে লিখিয়াছেন—

"A name given by the ancient people and especially the Philosophers of the Alexandrian School, to all kinds of spirits, whether good or bad, human or otherwise The apellation is often synonymous with that of gods or angels. But some philosophers tried, with good reason, to make a just distinction between the many classes."

(ISIS UNVELLED).

(৬৪৮) জাপান এবং চীন দেশের কোন কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে দেবতা এবং ভূত প্রেতাদি অপদেবতাকে একই প্রকারের কিন্তু ভিন্ন স্থানবাসী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঁহাদের একশ্রেণীর দেবতাকে উত্তম দেবতা (good gods) আর এক শ্রেণীর দেবতাকে মন্দ দেবতা (evil gods) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একশ্রেণীর দেবতার বাসস্থান উচ্চ স্বর্গে, অন্য শ্রেণী দেবতার বাসস্থান নিম্নে পৃথিবীতে বা পাতালে স্থির করা হইয়াছে। জাপানের ইতিহাস হইতে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"In The texts we frequently meet with the expressions *Ama-tsu-kami* and *kuni-tsu-kami* that is to say, the celastial 'gods and the terrestrial gods."

(THE MYTHOLOGY of Japan)

(৬৪৯) চীনদেশের কোন কোনও স্থানের ভাবাতে পায়খানার অপদেবতা বা অধিষ্ঠাত্রী প্রেতকে কেং-ছান-কু কিম্বা সংক্ষেপে ছান-কু বলা হয়। কোন স্থানে ইহাঁকে রক্তবর্ণা অপদেবী বা ভি-কু বলা হয়। দেবী তাও ইহাঁর সহিত কলহ করিয়া ইহাঁকে এক সময়ে পায়খানার কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই হইতে ঝাঁটাঅপদেবী এবং ঝুড়ি

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চীন এবং জাপানদেশের অধিবাসীরা এখনও তাঁহাদের হৃদয়ে নানা শ্রেণীর ভুত প্রেতের প্রতি অসাধারণ ভক্তি এবং স্থল বিশেষে অতিশয় ভয় পোষণ করিয়া থাকেন, দেখিয়া কেহ কেহ চীনকে ভূতের জন্মভূমি বলিয়া কৌতুক করিয়াছেন। বস্তুত ভূতের প্রতি মানুষের ভয় এবং ভক্তি আরও অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (৬৫০)।

অপদেবী ইহাঁর স্থলাভিষিক্ত হইয়া চীনাবাসী নরনারীর প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন। চীনের ধর্ম্ম ইতিহাসে শয়নগৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে চুংয়াংমু এবং তাঁহার পুরুষ বা স্বামী অপদেবতাকে চুং-কুং বলা হয়। রন্ধনশালার চুলার অধিষ্ঠাত্রী অপদেবী বা পিশাচিণীকে এবং দ্বার অপদেবীকে এবং গৃহ অপদেবী বা পিশাচিনী কিয়াট্যাং প্রভৃতিনামে বলা হয়। ইহাঁদিগকে প্রতিদিন পূজা করিবার প্রথা চীনদেশে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চীনদেশে এইরূপ শত শত নামে শত শত প্রকার অপদেবতা চীনদেশবাসীদের গৃহকার্য্য পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ জন্য পরমাদেবী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। জাপানে কতকগুলি দেবতা বা অপদেবতাকে স্বর্গলোকবাসী দেবতা এবং কতকগুলিকে মর্ত্তলোক বা পাতালবাসী দেবতা নামে যে বিভক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাঁদেরও স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে জাপানী ধর্ম্ম-গ্রন্থে নানা শ্রেণীতে নানা নামে অভিহিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইজানামি সমুদ্রের অধিশ্বর। ও-হো-ওয়াতা-সু-মি হইতেছেন ঝড় বাতাসের কর্ত্তা, আমাদের দেশের পবন দেবতা স্থানীয়। সিমা-তু-হিকো যাবতীয় বৃক্ষ লতা গুল্মের অধিপতি। কু কু-নো সি সমস্ত পাহাড় পর্ব্বতের রক্ষাকর্ত্তা। ইর্ম্মা ও পাতালবাসী এক পরাক্রমশালী প্রেত ওহো-য্যামা-সু-নি আমাদের অগ্নিদেব স্থানীয়। এই দেবতা বা অপদেবতার মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব সময়ে তাঁহার মাতা পুত্রের গাত্রতাপে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইলে ইজানাগি নামে একউচ্চ দেবতা ইহাকে খড়্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমাদের পুরাণ বর্ণিত রক্তবীজ অসুরের দেহের রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন শত সহস্র পরাক্রমশালী অসুরের ন্যায় জাপানের এই ওহো-য্যামা-সু-নি অপদেবতার দেহ নিসৃত রক্তধারা হইতে শত সহস্র তেজস্কর অপদেবতা উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের নাম এবং তাঁহাদের কার্য্য তালিকা জাপানের পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই সকল অপদেবতার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়োজন হইবে। চীন, জাপান, কোরিয়া, ম্যাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি যে স্থানের অধিবাসিগণ মধ্যে প্রেত পিশাচাদি অপদেবতাদের এখনও এতদূর প্রভাব বিস্তার হইয়া রহিয়াছে, সেস্থানের লোকে প্রেত পূজাতে যে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া থাকিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ডাক্তার ল্যানডিস তাঁহার কোরিয়া ইতিহাস গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন।—

"The Korean people, allied to both China and Japan are superior in civilization to either of the above nations." **."Korea is the home of the most complex and all pervading witchcrapt the world has ever seen."

(৬৫০) অন্যান্য দেশের লোকের ভূতের ভয়ের কথা পরে আলোচনা করিব। চীন এবং জাপানের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণ, তাঁহাদের নানাপ্রকার উপাস্য প্রেত-দেবতা বা অপদেবতা প্রতি কি কারণে এতদূর

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইংরাজ গ্রন্থকারগণ চীন জাপানের অধিবাসীকে ভূত প্রেতের ভক্ত বলিয়া যতই উপহাস করুন না কেন, ইংলণ্ডের জন সাধারণ মধ্যে আজিও ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রচুর পরিমাণে

অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং কি কারণে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে আর একখানি গ্রন্থ হইতে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"In China, which is the beginning of most things Japanese, the ancient religion consisted of the worship of genii and spirits, which were called Shin, and in Japan Kami which are divided into celestial and terrestial gods.

The celestial gods are those of the sun, moon and stars ; the terrestial those who guard the mountains, woods, streams and valleys, together with those spirits of ancestors, heroes and ancient philosophers, these latter being especially concerned with the happiness of mankind." (GODS, GOBLING AND GHOSTS. by Bertha Lum. P. 21.)

উপরে উদ্ধৃত অংশে যে সকল প্রেতাত্মা কিম্বা অপদেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা জাপান দেশবাসীদের বিবাহাদি আনন্দ উৎসব সময়ে কিরূপ সহৃদয়তার সহিত ঐ দেশবাসীদের ঐ সকল কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন তাহার আলোচনা ঐ গ্রন্থেরই অন্য একস্থানে করা হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করা হইল—

"They each have in their power to grant happiness and contentment to every human being, to bestow food, clothes, treasures, gold, jewels and all precious things. There are endless stories of their coming to earth, laughing and playing with children foretelling the future, performing kind acts ; you see them among the gayest on joyous festival nights ; always they seem an intimate part of the home life of the Japanese people." (GODS, GOBLING AND GHOSTS by Bertha Lum. P 24.)

জাপানদ্বীপ বাসীদের সহিত তদ্দেশীয় অপদেবতাগণের সুখকর সম্বন্ধের আলোচনা শেষ করিয়া ঐ গ্রন্থ লেখক তাঁহার গ্রন্থের আর একস্থানে লিখিয়াছেন—

"Besides these gods of the spirit who seldom are visible, and then only for some miraculous event, there are the lesser gods. Of these are endless divisions, the most popular being the Shicki Fukujia or seven Gods of happiness. They have been swept together from widely varying sources, Ebisu, god of daily food, being the only one native to Japan. The others are a strange mixture of shintoism, chinese Tooism and Indian Buddhism and Brahmanism."

উদ্ধৃত অংশের সংক্ষেপ অনুবাদ এই—উচ্চশ্রেণীর প্রেতদেবতাগণ কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কদাচিত দর্শনদান করেন কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর প্রেতদেবতারা অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সাতটী

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি, রুষ, ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষাতে নানাজাতীয় ভূত প্রেতের পরিচয়

অপদেবতা মানুষের সুখ সম্পদদাতা, তন্মধ্যে একজন অন্নদাতা অপদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। জাপানের এই সকল অপদেবতা জাপানী সিনটোইজম, চীনের তাওইজম এবং ভারতের বুদ্ধইজম এবং ব্রাহ্মণইজম হইতে পাঁচ মিসালি হইয়া জাপানে আমদানী হইয়াছে। জাপান অপেক্ষা চীনদেশে ভূত প্রেতদের হস্তে অর্পিত কার্য্যভার এবং তৎসহ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং শ্রেণীবিভাগ অনেক অধিক দেখা যায়। চীন বাসীদের নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে এই কারণে নানাপ্রকার ভূতপ্রেতের নানারূপ প্রভাব এখনও অত্যন্ত বিস্তার হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখাইবার জন্য ডাক্তার জন এল্ নেভাউস কৃত "China and the Chinese" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Volumes might be written upon the gods, genii and familiar spirits supposed to be continually in communication with this people," * * * * "The chinese have a large number of books upon this subject, among the most noted of which is the 'Liau-chai-chei,' a large work of sixteen volumes."

একজন চীন ভ্রমণকারী ইংরেজ, চীনদেশের লোকের ভৌতিক বিশ্বাস ঘটিত এইরূপ অবস্থা সকল দেখিয়া, কৌতুক করিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন—চীনদেশে যদি ভূতের "সেন্সাস" গণনা লইবার কোন উপায় হইতে পারিত, তাহা হইলে চীনদেশের মানুষ অপেক্ষা ভূতের সংখ্যা চতুর্গুণ না হইলেও নিশ্চয়ই মানুষের সংখ্যা হইতে অনেক অধিক দেখিতে পাওয়া যাইত। চীনদেশের নানাশ্রেণীর নানাজাতীয় ভূতের কথার আলোচনা পরে, ইংলণ্ডে এখনও কত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিধারী কত বিভিন্ন জাতীয় ভূত বিদ্যমান আছেন তৎবিষয়ে একজন সুবিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে নিম্নে যে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই পাঠ করিয়া দেখিবার যোগ্য।

"It is difficult to discover any classificatian of devils as well authenticated and as universally received as that of the angels introduced by Dionysius the Areopagite, which was subsequently imported into the creed of the Western Church, and popularized in Elizabethan times by Dekker's "Hierarchie." * * * * *

Another classification, which seems to retain a reminiscence of the origin of devils from pagan deities, is effected by reference to the localities supposed to be inhabited by the different classes of evil spirits. According to this arrangement we get six classes :—

(1.) Devils of the fire, who wander in the region near the moon.

(2.) Devils of the air, who hover round the earth.

(3.) Devils of the earth ; to whom the fairies are allied;

(4) Devils of the water. (5.) Submuvdane devils. (6.) Lucifugi.

These devils' power and desire to injure mankind appear to have increased with the proximity of their location to the earth's centre ;

(ELIZABETHAN DEMONOLOGY by Thomas Alfred Spalding. LL. B.).

পরিজ্ঞাপক নানাবিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় (৬৫১)। যে দেশের লোকে ভূত প্রেতের মধ্যে এখনও জাতিভেদ পরিজ্ঞাপক এত শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে দেশের লোকে অন্যদেশের মানুষের মধ্যে জাতিভেদ তুলিয়া দিতে এত ব্যাকুল কেন তাহার কারণ বুঝাযায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, হিন্দুরা ভূতের উপাসক বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদের মধ্যেই আবার কোন কোনও ইংরেজ গ্রন্থকার একথাও স্বীকার করেন যে, সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে প্রায় সকল স্থানের পল্লীবাসী কৃষক যুবকগণ একত্রে সমবেত এবং দলবদ্ধ হইয়া এখনও "গেছোভূত" নামে

(৬৫১) ইংরাজীভাষার অভিধান গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এখানে নানাজাতীয় ভূতপ্রেত পরিজ্ঞাপক কতকগুলি ইংরাজী শব্দ দেখান যাইতেছে—

Demon, Satan, Beelzebub, Dervonnal, Serpent, Dragon, Evil spirit, Goblin, Devil, Danu, Vampire, Ghoul, Gin, Jinu, Imp, Ghost, Sylph, Ariel, Nymph, Male, Naiad Mermaid, Ondine, P ky, Spectre, Boggart. Mumbo, Jumbo. Fairy, ইত্যাদি।

ইংরাজী ভাষার অভিধান অপেক্ষা রুষিয়া ভাষার অভিধানে ভূতপ্রেতের প্রতিশব্দ আরও অনেক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানাভাব জন্য রুষিয়ান ভূতপ্রেতের নাম ও তাহাদের অতীত ইতিহাস এখানে দিতে পারিলাম না। রুষিয়াকে অর্দ্ধসভ্য দেশ বলা হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও উন্নত বলিয়া যে আমেরিকাকে সম্মান করা হয়, সেই আমেরিকাতে প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে পূর্ণ যত পুস্তক অল্পদিন মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত ভূতপ্রেত সংক্রান্ত গবেষণা পূর্ণ এবং তথাকার জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় সমাদৃত কতকগুলি পুস্তকের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। যাঁহারা আমেরিকা এবং য়ুরোপের সুশিক্ষিত সমাজে প্রেততত্ত্বের অনুশীলন এক্ষণে কিরূপ প্রবল বেগে চলিতেছে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল পুস্তকের মধ্য হইতে দুই একখানা গ্রন্থ অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখিতে পারিবেন।

1. DEVILISH, BUT TRUE. By Dr. Harold Dearden.
2. THE VOICE OF SCIENCE.
3. THE MEMORY OF PAST BIRTHS.
4. THOUGHTS ON THE SPIRITUAL LIFE.
5. THE PROBLEM OF REBIRTH, An Enquiry into the Basis of the Reincarnationist Hypothesis, by the Hon. Ralph Shirley.
6. FROM HEAVENLY SPHERES. A Book Written by Inspiration from William Morris, Poet, Socialist and Idealist.
7. FLIGHT INTO DARKNESS. By A. Schnitzler. Translated by W. A. Drake.

বৃক্ষআশ্রয়কারী একজাতীয় ভূতের সময়ে সময়ে মহাসমারোহে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন (৬৫২)।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সুসভ্য ও সুশিক্ষিতজাতি বলিয়া যে য়ুরোপ খণ্ডের অধিবাসীরা আত্ম-শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূত প্রেতের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এখনও কিরূপ প্রবল এবং অটল রহিয়াছে, তাঁহাদের নিজদেশের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে লিখিত উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পুরাকালের লোকেরা ভূত প্রেতকে কিরূপ ভয় ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতে অভ্যস্থ ছিলেন, পৃথিবীর নানাদেশের লোকের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে তৎ-বিষয়ক প্রমাণ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া তাহাই অগ্রে দেখাইতে ইচ্ছা করি। বেদকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া য়ুরোপের প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন (৫৭১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। এই বেদের অনেকস্থানে কেবল ভূত প্রেতের উল্লেখ নাই, ভূত প্রেতের ভয় নিবারক যাগযজ্ঞাদি নানা অনুষ্ঠানের উপদেশ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় (৬৫৩)। এদেশের সর্ব্বজন সমাদৃত বেদের ন্যায় অন্যান্য দেশের জনসাধারণ

---

(৬৫২) "So much for the tree-spirit conceived as incorporate or immanent in the tree. We have now to show that the tree-spirit is often conceived and represented as detached from the tree and clothed in human form, and even as embodied in living men and women. The evidence for this anthropomorphic representation of the tree-spirit is largely to be found in the popular customs of European peasantry."

* * *

"Without citing more examples to the same effect, we may sum up the results of the preceding pages in the words of Mannhardt. The customs quoted suffice to establish with certainty the conclusion that in these spring processions the spirit of vegetation is often represented both by the May tree and in addition by a man dressed in green leaves or flowers or by a girl similarly adorned."

(THE GOLDEN BOUGH by Sir James George Frazer.)

(৬৫৩) "Naught with Pisachas can I do, with thieves, with roamers of the wood. Pisachas flee and vanish from each village as I enter it. Into whatever village this mine awful power penetrates, thence the Pisachas flee away, and plot no further mischief there."

(THE HYMNS OF THE ATHARVAVEDA Translated by Ralph T. H. Griffith)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কর্ত্তৃক তুল্য প্রপূজ্য তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মধ্যেও নানাস্থানে নানাপ্রকার ভূত প্রেতের অলৌকিক কার্য্যকলাপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মধ্যে কৃশ্চিয়ান গণের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল, মহম্মদীয়গণের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ এবং চীন জাপানবাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী গণের নানা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থমধ্যেও ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্বের পরিচায়ক বর্ণনা প্রচুর পরিমানে লক্ষিত হয় (৬৫৪)। বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য প্রভৃতি নানানামে অভিধেয় পৃথিবীর নানাস্থানের

"হে যুবতি! তুমি পিশাচী হইয়া কোন্ কুমারকে ধারণ করিতেছ?"

ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

"May potent agni who destroys the demons bless and shelter us."

(HYMN XVI, THE ATHARVA-VEDA Translated by Ralph. T. H, Griffith.)

উপরে উদ্ধৃত বেদের উক্তির নিম্নে প্রদত্ত টীকাতে অনুবাদক লিখিয়াছেন—

"The Hymn is a prayer and charm against demons: 1. The demons yatusevil spirits, fiends, or sorcerers who, like the Jatudhanas (1, VII. I) assume a variety of shapes and plague and injure men and cattle. Greedy fiends, atrinas, tusky fiends. M. Muller. At night time when the moon is dark. Amabasya ratrim during the night of new moon, the first night of the first quarter when the moon is invisible.

(৬৫৪) পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে, যেখানে যত কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূতের ভয়ের এত প্রাদুর্ভাব কেন? এরূপ প্রশ্ন কেহ উপস্থিত করিলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—কৃশ্চিয়ানগণের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের অতুচ্চ-ধর্ম্ম-উপদেশ পর্ব্বত-চূড়াসকল মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, ভূতের ভয়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উৎসব দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। সদা প্রবাহিত এই সকল নির্ঝরিণীর চতুষ্পার্শ্ব নানা কাব্য অলঙ্কারের লতায় পাতায় আচ্ছাদিত। এই কথা সপ্রমান করিবার জন্য বাইবেল হইতে দুই চারিটি ভূতের ইতিহাস নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"As they went out, behold. they brought to him a dumb man possessed with a devil.

And when the devil was cast out the dumb spake: and the maltitudes marvelled, saying, it was never so seen in Israel.

But the Pharisees said, he casteth out devils through the prince of the devils".

(BIBLE. ST. MATTHEW 9.)

উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে দেখাযাইতেছে কৃশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যিশুখৃষ্ট কেবল ভূতগ্রস্থ মানুষদের দেহ হইতে ভূত ছাড়াইবার কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন না, তিনি ভূতের রাজার সহায়তা লইয়াই ভূতদিগকে মানুষের

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

নানাজাতীয় নরনারীগণমধ্যে ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আধুনিক কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, নভেল হইতে, সমাজতত্ত্ব ঘটিত গ্রন্থাদি মধ্যে পর্য্যন্ত স্তূপীকৃতি হইয়া রহিয়াছে। ভূত প্রেতের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এখন কিরূপ বিশ্বব্যাপক

দেহ হইতে তাড়াইতেন। বাইবেলের আর একস্থানে দেখা যাইতেছে—এক সময়ে ভূতেরা কাতর ভাবে যিশু-খৃষ্ট নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়াই দেওয়া হয় তবে এক পাল শুকর যে সম্মুখের মাঠে চরিতেছে তাহাদিগকে ঐ শূকরদের মধ্যে যাইয়া থাকিতে অনুমতি প্রদান করা হউক। প্রভু যিশু খৃষ্ট ভূতের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং বলিলেন, "তাহাই হউক"! ভূতেরা শূকর পাল মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দেখাগেল, শূকর পাল ভূতের প্রভাবে পাগল প্রায় হইয়া এক উচ্চস্থান হইতে নিম্নে সমুদ্র গর্ভে যাইয়া লাফাইয়া পড়িতে লাগিল এবং এইভাবে তাহারা জলে ডুবিয়া মরিল। এই ঘটনা সংক্রান্ত বাইবেলের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"So the devils besought him, saying, If thou cast us cut, suffer us to go away into the herd of swine.

And he said unto them Go. And when they were come out, they went into the herd of swine ran vidently down a steep place into the sea, and perished in the waters."

বাইবেলের নানাস্থানে ভূত সংক্রান্ত এইরূপ নানাবিধ আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ বাইবেলের ন্যায় কোরাণেরও নানাস্থানে ভূত প্রেতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরব ভাষাবিদ সেলের কৃত কোরাণের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে—

Yet they have set up the genii as partners with God although He created them

এই উক্তির নিম্নে যে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করা হইল—

"3. This word signifies properly the genus of rational invisible beings, whether angels, devils, or that intermediate species usually called genii. Some of the commentators therefore, in this place, understand the angels whom the pagan Arabs worshipped ; and others the devils, either because they became their servants by adoring idols at their instigation, or else because, according to the magian system, they looked on the devil as a sort of creator, making him the author and principl of all evil, and God the author of good only. (Al Beidawi)"

উদ্ধৃত অংশের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে ডেভিলরা (ভূতেরা) সমস্ত অনিষ্টের সৃষ্টি কর্ত্তা আর ঈশ্বর কেবলই সমস্ত মঙ্গলের সৃষ্টি কর্ত্তা। কোরাণের আর একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(পর পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

ভাবে মানব অন্তঃকরণে অধিকার স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, তাহা এইসকল প্রতি দৃষ্টি করিলে অতি সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। নিম্নে প্রদত্ত টীকাতে, কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উক্তি সন্নিবেশ করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা হইতেছে (৬৫৫)।

"O company of genii and men, did not messengers from among yourselves come unto you rehearsing my signs unto you, and forewarning you of the meeting of this your day?

উপরে উদ্ধৃত উক্তির নিম্নে প্রদত্ত টীকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

It is the Mohammadan belief that apostels were sent by God for the conversion both of genii and of men; being generally of the human race (as Mohammed, in particular who pretended to have a commission to preach to both kinds); according to this message, it seems there must have been prophets of the race of genii also, though their mission be a secret to us".

"And. some of the genii were obliged to work in his presence, by the will of his Lord; and whoever of them turned aside from our command, we will cause him to taste the pain of hell fire", (Holly KORAN. Chap. XXXIV)

এই উক্তির নিচে টীকাতে অনুবাদক লিখিয়াছেন—

"Or, as Some Expound the words, we caused him to taste the pain of burning; by which they understand the correction the disobedient genii received at the hands of the angel set over them, who whipped them with a whip of fire".

উপরে উদ্ধৃত বাক্য সকল হইতে জানা যাইতেছে মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মগ্রন্থে কেবল ভূতের উল্লেখ নাই, অবাধ্য ভূতদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য নরকাগ্নির এবং আগুণের চাবুকেরও উল্লেখ উহাতে করিয়া রাখা হইয়াছে

(৬৫৫) প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী ইংরেজ গ্রন্থকারগণের লিখিত গ্রন্থদৃষ্টে জানিতে পারা যায় এখনও য়ুরোপের কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে পায়ে খুর এবং মস্তকে শিং বিশিষ্ট ভূতের অস্তিত্বে অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এ কথার সমর্থক প্রমাণ এই—

"The belief in an evil power was as strong among the christians as among the Zoroastrians. The devil and his imps were realities to the christians up to quite recent times, but the belief in a devil with hoofs and horns and forked tail, and wings of a bat in a lake of brimstone and fire, is becoming less strong, although

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

"ভূত বলিয়া আদৌ কোন বস্তু নাই", এরূপ কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভূতের অস্তিত্বে পৃথিবীব্যাপী সমগ্র মানব জাতীর দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে যে কোনই সত্য নাই প্রকারান্তরে

---

it is still held by some preachers, who, figuratively speaking, love to hold their hearers over the edge of the abyas, and threaten to drop them into it.

"The Devil" is the name applied to the supreme Evil Spirit, who is supposed to rule over hell ; he is also called Satan, the Enemy, the Adversary, the Tempter, the Prince of Devils, Beelzebub, etc. (PHALLIC WORSHIP by Dr. O. A. Wall M.D.)

ঐ গ্রন্থ মধ্যে আরও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের ন্যায় অনেক ক্রিশ্চিয়ান কেবল পুরুষ জাতীয় ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, স্ত্রী লোকের আত্মা নাই. কাজেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুপরে তাহাদের ভূতযোনি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যথা—

"The fallen angels of the Book of Enoch" become the devils of later theology ; they were all males, like the angels of the Bible."

"Some sects of Mahomedans believe that women have no souls, and therefore cannot let their earthly jealousies interfere with the delights of Paradise."

(PHALLIC WORSHIP by Dr. O. A. Wall M. D.).

যে অশিক্ষিত আবসেনিয়ানজাতি সম্প্রতি "সুশিক্ষিত" ইটালির বোমা-বর্ষণ-রণ-কৌশলে পরাজিত হইয়াও বীর এবং মহাসাহসী জাতি বলিয়া সমস্ত জগতে প্রসংসিত হইয়া রহিয়াছেন সেই অবিসেনিয়ানরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী মুসলমানেরা ভূতের অস্তিত্বে কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী তাহা দেখাইবার জন্য ডাক্তার ও, এল, ওয়াল এমডি, রচিত PHALLIC WORSHIP গ্রন্থের কয়েকস্থান হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Abyssinia contains several tribes, but the majority are caucasians, although of very dark complexion. They are a well built people. Their religion is a primitive christianity," * * * * "They worship many saints and especially they worship the Virgin whom they call the Queen of Heaven and Earth, and whom they consider the mediator between themselves and god they also worship Gava."

"Before the time of Mohammed the Arabs were Pagans and worshipped many gods and goddesses ; when Mohammed promulgated his religion, the Arabs adopted the religion, the main tenet of which is expressed in the formula : "There is no God, but God, this formula is repeated at the beginning of every prayer by a Mohammedan, yet the Arabs did not notice anything incongruous in continuing the worship of their former deities,"

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইহাই ঘোষণা করিতে চাহেন। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির প্রাতঃকাল হইতে শত সহস্র বৎসর যাবৎ একটি মিথ্যাকে লইয়া পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী যে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আসিতেছেন, ইহাই তাঁহারা বলিতে চাহেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে যে কেবল একটা কল্পনা মূলক অসার কথা ধরিয়া ধর্ম্মোপদেশকগণ অনর্থক এত বাক্যব্যয় করিয়াছেন ইহাই

জাভা দেশের মুসলমানদের ভূতের বিশ্বাস সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার তাঁহার ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"They are nominally Mohammedans, and while worshipping they utter the Arabic formula. "There is no God, but God, and Mahammed is his prophet;" but it is doubtful whether they understand what it means. They worship a great many spirits which they call Hyang or yang; every village has its own Hyang on whom depends the weal or woe of that community; the alters for these Hyangs are erected under trees and offerings of incense or flowers are made to them."

Some of these spirits are equivalent to disease Demons and must be propitiated; thus Mentik causes smut in the rice fields; Sawan produces convulsions in children, Dengen causes gout and rheumatism."

অর্দ্ধ বৌদ্ধ অর্দ্ধ কৃশ্চিয়ান মধ্য এসিয়ার অধিবাসীগণের ভূত সম্বন্ধীয় ধারণা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ সাইবেরিয়াতে যাইয়া আর এক মূর্ত্তিতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকলস্থানের নরনারীগণ এতই ভূতের ভয়ে অভিভূত যে কাহারও কোন পীড়া উপস্থিত হইলে তৎক্ষনাৎ সাময়েনকে ডাকিয়া আনিয়া ভূত ছাড়াইতে আরম্ভ করেন। সাময়েনেরা এদেশের ভূতের কবিরাজের ন্যায় মন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে ভূত ছাড়াইয়া দিয়া থাকেন। লোকের বিশ্বাস ভূত ছাড়িলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। আর রোগী মরিলেই সে ভূত যোনী প্রাপ্ত হয়। এই সকল স্থানের লোকের এইরূপ ধারণা যে, যত প্রকার রোগ তত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভূত আকাশে বাস করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কৃশ্চিয়ান, তাহারা মেরী দেবীর মূর্ত্তিতেই রোগ আনয়নকারী ভূতকে আহ্বান করিয়া পশুবলিদানাদি দ্বারা তাহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন। এসকলস্থানে প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই মেরী দেবীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন রোগ নির্দ্দেশক সাদা, কাল, রক্তবর্ণ প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্দ্ধসভ্য মধ্য এসিয়ার এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়ার মুসলমান, কৃশ্চিয়ান এবং বৌদ্ধ অধিবাসিগণ মধ্যে ভূতের ভয় ঘটিত আলোচনার আয়তন আর বৃদ্ধি না করিয়া সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত ইংলণ্ড বাসিগণ মধ্যে ভূতের অস্তিত্বে এবং উহার অলৌকিক কার্য্য শক্তিতে বিশ্বাস এখনও কি পরিমান প্রবল হইয়া রহিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ লেখক Edward Lawrance কৃত SPIRITUALISM গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তাহারা সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ভূত-অস্তিত্ব বিরোধিগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে বিস্ময় উৎপাদন ভিন্ন আর কোন কার্য্য সাধন করেনা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময় জনক সেই সকল আধুনিক শিক্ষিত যুবক যুবতিগণের আচরণ, যখন তাঁহারা দিবালোকে ভূতের অস্তিত্বে ঘোর অবিশ্বাসী, আর রাত্রি উপস্থিত হইলেই

"Dr. Alfred Russel Wallace announced nearly fifty years ago that while spirits may commune with higher inteligences than themselves they possess no more knowledge of God Himself than we do. But it has been revealed by the ghosts, since the death of that great naturalist, that the Creator is a *woman*, and not a "male"! Judging from these remarkable revelations, we appear to be on the verge of a new development in the religious history of the human race."

উপরে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dr. Alfred Russel Wallaee কৃত ভূততত্ত্ব সংক্রান্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী অনুসন্ধান মুলক গ্রন্থে জানিতে পারা গিয়াছে, ভূতের বিদ্যাবুদ্ধি তাহার নরদেহ ত্যাগের সময় হইতে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তাহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও বর্দ্ধিত হয় না। তবে তাঁহাদের উক্তিতে ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে ঈশ্বর বাইবেলে যে পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তাহা ঠিক নহে,—প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর স্ত্রীলোক! ঐ গ্রন্থে ভূতের বাসস্থান আসন বসন রূপ ও আহার বিহার সংক্রান্ত বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

For example, in the Scottish Highlands and elsewhere, ghost-land is inhabited by a host of fairies or elfin people, called "sith" in Gaelic. The sith are dressed in green, and come from the west. They possess cattle, work at different trades, have festivities, and live in fairyland just as they lived on earth, but in spirit, not in flesh. They are, therefore, a race of beings the exact counterpart of man in person, occupations, and pleasures, but are invisible to ordinary eyes, moving or rather gliding and floating silently, and live underground in hills and rocks. Like ordinary mortals, they require food, so they feed on the "toradh" or spiritual part of earthly nourishment. At night-time they issue forth, sometimes assuming the shape of red deer, at others riding horses with their faces towards the tails. The Devil himself is by no means an unfamiliar personage, but has been frequently seen and described. He is crop-eared and shaped like a he-goat, has feet like those of a horse, and always disappears when the cock crows. Beside the fairies there

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভূতের ভয়ে অতিমাত্রাতে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। যে শ্রেণীর মানসিক দৌর্ব্বল্যে একজন মানুষকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার সম্পদকালে নাস্তিক আর তাহার বিপদকালে তাহাকে আস্তিক করিয়া উঠায়, সেই একইবিধ মানসিক দৌর্ব্বল্যে কোন মানুষকে দিবালোকে ভূতের

---

exist other spirits, which have distinctive names, the ghosts of dead men and the shades or double of living persons—the "baucans" and the "tamhasgs." If the sincerity of thos who see these visions is to be taken as evidence of their reality, then there can be no possible question as to their truth.

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূত সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা ছিল তাহাই উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ন্যায় সেখানে ভূতের আহার বিহারাদিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাদের এখনকার অবস্থা কিরূপ তাহা The New Revelation গ্রন্থ হইতে Sir A. Conan Doyle র উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"According to Sir A. Conan Doyle, the evidence of what occurs to man after death is fairly full and consistent. The individual finds himself in a spirit body, the exact counterpart of his old one, but all disease, weakness, or deformity has passed away from it. This body stands or floats beside the old body, and is conscious of it and of the surrounding people. He discerns others in the room beside those who are there in life, and then to his surprise, he drifts through all solid obstacles out upon his new life. His ghost is not a glorified angel or goblin damned, but exactly himself, with his wisdom and his folly."

একালের সুশিক্ষিত ভৌতিক আত্মা কোর্টে যাইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ এবং সেইরূপ ভৌতিক-সাক্ষ্য-বাক্য উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিলাতের বিচার আদালত খুনি আসামীর বিচার কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ পর্য্যন্ত Sir Walter Scott কৃত Letters on Demonology and Witchcraft গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাওয়া যাইবে—

"Sir Walter Scott relates a case in which the ghost of a murdered man accused two Highlanders of killing him and concealing his body; and it was on the evidence of the dead man's ghost that Duncan Terig and Alexander Bain Maconald were charged with wilful murder in the Court of Justiciary, Edinburgh, in the year 1749. This case alone should prove how serious and real the old belief is in a world of spiritual entities capable

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং রাত্রির অন্ধকারে ভূতের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী করিতেছে দেখিলে তাহাতে কিছু বিস্ময়ের বিষয় থাকিলেও তাহাকে কিছু মাত্র অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যাইতে পারে না। এইরূপ চিত্ত দৌর্ব্বল্য গ্রহপীড়া হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত

---

of influencing and directing the actions of the human race. At the very time that these men were being tried for their lives on the evidence of a ghost, a celebrated seer and mystic was unfolding a "new religion," a religion which has at this day numerous adherents scattered all over the globe."

সুবিখ্যাত উপন্যাস লেখক সার ওয়ালটার স্কটের ন্যায়, সার এ কোনান ডয়েলী বিলাতে একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি বিলাতের বর্ত্তমান সময়ের ভূতদের সৌজন্যতা, শীলতা এবং সদ্ব্যবহারের কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"Sir A. Conan Doyle assures us that he himself has received and been deceived by messages from them, and he has heard of messages of a blasphemous character being received. Widely false accounts may be suddenly interpolated among truthful ones. If we reason with these bad entities, and pray for them to help them on their way, a marked difference will be the result. Our author relates an instance in which he was called in to check a very noisy ghost in an old house where a crime had probably been committed. When the great novelist got in touch with the disturber, he reasoned with it, prayed for its future welfare, and in return received an assurance that it would mend its ways; and it did. Now "all is quiet in the old house.""

ইংলণ্ডের সুশিক্ষিত এবং সমাজের অতি উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিগণের ভূত সম্বন্ধীয় এই শ্রেণীর মন্তব্য সকল দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ লেখক এডওয়ার্ড লরেন্স তাঁহার পূর্ব্বকথিত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"When one remembers that the belief in ghosts and in spirits is held by the most cultured representatives of our race, that the truth of that belief has in recent years been declared by learned judges and discussed in learned societies, it behoves us all to give it serious consideration, instead of attempting to dismiss it as a contemptible superstition. An eminent ethnologist, who shared the friendship of Darwin and Huxley, Newman and Gladstone, once declared before one of our learned societies that he did not hesitate to express his own conviction that a total disbelief in supernatural visitations of any kind is irrational and unphilosophical."

ঐ গ্রন্থের আবার একস্থানে গ্রন্থকার মৃত্যু পরেও জীবাত্মার অস্তিত্বের এবং অবস্থান্তর প্রাপ্তি বিষয়ের মতের সম্পূর্ণ সমর্থনকারী ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আধুনিক বহু পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হইয়াছে এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে সেই গ্রহপীড়া নিরাকরণ জন্য উপায় সকলও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা হইবে; এক্ষণে ভূতের ভয় কত প্রকারের হইতে পারে এবং তাহা নিবারণ জন্য চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থ মধ্যে কিরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।

ভূত, কিম্বা ভূতের অনিষ্টকারিনী শক্তি, যাহাকে "ভূতের ভয়" বলা হয়, তাহা যখন মানুষের মনের উপরে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, তখন মানুষে নানাদিকে ভুলদৃশ্য সকল দেখিতে থাকে এবং নানারূপ ভুল কথা বা মিথ্যা শব্দ শুনিতে থাকে। ভূতের কার্য্যের ইহাই একটা সাধারণ

"Great biologists and chemists, like Alfred Russel Wallace and Sir William Crookes physicists and astronomers, such as Professor Oliver J. Lodge and Camille Flammarion; psychologist and writers of fiction, represented by men like Professor James H. Hyslop on the other, not only proclaim aloud their own conviction of a future life, but assure us that the doctrine rests upon a scientific basis, and that its truth can be proved by scientific methods."

য়ুরোপ এবং আমেরিকার প্রেততত্ত্ব অনুশীলনকারী আরও আধুনিক গ্রন্থকার মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের সম্পাদিত গ্রন্থে ইদানিং এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে "পিতৃলোক" সম্বন্ধে যে সকল মহামূল্যবান কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভূত বা SPIRIT সম্বন্ধে এখন অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান আমরা করিতে পারি।

প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনকারী ফরাসি পণ্ডিত লউস জেকোল্ লয়েৎ পিতৃলোকের উল্লেখ করিয়া তাঁহার কৃত OCCULT SCIENCE গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The Pitris are the immediate souls of our ancestors, still living in the terrestrial circle and communicating with men, just as more perfect man communicates with the animal world."

যে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের "পিতৃলোক" সংক্রান্ত কথা লইয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আমেরিকান, ফরাসি এবং জর্ম্মান পণ্ডিতগণ এক্ষণে এত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন আমাদের এই ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া সেই শাস্ত্রগ্রন্থের ভিতরে পিতৃলোক এবং প্রেত লোক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তত্ত্বানুসন্ধান আমরা পাইতে পারি কি না এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

দক্ষিণ সাইবেরিয়ার লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস, আকাশের নানাবর্ণের মেঘমালার মধ্যে নানাবর্ণের ভূতদের লীলাখেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। চীনেরা মেঘমালার অনেক উচ্চে গ্রহমণ্ডল মধ্যে ভূতের বাসস্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, চণ্ডী পাঠারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে চণ্ডী কবচ পাঠের রীতি এদেশের অনেকস্থানে প্রচলিত আছে, সেই চণ্ডী কবচের একস্থানে একটি শ্লোক মধ্যে—

"গ্রহ ভূত পিশাচাশ্চ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরা।" ইত্যাদি শব্দ বিন্যাস আছে। ইহা দেখিয়া গ্রহের কুদৃষ্টির সহিত মানুষের নানা প্রকার পীড়ার এবং গ্রহ পীড়ার সহিত ভূত পিশাচাদি সংক্রান্ত উপদ্রবের কোন নিকট সম্বন্ধ আছে কিনা

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

লক্ষণ। ভূত সংক্রান্ত নানাবিধ মিথ্যা ধারণা কেবল এদেশের নহে, পৃথিবীর নানাস্থানের লোকের মধ্যে অল্পাধিক পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভুল ধারণার মূলে স্বয়ং ভূতের কোন কার্য্য আছে কিনা তাহা আমরা যদিও বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু ভূত সম্বন্ধে ভুলধারণা এদেশের জনসাধারণ মধ্যে যে অতি মাত্রাতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে এরূপ একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানুষের মৃত্যু সময়ে, স্থান কালাদি ঘটিত কোনরূপ দোষাবস্থা সংঘটিত হইলে কিম্বা কোন অসৎ কর্ম্মফলে মানুষে সাধারণতঃ ভূত যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইরূপ ধারণা অনেকেই মনে পোষণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে। শাস্ত্রের নানাস্থানের উক্তিতে দেখা যাইতেছে,—সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে ব্রহ্মা যেমন যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ সেই একই সময়ে ভূত সকলও তিনি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন (৬৫৬)। ভূত সম্বন্ধে জনসাধারণের আর একটি ভুল ধারণা এইরূপ রহিয়াছে যে ভূতেরা অতি কুৎসিত বস্তু সকল আহার করে এবং কুস্থানে অবস্থান করে। ভূত মাত্রেই কুস্থানে যে বাস করে না, তাহা মহাদেবের "ভূতনাথ" "ভূতেশ" "ভূতেশ্বর" প্রভৃতি নামদ্বারা এবং সহচরগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতে বাস করেন প্রভৃতি পুরাণোক্ত বাক্য দ্বারা পরিস্কাররূপে জানা যাইতেছে। মহাদেবের সহচর ভূত-

---

জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। চীনের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, প্রভৃতি সাত গ্রহ মণ্ডলে লাল, নীল, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ প্রভৃতি সাতবর্ণের সাত জাতীয় ভীষণাকৃতি ভূতের বাসস্থানের বর্ণনা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন সেই কৌতূহল আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং প্রেতগণের সহিত গ্রহগণের কি একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা জানিবার আকাঙ্খা আরও প্রবল হইয়া উঠে। যে চিন্তাধারাকে ধরিয়া ভূতের জন্মস্থানও বাসস্থান জানিবার বাসনাকে আমরা কিঞ্চিৎ পরিমানে পরিতৃপ্ত করিতে পারি, এই আলোচনার শেষভাগে, পাঠকগণের সম্মুখে, তাহা আনিয়া উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

(৬৫৬) "অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা তমোরজঃপ্রায়া মূর্ত্তিকে পুনর্ব্বার পরিগ্রহ করিলেন। ৪১—৫০। তাহার পর অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্ট, তমঃ ও রজোগুণপ্রধান বলীয়ান, নিশাচররূপ পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর রজঃ ও তমোগুণে আবৃত সর্প, যক্ষ, ভূত ও গন্ধর্ব্ব সকল জন্ম গ্রহণ করিল।"

* * * *

"প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে দেব-ঋষি-পিতৃ-মানুষ রূপ সৃষ্টি চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া ভূত যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, শুভ অপ্সরাঃ নর, কিন্নর রাক্ষস, পক্ষী, পশু মৃগ সর্পাদি এবং অব্যয় ব্যয় স্থাবর, জঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছিলেন,"

প্রেতগণ মধ্যে অনেক পরমজ্ঞানী পরম ভক্ত এবং পরম সাধক আছেন তাহাও পুরাণের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে (৬৫৭)।

যে ব্রহ্মা ভূতসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নবগ্রহকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূতের ন্যায় সেই সকল গ্রহ কর্তৃকও মানুষ অনেক সময় পীড়িত হইয়া থাকে। গ্রহ পীড়ার সহিত কুস্বপ্ন দর্শণের আর ভূতের ভয়ের যে কিরূপ একটি নিকট সম্বন্ধ বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে তাহার মূল অনুসন্ধান জন্য একটু চেষ্টা করা এ ক্ষেত্রে অকর্ত্তব্য হইবে না। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের যে ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮ এবং ৬৪৯ সংখ্যক শ্লোকে গ্রহ জনিত ভয় এবং ভূতের ভয়ের উল্লেখ আছে, সেই কয়েকটী শ্লোকের মধ্যেই ভূতের ভয়ের কথার পার্শ্বে তৎসম্বন্ধে কুস্বপ্ন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহার প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই অনেকের মনে এমন একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, গ্রহপীড়া এবং কুস্বপ্ন এবং ভূতের ভয় এ তিনটিকেই একস্থানে এক সূত্রে গ্রন্থিত করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? একটু চিন্তা করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর সহজে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, শাস্ত্রে গ্রহগণকে দেবতা শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। দেবতাগণকে অতি সুক্ষ্ম বা অধ্যাত্ম দেহ বিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। এজন্য আমাদের সূক্ষেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের দ্বারা চিন্তা করিয়া আমরা দেবতাগণকে যেরূপ উপলব্ধি

(৬৫৭) "হেমকূটগিরির শৃঙ্গদেশে দেবদেব ব্রহ্মার মহাকূট নামে স্ফটিকনির্ম্মিত একটী সুন্দর বিমান আছে। সেখানে দেবগণ, ঋষিমণ্ডল ও সিদ্ধসমূহ, দেবাদিদেব ভূতাধীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবকে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেব গিরিশ পিনাকধারী মহেশ্বর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া মহাদেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করেন।"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কুর্ম্মপুরাণের বঙ্গানুবাদ।)

কৈলাস পর্ব্বতস্থিত মহাদেবের পার্শ্বচর বা সহচর ভূত প্রেতগণ কিরূপ মহাপরাক্রমশালী এবং তাঁহাদের হিতাহিত কার্য্য শক্তি কতদূর প্রবল তাহা শিব পুরাণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া দেখিলে অতি সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে—

"সেই মহাপরাক্রান্ত প্রমথগণ দেবদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্ব-ভূতপূজিত দেবদেব! কিজন্য আমাদের আজ্ঞা করিলেন, তাহা বলুন। সমুদ্র সকল শোষণ করিতে হইবে, কি পর্ব্বতবৃন্দ উৎপাটন করিতে হইবে, কি দিক্ সকল নষ্ট করিতে হইবে, কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সহিত যমকে বধ করিতে হইবে? আপনার আজ্ঞায় অদ্য কাহার ঘোর বিপদ্ ঘটাইতে হইবে, কাহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহোৎসব ধ্বংস করিতে হইবে? ভূতগণ এইরূপ বলিলে পর ভক্তবৎসল মহাদেব তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন,—তোমরা জগতের হিতকারী; তোমাদিগকে যে জন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। শ্রবণান্তর প্রণত হইয়া অশঙ্কিতভাবে তাহা পালন কর।" (বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শিবপুরাণের বঙ্গানুবাদ।)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

করিতে পারি আমাদের স্থূলদেহের অন্তর্ভূত স্থূল চক্ষুদ্বারা তাঁহাদিগকে সেরূপ দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে আমরা পারি না। দেবতাগণের করা কার্য্য সকল আমাদের চৈতন্যময় মনোরাজ্য মধ্যে যেমন সহজে বিস্তার এবং বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদের দেহের হস্তপদাদি বহিরঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে কিম্বা জড় ভাবাপন্ন আর কোন বস্তু মধ্যে তেমন হইতে দেখা যায় না। গ্রহগণের ক্রিয়া ও প্রায় সেইরূপ, উহা আমাদের মনোরাজ্য উপরে যেমন সহজে বিস্তার এবং বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আমাদের অধিকৃত গৃহদ্বারাদি স্থাবরাস্থাবর বস্তু সকল উপরে তেমন

মহাদেবের একজন প্রধান অনুচর নন্দী কৈলাস পর্ব্বতস্থিত ভূতগণকে এক সময়ে কিরূপ উচ্চভাবে ভক্তিভরে স্তুতি করিয়াছিলেন, শিব পুরাণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পংক্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

"হে ভূতগণ! তোমরা যোগী ও মহাযোগী; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা জটাধারী রুদ্রস্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বিশ্বরূপী বিশ্বরক্ষক; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বল্কল ও চর্ম্মবস্ত্র পরিধান কর; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বহুরূপী ও দেবতেশ্বর; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা মুনি মৌনী ও বিশ্বস্বরূপ, তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা শতসহস্র রূপ ধারণ কর; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা সংযতরূপী, বায়ুরূপী, মার্জ্জাররূপী ও কালরূপী; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা দেবতা অসুর ও মনুষ্যদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাক, তোমাদিগকে নমস্কার।" (বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত শিবপুরাণের বাঙ্গালানুবাদ।)

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের নানাস্থানে ভূত সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ভাবের উক্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ভূত প্রেতগণকে ঘৃণ্য জীব বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ করা হয় নাই বরং স্বর্গলোকবাসী দেব দানব গন্ধর্ব্বাদি সহ উচ্চ আসনে রাখিয়া তাহাদিগকে দেবযোনীর অন্তর্ভূত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ। ভূতা বিদ্যাধরা শ্চৈব অষ্টৌতে দেবযোনয়ঃ॥" (দেবী পুরাণ।)

চীন দেশবাসীরা যেমন পায়খানার ভূতকে, অতিশয় ভয় করেন, এখনও এদেশের অনেকে সেইরূপ ভাঙ্গা পায়খানা কিম্বা তত্তুল্য ময়লা স্থানবাসী ভূতকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন। পুরাণাদি কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই অন্ধকার পায়-খানাতে কিম্বা পরিত্যক্ত গৃহে কিম্বা জলশূন্য ভাঙ্গা কূপ গর্ত্তে ভূতের বা প্রেতের বাসস্থান স্থির করেন নাই বরং অতি উর্দ্ধে অতি উচ্চ মনোরম স্থান ভূত প্রেতের বাসস্থান নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

"উচ্যতে লোকমধ্যে তু দেবর্ষে অববুধ্যতাম্। ততোঽধস্তাৎ সমাখ্যাতা লোকাঃ পরমপাবনাঃ॥
সিদ্ধানাং চারণানাঞ্চ বিদ্যাধ্রাণাঞ্চ সত্তম। যোজনাযুতবিখ্যাতা লোকাঃ পুণ্যনিষেবিতাঃ॥
ততোঽপ্যধস্তাদ্দেবর্ষে যক্ষাণাঞ্চ সরক্ষসাম্। পিশাচপ্রেতভূতানাং বিহারাজিরমুত্তমম্॥ ১০॥
অন্তরীক্ষঞ্চ তৎ প্রোক্তং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি হি। যাবন্মেঘাস্তথোদ্যন্তি তৎপ্রোক্তং জ্ঞানকোবিদৈঃ"

(দেবী ভাগবত অষ্টমস্কন্ধ।)

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পৃথিবীর সকল ভূত যে পরমজ্ঞানী আর পরম শিবভক্ত এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবেনা। ব্রাহ্মণ মধ্যে যেমন জ্ঞানী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আছেন এবং অজ্ঞানী কদাচারী নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ আছেন, ভূতগণ মধ্যেও সেইরূপ শিবশক্তিভক্ত ভূত এবং কুকার্য্যে অনুরক্ত ভূত ও আছেন মনে করিতে বাধা নাই।

হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রহগণ মধ্যে চন্দ্র গ্রহের হিতাহিত বা মঙ্গল অমঙ্গল উৎপাদক ক্রিয়া আমাদের মনের উপর যে পরিমানে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আমাদের শরীরের অন্য কোন অংশে তেমন হয় না। এজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্র গ্রহকে মনের অধিপতি বলা হইয়াছে। সেইরূপ বৃহস্পতি গ্রহের ভাল মন্দ ক্রিয়ার বিকাশ আমাদের দেহের অন্য অংশ অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধির উপরে অধিক পরিমানে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়, এজন্য বৃহস্পতি গ্রহকে আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির অধিপতি বলা হয়। নবগ্রহের অধিপতি সূর্য্যের ক্রিয়া আমাদের আত্মার উপরে অধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে (৬৫৮)। আমাদের আত্মাকে নির্লিপ্ত এবং পাপ শূন্য, সম্বন্ধ শূন্য বলিয়া যদিও নানা শাস্ত্র গ্রন্থে কথিত হইয়াছে কিন্তু চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে শুম্ভাসুর নিহত হইলে "ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি" ইত্যাদি উদ্ধৃত ৫৭২ সংখ্যক শ্লোকে শুম্ভকে "দুরাত্মা" বলিয়া বর্ণিত হইতেও আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধা নাই যে "আত্মা" নিজে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সুনির্ম্মল হইলেও, যে দেহ আধারে যখন সেই আত্মা মায়ার আবরণে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন, তখন ঐ দেহের অনুষ্ঠিত সুকার্য্য ও কুকার্য্য উহাতে প্রতিফলিত হইয়া ঐ দেহস্থিত আত্মা এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যখন সূর্য্য গ্রহের তুষ্টি বা রুষ্টির মুখচ্ছায়া তাহাতে অল্পাধিক পরিমানে প্রতি-বিম্বিত হইলেও হইতে পারে। ইহাকেই আমাদের দেহস্থিত আত্মার উপরে সূর্য্য গ্রহের কার্য্য শক্তির জ্যোতিঃ বিকাশ বলা যাইতে পারে। মানব অন্তঃকরণের পঙ্কিলতা ও নির্ম্মলতা এবং অপবিত্রতা এবং পবিত্রতা ঘটিত হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা অনুসারে তাহার উপরে গ্রহগণের শুভ বা অশুভ উৎপাদক দৃষ্টিপাতের যে কি একটি নিকট সম্বন্ধ একসূত্রে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা এইরূপ চিন্তাধারা ধরিয়া কিয়ৎ পরিমাণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। কুস্বপ্ন এবং সুস্বপ্ন দর্শন সহিত মানব অন্তঃকরণের পঙ্কিল এবং নির্ম্মল অবস্থার যে একটি অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে ইতিপূর্ব্বে তাহা ৬৪৬ এবং ৬৪৭ সংখ্যক শ্লোকের কুস্বপ্ন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে ৬৪৮, ৬৪৯ এবং ৬৫৩ সংখ্যক শ্লোকের ভূতের ভয় কথাতেও মানুষের মনের ভিতরের অবস্থার সহিত ভূতের ভয়ের যে একটি অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে

---

(৬৫৮) "কালাত্মাব দিবানাথো মনঃ কুমুদবান্ধবঃ। সত্ত্বং কুজো বিজানীয়াদ্ বুধো বানীপ্রদায়ক॥
দেবেজ্যো জ্ঞান-সুখদো ভৃগুবীর্য্য প্রদায়ক। বিচার্য্যতামিদং সর্ব্বং ছায়াসূনুশ্চ দুঃখদঃ।
রাহুরৈশ্বর্য্যাকং বিদ্ধি মুখনাস্তি পদস্তথা॥"

(পরাশর সংহিতা।)

তাহা দেখিয়া এই তিনকেই কেন যে প্রায় এক পর্য্যায়ের পীড়া বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং একই ঔষধি দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে এই ত্রিবিধ পীড়ার কষ্ট প্রশমিত করিবার ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব আমরা বুঝিতে পারিতেছি। একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে এখনও বাকি আছে। সে প্রশ্নটি এই—চণ্ডী মাহাত্ম্য পঠন শ্রবন দ্বারা কুস্বপ্ন দর্শন, গ্রহ পীড়ন, আর ভূতের ভয় নিবারণ হইবে কেন ? প্রশ্নটি যেমন গুরুতর, উহার উত্তর তেমনি সহজ। উত্তর এই—তমোগুণের প্রাবল্য দ্বারা মন মলিন ও দুর্ব্বল থাকা সময়ে কুস্বপ্ন দর্শন অধিক সংঘটন হয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেহে এবং মনে তমোগুণের প্রাবল্য সময়ে নানাবিধ পাপ কার্য্য যখন উহাকে দুর্ব্বল করিয়া উঠায়, তখনই উহার উপরে পাপ গ্রহগণের (অর্থাৎ মন্দ গ্রহগণের) মন্দ দৃষ্টি অধিক পড়িয়া থাকে (৬৫৯)। তমোগুণ প্রধান রাত্রিতে, সাধারণতঃ মানুষের মনের ভিতরেও তমোগুণ সঞ্চার অধিক হয়, সেই সময়েই দুর্ব্বল মন মধ্যে ভূতের ভয়ও প্রবল হইয়া উঠে। "সাহস" এবং "ভয়" এ দুইটি পরস্পর বিরোধী বস্তু। যেখানে সাহসের অভাব, সেই স্থানেই ভয়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে মনোরাজ্যে সাহসের প্রভাব যত প্রবল, সে মনোরাজ্যে

---

(৬৫৯) "পাপ গ্রহ" এবং "মন্দ গ্রহ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে আছে। এবং সাধারণ লোকেও অনেক সময়ে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এজন্য যদিও এখানে "পাপ গ্রহ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "পাপ গ্রহ" বলিয়া কথিত হইতে পারেন এমন কোন গ্রহ নাই। পূর্ব্বেই একথা বলা হইয়াছে যে মানুষের নিজকৃত কর্ম্মফলে এবং জন্ম সময়ের অবস্থা ফলে মানুষে গ্রহগণের সুদৃষ্টি এবং কুদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাচীন ঋষিগণ মধ্যে কেহ কেহ ইহা বুঝিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"গ্রহ ক্রূরা খলা নাত্র শুভাঃ সৌম্যাঃ কদাচন। তত্তৎ স্থানাধিপত্যেন ভবন্তীহ খলাঃ শুভাঃ॥"

(পরাশরীয় সংহিতা।)

অর্থাৎ গ্রহগণ কেহই ক্রূরও নহেন খলও নহেন, শুভ বা অশুভ ও নহেন, সৌম্য ও নহেন, অবস্থান স্থান অনুসারে তাঁহাদের কার্য্য শুভ বা অশুভ নামে কথিত হয়।

আর একটি কথা এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য রহিয়াছে। স্ব স্ব কর্ম্মফলে মানুষে যখন গ্রহের সুদৃষ্টি কুদৃষ্টি ফল ভোগ করিতে বাধ্য তখন চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবন পঠন দ্বারা সে কর্ম্মফল ভোগের পূর্ব্বে অগ্রেই তাহা বিলুপ্ত হইবে কিরূপে। এ কথার উত্তর মুণ্ডকোপনিষদ প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন—পরম দেবতা পরমেশ্বর বা পরম মাতা পরমেশ্বরীর জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে উৎপন্ন হইবা মাত্র মানুষের কর্ম্ম বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তখন আর কুগ্রহ সুগ্রহের কোনই কার্য্যশক্তি কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত সেই মানুষের প্রতি থাকিতে পারেনা।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুণ্ডকোপনিষদ)

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভয়ের আধিপত্য ততই দুর্ব্বল। দেবী মাহাত্ম্য গ্রন্থ পঠন ও শ্রবন দ্বারা মানুষের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দুর করে, মানুষের হৃদয়কে সবল করে, সতেজ করে, নির্ম্মল করে, পবিত্র করে, মানুষের অন্তঃকরণে সাহসকে আনিয়ন করে, দৃঢ়তাকে আনয়ন করে, অল্প কথাতে, জড়মুখী মানুষকে চৈতন্যমুখী মানুষ করে, পশুভাবাপন্ন মানুষকে দেবভাবাপন্ন মানুষে পরিণত করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—কি প্রকরণে এমন করে ? উত্তর এই, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সন্নিকটে সাধারণ জল আনয়ন করিলে তাহা উত্তপ্ত হয় যে কারণে, পরিস্কৃত জলবায়ুর দেশে পীড়িত মানুষকে আনয়ন করিলে তাহার দেহ ও মন সুস্থ ও সবল হয় যে কারণে, দীপালোক ধরিলে অন্ধকার দূর হয় যে কারণে, সাহসী বীরের বীরত্বমূলক কার্য্যকলাপের ইতিহাস মনোযোগ সহ পঠন শ্রবন এবং অধ্যয়ন করিলে মানুষকে সাহসী করে সেই একই প্রকরণে। দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে একটি নারী একাকিনী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, আগুন, তপন প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী দেবগণকে পরাজিত করিয়া যে দুর্দ্দান্ত

অতি উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া, মানুষে, ব্যাপক দৃষ্টিতে, বহুদূরস্থিত দৃশ্য বস্তুসকল অনায়াসে দেখিতে পারেন, কিন্তু নিকটের বৃক্ষলতা ফল ফুল পরিপূর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ শোভা ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে ভালরূপ দেখিতে পারেন না। নিম্নে সমতলস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে তখন ঐ সকল দেখিবার সুবিধা হয়। সেইরূপ হিন্দুশাস্ত্রের গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অত্যুচ্চ পর্ব্বত চূড়াতে দাঁড়াইয়া কুস্বপ্ন দর্শনের কুফল, গ্রহের কুদৃষ্টি আর ভূত প্রেতের কু-কার্য্য সকল, দেবীর একমাত্র চরণ চিন্তন দ্বারা অনায়াসে প্রশমিত করা যাইতে পারে, এইরূপ উচ্চভাবের কথা সকল জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের পক্ষে হৃদয়ে উপলব্ধি করা যেমন সহজ, সাধারণ জনগণ পক্ষে সেরূপ নহে। জন সাধারণের পক্ষে সহজে হৃদয়ে গ্রহণ করিবার সুবিধার্থে এতৎ বিষয়ক আলোচনার একটু নিম্ন স্তরে নামিয়া স্থান ও কাল উপযোগী এখন আরও দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। কেবল দেবীর চরণ চিন্তন দ্বারা মানুষে নিজ হৃদয়ে নির্ম্মলতাও পবিত্রতা আনয়ন করিয়া নিজের মনকে সবল করিয়া এই সকল উপদ্রব এবং ভয় বিদূরিত করিতে পারেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি মন্ত্রাদি মূলক যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও ঐ সকল কার্য্য যে সম্পন্ন করা যাইতে পারে একথাও তেমনি সুনিশ্চিত। ৬২৪ সংখ্যক টীকাতে বেদ মন্ত্রদ্বারা কুস্বপ্ন দেবীকে যে দূর করা যাইতে পারে একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণোক্ত চণ্ডী মাহাত্ম্য মূলক মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা কুস্বপ্নকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেই বা বাধা কি ? রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি নব গ্রহের ইষ্ট দেবী বা উপাস্য দেবী কালীতারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা। ইহা তন্ত্র শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যথা— "দিবাকরস্য মাতঙ্গী চন্দ্রস্য ভুবনেশ্বরী কুজস্য বগলাদেবী বুধস্য পুর সুন্দরী॥
তারা বৃহস্পতেশ্চৈব শুক্রস্য কমলাত্মিকা। শনেস্তু দক্ষিণাকালী গ্রহাণামিষ্ট দেবতাঃ॥
ছিন্নমস্তা তথারাহোঃ কেতোর্ধুমাবতী তথা॥"

গ্রহগণের ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যারূপা দেবী চণ্ডিকার নিকট আবেদন উপস্থিত করিবা মাত্র আবেদন-কারীর উপরে গ্রহগণের কুদৃষ্টি থাকিলে তাহা দুর হইয়া সুদৃষ্টি পড়িবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে চণ্ডী পঠন ও

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অসুরদল স্বর্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই অসুরকুলকে সন্মুখ যুদ্ধে সমূলে নিহত করিয়া যে অসীম সাহসের এবং বিপুল বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বিশ্বের অতীত ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। এই অসাধারণ সাহসের এবং বীরত্বের ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে দুর্ব্বল হৃদয় নির্জীব মানুষকে সবল ও সৎসাহসী সজীব মানুষে যে পরিণত করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মনোবৃত্তির এই রূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুস্বপ্ন দর্শন, গ্রহ প্রপীড়ন এবং ভূতের ভয়ে হৃদকম্পনকে, চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে যে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন ইহাও কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রবন গ্রহপীড়ার শান্তির অমোঘ অস্ত্র মনে করিতেই বা বাধা কি? ভূত-প্রেত-জাত ভয় সম্বন্ধে ইহা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে নন্দী সর্ব্বক্ষণ দেবীচণ্ডিকার নিকটস্থ আদেশ বাহক দাস। সেই নন্দীই হইতেছেন পৃথিবীর সকল ভূত প্রেতের কর্ত্তা বা পরিচালক অর্থাৎ যেমন মহাত্মা গান্ধী হইতেছেন পৃথিবীস্থ কংগ্রেসীয় জীবাত্মাগণের Dictator। ভূত প্রেত ভয় নিবারণ জন্য দেবীর নিকট আবেদন করিবা মাত্র এবং দেবীর ইঙ্গিত পাইবা মাত্র নন্দী আকাশস্থিত প্রেতাত্ম গণকে তাহার চতুষ্পার্শ হইতে হটাইয়া দিতে না পারিবেন কেন? এ সমস্ত কার্য্যই দেবী চণ্ডিকা করিতে সমর্থ্যা এবং ত্রিলোকের হিতার্থে এরূপ শত শত কার্য্য তিনি যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। একথা চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে দেবীর নিজ মুখের বাক্যেই ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যথা— "ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।"

মর্ম্মার্থ—ত্রিলোকের হিতার্থে মহাসুর বধ কার্য্যাদি পর্য্যন্ত সমস্তই আমি সর্ব্বদা সম্পাদন করিয়া থাকি।

মানুষের হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে দুর্ব্বল মন বসিয়া থাকিলে তাহাকে হটাইয়া কুস্বপ্নের ভয় এবং কুগ্রহ পীড়ার ভয় এবং ভূতের ভয়, মধ্যে যে কেহ কিম্বা ইহারা সকলেই আসিয়া উহা অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইয়া থাকে। বাঙ্গালার দুর্ব্বল রাজা লক্ষণসেন, রাজধানীতে মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বেই ভয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যে সমস্ত পলায়ন করিয়াছিলেন, ১৭ জন মাত্র মুসলমান সৈন্য আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছিল ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। মানুষের হৃদয় সিংহাসনে দুর্ব্বল অধিকারী বসিয়া থাকিলে তাহার দশাও এইরূপ হইয়া থাকে। এই জন্য মানুষের হৃদয় সিংহাসনে প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্না দেবী চণ্ডিকাকে আনিয়া স্থাপন করিতে পারিলে ভূত প্রেতাদি অন্য কাহারও দ্বারা উহা অধিকৃত হইবার আর কোনই ভয় থাকে না। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের হৃদয় সিংহাসনে দেবী চণ্ডিকাকে আনিয়া স্থাপন করা কি সহজ সাধ্য কার্য্য? নিতান্ত সহজ সাধ্য না হউক, ইহা অধ্যবসায়ী মানুষের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য ও নহে। দেবীচণ্ডিকার একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সর্ব্বমমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।"

এই উক্তির মর্ম্মার্থ—আমার এই মাহাত্ম্য পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ পাঠকার্য্য আমার সন্নিকট প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ করে আমি তাহার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকি। যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত এই চণ্ডীমাহাত্ম্য ইতিহাস, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে, চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠকের নিত্য পাঠ্য দেবী চণ্ডিকার একটি স্তব মধ্যে আর একটি শ্লোকে এ কথাটির অর্থ আরও পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে শ্লোকটী এই— "চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ। হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ॥"

৬৫৯ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমেই "পশু পুষ্পার্ঘ্য ধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ" ইত্যাদি বস্তুদ্বারা পূজার কথা বলা হইয়াছে। এই সকল বস্তুদ্বারা "আমাকে একবৎসরকাল প্রতিদিন পূজা করিলে আমার যে পরিমান আনন্দ হয় কাহারও মুখে একবারমাত্র আমার চরিত্র পাঠ শ্রবন করিলে আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে।" দেবীকণ্ঠ নিঃসৃত এই সকল কথা এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই শ্লোকে কথিত "পশু" শব্দের অর্থ, তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকাকার এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—"পশবশ্ছাগাদয়ো বিহিতাঃ, অর্ঘ্যোত্তুর্ব্বাক্ষতাদিঃ" ইত্যাদি। অনেকেই পশু শব্দার্থে ছাগ বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ মেষ মহিষাদি এবং মৎস্য ও পক্ষী ও পশুশব্দের অন্তর্গত করিয়া থাকেন। পুরাণের কোন কোন স্থানে নরবলিকে ও পশুবলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বেদের এবং তন্ত্রের অনেক স্থানে পশুশব্দটীকে এইভাবে অতি প্রসারিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে (৬৬০)।

---

(৬৬০) "পিপ্‌পলাদ তনয় পুনর্ব্বার "কাহারা পশু" এই কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে জাবালি তাহার উত্তর দিলেন যে, শাস্ত্রে জীবই পশু বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং সেই পশুরূপী জীবের প্রভু বলিয়া ভগবানই পশুপতি। পৈপ্‌পলাদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জীবকে পশু এবং ভগবানকে পশুপতি বলিবার হেতু কি জাবালি তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, যাহারা তৃণ মাত্র ভক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা যাহাদিগের এতটুকুও নাই; পরের আদেশ পালন করিতে এবং সকল প্রকার দুঃখ সহিয়া থাকিতেই যাহারা অভ্যস্ত; এবং এই জন্যই যাহাদিগকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া তাহাদের প্রভুরা ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করে, সেই গো মহিষাদি প্রাণীকে যেমন আমরা পশু বলি এবং তাহাদের উপর যাহারা কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাদিগকে যেমন পশুপতি বা পশুপালক বলি, এখানেও সেইরূপ সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্যে হীন (অর্থাৎ পরাধীন) জীব পশু এবং তাহাদের উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন সেই পশুপতি।" (পণ্ডিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জাবালি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ)।

নরবলি দ্বারা দেবীর যে আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া থাকে এরূপ কথা অনেক পুরাণের অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে পরাজিত পরাধীন শত্রুকে ধরিয়া আনিয়া বন্দুকের গুলিতে হত্যাকরা কিম্বা চিরকাল সেই শত্রুকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার কুপ্রথা সুসভ্য য়ুরোপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ইহা অপেক্ষা দেবীর নাম উচ্চারণ মূলক পবিত্র মন্ত্র বধ্যনরের কর্ণরন্ধ্রে প্রদান করিয়া এবং তাহার জীবাত্মার উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া দেবীর সম্মুখে তাহাকে সমর্পণ এবং একাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন কার্য্য দ্বারা তাহার আজীবনের কারাবাস ক্লেশখণ্ডন উপায়বিধান দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা সম্পাদন করা অনেক ভাল কার্য্য এরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ চিন্তাধারা ধরিয়া এইরূপ একটী নরবলিতে দেবী যে প্রসন্না হইয়া থাকেন পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা যে অতিরঞ্জিত উক্তি নহে এমন মনে করিতে বাধা কি?

কালিকা পুরাণে নরবলিদান সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বলিদানের উপযুক্ত শত্রুস্থানীয় মানুষকেও অনেকস্থানে পশুশব্দের অন্তর্গত করিয়া রাখা হইয়াছে। শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে জয় করিয়া বাঁধিয়া আনিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলি প্রদানের রীতি যে অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও এদেশে প্রচলিত ছিল তাহা বলি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে ইতিপূর্ব্বে ঐতিহাসিক প্রমানাদি সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে আলোচ্য এই শ্লোকের পশুশব্দে কেবল চতুষ্পদ ছাগ বা মেষ মহিষ না বুঝিয়া দ্বিপদ বিশিষ্ট পরাজিত মানবদেহধারী শত্রুকেও এখানে পশুশব্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কেন যে রাখা হইয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এখানে উত্তম পশু, উত্তম পুষ্প, উত্তম ধূপ, উত্তম দীপাদি দ্বারা পূজা করিবার কথা বলা হইয়াছে। উত্তম পুষ্প, উত্তম ধূপ, উত্তম দীপ কাহাকে বলিব? পরম পূজ্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" গ্রন্থে এবং রুদ্রযামলাদি অনেক তন্ত্রে এসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে (৬৬১)।

"ব্রাহ্মণ অথবা চণ্ডালকে বলিপ্রদান করিবেনা এবং রাজপুত্রকেও বলিপ্রদান করিবেনা, শত্রুভূপতির পুত্র যদি যুদ্ধে বিজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলি দিতে পার। * * * কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে যে কোন রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মনুষ্য বলি প্রদান করিবে।"

(বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ।)

নানা পুরাণের নানাস্থানে দেবী উদ্দেশ্যে বলিদান; বিশেষতঃ নরবলিদান সম্বন্ধে এইরূপ অনেক উক্তি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিবিষ্টচিত্তে এই সকল দেখিলে এবং চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় রসনার তুষ্টি কিম্বা উদরের পুষ্টি সাধন জন্য বলি প্রদানের ব্যবস্থা পুরাণাদি কোন শাস্ত্রেই প্রদত্ত হয় নাই। দেবীপুরাণ হইতে নিম্ন উদ্ধৃত একটি উক্তি পাঠ করিলে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার রূপে বোধগম্য হইবে—

"দীন, অন্ধ, কৃপণ, প্রভৃতি সকলকে যথাশক্তি অন্নদান করিবে, যেহেতু দেবী সর্ব্বগতা; উহাদিগকে অন্নদান করিলেই দেবীর উদ্দেশে দান করা হয়। নানাবিধ ভক্ষ্যবস্তু, দধি, অক্ষত, দূর্ব্বা, তণ্ডুল প্রভৃতি সর্ব্বভূতোদ্দেশে দশদিকে বলি প্রদান করিবে।"

এই শ্রেণীর উক্তিদ্বারা জানাযাইতেছে,—বলি প্রদান দ্বারা দেবীকে পরিতুষ্ট করার অর্থ দেবীর সৃষ্ট বিশ্বসংসারকে তুষ্ট করা। শক্তি-সাধকের দৈহিক ও মানসিক বল বৃদ্ধির সহায়তা যে শ্রেণীর বলিদান কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই উত্তম বলি বলিয়া গণ্য হয়।

(৬৬১) মানব চক্ষে গোলাপাদি যে সকল পুষ্প অতি উপাদেয় উপলব্ধি হইয়া থাকে, দুর্গা দেবীর নিকটে তাহা উত্তম বোধ না হইতেও পারে। দেবী প্রিয় যে সকল পুষ্পের নাম তালিকা বরাহ পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নরনারীর উপাস্য দেবদেবীর পূজার্চ্চনা সময়ে এবং তাহাদের পরমপূজ্য মৃত এবং জীবিত ব্যক্তিগণের পরিতৃপ্তির জন্য মনোহর পুষ্প, সুন্দর পুষ্পমালা, সুগন্ধ ধূপ দীপাদি ব্যবহারের উল্লেখ অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস গ্রন্থাদিতেও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়েও নানা স্থানের নানা প্রকার লোকাচরণ মধ্যেও ঐ সকল তেমনি বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্প ধূপ দীপাদি দান সহিত পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবার একটী বিষয় (৬৬২)।

৬৫৩ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে—আমার জগতে প্রকাশ ঘটিত চরিত্র বর্ণন শ্রবণ করিলে লোকের পাপ বিনষ্ট হয় এবং লোকে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে। ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, পরিস্কার জলে গাত্র ধৌত করিলে যেমন দেহের ময়লা দূর হয় সেইরূপ পূণ্য কাহিনী শ্রবণ করিলে মনের মলিনতা বিদূরিত হয়। ময়লা মনকে আশ্রয় করিয়া পাপ বাস করে। মনকে নির্ম্মল করিয়া রাখিতে পারিলে সেরূপ মনকে

"মালতী মল্লিকা জাতী যুথিকা মাধবী লতা। পাটলা করবীরশ্চ জবা তর্চ্চারিকা তথা॥
কুব্জকং তরগশ্চৈব কর্ণিকারোহব রোচনঃ। চম্পকাম্রাতকো বাণো বর্ব্বরা মল্লিকা তথা॥
অশোকো লোধ্রতিলকৌ অটরূষশিরীষকৌ। শমী পুষ্পঞ্চ দ্রোণঞ্চ পদ্মোৎপলব কারুণাঃ॥
শ্বেতারুণে ত্রিসন্ধ্যেচ পলাশঃ খদিরস্তথা। ত্রপুষী চণ্ডবিল্বশ্চ ঝিণ্টী পঞ্চবিধা তথা॥
এবমাদ্যুতা কুসুমৈঃ পূজয়েৎ বরদাং শিবাম্॥"

(৬৬২) ভারতের শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্রপুরাণ প্রাচীন কাব্য ইতিহাসাদি সকল গ্রন্থ মধ্যেই পুষ্পের কথা এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে একটা বিরাট প্রস্ফুটিত পুষ্পকাননের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। যাহা সকলে জানিতেছেন তাহাই জানাইবার জন্য বচন প্রমান উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন এজন্য অন্যদেশে এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে পুষ্পের প্রতি কিরূপ সম্মান ও সমাদর রহিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য এখানে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিব। অফ্রিকাখণ্ডমধ্যে ইজিপ্ট একটি অতি প্রাচীন দেশ। ইজিপ্ট দেশবাসিগণ বহু কাল গত হইল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের ভগ্নদেবমন্দির এবং পিরামিড ইত্যাদি মধ্যে তাঁহাদের উপাস্য ভগ্নদেবদেবীর প্রতিমা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কাহারও হস্তে পদ্ম পুষ্প, কেহবা প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প উপরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখা যায়। ঐরূপ এসিয়া খণ্ডের লুপ্ত আসেরিয়া জাতির দেব দেবী প্রতিমাতেও পুষ্পানুরাগিতার পরিচয় প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জাপান বাসীদের মধ্যে এখনও চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পকে ভারতবর্ষের তুলসী বৃক্ষের ন্যায় অতিশয় পবিত্র বস্তু বলিয়া সমাদর করা হয়। প্রায় সকল জাপানীর গৃহেই টবের উপর

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আশ্রয় করিয়া পাপ থাকিতে পারে না। যে কেহ নিজ মনকে সুস্থ ও সবল রাখিতে পারিলে, তিনি তাঁহার মনের বাসস্থান তাঁহার দেহকেও সুস্থ ও রোগ মুক্ত রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখা সকলেরই আয়ত্তাধীন।

চন্দ্র মল্লিকার দুই একটি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানী গৃহলক্ষ্মীরা তাহাতে প্রত্যহ স্বহস্তে জল সিঞ্চন করিয়া থাকেন। চীনে এখনও জবাফুলের অত্যন্ত আদর দেখা যায়। এদেশের জবাফুলকে ইংরাজেরা Chinese Rose বলিয়া থাকেন। কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীদের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের চর্চ্চে (উপাসনা মন্দিরে মেরীদেবীর চিত্র বা ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিকে নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সর্ব্বদা সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয় এবং ধূপ দীপ দ্বারা এখনও ঐ সকল স্থানে মেরীদেবীর পূজার্চ্চনা করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরাও সে পুষ্পের, বিশেষতঃ পদ্মপুষ্পের অতিশয় অনুরক্ত তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহের জীবন ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, শাক্য সিংহ যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তখন স্বর্গ হইতে দেবতাগণ নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। পালি ভাষাতে রচিত "জাতক" গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে শাক্য সিংহের জন্ম সময় পৃথিবীর লবণ সমুদ্র মিষ্ট সমুদ্রে পরিণত হইয়া তাহা পদ্ম পুষ্পে আবৃত হইবার কথা এবং সর্ব্বত্র পদ্ম পুষ্প বৃষ্টি হইবার কথা নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The sea became sweet water, everywhere its surface was covered with lotuses of every colour. All flowers blossomed on land and in water. The trunks and branches and twigs of trees were covered with the bloom appropriate to each. On earth tree-lotuses sprang up by sevens together, breaking even through the rocks : and hanging lotuses were born in the sky and rained down everywhere a rain of blossom."

(Buddhist Birth Stories by Rhys David)

এদেশের এবং চীন জাপান ও তিব্বতের অনেক স্থানের প্রস্তর বিনির্ম্মিত বৌদ্ধ মূর্ত্তিকে প্রস্ফুটিত পদ্ম পুষ্পের উপরে উপবিষ্ট অবস্থাতে দেখা যায়। য়ুরোপের সুসভ্য ইংরাজ ফরাসী জর্ম্মানদের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার গোরস্থানের উপর শত শত লোকে যাইয়া এখনও পুষ্পাঞ্জলি এবং পুষ্পমালা প্রদান করিয়া থাকেন। অনেকেই দেখিয়াছেন, কলিকাতা গড়ের মাঠে লর্ড রবার্ট প্রভৃতি ইংরাজ বীর পুরুষগণের ধাতু নির্ম্মিত বৃহৎ ষ্টাচু মূর্ত্তির পদপ্রান্তে কত বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষ যাইয়া সময়ে সময়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা অতীত কালের লোকপূজ্য দেব দেবীর প্রতিমাকে এবং এ কালের লোক সম্মানিত ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তিকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিবার প্রথা এখনও পৃথিবীর সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোক মধ্যেই প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। সভ্য ও শিক্ষিত কৃশ্চিয়ান, মহম্মদীয়ান, এবং রামমোহনিয়ানগণ মধ্যে যাঁহারা মুখে পুষ্প দ্বারা দেব পূজার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মধ্যে অনেকে নিজের হাতের কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের নিজ উক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত আমেরিকা প্রত্যাগত বিবেকানন্দ বৃহৎ স্মৃতিমন্দিরে প্রত্যহ শত শত শিক্ষিতযুবক যাইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, ইহা যে কেহ ইচ্ছা করিলে তথাতে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥৬৫৪
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥৬৫৫
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্ব্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥৬৫৬
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥৬৫৭
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥৬৫৮
সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥৬৫৯
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥৬৬০

---

৬৫৪ হইতে ৬৬০ সংখ্যা চিহ্নিত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

দুষ্ট দৈত্যগণকে সংহার করা কার্য্য ঘটিত আমার এই চরিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে, শত্রু কৃত ভয় উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ আমার যে সমস্ত স্তুতিগান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে মঙ্গলময় ভাব উৎপন্ন হয়। নিবিড় অরণ্যেই হউক কিম্বা চারিদিক খোলা মাঠেই হউক কিম্বা জঙ্গল মধ্যে গাছে গাছে ঘর্ষিত হইয়া স্বভাবে প্রজ্জ্বলিত জঙ্গলদগ্ধকর চারিদিক বেষ্টিত ভয়ঙ্কর অগ্নি কুণ্ড মধ্যেই হউক কিম্বা দস্যুদল কর্ত্তৃক বা বন্যহস্তি সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক

আক্রান্ত হইয়া কিম্বা সহায় শূন্য গৃহে শক্রু কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া অথবা দেশের কার্য্যে ক্রোধ-দৃষ্টিতে পড়িয়া রাজাদেশে বধ্য ভূমিতে নীত অথবা কারাগারে বদ্ধ দশায় নিপতিত হইয়া কিম্বা মহাসমুদ্র মধ্যে ঘুর্ণাবায়ুতে জলমগ্নপ্রায় অবস্থাতে উপনীত নৌকা মধ্যে থাকিয়াই হউক কিম্বা ভীষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে দেহে নিদারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হইয়াই হউক কিম্বা এইরূপ নানা প্রকার ঘোর বাধা বিপত্তি কালে হউক যে কোন মানুষ আমার এই চরিত্রের ইতিহাস লিখিত কথা সকল স্মরণ করে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। আমার এই চরিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে আমার দয়া প্রভাবে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়, দস্যু ভয়, রাজ ভয় এবং শত্রু ভয় সমস্তই দূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত ব্যাখ্যা।

৬৫৪ হইতে ৬৬০ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে শব্দার্থ নির্ণয় করা লইয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণ মধ্যে কোন স্থানে কোনরূপ মত ভেদ কিম্বা বিরোধ বিতর্কের স্থল দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য গ্রন্থের এই সহজবোধ্য শ্লোক কয়টির কোনও বিষয় লইয়া এক্ষেত্রে আলোচনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ইহার মধ্যে মহাসমুদ্রে জলমগ্ন প্রায় তরীর কথা উপলক্ষে এবং ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে বধ্যভূমিতে নীত হইবার কথা সংশ্রবে এখানে দুই একটি গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ঘটিত বিষয় লইয়া একটু আলোচনা করিবার স্থল রহিয়াছে। প্রথমতঃ মহাসমুদ্রে বিপদ গ্রস্থ নৌকার কথা এখানে দেখিয়া আমরা কি জানিতে পারিতেছি তাহাই বলিতেছি। আমরা ইহা হইতে জানিতে পারিতেছি অতি পুরাকালেও এদেশের লোকে মহাসমুদ্র মধ্যে নৌকা আরোহণ করিয়া সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন (৬৬৩)। হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকিলে দেবীর মুখের এরূপ উক্তি চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থে স্থান পাইতে পারিত কি ?

(৬৬৩) পুরাকালে পশ্চিম ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের লোকে যে সমুদ্র পথে সর্ব্বদা ভিন্নদেশে যাতায়াত করিতেন তাহার প্রমান বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারত ইতিহাসে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল উদ্ধৃত করিয়া টীকার আয়তন বৃদ্ধি না করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"বুদ্ধি বলে হাথ্যাদহ যদি হৈল পার। দক্ষিণে সুমেরু শৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মোহানে সিতা খালি প্রবেশে হাড়খাল। বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥

